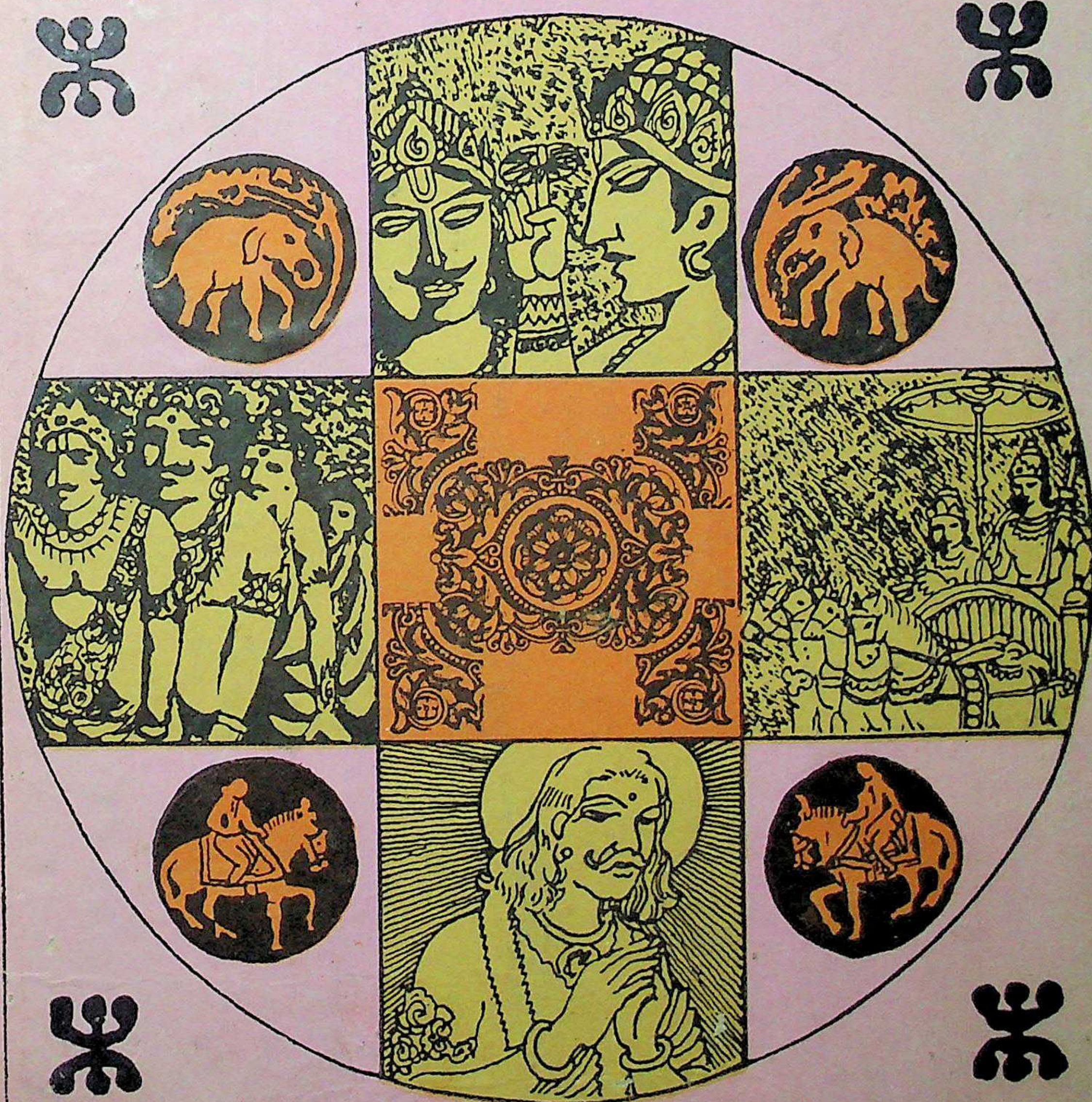
কাশীরাম দাস বিরচিত

মহাভারত



'মহাভারতের বিরাটত্বকে তাহার পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোন মানুষই স্পর্শ করিতে পারে নাই'—শতপথ ব্রাহ্মণ।

কাশীরাম দাস বিরচিত

মহাভারত

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বামী পরমানন্দ সম্পাদিত

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গ্রন্থপ্রকাশ সংস্করণ

প্রকাশক
মৈনাক বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদ। গৌতম রায়

পঁচিশ
দাম। ষোল টাকা

মহাভারত

দ্বিতীয় খণ্ড

(ভীষ্মপর্ব হইতে স্বর্গারোহণপর্ব)

সূচীপত্র

ভীষ্মপর্ব

[পৃষ্ঠা ৩৫৭—৪০১]

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ সজ্জা
ভীষ্মদেবের দশ দিন যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা ও অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যোগ কথন
প্রথম দিনের যুদ্ধ
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ
তৃতীয় দিনের যুদ্ধ
চতুর্থ দিনের যুদ্ধ
পঞ্চম দিনের যুদ্ধ
কর্ণ দুর্যোধন এবং ভীষ্মের মন্ত্রণা
ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ
অর্জুনের সহিত হনুমানের বিবাদ বিবরণ
সপ্তম দিনের যুদ্ধ
কৃষ্ণার্জুন কর্তৃক ছলে দুর্যোধনের মুকুট আনয়ন
অষ্টম দিনের যুদ্ধ
ভীষ্ম কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ
নবম দিনের যুদ্ধ
ভীষ্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের খেদোক্তি
দশমদিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা
ভীষ্মদেবের নিকট পাণ্ডবদিগের গমন

দ্রোণপর্ব

[পৃষ্ঠা ৪০২—৪৫৮]

দ্রোণকে সেনাপতি পদে বরণ
শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণা
দুর্যোধন ও ভীষ্মের কথোপকথন
তুমূল যুদ্ধ
দ্রোণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ
অর্জুনের সহিত দুর্যোধনাদির যুদ্ধ
দ্রোণের প্রতি দুর্যোধনের খেদোক্তি ও নারায়ণী সেনার যুদ্ধারম্ভ

জয়দ্রথের নিকট পাণ্ডবদিগের পরাভবের বৃত্তান্ত
অভিমন্যুর যুদ্ধ
অভিমন্যু বধ
অভিমন্যুর জন্ম বৃত্তান্ত
অর্জুনের শিবিরে আগমন ও অভিমন্যুর নিধন শ্রবণ
অভিমন্যুর শোকে অর্জুনের বিলাপ
অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের সান্ত্বনা এবং জয়দ্রথ বধে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা
জয়দ্রথ বধের উদ্যোগ
সাত্যকির ব্যূহ প্রবেশ ও কৌরবদিগের সহিত নানা যুদ্ধ
ভূরিশ্রবা কর্তৃক সাত্যকির পরাজয় বৃত্তান্ত বর্ণন
ভূরিশ্রবা বধ
ভীমের যুদ্ধে দুর্যোধনের দশ ভ্রাতার মৃত্যু
ভীমের হস্তে দুর্যোধনের ত্রিংশ ভ্রাতার মৃত্যু
ভীমহস্তে দুর্যোধনের পঞ্চাশৎ ভ্রাতার নিধন
দুর্যোধন ও দুঃশাসন ব্যতীত ভীম কর্তৃক অষ্ট ভ্রাতার মৃত্যু
জয়দ্রথ বধ
পাণ্ডব সকাশে ব্যাসদেবের আগমন ও মহাদেবের যুদ্ধ বিবরণ কথন।
নিশারণ ও ঘটোৎকচের যুদ্ধযাত্রা
ঘটোৎকচের মহাযুদ্ধ ও অলম্বুষ বধ
কর্ণ কর্তৃক ঘটোৎকচ বধ
কর্ণের নিকটে ছলে ইন্দ্রের কবচ গ্রহণ
দ্রুপদ রাজার মৃত্যু
বৈষ্ণবাস্ত্রের উপাখ্যান ও ভগদত্ত বধ
দ্রোণাচার্যের মৃত্যু
ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা

কর্ণপর্ব

[পৃষ্ঠা ৪৫৯—৪৭৯]

কর্ণকে সেনাপতিত্বে বরণ
কর্ণের সহিত যুদ্ধে নকুলের পরাভব
কর্ণ দুর্যোধন সংবাদ
শল্যের সারথ্য স্বীকার ও কর্ণের আত্মশ্লাঘা
কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাভব
যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনের কর্ণ-বধ প্রতিজ্ঞা
ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান
কর্ণপুত্র বৃষসেন বধ
কর্ণ বধ

শল্যপর্ব

[পৃষ্ঠা ৪৮০—৪৯২]

শল্যের সৈনাপত্য গ্রহণ
পাণ্ডবগণের সমর সজ্জা
শল্যের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ
শল্য বধ
উভয় দলে পরস্পর যুদ্ধ
শকুনি দুর্যোধন সংবাদ
শকুনি বধের উপক্রমে নানা যুদ্ধ
শকুনি বধ
দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন-হ্রদে প্রবেশ

গদাপর্ব

[পৃষ্ঠা ৪৯৩—৫১৭]

সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের হ্রদের নিকট গমন
দুর্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভর্ৎসনা
যুধিষ্ঠির দুর্যোধন সংবাদ
ভীমসেন দুর্যোধন সংবাদ
বলদেবের তীর্থযাত্রা বিবরণ
বশিষ্ঠ তীর্থ বিবরণ
সোমতীর্থ প্রসঙ্গে কার্তিকের জন্মকথা
বদরপাচন তীর্থের কথা
দেবল-তীর্থের কথা
নমুচি-তীর্থের উপাখ্যান
দধীচি-তীর্থের বিবরণ
বিষ্ণুর নিকটে দেবগণের দুঃখ নিবেদন
দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্মাণ
বৃত্রাসুর সংহার
শাণ্ডিল্য আশ্রমে নারদ বলরামের সংবাদ
কুরুক্ষেত্রের বিবরণ
দুর্যোধনের উরুভঙ্গ
দুর্যোধনের মস্তকে ভীমের পদাঘাত ও যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

সৌপ্তিকপর্ব

[পৃষ্ঠা ৫১৮—৫২২]

অশ্বত্থামার পাণ্ডব নাশার্থ প্রতিজ্ঞা
অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে বরণ
শিবিরদ্বারে অশ্বত্থামার শিব দর্শন
অশ্বত্থামা কর্তৃক শিবের স্তব
অশ্বত্থামার শিবিরে প্রবেশ ও ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বধ
হর্ষ ও বিষাদে দুর্যোধনের মৃত্যু

ঐষিকপর্ব

[পৃষ্ঠা ৫২৩—৫২৭]

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রবধ শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের খেদ
অশ্বত্থামার মুণ্ডচ্ছেদনার্থ ভীমের যাত্রা
যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ
অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরাস্ত্র পরিত্যাগ
অর্জুনের অস্ত্র পরিত্যাগ
উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মশিরাস্ত্রের প্রবেশ
অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রাপ্তিতে দ্রৌপদীর সন্তোষ

স্ত্রীপর্ব

[পৃষ্ঠা ৫২৮—৫৪৫]

বৈশম্পায়নের প্রতি জন্মেজয়ের প্রশ্ন
শতপুত্রনাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও তাহার সান্ত্বনা
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ
ধৃতরাষ্ট্রাদির কুরুক্ষেত্রে যাত্রা
ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক লৌহ-ভীম চূর্ণ করণ
গান্ধারী ও পাণ্ডবদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তি
কুন্তীর পুত্রমুখ দর্শন
যুদ্ধস্থলে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের গমন এবং স্ব স্ব পতি পুত্রের মৃতদেহ-দর্শনে খেদ
মৃত পতি-পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ
যুধিষ্ঠিরাদি কর্তৃক মৃত স্বজনগণের শরীর সৎকার
হস্তিনায় রাজত্ব গ্রহণার্থ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ
যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার পূর্বাপর ইতিহাস বর্ণন
শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদের নানা উপদেশে যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন

শান্তিপর্ব

[পৃষ্ঠা ৫৪৬—৫৭২]

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ
ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের গমন
যুধিষ্ঠিরের নিকট ভীষ্মের যোগ কথন
পাপবিশেষে নরক বিশেষ
ধর্মফল কথন
একাদশীর মাহাত্ম্য
প্রয়াগমাহাত্ম্যে ব্যাধ ও সুমতির উপাখ্যান
গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান
শিবচতুর্দশী মাহাত্ম্য
চন্দ্র-কর্তৃক গুরুপত্নী-হরণ ও বুধের জন্ম বৃত্তান্ত
চান্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার উপাখ্যান
অষ্টমী ব্রত মাহাত্ম্যে সুবাহু রাজার উপাখ্যান
একাদশীর ব্রতোপলক্ষে যজ্ঞমালীর উপাখ্যান
সাধুসঙ্গ প্রশংসা উপলক্ষে উতঙ্কের উপাখ্যান
ভীষ্ম কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব
ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ

অশ্বমেধপর্ব

[পৃষ্ঠা ৫৭৩—৬০৯]

যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও ব্যাসের উপদেশ
যুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন
অশ্ব আনিতে ভীম, বৃষকেতু ও মেঘবর্ণের যাত্রা
মেঘবর্ণ কর্তৃক যুবনাশ্ব রাজার অশ্ব হরণ

বৃষকেতু ও যুবনাশ্বের যুদ্ধ
যুবনাশ্ব গৃহে ভীমের গমন
যুবনাশ্ব রাজার হস্তিনা গমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন
অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ
নীলধ্বজ রাজার সহিত যুদ্ধ
পুত্রশোকে জনার ভ্রাতৃগৃহে গমন
জনার দেহত্যাগ ও অর্জুনের প্রতি গঙ্গার শাপ
নীলধ্বজ জামাতা অগ্নির বিবরণ
পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্মীর শাপ
পাষাণ হইতে অশ্ব উদ্ধার
ব্রাহ্মণীর পাষাণ হওনের বৃত্তান্ত
হংসধ্বজ রাজার নগরে অশ্বের গমন ও তদুপলক্ষে নানা সংবাদ
সুধন্বাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ
তপ্ত তৈল হৈতে সুধন্বার উদ্ধার ও পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ
হংসধ্বজ রাজার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন
প্রমীলার দেশে অর্জুনের গমন ও প্রমীলার কথা
মণিপুরে বভ্রুবাহনের সহিত অর্জুনের পরিচয়
জননীর স্থানে বভ্রুবাহনের নিবেদন
বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জুনের মৃত্যু
অর্জুনের জীবনার্থ মণি আনিবার কথা
মণিপুরে শ্রীকৃষ্ণের আগমন
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বভ্রুবাহনের বিনয়
মণিস্পর্শে অর্জুনাদির জীবন প্রাপ্তি
তাম্রধ্বজের সহিত অর্জুনাদির যুদ্ধ
ব্রাহ্মণবেশে কৃষ্ণার্জুনের ময়ূরধ্বজ রাজার সভায় গমন
মণিভদ্র রাজার দেশে অর্জুনাদির গমন
হস্তিনায় অর্জুনাদির পুনঃ প্রবেশ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন

আশ্রমিকপর্ব

[পৃষ্ঠা ৬১০—৬২০]

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিদুরের সহিত কথোপকথন
ধৃতরাষ্ট্রের বন গমনেচ্ছা শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের খেদ
ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কথোপকথন
ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের অরণ্যযাত্রা শ্রবণে কুন্তীর আগমন
ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়ের অরণ্যযাত্রা
ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে যুধিষ্ঠিরাদির আগমন
বিদুরের দেহত্যাগে সকলের বিলাপ ও ব্যাসের সান্ত্বনা
ব্যাসের আজ্ঞায় স্বর্গ হইতে দুর্যোধনাদির আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত সাক্ষাৎ
যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় প্রত্যাগমন ও তপোবনে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয়ের যজ্ঞাগ্নিতে দাহ

মুষলপর্ব

[পৃষ্ঠা ৬২১—৬৩৭]

যদুবালকদিগের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং শাম্বের মুষল প্রসব
যদুকুল ক্ষয়ার্থ কৃষ্ণ বলরামের যুক্তি
সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস তীর্থে গমন
যদুবালকগণের জলক্রীড়া
সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ

যদুবংশ ধ্বংস ও বলরামের দেহত্যাগ
শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ
অর্জুনের দ্বারকায় আগমন এবং প্রভাসে
রামকৃষ্ণের মৃতশরীর দর্শন
অর্জুনের বিলাপ
অর্জুনকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণাদির ঔর্দ্ধ্বদৈহিক কার্য সম্পাদন
দস্যুগণ কর্তৃক যদু-স্ত্রীদের হরণ
অর্জুন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট
যদুবংশ ধ্বংস কীর্তন
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ
দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের
মহাপ্রস্থান

স্বর্গারোহণপর্ব

[পৃষ্ঠা ৬৩৮—৬৬০]

পাণ্ডবগণের মেঘনাদ পর্বতারোহণ
পাণ্ডবগণের কেদার পর্বতারোহণ
ধর্ম কর্তৃক ছলনা
মেঘবর্ণ পর্বতে পাণ্ডবগণের গমন
ভদ্রকালী পর্বতে পাণ্ডবদের গমন ও
হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু
দ্রৌপদীর শোকে পাণ্ডবদিগের বিলাপ
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের প্রশ্ন
পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রমে গমন ও
সহদেবের মৃত্যু
চন্দ্রকালী পর্বতে নকুলের এবং
নন্দিঘোষ পর্বতে অর্জুনের দেহত্যাগ
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ
সোমেশ্বর পর্বতে ভীমের তনুত্যাগ ও
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ
যুধিষ্ঠিরের সহিত বিপ্ররূপী ইন্দ্রের
ও কুক্কুররূপী ধর্মের ছলনা
যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরী দর্শন
যুধিষ্ঠিরের বৈকুণ্ঠে গমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন
যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের হেতু ও শ্বেতদ্বীপে
গিয়া স্বজনাদি দর্শন
দশ অবতার বর্ণন
মহাভারত শ্রবণে ব্রহ্মহত্যার
পাপ হইতে রাজা জন্মেজয়ের
মুক্তি
গ্রন্থকারের পরিচয়

—*—

মহাভারত

ভীষ্মপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ-সজ্জা।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় শুন তপোধন।
উলূকের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ ॥
কোন্ কর্ম্ম করিলেন দুর্য্যোধন বীর।
কিবা কর্ম্ম করিলেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
কোন্ কোন্ বীর এল সংগ্রাম ভিতরে।
সে সব বিশেষ করি বলহ আমারে ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন মহাশয়।
দূতমুখে বার্ত্তা শুনি ধর্ম্মের তনয় ॥
কৃষ্ণেরে বলেন হৈল সমর সময়।
বিহিত ইহার যাহা কর মহাশয় ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন।
যাত্রা করি মহাশয় দিন শুভক্ষণ ॥
তখনি দিলেন আজ্ঞা রাজা যুধিষ্ঠির।
চল্লিশ সহস্র রাজা সাজে মহাবীর ॥
পাঁচ কোটী রথী সাজে ত্রিশ কোটী হাতী।
ষষ্টি কোটী আসোয়ার অসংখ্য পদাতি ॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডবের দলে।
সর্ব্বে বিষ্ণুপরায়ণ মহাবল বলে ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ বিবিধ বাজন।
নানা অস্ত্রে বীরগণ করিল সাজন ॥
শ্রীহরি করিয়া আগে পাণ্ডুর তনয়।
কুরুক্ষেত্রে চলে সবে করি জয় জয় ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে যত যোদ্ধাগণ।
পাঞ্চজন্য বাজান সে নিজে নারায়ণ ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া ধনঞ্জয়।
যুদ্ধ করিবারে যান সমর দুর্জ্জয় ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ সৈন্যের গর্জ্জন।
মহাঘোর শব্দে কাঁপে এ তিন ভুবন ॥
গদা হস্তে বৃকোদর আনন্দিত মন।
সহদেব ও নকুল সাজিল তখন ॥
দ্রুপদ শিখণ্ডী আর বিরাট নৃপতি।
জরাসন্ধসুত সহদেব মহামতি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান সাত্যকি দুর্জ্জয়।
শ্বেতশঙ্খ ও উত্তর বিরাট তনয় ॥
শূরসেন নৃপ আর কাশী মহাবল।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সমরে কুশল ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বিক্রমে বিশাল।
ইত্যাদি সাজিল রণে যত মহীপাল ॥
জয় জয় শব্দে বাদ্য বাজে কোলাহল।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডবের দল ॥
পূর্ব্বমুখ করি দাণ্ডাইল সেনাগণ।
যুধিষ্ঠির মহারাজ হরষিত মন ॥
দুঃশাসনে ডাকি তবে বলে দুর্য্যোধন।
যুদ্ধ করিবারে কর সৈন্যের সাজন ॥
সাজ সাজ বলে রাজা বিলম্ব না সহে।
মারিব পাণ্ডবগণে আনন্দেতে কহে ॥
দুঃশাসন বীর দিল কটকে ঘোষণা।
সাজ সাজ বলি ধ্বনি করে সর্ব্বজনা ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য অশ্বত্থামা বীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রফুল্ল শরীর ॥

বাহ্লীক শকুনি কৃতবর্মা নরপতি।
ভগদত্ত শল্যরাজ মদ্র অধিপতি॥
বিন্দু আর অনুবিন্দ কর্ণ মহাবল।
শতভাই কলিঙ্গ যে খ্যাত ভূমণ্ডল॥
শ্বেতচ্ছত্র ধ্বজ আদি শোভে সারি সারি।
শত ভাই সহ সাজে কুরু অধিকারী॥
ছত্রধর চলে ষষ্টি সহস্র ভূপতি।
একৈক রাজার সঙ্গে সহস্রেক হাতী॥
একৈক হাতীর সহ ঘোড়া শত শত।
শতেক ধানুকী এক ঘোড়া অনুগত॥
একৈক ধানুকী সাথে দশ দশ ঢালী।
চরণ নূপুর শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
গজবাজী রথ ধ্বজ পতাকা প্রচুর।
কুরুসৈন্য সজ্জা দেখি কম্পে তিনপুর॥
কৌরবের সৈন্যগণ মহাপরাক্রম।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ বিপক্ষের যম॥
শঙ্খ ভেরী বাদ্য বাজে মহা কোলাহল।
ঢাক ঢোল শব্দে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
মহা আনন্দিত মন যত কুরুগণ।
যুদ্ধ হেতু সর্বজন করিল সাজন॥
আচম্বিতে বায়ু বহে মহাশব্দ শুনি।
গিরিতে চাপিয়া যেন আইসে মেদিনী॥
অকস্মাৎ মেঘ যেন বরিষে রুধির।
বিনা ঝড়ে খসে পড়ে দেউল প্রাচীর॥
নিরুৎসাহ অশ্বগণ কাঁপে ঘন ঘন।
যত অমঙ্গল হয় না যায় বর্ণন॥
বিদুর দেখিয়া ইহা বিস্ময় মানিল।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে গিয়া সব নিবেদিল॥
শুনিয়া আকুল হৈল অন্ধ নরপতি।
নিরুৎসাহ হয়ে রাজা বসিলেন ক্ষিতি॥
কুরুকুল ধ্বংস হেতু জানিয়া কারণ।
আসিলেন তথা সত্যবতীর নন্দন॥
দেখি সভাজন সবে পাদ্য অর্ঘ দিল।
চরণ বন্দিয়া অন্ধ স্তবন করিল॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন মুনি মহাশয়।
কারো বাক্য না শুনিল আমার তনয়॥
যুদ্ধ আয়োজন করে দুষ্ট মন্ত্রণায়।
অমঙ্গল দেখি ভয় জন্মিল তাহায়॥
ব্যাসদেব বলে শুন ওহে মহাশয়।
কুরুকুল ক্ষয় হবে জানিহ নিশ্চয়॥
কর্ম অনুসারে জীব ভ্রময়ে সংসারে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে॥
পৃথিবীর যত ক্ষত্র একত্র হইল।
এই যুদ্ধে সর্বজন নিশ্চয় মরিল॥
ক্ষত্রবংশ ধ্বংস হেতু কৈল আয়োজন।
বৃথা শোক কর কেন তুমি বিচক্ষণ॥
পুত্র তব শত আর যত নৃপচয়।
পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হবে ক্ষয়॥
যুদ্ধ দেখিবারে যদি বাঞ্ছা কর মনে।
দিব্য চক্ষু দিয়া যাব দেখহ নয়নে॥
প্রণমিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কহে।
পুত্র বধ জ্ঞাতি বধ প্রাণে নাহি সহে॥
তোমার প্রসাদে আমি শুনিব শ্রবণে।
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র পড়িল চরণে॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
রাজারে বলেন শুন আমার বচন॥
দিব্য চক্ষে সঞ্জয় দেখিবে ত্রিভুবন।
দিবানিশি তব পাশে কবে বিবরণ॥
ইহাতে শুনিবে যত যুদ্ধ বিবরণ।
গৃহে বসি সর্ববার্তা পাইবে রাজন্॥
এতেক বচন মুনি অন্ধেরে কহিয়া।
নিজস্থানে গেলেন সঞ্জয়ে আজ্ঞা দিয়া॥
ব্যাকুল হইয়া অন্ধ ভাবে মনে মন।
সৈন্যের সাজন করে রাজা দুর্যোধন॥
দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য অশ্বত্থামা রথী।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত যোদ্ধাপতি॥
পিতামহ স্থানে সবে করিল গমন।
সেনাপতি রূপে ভীষ্মে করিল বরণ॥
ভীষ্মে সেনাপতি করি রাজা দুর্যোধন।
জিনিব পাণ্ডবগণ ভাবে মনে মন॥
তবে ভীষ্ম কহিলেন চাহি সর্বজনে।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধ না করি কখনে॥

অস্ত্রহীনে কদাচিত না করি প্রহার।
শরণাগতেরে নাহি করিব সংহার॥
এক সহ যুদ্ধ করি না মারিব আনে।
ত্রাসিত জনেরে নাহি মারিব কখনে॥
শঙ্খ ভেরী বহে অস্ত্র যোগায় যে জন।
তাহারে না মারি দূতে না করি নিধন॥
রথী রথী যুদ্ধ হবে পদাতি পদাতি।
গজে গজে অশ্বে অশ্বে এই যুদ্ধনীতি॥
সমানে সমানে যুদ্ধ না মারিবে হীনে।
আমার নিয়ম এই শুন সর্বজনে॥
ধর্ম নিরূপণ করি করে শঙ্খধ্বনি।
নানা বাদ্য বাজে কিছু কর্ণে নাহি শুনি॥
বাদ্য কোলাহলে সবে হরষিত মন।
সৈন্য কোলাহল শুনি কাঁপে দেবগণ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী চলিল সমরে।
ভীষ্ম তাহে সেনাপতি দুর্জয় সমরে॥
মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী যে তিথি।
মঘা নামে নক্ষত্রেতে সাজে নরপতি॥
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব প্রচণ্ড।
কুরুক্ষেত্রে রহে যুড়ি সব পূর্বখণ্ড॥
পাণ্ডব-বাহিনী সব বিষ্ণু পরায়ণ।
পূর্বমুখে দাণ্ডাইল যুদ্ধের কারণ॥
পশ্চিম মুখেতে রাজা কৌরব প্রধান।
মহাবল পরাক্রম জগতে বাখান॥
সর্বসৈন্য আগে ভীষ্ম শান্তনু-নন্দন।
দিব্য রথে আরোহণ হাতে শরাশন॥
যুধিষ্ঠির ভূপতির বিস্ময় হইল।
ভীষ্মে সেনাপতি দেখি ভয় উপজিল॥
লাগিল কহিতে কৃষ্ণ তবে ধর্মরাজ।
ভীষ্ম সহ কে যুঝিবে সংসারের মাঝ॥
যাঁর যুদ্ধে ভৃগুরাম পায় পরাজয়।
তাঁর সহ কে যুঝিবে কহ মহাশয়॥
দ্রোণাচার্য মহাবীর বিখ্যাত জগতে।
কোন্ বীর যুঝিবেক তাঁহার সহিতে॥
অর্জুন কহেন রাজা কর অবধান।
সংসারের হর্তা কর্তা যেই ভগবান॥
হেন জন হইলেন আমার সারথি।
ত্রিভুবনে কারে ভয় কর মহামতি॥
নিরর্থক চিন্তা রাজা কর কি কারণ।
সর্বত্র বিজয়কর্তা সেই নারায়ণ॥
হেনজন সহায়েতে ভয় কি কারণ।
নিশ্চয় হইবে জয় স্থির কর মন॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির হৃদয়ে ভাবিয়া।
পদব্রজে চলিলেন রথ বিবর্জিয়া॥
পদব্রজে যান রাজা কুরুসৈন্য মাঝ।
দেখিয়া বিস্ময় মানে নৃপতি সমাজ॥
দেখি ভীমার্জুন মনে করে মহারোষ।
কৃষ্ণেরে কহেন দোঁহে হ'য়ে অসন্তোষ॥
বিপক্ষগণের মধ্যে যান একেশ্বর।
কোন্ বুদ্ধি করিলেন ধর্ম নৃপবর॥
পূর্বে এই বুদ্ধি দোষে হারি রাজ্য ধন।
বনবাস দুঃখ ভুঞ্জিলাম সর্বজন॥
সেই বুদ্ধি আজি বুঝি উদয় হইল।
নতুবা ইহাতে কেন প্রবৃত্তি জন্মিল॥
শ্রীহরি কহেন ইথে ভয় নাহি কর।
সত্ত্বগুণী ধর্মপুত্র না জানেন পর॥
নিজ দল পর দল সকলি সমান।
সেকারণে একেশ্বর করেন প্রয়াণ॥
মনেতে সুযুক্তি তাহা করিয়া বিচার।
গমন করেন রাজা কর্ম অনুসার॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্মের নন্দন।
বন্দিলেন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপের চরণ॥
তুষ্ট হ'য়ে তিনজন আশীর্বাদ করে।
রণজয়ী হও আর সংহার শত্রুরে॥
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক সত্বর।
তুষ্ট হ'য়ে তিন বীর দিল এই বর॥
ধর্মরাজ বলেন যে আজ্ঞা কৈলে মোরে।
এ বাক্য অলঙ্ঘ্য সদা জানিবে সংসারে॥
নিজ পরাক্রম আমি কিছু নাহি জানি।
কিন্তু আশীর্বাদে জয়ী হইব আপনি॥
একমাত্র ভরসা আজি হৈল মম চিতে।
অবশ্য হইবে জয় সন্দেহ না ইথে॥

যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি হ'য়ে তুষ্টমনে।
ধন্যবাদ করি তবে কহে তিনজনে॥
সাধু ধর্মপুত্র তুমি ধর্ম অবতার।
তোমার ধর্মেতে ধন্য হইল সংসার॥
যেখানেতে ধর্ম তথা কৃষ্ণ মহাশয়।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানিহ নিশ্চয়॥
ধর্মবলে রাজ্য ভোগ শাস্ত্রে হেন কয়।
ধর্মেতে থাকিলে তার সর্বত্রেতে জয়॥
শত দ্রোণ শত ভীষ্ম আসে সুরপতি।
তথাপি ধর্মেতে জয় শুন নরপতি॥
যাহার সহায় হরি ত্রিলোকের নাথ।
কাহার ক্ষমতা তারে করিতে নিপাত॥
তথা হৈতে নিবর্তিয়া ধর্মের কুমার।
নিজদলে করিলেন হর্ষে আগুসার॥
ডাকিয়া বলেন রাজা শুনহ বচন।
এ সৈন্যের মধ্যে যেই ইচ্ছয়ে জীবন॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে গিয়া লউক আশ্রয়।
কোন স্থানে কোন কালে নাহি তার ভয়॥
শুনিয়া যুযুৎসু নিজ সৈন্যগণ ল'য়ে।
ধর্ম আগে কহে বীর কৃতাঞ্জলি হ'য়ে॥
নিবেদন করি শুন ধর্ম অধিকারী।
শরণ লইনু মোরে দেখাও মুরারি॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুযুৎসুকে ল'য়ে।
কহিলেন গোবিন্দেরে বিনয় করিয়ে॥
যথা আমা পঞ্চজনে স্নেহ কর হরি।
ততোধিক যুযুৎসুরে রাখ দয়া করি॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা স্থির কর মন।
সাবধান হও তুমি উপস্থিত রণ॥
যুযুৎসু চলিয়া যায় ধর্মরাজ সাথ।
বার্তা শুনি বিষাদিত হৈল কুরুনাথ॥
রথ হৈতে নামি শীঘ্র অশ্বে আরোহিল।
ভীষ্মের নিকটে গিয়া সব নিবেদিল॥
কি মন্ত্রণা করি আসিলেক ধর্মরাজ।
যুযুৎসুকে ল'য়ে গেল নিজ সৈন্যমাঝ॥
লক্ষ সেনা ল'য়ে গেল উপস্থিত রণে।
ইহার বিচার কেন না কর আপনে॥
শুনি ভীষ্ম দুর্যোধনে কহে বিবরণ।
আমা বন্দিবারে আসে ধর্মের নন্দন॥
ধর্মডাক ধর্মরাজ সৈন্যমধ্যে দিল।
যুযুৎসু কাতর হ'য়ে শরণ লইল॥
তাহার কারণ দুঃখ না কর রাজন্।
সাবধান হও রাজা উপস্থিত রণ॥
মম পরাক্রম রাজা জান ভালমতে।
সুরাসুর আসে যদি সমর করিতে॥
আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু না করিব।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব॥
শুনিয়া হইল হৃষ্ট গান্ধারী-তনয়।
পিতামহে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
এই যে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গণিত হইল॥
হেন কেহ ধনুর্ধর আছে এ সংসারে।
এক রথে এই সৈন্য পারে জিনিবারে॥
ভীষ্ম বলে আমি যদি যুদ্ধে দেই মন।
একদিনে দুই সৈন্য করি নিপাতন॥
দ্রোণাচার্য যদি করে ধরে ধনুর্বাণ।
তিন দিনে দুই সৈন্য করে সমাধান॥
কর্ণ যদি প্রাণপণে করয়ে সমর।
পাঁচ দিনে দুই সৈন্য লয় যমঘর॥
দ্রোণপুত্র যদি রণে দেন নিজ মন।
তিন দণ্ডে দুই দলে নাশে সর্বজন॥
যদ্যপি করয়ে মন ইন্দ্রের কুমার।
না লাগে নিমেষ করে সবার সংহার॥
শুনি দুর্যোধন রাজা বিস্ময় মানিল।
পুনরপি পিতামহে কহিতে লাগিল॥
এমত অর্জুন যদি জান মহাশয়।
কি প্রকারে হইবে তাহার পরাজয়॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শ্রবণে পঠনে যায় ভব পারাবার॥

———

ভীষ্মদেবের দশ দিন যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা ও
অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যোগ কথন।

ভীষ্ম কহিলেন তবে কৌরব-ঈশ্বরে।
দশদিন ভার মম হইল সমরে ॥
নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যেরে নাশিব।
রথী দশ সহস্রেক প্রত্যহ মারিব ॥
অর্জুন সহিতে যুদ্ধ শ্রীহরি সাক্ষাৎ।
রথী দশ সহস্রেক শ্রীহরি নিপাত॥
শুনি দুর্যোধন হ'য়ে হরষিত মন।
নিজ রথে সৈন্য সাথে করে আরোহণ॥
দুই দলে যোদ্ধাগণ করে সিংহনাদ।
ঢাক ঢোল শঙ্খ বাজে জয় জয় নাদ॥
পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ভয়ানক ধ্বনি।
দুই করে ধরি কৃষ্ণ বাজান আপনি॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজায়েন ধনঞ্জয়।
পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজাইল ভীম মহাশয়॥
ভূপতি বাজান শঙ্খ অনন্ত বিজয়।
মণিপুষ্প সহদেব নিনাদ করয়॥
বাজায় সুঘোষ শঙ্খ নকুল প্রচণ্ড।
শুনিয়া বিপক্ষ পক্ষ হয় লণ্ডভণ্ড॥
দুই দলে কোলাহল হইল তুমুল।
দশদিক্ যুড়ি শব্দ জন্মিল অতুল॥
ধনুর্বাণ ধরি বলে কৃষ্ণে ধনঞ্জয়।
নিবেদন শুন মম কৃষ্ণ গুণময়॥
দুই দল মধ্যে রথ রাখহ ক্ষণেক।
যতেক বিপক্ষগণে দেখিব প্রত্যেক॥
কাহার সহিত রণ হইবে প্রথম।
কেবা কার সনে যুঝে কেবা কার সম॥
দুই দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি।
একে একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি॥
সর্ব অগ্রে পিতামহ আচার্য মাতুল।
ভ্রাতৃপুত্র পৌত্র দেখিলেন সমতুল॥
বন্ধুগণে দেখি পার্থ বিষাদিত মন।
অবশ হইল অঙ্গ মলিন বদন॥
শরীর রোমাঞ্চযুক্ত কাঁপে ঘনে ঘন।
হাত হ'তে খসি তাঁর পড়ে শরাসন॥
সকরুণে কৃষ্ণেরে কহেন ধনঞ্জয়।
নিজ পরিবার বধ উচিত না হয়॥
দেখিলাম যত বন্ধু আত্মীয় সকল।
ইহা সবা মারি রণে নাহি কোন ফল॥
গোত্র বধে মহাপাপ হইবে নিশ্চয়।
রাজ্যলোভে কোন হেতু পাপের সঞ্চয়॥
রাজ্যে কার্য নাহি মম বনবাসে যাব।
জ্ঞাতিনাশ বন্ধুনাশ সহিতে নারিব॥
এত বলি ধনঞ্জয় ত্যজি ধনুঃশর।
বিমুখ হইয়া বসিলেন রথোপর॥
কৃষ্ণ তারে প্রবোধিয়া বলেন বচন।
কি কারণে ক্ষত্রধর্ম কর বিসর্জন॥
অহঙ্কার করি আগে আসি যুদ্ধ স্থান।
সম্মুখ সমরে কেন ছাড় ধনুর্বান॥
জ্ঞাতি বধ পাপ যদি ভাব ধনঞ্জয়।
কৌরব কহিবে পার্থ হইল সভয়॥
কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি।
সবারে সংহারি আমি আমি সব করি॥
কর্ম অনুসারে লোক করে গতায়াত।
যাহার যেমন কর্ম পায় সেই পথ॥
যেন বাল্য যৌবন বার্ধক্য উপস্থান।
তেমন জানিহ তুমি সকল সমান॥
জীর্ণবস্ত্র ত্যজি যথা নব্য বস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চারে॥
শরীর বিনাশ হয় নহে জীবনাশ।
শুন কহি ধনঞ্জয় করিয়া প্রকাশ॥
যত সব বস্তু দেখ চতুর্দশ লোকে।
সকল আমার মূর্তি জানাই তোমাকে॥
পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্মায়।
আপনার কর্মফলে সব হয় ক্ষয়॥
কর্মফলে যাতায়াত করে সর্ব জন।
যাহার যেমন কর্ম পায় সে তেমন॥
কৃষ্ণার্জুনে যোগ কথা অনেক হইল।
বাহুল্য কারণ সব নাহি লেখা গেল॥
নানাবিধ যোগ কৃষ্ণ কহেন অর্জুনে।
তথাপি প্রবোধ নাহি মানে তাঁর মনে॥

তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
মৃত সব সৈন্য এই জানিহ নিশ্চয়॥
নিমিত্ত ইহার মাত্র সব্যসাচী তুমি।
সব সৈন্য দেখ বধ করিয়াছি আমি॥
অর্জুন বলেন প্রভু তবে সত্য জানি।
আপন নয়নে যদি দেখি চক্রপাণি॥
তবে দিব্য চক্ষু কৃষ্ণ দেন অর্জুনেরে।
অর্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে॥
মেঘবর্ণ শীর্ষ তাঁর পরশে আকাশ।
রবি শশী দুই চক্ষু অতি সুপ্রকাশ॥
মুখ তাঁর বৈশ্বানর তারাগণ দন্ত।
আশ্চর্য দেখেন পার্থ নাহি পান অন্ত॥
ইন্দ্র দেবরাজ বাহু ব্রাহ্মণ হৃদয়।
নাভি সিন্ধুসম তাঁর পৃষ্ঠ বসুময়॥
দশদিক জঙ্ঘা তাঁর পাতাল চরণ।
শৈলগণ তাঁর অস্থি লোম তরুগণ॥
মাংসারূপা ধরণীরে দেখে ধনঞ্জয়।
দেখিয়া বিরাট রূপ মানেন বিস্ময়॥
করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার।
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার॥
সর্ব সৈন্য মৃত তাহে দেখি ধনঞ্জয়।
কণ্টকিত গাত্র ত্রাস হৈল অতিশয়॥
সেই মহাকায় মূর্তি অর্জুন নিরখিয়া।
সভয় অন্তরে নেত্র মুদ্রিত করিয়া॥
স্তব করিলেন বহু বিনয় করিয়া।
আপন বৃত্তান্ত কৃষ্ণ কহ বিবরিয়া॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা।
আমি মূঢ় নর জাতি কি জানি মহিমা॥
কহেন গোবিন্দ পার্থে করিয়া সান্ত্বন।
প্রকাশিত কর চক্ষু ত্রাস কি কারণ॥
চক্ষু মেলি ধনঞ্জয় সখারূপ দেখি।
নিলেন ধনুক করে পরম কৌতুকী॥
প্রবোধ পাইয়া পার্থ রণে দেন মন।
ধনুর্বাণ ল'য়ে তবে বসেন তখন॥
তবে কৃষ্ণ কর্ণে দেখি বলেন সাদরে।
ভীষ্ম দেখি সেনাপতি তোমা না আদরে॥
এমত অবজ্ঞা কিহে তব প্রাণে সহে।
উপেক্ষিল তোমা ইহা ক্ষত্রধর্ম নহে॥
পাণ্ডবের দলে এস বুঝি নিজ হিত।
পাণ্ডব অবশ্য তোমা করিবে পূজিত॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৈকর্তন।
দুর্যোধন কার্য আমি করি প্রাণপণ॥
যাবৎ রহিবেক মোর এই জীবন।
তাবৎ দুর্যোধনে না ছাড়িব কদাচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

প্রথম দিনের যুদ্ধ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সৈন্য কোলাহল যেন সমুদ্র প্রলয়॥
দুই দলে শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধ্বনি।
আগু হইলেন যত রথী নৃপমণি॥
অর্জুনেরে বলিলেন দেব নারায়ণ।
ভীষ্মের সহিত তুমি কর আজি রণ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু-নন্দন।
অর্জুনের সম্মুখে আসে করিবারে রণ॥
পিতামহে প্রণমিল তবে ধনঞ্জয়।
কল্যাণ করেন ভীষ্ম বলি হৌক্ জয়॥
রণসজ্জা বিভূষিত দেখি ভীষ্ম বীরে।
বিজয় বিনয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসেন ধীরে॥
কোন্ হেতু যুদ্ধসজ্জা দেখি মহাশয়।
সমান তোমার কুরু পাণ্ডুর তনয়॥
দুর্যোধন সাহায্যেতে গেল তব মন।
তুমি যুদ্ধ করিলে না করি নিবারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন পার্থ কহিলে প্রমাণ।
ক্ষত্রধর্ম আছে হেন না করিহ আন॥
গোবিন্দেরে বলিলেন শান্তনু-নন্দন।
সারথি হইলে প্রভু ভক্তের কারণ॥
সাধু পাণ্ডু ধন্য কুন্তী হেন পুত্র তার।
সারথি হইল ত্রিদশ ঈশ্বর যার॥

এতেক বলিয়া ভীষ্ম ধরে ধনুঃশর।
দুই বাণ মারিলেন অর্জুন উপর ॥
গাণ্ডীব লইয়া করে বীর ধনঞ্জয়।
গাঙ্গেয়ের বাণ কাটি করিলেন ক্ষয় ॥
পুনঃ ভীষ্ম দশ অস্ত্র করিল সন্ধান।
সে অস্ত্রও কাটিলেন ইন্দ্রের সন্তান ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয়।
দোঁহে অস্ত্র নিবারেণ সমরে দুর্জয় ॥
ভীমসেন সহ যুঝে রাজা দুর্যোধন।
দোঁহে মহাবীর্যবন্ত মহাপরাক্রম ॥
সাত্যকি সহিত কৃতবর্মা করে রণ।
সোমদত্ত সহ যুঝে বিরাট-নন্দন ॥
দ্রোণে ধৃষ্টদ্যুম্নে যুদ্ধ হয় ঘোরতর।
কাশীরাজ সহ কৃপাচার্যের সমর ॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন্।
বিরাটের সহ ভুরিশ্রবা করে রণ ॥
শশীবিন্দু সহ যুঝে শিখণ্ডি দুর্জয়।
অলম্বুষ সহ যুঝে ভীমের তনয় ॥
অভিমন্যু কর্ণে বাধে অতি মহারণ।
দোঁহে মহাধনুর্ধর মহাপরাক্রম ॥
সহদেব দুর্মুখে হইল বড় রণ।
আকাশ যুড়িয়া করে বাণ বরিষণ ॥
দুঃশাসন নকুলেতে হৈল ঘোর রণ।
বরিষার মেঘ হেন বরিষে সঘন ॥
লজ্জা পায় দুঃশাসন নকুলের রণে।
ধ্বজ ছত্র কাটা গেল দেখে সর্বজনে ॥
মদ্ররাজ সহ যুঝে রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহে বড় বীর্যবন্ত রণে অতি স্থির ॥
শকুনি সহিত রণ করে চেকিতান।
শূরসেন কলিঙ্গেতে হইল সমান ॥
শল্যরাজ এক বাণ করিল সন্ধান।
ধর্মের হাতের ধনু করে খান খান ॥
ধর্মরাজ অন্য ধনু ধরিলেন করে।
থাক থাক বলি ব্যাপ্ত করিলেন শরে ॥
অস্ত্র দ্বারা নিবারিল মদ্র অধিকারী।
দোঁহে সমশর কেহ জিনিতে না পারি ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুদ্ধ করে দ্রোণ বীর।
ধনুক কাটিয়া তাঁর ভেদিল শরীর ॥
আর ধনু ল'য়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন করে রণ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ ঘোর দরশন ॥
সোমদত্ত সহ যুদ্ধ ধৃষ্টকেতু করে।
অন্ধকারময় সব উভয়ের শরে ॥
এককালে ধৃষ্টকেতু নব বাণ মারে।
কবচ ভেদিয়া তাঁর বিন্ধিল শরীরে ॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ বান্ধিল তুমুল।
দেব দানবের যুদ্ধ নহে সমতুল ॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষসে ধাইল।
দৈত্যেরে মারিতে যেন দেবেন্দ্র আসিল ॥
নব বাণ মারি তারে ঘটোৎকচ হাসে।
মহাবীর অলম্বুষ ধায় মহারোষে ॥
অস্ত্রাঘাতে দোঁহা অঙ্গে বহিল রুধির।
করয়ে রাক্ষসী মায়া নির্ভয় শরীর ॥
ইলাবন্ত সহ যুদ্ধ অশ্বত্থামা করে।
দুইজনে অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তরে ॥
সিন্ধুরাজ সহ যুঝে শকুনি দুর্মতি।
শতানুষ সহ যুঝে বিরাট সন্ততি ॥
সুদক্ষিণ সহ যুঝে সহদেব-সুত।
দুই বীরে শরবৃষ্টি করেন অদ্ভুত ॥
অস্ত্রবৃষ্টি দেখি কম্পমান দেবগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন ॥
কর্দম হইল রক্তে নদীস্রোত বয়।
সাগর উথলে যেন প্রলয় সময় ॥
তবে অভিমন্যু বীর অর্জুন-নন্দন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
কাটিয়া অনেক সৈন্য পাড়ে চারিভিতে।
চঞ্চল হইল সব কৌরব সৈন্যেতে ॥
দেখিয়া রুষিল ভীষ্ম কুরু-সেনাপতি।
কৃপ শল্য বিবিংশতি দুর্মুখ সংহতি ॥
চোখা শর মারি কাটি পাড়ে বহু বীর।
বাণাঘাতে পাণ্ডুসৈন্য করিল অস্থির ॥
অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহাবীর।
ধনুক ধরিয়া হাতে নির্ভয় শরীর ॥

শল্যরাজ রথধ্বজ কাটে এক বাণে।
তিন বাণে কৃপের যে কাটে শরাসনে॥
নয় বাণ বিন্ধিলেক দোঁহার শরীরে।
একবাণে বিন্ধিলেক কৃতবর্মা বীরে॥
পঞ্চ গোটা বাণ বিবিংশতিরে মারিল।
একবাণে দুর্মুখের কবচ ভেদিল॥
রথধ্বজ কাটে সব মারি তীক্ষ্ণশর।
অশ্বসহ সারথিরে দিল যমঘর॥
কৃতবর্মা কৃপ শল্য বরিষয়ে শর।
জলধর বর্ষে যেন পর্বত উপর॥
নিবারয়ে অভিমন্যু নির্ভয় শরীর।
ধনঞ্জয় সম রণে অতি বড় বীর॥
শরবৃষ্টি নিবারিয়া করে সিংহনাদ।
দেখি সব রথীগণ পাইল বিষাদ॥
ভীষ্মকে মারিতে যত্ন অভিমন্যু করে।
নিবারয়ে ভীষ্ম বীর হাতে ধনুঃশরে॥
কাটিয়া ভীষ্মের ধ্বজা ভূমিতে পাড়িল।
সৈন্যমধ্যে দেবগণ তাহে প্রশংসিল॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল।
অভিমন্যু রথধ্বজ সারথি কাটিল॥
দিব্য অস্ত্র নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জয়।
বিন্ধিয়া জর্জর করে অর্জুন তনয়॥
তবে মহারথী সব ল'য়ে অস্ত্রগণ।
অভিমন্যু রক্ষা হেতু ধায় সর্বজন॥
ভীষ্মের উপরে করে বাণ বরিষণ।
নিবারয়ে সব অস্ত্র গঙ্গার নন্দন॥
সব অস্ত্র নিবারিয়া সবারে বিন্ধিল।
পাণ্ডবের সেনাগণে জর্জর করিল॥
ব্যাকুল পাণ্ডব সৈন্য রণে নহে স্থির।
দেখি রুষিলেন ধনঞ্জয় মহাবীর॥
যেন দুই অগ্নি আসি একত্র মিলিল।
ভীষ্ম অর্জুনেতে মিশামিশি যুদ্ধ হৈল॥
ক্রোধে অগ্নিবাণ নিল গঙ্গার নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে পার্থ করেন বারণ॥
হেনমতে দুইজনে মহাযুদ্ধ হৈল।
বাহুল্য হেতুক তাহা লেখা নাহি গেল॥

হেনকালে ভীম মহাবিক্রম করিল।
অনেক কৌরব সৈন্য রণে বিনাশিল॥
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য ক্রোধাবিষ্ট মন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে বাণ নিবারিল বীর বৃকোদর।
প্রলয় হইল যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর॥
ধনু ছাড়ি গদা ধরি করে সিংহধ্বনি।
চাহিয়া দেখেন তাহা অর্জুন আপনি॥
এই অবসর পেয়ে গঙ্গার কুমার।
রথী দশ সহস্রেরে করিল সংহার॥
রথী মারি দর্পে জয়-শঙ্খ বাজাইল।
প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল॥
কৌরব পাণ্ডব গেল নিজ নিজ স্থান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

———

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহাশয়।
রণবেশ ছাড়ি সবে বসিল সভায়॥
ভীষ্ম পরাক্রম সব বাখানে বিস্তর।
দশ সহস্র মহারথী দিল যমঘর॥
নিমিষেক কাল মাত্র অবসর পায়।
তথি মধ্যে পণ রাখে গঙ্গার তনয়॥
ধর্ম বলিলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
বড়ই দুষ্কর পিতামহ সনে রণ॥
মহাপরাক্রম বীর দুর্জয় সংসারে।
দেবাসুর যার নামে সদা কাঁপে ডরে॥
হেন বীরসহ আর কে করিবে রণ।
কিরূপে হইবে জয় কহ নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা নাহি মনে।
কালি সেনাপতি কর বিরাট-নন্দনে॥
অর্জুন করিবে কুরুসৈন্যের সংহার।
শুনিয়া বিস্মিত অতি ধর্মের কুমার॥
শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন।
ইহাতে বিস্ময় নাহি করিও রাজন্॥

এতেক বলিয়া হরি বুঝাইল তাঁরে।
লাগিল কহিতে তবে বিরাট রাজারে॥
কালি সেনাপতি কর শঙ্খ মহাবীরে।
কৌরবের সেনাগণ মরিবে অচিরে॥
শুনিয়া বিরাট বড় সানন্দ হইল।
কৃতাঞ্জলি করি স্তব করিতে লাগিল॥
মম পূর্বজন্ম ভাগ্য না যায় কথন।
হেন যুদ্ধে সেনাপতি আমার নন্দন॥
তবে রাজা শঙ্খে আনি অভিষেক করে।
আনন্দে পাণ্ডবগণ ভাসে সুখনীরে॥
করযোড় করি বলে শঙ্খ ধনুর্ধর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর॥
অনুগ্রহ করি মোরে কৈলে সেনাপতি।
ভীষ্মসহ যুঝি হেন নাহিক সারথি॥
সারথি অভাবে যুদ্ধ না হয় শোভন।
ইহার উপায় আজ্ঞা কর নারায়ণ॥
তবে কৃষ্ণ সাত্যকিরে বলেন সত্বর।
আপনি সারথি হও শুন বীরবর॥
শুনিয়া সাত্যকি বীর করিল স্বীকার।
প্রভাতে সমরে সবে হয় আগুসার॥
দুই দলে বাদ্য বাজে মহাকোলাহল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
দুই দল মিশামিশি হৈল মহারণ।
কার শক্তি আছে হেন করিতে বর্ণন॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু-নন্দন।
সেনাপতি শঙ্খে দেখি সবিস্ময় মন॥
সিংহনাদ করি বীর করে শঙ্খধ্বনি।
ত্রিভুবন কম্পমান সেই শব্দ শুনি॥
আগু হয়ে শঙ্খ বীর সিংহনাদ করে।
সন্ধান পূরিল বাণ ভীষ্মের উপরে॥
আকর্ণ টানিয়া ধনু এড়ে দশ বাণ।
অর্ধ পথে ভীষ্ম তাহা করে খান খান॥
যত অস্ত্র এড়ে শঙ্খ কাটে ভীষ্মবীর।
জর্জর করিয়া বিন্ধে শঙ্খের শরীর॥
বাণাঘাতে বিরাট-নন্দন মূর্ছা গেল।
সাত্যকি লইয়া রথ পশ্চাৎ করিল॥

দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে হৈল ঘোরতর রণ।
চমকিত হ'য়ে তবে দেখে সর্বজন॥
ধনঞ্জয় মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
সহস্র সহস্র সৈন্য করিল সংহার॥
রথ গজ পদাতিক পড়ে সারি সারি।
যত মারিলেন সৈন্য কহিতে না পারি॥
মহাকোলাহল হৈল কৌরবের দলে।
প্রাণভয়ে যোদ্ধাগণ পলায় সকলে॥
দেখি দুর্যোধন রাজা বহু সৈন্য লৈয়া।
অর্জুন-সম্মুখে গেল সাহস করিয়া॥
বাণ বরিষণ করে অর্জুন উপর।
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধর॥
সহস্র সহস্র বীরগণ এককালে।
মুষল মুদ্গর শেল বর্ষে কুতূহলে॥
দেখি পার্থ দিব্য অস্ত্র যুড়িয়া কার্মুকে।
নিমিষে সবার অস্ত্র নিবারেন সুখে॥
কাটিয়া সবার অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করেন ঘাতন॥
অস্ত্রাঘাতে দুর্যোধন ব্যথিত হইয়া।
পলাইল নীচবৎ সমর ত্যজিয়া॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন মহামার।
সহস্র সহস্র রথী হইল সংহার॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
সৈন্য ভঙ্গ দেখি রুষে ভীষ্ম মহাবীর॥
অর্জুন সম্মুখে আসি ধনু অস্ত্র ধরি।
কহিতে লাগিল তবে অহঙ্কার করি॥
অসাক্ষাতে মারিলে যে মম বহু সেনা।
সাক্ষাতে যুঝহ তবে জানি বীরপণা॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অর্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
যেন জলধর ঘন করে বরিষণ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারেন অর্জুন প্রচণ্ড।
বহু সৈন্য মারি বীর করে খণ্ড খণ্ড॥
হেনমতে যুঝে দোঁহে নাহি দিশপাশ।
না লয় নিমেষ দোঁহে না ছাড়ে নিশ্বাস॥

ভীমসেন মহাবীর অতুল প্রতাপ।
মারিয়া কৌরব সৈন্য করে একচাপ॥
ভীমের প্রতাপে আর কেহ নহে স্থির।
দেখিয়া রুষিল সূর্যপুত্র মহাবীর॥
অতুল প্রতাপ দোঁহে মহাপরাক্রম।
সংগ্রামে দুর্জয় দোঁহে কেহ নহে কম॥
অভিমন্যু অশ্বত্থামা দোঁহে হয় রণ।
দোঁহে দোঁহাকারে অস্ত্র মারে প্রাণপণ॥
শল্যরাজে দেখিয়া উত্তর বীরবর।
একেবারে মারে ষাটি সহস্র তোমর॥
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন হিমালয়।
তাদৃশ প্রহারে অস্ত্র বিরাট-তনয়॥
বাণে বাণ নিবারয়ে মদ্র অধিপতি।
সব অস্ত্র কাটি তার কাটিল সারথি॥
রথধ্বজ কাটে আর চারি অশ্ববর।
মুষলের ঘাতে তারে দিল যমঘর॥
পড়িল উত্তর বীর বিরাট-নন্দন।
হাহাকার করে সব যত যোদ্ধাগণ॥
পুত্রের নিধন দেখি বিরাট-নৃপতি।
শল্যের সম্মুখে আসে অতি শীঘ্রগতি॥
মুখামুখি দুইজনে সমর হইল।
দুই বৈশ্বানর যেন একত্র মিলিল॥
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ।
উভয়ে সমান যোদ্ধা সমান বিক্রম॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষে বুঝে নাহি ওর।
রাক্ষসী মায়ায় করে অন্ধকার ঘোর॥
কৃপ পাঞ্চালেতে যুদ্ধ অদ্ভুত কথন।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ বরিষণ॥
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে নিবারণ করে।
দুজনে সমান কেহ জিনিতে না পারে॥
হেনমতে দুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ হয়।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি যায় যমালয়॥
রুষিলেক শঙ্খবীর সবার সাক্ষাৎ।
কৌরবের বহু সেনা করিল নিপাত॥
হইল কৌরব সৈন্যে মহাকোলাহল।
দেখিয়া ধাইল তবে দ্রোণ মহাবল॥
শঙ্খবীর প্রতি গুরু বলেন বচন।
এত অহঙ্কার তোর বিরাট-নন্দন॥
নিঃসহায় পেয়ে সৈন্য মারিলি অনেক।
সাক্ষাতে বুঝিব তব ক্ষমতা যতেক॥
এতেক বলিয়া গুরু পূরিল সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ॥
মহাবেগে আসে শর গগন উপর।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল যতেক অমর॥
বাণ দেখি শঙ্খবীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের যতেক শর কাটিয়া ফেলিল॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল গুরু ক্রোধে হুতাশন।
শঙ্খের উপরে বাণ করে বরিষণ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে শঙ্খ ধনুর্ধর।
দ্রোণ রথধ্বজ কাটে মারি পঞ্চশর॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান।
দ্রোণের ধনুক কাটি করে খান খান॥
চক্ষু পালটিতে গুরু আর ধনু নিল।
গুণ নাহি দিতে শঙ্খ কাটিয়া ফেলিল॥
রথের সারথি কাটে আর চারি হয়।
আর রথে চড়ে তবে দ্রোণ মহাশয়॥
শঙ্খের বিক্রম দেখি কৌরব বিষাদ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ ছাড়ে সিংহনাদ॥
লজ্জা পেয়ে দ্রোণাচার্য ক্রোধে হুতাশন।
ধনুক ধরিয়া বলে তর্জন বচন॥
শিশু হ'য়ে কেন তোর এত অহঙ্কার।
তোমারে দেখাব এই বাণে যমদ্বার॥
এক অস্ত্র বিনা যদি অন্য অস্ত্র ধরি।
দ্রোণাচার্য নাম তবে ব্যর্থ আমি ধরি॥
মন্ত্রে অভিষেক করি ব্রহ্ম অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া গুরু সন্ধান করিল॥
তেজোময় অগ্নি-অস্ত্র পরশে আকাশ।
দেখি সব দেবগণ পাইল তরাস॥
যত যোদ্ধাগণ দেখি করে হাহাকার।
সাত্যকি বলয়ে শুন্ বিরাট-কুমার॥
এ অস্ত্র কাটিতে তব না হইবে শক্তি।
অর্জুন নিকটে যাও এই হয় যুক্তি॥

সাত্যকির প্রতি বলে শঙ্খ ধনুর্ধর।
ক্ষত্রধর্ম ত্যজি কেন প্রাণেতে কাতর॥
সম্মুখ সংগ্রামে যদি হইব নিধন।
সুরলোক প্রাপ্ত হব না হয় খণ্ডন॥
মহাতেজে আসে বাণ অগ্নি জ্যোতির্ময়।
দেখিয়া সাত্যকি বড় মনে পায় ভয়॥
শঙ্খেরে বলিল বাক্য লঙ্ঘন না কর।
পতঙ্গের প্রায় কেন মিছা জ্বলি মর॥
রথ ল'য়ে যাই চল অর্জুন সাক্ষাতে।
তবে সে পাইবে রক্ষা এ মহা উৎপাতে॥
মহাক্রোধে বলে শঙ্খ বিরাট-তনয়।
কি কারণে পলাইতে কহ মহাশয়॥
সেনাপতি করিলেন প্রভু নারায়ণ।
অপযশ রাখিব কি করি পলায়ন॥
এতেক বলিয়া বীর হাতে ধনু নিল।
ব্রহ্ম অস্ত্র কাটিবারে সন্ধান পূরিল॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র তেজে বাণ ভস্ম হ'য়ে গেল।
দেবগণ হাহাকার আকাশে করিল॥
বড় অবিচার রণে করিলেন দ্রোণ।
শিশুর উপরে ব্রহ্ম অস্ত্রের ক্ষেপণ॥
যেমন প্রলয়কালে আদিত্য প্রকাশে।
তাদৃশ অস্ত্রের তেজ গর্জিয়া আইসে॥
দেখিয়া সাত্যকি ভয়ে রথ ফিরাইল।
লাফ দিয়া শঙ্খ বীর ভূমিতে পড়িল॥
বুক পাতি রহে বীর হাতে ধনুঃশর।
ব্রহ্ম-অস্ত্র তেজে ভস্ম হৈল কলেবর॥
শঙ্খে বিনাশিয়া অস্ত্র ফিরিয়া আসিল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ আশ্চর্য মানিল॥
অর্জুন ভীষ্মতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
দোঁহে অতি শীঘ্রহস্ত মহাধনুর্ধর॥
অর্জুনের ছিদ্র ভীষ্ম খুঁজিয়া বেড়ায়।
তিল আধ অবসর কদাচ না পায়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র তেজ যবে প্রত্যক্ষ হইল।
ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতে পড়িল॥
এই অবসরে বীর শান্তনু-নন্দন।
রথী দশ সহস্রেরে করিল নিধন॥
জয় শঙ্খ বাজাইল দিন অবসান।
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ হৈল সমাধান॥
কৌরব পাণ্ডব দলে যত যোদ্ধা বীর।
সবে চলি গেল তবে আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

তৃতীয় দিনের যুদ্ধ।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ।
স্নানদান করি বসে নিজ সভামাঝ॥
সান্ত্বনা করেন বহু বিরাট রাজনে।
স্বর্গে গেল পুত্র তব শোক কি কারণে॥
শোক ত্যজ মহারাজ স্থির কর মন।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু না হয় খণ্ডন॥
বিরাট বলিল মোর পূর্ব পুণ্য ছিল।
তেঁই মম পুত্র ক্ষত্রধর্ম আচরিল॥
সম্মুখ সংগ্রামে তুষি যত বীরগণে।
সুরলোকে গেল তার শোক অকারণে॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা করি যোড়হাত।
সবিনয়ে বলিলেন শ্রীহরি সাক্ষাৎ॥
দুইদিন যুদ্ধ হৈল পিতামহ সনে।
রথী বিংশ সহস্রেরে মারিলে যে রণে॥
প্রাণপণে রাখিবারে নারে ধনঞ্জয়।
কি প্রকারে সমরেতে হইবেক জয়॥
অর্জুন বলেন রাজা না করিহ ভয়।
পূর্বে অরণ্যের কথা স্মর মহাশয়॥
কাম্যবনে আছিলাম আমা সবা যবে।
দুর্বাসার কোপে হরি রক্ষেন পাণ্ডবে॥
সেই শ্রীহরি এখন আমার সারথি।
অবশ্য হইবে জয় শুন নরপতি॥
অর্জুন বচনে রাজা প্রবোধ পাইয়া।
বিভাবরী বঞ্চিলেন ভ্রাতৃগণে লৈয়া॥
পরদিন প্রভাতেতে মিলিল দুই দল।
নানা বাদ্য বাজে বসুমতী টলমল॥

করিল গরুড় ব্যূহ রাজা কুরুবর।
অগ্রেতে রহিল ভীষ্ম সমর তৎপর॥
দ্রোণাচার্য কৃতবর্মা চঞ্চু নিরমিল।
দুঃশাসন শল্য দুই পক্ষতি হইল॥
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য দুই বীরবর।
বক্ষোদেশ রক্ষা হেতু হাতে ধনুঃশর॥
ভূরিশ্রবা নিবসিল বীর ভগদত্ত।
পুচ্ছদেশে রহিলেন বীর জয়দ্রথ॥
পৃষ্ঠে রাজা দুর্যোধন সোদর সহিত।
বিন্দু অনিবিন্দু বহু বীর সমন্বিত॥
বামপাশে দুঃশাসন সমরে দুর্জয়।
মগধ কলিঙ্গ সৈন্য দক্ষিণেতে রয়॥
পক্ষদেশে রহে বৃহদ্বল ধনুর্ধর।
গরুড় সদৃশ ব্যূহ কৈল কুরুবর॥
প্রতিব্যূহ করিলেন পার্থ মহামতি।
অর্ধচন্দ্র নামে ব্যূহ তাদৃশ আকৃতি॥
দক্ষিণ ভাগেতে রহে বীর বৃকোদর।
তার পাছে বিরাট দ্রুপদ ধনুর্ধর॥
নীল নামে মহারাজ ধৃষ্টকেতু সনে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী রহে অনুক্রমে॥
মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকি সহিত।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বীর সমন্বিত॥
সম্মুখেতে রহিলেন বীর ধনঞ্জয়।
গোবিন্দ সারথি যাঁর সমরে দুর্জয়॥
পরস্পর দুইদলে হৈল হানাহানি।
সৈন্য কোলাহলে কর্ণে কিছু নাহি শুনি॥
রথে রথে গজে গজে অশ্বে অশ্ববর।
পদাতি পদাতি রণ হাতে ধনুঃশর॥
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল।
নারাচ ভূষণ্ডী অর্ধচন্দ্র ভিন্দিপাল॥
নানা বাণ বরিষয় সমরে দুর্জয়।
শোণিতে কর্দম ভূমি দেখি লাগে ভয়॥
অস্ত্রাঘাতে মহাশব্দ উঠিল গগনে।
বিনা মেঘে সৌদামিনী দেখি ঘনে ঘনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য শকুনি বিকর্ণ।
ক্রোধে সব সেনাপতি যেমত সুপর্ণ॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে প্রবেশিল সংগ্রামের স্থল।
তাহা দেখি আগু হৈল পাণ্ডবের দল॥
ভীমসেন ঘটোৎকচ রাক্ষস দুর্জয়।
সাত্যকি দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়॥
শর বর্ষে গগনেতে হৈল অন্ধকার।
যত মহারথী রথে অস্ত্রের সঞ্চার॥
ব্যূহমধ্যে প্রবেশিল বীর ধনঞ্জয়।
হস্তীযূথ মধ্যে যেন সিংহ প্রবেশয়॥
গাণ্ডীব কার্ম্মুক হাতে গোবিন্দ সারথি।
দেখিয়া বেড়িল তারে কুরু যোদ্ধাপতি॥
সহস্র সহস্র বাণ চারিদিকে মারে।
যার যত পরাক্রম সেই অনুসারে॥
পরিঘ তোমর গদা পরশু মুষল।
অর্জুনে বেড়িয়া মারে যত কুরুবল॥
গগনেতে বৃষ্টি যেন বর্ষে নিরন্তর।
সেই মত অস্ত্রবৃষ্টি অর্জুন উপর॥
ক্ষিপ্রহস্তে ধনঞ্জয় নিবারেন বাণ।
আকাশে অমরগণ করেন বাখান॥
সবাকার অস্ত্র কাটি পূরিয়া সন্ধান।
সবাকারে মারে বীর সুশাণিত বাণ॥
অদ্ভুত বিচিত্র শিক্ষা খ্যাত ত্রিজগতে।
কাহারো না হয় শক্তি সম্মুখে আসিতে॥
তবে মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন।
মারিলেন কত সৈন্য কে করে গণন॥
অর্জুন সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়।
সম্মুখে যাহারে পায় দেয় যমালয়॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সমরে প্রচণ্ড।
কৌরবের যোদ্ধাগণে করে লণ্ডভণ্ড॥
রণেতে প্রবেশ করে সাত্যকি দুর্জয়।
অনেক কৌরব-সৈন্য করিলেক ক্ষয়॥
দ্রোণ ভীষ্ম দুই বীর অতি মহাবল।
যুধিষ্ঠির নৃপতির মারে বহু বল॥
মাদ্রীপুত্র সহ যুঝে সুশর্মা নৃপতি।
প্রাণপণে দোঁহে যুঝে নাহিক বিরতি॥
দোঁহার উপরে দোঁহে অস্ত্রক্ষেপ করে।
দোঁহে নিবারয়ে তাহা কেহ নারে কারে॥

দিব্যরথে আরোহিয়া রাজা দুর্যোধন।
ভীমসেন সহ বীর আরম্ভিল রণ॥
হাসে বীর বৃকোদর হাতে করি শর।
আকর্ণ পূরিয়া মারে রাজার উপর॥
দেখি দুর্যোধন বাণ কাটি পাড়ে রণে।
পঞ্চগোটা বাণ পুনঃ মারে ভীমসেনে॥
অর্ধপথে ভীম তাহা অক্লেশে কাটিল।
দুর্যোধনে বধিবারে দিব্য অস্ত্র নিল॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করিল সন্ধান।
রথে পড়ে দুর্যোধন হইয়া অজ্ঞান॥
মূর্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
সৈন্যের বিনাশ করে ভীম মহারথী॥
কৌরবের সেনাগণ পাইলেক ত্রাস।
নানাদিকে পলাইল ছাড়ি যুদ্ধ আশ॥
কতক্ষণে দুর্যোধন পাইল চেতন।
সৈন্যগণে আশ্বাসিয়া বলে সেইক্ষণ॥
যথায় করিছে রণ ভীষ্ম মহামতি।
তাহারে বলিতে লাগে তবে কুরুপতি॥
তুমি হেন মহাযোদ্ধা ত্রিভুবনে জানে।
দ্রোণগুরু মহাবীর জগতে বাখানে॥
তোমা দোঁহা বিদ্যমানে সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পাণ্ডব পৌরুষ করে সবে দেখে রঙ্গ॥
পাণ্ডবের অনুরোধে পরিহর রণ।
অনুমানে বুঝি চাহ আমার মরণ॥
কটুবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ ভীষ্ম মহামতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে রাজ প্রতি॥
তোমারে দিলাম আমি হিত উপদেশ।
না শুনিলে কারো বাক্য মন্ত্রণা বিশেষ॥
ইন্দ্রসহ দেবগণ যদি আসে রণে।
তথাপি জিনিতে নারে পাণ্ডুপুত্রগণে॥
বৃদ্ধকালে যত শক্তি আমার সম্ভব।
প্রাণপণে করি যুদ্ধ নিবারি পাণ্ডব॥
রাজা হ'য়ে সৈন্যগণ রাখিতে নারিলে।
বৃদ্ধ জানি মোরে অনুযোগ কর ছলে॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম সিংহনাদ করে।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া অস্ত্র নিল করে॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর সমরে পশিল।
কালান্তক যম যেন সাক্ষাৎ আইল॥
যুধিষ্ঠির সৈন্য যত করে ঘোর রণ।
সহিতে না পারে কেহ ভীষ্ম আক্রমণ॥
বড় বড় যোদ্ধাপতি সাহস করিল।
বাণবৃষ্টি করে সবে ভীষ্ম আবরিল॥
সবাকার অস্ত্র কাটি গঙ্গার নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন॥
সহস্র সহস্র সেনা বড় বড় বীর।
ভীষ্মের বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির॥
বনে সিংহ দেখি যথা গজেন্দ্র পলায়।
পাণ্ডবের সৈন্য তথা রণ ছাড়ি যায়॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি রুষে বীর ধনঞ্জয়।
ভীষ্মের সম্মুখে আসে সমরে দুর্জয়॥
অর্জুন দেখিয়া গঙ্গাপুত্র ক্ষিপ্র করে।
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে অর্জুন উপরে॥
রথ অশ্ব না দেখে সারথি ধনঞ্জয়।
দশদিক্ যুড়ি সব করে অস্ত্রময়॥
দেখি সব পাণ্ডুদল পলায় তরাসে।
কৌরবের যোদ্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে॥
দিব্য অস্ত্র দিয়া তবে পার্থ মহামতি।
পিতামহ অস্ত্র কাটিলেন শীঘ্রগতি॥
অস্ত্র নিবারিয়া মারিলেন দশ বাণ।
ভীষ্মের কার্মুক করিলেন খান খান॥
অন্য ধনু নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জয়।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ মহাশয়॥
ভীষ্ম তাঁরে প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শরবৃষ্টি করে ভীষ্ম আর ধনু ধরি॥
যেমন বরিষাকালে বরিষয়ে ঘনে।
ততোধিক শরবৃষ্টি করে ক্রোধ মনে॥
প্রাণপণে যুঝে বীর পার্থ ধনুর্ধর।
নিবারিত না পারেন বড়ই দুষ্কর॥
চোখ চোখ শর বিন্ধে পার্থের হৃদয়।
হীনবল হইলেন কুন্তীর তনয়॥
বাসুদেবে বিন্ধে বীর চোখ চোখ বাণ।
হ'লেন কাতর তাহে দেব ভগবান্॥

হাসি ভীষ্ম মহাবীর করে উপহাস।
আপনি করহ যুদ্ধ দেব শ্রীনিবাস॥
হ'লেন অর্জুন রণে অতীব কাতর।
তাহাকে আশ্বাস করিলেন গদাধর॥
কৃষ্ণের আশ্বাস বাক্যে পাইয়া সম্বিত।
ধনঞ্জয় হইলেন কোপেতে পূর্ণিত॥
বিন্ধেন সন্ধান পূরি ভীষ্মের শরীর।
দেখি ক্রোধ করিলেন ভীষ্ম মহাবীর॥
বাণে বাণ নিবারিয়া করে শরজাল।
অন্ধকারময় দেখে দশ দিক্‌পাল॥
নাহি দেখি কপিধ্বজ সারথি অর্জুনে।
চমকিত হ'য়ে চাহে যত যোদ্ধাগণে॥
তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্র অস্ত্র এড়ি শর করেন সংহার॥
বাণ নিবারিয়া পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিয়া।
রথধ্বজ কাটিলেন কবচ ভেদিয়া॥
সারথির মুণ্ড করিলেন খণ্ড খণ্ড।
দেখি ভীষ্মদেব হইলেন লণ্ডভণ্ড॥
লজ্জিত হইয়া বীর নিল ধনুঃশর।
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে অর্জুন উপর॥
দিবানিশি জ্ঞান নাহি সূর্যের প্রকাশ।
দশদিক্ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥
দেখি সব যোদ্ধাগণ করে হাহাকার।
কাটিলেন সব অস্ত্র ইন্দ্রের কুমার॥
ভারত সমুদ্র তুল্য কতেক লিখিব।
দোঁহে মহাবীর্যবন্ত নহে পরাভব॥
সমস্ত দিবস হেনরূপ যুদ্ধ হৈল।
বেলা অবসানে পার্থ ঘর্ম উপজিল॥
মুছিবার অবকাশ না পান অর্জুন।
টানেন আকর্ণ পূরি যবে ধনুর্গুণ॥
অস্ত্রসহ গুণ বীর টানিবার কালে।
মুছিয়া ফেলেন ঘর্ম যাহা ছিল ভালে॥
সেই অবসরে ভীষ্ম গঙ্গার কুমার।
রথী দশ সহস্রেক দিল যমদ্বার॥
সিংহনাদ ছাড়ি জয়শঙ্খ বাজাইল।
শুনি সব যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল॥
তবে পার্থ জিজ্ঞাসেন চাহি নারায়ণ।
পিতামহ সহ মম যুদ্ধ অনুক্ষণ॥
নিঃশ্বাস ছাড়িতে কার নাহি অবসর।
বাজাইল কেন শঙ্খ কহ দামোদর॥
শ্রীহরি বলেন তুমি শুনহ কারণ।
যুদ্ধকালে ঘর্মজল মুছিলে যখন॥
সেই অবকাশে ভীষ্ম মারে রথিগণ।
জয়শঙ্খ বাজাইল তাহার কারণ॥
শুনিয়া অর্জুন মনে বিস্ময় হইল।
নিজ দল বলে সবে শিবিরে চলিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
তৃতীয় দিনের যুদ্ধ সমাপন করি॥
ভীষ্ম পর্বের কথা অপূর্ব কথন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু জন॥

চতুর্থ যুদ্ধের দিন।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির নরবর।
বসিলেন সর্বজন সভার ভিতর॥
নানা কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতেতে দুই দল সাজন করিল॥
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে করে কোলাহল।
নানা বাদ্য বাজে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ারে যুঝে রণসাজে॥
যে যার লইয়া অস্ত্র করে মহারণ।
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে ঘন॥
শঙ্খধ্বনি করি রথ চালান শ্রীহরি।
ভীষ্মের সম্মুখে যান অতি ত্বরা করি॥
তখন অর্জুন ভীষ্মে সংগ্রাম বাধিল।
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র সন্ধান পূরিল॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে সমরে নিপুণ।
দোঁহে মহা ধনুর্ধর কেউ নহে উন॥
অযুত রথীর সঙ্গে সুশর্মা নৃপতি।
প্রবেশে পাণ্ডবদলে অতি শীঘ্রগতি॥

শত শত রথীগণে করিল সংহার।
শত শত মারে হস্তী অশ্ব কত আর॥
সৈন্যের নিধন দেখি রোষে বৃকোদরে।
রথ ত্যজি ধায় বীর গদা ল'য়ে করে॥
দেখিয়া সুশর্মা রাজা সন্ধান পূরিল।
একেবারে শতবাণ ভীমে প্রহারিল॥
দশ সহস্রেক রথী সবে ধনুর্দ্ধর।
দশ দশ অস্ত্র মারে ভীমের উপর॥
একেবারে লক্ষ শর লাগে ভীমসেনে।
মহাক্রোধ উপজিয়া ধায় সেইক্ষণে॥
দুইশত রথী মারে এক গদা ঘায়।
আর দুইশত রথী মারিলেক পায়॥
রথ সহ ধরি বহু বহু রথীগণ।
আকাশ মার্গেতে ফেলে পবন-নন্দন॥
রথে রথে প্রহারিয়া মারে বহুজনে।
গদাঘাতে সংহারিল বহু বীরগণে॥
আথালী পাথালী বীর মারে গদাবাড়ি।
রথী দশ সহস্রেক মারিল খেদাড়ি॥
তবেত সুশর্মা বীর নানা অস্ত্র মারে।
গদা ফিরাইয়া বাণ সকলে সংহারে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমসেন অতিবেগে ধায়।
রথ অশ্ব সারথিরে মারে একঘায়॥
লাফ দিয়া পলাইল সুশর্মা নৃপতি।
দেখিয়া ধাইল দুর্যোধন নরপতি॥
নানা অস্ত্র বরিষয়ে ভীমের উপর।
রথে চড়ি ধনু ধরে বীর বৃকোদর॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়ে অস্ত্রগণ।
দুর্যোধন যত অস্ত্র কাটে সেইক্ষণ॥
তবে দুর্যোধন রাজা সমরে তৎপর।
ভীমের উপরে মারে দশ গোটা শর॥
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান।
পুনঃ দুর্যোধনে মারে দশ গোটা বাণ॥
বাণে নিবারিল তাহা কৌরব প্রচণ্ড।
ভীমের ধনুক কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
আর ধনু ধরে বীর চক্ষুর নিমিষে।
বৃষ্টিধারাবৎ বাণ নির্ভয়ে বরিষে॥

ধনু অস্ত্র কাটিল রথের চারি হয়।
এক বাণে সারথিরে দিল যমালয়॥
আর রথে চড়ি তবে কৌরব প্রধান।
ভীমের উপরে পুনঃ পূরিল সন্ধান॥
বাণে বাণ নিবারয়ে পবন-নন্দন।
দুর্যোধন নৃপতির কাটে শরাসন॥
ধনু কাটা গেল বীর পায় বড় লাজ।
পুনঃ আর ধনু লয় কুরু-মহারাজ॥
পুনঃ দুর্যোধন মারে যত অস্ত্রচয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা পবন-তনয়॥
রাজার সঙ্কট দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
রণে অবকাশ নাহি হইল অস্থির॥
রাজগণে ডাকি ভীষ্ম উচ্চৈস্বরে কয়।
শীঘ্র যাহ বুঝি আজি হইল প্রলয়॥
ভীম দুর্যোধনে হইতেছে ঘোর রণ।
মহাবল পরাক্রম পবন-নন্দন॥
শুনিয়া ধাইল তবে যত যোদ্ধাগণ।
জয়দ্রথ ভুরিশ্রবা সুশর্মা রাজন্॥
কৃপ শল্য দুঃশাসন দুর্মুখ প্রভৃতি।
বর্মসেন চিত্রসেন আর বিবিংশতি॥
ভগদত্ত মহারাজ বিলম্ব না করে।
মহাগজে আরোহিয়া বেড়ে বৃকোদরে॥
চারিদিকে আসে বেড়ে যত বীরগণে।
অন্ধকার করিলেক অস্ত্র বরিষণে॥
আচ্ছাদিল মেঘ যেন দেব দিবাকরে।
শরজালে আবরিল বীর বৃকোদরে॥
দেখি ভীম মহাবীর শীঘ্রহস্ত হৈল।
সবাকার শরবৃষ্টি শরে নিবারিল॥
সব অস্ত্র ব্যর্থ করি এড়ে অস্ত্রগণ।
একে একে সর্বজন করয়ে ঘাতন॥
কাহার কাটিল রথ কারো ধনুর্গুণ।
কাহারো ধনুক কাটে কারো কাটে তূণ॥
কাহারো কাটিয়া পাড়ে দন্ত দুই পাটি।
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটি॥
হস্ত পদ কাটি পড়ে কোন কোন বীর।
অস্ত্রাঘাতে কোন জন উভে হৈল চির॥

কৌরবের সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিল।
দেখি ভগদত্ত বীর সমরে কুপিল ॥
মহাগজরাজে চড়ি হাতে ধনুঃশর।
ভীমের উপরে ধায় অতি ক্রোধভর ॥
ভগদত্তে দেখি ভীম পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল ভগদত্ত বীর।
চোখ চোখ বাণে বিন্ধে ভীমের শরীর ॥
বাণাঘাতে ভীমসেন অজ্ঞান হইল।
ভগদত্ত সিংহনাদ তখন করিল ॥
ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে উঠে মহাবীর।
ধনুঃশর নিল হাতে নির্ভয় শরীর ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ করয়ে সন্ধান।
ভগদত্ত নৃপতির কাটে ধনুখান ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গেতে ভেদিল।
নানা অস্ত্র মহাগজরাজে প্রহারিল ॥
অরুণ কিরণ যেন জলধর মাঝে।
তেমনি রুধির ধারা পড়ে গজরাজে ॥
ভগদত্ত এড়িয়া দিলেক গজরাজ।
দেখিয়া হইল ব্যস্ত পাণ্ডব সমাজ ॥
বেগেতে আইসে গজ পৃথ্বী কাঁপে ভরে।
পাণ্ডবের সৈন্য ভাঙ্গে স্থির নহে ডরে ॥
দেখি ভীম মারিলেক মর্মভেদী শর।
ভ্রূভঙ্গ নাহিক ভয়ানক গজবর ॥
নানা অস্ত্র ভীমসেন গজেরে প্রহারে।
মহাবেগে ধায় গজ ভীমে মারিবারে ॥
গজের বিক্রম দেখি ভগদত্ত বীর।
সিংহনাদ ছাড়ে মহা নির্ভয় শরীর ॥
পিতার সঙ্কট দেখি হিড়িম্বানন্দন।
মহাক্রোধে অন্তরীক্ষে ধায় সেইক্ষণ ॥
করিল রাক্ষসী মায়া অতি ভয়ঙ্কর।
ঐরাবতে চড়ি আসে সংগ্রাম ভিতর ॥
আটগোটা হস্তী তার মহাভয়ঙ্কর।
তাহে আরোহণ করি আট নিশাচর ॥
বজ্রহস্তে যথা শোভে দেব দেবরাজ।
আসিল সেমত যেন সমরের মাঝ ॥
মহাঘোর শব্দে সবে করিল গর্জন।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল যত কুরুগণ ॥
এককালে গজগণে টোয়াইয়া দিল।
কৌরবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল ॥
মহাবল হস্তীগণ মদ গলে ধারে।
বড় বড় রথীগণে খেদাড়িয়া মারে ॥
গজরাজে এড়ি দিল ঘটোৎকচ বীর।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ রণে নহে স্থির ॥
কৌরবেরা আর্তনাদ করিতে লাগিল।
চতুরঙ্গ দল সব চরণে মর্দিল ॥
ভগদত্ত গজবর বড়ই প্রখর।
ঘটোৎকচ গজ সহ বাধিল সমর ॥
শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি দন্তে হানাহানি।
নির্ঘাত চীৎকার শব্দে কর্ণে নাহি শুনি ॥
ঘটোৎকচের মহাবল গজবর।
দেখিয়া কম্পিত ভগদত্তের অন্তর ॥
ভগদত্ত গজ রণে কাতর হইল।
রণ ত্যজি গজরাজ ভয়ে পলাইল ॥
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া না যায় কথন।
কুরুসৈন্য বিনাশিল ভীমের নন্দন ॥
কুরুসৈন্য ক্ষয় দেখি অলম্বুষ ধায়।
দেখাদেখি দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় ॥
বহুক্ষণ দুইজনে করে ঘোর রণ।
কার শক্তি কেমনে কে করিবে বর্ণন ॥
অর্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
শূন্যমার্গে চমকিত যতেক অমর ॥
সন্ধান করিলা সাত বাণ কুন্তীসুত।
দুই বাণে রথধ্বজ কাটেন অদ্ভুত ॥
আর দুই বাণে কাটিলেন ধনুর্গুণ।
আর তিন বাণ অঙ্গে করেন ঘাতন ॥
শীঘ্রহস্তে ভীষ্ম বীর গুণ চড়াইল।
পার্থের উপরি নানা বাণ বরষিল ॥
কৃষ্ণের শরীরে বীর মারে দশ বাণ।
হনুমানে কুড়ি বাণ করিল সন্ধান ॥
বাণে নিবারিল তাহা পার্থ ধনুর্ধর।
ভীষ্মের শরীরে বাণ বিন্ধিল বিস্তর ॥

পঞ্চবাণ মারিলেন কুন্তীর কুমার।
সহস্র চরণ রথ পাছে গেল তাঁর॥
এই অবসরে পার্থ মারিলেন সেনা।
মারিল সহস্র রথী রথ অগণনা॥
তবে ভীষ্ম রথ ছাড়ি হ'য়ে অগ্রসর।
পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি করিছে উত্তর॥
মহাপরাক্রম করে পার্থ ধনুর্ধর।
এবে নিজ রথ রক্ষা কর দামোদর॥
এতেক বলিয়া বীর দিব্য অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া ভীষ্ম সন্ধান করিল॥
কপিধ্বজ রথ তাহে গোবিন্দ সারথি।
বাণেতে ত্রিপাদ পাছু করে মহামতি॥
সাধু সাধু বলি প্রশংসেন নারায়ণ।
তাহা শুনি জিজ্ঞাসেন কুন্তীর নন্দন॥
মম বাণে সহস্র চরণ রথ গেল।
মম রথ পিতামহ ত্রিপাদ ঠেলিল॥
কি কারণে সাধুবাদ দিলে নারায়ণ।
কৃপা করি কৃপানাথ কহ বিবরণ॥
হাসি কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ ফাল্গুনী।
ভীষ্ম রথ সারথি আর চারি অশ্ব গণি॥
ইহাতে সহস্র পদ করিবে চালন।
কপিধ্বজ রথের শুনহ বিবরণ॥
সুমেরু সদৃশ ধ্বজে বৈসে হনুমান।
রথ বেড়িয়াছে যত দেবতা প্রধান॥
পর্বত সদৃশ ভারি রথ ভয়ঙ্কর।
বিশ্বম্ভর মূর্তি আমি তাহার উপর॥
ইহাতে ত্রিপদ পাছু চলিল স্যন্দন।
সাধু সাধু মহাবীর গঙ্গার নন্দন॥
বিস্ময় মানেন শুনি কুন্তীর নন্দন।
ভীষ্ম রথী দশ সহস্র মারে সেইক্ষণ॥
জয়শঙ্খ বাজাইয়া রথ ফিরাইল।
আনন্দেতে কুরুগণ শিবিরে চলিল॥
পাণ্ডব নিবর্তি রণে সহ যদুবীর।
সৈন্যসহ আসিলেন আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

পঞ্চম দিনের যুদ্ধ।

পরদিন প্রভাতে মিলিয়া দুই দল।
সমুদ্র সদৃশ ব্যূহ রচে কুরুবল॥
রচেন শৃঙ্গট নামে ব্যূহ যুধিষ্ঠির।
দুই শৃঙ্গে রহে যে সাত্যকি ভীম বীর॥
সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি রণবেশ।
কৃষ্ণ সঙ্গে ধনঞ্জয় রহে মধ্যদেশ॥
তার পাশে যুধিষ্ঠির মাদ্রীপুত্র সনে।
অভিমন্যু ও বিরাট রহে অনুক্রমে॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রহে তার পাছে।
ঘটোৎকচ মহাবীর রহে তার কাছে॥
প্রতিব্যূহ করি সবে উঠানি করিল।
বিবিধ বিধানে বাদ্য বাজিতে লাগিল॥
নানা অস্ত্র ল'য়ে আস্ফালিল যত যোধ।
পরস্পর দুই দলে লাগিল বিরোধ॥
যুদ্ধ হয় নানা অস্ত্র ধরি দুই দলে।
বিদ্যুৎ চমকে যেন গগনমণ্ডলে॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জন।
যুগান্তের যম যেন করিছে তর্জন॥
দেখিবার কার্য থাক কর্ণে নাহি শুনি।
পরাপর নাহি জ্ঞান অস্ত্রে হানাহানি॥
অশ্ব গজ পড়ে কত পদাতি বিস্তর।
দেখিয়া ক্রোধিত হৈল ভীষ্ম বীরবর॥
বাসব হইতে যুদ্ধে ভীষ্ম নহে ঊন।
হাতেতে ধনুক ধরি টঙ্কারিল গুণ॥
যতেক পাণ্ডব দল সমরে প্রচণ্ড।
শরেতে কাটিয়া ভীষ্ম করে খণ্ড খণ্ড॥
কার কাটে অশ্ববর কার কাটে গজ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে ধ্বজ॥
কাহার মুকুট কাটে কার কাটে দণ্ড।
কাহার ধনুক কাটে কার কাটে মুণ্ড॥
কার হস্ত পদ কাটে কার কাটে স্কন্ধ।
ঘোরতর সমরেতে নাচয়ে কবন্ধ॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি ধায় বৃকোদর।
ভীষ্মে মারিবারে ধায় সক্রোধ অন্তর॥

গদা হাতে ভীমসেন ধায় অতিবেগে ।
খেদাড়িয়া মারে বীর যারে পায় আগে ॥
ভীমের সাক্ষাতে আর কেহ নাহি রয় ।
ভীষ্মের সারথি মারি দিল যমালয় ॥
ধনুক ধরিয়া হাতে ভীষ্ম মহামতি ।
ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীঘ্রগতি ॥
গদা ফিরাইয়া ভীম নিবারয়ে শর ।
এক ঘায়ে রথ অশ্ব দিল যমঘর ॥
লাফ দিয়া ভীষ্ম বীর চড়ে অন্য রথে ।
অস্ত্রবৃষ্টি করে মহাপণ্ডিত রণেতে ॥
নারায়ণ দেখি রথ চালান ঝটিতি ।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ রাখেন শ্রীপতি ॥
অন্তরীক্ষে পার্থ তবে কাটে সব বাণ ।
দেখি ক্রুদ্ধ হন ভীষ্ম অগ্নির সমান ॥
দেখাদেখি তুইজনে বাধে ঘোর রণ ।
চমকিত হ'য়ে দেখে যত দেবগণ ॥
ভীম মহাক্রোধে সৈন্য করিল সংহার ।
যারে পায় তারে মারে না করি বিচার ॥
যেন ইন্দ্র বজ্র হাতে ভাঙ্গে গিরিবর ।
গদাঘাতে মারে সব বড় গজবর ॥
পর্বতের চূড়া যেন ভাঙ্গি পড়ে ঝড়ে ।
তেমন কৌরব গজ পৃথিবীতে পড়ে ॥
মাদ্রীপুত্র তুইজনে ভাঙ্গে পাটোয়ার ।
সহস্র সহস্র মারে রথ আসোয়ার ॥
সহস্র সহস্র গজ পদাতি বিস্তর ।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে সৈন্য বহুতর ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী ।
তুই দলে কোলাহল কিছু নাহি শুনি ॥
হেনকালে রণে আসে ইলাবন্ত নাম ।
অর্জুনের পুত্র সেই ইন্দ্রের সমান ॥
স্নুবর্ণ রচিত দিব্য বিমান স্নুন্দর ।
তাহাতে চড়িয়া আসে সংগ্রাম ভিতর ॥
যবে তীর্থ যাত্রা হেতু যান পার্থ বীর ।
ভ্রমিলেন বহু তীর্থ নির্ভয় শরীর ॥
অনূঢ়া নাগের কন্যা উলূপী আছিল ।
সর্পরাজ পুণ্ডরীক হৃদয়ে ভাবিল ॥
অর্জুনেরে সেই স্থানে নিল ছল করি ।
প্রদান করিল তারে উলূপী স্নুন্দরী ॥
তার গর্ভজাত বীর ইলাবন্ত নাম ।
মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধে যেন রাম ॥
ঐরাবত পাঠাইয়া দেবপুরন্দর ।
ইলাবন্তে আনিলেন আপন গোচর ॥
অর্জুন গেলেন যবে ইন্দ্রের ভবন ।
পিতা পুত্রে সেই স্থানে হৈল দরশন ॥
পিতা পুত্রে পরিচয় মাতলি করিল ।
সেই বীর ইলাবন্ত উপনীত হৈল ॥
সমরে আসিয়া ইলাবন্ত করে রণ ।
স্নুবলের পুত্রগণ আসিল তখন ॥
পটিশ তোমার শেল মুষল মুদ্গর ।
ইলাবন্ত উপরেতে বর্ষে নিরন্তর ॥
নিবারিয়া ইলাবন্ত বাণবৃষ্টি করে ।
একে একে সবে পাঠাইল যমঘরে ॥
নানা অস্ত্র সৌবলের সৈন্যেরে প্রহারে ।
জর্জর সকল বীর ইলাবন্ত শরে ॥
রণমুখে যেই বীর যায় যুঝিবারে ।
সেইজন আর নাহি আসে পুনঃ ফিরে ॥
অনেক মরিল তবে কৌরবের গণ ।
সসৈন্য সাজিয়া আসে দেখি তুর্যোধন ॥
তুর্যোধন নিজ সৈন্যে করিল আদেশ ।
ইলাবন্ত বীরে মার কহিনু বিশেষ ॥
অলম্বুষ রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল আর ।
ইলাবন্ত বীরে শীঘ্র করহ সংহার ॥
তবে অলম্বুষ করে মায়ার প্রকাশ ।
বাণে অন্ধকার করে না চলে বাতাস ॥
দেখিয়া হাসিল ইলাবন্ত মহাবীর ।
রাক্ষসের বাণ কাটি রণে হৈল স্থির ॥
চোখ চোখ বাণ পুনঃ পূরিয়া সন্ধান ।
অলম্বুষ রাক্ষসের কাটে ধনুর্বাণ ॥
আর ধনু লইল রাক্ষস বীরবর ।
ইলাবন্ত উপরেতে বরিষয়ে শর ॥
বাণে নিবারেণ তাহা অর্জুন-তনয় ।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধে বীর রাক্ষস হৃদয় ॥

বাণাঘাতে অলম্বুষ অজ্ঞান হইল।
সারথি ফিরায়ে রথ ভয়ে পলাইল॥
তবে সৈন্য সংহারে ইলাবন্ত বীর।
কৌরবের সেনাগণ সমরে অস্থির॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখি রাজা দুর্যোধন।
ইলাবন্ত সহ গেল করিবারে রণ॥
যেই বেগে হৈল আগে রাজা দুর্যোধন।
ইলাবন্ত কাটি তার ফেলে শরাসন॥
রথধ্বজ কাটিল রথের চারি হয়।
সারথির মাথা কাটি দিল যমালয়॥
বিরথ হইয়া রাজা অতিশয় রোষে।
অন্য রথে আরোহিয়া নানাস্ত্র বরিষে॥
বাণে বাণে নিবারয় ইলাবন্ত বীর।
বাণেতে জর্জর করে রাজার শরীর॥
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
নানা অস্ত্র ল'য়ে তবে ধায় সর্বজন॥
দেখিয়া রুষিল ইলাবন্ত ধনুর্ধর।
কাটিয়া সবার বাণ বিন্ধয়ে সত্বর॥
কাহার কাটিল ধনু কার কাটে গুণ।
কাহার সারথি কাটে কারো কাটে তূণ॥
নানা অস্ত্র বীরগণে করয়ে ঘাতন।
অস্ত্রাঘাতে কত বীর হৈল অচেতন॥
বাণাঘাতে কত বীর গেল যমলোক।
দেখি দুর্যোধনে উপজিল মহাশোক॥
কৌরবের সেনাগণ করে হাহাকার।
পাণ্ডবের সেনামধ্যে আনন্দ অপার॥
সিংহনাদ ছাড়ে ইলাবন্ত মহাবল।
কৌরব সৈন্যেতে রোদনের কোলাহল॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ।
ইলাবন্ত শরে সব ব্যথিত জীবন॥
কতক্ষণে অলম্বুষ চেতন পাইয়া।
দিব্য রথে চড়ি এল সন্ধান পূরিয়া॥
মুখামুখি দুইজনে পুনঃ যুদ্ধ হয়।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে জর্জর হৃদয়॥
তবে অলম্বুষ করি মায়ার সৃজন।
শূন্যে লুকাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
দেখি ইলাবন্ত ক্রুদ্ধ হইল প্রচুর।
বাণাঘাতে রাক্ষসের মায়া করে চূর॥
মায়া দূর হৈলে করে অস্ত্রের ঘাতন।
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ॥
দোঁহে মহাবীর্যবন্ত সমান সাহস।
ধনু এড়ি খড়্গ নিল দারুণ রাক্ষস॥
তাহা দেখি ইলাবন্ত খড়্গ ল'য়ে ধায়।
মহাবেগে মারে অলম্বুষের মাথায়॥
খড়্গাঘাতে কম্পমান হইল রাক্ষস।
ইলাবন্তে মারে খড়্গ করিয়া সাহস॥
দারুণ প্রহারে বীর হইল দুর্বল।
দুষ্ট অলম্বুষ হাসে করি খল খল॥
খড়্গ দিয়া রাক্ষস কাটিল তার শির।
ভূমিতলে পড়ে ইলাবন্ত মহাবীর॥
ইলাবন্ত পড়ে যদি উঠে কোলাহল।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে আসে ঘটোৎকচ মহাবল॥
নকুল দ্রুপদ সহদেব মহাশয়।
অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যকি দুর্জয়॥
অস্ত্র বরিষয়ে সবে অতি ক্রোধ মনে।
ভঙ্গ দিল কুরুসৈন্য স্থির নহে রণে॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ভগদত্ত বীর।
পাণ্ডব সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির॥
মহাক্রুদ্ধ ভীমসেন কৃতান্ত সমান।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে দেখি বিদ্যমান॥
গদা ল'য়ে মহাবেগে ধায় বৃকোদর।
দণ্ড হস্তে যম যেন প্রবেশে সমর॥
তাহা দেখি দ্রোণগুরু সমরে দুর্জয়।
ভীমের উপরে অস্ত্র ঘন বরিষয়॥
বৃক্ষ যথা বৃষ্টি জল মাথা পাতি ধরে।
তাদৃশ সম্বরে অস্ত্র বীর বৃকোদরে॥
পশু মধ্যে ব্যাঘ্র যথা মহা কুতূহলে।
পদাঘাতে মারে বীর কৌরবের দলে॥
ভীমের সমরে আর কেহ নহে স্থির।
ভঙ্গ দিল বড় বড় রথী মহাবীর॥
পুত্রের নিধন শুনি মহাক্রুদ্ধ মন।
অর্জুন করেন ঘোর অস্ত্র বরিষণ॥

সহস্র সহস্র বাণ করেন প্রহার।
অর্ধপথে কাটে তাহা গঙ্গার কুমার॥
অগ্নিবাণ ছাড়িলেন পার্থ ধনুর্ধর।
শূন্যপথ রুদ্ধ করি বর্ষে বৈশ্বানর॥
রথ হস্তী অশ্ব পুড়ে হৈল ছারখার।
দেখি বরুণাস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার॥
মুষল ধারেতে জল হয় বরিষণ।
অগ্নি সব নিমিষেতে হৈল নির্বাপণ॥
পাণ্ডবের সেনাগণ ভাসি গেল জলে।
রথ গজ আসোয়ার পদাতি বহুলে॥
অর্জুন মারেন বাণ পবন সঞ্চার।
জল উড়াইয়া সব করেন সংহার॥
পবন বেগেতে সব ধ্বজ ভাঙ্গি পড়ে।
যেমন প্রলয় কালে সৃষ্টি উড়ে ঝড়ে॥
হাসি ভীষ্ম বলে শুন পার্থ ধনুর্ধর।
তোমার যতেক শক্তি করহ সমর॥
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা আমি করিব পূরণ।
নহিবে তোমার শক্তি করিতে বারণ॥
এত বলি সর্পবাণ এড়ে বীরবর।
লক্ষ লক্ষ ফণী উঠে গগন উপর॥
নিমিষেতে ঝড় সম করিল আহার।
গর্জন করিয়া ধায় পার্থে গিলিবার॥
শিখিবাণ এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার।
ধরিয়া সকল ফণী করিল আহার॥
শত শত শিখি উড়ে গগন-উপর।
দেখি অন্ধকার অস্ত্র এড়ে বীরবর॥
ঘোর অন্ধকার নাহি জ্ঞান আত্মপর।
নিশি জানি শিখিগণ গেল দিগন্তর॥
মহা অন্ধকারে সৈন্য দেখিতে না পায়।
দেখিয়া ভাস্কর অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়॥
সূর্যোদয় হৈলে ঘুচে যত অন্ধকার।
উদিত দ্বিতীয় রবি অখিল সংসার॥
দেখি গঙ্গাপুত্র মহা কুপিত হইল।
ধনুক টঙ্কারি আটবাণ নিক্ষেপিল॥
এমত সে আট বাণ তীক্ষ্ণবেগে গেল।
অর্জুনের রথ অশ্ব জর্জর হইল॥

সাত বাণ মারে আর ধ্বজের উপরে।
আশীবাণে বিন্ধিলেন দেব দামোদরে॥
আর কুড়ি বাণ বীর এড়ে শীঘ্র হাতে।
কপিধ্বজ রথচক্র পোতে মৃত্তিকাতে॥
তবে হরি অশ্বগণে করেন প্রহার।
বহুকষ্টে করিলেন রথের উদ্ধার॥
দেখিয়া অর্জুন ক্রোধী হ'য়ে অতিশয়।
পঞ্চবাণে বিন্ধিলেক ভীষ্মের হৃদয়॥
চারি বাণে চারি অশ্ব করেন সংহার।
সারথির মাথা কাটি দেন যমদ্বার॥
এক বাণে ধ্বজ তাঁর করেন কর্তন।
করেন ভীষ্মের প্রতি বাণ বরিষণ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলে ভীষ্ম অতি ক্রোধ করি।
নিজ অশ্ব রথ এবে রক্ষা কর হরি॥
এত বলি অস্ত্র বরিষয়ে বীরবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর॥
সব বাণ কাটি পার্থ করে খান খান।
ভীষ্মের উপরে পুনঃ পূরেন সন্ধান॥
এইরূপে দুইজনে নিবারয়ে বাণ।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন গঙ্গার সন্তান॥
পর্বত নামেতে অস্ত্র ভীষ্ম নিল করে।
লক্ষ লক্ষ গিরিবর যাহাতে সঞ্চারে॥
মন্ত্র অভিষেকি এড়ে গঙ্গার নন্দন।
দেখি সব দেবগণ হৈল ভীত মন॥
লক্ষ লক্ষ পর্বতেতে আবরে আকাশ।
শূন্যপথ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥
ভাদ্রমাসে নিশা যেন ঘোর অন্ধকার।
দেখি সব সৈন্যগণ করে হাহাকার॥
সাগর মন্থনে যেন মহাকোলাহল।
মহাশব্দ করি আসে যত কুলাচল॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল।
শূন্যপথে দেবগণ ত্রাসিত হইল॥
সর্ব সৈন্য পলাইল সহ নৃপবর।
তিন মহারথী রথে সংগ্রাম ভিতর॥
বৃকোদর ধনঞ্জয় অভিমন্যু বীর।
এই তিন মহারথী রণে রহে স্থির॥

দেখি যত দেবগণ করে হাহাকার।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন ইন্দ্রের কুমার॥
হুহুঙ্কার ছাড়ি বীর ছাড়ে বজ্রবাণ।
যতেক পর্বত ভাঙ্গে বজ্রের সমান॥
রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল।
দেখি সব দেবগণ সানন্দ হইল॥
যতেক দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
সমরে আসিল ফিরে সব যোদ্ধাগণ॥
সাধু সাধু বলি ভীষ্ম প্রশংসা করিল।
সন্ধান পূরিয়া পুনঃ দিব্যাস্ত্র মারিল॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্ধর।
কেহ পরাজয় নহে বিক্রমে দোসর॥
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না পান বিশ্রাম।
দেবাসুর চমকিত দেখিয়া সংগ্রাম॥
কৃষ্ণ প্রতি চাহিলেন পার্থ ক্ষণতরে।
পণ রক্ষা করে ভীষ্ম সেই অবসরে॥
সংহারি অযুত রথী শঙ্খ বাজাইল।
দেখিয়া পার্থের মনে বিস্ময় জন্মিল॥
সন্ধ্যা জানি সর্বজন নিবর্তিল রণে।
দুই দলে চলি গেল নিজ নিকেতনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরিবে ভববারি॥

কর্ণ দুর্যোধন এবং ভীষ্মের মন্ত্রণা।

দুর্যোধন মহাবীর, দেখিয়া না হয় স্থির,
বিস্তর পড়িল সৈন্যগণ।
মনে যুক্তি বিচারিয়া, শকুনিরে পাঠাইয়া,
আনাইল সূর্যের নন্দন॥
বসিয়া বিরল-স্থানে, যুক্তি করি তিনজনে,
রাধেয় শকুনি দুর্যোধন।
কহে রাজা কুরুবর, শুন কর্ণ ধনুর্ধর,
মম দুঃখ করি নিবেদন॥
পাণ্ডবে জিনিব রণে, হেন আশা করি মনে,
যুদ্ধ হেতু করিব উপায়।
তিনলোকে সবে জানি, দেবতা অসুর মুনি,
বাখানে ভীষ্ম মহাশয়॥
সেনাপতি করি তাঁরে, ভাসি সুখ-সরোবরে,
সমরে জিনিব বৈরিগণে।
মনে হেন করি সাধ, বিধাতা যে দেয় বাদ,
হীনবল হৈল দিনে দিনে॥
দ্রোণ ভীষ্ম মহাসত্ত্ব, কৃপ শল্য সোমদত্ত,
আর যত মহারাজগণ।
পাণ্ডবেরে স্নেহ করি, ক্ষত্রধর্ম পরিহরি,
সবে মেলি উপেক্ষিল রণ॥
পড়ে রণে সেনাগণ, ব্যাকুল আমার মন,
আর কেহ না করে উদ্দেশ।
দেখিয়া এ সব রীত, ভয় হৈল উপস্থিত,
কি করিব কহ সবিশেষ॥
তুমি উদাসীন রণে, মম দুঃখ বিমোচনে,
আর কেবা সংগ্রাম করিবে।
নিবেদিনু বরাবরে, ভাবি যুক্তি দেহ মোরে,
কি উপায়ে পাণ্ডবে মারিবে॥
বলে কর্ণ ধনুর্ধর, শুন কুরু নরবর,
সুযুক্তি বিচারে এই হয়।
বুঝিয়া করহ কার্য, তবে সব পাবে রাজ্য,
করিব পাণ্ডব পরাজয়॥
গঙ্গাপুত্র কৃপ দ্রোণ, আর যত যোদ্ধাগণ,
না ছাড়েন পাণ্ডবের আশ।
এতেক পাণ্ডবভক্ত, ভীষ্ম তাহে নহে শক্ত,
সেনাপতি কর্মেতে উদাস॥
বসিয়া দেখুন বৃদ্ধ, করি আমি কার্যসিদ্ধ,
পাণ্ডবেরে করিয়া সংহার।
পুনরপি চলি যাহ, ভীষ্মের অগ্রেতে কহ,
এই সে মন্ত্রণা কর সার॥
কর্ণের মন্ত্রণা শুনি, হিত হেন মনে গণি,
রাজা গেল ভীষ্মের শিবির।
নিবেদিল কুরুরাজ, সাধিতে আপন কাজ,
শুন ভীষ্ম পিতামহ বীর॥
স্বীকার করিলে পূর্বে, শত্রুগণ সংহারিবে,
এবে উপেক্ষিয়া কর রণ।

আমার ভাগ্যের বশে, চতুর্দ্দিকে শত্রু হাসে,
আজ্ঞা কর করি কি এখন॥
সেনাপতি কর্ণে কর, মারুক পাণ্ডববর,
উপেক্ষা নাহিক তার স্থানে।
করে বড় অহঙ্কার, সবান্ধব পরিবার,
পাণ্ডবে নাশিবে ঘোর রণে॥
দুর্য্যোধন-বাক্যজালে, ভীষ্ম অগ্নি হেন জ্বলে,
চক্ষু পাকাইয়া বলে রোষে।
পূর্ব্বেতে বলিনু তোকে, শুনিলেক সর্ব্বলোকে,
হিত না শুনিলে কর্ম্মদোষে॥
আমারে বলিছ বৃদ্ধ, কর্ণের কি আছে সাধ্য,
কহ কর্ণ কি করিতে পারে।
যখন গন্ধর্ব্ব বীরে, বান্ধিয়া লইল তোরে,
কর্ণ বীর কি করিল তোরে॥
ধর্ম্মবন্ত পঞ্চজন, মহাবল পরাক্রম,
দেবগণ প্রশংসয়ে যারে।
এ তিন ভুবন মাঝে, কে তার সহিত যুঝে,
কহিতে অনেক জন পারে॥
ইন্দ্রেরে জিনিয়া রণে, দহিল খাণ্ডব বনে,
অগ্নিতে অর্পিল একেশ্বর।
নিবাতকবচ জিনে, কালকেয় আদিগণে,
অর্জ্জুনে জিনিতে কেবা পারে॥
এতেক দুর্ব্বার রণে, তাহে সখা রাজগণে,
সমূহ পাঞ্চালগণ সাথে।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন,
সারথি হৈলেন তিনি রথে॥
কাহার যোগ্যতা তারে, বিনাশ করিতে পারে,
সহায় সাক্ষাৎ নারায়ণ।
যদি না রাখেন হরি, নিমিষে বধিতে পারি,
সসৈন্য পাণ্ডব পঞ্চজন॥
কল্য ঘোর রণ দিব, হেন অস্ত্র সঞ্চারিব,
যাহা কেহ নিবারিতে নারে।
ভীষ্মের বচন শুনি, হরষিত কুরুমণি,
চলি গেল আপন শিবিরে॥
ব্যাস বিরচিত গাঁথা, অপূর্ব্ব ভারত কথা,
শ্রুতমাত্র পাপের বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ।

পরদিন পুনরায় সাজে দুই দল।
নানাবাদ্য বাজে সৈন্য করে কোলাহল॥
নানাবর্ণ পতাকা যে উড়ে রথধ্বজে।
সিংহনাদ করি সব যোদ্ধারা গরজে॥
মহারথী রথীগণ ধনুঃশর হাতে।
সিংহনাদ করি সবে ধায় চতুর্ভিতে॥
সহদেব মহাবীর মাদ্রীর নন্দন।
অসি চর্ম্ম ধরি বীর আরম্ভিল রণ॥
রণদর্প করি বীর প্রবেশে সমরে।
শত শত বীরগণে দিল যমঘরে॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি সকলি রুষিল।
একেবারে ত্রিশ শর সন্ধান পূরিল॥
সন্ধান পূরিয়া বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
খড়্গো কাটি সহদেব করে খান খান॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি রোষে শকুনি দুর্ম্মতি।
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারে শীঘ্রগতি॥
পুনঃপুনঃ যত অস্ত্র মারিছে শকুনি।
শীঘ্রহস্তে সহদেব খড়্গো ফেলে হানি॥
মহাকোপে ধায় বীর খড়্গ ল'য়ে হাতে।
অশ্বসহ সারথিরে ফেলিল ভূমিতে॥
সারথি সমরে গেল অশ্বসহ কাটি।
পলায় শকুনি বীর নাহি তাহে বাট॥
শকুনি পলায়ে গেল ত্যজিয়া সমর।
নিজ রথে চড়ি বীর নিল ধনুঃশর॥
জয়দ্রথ নকুলেতে বাধে ঘোর রণ।
নানা অস্ত্র দুইজন করে বরিষণ॥
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে নিবারয়ে শরে।
পরাজয় কারো নাহি হইল সমরে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূরিশ্রবা রণ ঘোরতর।
সর্ব্বলোকে দেখে তাহা থাকিয়া অন্তর॥

সহস্র সহস্র সেনা পড়য়ে সময়ে।
দ্রোণাচার্য দেখি তবে রোষেণ অন্তরে॥
মহাকোপে দ্রোণাচার্য বরিষয়ে শর।
লক্ষ লক্ষ সেনাগণ দিল যমঘর॥
তাহা দেখি রোষে বীর অর্জুন-নন্দন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা দ্রোণ মহাশয়।
কুপিত হইল দেখি অর্জুন-তনয়॥
একেবারে শত শর সন্ধান করিল।
দ্রোণাচার্য বাণাঘাতে তাহা নিবারিল॥
ক্রোধে অভিমন্যু বীর এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের হাতের ধনু করে খান খান॥
আর ধনু লয় গুরু চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে বীর নাহি গুণ দিতে॥
পুনঃপুনঃ দ্রোণাচার্য যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জুন তনয়॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র বীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের কবচ ভেদি অঙ্গে প্রবেশিল॥
মূর্ছিত হইয়া দ্রোণ পড়িলেন রথে।
সৈন্যেরে পাঠায় অভিমন্যু যমপথে॥
সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন।
মারয়ে যতেক সৈন্য কে করে গণন॥
কতক্ষণে সচেতন হন দ্রোণ গুরু।
কোপে কম্পমান অঙ্গ কাঁপে বক্ষ উরু॥
ধনুর্বাণ লয়ে করে বাণ বরিষণ।
শরে শর নিবারয়ে অর্জুন-নন্দন॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্রে বিন্ধে করি প্রাণপণ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে নিবারণ॥
পরস্পর যুদ্ধ করে যত যোদ্ধাগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্ধর।
ভীষ্মের উপরে তীক্ষ্ণ মারিলেন শর॥
শরে শর নিবারিয়া গঙ্গার নন্দন।
অর্জুনে চাহিয়া বীর বলেন বচন॥
পাঁচদিন যুদ্ধ করি গেলে সবে ঘর।
আজি হইবেক যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর॥
ইহা জানি পার্থ আজি রণে দেহ মন।
বুঝিব কিমতে আজি রাখ সৈন্যগণ॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ করেন সন্ধান।
অর্জুন উপরে মারে চোখ চোখ বাণ॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্ধর।
আশ্চর্য মানিল দেখি সব দৈত্য নর॥
দেখি মহা কোপান্বিত গঙ্গার নন্দন।
আকাশ ছাইয়া বাণ করে বরিষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ ধনুর্ধর।
বাণে বাণে দোঁহাকারে করিল জর্জর॥
মহাকোপে পার্থ এড়িলেন অস্ত্রগণ।
কাটিলেন সারথি ও রথী শরাসন॥
আট বাণে মারিলেন আর চারি হয়ে।
আশী বাণ মারিলেন গঙ্গার তনয়ে॥
লক্ষ বাণ বিন্ধিলেন সৈন্যের উপরে।
হয় গজ রথী সব গেল যমঘরে॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর আর ধনু ল'য়ে।
বাণবৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাইয়ে॥
শূন্যমার্গ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস।
বাণে অন্ধকার হৈল রবির প্রকাশ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল সংহার।
শত শত গজ মারে কত আসোয়ার॥
হেনমতে দুইজনে হৈল যত রণ।
সকল না লেখা গেল বাহুল্য কারণ॥
মহাকোপে পার্থ পুনঃ করিয়া সন্ধান।
ভীষ্মের ধনুক কাটি করে খান খান॥
সারথির মাথা কাটিলেন অশ্ব চারি।
রথধ্বজ কাটিলেন বিক্রম কেশরী॥
দেখি গঙ্গাপুত্র বড় লজ্জা পেয়ে মনে।
আর রথে চড়ি ধনু লইল তখনে॥
ভীষ্ম বলে শুন বাক্য কৃষ্ণ মহাশয়।
করিল অদ্ভুত রণ কুন্তীর তনয়॥
এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর।
সাবধান হ'য়ে বৈস রথের উপর॥
অর্জুনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণ।
বড়ই দুষ্কর অস্ত্র নাশে ত্রিভুবন॥

এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল মহাশর।
নারায়ণ নাম তার খ্যাত চরাচর॥
সেই শরে অভিষেক গাঙ্গেয় করিল।
মন্ত্রপূত করি তাহা ধনুকে বসাল॥
বিষ্ণুতেজ ধরে অস্ত্র বিষ্ণু অবতার।
পাণ্ডবের অস্ত্রধারী করিতে সংহার॥
সসৈন্য পাণ্ডবগণে যত ধনুর্ধর।
সবারে সংহার করি লহ যমঘর॥
এতেক বলিয়া বীর ধনুক টানিল।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ সন্ধান পূরিল॥
বাণ হতে বিষ্ণুতেজ হইল প্রকাশ।
যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ॥
দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল।
সসৈন্যে পাণ্ডব বুঝি সংহার হইল॥
ভূমিকম্প হয় ঘন নড়ে চলাচল।
বাসুকি নাগের ফণা করে টলমল॥
দেখিয়া পাইল ভয় প্রভু নারায়ণ।
অর্জুনে চাহিয়া তবে বলেন বচন॥
জগত নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ।
দেবাসুর গন্ধর্বেতে নাহি ধরে টান॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ কর শুন বীরবর।
বিমুখ হইয়া বৈস রথের উপর॥
অর্জুন বলেন দেব যা হয় উচিত।
ক্ষত্রধর্ম ত্যজি কেন প্রাণে এত ভীত॥
শ্রীহরি বলেন নহে কথার সময়।
আমার শপথ অস্ত্র ত্যজ ধনঞ্জয়॥
ধনু অস্ত্র ত্যজি বীর বসেন বিমুখে।
নারায়ণ ডাকি তবে বলে সর্বলোকে॥
পাণ্ডব সৈন্যেতে যত জন অস্ত্রধর।
বিমুখ হইয়া তবে ত্যজে ধনুঃশর॥
উচ্চৈঃস্বরে বাসুদেব বলে ঘনে ঘন।
শুনিয়া করিল ত্যাগ অস্ত্র সর্বজন॥
নৃপতি সহিত আর যত যোদ্ধাগণ।
বিমুখ হইয়া সবে বিনা ভীমসেন॥
তাহা দেখি শ্রীগোবিন্দ কহে বৃকোদরে।
পতঙ্গের প্রায় কেন পুড়ে মর শরে॥
এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুন মহাবল।
অস্ত্র ত্যজি পৃষ্ঠ দিয়া থাকহ কেবল॥
ভীম বলে হেন বাক্য না বল আমারে।
প্রাণ দিব তবু পৃষ্ঠ না দিব সমরে॥
ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ।
সমবেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন॥
কি কারণে প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিব।
নিজ ধর্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব॥
এত বলি গদা ধরি রহে মহাবীর।
দেখিয়া হইল চিন্তা শ্রীবনমালীর॥
মহাতেজোময় অস্ত্র গগনে উঠিল।
পাণ্ডবের সৈন্যে অস্ত্রধারী না পাইল॥
ভীম হস্তে গদা দেখি কোপে আসে বাণ।
প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেন পর্বত সমান॥
ঘোর নাদে গর্জে বাণ ভীমে বিনাশিতে।
নারায়ণ দেখি বড় চিন্তিলেন চিতে॥
রথ ত্যজি ধাইলেন গোবিন্দ সত্বরে।
ভীমে আচ্ছাদিল দেব নিজ কলেবরে॥
মহাতেজোময় অস্ত্র সংসারে ব্যাপিল।
কৃষ্ণের পরশে সব তেজ সংবরিল॥
আপনার তেজ হরি আপনি ধরিয়া।
ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া॥
স্বর্গে দেবগণ সবে করে জয় জয়।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ সানন্দ হৃদয়॥
গঙ্গাপুত্র হইলেন আনন্দিত মন।
ধনু ছাড়ি করিছেন কৃষ্ণের স্তবন॥
জয় জয় নারায়ণ ভুবনপালন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি জগত তারণ॥
নমো নমো বাসুদেব মুকুন্দ মুরারি।
নমস্তে মাধব জয় দুষ্ট-দর্পহারী॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিজগদীশ্বর যার সারথি হইল॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে বীরবর।
আপনার রথে তবে যান গদাধর॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন পুনরায় যে অস্ত্র বরিষণ॥

সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন।
বাণে কাটি লইলেন শমন সদন॥
ধনুক ধরিয়া ভীষ্ম করেন সন্ধান।
নিমেষেতে নিবারিল অর্জুনের বাণ॥
নিবারিয়া অস্ত্র পুনঃ এড়ে আর শর।
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করেন ছেদন।
দোঁহাকার অস্ত্রে দোঁহে করেন বারণ॥
হেনমতে বহু যুদ্ধ হয় দুইজনে।
নাহি লিখিলাম সব বাহুল্য কারণে॥
ক্রোধে ভীষ্ম পঞ্চশর সন্ধান পূরিল।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে প্রবেশ করিল॥
করে ধরি বাণ পার্থ করিতে বাহির।
মারিল অযুত রথী ভীষ্ম মহাবীর॥
জয়শঙ্খ দিয়া বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্বজনে রথে নিবর্ত্তিল॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
হেনমতে ছয় দিন হইল সমর॥

———

অর্জুনের সহিত হনুমানের বিবাদ বিবরণ।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহাশয়।
কহেন গোবিন্দ প্রতি করিয়া বিনয়॥
পিতামহ করিলেন সৈন্যের নিধন।
কি করি উপায় এবে কহ নারায়ণ॥
নারায়ণ অস্ত্র ভীষ্ম পূরিল সন্ধান।
দেবাসুরে কেহ যার নাহি জানে নাম॥
মহাকোপে আসিল সে ভীমে মারিবারে।
আপনি করিলে রক্ষা ঢাকি দেহভারে॥
মম মনে যাহা লয় শুন হৃষীকেশ।
রাজ্যে কার্য নাহি বনে করিব প্রবেশ॥
অর্জুন বলেন শুন ধর্ম নৃপবর।
অমঙ্গল চিন্তা কেন কর নিরন্তর॥
আমা সবে রক্ষা যিনি করে সর্বকাল।
পূর্বের বৃত্তান্ত কহি শুন মহীপাল॥

তীর্থ পর্যটনে আমি গেলাম যখন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যাই দ্বারকাভুবন॥
সুগন্ধি কনকপদ্ম গন্ধ মনোহর।
সত্রাজিত-নন্দিনীকে দেন দামোদর॥
দেখিয়া রুক্মিণী মনে ক্রোধ উপজিল।
শরীর ত্যজিব হেন মনে বিচারিল॥
এ সব বৃত্তান্ত জানিলেন নারায়ণ।
পুষ্প হেতু মোরে আজ্ঞা দিলেন তখন॥
আমি কহিলাম পুষ্প আছে কোন্‌খানে।
হরি কহিলেন আছে কদলীর বনে॥
সেইক্ষণে ধনুর্বাণ লইলাম আমি।
গেলাম কদলী বনে অতি শীঘ্রগামী॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখি পুষ্প মনোহর।
রক্ষক আছয়ে চারি মর্কট বানর॥
পুষ্প তুলিবারে মম উদ্যোগ হইল।
দেখিয়া তাহারা মোরে নিষেধ করিল॥
না মানিয়া পুষ্প আমি তুলি নিজ মনে।
দেখিয়া ধাইয়া তারা গেল চারিজনে॥
গিয়া হনুমানে সব কহে সমাচার।
শ্রুতমাত্র আসে তথা পবন-কুমার॥
আমারে দেখিয়া বলে হ'য়ে ক্রোধ মন।
অন্যায়ী কিরাত চোর শুনরে বচন॥
যাইবে শমনপুরী ইচ্ছা হৈল তোর।
সেকারণে পুষ্প তুল উদ্যানেতে মোর॥
ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণ নাহি আসে ডরে।
অধম কিরাত কেন এলে মরিবারে॥
নিত্য নিত্য পূজা আমি করি রঘুবীর।
যাঁহার প্রসাদে মোর অক্ষয় শরীর॥
দুর্জয় রাবণ যেই বিখ্যাত সংসারে।
সবংশে দিলেন যিনি তারে যমঘরে॥
রাজত্ব দিলেন বিভীষণে চিরকাল।
বালিরাজে মারিলেন ভেদি সপ্ততাল॥
বনের বানর বন্দী যাঁর গুণে হৈল।
অলঙ্ঘ্য সাগর যাঁর হাতে বান্ধা গেল॥
মনুষ্য হইয়া তোর বুদ্ধি হৈল যত।
যমপুরে যাইবার সৃজিতেছ পথ॥

আমি কহিলাম তুই জাতিতে বানর।
বনফল খেয়ে ভ্রম বনের ভিতর॥
না জানিয়া কটূত্তর বলিস্ আমারে।
যদি প্রাণে মারি তোরে কে রাখে সংসারে॥
বড় বীর বলি মনে কর রঘুনাথ।
সংসারেতে তাঁর বল আছয়ে বিখ্যাত॥
বানর পাথর বহি সাগর বান্ধিল।
আপন কটক ল'য়ে তবে পার হৈল॥
আপনি শরেতে যদি বান্ধিত সাগর।
তবে আমি কহিতাম তাঁরে বীরবর॥
ক্রোধে হনু বলে শুন কিরাত অধম।
ত্রিভুবনে খ্যাত যত রামের বিক্রম॥
হরধনু ভাঙ্গিলেন যিনি অবহেলে।
পরশুরামেরে যিনি জিনিলেন বলে॥
শরেতে সাগর বান্ধা তাঁর চিত্র নহে।
কটকের মহাভার কি প্রকারে সহে॥
সেকারণে বান্ধিলেন পাষাণে সাগর।
রামের করহ নিন্দা অধম পামর॥
ইহাতে উচিত ফল পাবে মোর ঠাঁই।
বাড়িলে আমার হাতে আর রক্ষা নাই॥
তুমি যদি মহাবীর বড় ধনুর্দ্ধর।
শরেতে সাগর বান্ধি মোরে কর পার॥
আমার ভরেতে যদি তব বান্ধ রয়।
তবে ত হইবে সখা এ কথা নিশ্চয়॥
যদ্যপি আমার ভরে বান্ধ হয় ভঙ্গ।
সাক্ষাতে তোমারে আজি দেখাইব রঙ্গ॥
আমি কহিলাম যদি বান্ধি হে সাগর।
তোমারে কি গণি পার হয় চরাচর॥
তোমার ভরেতে যদি মম বান্ধ ভাঙ্গে।
তবে পরাজিত আমি হই তব আগে॥
এমত প্রতিজ্ঞা করিলাম সেইক্ষণ।
সাগর তীরেতে তবে যাই দুইজন॥
ধনুক ধরিয়া আমি দিলাম টঙ্কার।
বৃষ্টিধারাবত অস্ত্র হইল সঞ্চার॥
পদ্ম শঙ্খ আদি বাণ কে করে গণন।
নিমিষেতে বান্ধিলাম শতেক যোজন॥
বান্ধ দেখি হনুমান সবিস্ময় মন।
জানিল কিরাত নাহি হবে কোন্‌জন॥
কোন্ দেবতার আজি বিপাক লাগিল।
আমার সহিত আসি বিবাদ করিল॥
আমারে চাহিয়া বীর বলিলেন হাসি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর শীঘ্র আমি আসি॥
এত বলি উত্তরেতে চলে মহাবীর।
বাড়াইল উভে লক্ষ যোজন শরীর॥
লোমে লোমে মহাবীর পর্বত বান্ধিল।
কত শত পর্বত স্কন্ধেতে তুলি নিল॥
মহাবেগে আসে বীর কৃতান্ত আকার।
লুকাইল রবিতেজ হৈল অন্ধকার॥
প্রলয়ের ঝড় সম মহাশব্দ শুনি।
চমকিত হ'য়ে চারিদিকে চাহি আমি॥
নিরখিয়া দেখি রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
হনুমানে চিনি মম কাঁপয়ে অন্তর॥
এমত কুবুদ্ধি মোরে কেন দিলে হরি।
সকল থাকিতে হনুমানে বৈরী করি॥
পিপীলিকা পাখা হেন উঠে মরিবার।
তেমনি হইল মোর কুবুদ্ধি সঞ্চার॥
মহাভয় পেয়ে হরি স্মরি মনে মন।
অন্তর্যামী সব জানিলেন নারায়ণ॥
হনুমানে অর্জুনেতে হৈল বিসম্বাদ।
মহাবীর হনুমান পাড়িল প্রমাদ॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু আসিয়া ত্বরিতে।
রহেন কচ্ছপরূপে বান্ধের নীচেতে॥
কোপে হনুমান ডাকি আমা প্রতি বলে।
এবে বান্ধ কর রক্ষা প্রতিজ্ঞা করিলে॥
আমি বড় সঙ্কটে সাহস করিলাম।
নিঃশঙ্কাতে হও পার ডাকি বলিলাম॥
হনুমান ভরে কম্পমানা বসুমতী।
বান্ধে একপদ দিল মনে ক্রুদ্ধ অতি॥
আর পদ তুলি দেয় যেমন সে বীর।
কচ্ছপের মুখ হৈতে বহিল রুধির॥
হইল অরুণবর্ণ সাগরের জল।
তাহা দেখি সচিন্তিত হৈল মহাবল॥

পৃথিবী সহিতে মোর ভর নাহি পারে।
শর বান্ধ কি প্রকারে রহিল সাগরে॥
কোন্ হেতু রক্তবর্ণ সাগরের নীর।
এতেক চিন্তিয়া জ্ঞানদৃষ্টি করে বীর॥
ধ্যানেতে জানিল প্রভু বান্ধের নীচেতে।
লাফ দিয়া তটে পড়ে অতি ভীত চিতে॥
আমি পশু মূঢ়মতি ইহা নাহি জানি।
বান্ধের নীচেতে প্রভু রঘুকুলমণি॥
অজ্ঞান অধম আমি বড়ই বর্ব্বর।
না জানিয়া আরোহিনু প্রভুর উপর॥
তবে ত কচ্ছপরূপ ত্যজিয়া শ্রীহরি।
দুর্বাদলশ্যাম হইলেন ধনুর্ধারী॥
হনুমান প্রতি তবে বলেন বচন।
আমার পরম ভক্ত তোমরা দু'জন॥
দুইজনে প্রীতি কর ছাড় মনে রোষ।
আমারে করহ ক্ষমা অর্জুনের দোষ॥
কৃতাঞ্জলি বলে হনু করিয়া বিনয়।
পাপকর্ম করিলাম আমি পাপাশয়॥
অপরাধ ক্ষম মোর ওহে রঘুমণি।
অজ্ঞান অধম শিশু কিছু নাহি জানি॥
শুনি হরি উভয়ের সখ্য করাইয়া।
উভয়েরে শান্ত করি গেলেন চলিয়া॥
হনুমান আমা চাহি বলেন বচন।
তুমি আমি সখা হইলাম দুইজন॥
সদাই তোমার আমি সহায় থাকিব।
সমর সঙ্কটে তব সাহায্য করিব॥
এতেক বলিয়া বীর গেলেন উত্তর।
পুষ্প ল'য়ে আসিলাম দ্বারকানগর॥
বড় বড় সঙ্কটেতে রাখিলেন মোরে।
ধর্ম মহারাজ শুন না চিন্ত অন্তরে॥
এত বলি প্রবোধেন পার্থ ধর্মনৃপে।
রজনী বঞ্চিল নানা কথার আলাপে॥

———

সপ্তম দিনের যুদ্ধ।

প্রভাতেতে দুই দল সমরে সাজিল।
প্রলয় কালে যেন সমুদ্র উথলিল॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ গজের গর্জন।
ধনুক টঙ্কার ঘোর রথের নিঃস্বন॥
দুই দলে বাধে যুদ্ধ মহাকোলাহল।
যেমন প্রলয়-কালে সমুদ্র কল্লোল॥
ভীষ্ম অর্জুনেতে যুদ্ধ নাহিক তুলনা।
বাণবৃষ্টি নিরন্তর কে করে বর্ণনা॥
মুষলের ধারে যেন বরিষয়ে ঘনে।
তাদৃশ আয়ুধ বৃষ্টি করে দুইজনে॥
ভীমসেন মহাবীর প্রবেশে সমরে।
সহস্র সহস্র রথী দিল যমঘরে॥
গদা হস্তে ভীমসেন যেইদিকে ধায়।
বড় বড় যোদ্ধাগণ আতঙ্কে পলায়॥
দেখিয়া রুষিল বীর দ্রোণের নন্দন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর চড়ে নিজ রথে।
গদা এড়ি ধনুঃশর তুলি নিল হাতে॥
সন্ধান করিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ।
দ্রৌণির যতেক অস্ত্র করে খান খান॥
কাটিল সকল অস্ত্র বৃকোদর বীর।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে তাহার শরীর॥
বাণাঘাতে অচেতন দ্রোণের কুমার।
দেখি সব কুরুগণ করে হাহাকার॥
আর রথে করি অশ্বত্থামারে লইল।
মহাবল ভীম সৈন্য বিনাশ করিল॥
দেখি দুর্যোধন রাজা মহাদুঃখমতি।
রাজগণে অনুমতি করে শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া কলিঙ্গ শত সহোদর আগে।
ভীমেরে মারিতে যায় ধনু ধরি বেগে॥
কোপেতে কলিঙ্গরাজ এড়ে শত বাণ।
অর্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান॥
এবে সপ্তবাণ বীর মারে বৃকোদরে।
খণ্ড খণ্ড করি তাহা পাড়ে ভীম শরে॥

বাণ নিবারিয়া করে বাণের প্রহার।
সারথি সহিত অশ্ব করিল সংহার ॥
বিরথ হইয়া বীর ভাবে মনে মন।
আর রথে চড়ি করে অস্ত্র বরিষণ ॥
বাণ নিবারিয়া বীর করে শরজাল।
ঢাকিল রবির তেজ তিমির বিশাল ॥
নিবারিতে না পারিল কলিঙ্গ রাজন্।
রথের উপরে পড়ে হ'য়ে অচেতন ॥
রাজার সঙ্কট দেখি সহোদরগণ।
ভীমের উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥
তাহা দেখি বৃকোদর গদা হাতে ল'য়ে।
নিমিষেতে সবাকারে দিল যমালয়ে ॥
সৈন্যগণ বিনাশয়ে পবন-কুমার।
লক্ষ লক্ষ সেনাগণে দিল যমঘর ॥
চেতন পাইয়া উঠে কলিঙ্গ রাজন্।
ভাই সব মরে দেখি মহাশোক মন ॥
হস্তী ষাটি সহস্র যে রাজার ভিড়নে।
সবারে আদেশি রাজা প্রবেশিল রণে ॥
ভীমেরে ডাকিয়া বলে শুন বীরবর।
সমরেতে বিনাশিলে মোর সহোদর ॥
মোর সহ স্থির হ'য়ে করহ সমর।
হস্তীর চাপনে তোমা দিব যমঘর ॥
শুনি ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করয়।
নিশ্চয় তোমারে আজি দিব যমালয় ॥
যে হস্তীগণের তুই করিস অহঙ্কার।
গদার বাতাসে সব লব যমদ্বার ॥
গদার বাতাস বিনা না করি আঘাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুনহ সাক্ষাৎ ॥
এত বলি গদা ল'য়ে যায় বীরবর।
কোপেতে ফিরায় গদা মাথার উপর ॥
দিলেন আপন তেজ ভীমে হৃষীকেশ।
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু গদাতে প্রবেশ ॥
গদা ফিরাইয়া বীর ধায় মহারোষে।
উড়াইল হস্তিগণে দারুণ বাতাসে ॥
আকাশেতে ঘূর্ণী বায়ু বহে নিরন্তর।
গদার বাতাসে তথা উড়িল কুঞ্জর ॥
ঘূর্ণিত বায়ুতে হস্তী ঘূর্ণ্যমান হয়।
আদ্যাবধি ঘুরিতেছে পড়িতে না পায় ॥
একই যোজন মধ্যে যত সৈন্য ছিল।
গদার বাতাসে ভীম সবে উড়াইল ॥
পর্বত কাননে কত পড়ে দেশান্তরে।
কতেক পড়িল গিয়া সাগর ভিতরে ॥
দেখি সব দেবগণে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার ॥
তবে বৃকোদর বীর অতি বেগে ধায়।
এক ঘায়ে কলিঙ্গে পাঠায় যমালয় ॥
রথ অশ্বসহ সব গুঁড়া হ'য়ে গেল।
দেখিয়া কৌরবদলে আতঙ্ক হইল ॥
দেখি দ্রোণাচার্য বীর পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ মারে একেবারে।
ভীমের শরীর বিদ্ধ করিল প্রহারে ॥
দেখি বীর বৃকোদর চড়ে গিয়া রথে।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইলেক হাতে ॥
বাণবৃষ্টি করে বীর নিবারয়ে শর।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধে পুনঃ দ্রোণ কলেবর ॥
দোঁহে দোঁহাপরে করে অস্ত্র বরিষণ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে বারণ ॥
জয়দ্রথ নকুলেতে হয় ঘোর রণ।
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ ॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
বাণেতে জর্জর হৈল উভয় শরীর ॥
ক্রুদ্ধ হৈল সহদেব মাদ্রীর নন্দন।
শকুনি হাতের কাটে তূণ শরাসন ॥
রথধ্বজ কাটি তার সারথি কাটিল।
দিব্য ভল্ল পঞ্চগোটা অঙ্গে প্রহারিল ॥
আঘাতে শকুনি পড়ে হ'য়ে অচেতন।
আর রথে তুলি তারে নিল যোদ্ধাগণ ॥
অভিমন্যু দ্রোণপুত্রে বাধিল সমর।
দোঁহে মহাপরাক্রম মহাধনুর্ধর ॥
মহাকোপে অভিমন্যু এড়ে ষাটি শর।
রথ আর সারথিরে দিল যমঘর ॥

অন্য রথে চড়ে দ্রোণপুত্র বিপ্রবর।
আর্জুনিকে মারিলেক সহস্রেক শর॥
অর্ধপথে কাটে তাহা অভিমন্যু বীর।
সন্ধান পূরয়ে পুনঃ নির্ভয় শরীর॥
হেনমতে দুইজনে বরিষয়ে শর।
সংগ্রামে নিপুণ দোঁহে মহাধনুর্ধর॥
ভূরিশ্রবা দ্রুপদেতে রণ অতিশয়।
সমান বিক্রম কারো নাহি পরাজয়॥
শ্রীহরি চালান রথ পার্থ ধনুর্ধর।
ভীষ্মের উপরে বীর বরিষয়ে শর॥
বাণে বাণ নিবারেণ গঙ্গার নন্দন।
অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে কাটি পার্থ তারে করে নিবারণ।
পুনঃ দিব্য দশ বাণ করেন ক্ষেপণ॥
অশ্বসহ সারথিরে করেন সংহার।
বাণাঘাতে ভীষ্ম বীর ব্যথিত অপার॥
তবে পার্থ লক্ষ শর এড়েন ত্বরিতে।
লক্ষ লক্ষ সেনা কাটি পাড়েন ভূমিতে॥
পার্থের বিক্রম দেখি ভীষ্ম ধরে ধনু।
আশীবাণ দিয়ে বিন্ধে অর্জুনের তনু॥
অঙ্গেতে প্রবেশ শর রক্ত বহে ধারে।
আর ষাটি বাণ মারে কৃষ্ণের শরীরে॥
সহস্রেক বাণ বীর মারিলেক ধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
গাণ্ডীব ধনুক হতে কাটিলেন গুণ॥
ধনুকেতে আর গুণ দিতে সদাশয়।
রথী দশ সহস্রেরে মারে মহাশয়॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্বজন শিবিরে চলিল॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
কাশী কহে সাত দিন হইল সমর॥

———

কৃষ্ণার্জুন কর্তৃক ছলে দুর্যোধনের মুকুট আনয়ন।

কৌরবের যোদ্ধাগণ চলিল শিবির।
ভীষ্মের নিকটে গেল দুর্যোধন বীর॥
পিতামহ পদে বীর প্রণাম করয়ে।
সবিনয়ে কহে রাজা কৃতাঞ্জলি হ'য়ে॥
তোমার সমান বীর নাহিক সংসারে।
দেবতা দানবগণ সবে তোমা ডরে॥
নিঃক্ষত্রা পৃথিবীকারী রাম মহাশয়।
তোমার নিকটে হৈল তাঁর পরাজয়॥
হেন মহাবীর তুমি দুর্জয় সংসারে।
মুহূর্তেকে তিন লোক পার জিনিবারে॥
পাণ্ডবের সহ কর সাত দিন রণ।
নির্বিঘ্নে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চজন॥
যদ্যপি রণেতে কালি না মার পাণ্ডবে।
অপযশ হবে তব জগতে জানিবে॥
রুষিয়া উঠিল শুনি ভীষ্ম মহাবীর।
তূণ হতে পঞ্চ শর করিল বাহির॥
মহাকাল নাম তার জানে সর্বজন।
সুরপতি বজ্র সম নহে নিবারণ॥
বাণ হস্তে করি কহে জাহ্নবী-নন্দন।
কোন চিন্তা নাহি তব শুন দুর্যোধন॥
কালি রণে পাণ্ডবেরে নাশিব এ শরে।
দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে॥
কৃষ্ণের কারণে বাঁচে ভাই পঞ্চজন।
নহে তার কিবা শক্তি সহে মম রণ॥
কালি পাণ্ডুপুত্রগণে মারিব এ শরে।
তবে যে ফিরিব আমি আমার শিবিরে॥
দুর্যোধন শুনি মহা আনন্দ পাইল।
দিব্য বস্ত্র-গৃহ তথা নির্মাইয়া দিল॥
সেই গৃহে রহিলেন গঙ্গার নন্দন।
দুর্যোধন মনে ভাবে জিনিলাম রণ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সহ ভ্রাতৃগণ।
যত যোদ্ধাগণ আর দেব নারায়ণ॥
সভা করি বসিলেন আপন আলয়।
সহদেবে জিজ্ঞাসেন দেবকী-তনয়॥

কিমতে হইবে কালি যুদ্ধের করণি।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মন্ত্রিমণি॥
সহদেব বলে শুন সংসারের সার।
সকল জানহ আমি কি বলিব আর॥
দুর্যোধন আদেশেতে পিতামহ বীর।
তূণ হৈতে পঞ্চশর করিল বাহির॥
পাণ্ডবে বধিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল।
দ্বারেতে রহেন অভ্যন্তরে নাহি গেল॥
পাণ্ডবের হর্তা কর্তা তুমি মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য যে উচিত হয়॥
শুনি যুধিষ্ঠির পাইলেন মহাভয়।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কভু লঙ্ঘন না হয়॥
সবান্ধবে কালি সবে হইব নিধন।
উপায় ইহার কিবা হবে নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা না করহ।
ধনঞ্জয় বীরবরে মম সঙ্গে দেহ॥
ছল করি ভীষ্ম স্থানে আনি পঞ্চবাণ।
অরিষ্ট ঘুচিবে হবে সবার কল্যাণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন জন্মিল বিস্ময়।
কিরূপে আনিবে ছলে কহ মহাশয়॥
কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধর্মের নন্দন।
কাম্যবনে যবে তোমা ছিলে পঞ্চজন॥
দূতমুখে দুর্যোধন শুনি সমাচার।
দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহ করিল বিচার॥
ঐশ্বর্য দেখাতে তথা করে আগমন।
সর্বসৈন্য সাজিলেক বিনা ভীষ্ম দ্রোণ॥
করিতে প্রভাস স্নান দিলেক ঘোষণা।
সবান্ধবে চলে আর যত পুরজনা॥
তোমারে অমান্য করি প্রভাসেতে গেল।
চিত্ররথ-পুষ্পোদ্যানে তথায় ভাঙ্গিল॥
শুনি ক্রোধে আইল গন্ধর্ব বীরবর।
দুর্যোধন সহ তার হইল সমর॥
কর্ণ আদি যত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল।
স্ত্রীগণ সহিত দুর্যোধনেরে বান্ধিল॥
তখন সে বার্তা তুমি করিয়া শ্রবণ।
অর্জুনেরে পাঠাইয়া করিলে মোচন॥
তুষ্ট হ'য়ে ধনঞ্জয়ে বলে দুর্যোধন।
মম স্থানে তাহা লহ যাহে যায় মন॥
পার্থ বলিলেন এবে নাহি মম কাজ।
সময় হইলে লব শুন কুরুরাজ॥
সেই সত্য হেতু আজি তথাকারে যাব।
ছল করি নিজ কার্য উদ্ধার করিব॥
এতেক বলিয়া হরি লইয়া অর্জুন।
শীঘ্রগতি চলিলেন যথা দুর্যোধন॥
শ্রীহরি বলেন আমি থাকিব বাহিরে।
তুমি গিয়া মুকুট আনহ মাগি বীরে॥
মুকুট মস্তকে দিয়া যাহ ভীষ্ম যথা।
শর মাগি আনহ ঘুচুক মনোব্যথা॥
শুনি পার্থ চলিলেন অতি শীঘ্রতর।
দ্বারী জানাইল গিয়া নৃপতি গোচর॥
শুনি রাজা দুর্যোধন ত্বরিতে ডাকিল।
অন্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্থে বসাইল॥
জিজ্ঞাসে কি হেতু হৈল তব আগমন।
যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ॥
অর্জুন বলেন রাজা পূর্ব অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্য হও পার॥
শুনি দুর্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট আনি অর্জুনেরে দিল॥
মুকুট পাইয়া বীর হরষিত মন।
তথা হৈতে চলিলেন ভীষ্মের সদন॥
মুকুট শিরেতে বান্ধি উপনাত পার্থ।
দেখি ভীষ্ম সমাদর করিল যথার্থ॥
ভীষ্ম কহে কহ শুনি রাজা দুর্যোধন।
এত রাত্রে কি কারণে হেথা আগমন॥
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর।
স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর॥
হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে।
নিলেন অর্জুন তাহা হরষিত মনে॥
হেনকালে বাসুদেব দিলেন দর্শন।
দেখি ভীষ্ম জানিলেক সকল কারণ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলিছেন শান্তনু-কুমার।
কি হেতু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে আমার॥

অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর জগতের পতি।
আপনি হইলে তুমি পাণ্ডব সারথি ॥
আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাণ্ডবে।
তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে ॥
সান্ত্বনা করিয়া ভীষ্মে দৈবকী-নন্দন।
অস্ত্র ল'য়ে দুইজন করেন গমন ॥
পাণ্ডবগণের তাহে আনন্দ হইল।
মৃত শরীরেতে যেন প্রাণ সঞ্চারিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

অষ্টম দিনের যুদ্ধ।

দুর্যোধন রাজা শুনি হৈল দুঃখী মন।
প্রভাতে করিল বীর সৈন্যের সাজন ॥
হরষিতে পাণ্ডবের সৈন্যগণ সাজে।
তুরী ভেরী দুন্দুভি নানা বাদ্য বাজে ॥
চতুরঙ্গ দলে সাজি সমরে আসিল।
সৈন্যগণ কোলাহলে আকাশ ব্যাপিল ॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ারে পদাতিক যুঝে ॥
নানা অস্ত্র সৈন্যগণ করে বরিষণ।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে ঘন ॥
পার্থ ধনুর্ধর রথে শ্রীহরি সারথি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ নিলেন ঝটিতি ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন অর্জুন।
বাজিল ভীষ্মের শঙ্খ তা হ'তে দ্বিগুণ ॥
দুই শঙ্খ নিনাদেতে হৈল মহারোল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
অর্জুনে দেখিয়া ভীষ্ম বলেন বচন।
আজিকার রণে পার্থ বুঝিব কেমন ॥
দুর্যোধনের মুকুট ছলে নিলে তুমি।
কৃষ্ণের ছলনা এত না বুঝিনু আমি ॥
কৃষ্ণের মায়ায় বশ এ তিন সংসার।
ব্রহ্মা হর অগোচর কিবা অন্য আর ॥
ছল করি মম স্থানে নিলে পঞ্চ শর।
বুঝিব কি মতে আজি করিবে সমর ॥
প্রতিজ্ঞা আমার আজি শুন ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে ধরাইব অস্ত্র জানিহ নিশ্চয় ॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি যদি নাহি করি।
শান্তনু-নন্দন বৃথা ভীষ্ম নাম ধরি ॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি যত দেবগণ।
কৌতুক দেখিতে তবে আসিল তখন ॥
প্রথমে প্রতিজ্ঞা এই করিলেন হরি।
ভারত সমরে নাহি অস্ত্র করে ধরি ॥
প্রতিজ্ঞা করিল এবে গঙ্গার নন্দন।
দেখিব কাহার পণ করিবে রক্ষণ ॥
অনন্তর ভীষ্মবীর সন্ধান পূরিল।
গগন ছাইল বাণে অন্ধকার হৈল ॥
সন্ধান পূরিয়া পার্থ এড়িলেন বাণ।
অর্ধপথে কাটি ভীষ্ম করে খান খান ॥
পুনঃ বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের নন্দন।
শীঘ্রহস্তে ভীষ্ম তাহা কাটে সেইক্ষণ ॥
দোঁহে দোঁহাপরে অস্ত্র করয়ে প্রহার।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে সংহার ॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে বাধে ঘোরতর রণ।
চমৎকার হ'য়ে তাহা দেখে সর্বজন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ প্রতি মারে মহাশর।
দ্রোণ মারে শত বাণ তাহার উপর ॥
মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য পূরিল সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে মারে দশ গোটা বাণ ॥
হাহাকার করে লোক আসে মহাবাণ।
শরে হানি ধৃষ্টদ্যুম্ন করে খান খান ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু বড় পায় লাজ।
শক্তি ফেলি মারে তার হৃদয়ের মাঝ ॥
মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পূরিল সন্ধান।
দ্রোণের বৃহৎ শক্তি করে দুইখান ॥
মহাক্রোধে দ্রোণগুরু বরিষয়ে শর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুক কাটিল বীরবর ॥
ধনু কাটা গেল দেখি গদা নিল হাতে।
গদা ফেলি মারিলেন দ্রোণাচার্য মাথে ॥

এড়াইল নীচু হৈয়া দ্রোণ মহাবলী।
দুর্যোধন দেখি হয় মহা কুতূহলী॥
তবে দ্রোণ দশ বাণ পূরিল সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন রথধ্বজ করে খান খান॥
বিরথ হইয়া বীর খড়্গ ল'য়ে ধায়।
সারথির মাথা কাটি দিল যমালয়॥
খড়্গের প্রহারে অশ্ব চারি সংহারিল।
চোখ চোখ শর দ্রোণ গুরু প্রহারিল॥
পঞ্চশরে খড়্গ কাটি সংচূর্ণ করিল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র অঙ্গে প্রবেশিল॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যথিত অন্তর।
অভিমন্যু রণে গিয়া উঠিল সত্বর॥
ভীম দুর্যোধন যুদ্ধ কি দিব তুলনা।
চমৎকৃত হ'য়ে চাহি দেখে সর্বজনা॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম ভিতর।
দোঁহার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জর॥
মহাকোপ উপজিল বৃকোদর বীরে।
গদার প্রহার করে রাজার উপরে॥
গদাঘাতে দুর্যোধন হইল ব্যথিত।
আপনার রথে গিয়া উঠিল ত্বরিত॥
ধনুক ধরিয়া বাণ করে বরিষণ।
দেখি নিজ রথে চড়ে পবন-নন্দন॥
নানা অস্ত্র দুইজন করয়ে প্রহার।
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করয়ে সংহার॥
মহাক্রোধে ভীমসেন পূরিল সন্ধান।
দুর্যোধন ধনু কাটি করে খান খান॥
আর ধনু লয় দুর্যোধন বীরবর।
সেই ধনু কাটি পাড়ে বীর বৃকোদর॥
পুনঃপুনঃ দুর্যোধন যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা ভীম মহাশয়॥
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে নিবারিয়ে তাহা বীর বৃকোদর।
নিজ শরে সবাকারে করিল জর্জর॥
কাহার কাটিল ধ্বজ কাহার সারথি।
কার মাথা কাটি পাড়ে ভীম মহামতি॥
ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির।
রথ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর॥
ক্রোধে ভীমসেন বীর বরিষয়ে শর।
সহস্র সহস্র সেনা দিল যমঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
ভক্তিমনে শ্রবণে তরয়ে ভববারি॥

ভীষ্ম কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ।

সেনাভঙ্গ দেখি কৃপাচার্য মহামতি।
ভীমের সম্মুখে বীর আসিল ঝটিতি॥
দিব্য অস্ত্র এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভীমের ধনুক কাটি করে দুইখান॥
কাটা ধনু ফেলি বীর অন্য ধনু লয়।
কৃপাচার্য উপরেতে বাণ বরিষয়॥
বাণে নিবারয়ে তাহা কৃপ দ্বিজবর।
ভীমের উপরে পুনঃ বরিষয়ে শর॥
দোঁহে রণে বিশারদ সমরে প্রচণ্ড।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে খণ্ড খণ্ড॥
সাত্যকি সহিত ভুরিশ্রবা করে রণ।
অভিমন্যু সহ যুঝে সুশর্মা রাজন্॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ সমরে মাতিল।
দোঁহে মহাপরাক্রম রণে প্রকাশিল॥
অশ্বত্থামা সহ যুঝে দ্রুপদ রাজন্।
গগন ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ॥
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে শল্য মহামতি।
দুর্মুখ সহিত যুঝে বিরাট নৃপতি॥
নকুল সহিত দুঃশাসন করে রণ।
কেহ কারে জিনিতে না পারে কদাচন॥
সহদেব সহ যুঝে শকুনি দুর্মতি।
সহদেব কাটিলেন তাহার সারথি॥
ধনুর্গুণ কাটি তার কবচ ভেদিল।
মর্মব্যথা পেয়ে তাহে শকুনি পলাল॥
শকুনির পলায়নে হরষিত মন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ॥

অর্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ ঘোর দরশন।
আকাশমার্গেতে থাকি দেখে দেবগণ॥
দুই বীর অস্ত্র বৃষ্টি করে নিরন্তর।
দোঁহে নিবারণ করে মহাধনুর্ধর॥
ক্রোধে ভীষ্ম শত শর পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন খান খান॥
বাণ ব্যর্থ করি পার্থ এড়িলেন শর।
ভীষ্মের সে ধনুর্গুণ কাটেন সত্বর॥
আর গুণ ধনুকেতে দিল মহাশয়।
সহস্রেক বাণ একেবারে বরিষয়॥
গগন ছাইয়া হৈল বাণের সঞ্চার।
রবিতেজ আচ্ছাদিয়া হইল আঁধার॥
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্ধর।
শরাঘাতে জরজর হৈল কলেবর॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর গঙ্গার নন্দন।
কৃষ্ণের শরীরে বাণ করিল ঘাতন॥
তবে পার্থ ধনুর্ধর মহাকোপ মন।
ভীষ্মের শরীরে বাণ করিল ঘাতন॥
পুনঃ আর দিব্য শর এড়েন ত্বরিতে।
ভীষ্মের হাতের ধনু কাটেন তাহাতে॥
আর ধনু নিল শীঘ্র ভীষ্ম ধনুর্ধর।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ বীরবর॥
ভীষ্ম তারে প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শরবৃষ্টি করে বীর আর ধনু ধরি॥
সারথি শ্রীবাসুদেব পার্থ ধনুর্ধর।
দোঁহারে বিন্ধিয়া ভীষ্ম করেন জর্জর॥
আর লক্ষ শর মারে সৈন্যের উপর।
কোটি কোটি সেনা পড়ি যায় যমঘর॥
কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের সৈন্য মারি করিল অস্থির॥
মনেতে সম্ভ্রম পাইলেন যদুবীর।
ভীষ্মের বাণেতে বিদ্ধ শ্যামল শরীর॥
তবে পার্থ মহাবীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
কাটেন ভীষ্মের বাণ সন্ধান পূরিয়া॥
দেখিয়া হইল রুষ্ট গঙ্গার নন্দন।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
নাহি দিক্ না বিদিক্ সূর্যের প্রকাশ।
শূন্যমার্গ রুদ্ধ করে না চলে বাতাস॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান হৈল অন্ধকার।
নিবারিতে না পারেন কুন্তীর কুমার॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর।
সমরে সামর্থ্য হীন পার্থ ধনুর্ধর॥
অর্জুন দুর্বল আর সৈন্যের নিধন।
নিবৃত্ত না হয় ভীষ্ম মারে শরগণ॥
মহাকোপ উপজিল দৈবকী-নন্দনে।
আজি আমি বিনাশিব যত কুরুগণে॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্বে অস্ত্র না ধরিব।
না ধরিলে আজি রণে পাণ্ডব হারাব॥
এতেক চিন্তিয়া লক্ষ্মীকান্ত মনে মন।
চোখ চোখ বাণ ভীষ্ম মারে ঘনে ঘন॥
অস্থির হইয়া হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ॥
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
কৃষ্ণের চরণ ভরে কাঁপে বসুমতি॥
চমৎকৃত হ'য়ে চাহি দেখে সর্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া রহে রথের উপর॥
আসিছে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
মারুক্ আমারে যেন দেখে সর্বলোকে॥
শীঘ্র এস কৃষ্ণ কর আমারে সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার॥
তোমার বাণেতে যদি সমরে মরিব।
বিমানে চড়িয়া আমি বৈকুণ্ঠে যাইব॥
এতেক বলিয়া বীর মহা ধনুর্ধর।
ধনুঃশর ফেলি করে যোড় দুই কর॥
ভক্তের অধীন তুমি বিরিঞ্চি মোহন।
নমস্তে সুদামা বিপ্র দারিদ্র্য-ভঞ্জন॥
ভক্তের অধীন তুমি জানে চরাচরে।
আমার প্রতিজ্ঞা আজি রাখিলে সমরে॥

ইত্যাদি অনেক স্তব করে ভীষ্ম বীর।
আনন্দে পূর্ণিত মন রোমাঞ্চ শরীর॥
দেখিয়া কৃষ্ণের ক্রোধ ইন্দ্রের নন্দন।
রথ হৈতে নামি ধাইলেন সেইক্ষণ॥
দশ পদ অন্তরেতে ধরে দুটি হাত।
সম্বর সম্বর ক্রোধ ত্রিভুবন নাথ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্বে তোমার অগ্রেতে।
ভীষ্মের বিনাশ আমি করিব যুদ্ধেতে॥
এত বলি ধনঞ্জয় ধরি শরাসন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য বাণ করেন ক্ষেপণ॥
সহস্রেক রথী তাহে গেল যমদ্বার।
সহস্র সহস্র গজ হইল সংহার॥
দেখি ভীষ্ম শক্তি এড়িলেন বজ্রসার।
ইন্দ্রবাণে কাটিলেন ইন্দ্রের কুমার॥
এড়েন মাহেন্দ্র বাণ মহেন্দ্র সমান।
লক্ষ লক্ষ রথী করিলেন খান খান॥
দেখি ভীষ্ম মহাকোপে এড়ে শরগণ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণে করিল নিধন॥
দশ সহস্র রথী মারি শঙ্খ বাজাইল।
সন্ধ্যা জানি যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল॥

নবম দিনের যুদ্ধ।

প্রভাতে উভয় সৈন্য করিয়া সাজন।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে দিল দরশন॥
যে যার লইয়া অস্ত্র যত যোদ্ধাগণ।
সিংহনাদ করি রণে ধায় সর্বজন॥
মহারথীগণ তবে করে অস্ত্রাঘাত।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল নিপাত॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্ধর।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন যেন জলধর॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি দিল যমঘর।
বহিল শোণিত নদী অতি ভয়ঙ্কর॥
ভীমসেন বিনাশিল যত হস্তীগণ।
আড়ারির প্রায় তাহে হইল শোভন॥
ভীষ্ম পার্থ দুই বীর করেন সমর।
চমৎকৃত হয়ে চাহে যতেক অমর॥
মহাকোপে ভীষ্মবীর সন্ধান পূরিল।
সহস্র নৃপতি রণে সংহার করিল॥
পাণ্ডবের বহু সেনা বিনাশিল রণে।
হয় হস্তী পদাতিক পড়ে অগণনে॥
যত যোদ্ধাগণ সবে করে ঘোর রণ।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
তোমর ভূষণ্ডী শেল মুষল মুদ্গর।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর॥
মহারোষে বৃকোদর সমরে প্রবেশে।
গদার প্রহারে সৈন্য মারয়ে বিশেষে॥
দেখিয়া ধাইল রণে রাজা দুর্যোধন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
দেখি বৃকোদর বীর অস্ত্র নিল হাতে।
অনেক মারিল সৈন্য তাহার আঘাতে॥
জর্জর করিয়া বিন্ধে রাজার শরীর।
বাণাঘাতে মর্মব্যথা পায় কুরুবীর॥
ধনুক ছাড়িয়া বীর গদা ল'য়ে ধায়।
মারিল ভীমের সারথিরে একঘায়॥
মহাক্রোধ উপজিল বীর বৃকোদরে।
চোখ চোখ দশ অস্ত্র রাজারে প্রহারে॥
দুই বাণে গদা কাটি করে খান খান।
অঙ্গের কবচ কাটিলেন ধনুর্বাণ॥
নিরস্ত্র বিবস্ত্র হয়ে রাজা দুর্যোধন।
আপনার সৈন্যে পশি রাখিল জীবন॥
দেখি যত যোদ্ধাগণ অতি বেগে ধায়।
ভীমের উপরে নানা অস্ত্র বরিষয়॥
নিবারিল সব অস্ত্র পবন-নন্দন।
নিজ অস্ত্র সবাকারে করেন ঘাতন॥
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হ'য়ে দ্রোণ মহামতি।
ভীমের ধনুক বীর কাটে শীঘ্রগতি॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে গুরু গুণ নাহি দিতে॥
মহাক্রোধ করিলেন বৃকোদর বীর।
গদা ল'য়ে ধায় পুনঃ নির্ভয় শরীর॥

দেখি দ্রোণাচার্য বাণ পূরিল সন্ধান।
গদা কাটিবারে বীর এড়ে দশ বাণ॥
গদা ফিরাইয়া বীর করিল বারণ।
দ্রোণাচার্য রথে গদা করিল ঘাতন॥
সারথি তুরগ রথ সব হৈল চূর।
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে দ্রোণ মহাশূর॥
আর রথে চড়ি গুরু বরিষয়ে শর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর॥
ভীম বায়ুবেগে গদা মস্তকে ফিরায়।
দ্রোণের সারথি বীরে মারে এক ঘায়॥
চোখ চোখ বাণ গুরু পূরিল সন্ধান।
কাটিল ভীমের গদা করি খান খান॥
গদা কাটা গেল ভীম কুপিত হইল।
আঁকড়িয়া রথখান টানিয়া ধরিল॥
লাফ দিয়া দিয়া দ্রোণাচার্য ভূমিতে পড়িল।
ভূমিতে পড়িয়া রথ চূর্ণ হ'য়ে গেল॥
মহাক্রোধে ভীমসেন ধায় অতি বেগে।
মুকুটির ঘায়ে মারে যারে পায় আগে॥
পদাঘাতে বহু রথ করিলেন চূর।
বড় বড় গজ ধরি ফেলে বহুদূর॥
রথে রথ প্রহারয়ে গজে গজ মারে।
চরণে মর্দিয়া যত পদাতি সংহারে॥
এইরূপে মহামার করে বৃকোদর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি দিল যমঘর॥
পুনঃ আর রথে গুরু করে আরোহণ।
ভীমের উপরে বাণ করে বরিষণ॥
দেখি ভীম নিজ রথে চড়িয়া বসিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া নিজ অস্ত্র নিল॥
মুহূর্তেকে নিবারিল আচার্যের শর।
নিজ অস্ত্র প্রহারিল দ্রোণের উপর॥
বাণে বাণ নিবারিল দোঁহে বীরবর।
দোঁহে অস্ত্রবৃষ্টি করে যেন জলধর॥
অভিমন্যু মহাবীর অর্জুন-নন্দন।
কৌরবের সৈন্যগণ করিল নিধন॥
দেখিয়া রুষিল কৃপাচার্য মহামতি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ধায় শীঘ্রগতি॥

গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জুন-নন্দন॥
বাণ ব্যর্থ দেখি কৃপাচার্য মহাশয়।
পুনঃ দিব্য শর নিল সক্রোধ হৃদয়॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু এড়ে পঞ্চ বাণ।
অভিমন্যু বীরের যে কাটে ধনুখান॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষুর নিমেষে।
বাণ বৃষ্টি করে যেন মেঘেতে বরিষে॥
কৃপের সারথি কাটে আর অশ্ব চারি।
ধ্বজ কাটি পাড়িলেন কৃপ বরাবরি॥
আর দুই বাণে তার কবচ ভেদিল।
মূর্ছিত হইয়া কৃপ রথেতে পড়িল॥
দেখি অশ্বত্থামা রণে অগ্রসর হৈল।
অভিমন্যু বীর তারে বাণ প্রহারিল॥
ধনুক কাটিয়া তার দ্বিখণ্ড করিল।
দ্রোণপুত্র মহাবীর লজ্জিত হইল॥
ক্রোধে আর ধনু হাতে নিল মহাবীর।
বাণবৃষ্টি করে বহু রণে হ'য়ে স্থির॥
যত বাণ এড়ে দ্রৌণী কাটে মহাবীর।
পিতৃসম পরাক্রম সমরে সুধীর॥
নিজ শরে পুনঃ তারে করয়ে প্রহার।
বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জুন কুমার॥
দোঁহার উপর দোঁহে নানা বাণ মারে।
দোঁহাকার বাণ দোঁহে নিবারয়ে শরে॥
এইরূপে যুদ্ধ করে যত যোদ্ধাগণ।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে কে করে গণন॥
জাঠি শেল ঝকড়াদি মুষল-মুদ্গর।
বরিষার ধারা যেন বর্ষে নিরন্তর॥
ভয়ঙ্কর রণস্থল দেখি লাগে ভয়।
ডাকিনী যোগিনী প্রেত পিশাচ ক্রীড়য়॥
কবন্ধ উঠিয়া শত শত করে রণ।
কাহার সামর্থ্য আছে করিতে বর্ণন॥
অর্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কি দিব উপমা।
দেবাসুর নরে তাহা দিতে নারে সীমা॥
পূর্বে যথা রণ করে মিলি দেবাসুর।
দোঁহাকার অস্ত্রাঘাতে কাঁপে তিনপুর॥

ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান।
অর্ধপথে ধনঞ্জয় করে দশ খান॥
পুনঃ শত শর এড়ে গঙ্গার কুমার।
বাণে কাটি ধনঞ্জয় করে ছারখার॥
যত বাণ এড়ে ভীষ্ম কাটেন অর্জুন।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু সমরে নিপুণ॥
তবে পার্থ দশ বাণ পূরিয়া সন্ধান।
ধনুর্গুণ ভীষ্মের যে করে খান খান॥
দুই বাণে কাটি তার পাড়ে রথধ্বজ।
দুই বাণে ভেদিলেন অঙ্গের কবচ॥
হাতের ধনুক কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
সহস্রেক মহারথী করেন নিধন॥
দেখি মহাকোপে ভীষ্ম অন্য ধনু লয়।
গগন ছাইয়া বীর বাণ বরিষয়॥
নাহি দেখি দিবাকরে রজনী প্রকাশ।
শূন্যপথ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥
দেখি ইন্দ্র-অস্ত্র নিয়া ইন্দ্রের নন্দন।
নিবারণ করিলেন সব শরগণ॥
কোপে ভীষ্ম দিব্য শর সন্ধান পূরিল।
দশ বাণ অর্জুনের হৃদয়ে হানিল॥
বাণাঘাতে ব্যথা পায় বাসব-তনয়।
ষাটি বাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়॥
আট বাণে চারি অশ্বে বিন্ধিল সত্বর।
রথী দশ সহস্রেরে দিল যমঘর॥
জয় শঙ্খ বাজাইল হৈল সন্ধ্যাকাল।
শিবিরে চলিল রণ ত্যজি মহীপাল॥
কৌরব পাণ্ডবগণ গেল নিকেতন।
নবম দিনের যুদ্ধ হৈল সমাপন॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

ভীষ্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের খেদোক্তি।

রণসজ্জা ত্যাগ করি বৈসে যোদ্ধাগণ।
কৃষ্ণ প্রতি বলিলেন ধর্মের নন্দন॥
নয়দিন হৈল আজি ঘোরতর রণ।
পিতামহ করিলেন প্রতিজ্ঞা পূরণ॥
দেখি কৃষ্ণ দয়াময় হৈল সর্বনাশ।
কি করিব কি হইবে কহ শ্রীনিবাস॥
ভীষ্ম বীর পরাজিতে যত যোদ্ধাগণ।
গজ যেন ভাঙ্গে সব কদলীর বন॥
বায়ুর সাহায্যে যথা অনল উথলে।
পিতামহ পরাক্রম তথা রণস্থলে॥
শমনে বরুণে ইন্দ্রে জিনিবারে পারে।
মহাপরাক্রম ভীষ্ম অতুল সংসারে॥
আপনা কুবুদ্ধি দোষে করিনু এ কর্ম।
প্রবৃত্ত হইনু যুদ্ধে না বুঝিয়া মর্ম॥
অনলে পতঙ্গ পড়ি যেন পুড়ে মরে।
সেইমত মম সৈন্য পড়য়ে সমরে॥
প্রহারে পীড়িত হৈল সব সৈন্যগণ।
যুদ্ধে কার্য নাহি মম পুনঃ যাই বন॥
আজ্ঞা দেহ শ্রীগোবিন্দ শুভ নহে রণ।
তপস্যা করিব গিয়া ভাই পঞ্চজন॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির শুনি হেন বাণী।
সান্ত্বনা করিয়া কহিছেন চক্রপাণি॥
ভ্রাতা সব তব যত দুর্জয় ভুবনে।
আপনি বিষাদ রাজা কর কি কারণে॥
ভীমসেন ধনঞ্জয় অগ্নি সম খর।
মাদ্রীপুত্র দোঁহে বীর যেন পুরন্দর॥
আমিও কুশল চিন্তি কর ধর্ম সার।
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য অসাধ্য তোমার॥
মহাধনুর্ধর পার্থ দুর্জয় সমরে।
প্রতিজ্ঞা করিল সেই ভীষ্মে মারিবারে॥
অবশ্য সমরে ভীষ্ম হবেন নিধন।
সাক্ষাতে দেখিবে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া বিনয়।
যত কিছু বল কৃষ্ণ ওহে মহাশয়॥
সকল সম্ভবে তুমি সহায় যাহার।
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য অসাধ্য তাহার॥
প্রতিজ্ঞা করিলে তুমি সভা বিদ্যমানে।
অস্ত্র না ধরিব আমি এই মহারণে॥

ইহাতে না দেখি আমি সমরেতে জয়।
আর কে মারিতে পারে ভীষ্ম মহাশয়॥
শ্রীহরি বলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাসত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় কুরুবীর॥
কভু মিথ্যা না কহেন ভীষ্ম মহামতি।
তাঁহার নিকটে রাজা চল শীঘ্রগতি॥
ইচ্ছামৃত্যু সেই ভীষ্ম খ্যাত ত্রিভুবনে।
মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসিব সে কারণে॥
এই যুক্তি কহিলেন কৃষ্ণ মহামতি।
অঙ্গীকার করিলেন ধর্ম নরপতি॥
কৃষ্ণের সহিত তবে পঞ্চ মহাবীর।
সবে মিলি চলিলেন ভীষ্মের শিবির॥
দ্বারী গিয়া কহে বার্তা ভীষ্ম বরাবর।
শ্রীহরি সহিত দ্বারে ধর্ম নৃপবর॥
শুনি ভীষ্ম ব্যগ্র হ'য়ে চলিল সত্বর।
কৃষ্ণ দরশন করি হরিষ অন্তর॥
আনন্দাশ্রু নয়নেতে রোমাঞ্চ শরীর।
হরি পদ পরশিল কুরু মহাবীর॥
ভীষ্মের চরণ বন্দে ভাই পঞ্চজন।
হাসি ভীষ্ম সবাকারে দেন আলিঙ্গন॥
আশীর্বাদ করিলেন প্রসন্ন হইয়া।
সমর বিজয়ী হও শত্রু বিনাশিয়া॥
এত বলি সবাকারে ল'য়ে মহামতি।
বসাইল দিব্যাসনে অতি শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণপদ ধৌত করি সুবাসিত নীরে।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বীর নানা স্তুতি করে॥
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন ভীষ্ম নরবর।
রজনীতে কি কারণে এলে নৃপবর॥
যে কার্য তোমার থাকে বলহ আমারে।
যদি বা দুষ্কর হয় করিব সত্বরে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া প্রণতি।
মম দুঃখ অবধান কর মহামতি॥
পঞ্চ গ্রাম মাগিলাম সবার সাক্ষাৎ।
এক গ্রাম আমারে না দিল কুরুনাথ॥
কার বাক্য না মানিয়া যুদ্ধে করে পণ।
তোমার সহিত নয়দিন হৈল রণ॥
তোমারে দেখিয়া যোদ্ধা রণে নহে স্থির।
সাক্ষাৎ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর॥
তূণ হ'তে বাণ ল'য়ে সন্ধান করিতে।
তুমি বড় শীঘ্রহস্ত না পারি লক্ষিতে॥
হেনমতে যদি তুমি করহ সমর।
আজ্ঞা দেহ যাই পুনঃ কানন ভিতর॥
সৈন্যক্ষয় হৈল মম তোমার কারণে।
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোন জনে॥
আমা সবা প্রতি যদি তব স্নেহ হয়।
মৃত্যুর উপায় তবে কহ মহাশয়॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন্।
যথা ধর্ম তথা সদা দেব নারায়ণ॥
যাহার সাক্ষাৎ হরি জগতের সার।
তাহার না হয় বিঘ্ন ধর্মের কুমার॥
ধর্ম অনুসারে জয় বেদের বচন।
শত ভীষ্ম হ'লে তারে নারে কদাচন॥
যুধিষ্ঠির শুনি কহিলেন সবিনয়।
দেবতুল্য বাক্য তব লঙ্ঘনীয় নয়॥
আপন যদ্যপি যুদ্ধ কর এইমতে।
তবে জয় আমার না হবে কোনমতে॥
আমারে যদ্যপি তুমি দিতে চাহ জয়।
মৃত্যুর উপায় তব বল মহাশয়॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্যাদা সাগর।
পাণ্ডবে কাতর দেখি দিলেন উত্তর॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মের কুমার।
ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার॥
সশস্ত্র যদ্যপি থাকি সংগ্রাম ভিতরে।
কোন বীর শক্ত নহে জিনিতে আমারে॥
ইন্দ্র সহ সুরাসুর যদি আসে রণে।
আমি যুদ্ধ করিলে না পারে কদাচনে॥
যাবৎ থাকিব আমি সংগ্রাম ভিতর।
করিব কৌরব কার্য শুন নরবর॥
তবে ত তোমার রণে নাহি হবে জয়।
সেকারণে নিজ মৃত্যু কহিব নিশ্চয়॥
আমারে মারিলে তুমি জানিহ নিশ্চয়।
কৌরবের পরাজয় তোমার বিজয়॥

আমার প্রতিজ্ঞা যাহা শুনহ রাজন্।
নীচজনে অস্ত্র নাহি মারিব কখন॥
পুরুষ নির্বলী কিংবা হয় হীনশস্ত্র।
কাতর জনেরে কভু নাহি মারি অস্ত্র॥
সমর ত্যজিয়া যেবা ভয়ে পলাইত।
তাহারে না মারি অস্ত্র আমি কদাচিত॥
স্ত্রীজাতি দেখিলে আমি অস্ত্র পরিহরি।
স্ত্রীর নামে যার নাম তারে নাহি মারি॥
অমঙ্গল দেখিলে না করি আমি রণ।
কহিলাম তোমারে এ বিজয় কারণ॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র খ্যাত চরাচর।
মহাবল পরাক্রমে সমরে তৎপর॥
পূর্বে নারী ছিল সেই পুরুষ যে পাছে।
দৈবের বিপাক শুনিয়াছি হেন আছে॥
অমঙ্গল ধ্বজা সেই হয় নারীজাতি।
তাহারে রাখিও রণে অর্জুন সংহতি॥
শিখণ্ডীকে আগে করি পার্থ ধনুর্ধর।
তীক্ষ্ণবাণে বিন্ধে যেন মম কলেবর॥
অস্ত্র না ধরিব আমি শিখণ্ডীকে দেখি।
আমারে মারিবে পার্থ গৌরব উপেক্ষি॥
আমারে মারিয়া জয় কর দুর্যোধনে।
উদ্যোগ করহ এইমত এইক্ষণে॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির ভীষ্ম মহাবীরে।
বাসুদেব সঙ্গে যান আপন শিবিরে॥
অর্জুন বলেন তবে চাহি নারায়ণে।
কপট সমর নাহি করি যে কখনে॥
গুরু বৃদ্ধ পিতামহ বংশের প্রধান।
কপটে তাঁহার অস্ত্র করিব সন্ধান॥
শৈশবে হইল যবে পিতার মরণ।
কোলে করি পিতামহ করিল পালন॥
ধূলায় ধূসর আমি কোলেতে উঠিয়া।
বাপ বাপ বলি ধরিতাম যে চাপিয়া॥
নিজ বস্ত্র দিয়া মুছে আমার শরীর।
কোলে করি বলিতেন পিতামহ বীর॥
তোর পিতামহ আমি নহি তোর বাপ।
অকারণে কেন মম বাড়াও সন্তাপ॥
হেন পিতামহে আমি সংহারিব রণে।
নিষ্ঠুর আমার সম নাহি ত্রিভুবনে॥
মরুক্ আমার সৈন্য হোক্ পরাজয়।
পিতামহে মারি আমি নাহি লব জয়॥
অর্জুনের বাক্য শুনি দেব গদাধর।
সান্ত্বনা করেন তারে প্রবোধি বিস্তর॥
কৃষ্ণের বচন মানিলেন ধনঞ্জয়।
রজনী প্রভাত হৈল এ হেন সময়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

দশমদিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা।

প্রভাতে উভয় দল করিয়া সাজন।
সিংহনাদ ছাড়ি সবে করয়ে গর্জন॥
যুধিষ্ঠির দুই পাশে মাদ্রীর তনয়।
পৃষ্ঠে অভিমন্যু সঙ্গে শিখণ্ডী নির্ভয়॥
তার পাছে সাত্যকী সহিত চেকিতান।
বামভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রমে প্রধান॥
দক্ষিণ ভাগেতে ভীম সমরে দুর্জয়।
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টকেতু মহাশয়॥
মহা আনন্দেতে সাজে পাণ্ডবের পতি।
সর্ব অগ্রে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি॥
কুরুসৈন্য সাজে সব সমরে দুর্জয়।
সর্ব অগ্রে ভীষ্ম বীর সমরে নির্ভয়॥
তার পাছে পুত্রসহ দ্রোণ মহাবীর।
বামভাগে ভগদত্ত প্রকাণ্ড শরীর॥
দক্ষিণেতে কৃতবর্মা কৃপ বীরবর।
তার পাছে সুদক্ষিণ কম্বোজ-ঈশ্বর॥
জয়সেন মদ্রপতি আর বৃহদ্বল।
শত ভাই দুর্যোধন ভূপতি-মণ্ডল॥
পরস্পর দুই দলে হৈল মহারণ।
সুরাসুর যুদ্ধ যেন ঘোর দরশন॥
তবে ভীষ্ম বলিলেন চাহিয়া সারথি।
অর্জুন সম্মুখে রথ লহ মহামতি॥

শুনিয়া সারথি বলে শুন কুরুবর।
আজি অমঙ্গল বহু দেখি নিরন্তর॥
মহানন্দে ডাকে কাক ভয়ঙ্কর বাণী।
মহাবায়ু বহে বিনা মেঘে বর্ষে পানি॥
গৃধিনী উড়িছে সব ধ্বজার উপর।
ঘোরনাদে শিবাগণ ডাকে নিরন্তর॥
অমঙ্গল দেখি আজ ভয় হয় মনে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবে আপনে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অজ্ঞান অবোধ তেঁই জিজ্ঞাস কারণ॥
পার্থের সারথি হের নিজে নারায়ণ।
অমঙ্গল কি করিবে তাঁহা দরশন॥
অশেষ পাপের পাপী যাঁর নামে তরে।
বিমানেতে চড়ি যায় বৈকুণ্ঠ-নগরে॥
নবঘনশ্যামরূপ সাক্ষাতে দেখিব।
এই সব অমঙ্গলে কেন বা ডরাব॥
এতেক বলিয়া বীর রথ চালাইল।
সিংহনাদে শঙ্খনাদে মেদিনী কাঁপিল॥
মহাক্রোধে ধনুঃশর লইলেক হাতে।
বিনয় করিয়া বীর কহে জগন্নাথে॥
সাবধানে ওহে দেব ধর অশ্বডুরি।
অর্জুনেরে রক্ষা আজি করহ মুরারি॥
এতেক বলিয়া বীর সন্ধান পূরিল।
সহস্রেক বাণ একেবারে প্রহারিল॥
শ্রীহরি উপরে বীর মারে দশ বাণ।
আর বিশ বাণ মারে চাহি হনুমান॥
আর চারি গোটা বাণ ধনুকে যুড়িল।
চারি অশ্ব বিন্ধি তাহে জর্জর করিল॥
আর একাদশ বাণ সৈন্যপরে মারে।
হয় গজ রথ পত্তি অনেক সংহারে॥
পার্থ এড়িলেন অস্ত্র সন্ধান পূরিয়া।
ভীষ্মের যতেক অস্ত্র ফেলেন কাটিয়া॥
সন্ধান করেন দুই বীর হেনমতে।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি পাড়িল ভূমিতে॥
অর্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কে করে খণ্ডন।
রুধিলেন শূন্যপথ এড়ি অস্ত্রগণ॥
জল স্থল ভারতের পূরিল আকাশ।
অস্ত্রেতে আচ্ছন্ন রবি না হয় প্রকাশ॥
দুই দলে রথ বাহে বিচিত্র সারথি।
শত শত বিমানেতে যেন সুরপতি॥
নানাবর্ণ ধ্বজ সব উড়িছে গগনে।
লাগিছে কর্ণেতে তালি অশ্বের গর্জনে॥
সিংহনাদ করি ধায় যত যোদ্ধাগণ।
সমানে সমানে যুদ্ধ তুল্য প্রহরণ॥
মহারথিগণ অশ্ব ক্ষেপণ করিল।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় গগন ঢাকিল॥
হস্তীগণে টোয়াইয়া দিলেন মাহুত।
ধাইল পর্বত লক্ষ যেমন অদ্ভুত॥
ঈষা সম গজদন্ত মহাভয়ঙ্কর।
শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি যুঝে নিরন্তর॥
দুই দলে যুদ্ধ করে হইয়া বিহ্বল।
বিপরীত শব্দে উঠে মহা কোলাহল॥
ভীমসেন মারিলেন বহু যোদ্ধাগণ।
বদনে রুধির ছাড়ি ত্যজিল জীবন॥
দেখিয়া ধাইল রণে দুঃশাসন বীর।
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে ভীমের শরীর॥
দেখি মহাক্রোধভরে পবন-নন্দন।
ধনু এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল তখন॥
মহাবেগে মারে গদা রথের উপরে।
রথ অশ্ব সারথিরে দিল যমঘরে॥
মর্মব্যথা পাইলেক দুঃশাসন বীর।
অজ্ঞান হইল অঙ্গ বহিল রুধির॥
আর বহু রথিগণে সংহারিয়া রণে।
নিজ রথে চড়ে বীর আনন্দিত মনে॥
দেখি দ্রোণাচার্য বাণ পূরিল সন্ধান।
ভীম অঙ্গে প্রহারিল একশত বাণ॥
ব্যথিত হইল রণে ভীম বীরবর।
অশ্বসহ সারথিরে দিল যমঘর॥
তাহা দেখি আগু হৈল অর্জুন-নন্দন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
পার্থদত্ত পঞ্চবাণ এড়ে মহাবীর।
দ্রোণের কবচ কাটি ভেদিল শরীর॥

দুই বাণে চারি অশ্ব দিল যমঘর।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিপর॥
করিল বিরথ দ্রোণে অর্জুন-নন্দন।
চমৎকৃত হ'য়ে চাহে যত কুরুগণ॥
তবে দ্রোণ অন্য রথে চড়ি সেইক্ষণ।
অভিমন্যু সহ গুরু আরম্ভিল রণ॥
মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ হৈল দুইজনে।
কারো পরাজয় নাহি হয় সেই রণে॥
পাঞ্চাল বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল।
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রবল॥
কৌরবের সেনাগণে করিল সংহার।
হইল কৌরব দলে মহা হাহাকার॥
দেখি দুর্যোধন রাজা হইল বিমন।
রাজগণে আদেশিল করিবারে রণ॥
ভূরিশ্রবা কৃতবর্মা শল্য জয়দ্রথ।
দুর্মুখ দুঃসহ আর রাজা ভগদত্ত॥
সাহস করিয়া সবে সমরে প্রবেশে।
শত শত সেনা মারি দিল যম পাশে॥
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রচণ্ড।
যত রাজগণে বিন্ধি করে খণ্ড খণ্ড॥
কাহার সারথি কাটে কার কাটে রথ।
ভঙ্গ দিল রাজগণে নাহি চাহে পথ॥
মহাপরাক্রম করে পাণ্ডবের দল।
দেখি দুর্যোধন রাজা হইল বিকল॥
রাখিতে না পারে সৈন্য করিয়া শকতি।
ব্যগ্র হ'য়ে ভঙ্গ দিল রণে কুরুপতি॥
সিংহনাদ ছাড়ে যত পাণ্ডুসৈন্যগণ।
কৌরবের সৈন্যগণ করয়ে নিধন॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
তাহা দেখি বলে ভীষ্ম কুরু-মহাবীর॥
রাজারে আশ্বাসি বীর কহে বহুতর।
স্থির হও দুর্যোধন না হও কাতর॥
যুদ্ধেতে নিয়ম নাহি জয় পরাজয়।
সম্মুখ সংগ্রাম ইথে না করিহ ভয়॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম মহাক্রুদ্ধ মন।
অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
সহস্রেক বাণ বিন্ধে বীর ধনঞ্জয়ে।
দশ বাণ বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়ে॥
সহস্রেক বাণ মারে ধ্বজের উপরে।
চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে॥
আর লক্ষ বাণ বীর সৈন্যেরে প্রহারে।
পাণ্ডবের সেনা সব সমরে সংহারে॥
কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের যোদ্ধাগণে করিল অস্থির॥
কাহার সারথি কাটে কার কাটে হয়।
মাথা কাটি কাহারে বা দিল যমালয়॥
কখন সন্ধান করে কারে এড়ে বাণ।
কুমারের চক্রে যেন হয় ঘূর্ণমান॥
অদ্ভুত দেখিয়া সব যোদ্ধা ভঙ্গ দিল।
পাণ্ডব সৈন্যেতে মহা বিপত্তি পড়িল॥
তাহা দেখি রুষিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
গগন ছাইয়া বাণ করেন বর্ষণ॥
নাহি দিক্ বিদিক্ না হয় সুপ্রকাশ।
দশদিক্ রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস॥
কোটি কোটি সেনা বীর হানিলেন বাণে।
মারিলেন বীর লক্ষ লক্ষ হস্তীগণে॥
ইন্দ্রদত্ত পঞ্চবাণ করিয়া ক্ষেপণ।
ভীষ্ম-বক্ষোপরে করিলেন নিপাতন॥
ব্যথিত হইল গঙ্গাপুত্র বীরবর।
অশ্বসহ সারথিরে দিল যমঘর॥
কামানল সম বীর পার্থ ধনুর্ধর।
কৌরবের সেনাগণে নাশেন সত্বর॥
শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন পাকা তাল পড়ে।
সেইমত কুরুসৈন্য পড়ে ঝোড়ে ঝাড়ে॥
অর্জুন বিক্রম নাহি সহে কুরুগণ।
বড় বড় যোদ্ধা পলাইল ত্যজি রণ॥
অশ্বত্থামা দ্রোণ কৃপ যুঝে প্রাণপণে।
পাণ্ডবগণেরে নারে নিবারিতে রণে॥
যুগান্ত সময়ে যেন রবির উদয়।
তেমনি ছাড়েন পার্থ বাণ তেজোময়॥
যত অস্ত্র দিল ইন্দ্র আদি দেবগণ।
সেই সব অস্ত্র পার্থ করেন ক্ষেপণ॥

ভীষ্মের শরীরে বিন্ধি করেন জর্জর।
কোটি কোটি সৈন্যগণে দিল যমঘর॥
ব্যাঘ্র দেখি মৃগগণ পলায় যেমন।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ পরিহরি রণ॥
অর্জুনের শরজালে ভাঙ্গে সব সৈন্য।
জ্বলন্ত অনলে যেন দহিল অরণ্য॥
গরুড়ে দেখিয়া যেন ধায় নাগগণ।
অর্জুনের ভয়ে সৈন্য পলায় তেমন॥
অশ্বত্থামা প্রতি বলে দ্রোণ মহাশয়।
যুদ্ধেতে আমার আজ চিত্ত স্থির নয়॥
পক্ষী সম ঘন ডাকে অতি অলক্ষণ।
ধনুক হইতে পড়ে উখরিয়া গুণ॥
সন্ধান পূরিতে হাতে হাতে পড়ে শর।
প্রভাবন্ত নাহি দেখি দেব দিবাকর॥
দুর্যোধন বাহিনীতে গৃধ্র কঙ্ক বুলে।
শিবাগণ ঘোরনাদ করে কুতূহলে॥
গগনমণ্ডল হৈতে উল্কা পড়ে খসি।
স্থানে স্থানে ভস্মবৃষ্টি হয় রাশি রাশি॥
সকল পৃথিবী কাঁপে অতি ভয়ঙ্কর।
রাহুগ্রহ অকারণে গ্রাসে দিবাকর॥
ভীষ্মবধে অর্জুনের যে প্রতিজ্ঞা ছিল।
তাহার সময় বুঝি বিধি নিয়োজিল॥
সেকারণে উৎপাত এত ঘনে ঘন।
এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন॥
বুঝিলাম আজি যুদ্ধ হৈল বিপরীত।
সমরে ভীষ্মের যথাশক্তি কর হিত॥
হেনকালে কৃপ শল্য ভগদত্ত বীর।
কৃতকর্মা জয়দ্রথ নির্ভয় শরীর॥
বিন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন অনুগত।
দুর্মুখ দুঃসহ আর মহারথী যত॥
সমরে ধাইয়া সবে পাণ্ডবে বেড়িল।
শিবাগণ যেইমত কেশরী ঘেরিল॥
বাছিয়া বাছিয়া সবে নানা অস্ত্র মারে।
হয় হস্তী আসোয়ার সঘনে সংহারে॥
দেখিয়া রুষিল তবে বীর বৃকোদর।
গগন ছাইয়া শীঘ্র বরিষয়ে শর॥

সবাকার অস্ত্র নিবারিয়া বৃকোদর।
প্রত্যেকের দেহে বিন্ধে চোখ চোখ শর॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর এড়ে অস্ত্র সব।
কৃপের ধনুক কাটি করে পরাভব॥
আর সব মহাবীর অজ্ঞান হইল।
একেশ্বর ভীমসেন সবে সংহারিল॥
ক্ষণেক চেতন পেয়ে দশ বীরবর।
চারিদিকে বেড়ি মারে ভীমে একেশ্বর॥
তাহা দেখি ভীমসেনে ক্রোধ উপজিল।
ধনু এড়ি গদা ল'য়ে সমরে ধাইল॥
গদার বাড়িতে সব রথ করে চূর।
ভঙ্গ দিয়া দশ বীর পলাইল দূর॥
মহাক্রোধে বৃকোদর সৈন্যেরে সংহারে।
যারে পায় তারে মারে কিছু না বিচারে॥
পাণ্ডব-বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর॥
ভীমের সহিত পার্থ প্রবর্তিয়া রণ।
অতুল বিক্রমে সৈন্য করয়ে নিধন॥
যত অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম কাটি ধনঞ্জয়।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধিলেন তাঁহার হৃদয়॥
অস্ত্রের ঘাতন আর সৈন্যভঙ্গ দেখি।
মহাক্রোধে অর্জুনেরে বলে ভীষ্ম ডাকি॥
মহাপরাক্রম আজি করিলে সমরে।
মম সহ যুদ্ধ করি মারিলে সৈন্যেরে॥
এখন আমার বীর্য দেখহ অর্জুন।
আপনা রাখিতে পার তবে জানি গুণ॥
এত বলি এড়ে বীর সহস্রেক শর।
অর্ধপথে ধনঞ্জয় কাটেন সত্বর॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা অস্ত্র মারে।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে সমরে সংহারে॥
কারো পরাজয় নহে সমান বিক্রম।
অর্জুন ভীষ্মের ধনু কাটেন বিষম॥
চক্ষু পালটিতে ভীষ্ম আর ধনু নিল।
গগন আবরি শর বর্ষণ করিল॥
সহস্রেক বাণ মারে অর্জুন উপর।
আশী শরে বিন্ধিলেক কৃষ্ণ কলেবর॥

যাটি শর মারি বীর ধ্বজের উপর।
চারি বাণে চারি অশ্ব করিল জর্জ্জর॥
আর লক্ষ শর মারে সেনার উপর।
কোটি যোদ্ধাগণে মারি দিল যমঘর॥
হেনরূপে বাণবৃষ্টি করে নিরন্তর।
নিঃশ্বাস লইতে মাত্র নাহি অবসর॥
প্রাণপণে পার্থ এড়ে মহা অস্ত্রগণ।
বাণ কাটি সৈন্য বধে গঙ্গার নন্দন॥
জল স্থল শূন্যমার্গ ব্যাপিল আকাশ।
অস্ত্রে অন্ধকার হৈল না চলে বাতাস॥
ভীষ্মের বিক্রম যেন কালান্তক যম।
বজ্রের সদৃশ অস্ত্র মারিল বিষম॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব শরে আবরিল।
দেখি যত যোদ্ধাগণ রণে ভঙ্গ দিল॥
কাহার কাটয়ে রথ কার ধনুর্গুণ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে তূণ॥
মধ্যদেশ কাহারও ফেলাইল কাটি।
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটি॥
অস্থির পাণ্ডবসৈন্য রণে নাহি রয়।
রাখিতে নারেন সৈন্য ভীম ধনঞ্জয়॥
বাণে বাণে কপিধ্বজ রথ আবরিল।
কুজ্ঝটিতে গিরিবর যেন আচ্ছাদিল॥
অশ্বেরে চালান ক্রোধ করি নারায়ণ।
বাণে পথ রোধে রুদ্ধ অশ্বের গমন॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনে বলেন নারায়ণ।
সাবধানে যুঝ নাহি চলে অশ্বগণ॥
মহাক্রোধে যত অস্ত্র মারেন অর্জ্জুন।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা গঙ্গার নন্দন॥
নিরন্তর বধে সৈন্য নাহি তার লেখা।
রণমধ্যে পড়ে অস্ত্র যেমন উলকা॥
দেখি সবিস্ময় হৈল অর্জ্জুনের মন।
ইন্দ্রতুল্য দিব্য অস্ত্র করে ক্ষেপণ॥
গঙ্গার নন্দন তাহা কাটেন ত্বরিতে।
দেখিয়া বিস্ময় পার্থ মানিলেন চিতে॥
অর্জ্জুন অস্থির রণে শ্রীহরি সারথি।
বিচার করেন মনে মনে যদুপতি॥
ত্রিভুবন মধ্যে হেন কেহ নাহি বীর।
ভীষ্মের সংগ্রামে কোন বীর রয় স্থির॥
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হ'লে মরে।
হেনজনে কোন বীর জিনিবে সমরে॥
নিজ মৃত্যু উপায় যে কহে মহাশয়।
এইকালে শিখণ্ডীকে আনাইতে হয়॥
এই ভাবি শিখণ্ডীকে ডাকেন সত্বর।
হেনকালে বহে বায়ু গন্ধে মনোহর॥
আকাশে অমরগণ আসিল সকল।
গগনে দুন্দুভি বাজে মহাকোলাহল॥
শুনি ভীষ্ম মহাবীর চিন্তে মনে মন।
হেনকালে ডাকি বলে যত দেবগণ॥
ঋষিগণ মুনিগণ বলে সুরলোকে।
সপ্ত বসুসহ সবে আসিল কৌতুকে॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত ভীষ্ম পরিহর রণ।
আকাশে থাকিয়া ডাকি কহে সর্বজন॥
ঋষিগণে মুনিগণে গগন ভরিল।
করিয়া কুসুমবৃষ্টি ভীষ্মে আবরিল॥
এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল।
শান্তনু-তনয় তাহা সকল শুনিল॥
ভাই সব বলে আর বলে মুনিগণে।
দেবতার প্রিয়কর্ম চিন্তিলেন মনে॥
এতেক চিন্তিয়া বীর ক্রোধ সংবরিল।
অর্জ্জুন সম্মুখে তবে শিখণ্ডী আসিল॥
অর্জ্জুনের প্রতি হরি বলেন বচন।
শিখণ্ডীকে আগে রাখি মার অস্ত্রগণ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন দৈবকী-তনয়।
এমন কপট যুদ্ধ উচিত না হয়॥
শ্রীহরি বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
ভীষ্মে মারি পরাজয় কর কুরুবর॥
এত শুনি শিখণ্ডীকে বসাইল রথে।
দেখি অস্ত্র ত্যাগ কৈল কৌরবের নাথে॥
অস্ত্র ত্যাগ করি ভীষ্ম হেঁটমুণ্ড হ'য়ে।
কহিতে লাগিল বীর কৃষ্ণেরে চাহিয়ে॥
ওহে প্রভু নারায়ণ যাদব-ঈশ্বর।
আমারে মারিবে করি কপট সমর॥

এতেক বলিয়া বীর নানা স্তুতি করে।
পুলকে সহস্র নাম বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
শিখণ্ডী ভীষ্মেরে বলে করি অহঙ্কার।
ক্ষত্রিয় অন্তক তুমি বিদিত সংসার ॥
পরশুরামের সহ শুনিয়াছি রণ।
দেবের প্রতাপ তব কহে সর্বজন ॥
তোমার প্রতাপ সব জগতে বিদিত।
সেকারণে তোমা সহ যুঝিব নিশ্চিত ॥
পাণ্ডব সাহায্য হেতু করি মহারণ।
মারিব তোমারে সবে করুক্ দর্শন ॥
সত্য বলিলাম আমি নাহি নড়ে বোল।
আমার সমরে তব মৃত্যু দিল কোল ॥
শিখণ্ডীকে কহে ভীষ্ম মনের কৌতুকী।
যদি মৃত্যু হয় তবু তোমারে উপেক্ষি ॥
স্ত্রীজাতি শিখণ্ডী তোরে বিধাতা সৃজিল।
দৈবের বিপাকে তোরে পাণ্ডব পাইল ॥
শরীর কাটিয়া যদি পড়ে ভূমিতলে।
তোরে দেখি অস্ত্র নাহি ধরি কোনকালে ॥
শুনিয়া শিখণ্ডী ক্রোধে নিল ধনুর্বাণ।
ভীষ্মের উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান ॥
শত শত বাণ মারে বাছিয়া বাছিয়া।
অর্জুন শিখান তারে বহু বুঝাইয়া ॥
শিখণ্ডী এড়য়ে বাণ হইয়া নির্ভয়।
সহস্রেক বাণে বিন্ধে ভীষ্মের হৃদয় ॥
নাহিক সম্ভ্রম তার না জানে বেদন।
মৃগীর প্রহারে যেন মৃগেন্দ্রের মন ॥
হাসিয়া অর্জুন হাতে লইলেন ধনু।
পঞ্চবিংশ বাণে তাঁর বিন্ধিলেক তনু ॥
শত লক্ষ বাণ মারিলেন একেবারে।
ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে ॥
অর্জুনের বাণ সব অগ্নিসম ছুটে।
ভীষ্মের শরীরে যেন বজ্রসম ফুটে ॥
গঙ্গার নন্দন বিচারেন মনে মন।
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন ॥
শিখণ্ডী পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্ধর।
আমারে মারিছে বীর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর ॥
এত চিন্তি হরিপদ হৃদে ধ্যান করি।
মুখেতে কহেন উচ্চে শ্রীহরি শ্রীহরি ॥
বাণাঘাতে দেহ কাঁপে অতি ঘন ঘন।
শিশির কালেতে যেন কাঁপয়ে গোধন ॥
ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে।
রোমে রোমে বিন্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে ॥
সর্বাঙ্গ ভেদিল অস্ত্রে নাহি স্থান আর।
সর্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার ॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র নিলেন তখন।
পিতামহ বক্ষঃস্থলে করেন ঘাতন ॥
বাণাঘাতে মহাবীর হ'য়ে হীনবল।
রথের উপর হৈতে পড়ে ভূমিতল ॥
শিয়র করিয়া পূর্বে পড়িল সে বীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর।
হেনমতে শরশয্যা নিল বীরবর ॥
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে আসে দেখিবার ॥
দুর্যোধন মহারাজ শোকাকুল হৈয়া।
রথ ত্যজি মহাবীর আসিল ধাইয়া ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বথামা আদি বীরগণ।
রণ ত্যজি ধায় সবে শোকাকুল মন ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা দুর্যোধন।
উঠ পিতামহ পার্থসহ কর রণ ॥
স্বয়ম্বরে জিনি ভ্রাতৃগণে বিভা দিলে।
পরশুরামেরে তুমি রণে পরাজিলে ॥
বাহুবলে ক্ষত্রগণে কৈলে পরাজয়।
তোমার নামেতে সুরাসুরে কম্প হয় ॥
আমার আছিল বড় সাধ মনে মন।
পাণ্ডবে জিনিয়া সব পাব রাজ্য ধন ॥
তাহে বিপরীত হেন বিধাতা করিল।
সুমেরু পর্বত যেন শৃগালে লঙ্ঘিল ॥
তোমার পৌরুষ যত ত্রিভুবনে ঘোষে।
সমরে পড়িলে তুমি মম কর্মদোষে ॥
বিলাপ করয়ে হেনমতে কুরুরাজ।
শোকাকুলে কান্দে যত কৌরব সমাজ ॥

ভীষ্মদেবের নিকট পাণ্ডবদিগের গমন।

রথ হ'তে নামি তবে ধর্মের নন্দন।
ভীষ্মে দেখিবারে যন সহ জনার্দন॥
ভীম ধনঞ্জয় আর মাদ্রীর তনয়।
সাত্যকি দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ মৎস্য অধিপতি।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রাজার সংহতি॥
শরের শয্যায় যথা আছে ভীষ্ম বীর।
প্রণাম করিয়া কহিছেন যুধিষ্ঠির॥
ওহে পিতামহ তুমি বলে বীরবর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্যাদা সাগর॥
ভৃগুরাম অভিশাপ দিলেন তোমারে।
দুর্যোধন হেতু তাহা ফলিল সমরে॥
শিশুকালে পিতৃহীন হৈনু পঞ্চজনে।
পিতৃশোক না জানিনু তোমার কারণে॥
আজি পুনঃ বিধি তাহে হইলেন বাম।
এতদিনে আমরা অনাথ হইলাম॥
ধিক্ ক্ষত্রধর্ম মায়া মোহ নাহি ধরে।
হেন পিতামহ দেবে নাশিনু সমরে॥
ওহে মহাশয় এই উপস্থিত কালে।
নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলিল।
সাধু সাধু বলি ধর্মপুত্রে প্রশংসিল॥
মধুর কোমল শর অধিক গভীর।
কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির॥
এই যে দক্ষিণায়ন আছে যতদিন।
ততদিন শরীর না হবে প্রভাহীন॥
বল পরাক্রম যত সব পরিহরি।
শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণমাত্র ধরি॥
রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন।
জানিহ তখন আমি ত্যজিব জীবন॥
রবির উত্তরায়ণ না হয় যাবৎ।
শরের শয্যাতে আমি থাকিব তাবৎ॥
এতেক বলিতে তথা হৈল দৈববাণী।
সাধু সাধু গঙ্গাপুত্র কুরুকুলমণি॥
সর্ব ধর্ম জান তুমি সর্ব শাস্ত্র জ্ঞাত।
তোমার মহিমা গুণ জগতে বিখ্যাত॥
দৈববাণী শুনি বীর হরষিত মন।
রাজা দুর্যোধনে চাহি বলেন তখন॥
শয্যায় আছয়ে মম সকল শরীর।
মাথা লুটি পড়িয়াছে দেখ কুরুবীর॥
কোন্ বীর আছ হেথা ক্ষত্রিয় প্রধান।
মাথা যেন না লুটায় দেহ উপাধান॥
শুনি দুর্যোধন রাজা ধাইল আপনে।
দিব্য উপাধান আনি দিল সেইক্ষণে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শয্যা মম শর।
হেন উপাধান কোন্ হেতু নৃপবর॥
ক্ষত্র হ'য়ে আপনি না বুঝহ সময়।
এত বলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয়॥
তবে ত অর্জুন বীর ল'য়ে ধনুঃশর।
তিন বাণ মারি মাথা করেন সোসর॥
মস্তক ভেদিয়া বাণ মৃত্তিকা ভেদিল।
হেনমতে ভীষ্ম শর-শয্যাতে রহিল॥
আনন্দিত হ'য়ে মনে ভীষ্ম মহাবীর।
দুর্যোধনে ডাকি কহে হইয়া অস্থির॥
শুন দুর্যোধন রাজা আমার বচন।
জল আনি দেহ মোরে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥
শুনি দুর্যোধন রাজা অতি ব্যস্ত হ'য়ে।
সুবাসিত জল আনে ভৃঙ্গারে পূরিয়ে॥
স্বর্ণের ভৃঙ্গার দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
অর্জুনেরে নিরখিল নির্ভয় শরীর॥
তবে ত অর্জুন বীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
মারেন পৃথ্বীতে বাণ আকর্ণ পূরিয়া॥
পৃথিবী ভেদিল বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল॥
দুগ্ধধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
দেখি জল পান করে মহা আনন্দেতে॥
জল পান করি ভীষ্ম হয় তৃপ্তমন।
দুর্যোধনে চাহি পুনঃ বলেন বচন॥
ভাই ভাই বিরোধ না কর কদাচিত।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত॥

দ্বন্দ্ব হৈলে বংশনাশ জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম অনুসারে হয় জয় পরাজয়॥
পাণ্ডব সহায় নিজে দেব নারায়ণ।
তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ॥
দুর্যোধন বলে মম প্রতিজ্ঞা না নড়ে।
বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র না দিব পাণ্ডবেরে॥
শুনি ভীষ্ম ক্ষমা দিল আপন অন্তরে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে॥
বস্ত্রগৃহ রণভূমে নির্মাইয়া দিল।
রক্ষা হেতু কত সৈন্য তথায় রাখিল॥
গঙ্গাপুত্র মহাবীর নীরব হইল।
কৌরব পাণ্ডব নিজ শিবিরে চলিল॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব কথন।
সর্বযজ্ঞ ফল লভে শুনে যেইজন॥
পয়ার ত্রিপদী ছন্দে করিয়া রচন।
এতদিনে ভীষ্মপর্ব করি সমাপন॥

ভীষ্মপর্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

দ্রোণপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

দ্রোণকে সেনাপতি পদে বরণ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয়॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারে সেনাগণ।
আপন ইচ্ছায় তেঁই হইল পতন॥
ভীষ্ম যদি পড়ে তবে ভাবে দুর্যোধন।
হা হা ভীষ্ম শব্দ করি করয়ে রোদন॥
রোদন করয়ে মহাশোকে সেনাগণ।
কহিতে লাগিল কর্ণে চাহি দুর্যোধন॥
ভীষ্মের মরণে কর্ণ মনে পাই ত্রাস।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিবে কহিলেন ব্যাস॥
তোমাকে জিজ্ঞাসি সখে করহ বিচার।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার॥
তোমা বিনা যোদ্ধাপতি নাহিক আমার।
কেবল ভরসা আমি করি যে তোমার॥
উপরোধ করি ভীষ্ম না করিল রণ।
তুমি মোরে ধরি দেহ ধর্ম্মের নন্দন॥
যদি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর কুমার।
সত্য কহি শুন বীর সকলি তোমার॥
এতেক শুনিয়া কহে কর্ণ মহাবীর।
দর্প করি কহে কথা নির্ভয় শরীর॥
ওহে মহারাজ চিন্তা না করিহ তুমি।
একাকী পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি॥
এত শুনি দুর্যোধন হরষিত মন।
শীঘ্র উঠি কর্ণ বীরে দিল আলিঙ্গন॥
হেনকালে কহে কৃপাচার্য মহামতি।
সার কথা কহি শুন কুরু মহীপতি॥
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ বিদ্যমান।
পৃথিবীতে বীর নাহি দ্রোণের সমান॥
একা মহারথী দ্রোণ পৃথিবী ভিতরে।
অর্দ্ধরথী বলি কহে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥
অতএব দ্রোণে তুমি কর সেনাপতি।
শুনি তুষ্ট হ'য়ে কহে কুরুর নৃপতি॥
আজি সেনাপতি করি দ্রোণ মহারথী।
এত বলি দুর্যোধন চলে শীঘ্রগতি॥
কৃপাচার্য অশ্বত্থামা কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
শকুনি দুর্ম্মুখ ল'য়ে চলিল সত্বর॥
হরষিত দুর্যোধন সবারে লইয়া।
দ্রোণের নিকটে সব উত্তরিল গিয়া॥
প্রণাম করিয়া কহে রাজা দুর্যোধন।
অবধান কর গুরু মম নিবেদন॥
মহারথী দেখি ভীষ্মে কৈনু সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝিল ভীষ্ম মহারথী॥
ভরসা কেবল আমি তব ভুজাশ্রিত।
শরণ পালন কর হ'য়ে কৃপান্বিত॥
সেনাপতি বিনা যুদ্ধ নাহি হয় জানি।
কৃপা করি সেনাপতি হইবে আপনি॥
যুধিষ্ঠিরে ধরি দেহ এই নিবেদন।
তোমা ভিন্ন তারে ধরে নাহি হেন জন॥
দুর্যোধনে সকাতর দেখি গুরু দ্রোণ।
আশ্বাস করিয়া কহে শুন দুর্যোধন॥

সেনাপতি হব আমি করিব সমর।
কিন্তু এক কথা কহি তোমার গোচর॥
আমি সেনাপতি যদি হইব সমরে।
তবে অস্ত্র না ধরিবে কর্ণ ধনুর্ধরে॥
আমার নিয়ম এই শুন নরবর।
কহিলাম সত্য এই তোমার গোচর॥
যুধিষ্ঠিরে তবে আমি ধরিব নিশ্চয়।
কিন্তু যদি নাহি থাকে বীর ধনঞ্জয়॥
এতেক শুনিয়া তবে বলে দুর্যোধন।
তোমার নিকটে কর্ণ না করিবে রণ॥
দ্রোণ বলে শুন রাজা আমার বচন।
চক্রব্যূহ করি তবে করিব হে রণ॥
দুর্যোধন শুনি হয় অতি হৃষ্টমতি।
অভিষেক করি দ্রোণে করে সেনাপতি॥
জয় জয় শব্দ হৈল কটকে ঘোষণা।
মহাশব্দে নানাবিধ বাজয়ে বাজনা॥
মহানাদে গরজন করে সেনাগণ।
দেখি আনন্দিত বড় হৈল দুর্যোধন॥
দ্রোণপর্ব সুধারস অপূর্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণা।

হেথায় ধর্মের পুত্র সহ ভ্রাতৃগণ।
কৃষ্ণসনে আছে সবে আনন্দিত মন॥
দ্রুপদ বিরাট আর সাত্যকি সংহতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান যুযুৎসু প্রভৃতি॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ দ্রৌপদী-কুমার।
সভায় বসিয়া সবে করেন বিচার॥
হেনকালে দূত গিয়া কহিল সত্বর।
দ্রোণ সেনাপতি হৈল শুন নৃপবর॥
তোমারে ধরিয়া দিতে কৌরব বলিল।
ধরিব বলিয়া দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিল॥
ইহার বিধান শীঘ্র কর নৃপবর।
নিবেদন করি এই তোমার গোচর॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির মহাভয় পেয়ে।
কৃষ্ণ আগে সব কথা নিবেদিল গিয়ে॥
প্রতিজ্ঞা করিল দ্রোণ ধরিতে আমারে।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ কৃষ্ণ মোরে॥
ভুবনে দুর্জয় বীর দ্রোণ মহারথী।
প্রতিজ্ঞা খণ্ডায় তাঁর কেবা হয় কৃতী॥
হৃদয় কম্পিত মম খণ্ডে নাহি ভয়।
কি করি উপায় কহ কৃষ্ণ মহাশয়॥
অশেষ সঙ্কটে পার করিয়াছ তুমি।
কার মনে ছিল দেশে আসিব যে আমি॥
সভায় দ্রৌপদী-লজ্জা কর নিবারণ।
তোমা বিনা পাণ্ডবের গতি কোন্‌জন॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুনহ বচন।
কি শক্তি তোমারে ধরি লইবেক দ্রোণ॥
শত দ্রোণ হ'য়ে যদি আইসে সমরে।
তবু কি তাহার শক্তি ধরিবে তোমারে॥
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা যদি করে রণ।
তথাপি তোমারে নাহি জিনিবে কখন॥
ভীম বলে মহারাজ কি ভয় তোমার।
তোমারে ধরিবে হেন শক্তি আছে কার॥
সহদেব নকুলাদি যত যোদ্ধাগণ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন॥
আমি একা যুদ্ধ করি কৌরবের দলে।
মারিব সমরে আজি দেখহ সকলে॥
কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধর্মের নন্দন।
ভীমে সেনাপতি করি তুমি কর রণ॥
মহাযোদ্ধা ভীমসেন হবে সেনাপতি।
সমরে অজেয় শক্তি অকাতর মতি॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে।
ভীমেরে করেন অভিষেক সেইক্ষণে॥
ভীমে সেনাপতি করে ধর্মের নন্দন।
হরষিত হৈল তবে যত যোদ্ধাগণ॥
ভীম বলে মহারাজ শুনহ বচন।
কালি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রে করিব নিধন॥
এত শুনি হরষিত ধর্মের নন্দন।
গর্জন করয়ে মহানন্দে সেনাগণ॥

সৈন্য কোলাহলে যেন সিন্ধু উথলিল।
অশ্ব গজ গর্জনেতে কর্ণ রুদ্ধ হৈল ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ কৃষ্ণ বাজান আপনে।
পৃথিবীর যত বাদ্য কৈল আচ্ছাদনে ॥
হৃষ্টচিত্তে সর্বজন বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া সৈন্যে বলেন ফাল্গুনি ॥
রাজারে রাখিবে সবে অতি সাবধানে।
কোনমতে কুরু যেন না পায় রাজনে ॥

দুর্যোধন ও ভীষ্মের কথোপকথন।

হেথায় প্রভাত কালে রাজা দুর্যোধন।
দ্রোণ আগে করি রণে আসিল তখন ॥
রথ ছাড়ি গেল সবে ভীষ্মের সদন।
ভীষ্মেরে প্রণাম করে রাজা দুর্যোধন ॥
শরশয্যা শয়নেতে আছে মহাবীর।
দুর্যোধন কহে তাঁরে হ'য়ে অতি ধীর ॥
আজ্ঞা কর পিতামহ প্রসন্ন বদনে।
সমর করিতে যাই পাণ্ডুপুত্র সনে ॥
সেনাপতি সমরেতে করিলাম গুরু।
কি ভয় আশ্রয়ে যার হেন কল্পতরু ॥
শুনি দুর্যোধন-বাক্য কুরুবংশ পতি।
দুর্যোধনে বুঝাইল মধুর ভারতী ॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন দুর্যোধন।
কদাচিত না লঙ্ঘিবে আমার বচন ॥
হইবে মঙ্গল তাহে পৌরুষ অপার।
পৃথ্বী মধ্যে মহাযশঃ হইবে তোমার ॥
তোমা সবাকার হিত চিন্তি অনুক্ষণ।
এ হেতু তোমারে বলি ওহে দুর্যোধন ॥
যুধিষ্ঠির রাজা দেখ ধর্ম অবতার।
তার সহ কর তুমি প্রীতি ব্যবহার ॥
রাজ্যধন কিছু তারে দেহ গিয়া তুমি।
বুঝায়ে সম্মত করি দিব তারে আমি ॥
আমার বচন কভু না কর অন্যথা।
বংশরক্ষা হেতু তোমা কহি হেন কথা ॥
জ্ঞাতিগণে নিরর্থক না কর সংহার।
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বলে মহাবল।
সসাগরা ধরা হের তব করতল ॥
কহ আমি যুধিষ্ঠিরে আনি এইক্ষণ।
মম বাক্য না লঙ্ঘিবে ধর্মের নন্দন ॥
দ্রোণাচার্য বলে তুমি যে আজ্ঞা করিলে।
এমত করিলে থাকে সকলে কুশলে ॥
বেদতুল্য জানি আমি তোমার বচন।
যতেক কহিলে তুমি সবার কারণ ॥
দুর্যোধনে অনুক্ষণ বুঝাই বিস্তর।
নাহি শুনে দুর্যোধন করি অনাদর ॥
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়।
সেই মত দুর্যোধন অজ্ঞানের প্রায় ॥
কি হইবে তস্করে কহিলে ধর্মবাণী।
কভু নাহি হয় সতী অসতী রমণী ॥
এত শুনি দুর্যোধন বলিল বচন।
অনুক্ষণ নিন্দা মোরে কর সর্বজন ॥
অনুক্ষণ দোষ মম বল তোমা সবে।
সবে মাত্র দেখিয়াছ নির্দোষ পাণ্ডবে ॥
অবিরত কটু কথা প্রাণে নাহি সহে।
গুরুজন গঞ্জনাতে সদা তনু দহে ॥
বলে পারি ছলে পারি প্রকার বিশেষে।
নাশিব আপন শত্রু ভয় মোর কিসে ॥
মৃত্যু হ'তে কষ্ট ভাবি পাণ্ডবের বংশ।
মরি যদি রণে তবু রহিবেক যশ ॥
ক্ষোভ না করিয়া ক্ষিতি করিলাম ভোগ।
এখন যে হয় কর্ম দৈবের সংযোগ ॥
পণ করিয়াছে রণ আপনি বিচারি।
কদাপি অন্যথা নাহি করিবারে পারি ॥
এত বলি দুর্যোধন হ'য়ে দুঃখমতি।
কর্ণ দুঃশাসন ল'য়ে চলে শীঘ্রগতি ॥
দেখিয়া গঙ্গার পুত্র হইল দুঃখিত।
দ্রোণেরে চাহিয়া তবে বলিল বিহিত ॥
কালপ্রাপ্ত হইলেক বুঝি দুর্যোধন।
অতএব নাহি শুনে কাহার বচন ॥

নিশ্চয় জানিনু কুরুকুল হৈল অস্ত।
দিন দুই চারি মধ্যে মজিবে সমস্ত॥
এত বলি ভীষ্ম বীর নিঃশব্দে রহিল।
সৈন্য ল'য়ে দুর্যোধন রণস্থলে গেল॥

তুমুল যুদ্ধ।

চক্রব্যূহ করিলেন দ্রোণ মহাশয়।
ভেদিতে বিষম ব্যূহ দৈবে সাধ্য নয়॥
রথে আরোহণ করি আসিলেন বীর।
ভুবন-বিজয়ী দ্রোণ নির্ভয় শরীর॥
যুধিষ্ঠির দেখিলেন আসে দুর্যোধন।
বাহির হইতে আজ্ঞা কৈল নারায়ণ॥
করিয়া মকর ব্যূহ বীর ধনঞ্জয়।
রণে আসিলেন সহ কৃষ্ণ মহাশয়॥
দুই সৈন্য কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
বাদ্য শব্দে আর কিছু নাহি শুনি কাণে।
পৃথিবী কম্পিতা অশ্ব গজের গর্জনে॥
মুহুর্মুহু যোদ্ধাগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
বজ্রের সমান শুনি ধনুক টঙ্কার॥
পদাতি পদাতি আগে হইল সংগ্রাম।
গজে গজে যুদ্ধ করে না করে বিশ্রাম॥
রথী রথী যুদ্ধ হয় বীর জনে জন।
সংগ্রাম হইল ঘোর না যায় কথন॥
দ্রোণ অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয় অবিরাম।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সংগ্রাম॥
ভীম দুর্যোধনে যুদ্ধ অপূর্ব হইল।
দেখি যোদ্ধাগণ সবে আশ্চর্য মানিল॥
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন।
শকুনির সহ করে সহদেব রণ॥
কৃপের সহিত যুঝে পাঞ্চাল রাজন্।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ অশ্বত্থামা করে রণ॥
মদ্রপতি সহ যুঝে চেকিতান বীর।
বিরাটের সহ যুঝে ভূপাল কাশীর॥
এইরূপে জনে জনে বাধিল সমর।
মানিল প্রমাদ দেখি স্বর্গের অমর॥
মহাবাণাঘাতে দেখি বৃক্ষ যেন পড়ে।
পড়িল অনেক সৈন্য রণস্থল যুড়ে॥
রুধিরে সাঁতার নদী বহে পঞ্চ ধারে।
হইল প্রবল যুদ্ধ শেষেতে দ্বাপরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

দ্রোণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ আর বার।
সংক্ষেপে কহিলে কহ করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেইমতে যুদ্ধ করে সব রাজগণ॥
দ্রোণ অর্জ্জুনের যুদ্ধ কি দিব উপমা।
রাম রাবণের যুদ্ধ নাহি হয় সীমা॥
দ্রোণগুরু দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
করপুটে প্রণমেন করিয়া বিনয়॥
অর্জুন বলেন গুরু কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ধরিবারে কহে দুর্যোধন॥
এমত প্রতিজ্ঞা কেন করিলে আপনে।
আমি জীতে ধরিতে না পারিবে রাজনে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য সহাস্য বদন।
অর্জ্জুনের প্রতি তবে বলেন বচন॥
যুধিষ্ঠিরে আমি আজি ধরিব সমরে।
দেখি তুমি রক্ষা কর কেমন প্রকারে॥
দুর্যোধন রাজা হেতু করি মহারণ।
প্রতিজ্ঞা পালন আমি করিব সাধন॥
অর্জ্জুন বলেন কহ শুনি আরবার।
যুধিষ্ঠিরে ধরে হেন শক্তি আছে কার॥
এত শুনি হন গুরু ক্রোধে হুতাশন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
শিষ্যস্নেহ উপরোধ আজি নাহি মনে।
মহাপ্রলয় আজিকে হইবেক রণে॥

এত বলি যুড়ে বাণ অগ্নি অবতার।
হাসিয়া সম্বরে তাহা ইন্দ্রের কুমার॥
দশ বাণ এড়ে গুরু করিয়া সন্ধান।
অর্ধপথে পার্থ তাহা করে খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রোধে অতিশয়।
গগন ছাইল তবে করি অস্ত্রময়॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষেতে নিবারেণ আচার্যের বাণ॥
অর্জুন এড়েন বাণ যেন যমদণ্ড।
দ্রোণের ধনুক কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
আর ধনু ল'য়ে দ্রোণ পূরিল সন্ধান।
অর্জুন উপরে এড়ে হুতাশন বাণ॥
সংগ্রামের স্থলে হৈল সব অগ্নিময়।
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়॥
এড়িয়া বরুণবাণ ইন্দ্রের নন্দন।
নিমিষেতে নিবারেন ঘোর হুতাশন॥
বায়ু অস্ত্রে দ্রোণ পার্থে করিল অস্থির।
আকাশাস্ত্রে নিবারেণ পার্থ মহাবীর॥
তবে অতি ক্রোধাবিষ্ট বীর ধনঞ্জয়।
চারি বাণে কাটিলেন তাঁর চারি হয়॥
চারি বাণে ধ্বজ কাটি করিলেন খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
আর দশ বাণ তাঁর তারা হেন ছুটে।
আচার্যের বুকে অর্জুনের বাণ ফুটে॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য হন অচেতন।
হাহাকার করি ধায় কুরুসৈন্যগণ॥
আর রথ আনি তবে দ্রোণেরে লইল।
সারথি লইয়া রথ শীঘ্র পলাইল॥
দ্রোণে ভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর।
বাণবৃষ্টি করি সৈন্যে করেন অস্থির॥
ভীম দুর্যোধন দোঁহে হইল সমর।
সব যোদ্ধাগণ দেখে থাকিয়া অন্তর॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে দোঁহে গদাধর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে মহাভয়ঙ্কর॥
বায়ুর সমান গদা ফিরায় মস্তকে।
মহাক্রোধে দুইজন প্রহারে দোঁহাকে॥
দোঁহার প্রহারে কারো নাহি লাগে গায়।
কেবল হইল যুদ্ধ গদায় গদায়॥
রাশি রাশি পড়ে খসি তাহাতে অনল।
চমকিয়া চাহে কুরু পাণ্ডবের দল॥
পর্বত পড়িল যেন পর্বত উপর।
দুইজনে দেখা যায় দুই মহীধর॥
জর্জর হইল দোঁহে খাইয়া প্রহার।
নিস্তেজ হইল ধৃতরাষ্ট্রের কুমার॥
যুদ্ধ ত্যজি দুর্যোধন পলাইয়া যায়।
বৃকোদর বীর তার পাছে পাছে ধায়॥
দেখি তবে যত মহা মহা যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
গদা ল'য়ে বৃকোদর বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ চূর্ণ করে সম্মুখে যা পায়॥
তবে দুর্যোধন বীর হইয়া কাতর।
যুঝিবারে দিল দশ সহস্র কুঞ্জর॥
হস্তী ল'য়ে যায় সব মাহুত প্রভৃতি।
ভীমের উপরে আসে অতি শীঘ্রগতি॥
কুঞ্জর দেখিয়া বীর হরিষ অন্তর।
রথ এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর॥
মহাক্রোধে বৃকোদর হৈল ভয়ঙ্কর।
অবিলম্বে মারে দশ সহস্র কুঞ্জর॥
ভীমের নিকটে আর কেহ নাহি রয়।
দেখিয়া সূর্যের পুত্র ক্রোধে আগু হয়॥
নানা অস্ত্র প্রহারয়ে ভীমের উপর।
কর্ণেরে দেখিয়া ধায় বীর বৃকোদর॥
মুষ্ট্যাঘাতে মারিল রথের চারি হয়।
এক চড়ে সারথিরে দিল যমালয়॥
মহাক্রোধে লাথি মারে রথের উপর।
চূর্ণ হয়ে রথ পড়ে সংগ্রাম ভিতর॥
রথচূর্ণ হৈল কর্ণ পড়িল ভূতলে।
পলাইল কর্ণ বীর ত্যজি রণস্থলে॥
কর্ণে ভঙ্গ দেখি যত কুরুমহাবীর।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির॥
শূন্যহাতে বৃকোদর সংগ্রাম ভিতর।
রথ তুলি মারে আর রথের উপর॥

যেইদিকে বৃকোদর ক্রোধদৃষ্টে চায়।
হয় হস্তী রথ পত্তি সকলি পলায়॥
ভারত যুদ্ধের কথা কে বর্ণিতে পারে।
অদ্ভুত দেখিয়া দেবগণ কাঁপে ডরে॥
হেনকালে অস্ত গেল দেব দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

অর্জুনের সহিত দুর্যোধনাদির যুদ্ধ।

পরদিন প্রভাতেতে যত বীরগণ।
সসৈন্যে চলিল সবে করিবারে রণ॥
যোদ্ধাগণ চলিলেন দিব্য দিব্য রথে।
গজ বাজী পদাতিক চলে যূথে যূথে॥
অশ্বে অশ্বে গজে গজে মহাযুদ্ধ করে।
অশ্ব আসোয়ার যুঝে নানা অস্ত্র ধরে॥
হেনকালে ধনঞ্জয় কৃষ্ণ আগে করি।
রণস্থলে আসিলেন হাতে ধনু ধরি॥
গগন ছাইল বীর এড়িলেন বাণ।
কোটি কোটি সেনাগণ ত্যজিলেক প্রাণ॥
ক্রোধেতে অর্জুন যেন দীপ্ত হুতাশন।
প্রাণ ল'য়ে পলাইয়া যায় সেনাগণ॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখি তবে রাজা দুর্যোধন।
ক্রোধমনে রথে চড়ি করিল গমন॥
অর্জুন উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ॥
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করে খান খান।
ছয় বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান॥
দুই বাণে কাটিলেন ধ্বজ মনোহর।
চারি বাণে অশ্বগণ গেল যমঘর॥
দুই বাণ এড়িলেন যেন যমদণ্ড।
সারথির মাথা করিলেন খণ্ড খণ্ড॥
নিরখিয়া দুর্যোধন কুপিত অন্তর।
রথ এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর॥
গদা ফেলি মারিলেন অর্জুনের রথে।
দারুণ প্রহারে রথ লাগিল কাঁপিতে॥
কোপেতে অর্জুন যেন অনল সমান।
দুর্যোধনে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥
বাণাঘাতে দুর্যোধন মহা কম্পমান।
বেগে পলাইয়া যায় লইয়া পরাণ॥
বাণাঘাতে সুব্যথিত হৈল দুর্যোধন।
সারথি যোগায় রথ লয়ে সেইক্ষণ॥
রথে চড়ি পলাইয়া যায় দুর্যোধন।
দেখি ক্রোধে আগুসরে দ্রোণের নন্দন॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা হয় মহারণ।
বিস্ময় হইয়া চাহে যত যোদ্ধাগণ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা এড়ে বাণ।
অর্দ্ধপথে পার্থ তাহা করে খান খান॥
তবে ধনঞ্জয় বীর ক্রোধে হুতাশন।
দ্রৌণির উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা ব্যথিত হইল।
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর রথেতে পড়িল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
রণে ভঙ্গ দিয়া গেল অশ্বত্থামা রথী॥
তবে দুঃশাসন বীর দেখি বৃকোদরে।
হস্তীর উপরে চড়ি আসিল সত্বরে॥
দুঃশাসনে দেখি কোপে বলে ভীম বীর।
গদাঘাতে আজি তোর লোটাব শরীর॥
দ্রৌপদীর মনোরথ করিব যে পূর্ণ।
এই বলি গদা লয়ে ধায় অতি তূর্ণ॥
হস্তীর উপরে গদা করিল ক্ষেপণ।
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ॥
হস্তী যদি পড়িল পলায় দুঃশাসন।
সৈন্যের মধ্যেতে পশি রাখিল জীবন॥
তবে বৃকোদর বীর ক্রোধে হুতাশন।
গদার প্রহারে মারে রথ রথীগণ॥
পুনঃ অশ্বত্থামা বীর ধায় শীঘ্রগতি।
যুদ্ধ করিবারে বাঞ্ছা ভীমের সংহতি॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর চড়ে নিজ রথে।
ভয়ঙ্কর ধনু তুলি নিল নিজ হাতে॥

বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জর॥
কোপে অশ্বত্থামা বীর পরিঘ লইয়া।
মারিলেক বৃকোদরে ক্রোধিত হইয়া॥
অচেতন হৈল ভীম পরিঘের ঘায়।
রথের উপরে বীর পড়ি গেল ঠায়॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে বীর বৃকোদর।
মহাকোপে উঠিলেক কম্পিত অধর॥
গদা ফেলি মারিলেক রথের উপর।
চূর্ণ হৈল রথখানি দেখি লাগে ডর॥
সেইক্ষণে আর রথ যোগায় সারথি।
তাহাতে চড়িল গুরুপুত্র মহামতি॥
ভীমের উপরে বীর এড়ে যত বাণ।
কাটি পাড়ি ভীম তাহা করে খান খান॥
অতি ক্রোধে বৃকোদর জ্বলন্ত অনল।
রথ এড়ি গদা ল'য়ে ধায় মহাবল॥
রথের উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
চূর্ণ হৈল রথখান যায় গড়াগড়ি॥
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা পলাইয়া যায়।
দেখি বৃকোদর বীর পাছে পাছে ধায়॥
হেনকালে কর্ণ বীর হৈল আগুয়ান্।
ভীমের উপরে মারে চোখ চোখ বাণ॥
বাণেতে আচ্ছন্ন বীর করিল ভীমেরে।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবরে॥
বাণাঘাতে বৃকোদর হইল বিবর্ণ।
কর্ণেরে এড়য়ে বাণ পূরিয়া আকর্ণ॥
যত বাণ এড়ে ভীম কর্ণ ফেলে কাটি।
রথ এড়ি ধায় ভীম মহাক্রোধে ফাটি॥
গদা হাতে করি ক্রোধে ধায় মহাশূর।
গদা মারি অশ্ব রথ করিলেক চূর॥
লাফ দিয়া কর্ণ বীর যায় পলাইয়া।
শীঘ্রগতি আর রথে চড়িলেন গিয়া॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
আপনার রথে গিয়া চড়িল সত্বর॥
বাণবৃষ্টি করে বীর সৈন্যের উপর।
বাণেতে সকল সৈন্য করিল জর্জর॥

হেথায় সংগ্রাম করি পার্থ ধনুর্ধর।
কোটি কোটি সৈন্য কাটিলেন নিরন্তর॥
অর্জুনের বাণে স্থির নহে সেনাগণ।
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল রাজা দুর্যোধন॥
দ্রোণেরে ডাকিয়া তবে বলিল বচন।
দেখ গুরু সৈন্য সব হইল নিধন॥
সেনাপতি তোমা করিলাম করি আশ।
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিবে করিলে আশ্বাস॥
আজিকার যুদ্ধে গুরু না দেখি নিস্তার।
ভীম ধনঞ্জয় করে সকল সংহার॥
সেনাপতি করিতাম যদ্যপি কর্ণেরে।
এতদিনে কর্ণ ধরি দিত যুধিষ্ঠিরে॥
মহারথী দেখি তোমা কৈনু সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝহ বুঝি তব মতি॥
তোমার শিক্ষিত অস্ত্র অর্জুন পাইয়ে।
তব অগ্রে মারে সেনা দেখিছ দাণ্ডায়ে॥
এত শুনি ক্রোধে গুরু অরুণলোচন।
ডাকিয়া বলিল তবে শুন দুর্যোধন॥
পূর্বেতে তোমাকে আমি কহিনু আপনে।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি কিবা কাজ রণে॥
সেনাপতি যোগ্য আমি না হই কখন।
আমার এসব কার্যে নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি ডাকিলেন আপন নন্দনে।
ক্রোধ করি যায় দ্রোণ উপেক্ষিয়া রণে॥
তবে দুর্যোধন বীর শকুনি লইয়া।
আগু হ'য়ে গুরুপদে পড়িল আসিয়া॥
শকুনি বলিল গুরু কর অবধান।
প্রীতিভাবে দুর্যোধন করে অভিমান॥
তুমি যদি উপেক্ষিয়া চলিলে ভবনে।
আজ্ঞা কর রাজা দুর্যোধন যাক্ বনে॥
তোমা বিনা যুদ্ধ করে নাহি হেন জন।
তোমার আশ্বাসে সদা থাকে দুর্যোধন॥
এত শুনি গুরু হাসি হ'লেন সদয়।
দুর্যোধন দুঃখ দেখি ব্যথিত হৃদয়॥
দ্রোণ বলে কহিলাম পূর্বেতে তোমারে।
পার্থ না থাকিলে ধরি দিব যুধিষ্ঠিরে॥

অর্জুন সম্মুখে যুঝে নাহি হেন বীর।
তার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির॥
এক যুক্তি ভাবিয়াছি শুন দুর্যোধন।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্মের নন্দন॥
না থাকিবে পার্থ বীর হেনকাল পেয়ে।
তবে ধরি দিতে পারি রাজারে বান্ধিয়ে॥
এতেক কহিতে হৈল সন্ধ্যার সময়।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপন আলয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

— —

দ্রোণের প্রতি দুর্যোধনের খেদোক্তি ও
নারায়ণী সেনার যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরেতে গেল তবে রাজা দুর্যোধন।
অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে বিরস বদন॥
দ্রোণগুরু অগ্রে কহে করিয়া রোদন।
কিরূপে আমার গুরু হইবে তারণ॥
জিনিতে উপায় দেব বল এবে তুমি।
তোমার ভরসা ভিন্ন নাহি জানি আমি॥
দ্রোণ বলে শুন আমি কহি যে বচন।
তবে যুধিষ্ঠিরে ধরি শুন দুর্যোধন॥
নারায়ণী সেনা দেখ যুদ্ধে বড় কৃতী।
তাহার সহায় আছে সুশর্মা নৃপতি॥
অর্জুনের সহ তারা করুক্ সমর।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্মের কোঙর॥
এত শুনি আনন্দিত হইল রাজন্।
সেইক্ষণে ডাকি আনি বলিল বচন॥
ত্রিগর্ত রাজারে আনি বলিল বচন।
আমার বচন শুন সুশর্মা রাজন্॥
নারায়ণী সেনা মধ্যে হও সেনাপতি।
অর্জুনের সহ যুদ্ধ কর মহামতি॥
সসৈন্যে উত্তর দিকে তুমি চ'লে যাহ।
অর্জুনের সনে গিয়া সমর করহ॥

সুশর্মা বলেন শুন আমার বচন।
আজি অর্জুনেরে আমি করিব নিধন॥
নারায়ণী সেনা দেখ যমের সমান।
পৃথিবীর মাঝে যার অব্যর্থ সন্ধান॥
এ সব লইয়া যদি করি গিয়া রণ।
জানিহ পার্থের তবে নিশ্চয় মরণ॥
এতেক বলিয়া গর্জে যত সেনাগণ।
শুনি দুর্যোধন হৈল উল্লাসিত মন॥
নারায়ণী সেনামধ্যে শ্রেষ্ঠ সপ্তরথী।
সুশর্মা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি॥
আনন্দিত মনে সবে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া কুরুক্ষেত্রেতে চলিল॥
অর্জুনের রথে তবে সাজালেন হরি।
আইল পাণ্ডবগণ কৃষ্ণে আগে করি॥
অর্জুনের প্রতি বলে সংশপ্তকগণ।
আজি ধনঞ্জয় তুমি দেহ আসি রণ॥
করিব তোমারে আজি অবশ্য সংহার।
এই করিলাম আজি সত্য অঙ্গীকার॥
এতেক শুনিয়া হাসি ইন্দ্রের নন্দন।
সংশপ্তক সহ যান করিবারে রণ॥
রণেতে প্রচণ্ড বড় সংশপ্তকগণ।
অদ্ভুত করয়ে রণ নহে নিবারণ॥
কর্ণ দুর্যোধন দেখি আনন্দিত মন।
হাসিয়া বলিল তবে রবির নন্দন॥
বুঝিতে না পারি কিছু বিধাতার ইচ্ছা।
করিলাম যে প্রতিজ্ঞা সে হইল মিছা॥
অর্জুনে বধিব আমি আছে অঙ্গীকার।
পড়িয়া সংশপ্ত হাতে হইবে সংহার॥
হরষিত হৈয়া দুর্যোধন ত্বরা করি।
কহিতে লাগিল গিয়া গুরু বরাবরি॥
তোমার ভারতী গুরু মস্তক-ভূষণ।
একান্ত আমার তুমি জানিনু এখন॥
বুঝিনু অন্তরে সংশপ্তকগণের সমর।
সংগ্রামে কেবল তারা যমের দোসর॥
অর্জুন বাহুড়ে রণে না বুঝি এমন।
সংশপ্তক হস্তে তার হইবে নিধন॥

আমার সহায় শত ভাই কর্ণ রথী।
দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামা মাতুল সুমতি॥
বেড়িয়া বধিব ভীমে ভয় তার কিসে।
যুধিষ্ঠিরে গিয়া গুরু ধর অনায়াসে॥
দ্রোণ বলে কর আজি সকলে সংগ্রাম।
আজি ঘুচাইব রণে পাণ্ডবের নাম॥
অদ্ভুত করিব ব্যূহ অদ্ভুত মানুষে।
ব্যূহ করি সবাকারে করিব নিঃশেষে॥
আজি সে ধরিব আমি ধর্ম নৃপবরে।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সবার গোচরে॥
চক্রব্যূহ তবে করে অদ্ভুত মানুষে।
যন্ত্রেতে পূর্ণিত করে অস্ত্র চারি পাশে॥
ব্যূহমুখে জয়দ্রথ রহে সাবধানে।
মহারথী মধ্যে যারে সকলে বাখানে॥
বহু রথ রথী হস্তী অশ্ব সেনাগণ।
চক্রব্যূহ দ্বারদেশে রহে সর্বজন॥
তাহার পশ্চাতে রহে দ্রোণ মহাশয়।
দুই পার্শ্বে অশ্বত্থামা সূর্যের তনয়॥
স্থানে স্থানে রাখে দ্রোণ মহারথীগণ।
ব্যূহমধ্যে ভ্রাতৃসহ রাজা দুর্যোধন॥
পশ্চাতে রহিল কৃপ শল্য ভগদত্ত।
সবে মহাপরাক্রমী রণে মহামত্ত॥
দেবের অজেয় ব্যূহ সৈন্য সমাবেশ।
সাহস না হয় কারো করিতে প্রবেশ॥
দুইদলে মহাযুদ্ধ হয় গালাগালি।
সমর বাধিল সৈন্যে সৈন্যে রণস্থলী॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
নিমিষেতে নিপাতিল যত সৈন্যগণ॥
দ্রোণের বিক্রমে সেনাগণ নহে স্থির।
সম্মুখ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর॥
সংশপ্তক সহ রণে পার্থ মহামতি।
হেথা সেনা বিনাশয়ে দ্রোণ যোদ্ধাপতি॥
একেশ্বর বৃকোদর করি প্রাণপণ।
নিবারণ করে আর যত যোদ্ধাগণ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরিবারে যায় দ্রোণ বীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় শরীর॥

যুধিষ্ঠির উপরেতে করে বাণবৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার হৈল নাহি চলে দৃষ্টি॥
মুহূর্তেক যুধিষ্ঠির করিয়া সমর।
সহিতে না পারি বড় হলেন ফাঁফর॥
দশ বাণ এড়ে দ্রোণ রথের উপর।
দুই বাণে কাটি পাড়ে ধ্বজ মনোহর॥
চারি বাণে কাটি পাড়ে সারথির মুণ্ড।
চারি বাণে চারি অশ্ব করে খণ্ড খণ্ড॥
অচল হইল রথ দেখি দ্রোণ বীর।
ধরিবারে যায় তবে রাজা যুধিষ্ঠির॥
রাজার সঙ্কট দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
আগুলিল দ্রোণে আসি নির্ভয় শরীর॥
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ।
ছাইল গগন বাণে না দেখে তপন॥
মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের কবচ কাটি করে খান খান॥
আর দশ বাণ বীর এড়িল ত্বরিত।
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য হইল মূর্ছিত॥
দেখিয়া কৌরবগণ বিলাপ করিল।
পাণ্ডবের দলে বড় আনন্দ হইল॥
তবে কতক্ষণে দ্রোণ পাইয়া চেতন।
লাজে ভরদ্বাজপুত্র মলিন বদন॥
ক্রোধে এক ধনু ল'য়ে দিলেন টঙ্কার।
শব্দেতে লাগিল তালি কর্ণে সবাকার॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ।
নিবারয়ে বাণে বাণ পাঞ্চাল-নন্দন॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ হন কম্পমান।
একেবারে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্ছিত।
কবচ ভেদিয়া তার বহিছে শোণিত॥
রথেতে পড়িল বীর হইয়া অজ্ঞান।
রথ ল'য়ে সারথি করিল পলায়ন॥
মূর্ছা ত্যজি উঠে বীর দেখে পলায়ন।
নিন্দা করি সারথিরে বলয়ে বচন॥
সম্মুখ সংগ্রামে মোর ফিরাইলি রথ।
দ্রোণ কি বলিষ্ঠ আমি নাহি কি তেমত॥

এইক্ষণে দ্রোণে আমি বিনাশিব রণে।
সত্বর চালাহ রথ দ্রোণ বিদ্যমানে॥
এতেক শুনিয়া রথী ফিরাইল রথ।
দ্রোণ আগে শীঘ্রগতি লইল যে রথ॥
পুনঃ মুখামুখী দোঁহে হইল সমর।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ঢাকিল অম্বর॥
মহা পরাক্রম দ্রোণ নানা অস্ত্র জানে।
ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু কাটে দুই বাণে॥
কাটা যদি গেল ধনু অন্য ধনু লয়।
সেই ধনু কাটি পাড়ে দ্রোণ মহাশয়॥
যত ধনু লয় বীর কাটে পুনঃপুনঃ।
ক্রোধে শেল হাতে নিল দ্রুপদ-নন্দন॥
হাঁকারিয়া শেলপাট এড়ে ভুজবলে।
যত দূর যায় শেল তত দূর জ্বলে॥
শেলপাট দেখি দ্রোণ এড়ে দিব্য বাণ।
পাঁচ বাণে শেলপাট করে খান খান॥
শেল কাটা গেল দেখে দ্রুপদ-কুমার।
চিন্তিয়া ভাবেন মনে সকলি অসার॥
ভূমে লাফ দিয়া পড়ি ল'য়ে অসি ঢাল।
দ্রোণ কাছে গিয়া তবে বলে ভাল ভাল॥
ভাঙরি কাটিয়া বীর উঠে দ্রোণ রথে।
কাটিলেন চারি অশ্ব অতি ক্ষিপ্রহাতে॥
সারথি কাটিয়া দ্রোণে কাটিবারে যায়।
সর্বলোকে সবিস্ময়ে করে হায় হায়॥
অর্ধচন্দ্র বাণ গুরু পূরিয়া সন্ধান।
অসি চর্ম কাটি তার করে খান খান॥
আর দশ বাণ গুরু মারে বায়ুবেগে।
দশ বাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন হৃদয়েতে লাগে॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূৰ্ছিত।
ভূমেতে পড়িল বীর নাহিক সম্বিত॥
বিমুখ দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নে সর্বজন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ এড়ে দিব্য বাণ।
হয় হস্তী রথ রথী করে খান খান॥
এতেক দেখিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাভয়যুক্ত আর কম্পিত শরীর॥

চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
পার্থ বিনা ব্যূহ ভাঙ্গে নাহি হেনজন॥
হেনকালে মনেতে পড়িল আচম্বিত।
অভিমন্যু মহাবীর ডাকেন ত্বরিত॥
হেনকালে অভিমন্যু আসে সেইখানে।
ভূমিষ্ঠ হইয়া বীর রাজারে প্রণমে॥
যুধিষ্ঠির বলে বাপু শুনহ বচন।
ব্যূহ ভেদিবারে তুমি জান প্রকরণ॥
অভিমন্যু বলে রাজা করি নিবেদন।
জানি আমি প্রবেশ না জানি নির্গমন॥
যেইকালে ছিনু আমি জননী জঠরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
পিতা মম জিজ্ঞাসিল গোবিন্দের স্থান।
ব্যূহ ভেদিবার মোরে কহ যে বিধান॥
এত শুনি নারায়ণ ভূমিতে আঁকিয়া।
প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত সব দিলেন কহিয়া॥
জননী জিজ্ঞাসে হেনকালে সেইক্ষণ।
প্রবেশ জানিলে কহ নির্গম কারণ॥
এত যদি মাতা জিজ্ঞাসিলেন পিতারে।
নির্গম কারণ নাহি কহিল মাতারে॥
নির্গম না জানি আমি জানাই তোমারে।
তবে করি যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে॥
শ্রীধর্ম বলেন পুত্র শুনহ কারণ।
তোমার পশ্চাতে যাবে সব যোদ্ধাগণ॥
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র দ্রোণ ধনুর্ধর।
তোমার বিক্রম যত আমাতে গোচর॥
বাপের সমান পুত্র মহাধনুর্ধর।
তোমার সহিত যাবে যত বীরবর॥
তোমার পশ্চাতে যাবে ভীম আদি করি।
সত্বরে আইস পুত্র দ্রোণেরে সংহারি॥
বংশের জীবন তুমি নয়নের তারা।
না দেখিলে তোমা ধনে ক্ষণে হই হারা॥
প্রাণ পাঠাইয়া রব সংশয়ের স্থানে।
তোমার পশ্চাতে যাবে যত যোদ্ধাগণে॥
এত বলি শিরে রাজা করেন চুম্বন।
প্রশংসিয়া ঘন ঘন দেন আলিঙ্গন॥

রাজারে কহিল বীর না করিহ ভয়।
করিব সমরে আজি রিপুগণে জয়॥
আজি যুদ্ধে বিনাশিব দ্রোণ ধনুর্ধরে।
দ্রোণেরে না মারি আমি না আসিব ঘরে॥
এত বলি যুঝিতে চলিল বীরবর।
সারথিরে বলে রথ সাজাহ সত্বর॥
সুমন্ত্র সারথি বলে করি যোড়কর।
মম নিবেদন এক শুন ধনুর্ধর॥
অত্যল্প বয়স তব নবীন যৌবন।
উচিত নহেক তব দ্রোণ সহ রণ॥
সমানে সমানে যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।
শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠে ক্ষত্রধর্ম অনুমত কর্ম॥
যমের সমান তুমি দেখ দ্রোণবীর।
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির॥
এতেক শুনিয়া বীর ক্রোধে হুতাশন।
চাহিয়া সারথি প্রতি করয়ে তর্জন॥
কৃষ্ণের ভাগিনা আমি অর্জুন-তনয়।
ত্রিভুবন মধ্যে আমি কারে করি ভয়॥
দ্রোণের সহিত আমি করিব সমর।
এক বাণে তাহারে পাঠাব যমঘর॥
মারিবারে পারি যদি দ্রোণে আজি আমি।
বড় তুষ্ট হইবেন জগতের স্বামী॥
জনকের ঠাঁই পাব বড় সম্মাননা।
জ্যেষ্ঠতাত স্থানে হবে যশের ঘোষণা॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির করি কিছু হিত।
করিব সমর আজি জানাই নিশ্চিত॥
এইক্ষণে রথ তুমি সাজাও সত্বর।
করিব অবশ্য যুদ্ধ কিছু নাহি ডর॥
এতেক শুনিয়া তবে সুমন্ত্র সারথি।
তুলিল বহুল অস্ত্র রথের উপরি॥
মহাদর্প করি উঠে রথের উপর।
ব্যূহ ভেদিবারে যায় পার্থ বংশধর॥
ভীম আদি করি তবে মহারথীগণ।
তাহার পশ্চাতে চলে করিবারে রণ॥
ব্যূহে প্রবেশিল বীর চক্ষুর নিমিষে।
নানা অস্ত্রগণ সৈন্য উপরে বরিষে॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
ততোধিক অভিমন্যু করে শরবৃষ্টি॥
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ পড়ে সৈন্যের উপর।
মার মার বলি কাটে অর্জুন কোঙর॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
কুরুসৈন্য-রক্তে স্নান করে বসুমতী॥
ভীম আদি যত মহা মহা বীরগণ।
ব্যূহমুখে গিয়া সবে করে মহারণ॥
জয়দ্রথ ব্যূহ রক্ষা করে প্রাণপণে।
না দেয় দুয়ার ছাড়ি কোন বীরগণে॥
যুধিষ্ঠির ভীম আদি নকুল দুর্জয়।
পার্থ বিনা সবাকারে করিলেক জয়॥
জয়দ্রথ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।
বিমুখ করিল সর্ব বীরে একেশ্বর॥
এতেক শুনিয়া জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
কহ মুনিবর আরো শুনিতে ইচ্ছিল॥
পাণ্ডবগণেরে জয়দ্রথ করে জয়।
ইহার কারণ মোরে কহ মহাশয়॥

——

জয়দ্রথের নিকট পাণ্ডবদিগের পরাভবের বৃত্তান্ত।

মুনি বলে পূর্বকথা শুনহ রাজন্।
যুধিষ্ঠির রাজা যবে প্রবেশেন বন॥
কতদিনে জয়দ্রথ গেল সেই বনে।
দ্রৌপদীরে একা তবে দেখিল ভবনে॥
দেখিয়া দুর্মতি হৈল সিন্ধুর নন্দন।
দ্রৌপদীরে রথে তুলি করিল গমন॥
লইয়া আপন দেশে চলিল দুর্মতি।
হাহাকার শব্দ করি ডাকয়ে পার্ষতী॥
তবে ভীম কোপে ধায় ভীম পরাক্রম।
ক্রোধমূর্তি দেখি যেন যুগান্তের যম॥
এক লাফে ধরি বীর তাহার চিকুর।
এক চড়ে দন্তপাটী করিলেক চুর॥

যুধিষ্ঠির বাক্যে ছাড়ি দিল বৃকোদর।
দেশেতে না গেল বীর লজ্জায় কাতর॥
আপনি প্রবেশ করি বনের ভিতরে।
দ্বাদশ বৎসর সেবা করিল শঙ্করে॥
বিবিধ প্রকারে করে শিবের সেবন।
দর্শন দিলেন তথা আসি পঞ্চানন॥
শিব বলে বর মাগ সিন্ধুর তনয়।
এত শুনি জয়দ্রথ হরে প্রণময়॥
অনেক করিয়া স্তুতি বলয়ে বচন।
অবধান কর প্রভো মম নিবেদন॥
এই বর দেহ মোরে দেব শূলপাণি।
পাণ্ডবগণেরে যেন রণে আমি জিনি॥
শিব বলিলেন শুন সিন্ধুর তনয়।
জিনিবে সবারে কিন্তু বিনা ধনঞ্জয়॥
এত বলি অন্তর্ধান হৈল পঞ্চানন।
জয়দ্রথ নিজ দেশে করিল গমন॥
এই হেতু সবাকারে জিনিল সৈন্ধব।
ভীম আদি পরাজিত যতেক পাণ্ডব॥
হাতে ধনু ধরি বীর করে মহারণ।
একা জয়দ্রথ সব করিল বারণ॥
এক রথে জয়দ্রথ সিন্ধুর তনয়।
মহাগর্ব করি বুলে নির্ভয়-হৃদয়॥
ভীমেরে করিল দশ বাণে পরাজয়।
আর দশ বাণে বিন্ধে সাত্যকি-হৃদয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে নিবারিল মারি দশ বাণ।
দশ বাণে বিরাটেরে করিল অজ্ঞান॥
এইমত জয়দ্রথ করে ঘোর রণ!
ব্যূহ প্রবেশিতে নাহি পারে যোদ্ধাগণ॥

অভিমন্যুর যুদ্ধ।

ব্যূহ প্রবেশিল বলে অভিমন্যু বীর।
ভীম আদি যোদ্ধা সব হইল অস্থির॥
নাহি দিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ।
চিন্তাকুল হৈল বড় পড়িল বিপদ॥
ব্যূহ ভেদি গেল পুত্র নিজ বীরপণে।
প্রবেশ করিল কিন্তু নির্গম না জানে॥
তথাপি সমূহ সৈন্য মাঝে গেল রণে।
সঙ্কটে পড়িলে রক্ষা পাইবে কেমনে॥
হেথা অভিমন্যু না দেখিয়া সৈন্য পাশে।
নির্গমন নাহি জানে চিন্তিল নিরাশে॥
উপায় কি আছে আর অপারের সিন্ধু।
পড়িয়াছি পার নাহি বিনা বিধি বন্ধু॥
সাহস করিল এত বলি মহাবীর।
বাণ বৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির॥
একা রণে অভিমন্যু করে মহামার।
দেখিয়া কৌরবগণে লাগে চমৎকার॥
চৌদিকে বেষ্টিত যত কুরুসৈন্যচয়।
পিঞ্জর মধ্যেতে যেন পোষাপাখী রয়॥
না জানে বালক সেই নির্গমের সন্ধি।
মীন যেন পড়ে হায় হ'য়ে জালে বন্দী॥
তথাপি অভয় ধনু লইলেক হাতে।
ত্রাসিত করিয়া সৈন্য ভ্রমে এক রথে॥
জলদ বরিষে যেন কালে বরিষায়।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে ক্ষমা নাহি তায়॥
মাহুত মাতঙ্গ পড়ে তুরঙ্গ বহুত।
কোটি কোটি সৈন্য মারে সংগ্রামে অদ্ভুত॥
অলস না হয় তনু সাহসী বালক।
সৈন্যারণ্য দহে যেন হইয়া পাবক॥
প্রকাশে বিক্রম যত নাহি তার সীমা।
বাখানয়ে বালকের বিবিধ মহিমা॥
একমাত্র ধনুকের গুণে পঞ্চ বাণ।
না পারে সম্মুখে কেহ করিতে সন্ধান॥
কুমারের প্রতাপ দেখিয়া কুরুগণে।
চিন্তাকুল দুর্যোধন বিষণ্ণবদনে॥
সহসা উলুক দুঃশাসনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ॥
আসিল সমর হেতু অভিমন্যু সঙ্গ।
ইচ্ছিল পড়িতে যেন পাবকে পতঙ্গ॥
দেখিয়া আর্জুনি কোপে অনল সমান।
গালি দিয়া বলে তুই বড়ই অজ্ঞান॥

কে দিল কুবুদ্ধি তোরে হৈল ব্রহ্মশাপ।
এই দণ্ডে দেখাইব আমার প্রতাপ॥
ত্যজ আশা কর বাসা শমনের ঘরে।
বিলম্ব নাহিক এই পাঠাই তোমারে॥
এত বলি ইঙ্গিতেতে এড়ে মহা বাণ।
তাহার বিক্রমে উলুকের উড়ে প্রাণ॥
এক বাণে ধ্বজ কাটি করে খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥
কাটিল রথের চারি বাণে চারি হয়।
দুই বাণে উলুকেরে দিল যমালয়॥
উলুক পড়িল যদি লাগে চমৎকার।
কৌরবের যোদ্ধাগণ করে হাহাকার॥
বহু বিলাপিয়া তবে কান্দে দুঃশাসন।
এক যোদ্ধাপতি মোর উলুক নন্দন॥
সর্বশূন্য দেখি আমি তোমার বিহনে।
গৃহে না যাইব আমি যাইব কাননে॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
আর্জুনি সহিত গেল করিবারে রণ॥
করিয়া অনেক দর্প বৃষসেন বীর।
এক রথে যায় তবে নির্ভয় শরীর॥
দেখি অভিমন্যু বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
বাণবৃষ্টি করে বীর অতি কোপানলে॥
কাটিল রথের ধ্বজ মারি দুই বাণ।
চারি বাণে চারি অশ্ব করে খান খান॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে॥
অর্ধচন্দ্র বাণ এড়ে অর্জুন কুমার।
এক ঘায়ে বৃষসেন গেল যমাগার॥
পুত্রের মরণ দেখি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধেতে পূর্ণিত অঙ্গ হইল অস্থির॥
বহু বিলাপিয়া কর্ণ সূর্যের নন্দন।
মহাকোপে গেল বীর করিবারে রণ॥
পুত্রশোকে কর্ণ বীর এড়ে অস্ত্রগণ।
সর্ব অস্ত্র ব্যর্থ করে অর্জুন-নন্দন॥
যত অস্ত্র এড়ে কর্ণ দৃষ্টিমাত্র কাটে।
অরুণলোচনে বীর চাহে কোপদৃষ্টে॥

তবে কোপে অভিমন্যু এড়ে দশ বাণ।
কর্ণের কবচ কাটি করে খান খান॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল॥
মূর্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
পলাইয়া গেল তবে কর্ণ যোদ্ধাপতি॥
তবেত লক্ষ্মণ দুর্যোধনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ॥
যেইক্ষণে আগু হৈল ভানুমতি-সুত।
অভিমন্যু বীর তারে বলে ক্রোধযুত॥
হিতবাক্য কহি শুন ভাইরে লক্ষ্মণ।
এমত কুমতি তোরে দিল কোন্‌জন॥
বাপের দুলাল তুই বড় প্রিয়তর।
না করিহ রণ ভাই মোর বাক্য ধর॥
অনেক যতনে লোক রক্ষা করে দেহ।
আপনি মরিলে সঙ্গে না যাইবে কেহ॥
এ সুখ সম্পদ আশা ছাড় কি কারণ।
আমার বচন ধর না করিহ রণ॥
জনক জননী ইষ্ট বন্ধু খুড়া ভাই।
মরিলে সম্বন্ধ আর কারো সঙ্গে নাই॥
ভালরূপে দেখ ভাই সবার বদন।
মোর সঙ্গে রণে তোর অবশ্য মরণ॥
ক্ষমা চাহে আমারে যে হইয়া কাতর।
হইলে পরম শত্রু নাহি তার ডর॥
তোমারে বধিলে কোন্ সিদ্ধ হবে কাজ।
বরঞ্চ হবেন রুষ্ট শুনি ধর্মরাজ॥
পড়িলে আমার ঠাঁই আর রক্ষা নাই।
দেখিলে সাক্ষাতে যত কর্ণের বড়াই॥
পলাইয়া গেল নারি সহিতে সমর।
বাখানে কৌরবগণ যারে নিরন্তর॥
আমি আজি বলি তোরে অখণ্ডিত কথা।
কাটিয়া ফেলিব কর্ণ শকুনির মাথা॥
বান্ধিয়া লইব আজি ধর্মরাজ আগে।
এত বলি রক্তবর্ণ চক্ষু হৈল রাগে॥
লক্ষ্মণ বলিল আর না কর বড়াই।
বুঝিব কেমনে এড়াইবে মোর ঠাঁই॥

শুনিয়া কুপিল তবে অর্জুন-নন্দন।
ধনুকের গুণে বাণ যোড়ে সেইক্ষণ॥
দুইবাণে রথধ্বজ কৈল খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥
আর বাণ মারে বীর কি কহিব কথা।
সকুণ্ডল কাটি পাড়ে লক্ষ্মণের মাথা॥
দেখি দুর্যোধন হৈল শোকে অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে রোদন॥
প্রাণের নন্দন মোর অতি প্রিয়তর।
তোমার বিহনে আর নাহি যাব ঘর॥
ভ্রাতার মরণ দেখি পদ্ম বীর বেগে।
হাতে ধনু করি গেল অভিমন্যু আগে॥
যেই বেগে আগু হৈল পদ্ম বীরবর।
দুই বাণে কাটে তারে অর্জুন কোঙর॥
দুর্যোধন দেখে পুত্র হইল সংহার।
ভূতলে পড়িয়া রাজা করে হাহাকার॥
পুত্রশোকে দুর্যোধন হইল কাতর।
বংশনাশ কৈল মোর অর্জুন-কোঙর॥
দুই পুত্র শোকে রাজা শোকাকুল মন।
হাতে গদা ধরি যায় করিবারে রণ॥
আর্জুনি বলিল আর কারে নাহি চাই।
পাণ্ডুবংশ শত্রু দুষ্ট তার লাগ পাই॥
তুমি দুঃখ দিলে পিতা আদি পঞ্চজনে।
কপটে পাশায় জিনি পাঠাইলে বনে॥
মোরা বনবাসী তব সব অধিকার।
এত অবিচার বিধি কত সবে তার॥
পাছে নাহি পলাইও প্রাণে পেয়ে ভয়।
রহিয়া করহ যুদ্ধ কুরু মহাশয়॥
না করিহ অবহেলা বলি শিশু মোরে।
ফিরিয়া যাইবে সাধ না কর অন্তরে॥
এত বলি বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
হাতের গদায় মারে তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥
দশ বাণে গদা কাটি সত্বরে ফেলিল।
তীক্ষ্ণ ভল্ল দশ গোটা অঙ্গে প্রহারিল॥
বাণাঘাতে দুর্যোধন ব্যথিত অন্তর।
বেগে পলাইয়া যায় ত্যজিয়া সমর॥
অভিমন্যু বলে রাজা না চাহি তোমায়।
পলাইয়া যাও কেন শৃগালের প্রায়॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুদ্ধ কর মহাশয়।
আজি তোমা পাঠাইব শমন আলয়॥
এতেক বলিয়া গর্জে অর্জুন-তনয়।
পলাইল দুর্যোধন ব্যথিত হৃদয়॥
এক রথে ভ্রমে বীর অর্জুন-কোঙর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় অন্তর॥
গগন ছাইয়া বীর করে অস্ত্রবৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার হয় নাহি চলে দৃষ্টি॥
অমর্থ সমর্থ বাণ বাণ ব্রহ্মজাল।
কৌশিক কপালী বাণ আর রুদ্রজাল॥
কোনখানে অগ্নিবাণে পোড়ে সৈন্যগণ।
কোনখানে মহাঝড় বহিছে পবন॥
ঢাকিল রবির তেজ হৈল অন্ধকার।
চারিদিকে অস্ত্র পড়ে না দেখি নিস্তার॥
কাহার কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসাশ্রুতি কাটে কার দেখিতে কুৎসিত॥
অস্ত্রাঘাতে কোন বীর করে ছট্‌ফটি।
কাটিয়া পড়িল কার দন্ত দুই পাটি॥
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার।
একা অভিমন্যু করিলেক মহামার॥
এক শত সহোদর রাজা দুর্যোধন।
তাহা সবাকার যত আছিল নন্দন॥
একে একে অভিমন্যু করিল সংহার।
দেখি দুর্যোধন রাজা করে হাহাকার॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ধৃতরাষ্ট্রে সব কথা শুনায় সঞ্জয়॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন সঞ্জয় সুমতি।
যতেক শুনি যে পড়ে মোর সেনাপতি॥
একা অভিমন্যু করে মোর সেনাক্ষয়।
বড় বড় সেনাপতি পায় পরাজয়॥
যোড়শ বৎসর শিশু পূর্ণ নাহি হয়।
কেহ না পারিলে তারে করিতে বিজয়॥
অদ্ভুত শুনিয়া মোর কাঁপিছে হৃদয়।
ধন্য ধন্য মহাবীর অর্জুন-তনয়॥

সঞ্জয় বলিল রাজা শুনহ কারণ।
অভিমন্যু সহ যুঝে নাহি হেন জন॥
পর্বত কাটিয়া পাড়ে অভিমন্যু বাণ।
মহাধনুর্ধর বীর বাপের সমান॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মোর হেন লয় মন।
সবারে মারিয়া যাবে অর্জুন-নন্দন॥
দ্রোণপর্বে পুণ্যকথা অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

———

অভিমন্যু বধ।

মুনি বলে অত্যাশ্চর্য শুন জন্মেজয়।
করে যে অদ্ভুত যুদ্ধ অর্জুন-তনয়॥
তিন কোটি রথবৃন্দ পড়িল সমরে।
ছয়বৃন্দ মদমত্ত করিবর পড়ে॥
সপ্ত পদ্ম অশ্ব পড়ে রণে আসোয়ার।
পদাতিক সৈন্য পড়ে সংখ্যা নাহি তার॥
শোণিতে সাঁতার নদী বহে ভাসে সেনা।
তরঙ্গে আতঙ্ক হয় রাশি রাশি ফেনা॥
কবন্ধ উঠিয়া কেলি করে তার রসে।
শোণিত সাগর মাঝে সাঁতারিয়া ভাসে॥
ঝন্‌ঝনি রণভূমি অস্ত্র অগ্নিবাণে।
প্রাণপণে কৌরবের যুঝে সেনাগণে॥
এড়িল গন্ধর্ব অস্ত্র অর্জুন-তনয়।
কৌরবের ঠাট কাটি করিলেন ক্ষয়॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে হৈল রাঙ্গা।
খরস্রোত বহে যেন ভাদ্র মাসে গঙ্গা॥
শোণিত হইল নীর নৌকা করিবর।
রথচয় চরে যেন রাজহংসবর॥
অশ্ব সব ভাসি বুলে কচ্ছপের প্রায়।
মীনের সদৃশ নর ভাসিয়া বেড়ায়॥
তৃণের সমান ভাসে ধনু অস্ত্রগণ।
দেখিয়া শোণিত নদী ভীত সর্বজন॥
এতেক দেখিয়া তবে শকুনি-নন্দন।
রথেতে চড়িয়া গেল করিবারে রণ॥

দেখিয়া আর্জুনি ক্রোধে অনল সমান।
ধনুক কাটিয়া তার করে খান খান॥
চারি বাণে কাটিল রথের অশ্ব চারি।
আর দুই বাণে তার সারথি সংহারি॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
বিস্ময় মানিয়া চাহে কৌরবের দল॥
পুনরপি অভিমন্যু এড়ে দুই বাণ।
শ্রবণ নাসিকা কাটি করে খান খান॥
শ্রবণ নাসিকা গেল দেখিতে কুৎসিত।
কাটিয়া পড়িল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত॥
শকুনি দেখিল যুদ্ধে পড়িল নন্দন।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন॥
আর্জুনিরে দেখি কাল শমন সমান।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান্॥
সংগ্রাম করয়ে বীর অর্জুন-কোঙর।
কোটি কোটি রথীগণে দিল যমঘর॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়ে দিব্যবাণ।
শোণিতে বহিছে নদী অতি খরশাণ॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় রাজা দুর্যোধন।
বলিতে লাগিল দ্রোণে চাহি সেইক্ষণ॥
কুমারেরে তুষ্ট তুমি বুঝিনু বিধানে।
সেই হেতু যুদ্ধ করে তব বিদ্যমানে॥
বালক হইয়া করে এত অপমান।
তোমা সব মহারথী আছ বিদ্যমান॥
বুঝিলাম জয় নাহি আমার সমরে।
একাকী মারিয়া আজি যাইবে সবারে॥
এতেক শুনিয়া দুর্যোধনের উত্তর।
ক্রোধমুখে কহে তারে দ্রোণ বীরবর॥
তব কর্ম প্রাণপণে করি অনুক্ষণ।
তথাপিহ হেন ভাষা কহ দুর্যোধন॥
অভিমন্যু জিনে হেন নাহি কোনজন।
তার ডরে পলাইলে লইয়া জীবন॥
বাপের সোসর বীর যমের সমান।
বজ্রের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান॥
কর্ণ হেন যোদ্ধা যারে নারিল সমরে।
আর কে আছয়ে হেন জিনিবে তাহারে॥

রাজা বলে বৃথা গুরু গঞ্জহ আমারে।
তোমা না বলিয়া আর বলিব কাহারে॥
না জান জীয়ন্তে আমি হ'য়ে আছি মরা।
শোক দুঃখ অনুতাপে বিধি কৈল জরা॥
সংশয়ে আশ্রয়ে গিরি সহ নহে সার।
তবে কি উপায় এবে হইবেক আর॥
বিপক্ষের এক শিশু বধে যত সেনা।
নিবারিতে তারে বীর নাহি একজনা॥
এত কাল আশ্বাসে বিশ্বাস পাই যার।
আজি কেন কৈল হীন ভরসা তাহার॥
নামেতে বিখ্যাত যারা বড় বড় বীর।
বিষাদে হইল সব দেখি নত শির॥
এতেক বিষাদ বাক্য নৃপতির শুনি।
কহিতে লাগিল দ্রোণ শুন কুরুমণি॥
ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যু জিনিতে না পারে।
কহিলাম হেনজন নাহিক সংসারে॥
ভাগিনেয় সে কৃষ্ণের অর্জ্জুনের সুত।
দেখিলে সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত॥
তাহারে নারিবে ন্যায়যুদ্ধে কদাচন।
কহিনু জানিহ মম স্বরূপ বচন॥
দুর্যোধন বলে শুন আমার বচন।
সপ্তরথী এককালে কর গিয়া রণ॥
এতেক শুনিয়া গুরু বিরস বদন।
এমত অন্যায় নাহি করে কোনজন॥
কৃপাচার্য বলে ইহা অদ্ভুত কথন।
কিমত প্রকারে ইহা হয় দুর্যোধন॥
এমত অন্যায় যুদ্ধ কভু নাহি করি।
এত বলি কৃপাচার্য স্মরিল শ্রীহরি॥
দুর্যোধন বলে যদি ইহা না করিবে।
সবারে মারিয়া আজি আর্জুনি যাইবে॥
প্রধানের সর্বদোষ অন্যায়ে কি ভয়।
বধিতে রিপুকে মম এই বিধি হয়॥
ইহাতে করিলে হেলা বড় হবে দোষ।
বধিয়া বালকে কর আমারে সন্তোষ॥
মজিল সকল সৃষ্টি ব্যাজ নাহি সয়।
সর্বনাশ কৈল শিশু শমন উদয়॥
মম বাক্যে তোমা সবে কর এই মতি।
এককালে অভিমন্যু বেড় সপ্তরথী॥
দুঃশাসন রাধেয় শকুনি মম মামা।
দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য আর অশ্বত্থামা॥
আমিহ যাইব তোমা সবার পশ্চাৎ।
এইরূপ করি তারে করহ নিপাত॥
এত শুনি কৃপাচার্য নিঃশ্বাস ছাড়িল।
দুর্নীতি রাজার হাতে বিধি নিয়োজিল॥
আমা সবাকার ইথে কি করে বিলাপে।
মরিবেক দুর্যোধন এই মহাপাপে॥
সপ্তরথী রথে চড়ে ভাবিয়া বিষাদ।
ভদ্র নাহি নৃপতির হইল প্রমাদ॥
বেড়িল বালকে গিয়া সপ্ত মহারথ।
হানাহানি মহাযুদ্ধ হয় অবিরত॥
হেনকালে সপ্তরথী করে অস্ত্রময়।
রবি আচ্ছাদিল বাণে অন্ধকার হয়॥
ভূষণ্ডী তোমর শক্তি বাণ জাঠা জাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ মহা অস্ত্র কোটি কোটি॥
সূচীমুখ শেলমুখ অর্ধচন্দ্র বাণ।
বিকট সঙ্কট শক্তি অগ্নির সমান॥
কপাল কৌশিকী বাণ বাণ ব্রহ্মজাল।
রুদ্রদ্যুতি রিপুচণ্ড অত্যন্ত বিশাল॥
শ্রাবণের মেঘে যেন বৃষ্টি বার বার।
তপন ঢাকিল যেন তিমির আকার॥
একযোগে সপ্তরথী অস্ত্র বরষিল।
অমর ভুজঙ্গ নর চকিত হইল॥
যেন সৃষ্টি মজাইতে ইচ্ছা বিধাতার।
বাণ বৃষ্টি হয় যেন মুষলের ধার॥
হইল পাবক তুল্য আর্জুনি কুপিয়া।
কৌরব দলের এত অন্যায় দেখিয়া॥
হাহাকার নভোমার্গে দেবগণ করে।
সপ্ত মহারথী বেড়ে এক বালকেরে॥
বিধি বিড়ম্বিল দুর্যোধন দুরাচারে।
এমত অন্যায় যুদ্ধ সেকারণে করে॥
কভু হেন বিপরীত না দেখি না শুনি।
মরিবে নিশ্চয় পাপী দংশিল যে ফণী॥

মহাবীর্য তনুজ তুলনা নাহি মহী।
সাধু সাধু শব্দ শুনি নাহি ইহা বহি॥
অভিমন্যু মহাবীর নাহি কোন ভয়।
প্রশংসা করয়ে যত দেবতানিচয়॥
বন্ধনে সন্ধান পূরি শিশু এড়ে বাণ।
নিমেষে সকল অস্ত্র করে খান খান॥
কাটিয়া সবার অস্ত্র অর্জুন-তনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥
বাণাঘাতে সপ্তরথী হতজ্ঞান হয়।
শিশুর শমন-বাণ হেন মনে লয়॥
দেখিয়া রথীর মূর্চ্ছা তবে ল'য়ে রথ।
পলায় সারথি শীঘ্র যোজনেক পথ॥
সপ্তরথী এইরূপে যুঝে সাত বার।
সবাকারে পরাজিল অর্জুন-কুমার॥
অবসাদ নাহি অস্ত্র এড়ে শিশু কত।
কোটি কোটি সেনা হয় সমরেতে হত॥
বালকের শ্রম নাহি আরো বাড়ে বল।
পতঙ্গের প্রায় দেখে কুরু সৈন্যদল॥
নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী।
নিপাতে নিমেষে লক্ষ লক্ষ সেনাপতি॥
দুর্নীতি দেখিয়া তবে দুর্যোধন ভূপ।
ছাড়িল জীবন আশ শুকাইল মুখ॥
আকুল হইয়া রাজা রথী সপ্তজনে।
কহিতে লাগিল বড় বিনয় বচনে॥
দেখি গুরু মহাশয় কর্ণ প্রাণসখা।
বিনাশিল সর্বসৈন্য অভিমন্যু একা॥
শুন শুন সপ্তরথী আমার বচন।
পুনরপি পার্থসুতে বেড় সপ্তজন॥
সাহসে না হও হীন সতর্ক হইয়া।
মোরে রক্ষা কর এই বালকে বধিয়া॥
সমরে বিজয়ী হ'য়ে পূরাইলে আশ।
কিনিয়া করিবে তবে মোরে নিজ দাস॥
রাজার বিনয় শুনি বল করে রথী।
পুনরপি যায় রণে সাত সেনাপতি॥
রথে বৈসে বিক্রমেতে ইন্দ্রতেজ ধরি।
সারথি চালায় রথ শিশু বরাবরি॥
বালকে বেড়িয়া বাণ বরিষয়ে তারা।
বৃষ্টি যেন বরিষয়ে মুষলের ধারা॥
প্রাণপণে করে রণ প্রাণে ছাড়ি আশা।
সাহসে বান্ধিয়া বুক করিল ভরসা॥
নিবারণ করি অস্ত্র অভিমন্যু বীর।
বাণে বিন্ধি খণ্ড খণ্ড করিল শরীর॥
ধারায় রুধির বহে অবিরত গায়।
তথাপি তিলেক শ্রম নাহি করে তায়॥
তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়া বিস্ময়।
প্রমাদ দেখিয়া ডাকি ছয়জনে কয়॥
অর্জুন অধিক শিশু মহাপরাক্রম।
অবসাদ বলি হৃদে তিলে নাহি ভ্রম॥
সাবধান হ'য়ে এবে সবে কর রণ।
এককালে করহ সন্ধান সপ্তজন॥
কেহ কাট ধনুখান কেহ কাট গুণ।
কেহ কাট রথ কেহ কাট অস্ত্র তূণ॥
এই সে উপায় বিনা নাহি দেখি আর।
কাল অগ্নি সম শিশু দেখি চমৎকার॥
তবে সপ্তরথী পুনঃ বেড়িল কুমারে।
এককালে সন্ধান করিল সাত বীরে॥
তবে কর্ণ মহাবীর কোপে কাঁপে তনু।
অনেক সন্ধানে কাটি ফেলাইল ধনু॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে কর্ণ গুণ নাহি দিতে॥
ধনুক ধরিয়া যতবার হাতে লয়।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সূর্যের তনয়॥
পুনর্বার আর ধনু ল'য়ে গুণ দিল।
দ্রোণের নন্দন তাহা কাটিয়া পাড়িল॥
কবচ কাটিল দ্রোণ আর কাটে ধনু।
দুঃশাসন কাটে রথ সারথির তনু॥
কৃপাচার্য বাণে কাটি ফেলে শরাসন।
দুর্যোধন বাণ মারি কাটে অশ্বগণ॥
অস্ত্র ধনু কাটা গেল রথের সারথি।
শূন্য হাত হৈল যেন মদমত্ত হাতী॥
খড়্গ ল'য়ে চর্ম এড়ি রণ করে বীর।
তাহাতে কাটিল সৈন্য কেহ নহে স্থির॥

বড় বড় রথী মারে পর্বতের চূড়া।
খান খান করে রথ হ'য়ে যায় গুঁড়া॥
শত শত হস্তী মারে পর্বতের কায়।
পদাতি পাইক মারে ধরণী লোটায়॥
আকর্ণ সন্ধানে তবে কর্ণ এড়ে শর।
সেই বাণে চর্ম কাটি ফেলায় সত্বর॥
শুধু অসি ল'য়ে রণ করে মহাবীর।
আশে পাশে কাটে যত সৈন্যগণ শির॥
খড়্গের আঘাতে বীর মারে যোদ্ধাপতি।
নিবারণে শক্তিহীন সপ্ত মহারথী॥
শিশুর সমর দেখি অগ্নি হ'য়ে কোপে।
অশ্বত্থামা মহাবীর বাণ যোড়ে চাপে॥
তিন বাণে কাটি তার ফেলে খাণ্ডাখান।
অস্ত্রশূন্য হৈল কিছু না দেখে বিধান॥
অসার ভাবিয়া তার ভয় হৈল মনে।
বিপক্ষের হাতে আজি রক্ষা নাই রণে॥
অন্যায় সমরে মারে পাপিষ্ঠ দুর্জন।
চারিদিক হ'তে হয় অস্ত্র বরিষণ॥
অবসাদ পেয়ে বীর ছাড়িল নিঃশ্বাস।
আজি রক্ষা নাহি মম অবশ্য বিনাশ॥
পিতা রণ করে সেনা নারায়ণী যথা।
তিনি মাত্র না জানেন এতেক বারতা॥
কৃষ্ণ মোর মামা হন পার্থ মোর বাপ।
মৃত্যুকালে না দেখিনু এই মনস্তাপ॥
এতেক চিন্তিয়া শিশু হইল নিরাশ।
উপদ্রব অগ্নি যেন ছাড়িল নিঃশ্বাস॥
হাতে করি লয় তবে রথচক্রদণ্ড।
যমচক্র সম তেজ বড়ই প্রচণ্ড॥
হেন চক্রদণ্ড বীর হাতে ক'রে ল'য়ে।
সর্ব সৈন্যগণে বীর মারে খেদাড়িয়ে॥
চূর্ণ করে তবে হস্তী হাজার হাজার।
তুরঙ্গ মারিল কত সংখ্যা নাহি তার॥
সহস্র সহস্র বীরে বধিল বালক।
নিবারিতে নাহি শক্তি জ্বলন্ত পাবক॥
তবে কর্ণ পাঁচ বাণ করিয়া সন্ধান।
চক্রদণ্ড কাটি তার করে খান খান॥
চক্রদণ্ড গেল যদি চক্র নিল হাতে।
দানবের যুদ্ধে যেন দেব জগন্নাথে॥
তাহাতে অনেক সৈন্য শোয়াইল ক্ষিতি।
লেখাজোখা নাহি মরে কত ঘোড়া হাতী॥
চক্রহস্ত বিষ্ণু যেন অতি জ্যোতির্ময়।
তাহার সমান শোভা অভিমন্যু হয়॥
তবে কর্ণ মহাবীর ধরিয়া ধনুক।
তিন বাণ প্রহারিল যেন হুতভুক্॥
অভিমন্যু করে রণ রথচক্র হাতে।
রথচক্র কাটে কর্ণ তিন বাণাঘাতে॥
শূন্যহস্ত ব্যস্ত শিশু তাহে রথহীন।
ভরসায় তবু যুঝে সংগ্রামে প্রবীণ॥
পদাঘাত করাঘাত প্রহারয়ে যারে।
তখনি পাঠায় তারে শমনের ঘরে॥
মদমত্ত হস্তী যেন মহাভয়ঙ্কর।
মুষ্ট্যাঘাতে রথ রথী বিনাশে কুঞ্জর॥
হয় পড়ে নাহি হয় পরিমাণ যূথে।
বড় বড় রথী পড়ে অযুতে অযুতে॥
চারিদিকে বীরগণ বরিষয়ে বাণ।
বাণে অঙ্গ হৈল যেন সজারু সমান॥
রক্তে তনু আবরিল বিকল শরীর।
পড়িয়া ভূমিতে ধারা বহিছে রুধির॥
অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যু হৈল অচেতন।
পুনঃ সপ্তরথী করে অস্ত্র বরিষণ॥
হেনকালে আসে দুঃশাসনের নন্দন।
গদা হাতে করি ধায় মহাক্রুদ্ধ মন॥
অরুণ জিনিয়া রক্ত ঘূর্ণিত নয়ন।
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে খণ্ডন॥
আর্জুনি উপরে করে গদার প্রহার।
দেখিয়া অমরগণ করে হাহাকার॥
এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্যোধন।
এই পাপে হইবেক সবংশে নিধন॥
গদার প্রহারে বীর পায় বড় মোহ।
নয়ন যুগলে অভিমানে বহে লোহ॥
সম্মুখ সমরে বীর ছাড়িল জীবন।
গমন করিল চন্দ্রলোকে সেইক্ষণ॥

রোদন করয়ে পাণ্ডবের সেনাগণ।
শোকাকুল হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
দুর্যোধন হইলেন আনন্দিত মন।
খমক টমক বাজাইল শত জন॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
পৃথিবী যুড়িয়া যেন হৈল গণ্ডগোল॥
কুরুসৈন্যে হৈল মহাবাদ্য কোলাহল।
ক্রন্দন করয়ে যত পাণ্ডবের দল॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন অচেতন।
রোদন করয়ে ভীম আদি যোদ্ধাগণ॥
হেনকালে অস্তগত হৈল দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল যে যাহার ঘর॥
দ্রোণপর্বে সুধারস অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

—

অভিমন্যুর জন্ম বৃত্তান্ত।

মুনি কহে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
শিবিরেতে গেল রাজা শোকাকুল মন॥
বিলাপ করেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
ভূমিতে বসিয়া সবে ত্যজিয়া আসন॥
হেনকালে আসি সত্যবতীর নন্দন।
দেখেন ধর্ম্মের পুত্র শোকাকুল মন॥
ব্যাসে দেখি সর্বজন দাঁড়ায় উঠিয়া।
ধর্ম্মে জিজ্ঞাসেন ব্যাস আশীর্বাদ দিয়া॥
কি কারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন।
খণ্ডাইতে নারে কেহ দৈব নির্বন্ধন॥
মন স্থির করি শুন আমার বচন।
আর্জুনির পূর্বকথা করহ শ্রবণ॥
মুনিশাপে চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা উদরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
চন্দ্রলোকে গেল গর্গ মহাতপোধন।
সঙ্গেতে আছিল তাঁর বহু শিষ্যগণ॥
চন্দ্রের নিকটে সবে উত্তরিল গিয়া।
সেই স্থানে মুনিগণ রহে দাণ্ডাইয়া॥
রোহিণী সহিত চন্দ্র ক্রীড়ায় আছিল।
হেনকালে গর্গ মুনি তথাকারে গেল॥
মদনে মোহিত হ'য়ে ক্রীড়ায় আছিল।
গর্গ মুনি দেখি চন্দ্র পূজা না করিল॥
এতেক দেখিয়া মুনি কুপিত হইয়া।
চন্দ্র প্রতি সেইক্ষণে বলিল ডাকিয়া॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে না দেখ নয়নে।
অপমান কৈলে কেন বল মুনিগণে॥
ব্রাহ্মণ হেলন কর মত্ত দুরাচার।
করিব ইহার আজি আমি প্রতিকার॥
মনুষ্যলোকেতে গিয়া জন্মহ সত্বর।
ক্রোধে শাপ দিল তারে গর্গ মুনিবর॥
শুনিয়া মুনির শাপ রজনীর পতি।
অশেষ বিশেষ করে মুনিবরে স্তুতি॥
অজ্ঞানে ছিলাম আমি শুন মুনিবর।
যাইতে মনুষ্যলোকে বড় লাগে ডর॥
কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা কর মোরে।
কতদিনে মুক্ত হ'য়ে আসি হেথাকারে॥
তুষ্ট হ'য়ে বলে তবে গর্গ মুনিবর।
তোমার শাপান্ত এই শুন শশধর॥
অর্জুনের পুত্র হবে সুভদ্রা উদরে।
করিয়া বীরের কর্ম পড়িবে ভূতলে॥
সম্মুখ সমরে পড়ি ত্যজিবে জীবন।
ষোড়শ বৎসর অন্তে পুনরাগমন॥
এই হেতু চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা-উদরে।
অভিমন্যু-জন্মকথা জানাই তোমারে॥
পূর্বেতে হয়েছে জেন' এ রূপ নির্ণয়।
অতএব শোক নাহি কর মহাশয়॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধিয়া ব্যাস তপোধন।
করিলেন আপনার স্থানেতে গমন॥
দ্রোণপর্বে পুণ্যকথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

—

অর্জুনের শিবিরে আগমন ও
অভিমন্যুর নিধন শ্রবণ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সমরেতে অভিমন্যু হইল নিধন॥
সংশপ্তকে থাকি করে পার্থ মহারণ।
বহু উপদ্রব দেখি করেন চিন্তন॥
ঘন ঘন স্পন্দে বামচক্ষু বাম কর।
দুরু দুরু বক্ষ কম্পে সঘনে পার্থের॥
গাণ্ডীব ধরিতে নারে শর লাগে গুরু।
ঘন ঘন কর পদ কাঁপে বক্ষ উরু॥
কৃষ্ণেরে চাহিয়া তবে বলেন তখন।
অবধানে শুন কৃষ্ণ আমার বচন॥
আজি কেন মম মন হয় উচাটন।
অবশ্য কারণ আছে এর নারায়ণ॥
নাহি জানি কি করেন রাজা যুধিষ্ঠির।
হাহাকার করে শুন সর্ব মহাবীর॥
হা হা অভিমন্যু বলি কান্দে যোদ্ধাগণ।
সমরে হইল বুঝি তাহার নিধন॥
প্রাণ স্থির নহে মম জানাই তোমারে।
না জানি কি হৈল আজি সমর ভিতরে॥
কুরুসৈন্য কোলাহল জয়ধ্বনি শুনি।
নানা বাদ্য বাজে করে জয় জয় ধ্বনি॥
রথ চালাইয়া দেহ অতি শীঘ্রতর।
রাজারে দেখিলে সুস্থ হইবে অন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে না চিন্ত অরিষ্ট।
যোদ্ধা মধ্যে অভিমন্যু সবাকার শ্রেষ্ঠ॥
বালক বলিয়া শত্রু না বধিবে রণে।
দ্রোণ আদি করি যত মহাবীরগণে॥
তবে যদি অভিমন্যু বধে দুর্যোধনে।
তার সম পাপী তবে নহে অন্যজনে॥
অন্তর্যামী নারায়ণ জানেন সকলি।
পড়িয়াছে অভিমন্যু সমরের স্থলী॥
তবু এইরূপে কৃষ্ণ প্রবোধি অর্জুনে।
রথ চালাইয়া দেন পবন গমনে॥
শিবির নিকটে উত্তরিলা ধনঞ্জয়।
বিপরীত দেখিলেন অমঙ্গলময়॥
অন্ধকার করি সবে বসেছে সভায়।
শোকাকুল সর্বজনে দেখিলা সভায়॥
অর্জুন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত।
মোরে দেখি লোকে কেন হয় সঙ্কুচিত॥
আজি যোদ্ধাগণ কেন শোকাকুল মন।
ভূমিতে বসেছে সবে ত্যজিয়া আসন॥
এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন।
কিসের কারণে কৃষ্ণ বলহ এমন॥
এতেক বলিয়া গেল শিবির ভিতর।
রোদন করেন দেখে ধর্ম নৃপবর॥
অধোমুখ করি বসিয়াছে যোদ্ধাগণ।
একে একে পার্থ করিলেন নিরীক্ষণ॥
অভিমন্যু নাহি দেখি উচাটন মন।
ভীমেরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসেন সেইক্ষণ॥
কোথা গেল অভিমন্যু কহ বৃকোদর।
তারে না দেখিয়া মম বিদরে অন্তর॥
এতেক শুনিয়া ভীম উত্তর না দিল।
অধোমুখ হ'য়ে বীর নিঃশব্দে রহিল॥
উত্তর না পেয়ে পার্থ শোকেতে আকুল।
লোচনের জলে ভাসে অঙ্গের দুকূল॥
যারে চাহে তারে দেখে অশ্রুপূর্ণ আঁখি।
অজ্ঞান অর্জুন অভিমন্যুরে না দেখি॥
সহদেব নকুল আকুল বড় শোকে।
অশ্রুধারে ভাসে ধরা বসি অধোমুখে॥
রোদন করিয়া ভীম কহিল তখন।
কেমনে কহিব অভিমন্যুর নিধন॥
অন্যায় সমর করি দুষ্ট দুর্যোধন।
সপ্তরথী বেড়ি পুত্রে করিল নিধন॥
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ কৈল সিন্ধুর নন্দন।
না পারিল প্রবেশিতে ব্যূহে কোনজন॥
এতেক শুনিয়া ধনঞ্জয় মহাবীর।
হইলেন অভিমন্যু শোকেতে অস্থির॥
দ্রোণপর্ব সুধারস অপূর্ব কথন।
আয়ুঃ যশ পুণ্য বাড়ে শুনে যেইজন॥

———

অভিমন্যুর শোকে অর্জ্জুনের বিলাপ।

পার্থ মহাবীর, হইল অস্থির,
তনয় নিধন শুনি।
হা হা পুত্রবর, মহা ধনুর্দ্ধর,
বীরমধ্যে চূড়ামণি॥
তোমা বিনা মোর, ঘর হৈল ঘোর,
কি করিব রাজ্যধনে।
আমারে ছাড়িয়া, গেলে পলাইয়া,
শেল বিঁধি মোর প্রাণে॥
পুত্র মহাবীর, কন্দর্প শরীর,
চন্দ্রমুখ পরকাশ।
কটাক্ষ লাবণ্য, সবে বলে ধন্য,
অমৃত সমান ভাষ॥
কহ নারায়ণ, স্থির নহে মন,
করিব কোন উপায়।
বিনা অভিমন্যু, না রাখিব তনু,
দহিছে আমার কায়॥
বলে ধনঞ্জয়, বিদরে হৃদয়,
বিনা পুত্র অভিমন্যু।
হেন পুত্র বিনে, রহিব কেমনে,
কেমনে রহে এ তনু॥
অর্জ্জুনের বাণী, শুনি চক্রপাণি,
অনেক বিলাপ কৈল।
মধুর বচনে, প্রবোধি অর্জ্জুনে,
করে ধরি সান্ত্বাইল॥
ভারত রচিত, ব্যাস বিরচিত,
শ্রবণে কলুষ নাশ।
ভারত সঙ্গীত, শ্রবণে ললিত,
বিরচিল কাশীদাস॥

———

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের সান্ত্বনা এবং জয়দ্রথ বধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
অভিমন্যু বিনা আর না রহে জীবন॥
অভিমন্যু সম নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
কন্দর্প সমান রূপ পূর্ণ সর্ব্বগুণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুনহ বচন।
স্বর্গে গেল সেই তার না কর শোচন॥
বীরধর্ম্ম করিলেক অদ্ভুত ভুবনে।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাগণ বিনাশিল রণে॥
সম্মুখ সংগ্রাম করি গেল স্বর্গলোক।
বড় কার্য কৈল সেই পরিহর শোক॥
অনিত্য সংসার দেখ নিত্য কিছু নয়।
স্বরূপে কহিনু এই জানিহ নিশ্চয়॥
এতেক সান্ত্বনা পার্থে করে নারায়ণ।
হেনকালে তথা আসে ব্যাস তপোধন॥
আসন দিলেন বসিবারে সেইক্ষণে।
উঠিয়া প্রণাম করিলেন সর্ব্বজনে॥
পার্থ বলিলেন মুনি কর অবধান।
অভিমন্যু পুত্র বিনা স্থির নহে প্রাণ॥
ব্যাস বলিলেন ইহা শুন সর্ব্বজন।
জীবন অসার সার কেবল মরণ॥
সৃজন করিল প্রভু এ তিন ভুবন।
পরিপূর্ণ হৈল পাপী না হয় পতন॥
পৃথিবী না সহে ভার টলমল করে।
এত দেখি নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে॥
নিশ্বাস ছাড়েন প্রভু ছাড়ি হুহুঙ্কার।
নাসাপথে কন্যা এক হৈল অবতার॥
প্রভুর নিকটে কন্যা দাঁড়াইয়া কয়।
কি কার্য করিব আজ্ঞা দেহ মহাশয়॥
প্রভু বলিলেন তুমি মৃত্যুরূপা হও।
চতুর্দ্দশ পুরে গিয়া ভ্রমিয়া বেড়াও॥
মৃত্যুরূপে জীবগণে বধ কাল পেয়ে।
প্রভুর আদেশে কন্যা হরষিতা হয়ে॥
কালপ্রাপ্ত জীবগণে মৃত্যুরূপে হরে।
অনিত্য সংসার এই জানাই তোমারে॥
অভিমন্যু হেতু সবে শোক কর কেনে।
কেবল প্রভুর নাম চিন্ত একমনে॥
এত বলি ব্যাসদেব করেন গমন।
সবে মিলি করে তাঁর চরণ বন্দন॥

তারপর বাসুদেব কমললোচন।
যুধিষ্ঠির প্রতি চাহি বলেন বচন॥
কহ শুনি অভিমন্যু যুদ্ধ বিবরণ।
কিরূপে কৌরব সহ করিলেক রণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন বিবরণ।
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ॥
ব্যূহ ভেদি যুদ্ধ করে নাহি হেনজন।
অভিমন্যু প্রতি কহিলাম সে কারণ॥
এতেক শুনিয়া পুত্র কহিল তখন।
ব্যূহেতে প্রবেশ জানি না জানি নির্গম॥
তথাপিও পাঠাইনু না করি বিচার।
প্রবেশিল ব্যূহে শিশু করি মহামার॥
তার পাছু যাই সবে হেন করি মনে।
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দনে॥
জিনিতে নারিল জয়দ্রথে কোনজন।
সেকারণে মারিলেক অর্জুন-নন্দন॥
কুরুবল বিনাশিল অভিমন্যু রথী।
তবে তারে বেড়িলেক সপ্ত সেনাপতি॥
এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্যোধন।
সমরেতে বিনাশিল আমার নন্দন॥
এত শুনি কৃষ্ণ ক্রোধে বলেন তখন।
এমত অন্যায় যুদ্ধ করে দুষ্টজন॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইলা অস্থির॥
মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আমি যাহা বলি তাহা শুন সর্বজন॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর॥
কালি যদি জয়দ্রথে নাহি মারি রণে।
পিতৃ-পিতামহ গতি না পায় কখনে॥
গোবধ ব্রাহ্মণবধে যত পাপ হয়।
সে সকল মোর হবে কহিনু নিশ্চয়॥
বিনা জয়দ্রথবধে সূর্য অস্ত হয়।
করিব শরীর ত্যাগ জানিহ নিশ্চয়॥
জয়দ্রথে না মারিয়া না আসিব ঘর।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সভার ভিতর॥

এত শুনি যোদ্ধাগণ হরিষ অন্তর।
মহানাদে গর্জি উঠে বীর বৃকোদর॥
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ।
দেবদত্ত শঙ্খ পার্থ পূরিল তখন॥
নিজ নিজ শঙ্খশব্দ করে সর্বজনে।
ত্রৈলোক্য কম্পিত হৈল শঙ্খের নিঃস্বনে॥
দূতমুখে শুনি তবে সিন্ধুর নন্দন।
শরীর হইল কম্প নহে নিবারণ॥
শীঘ্রগতি গিয়া কহে যথা দুর্যোধন।
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আমার কারণ॥
কালি রণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয়।
প্রতিজ্ঞা করিল এই শুন মহাশয়॥
যদি পার্থ কালি মোরে বধিবারে নারে।
আপনি মরিবে সেই পুড়ি বৈশ্বানরে॥
এমত প্রতিজ্ঞা পার্থ করে পুনঃপুনঃ।
কালি সত্য যুদ্ধে মোরে মারিবে অর্জুন॥
ইহার উপায় কিছু না দেখি যে আমি।
নিজ দেশে যাই আমি আজ্ঞা কর তুমি॥
এত শুনি হরষিত রাজা দুর্যোধন।
জয়দ্রথে বলে শুন আমার বচন॥
কি শক্তি অর্জুন তোমা করিবে সংহার।
তোমারে রাখিবে যোদ্ধা যতেক আমার॥
এত বলি দুর্যোধন জয়দ্রথে ল'য়ে।
যথা গুরু দ্রোণ তথা উত্তরিল গিয়ে॥
প্রণাম করিয়া তবে বলে দুর্যোধন।
অবধান কর গুরু মম নিবেদন॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ কুন্তীর নন্দন।
কালি যুদ্ধে জয়দ্রথে করিবে নিধন॥
জয়দ্রথ বধ বিনা সূর্য অস্ত হয়।
অগ্নিতে শরীর ত্যাগ করিবে নিশ্চয়॥
এত শুনি জয়দ্রথ মহাভয় পেয়ে।
আমারে কহিল আমি যাই পলাইয়ে॥
সাক্ষাতে দেখহ ভয়ে কাঁপিছে শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে সে হয় ত সুস্থির॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মারিতে না পারে।
অবশ্য মরিবে পার্থ কহি যে তোমারে॥

এত শুনি দ্রোণ জয়দ্রথে আশ্বাসিল।
নাহিক তোমার ভয় কহিতে লাগিল॥
কর্ণ আদি করি যত মহাযোদ্ধাগণ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন॥
কালি আমি এক ব্যূহ করিব রচন।
যাহা লঙ্ঘিবারে নাহি পারে দেবগণ॥
তোমারে রাখিব ব্যূহ মধ্যে লুকাইয়া।
দুর্যোধন আদি সবে থাকিবে বেড়িয়া॥
কর্ণ বলে জয়দ্রথ না করিহ ভয়।
অবশ্য মরিবে কালি বীর ধনঞ্জয়॥
হেন বুঝি অনুকূল হইলেক ধাতা।
অর্জুন কহিল সে কারণে হেন কথা॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মরিবে নিশ্চয়।
জানিহ স্বরূপ তবে হইবে বিজয়॥
এত শুনি জয়দ্রথ ত্যজিলেক ভয়।
অবশ্য হইবে কালি অর্জুনের ক্ষয়॥
হরষিত দুর্যোধন জয়দ্রথে ল'য়ে।
আপনার গৃহে গেল আনন্দিত হ'য়ে॥
কৃপাচার্য বলে তবে দ্রোণাচার্য প্রতি।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি॥
ত্রিদশের নাথ কৃষ্ণ যাহার সহায়।
তুচ্ছ এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণে কিবা তার দায়॥
অবশ্য হইবে জয়দ্রথের নিধন।
কহিলাম জেনো মম স্বরূপ বচন॥
এত শুনি দ্রোণ কন হরষিত মন।
যতেক কহিলে তুমি বেদের বচন॥
দ্রোণপর্ব সুধারস অপূর্ব কথন।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান্॥

জয়দ্রথ বধের উদ্যোগ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
জয়দ্রথ বধ-কথা অপূর্ব কথন॥
অর্ধগত নিশা নিদ্রাগত বীরগণ।
অতি চিন্তান্বিত কৃষ্ণ অর্জুন কারণ॥
অর্জুনে কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে ক্রোধমন॥
জয়দ্রথ হেতু সবে করি প্রাণপণ।
করিবে দারুণ যুদ্ধ না হয় খণ্ডন॥
জয়দ্রথ বীর তবে মারিবে কেমনে।
এই সে ভাবনা মোর হয় অনুক্ষণে॥
অর্জুন বলেন প্রভু কর অবগতি।
কারে ভয় তুমি যার থাকিবে সংহতি॥
উৎপত্তি প্রলয় যাঁর কটাক্ষেতে হয়।
হেনজন সহায়েতে কিবা আছে ভয়॥
অর্জুন বিনয় শুনি দেব জগন্নাথ।
উঠিলেন ধরি তবে অর্জুনের হাত॥
কপিধ্বজ রথে দোঁহে করি আরোহণ।
সঙ্গোপনে যান যথা হরের ভবন॥
পার্বতীর সনে একাসনে ভূতনাথ।
দেখি কৃষ্ণার্জুনে করিলেন প্রণিপাত॥
করযোড়ে শ্রীনাথ কহেন স্তুতিবাণী।
তুমি দেব লোকনাথ তুমি শূলপাণি॥
সমুদ্র মথনে ঘোর উঠিল গরল।
সে সর্ব সংসার দহে হইয়া অনল॥
সৃষ্টিনাশ দেখি দেবগণ স্তুতি করে।
সদয় হইয়া তুমি দেব দয়া ক'রে॥
গণ্ডুষে করিয়া পান রাখিলে জগৎ।
ঘুষিতে রহিল যশ জগতে মহৎ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি আদ্য মূল।
নিবেদন করি নাথ হও অনুকূল॥
গোবিন্দের স্তুতি শুনি দেব গঙ্গাধর।
ঈষৎ হাসিয়া করিলেন যে উত্তর॥
আমার বিধাতা তুমি বিশ্বের পালক।
যে না জানে সেই বলে নন্দের বালক॥
ভূভার নাশিতে ভূমে অবতার হ'য়ে।
করিছ বিহার কত ধনঞ্জয়ে ল'য়ে॥
যে হয় তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
করহ আদেশ এবে দেব নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ নহে সমাধান॥

অন্যায় সমর করি অভিমন্যু বীরে।
মারিল কৌরবকুল সপ্তরথী ঘিরে॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ বিপক্ষ নাশিতে।
না পারিলে নিজ দেহ ত্যজিবে অগ্নিতে॥
এই হেতু নিবেদি শুনহ গঙ্গাধর।
জয়দ্রথে জিনি পার্থ জিনিবে সমর॥
এই হেতু নিবেদি যে শুন অবধানে।
অর্জুন বিজয়ী হবে জিনি শত্রুগণে॥
অর্জুনের সহায় হইব আমি রণে।
রণে গিয়া নিধন করিব কুরুগণে॥
অনন্তর প্রণমিয়া দেবীর চরণে।
কৃষ্ণার্জুন স্তুতি করে বিধির বিধানে॥
শঙ্করী বলেন শুন কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
মম বরে কর গিয়া সব শত্রু ক্ষয়॥
পাইয়া হরের বর কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
ধনলাভে দরিদ্র যেমন হৃষ্ট হয়॥
সেইমত মহানন্দে প্রফুল্ল অন্তরে।
প্রণাম করিলা দোঁহে শঙ্করী শঙ্করে॥
বিদায় হইয়া গিয়া আপন শিবিরে।
করিল শয়ন সকলের অগোচরে॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নানদান।
সসজ্জ হইয়া যুদ্ধে করেন প্রয়াণ॥
তবে দ্রোণ মহাবীর সর্বসৈন্য ল'য়ে।
করিল অদ্ভুত ব্যূহ রণস্থলে গিয়ে॥
বার ক্রোশ ব্যাপি রাখে বহু সেনাগণ।
তার মধ্যে জয়দ্রথ রাজা দুর্যোধন॥
এরূপ করিয়া সবে রহিলেক রণে।
বেড়িয়া রহিল সবে সিন্ধুর নন্দনে॥
হেথা সর্ব সৈন্য ল'য়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
গোবিন্দেরে আগে করি হ'লেন বাহির॥
যাঁর নাম স্মরণেতে সর্ব বিঘ্ন নাশে।
সে প্রভু সারথি যার তার ভয় কিসে॥
তবে ধনঞ্জয় ডাকিলেন যোদ্ধাগণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আর ভীমসেনে॥
যুধিষ্ঠিরে সবা প্রতি করি সমর্পণ।
কহেন তোমরা সবে কর গিয়া রণ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু আমি যাই রণে।
যথায় পাইব আজি সিন্ধুর নন্দনে॥
ভীম বলে তুমি যাহ জয়দ্রথ যথা।
যুধিষ্ঠির হেতু কিছু নাহি মনোব্যথা॥
শুনি কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধনঞ্জয়।
এতেক প্রতিজ্ঞা তব উচিত না হয়॥
যদি জয়দ্রথ আজি না হয় নিধন।
তবে কি করিবে মোরে কহ ত' এখন॥
অর্জুন বলেন প্রভু তোমার প্রসাদে।
আজি জয়দ্রথ আমি মারি নির্বিবাদে॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
যত কিছু করি আমি তোমার কারণ॥
শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ হরিষ অন্তর।
বড় বিচক্ষণ তুমি মহাধনুর্ধর॥
অচিরে হইবে তব প্রতিজ্ঞা পূরণ।
আজি সে হইবে সর্ব শত্রুর নিধন॥
এত বলি নারায়ণ ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ॥
তবে কৃষ্ণ দারুকেরে কহেন তখন।
মম রথখানি আন করিয়া সাজন॥
শার্ঙ্গ ধনুকাদি সব তুলহ তাহাতে।
জয়দ্রথ হেতু রণ করিব নিশ্চিতে॥
কদাচিত ধনঞ্জয় ন্যূন যদি হয়।
একাকী করিব আজি কৌরবের ক্ষয়॥
যেক্ষণে হইবে শঙ্খ নিনাদ আমার।
শব্দ শুনি রথ ল'য়ে হবে আগুসার॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
বায়ুবেগে চালাইয়া দেন অশ্বগণ॥
ব্যূহমুখে দ্রোণাচার্য আছেন আপনে।
তাহার পশ্চাতে যত কুরু-সেনাগণে॥
হেনকালে দ্রোণাচার্য ব্যূহের দ্বারেতে।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে॥
দ্রোণে দেখি ধনঞ্জয় করি নমস্কার।
করযোড়ে কহিতেছে কুন্তীর কুমার॥
কি হেতু যুদ্ধের সজ্জা কর মহাশয়।
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার তনয়॥

জয়দ্রথ-বধ হেতু প্রতিজ্ঞা আমার।
তোমারে জানাই তাই কারণ তাহার॥
দ্রোণ কহে এই কথা না হয় উচিত।
কুরুসৈন্যগণ দেখ আমার রক্ষিত॥
আমারে অগ্রেতে তারে করিবে ঘাতন।
কেমনে দেখিব আমি শুনহ অর্জুন॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহেন পার্থেরে।
উপরোধ কেন তুমি করহ দ্রোণেরে॥
সপ্তরথী বেড়ি মারে একাকী বালকে।
অতি শিশু অভিমন্যু রণে মারে তাকে॥
কোন্ উপরোধ গুরু করিল তোমারে।
তুমি কেন উপরোধ করহ উহারে॥
সন্ধান পূরিয়া মার তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।
যেইমতে দ্রোণাচার্য হয় অচেতন॥
এতেক শুনিয়া পার্থ অতি ক্রুদ্ধ মন।
দ্রোণে চাহি লাগিলেন বলিতে তখন॥
বিলম্বে নাহিক তবে আর প্রয়োজন।
উপায় করহ যাহে বাঁচে কুরুগণ॥
আজি যুদ্ধে কৌরবেরে করিব সংহার।
দেখিব কেমনে সবে করহ উদ্ধার॥
এতেক শুনিয়া গুরু অতি ক্রুদ্ধ মন।
অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
দশ বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন যত আচার্যের বাণ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি দ্রোণ ক্রোধে কম্পমান।
গগন ছাইয়া বীর বরিষয়ে বাণ॥
শীঘ্রহস্তে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন যত আচার্যের বাণ॥
দ্রোণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
সব যোদ্ধাগণ দেখে থাকিয়া অন্তর॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি।
আমি যাহা কহি তাহা কর অবগতি॥
জয়দ্রথ বধ হেতু আছে বড় ভার।
দ্রোণ সহ যুদ্ধ কর না করি বিচার॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কহেন কৃষ্ণেরে।
কিমতে যাইব দ্রোণ পথ রুদ্ধ করে॥

কৃষ্ণ বলিলেন শুন আমার বচন।
দ্রোণের দক্ষিণদিকে আছে সেনাগণ॥
এই সেনাগণে বাণে কাটি পাড় তুমি।
সেইখান দিয়া রথ চালাইব আমি॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরেন সন্ধান।
নিমিষে করেন বহু সৈন্য খান খান॥
তবে কৃষ্ণ সেই পথে রথ চালাইল।
দ্রোণেরে পশ্চাতে করি সৈন্যে প্রবেশিল॥
দ্রোণ বলে ধনঞ্জয় এ কোন্ বিচার।
পলাইয়া যাও তুমি অগ্রেতে আমার॥
অর্জুন বলেন গুরু করি নমস্কার।
তোমারে জিনিবে হেন শক্তি আছে কার॥
জয়দ্রথ-বধ হেতু যাইব এখন।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য হাসিতে লাগিল।
একভিতে রথ রাখি পথ ছাড়ি দিল॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অতিশয় ক্রোধে।
যারে পায় তারে মারে নাহি উপরোধে॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ।
রথ অশ্ব পদাতিক করে খান খান॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়।
মহাক্রোধে আগু হৈল দ্রোণের তনয়॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা দোঁহে মহারণ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত সেনাগণ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তবে ক্রোধে মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন।
দ্রৌণির হাতের ধনু কাটেন তখন॥
আর ধনু ল'য়ে বীর দ্রোণের তনয়।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে নির্ভয় হৃদয়॥
তবে ধনঞ্জয় ক্রোধে হইয়া অস্থির।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রৌণির শরীর॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
অচেতন হ'য়ে বীর রথেতে পড়িল॥
রথেতে পড়িল বীর হ'য়ে অচেতন।
হাহাকার করি ধায় যত যোদ্ধাগণ॥

হেনকালে আগু হৈল মিহির-নন্দন।
ধনুক ধরিয়া আসে করিবারে রণ॥
তর্জন করিয়া বলে অর্জুনেরে আঁটি।
লেগেছে তোমারে মৃত্যু তেঁই ছটফটি॥
দ্রোণ সেনাপতি বলে মোর বধ্য নহ।
সেকারণে ভালে ভালে দিনকত রহ॥
নিশ্চয় আমার হাতে তোমার মরণ।
কহিলাম সত্য এই বিধির ঘটন॥
অর্জুন বলেন হাসি হতজ্ঞান তুমি।
পশুর সমান তোমা বিনাশিব আমি॥
কুপিয়া বলিছে কর্ণ বুঝিব এক্ষণে।
কেমনে বাঁচিয়া রহ মোর সনে রণে॥
এত বলি সূর্যসুত সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র নাগ পার্থে গিয়া বেড়ে॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল সর্প করিল ভক্ষণ॥
সর্পেরে গিলিয়া কর্ণে গিলিবারে আসে।
অগ্নি বাণ কর্ণ তবে এড়িল তরাসে॥
অগ্নিতে পক্ষীর পাখা পুড়িল সকল।
হইল প্রলয় অগ্নি সেই রণস্থল॥
এড়েন বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
জলেতে নিবৃত্ত হৈল যত হুতাশন॥
হইল প্রলয় নীর সেই রণস্থলে।
হয় হস্তী পদাতিক ভাসি বুলে জলে॥
শোষক নামেতে বাণ কর্ণ এড়ে রোষে।
শুষিল সকল নীর চক্ষুর নিমিষে॥
কর্ণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর॥
তবে পার্থ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
একেবারে মারিলেন দশ গোটা বাণ॥
কবচ কাটিয়া অঙ্গে প্রবেশ করিল।
মূর্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল॥
মূর্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
রণে ভঙ্গ দিয়া গেল কর্ণ যোদ্ধাপতি॥
তবে ধনঞ্জয় বীর মহাক্রোধ মনে।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাগণে বিনাশিল রণে॥

হেনমতে ছয় ক্রোশ পথ চলি গেল।
গগনমণ্ডলে বেলা দু-প্রহর হৈল॥
হেনকালে কৃষ্ণ কন শুন ধনঞ্জয়।
শ্রমযুক্ত হৈল চারি রথের যে হয়॥
বাণে বিদ্ধ হৈল বড় চলিতে না পারে।
কিমতে যাইব তবে সংগ্রাম ভিতরে॥
দিবা হৈল বহু তৃণ জল নাহি পায়।
হের দেখ ঘন ঘন মম মুখ চায়॥
সমর করহ যদি নামি ভূমিতল।
তবে আমি খাওয়াই অশ্বে তৃণ জল॥
এত শুনি কৃষ্ণ প্রতি কহে গুড়াকেশ।
কেন অসম্ভব কথা কহ হৃষিকেশ॥
সংগ্রামের স্থল ইথে নাহি জলাশয়।
তৃণশূন্য এই স্থল ধূলা উড়ে যায়॥
গোবিন্দ বলেন ক্ষণ রহ হেথা তুমি।
যথা পাই আনি জল খাওয়াইব আমি॥
অর্জুন বলেন বড় হইল বিস্ময়।
যে কহিলে নারায়ণ শুনি ভয় হয়॥
ছল করি ছাড়িবারে চাহিতেছে হরি।
সিন্ধুমাঝে ডুবাইয়া আমারে সংহারি॥
বুঝিলাম অপরাধ হইয়াছে পায়।
তুমি যদি ছাড় তবে নাহিক উপায়॥
তুমি বল তুমি বুদ্ধি পাণ্ডবের প্রাণ।
যার অনুগ্রহে সঙ্কটেতে পাই ত্রাণ॥
হইলে নিদয় বুঝি মোর দোষ দেখি।
অনাথের নাথ হ'য়ে কেন কর দুঃখী॥
আমার প্রতিজ্ঞা যত সে হইল মিছা।
এ ছার জীবনে তবে আর কিবা ইচ্ছা॥
কেমনে সমর-সিন্ধু তরিবারে পারি।
তরণী ফেলিয়া হরি চলিলে কাণ্ডারী॥
কমল-নয়ন কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
করহ আক্ষেপ সখা কিসের লাগিয়া॥
পঞ্চ ভাই তোমরা পাণ্ডব যাজ্ঞসেনী।
রেখেছ ভক্তিতে পার্থ মোরে সদা কিনি॥
পলাইতে পারি কি যে পলাইতে চাই।
হৃদয়-নিগড়ে বন্দী মুক্তি মোর নাই॥

কে জানে কহি যে সত্য তোমা ছয় জনে।
নাহি পারি একদণ্ড পাসরিতে মনে॥
ভূমিতলে নামি যদি করহ সংগ্রাম।
তবেত অশ্বেরে আমি করাই বিশ্রাম॥
এত শুনি ধনঞ্জয় নামিয়া ভূমিতে।
সংগ্রাম করেন বীর ধনুঃশর হাতে॥
তবে কৃষ্ণ রথ হৈতে ভূমিতলে উলি।
ক্রমে ক্রমে ঘুচালেন যত কড়িয়ালী॥
তৃষিত হইল অশ্ব গাত্র ক্ষত বাণে।
জানি নারায়ণ তবে বলেন অর্জুনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ দেখ অশ্বগণে।
তৃষার কারণে চাহে মম মুখপানে॥
বিনা জলপানে অশ্ব না পারে চলিতে।
তাহার বিধান আমি করি যে ত্বরিতে॥
তবে ত করিহ যুদ্ধ কুরুসৈন্য সনে।
হউক ক্ষণেক যুদ্ধ মল্ল মল্লগণে॥
এতেক কহিলে কৃষ্ণ কমললোচন।
এক সরোবর হৈল অপূর্ব রচন॥
নানা জাতি পক্ষিগণ ক্রীড়া করে তাহে।
নানাপুষ্প ফোটে তায় গন্ধে মন মোহে॥
অমৃত সমান হৈল সরোবর নীর।
তাহাতে নামেন অশ্ব ল'য়ে যদুবীর॥
জলেতে ধোয়ান কৃষ্ণ অশ্বের শোণিত।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হইল বিস্মিত॥
অর্জুনেরে ভূমে দেখি যত যোদ্ধাগণ।
সন্ধান পূরিয়া করে অস্ত্র বরিষণ॥
দেখিয়া অর্জুন তবে পূরেন সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দিব্য বাণ॥
আনন্দে গোবিন্দ তবে ল'য়ে অশ্বগণে।
জলপান করালেন হরষিত মনে॥
জলপানে অশ্বগণ হৈল বলবান্।
পূর্বের সদৃশ হৈল করি জলপান॥
তবে কৃষ্ণ অশ্বগণে লইয়া সংহতি।
রথেতে উঠেন গিয়া অতি শীঘ্রগতি॥
এত দেখি ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে।
এক লাফ দিয়া বীর উঠিলেন রথে॥
দ্রুতগতি কৃষ্ণ দেন চালাইয়া হয়।
সমর করেন ধনু ধরি ধনঞ্জয়॥
দ্রোণপর্ব সুধারস জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

———

সাত্যকির ব্যূহ প্রবেশ ও কৌরবদিগের সহিত নানা যুদ্ধ।

মুনি বলে শুন শুন রাজা জন্মেজয়।
করেন দারুণ যুদ্ধ বীর ধনঞ্জয়॥
হেথায় ধর্মের পুত্র না দেখি অর্জুনে।
কৃষ্ণেরে না দেখি দুঃখ ভাবিলেন মনে॥
বহুদূর গেল রথধ্বজ নাহি দেখি।
চিন্তাকুল হ'য়ে রাজা ডাকেন সাত্যকি॥
ডাক শুনি সাত্যকি আসিল সেইক্ষণ।
সাত্যকিরে বলিলেন ধর্মের নন্দন॥
একেশ্বর গেল পার্থ কৌরব ভিতর।
না জানি কিরূপ তথা করয়ে সমর॥
রথধ্বজ নাহি দেখি কিসের কারণ।
এ সকল ভাবি মোর স্থির নহে মন॥
শীঘ্রগতি রথে চড়ি করহ গমন।
ডাকিলাম তোমারে যে এই সে কারণ॥
সাত্যকি বলিল রাজা করি নিবেদন।
তোমার রক্ষার্থ আমি নিযুক্ত এখন॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি যাইব কি মতে।
এই নিবেদন মম তোমার অগ্রেতে॥
শুনি যুধিষ্ঠির বলিলেন আরবার।
মম লাগি চিন্তা কিছু নাহিক তোমার॥
অর্জুনের তত্ত্ব জানি আইস সত্বর।
তবে সে সুস্থির হবে আমার অন্তর॥
এত শুনি সাত্যকি কহিল ভীমসেনে।
সাবধান হ'য়ে তুমি থাকিবে আপনে॥
অর্জুনের তত্ত্ব নিতে কহেন রাজন্।
অতএব তথা আমি করিব গমন॥

ভীম বলে তুমি যাহ অর্জুনের তথা।
যুধিষ্ঠির হেতু তব নাহি কোন ব্যথা॥
সহদেব নকুলাদি যত যোদ্ধাগণে।
রাজারে রাখিবে সবে অতি সাবধানে॥
এত শুনি সাত্যকি উঠিল রথোপরে।
একা রথে যায় বীর নির্ভয় অন্তরে॥
নিমিষেকে প্রবেশিল ব্যূহের ভিতর।
অর্জুনের শিষ্য বীর মহাধনুর্ধর॥
সাত্যকিরে দেখি যত কৌরবের গণ।
ঝটিতি আসিল সবে করিবারে রণ॥
নানা অস্ত্রে রথীগণ ছাইল গগন।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন মেঘ বরিষণ॥
পরিঘ মুষল শেল শূল জাঠা জাঠি।
ভুষণ্ডী পরশু নানা অস্ত্র কোটি কোটি॥
দেখিয়া সাত্যকি বীর সন্ধান পূরিল।
সবাকার অস্ত্র কাটি নিরস্ত্র করিল॥
তবে ক্রোধে দুঃশাসন পূরিল সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধে দশগোটা বাণ॥
সেই বাণ সাত্যকি কাটিল সেইক্ষণ।
মহাধনুর্ধর বীর শিনির নন্দন॥
দশগোটা বাণ তবে পূরিল সন্ধান।
দুঃশাসন ধনু কাটি করে খান খান॥
আর ধনু ধরি বীর ধৃতরাষ্ট্রসুত।
সাত্যকি উপরে বাণ মারেন অযুত॥
কাটিল সকল বাণ শিনির তনয়।
সন্ধান করিয়া বীর করে অস্ত্রময়॥
দশ বাণ মারে বীর ধৃতরাষ্ট্রসুতে।
মূর্ছিত হইয়া দুঃশাসন পড়ে রথে॥
মূর্ছিত দেখিয়া বীর সারথি সত্বর।
আপনি পলায় রথ ল'য়ে অতঃপর॥
সাত্যকি দেখিল পলাইল দুঃশাসন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
ধ্বজচ্ছত্র পতাকায় পৃথিবী ছাইল।
সাত্যকির বাণে সব উচ্ছিন্ন হইল॥
সাত্যকি মন্থিল কুরুবল একেশ্বর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর॥

সাত্যকির যুদ্ধ দেখি যত সৈন্যগণ।
ভয়ে পলাইয়া গেল লইয়া জীবন॥
সাত্যকির সারথি সে অতি বিচক্ষণ।
চালাইয়া দিল রথ পবন গমন॥
পঞ্চ ক্রোশ মহাবীর গেল মুহূর্তেকে।
অর্জুনের রথধ্বজ তথা হ'তে দেখে॥
রথধ্বজ দেখি বীর আনন্দিত মন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
সাত্যকিরে দেখি কৃষ্ণ বলেন অর্জুনে।
আসিল সাত্যকি বীর ওই দেখ রণে॥
সাত্যকি দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
তার যুদ্ধ দেখি হন সানন্দ হৃদয়॥
সাত্যকিরে দেখি ভুরিশ্রবা নরপতি।
রথে চড়ি ধনু ধরি আসিল ঝটিতি॥
সাত্যকিরে দেখি বলে সোমদত্তসুত।
আমি আসিলাম তোর হ'য়ে যমদূত॥
বহুদিনে পাইলাম তোর দরশন।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন॥
এত বড় গর্ব তোর হইল এখন।
একা রথে আসিয়াছ করিবারে রণ॥
শুনিয়া সাত্যকি তবে করিল উত্তর।
কি কারণে এত গর্ব করিস বর্বর॥
মরণ নিকট প্রায় বুঝিনু লক্ষণে।
এমত বচন তোর তাহার কারণে॥
অবশ্য তোমারে আমি করিব সংহার।
একবাণে দেখাইব যমের দুয়ার॥
এতেক শুনিয়া ভুরিশ্রবা নরপতি।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে শীঘ্রগতি॥
মহাক্রোধে ভুরিশ্রবা এড়ে দশ বাণ।
বাণে কাটি সাত্যকি করিল খান খান॥
হেনমতে বাণবৃষ্টি করিল বিস্তর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জর॥
অতঃপর ভুরিশ্রবা অসি চর্ম ল'য়ে।
রথ হ'তে ভূমে পড়ে এক লাফ দিয়ে॥
হেরিয়া সাত্যকি তবে ত্যজে ধনুঃশর।
অসিচর্ম ল'য়ে বীর নামিল সত্বর॥

মণ্ডলী করিয়া দোঁহে ফিরে চারিভিতে।
সাত্যকির চর্ম বীর কাটে আচম্বিতে॥
শুধু খড়্গ ল'য়ে বীর করয়ে সংগ্রাম।
ন্যায়যুদ্ধ করে বীর অতি অনুপম॥
সাত্যকি হইলে তবে ক্রোধে কম্পমান।
ভূরিশ্রবা চর্ম কাটি করে খান খান॥
খড়্গহস্তে দুই বীর করয়ে সমর।
খড়্গের প্রহারে দোঁহে হইল জর্জর॥
জড়াজড়ি করি দোঁহে পড়ে ভূমিতলে।
সাত্যকিরে ধরে ভূরিশ্রবা মহাবলে॥
বুকের উপর উঠে ধরিয়া চিকুরে।
দেখিয়া সাত্যকি বীর বায়ুবেগে ঘুরে॥
হাতে খড়্গ করি তবে সোমদত্ত-সুত।
সাত্যকিরে কাটিবারে হইল উদ্যত॥
কুমারের চাক যেন ঘুরয়ে সারথি।
অদ্ভুত ঘটনা সবে দেখে দূরে থাকি॥
এতেক দেখিয়া তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
ডাকিয়া বলেন হের ওহে ধনঞ্জয়॥
ভূরিশ্রবা ধরিয়াছে সাত্যকির চুলে।
সাত্যকি ঘুরিছে মহাবেগে ভূমিতলে॥
কৃষ্ণবাক্যে ধনঞ্জয় হইলেন ব্যস্ত।
বাণে কাটি পাড়িলেক ভূরিশ্রবা হস্ত॥
এত শুনি রাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
কহ মুনি কিবা হেতু এমত হইল॥
অশ্বত্থামা আদি করি যত যোদ্ধাগণে।
একাকী সাত্যকি বীর জিনে সর্বজনে॥
সাত্যকিরে ভূরিশ্রবা করে পরাজয়।
আশ্চর্য শুনিয়া মম হইল বিস্ময়॥
দ্রোণপর্বে সুধারস জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

———

ভূরিশ্রবা কর্তৃক সাত্যকির পরাজয়
বৃত্তান্ত বর্ণন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সাত্যকির কিবা হেতু হৈল পরাজয়॥
একদিন বাসুদেব পিতৃ-শ্রাদ্ধকালে।
নিমন্ত্রণ করি যত কুটুম্ব আনিলে॥
সোমদত্ত বাহ্লীক সে পাঞ্চাল রাজন্।
শাল্ব শিশুপাল আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ॥
আসিল অনেক রাজা না যায় বর্ণন।
সবাকারে বাসুদেব করে অভ্যর্থন॥
বিচিত্র আসনোপরি বসে সর্বজন।
তার মধ্যে সোমদত্ত লইল আসন॥
সভামধ্যে সোমদত্ত আসন লইল।
সোমদত্ত দেখি শিনি ক্রোধেতে জ্বলিল॥
বসুদেব খুড়া শিনি সাত্যকির বাপ।
সোমদত্তে দেখি শিনি পাইলেক তাপ॥
ডাকিয়া বলেন্ শিনি শুন সোমদত্ত।
সভামধ্যে বৈস তুমি এ কোন মহত্ত্ব॥
আমা সবা না মানিস্ কোন্ অহঙ্কারে।
পৃথিবীর মধ্যে কেবা না জানে তোমারে॥
মর্যাদা থাকিতে শীঘ্র যাহ পলাইয়া।
আপন সদৃশ যোগ্যস্থানে বৈস গিয়া॥
এত শুনি সোমদত্ত ক্রোধেতে জ্বলিল।
অগ্নির উপরে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥
সোমদত্ত বলে শিনি না করিস্ গর্ব।
তোমার মহত্ত্ব যত আমি জানি সর্ব॥
তোমা হৈতে ন্যূন কেবা আছয়ে ধরণী।
মোর অগোচরে নহে সব আমি জানি॥
এতেক শুনিয়া শিনি মহাকোপ মন।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে শুন সর্বজন॥
এত অহঙ্কার তোর ওরে কুলাঙ্গার।
পরে নিন্দ ছিদ্র নাহি জান আপনার॥
ইহার উচিত ফল দিব আজি তোরে।
এত বলি মহাক্রোধে উঠিল সত্বরে॥
শিনি দেখি সোমদত্ত উঠি সেইক্ষণ।
হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ করে দুইজন॥
তবে শিনি মহাক্রোধে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া উঠিল হাসি যত সভাস্থলে॥
কেশে ধরি চড় মারে বজ্রের সমান।
এক চড়ে দন্তগুলা করে খান খান॥

তবে সবে উঠি দোঁহা বারণ করিল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশে নাহি গেল ॥
সভামধ্যে সোমদত্ত পেয়ে অপমান।
তপস্যা করিতে বনে করিল প্রয়াণ ॥
দ্বাদশ বৎসর তপ করে অনাহারে।
একচিত্তে সোমদত্ত সেবিল শঙ্করে ॥
তপস্যাতে বশ হইলেন মহেশ্বর।
বৃষেতে চড়িয়া আসে বনের ভিতর ॥
হর বলিলেন বর মাগহ রাজন্।
এত বলি সোমদত্তে ডাকে পঞ্চানন ॥
ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিলেক হর।
বিভূতি ভূষণ জটাধারী গঙ্গাধর ॥
আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া শঙ্করে।
বিবিধ প্রকারে রাজা বহু স্তুতি করে ॥
সোমদত্ত বলে যদি হ'লে কৃপাবান্।
এক নিবেদন আমি করি তব স্থান ॥
সভামধ্যে শিনি মোরে অপমান কৈল।
সভামধ্যে নৃপগণ বসিয়া দেখিল ॥
অগ্নিবৎ অঙ্গ দহে সেই অপমানে।
এই নিবেদন করি আমি তব স্থানে ॥
যদি মোরে বর দিবে দেব পশুপতি।
মহাধনুর্দ্ধর মম হউক সন্ততি ॥
তার পুত্রে মম পুত্র জিনিবে সমরে।
রাজগণ মধ্যে যেন অপমান করে ॥
ইহা বিনা আর বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মহাপ্রভু আজ্ঞা কর তুমি ॥
শঙ্কর বলেন বর দিলাম তোমারে।
তব পুত্র জিনিবেক শিনির কুমারে ॥
প্রাণে মারিবারে তারে নাহিক শকতি।
এত বলি কৈলাসে গেলেন পশুপতি ॥
শিব স্থানে হেন বর পেয়ে নরবর।
আনন্দিত হয়ে গেল আপনার ঘর ॥
ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে জিনে শিব-বরে।
তার উপাখ্যান এই জানাই তোমারে ॥
দ্রোণপর্বে পুণ্যকথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

ভূরিশ্রবা বধ।

মুনি বলে অত্যাশ্চর্য শুন জন্মেজয়।
শিব-বরে সাত্যকির হৈল পরাজয় ॥
ভূরিশ্রবা হস্ত যদি অর্জুন কাটিল।
অচেতন হ'য়ে তবে ভূমিতে পড়িল ॥
পুনরপি উঠি বসে সমরের স্থলে।
নিন্দা করি ভূরিশ্রবা অর্জুনেরে বলে ॥
ধিক্ ধিক্ ধনঞ্জয় বীরপণা তোর।
অন্যায় করিয়া হস্ত কাটিলি যে মোর ॥
সাত্যকি সহিত রণ আছিল আমার।
কাটিলি আমার হস্ত তুই কুলাঙ্গার ॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি স্বর্গে যাই আমি
এই পাপে ধনঞ্জয় হবে অধোগামী ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হ'লেন লজ্জিত।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ কেন হও ভীত ॥
কৃষ্ণ ডাকি বলিলেন ভূরিশ্রবা প্রতি।
একা অভিমন্যু বীরে বেড়ে সপ্তরথী ॥
কোন্ ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যুরে মারিলে।
এবে বুঝি সে সকল কথা পাসরিলে ॥
মৃত্যুকালে ধর্মবুদ্ধি হইল তোমার।
অর্জুনেরে নিন্দা কর তুমি কুলাঙ্গার ॥
কটুবাক্য শুনি ভূরিশ্রবা নরপতি।
কহিতে লাগিল নিন্দা করি কৃষ্ণ প্রতি ॥
ভূরিশ্রবা বলে কৃষ্ণ কহিলে প্রমাণ।
তোমা হৈতে এত সব হৈল অপমান ॥
কি কারণে নিন্দা আমি করি অর্জুনেরে।
তোমা সম দুষ্ট নাহি পৃথিবী ভিতরে ॥
তব কূট বুদ্ধে হৈল সকল সংহার।
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি কহিব আর ॥
এত বলি ভূরিশ্রবা হইল বিমন।
কি কর্ম করিনু আমি নিন্দি নারায়ণ ॥
আপনার কর্মভোগ করি যে আপনে।
তবে কেন হীন হ'য়ে নিন্দি নারায়ণে ॥
অন্তকালে যেইজন স্মরে নারায়ণ।
চতুর্ভুজরূপে যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥

এতেক ভাবিয়া ভুরিশ্রবা নরপতি।
বিবিধ প্রকারে করে গোবিন্দের স্তুতি ॥
ডাকিয়া বলিল কৃষ্ণ তোমারে নিন্দিয়া।
কি গতি আমার হবে না পাই ভাবিয়া ॥
আপনার গুণে নাথ স্থান দেহ পায়।
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমায় ॥
এত বলি ভুরিশ্রবা মৌনেতে রহিল।
হৃদয়-পঙ্কজে পদ ভাবিতে লাগিল ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তুমি ত্যজ দুঃখ মন।
স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাহ বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
সিদ্ধ ঋষি যোগী যেই স্থান নাহি পায়।
তথাকারে যাহ তুমি আমার আজ্ঞায় ॥
বৈকুণ্ঠেতে আগে তুমি করহ গমন।
তথা গিয়া তোমা সঙ্গে করিব মিলন ॥
ভুরিশ্রবা প্রতি কৃষ্ণ এতেক কহিল।
কৃষ্ণধ্যান করি রাজা মৌনেতে রহিল ॥
হেনকালে সাত্যকি উঠিল ভূমি হৈতে।
খড়্গ ল'য়ে যায় ভুরিশ্রবারে কাটিতে ॥
হাতে চুল জড়াইয়া খড়্গ লয়ে করে।
খণ্ড খণ্ড করি বীর কাটিল তাহারে ॥
এতেক দেখিয়া কৌরবের সেনাগণ।
সাত্যকি উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
এক লাফে সাত্যকি উঠিল গিয়া রথে।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া অস্ত্র নিল হাতে ॥
নিমিষেতে মারে লক্ষ লক্ষ সেনাগণ।
বাণবৃষ্টি করে বীর মহাকোপ মন ॥
দ্রোণপর্ব পুণ্যকথা জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

——

ভীমের যুদ্ধে দুর্যোধনের দশ ভ্রাতার মৃত্যু।

মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব কথন।
হেনমতে শিনিপুত্র করে মহারণ ॥
হেথা রাজা যুধিষ্ঠির সচিন্তিত মন।
অনুক্ষণ করিছেন পার্থের ভাবন ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা হৈল আসি প্রায়।
নাহি জানি পার্থ করে কেমন উপায় ॥
প্রতিজ্ঞা করিল বীর বড়ই দুষ্কর।
জয়দ্রথে না মারিয়া না আসিবে ঘর ॥
অতএব গেল তার উদ্দেশ কারণ।
নাহি জানি কোথা গেল সিন্ধুর নন্দন ॥
তত্ত্ব জানিবারে তবে পাঠাই সাত্যকি।
প্রহর পর্যন্ত হৈল তারে নাহি দেখি ॥
এই সব ভাবি মম মন নহে স্থির।
এত বলি বৃকোদরে ডাকি যুধিষ্ঠির ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা শুনি বীর বৃকোদর।
রণ ত্যজি সেইক্ষণে আসিল সত্বর ॥
রাজার অগ্রেতে রহে করি যোড়কর।
ভীমে দেখি কহিলেন ধর্ম নৃপবর ॥
অর্জুনের তত্ত্ব ভাই নাহি পাওয়া গেল।
সাত্যকিরে পাঠাইনু সেহ নাহি এল ॥
একা বিপক্ষের মাঝে গেল পার্থবীর।
তারে না দেখিয়া মম বিকল শরীর ॥
এ হেতু তোমারে ডাকি ভাই বৃকোদর।
অর্জুনের তত্ত্ব জানি আইস সত্বর ॥
ভীম বলে মহারাজ করি নিবেদন।
অর্জুনের হেতু কেন করহ ভাবন ॥
ত্রিদশ-ঈশ্বর কৃষ্ণ যাহার সারথি।
তার জন্য চিন্তা কেন কর নরপতি ॥
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা যদি করে রণ।
তথাপি অর্জুনে নাহি জিনে কদাচন ॥
যুধিষ্ঠির বলে ভাই কহিলে প্রমাণ।
জানি শুনি তবু স্থির নহে মম প্রাণ ॥
পুনরপি কহে ভীম রাজারে চাহিয়া।
কি মতে যাইব আমি তোমারে ছাড়িয়া ॥
অনুক্ষণ দ্রোণ আসে তোমারে ধরিতে।
আমি গেলে কে যুঝিবে তাহার সহিতে ॥
রাজা কহিলেন চিন্তা নাহিক তোমার।
তুমি আন গিয়া অর্জুনের সমাচার ॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্নে ডাকি বৃকোদর।
প্রত্যক্ষ কহিল যত রাজার উত্তর ॥

অর্জুনের তত্ত্বে আমি যাইব ত্বরিত।
রাজারে রাখিবে সবে করি সুবিহিত ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে চিন্তা নাহিক তোমার।
রাজারে রাখিতে ভার রহিল আমার ॥
দ্রোণপুত্র আসুক আপনি দ্রোণ আসে।
স্থির জান পাঠাইব যমের আবাসে ॥
এত শুনি ভীম হৈল হরিষ অন্তর।
বিশোকে বলিল রথ সাজাহ সত্বর ॥
বিশোক সারথি সেই অতি বিচক্ষণ।
রথের উপরে তোলে নানা প্রহরণ ॥
শত শত ধনু তোলে গদা বহুতর।
শেল শূল কোটি কোটি ভূষণ্ডী তোমর ॥
শ্রীহরি স্মরিয়া বীর চড়ে গিয়া রথে।
দুর্জয় ধনুক তুলি লইলেক হাতে ॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ছাড়ে হুহুঙ্কার।
পর্বত পড়য়ে শব্দে হইয়া বিদার ॥
প্রমত্ত কেশরী সম রণমত্ত বীর।
সংগ্রামে কাহার শক্তি আগে হয় স্থির ॥
সারথি সমীর জিনি চালাইল হয়।
উত্তরিল ব্যূহমধ্যে পবন-তনয় ॥
বাণ হানে ক্ষিপ্র হস্তে রিপু করে নাশ।
বিপক্ষ পড়য়ে লক্ষ গণিয়া হুতাশ ॥
সিংহ দেখি শিবা যেন হৈল সৈন্যগণ।
ভয়েতে আকুল মন কম্পে ঘনে ঘন ॥
কেহ বলে কার মুখ চাহি আসে ভীমা।
মৃত্যুপতি মূর্তি হ'য়ে আসে কালনিমা ॥
পলাইলে বধে প্রাণে গোড়াইয়া পাছে।
নির্দয় নিষ্ঠুর হেন কোথায় কে আছে ॥
পলাইলে কি হইবে না বাঁচিবে তায়।
প্রাণপণে কর যুদ্ধ নিজ ভরসায় ॥
মরিব ভীমের হাতে নাহিক এড়ান।
যা থাকে কর্মের ফল কে করিবে আন ॥
চিন্তিয়া সাহসে ভর করি সেনাগণ।
চতুর্দিকে বেড়ি অস্ত্র করে বরিষণ ॥
সিংহের সম্মুখে কিবা শিবার গণনা।
হুহুঙ্কার ছাড়ে ভীম পড়য়ে ঝন্‌ঝনা ॥
লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ নাশয়ে বাণাঘাতে।
বড় বড় হস্তী পাড়ে প্রহারি গদাতে ॥
ভীমের সমর দেখি দ্রোণবীর রোষে।
দ্বার আগুলিয়া বীর কহে ক্রোধবশে ॥
মোরে না জিনিয়া ভীম যাইবে কেমনে।
এত বলি বাণ যোড়ে ধনুকের গুণে ॥
গর্জিয়া কহিল ভীম যেন মেঘধ্বনি।
অপরাধ হয় পাছে এই ভয় মানি ॥
উপরোধ রক্ষা কর দেহ পথ ছাড়ি।
নহে চূর্ণ করি দেব মারি গদাবাড়ি ॥
শুনিয়া হইল গুরু ক্রোধে হুতাশন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বৃষ্টির পশলা যেন বরিষার কালে।
ঢাকিল ভীমের রথ পথ শরজালে ॥
দারুণ কুপিল ভীম যেন কালসাপ।
রথ হৈতে ভূমে পড়ে দিয়া এক লাফ ॥
সাপটিয়া আচার্যের রথখান ধরে।
টান দিয়া ফেলে রথ যোজন অন্তরে ॥
তাহার চাপনে দল তল যায় কত।
সারথি হইল নাশ অশ্বগণ হত ॥
ধ্বজ ভাঙ্গে রথ নেড়ামুড়া হ'য়ে রয়।
লাফ দিয়া পলাইল দ্রোণ মহাশয় ॥
পশ্চাতে করিয়া দ্রোণ বীর বৃকোদর।
অতিবেগে প্রবেশিল ব্যূহের ভিতর ॥
গদা হাতে গর্জে বীর অতি দীর্ঘ পদে।
প্রকাণ্ড পর্বত তনু মত্ত বীরমদে ॥
সমরে প্রচণ্ড শূর চূর করে যায়।
গদাঘাতে রথরথী পদাতি লোটায় ॥
বিশোক চালায় বায়ুবেগে অশ্বগণ।
উত্তরিল ব্যূহমধ্যে পবন-নন্দন ॥
দেখিয়া সৈন্যের ক্ষয় রবির নন্দন।
আগুলিল ভীমে আসি অতি ক্রুদ্ধ মন ॥
কর্ণেরে দেখিয়া ভীম মহাক্রুদ্ধ হৈল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া দিব্য অস্ত্র নিল ॥
কর্ণ বলে ভীম আজি দেহ মোরে রণ।
অবশ্য পাঠাব তোমা যমের সদন ॥

এত শুনি বৃকোদর ক্রোধে হুতাশন।
কর্ণেরে চাহিয়া বলে করিয়া তর্জন॥
আজি তোরে বাণে আমি করিব সংহার।
কহিনু জানহ বাক্য স্বরূপ আমার॥
এত বলি বৃকোদর এড়ে অস্ত্রগণ।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
যত বাণ এড়ে ভীম কাটে কর্ণ বীর।
দেখি বৃকোদর বীর কম্পিত শরীর॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর মারে দশ বাণ।
দুই বাণে ধ্বজ কাটি করে খান খান॥
চারিবাণে সারথিরে কাটিল সত্বর।
চারিবাণে সারথিরে দিল যমঘর॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাবল॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
মহাক্রোধে বাণ এড়ে সৈন্যের উপর॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে রক্তে বহে নদী॥
দেখিয়া আকুল বড় রাজা দুর্যোধন।
সহোদরগণে ডাক দিল সেইক্ষণ॥
দশ জন যুঝিবারে হৈল আগুয়ান্।
অযুতেক হস্তী আসে মহাবলবান্॥
মুষল মুদ্গর বান্ধা শুণ্ডে সবাকার।
ঈষাদন্ত সম হস্তী পর্বত আকার॥
হস্তীগণে দেখি ভীম ত্যজে ধনুঃশর।
হাতে গদা করি নামে সংগ্রাম ভিতর॥
শতমণ লৌহ দিয়া গড়া গদাখান।
মহাভয়ঙ্কর দেখি কালের সমান॥
হেন গদা ল'য়ে বীর ধাইল সত্বর।
নিমিষেতে মারে দশ সহস্র কুঞ্জর॥
গদার প্রহার যেন বজ্রের সোসর।
শত শত একেবারে মারে বৃকোদর॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ আসে দশজন।
ভীমের উপরে করে অস্ত্র বরিষণ॥
লাফ দিয়া লঙ্ঘে ভীম যোজনের বাট।
পলাইতে কুরুর পড়িয়া মরে ঠাট॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর গদা ল'য়ে ধায়।
রথ অশ্বসহ বীর চূর্ণ করি যায়॥
দশজনে মারে বীর গদার প্রহারে।
দেখি দুর্যোধন বীর হাহাকার করে॥
সঞ্জয় কহেন ধৃতরাষ্ট্রে সমাচার।
দশ পুত্র রাজা তব হইল সংহার॥
গদার প্রহারে মারে বীর বৃকোদর।
অযুতেক হস্তী পড়ে মহা ভয়ঙ্কর॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হৈল অচেতন।
বহু বিলাপিয়া অন্ধ করয়ে রোদন॥
ক্ষণেক থাকিয়া বলে শুনহ সঞ্জয়।
বড়ই দারুণ ভীম নির্দয় হৃদয়॥
একেবারে দশপুত্রে করিল সংহার।
এতেক বলিয়া অন্ধ করে হাহাকার॥
সঞ্জয় বলিল কেন করহ রোদন।
পূর্বে যত কহিলাম না কৈলে শ্রবণ॥
অধর্ম করিলে নহে ভদ্র আপনার।
যতেক করিলে জান সব সমাচার॥
বিদুর প্রভৃতি করি বলিল তোমারে।
কার বাক্য না শুনিলে তুমি অহঙ্কারে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ আমারে সঞ্জয়।
কভু না শুনিনু পাণ্ডবের পরাজয়॥
যতেক শুনি যে পড়ে মোর সেনাগণ।
বিশেষিয়া কহ মোরে ইহার কারণ॥
সঞ্জয় কহিল রাজা শুন সাবধানে।
পাণ্ডবের দলে কৃষ্ণ আছেন আপনে॥
"যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম" জানিহ রাজন্।
"যথা ধর্ম তথা জয়" বেদের বচন॥
পুত্র সম স্নেহ নাহি দৈব সম বল।
বিদ্যা সম বন্ধু নাহি ব্যাধি সম খল॥
সর্বকাল দৈববল আছে ধর্ম সুতে।
বিরোধ তাহার সঙ্গে আপনা খাইতে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন দৈব বলবান্।
নিরর্থক পুরুষার্থ করহ বাখান॥
দ্রোণপর্বে পুণ্যকথা জয়দ্রথ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

ভীমের হস্তে দুর্যোধনের ত্রিংশ ভ্রাতার মৃত্যু।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে বৃকোদর করে মহারণ॥
পুনরপি কর্ণবীর রথেতে চড়িয়া।
যুদ্ধ করিবারে আসে তর্জন করিয়া॥
গদা হাতে বৃকোদর দেখি ভূমিতলে।
শীঘ্রগতি কর্ণবীর নানা অস্ত্র ফেলে॥
প্রলয়ের মেঘ যেন বরিষয়ে জল।
সেইমত অস্ত্র ফেলে কর্ণ মহাবল॥
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্পকায়।
বায়ুবেগে গদা বীর মস্তকে ফিরায়॥
গদায় ঠেকিয়া বাণ চূর্ণ হ'য়ে উড়ে।
এক লাফে ভীম তার রথে গিয়া চড়ে॥
চারি অশ্ব মারিলেক রথের উপর।
এক চড়ে সারথিরে দিল যমঘর॥
কর্ণ চুলে ধরি বীর অতি শীঘ্রগতি।
মারিতে উদ্যত হৈল ভীম মহামতি॥
হেনকালে আচম্বিতে মনেতে পড়িল।
কর্ণেরে মারিতে পার্থ প্রতিজ্ঞা করিল॥
আজি যদি যুদ্ধে আমি কর্ণে করি ক্ষয়।
হইবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পার্থের নিশ্চয়॥
এত বলি কর্ণে ছাড়ি দিল বৃকোদর।
আপনার রথে গিয়া চড়িল সত্বর॥
অপমান পেয়ে কর্ণ লজ্জিত বদন।
আর রথে চড়ি বীর করিল গমন॥
কৃপাচার্য প্রতি দ্রোণ কহিল তখন।
হের দেখ ভীম করে কর্ণের নিধন॥
এতেক বলিয়া দোঁহে হাসিতে লাগিল।
হাস্য দেখি কর্ণ বীর লজ্জিত হইল॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
পুনরপি ধনু ধরি করয়ে সমর॥
সৈন্যের উপরে বীর বাণবৃষ্টি করে।
মারিল অসংখ্য সৈন্য গেল যমঘরে॥
ভীমের দেখিয়া কোপ অনল সমান।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান॥
এতেক দেখিয়া তবে দুঃশাসন বেগে।
হাতে ধনু করি গেল ভীমসেন আগে॥
যেই বেগে আগু হৈল গান্ধারী-তনয়।
চারি বাণে কাটে তার চারিটি যে হয়॥
দুই বাণে ধ্বজ কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥
না করিতে যুদ্ধ এত অপমান পায়।
ভয়ে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র কম্পমান কায়॥
রথ এড়ি দুঃশাসন পলায় সত্বর।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে বীর বৃকোদর॥
ওরে মূঢ়মতি কেন পলাইস্ রণে।
স্থির হ'য়ে যুদ্ধ কর যুঝি বীরপণে॥
শৃগালের প্রায় যাস্ না করিয়া রণ।
ধিক্ ধিক্ দুঃশাসন তোমার জীবন॥
মনে করে পলাইয়া পরাণ পাইব।
খুঁজিয়া ধরিব আমি যেখানে দেখিব॥
শোণিত খাইব তোর বিদারিয়া বুক।
পাসরিব পূর্বকার তবে যত দুঃখ॥
যাহ যাহ নির্লজ্জ পামর দুই পশু।
করিব তোমারে বধ কালি কি পরশু॥
এত শুনি দুঃশাসন ক্রোধে নেউটিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া দিব্য অস্ত্র নিল॥
দেখি বৃকোদর বীর হরিষ অন্তর।
কালদণ্ড সম তাহে নিল ধনুঃশর॥
সন্ধান পূরিয়া মারে দুঃশাসন বুকে।
বাণাঘাতে দুঃশাসন ঘুরে ঘন পাকে॥
অচেতন হ'য়ে রথে পড়ে দুঃশাসন।
ঝলকে ঝলকে হয় শোণিত বমন॥
দেখি ক্রোধে ধায় দিবাকর-সুত রোষে।
হারিয়া নাহিক লজ্জা নির্লজ্জ বিশেষে॥
কর্ণে দেখি মহাক্রোধে বলে বৃকোদর।
ধিক্ ধিক্ ওরে দুষ্ট নির্লজ্জ পামর॥
পুনঃপুনঃ পলাইস্ শৃগালের প্রায়।
বড়ই নির্লজ্জ তুই দেখিনু সভায়॥
এত শুনি মহাক্রোধে কর্ণ এড়ে বাণ।
অর্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান॥

যত অস্ত্র এড়ে কর্ণ কাটে বৃকোদর।
ক্রোধে শক্তি মারে বীর ভীমের উপর॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পূরিল সন্ধান।
দুই বাণে শক্তি কাটি করে খান খান॥
দিব্য ভল্ল দশ গোটা ক্রোধে এড়ে শর।
কবচ কাটিয়া তার ভেদিল শরীর॥
মূর্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল।
সারথি সত্বরে রথ ল'য়ে পলাইল॥
তবে আর আগুয়ান নহে কোন রথী।
সিংহনাদ করি চলে ভীম মহামতি॥
ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির।
পলায় সকল সৈন্য বিকল শরীর॥
এতেক দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবর।
যুদ্ধ করিবারে আসে ত্রিংশ সহোদর॥
ভয়ঙ্কর ত্রিংশ হস্তী আরোহণ করি।
ভীমের অগ্রেতে গেল হাতে ধনু ধরি॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে দেখি বৃকোদর।
হাতে গদা করি ধায় হরিষ অন্তর॥
আট শিরা গদা গোটা মহাভয়ঙ্কর।
শত শত ঘণ্টা বাজে দেখিতে সুন্দর॥
হেন গদা ভীমবীর হাতেতে করিয়া।
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে যায় খেদাড়িয়া॥
আনন্দিত বৃকোদর নির্ভয় শরীর।
ছাগপুঞ্জ দেখি যেন ব্যাঘ্র নহে স্থির॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে করিতে বিনাশ।
ক্রোধে ধায় বৃকোদর ছাড়িয়া নিঃশ্বাস॥
করি-কুম্ভস্থলে মারে গদা বজ্রবাড়ি।
ত্রিংশ ঘায় ত্রিংশ হস্তী যায় গড়াগড়ি॥
হস্তী সব চূর্ণ করি ধায় বৃকোদর।
নিমিষেতে বিনাশিল ত্রিংশ সহোদর॥
ব্যাকুল হইয়া কান্দে রাজা দুর্যোধন।
আজিকার যুদ্ধে সব হইল নিধন॥
হেথায় সঞ্জয় বার্তা কহে অন্ধ স্থানে।
চল্লিশ কুমার তব পড়ি গেল রণে॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে হ'য়ে অচেতন।
সিংহাসন ছাড়ি রাজা করিছে রোদন॥
কতক্ষণ থাকি রাজা বলিল বচন।
একা ভীম মোর বংশ করিল নিধন॥
সঞ্জয় বলিছে কিবা হয়েছে এখন।
একা ভীম তব বংশ করিবে নিধন॥
দ্রোণপর্ব সুধারস জয়দ্রথ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

ভীমহস্তে দুর্যোধনের পঞ্চাশৎ ভ্রাতার নিধন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে ভীমসেন করে ঘোর রণ॥
ভীমের সংগ্রাম দেখি ভীত কুরুদল।
হাহাকার মহাশব্দ হৈল গণ্ডগোল॥
পুনরপি উঠে ভীম রথের উপর।
রথ চালাইয়া দিল বিশোক সত্বর॥
বিশোক চালায় রথ বায়ুসম গতি।
যুঝিতে যুঝিতে যান ভীম মহামতি॥
কতদূরে গিয়া ভীম সাত্যকি দেখিল।
আনন্দিত হ'য়ে তারে বার্তা জিজ্ঞাসিল॥
ভীম বলে কহ অর্জুনের সমাচার।
কি কারণে রথধ্বজ নাহি দেখি তার॥
সাত্যকি কহিল ওই দেখ বৃকোদর।
দ্রোণসহ ধনঞ্জয় করয়ে সমর॥
অর্জুনে দেখিয়া ভীম আনন্দিত হৈল।
ভীম দেখি কর্ণবীর পুনশ্চ আইল॥
কর্ণেরে দেখিয়া ভীম বলে ডাক দিয়ে।
পুনঃপুনঃ আসি পুনঃ যাইস্ পলায়ে॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুঝ তবে জানি কথা।
এক বাণে আজি তোর কাটি পাড়ি মাথা॥
এত বলি বৃকোদর নিল ধনুখান।
কর্ণের উপরে মারে তীক্ষ্ণ দশবাণ॥
বাণাঘাতে ব্যথান্বিত হৈল অঙ্গপতি।
পলাইল যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণ শীঘ্রগতি॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর অনল সমান।
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ॥

লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে নাহি তার অন্ত।
গিরিসম হস্তী পড়ে ঈষা সম দন্ত॥
ধ্বজ ছত্র পতাকাদি পড়ে সারি সারি।
যতেক পড়িল সৈন্য লিখিতে না পারি॥
আট অক্ষৌহিণী সেনা পড়ে সেইদিনে।
এতেক করিল ক্ষয় বীর তিনজনে॥
অর্জুন সাত্যকি দোঁহে চারি অক্ষৌহিণী।
চারি অক্ষৌহিণী ভীম জিনিল আপনি॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব এতেক দেখিয়া।
আসিল পঞ্চাশ জন রথেতে চড়িয়া॥
সৈন্যসজ্জা কোলাহল হয় হস্তী রথ।
চারিদিকে ঘেরি বেড়ে আবরিয়া পথ॥
দেখিয়া ধাইল তবে বীর বৃকোদর।
পুনরপি গদা ল'য়ে সংগ্রাম ভিতর॥
রথসহ চূর্ণ করি যায় বৃকোদর।
পঞ্চাশ ভ্রাতারে ক্রমে দিল যমঘর॥
নবতি সোদর পড়ে দেখি দুর্যোধন।
ভ্রাতৃগণ শোকে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর।
সহোদর নবতিরে মারে বৃকোদর॥
পূর্বে দশ পরে ত্রিশ এখন পঞ্চাশ।
নবতি পুত্র হইল ভীম হস্তে নাশ॥
কি বল কি বল বলে অন্ধ নরপতি।
মূর্চ্ছিত হইয়া তবে পড়ি গেল ক্ষিতি॥
শুনিয়া গান্ধারী দেবী হৈল অচেতন।
বংশ নাশ করে মোর পাণ্ডুর নন্দন॥
অন্তঃপুরে উঠে রোদনের কোলাহল।
হাহাকার করে সবে না বান্ধে কুন্তল॥
শত শত বধূগণ করিয়া রোদন।
টানিয়া ফেলিল নিজ বস্ত্র আভরণ॥
কোমল শরীর সবে পরমাসুন্দরী।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাহাকার করি॥
জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
কিমতে হইল বধ আর দশজন॥
পিতামহ চরিত্র অপূর্ব উপাখ্যান।
অমৃত হইতে রস শুনি তব স্থান॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

———

দুর্যোধন ও দুঃশাসন ব্যতীত ভীম কর্তৃক অষ্ট ভ্রাতার মৃত্যু।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
হেনমতে যুদ্ধ করে ভীম মহামতি॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে বধিয়া সমরে।
সহস্রেক হস্তী মারে গদার প্রহারে॥
শোকেতে আকুল হইলেন দুর্যোধন।
ভ্রাতৃগণ-মৃত্যু দেখি করয়ে রোদন॥
অবশিষ্ট ছিল আর দশ সহোদর।
সবা ল'য়ে দুর্যোধন চলিল সত্বর॥
দুর্যোধনে দেখি ধায় পবন-নন্দন।
গদা ঘুরাইল যেন সাক্ষাৎ শমন॥
তর্জন করিয়া ভীম কহে দুর্যোধনে।
ধৃতরাষ্ট্র-বংশ নাশ হবে আজি রণে॥
এত বলি বৃকোদর গদা ল'য়ে যায়।
মৃগ মারিবারে যেন মৃগপতি ধায়॥
ভীমে দেখি দুর্যোধন গদা ল'য়ে হাতে।
রথ এড়ি মারিবারে ধাইল ত্বরিতে॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে অবনী উপর।
হুহুঙ্কার শব্দে দোঁহে গর্জে নিরন্তর॥
মহাক্রোধে বৃকোদর গদা প্রহারিল।
কবচ কাটিয়া তার মর্মেতে ভেদিল॥
মূর্চ্ছিত হইল বীর সংগ্রাম ভিতর।
দেখিয়া ধাইল তার নয় সহোদর॥
দুঃশাসন সহ আসে ভাই অষ্টজন।
ভীমের উপরে বাণ করে বরিষণ॥
দেখিয়া কুপিত হৈল পবন-নন্দন।
গদা হাতে করি ধায় পবন গমন॥
রথসহ অষ্টজনে করিল নিধন।
দেখি ভয়ে পলাইয়া গেল দুঃশাসন॥

কেবল রহিল দুর্যোধন দুঃশাসন।
সমরে পড়িল আর সব ভ্রাতৃগণ॥
কান্দিতে কান্দিতে তবে রাজা দুর্যোধন।
রথে চড়ি পলাইল লইয়া জীবন॥
পুনরপি কর্ণবীর ল'য়ে ধনুর্বাণ।
ভীমের সম্মুখে গেল পূরিয়া সন্ধান॥
ক্রমে ক্রমে কর্ণ ছয় বার পলাইল।
পুনরপি ধনু ধরি যুঝিতে লাগিল॥
গদা হাতে করি ধায় বীর বৃকোদর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারে অসংখ্য কুঞ্জর॥
তবে কর্ণ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
দশ বাণে গদা কাটি করে খান খান॥
নিরস্ত হইয়া বীর সংগ্রাম ভিতর।
কাটা হস্তী তুলি ফেলে কর্ণের উপর॥
যত হস্তী ফেলে তাহা কাটে কর্ণ বীর।
বাণে খণ্ড খণ্ড কৈল ভীমের শরীর॥
কাটা অশ্ব গজ ছিল সব ক্ষয় হৈল।
দুই হাতে কাটা স্কন্ধ ফেলিতে লাগিল॥
কর্ণ বীর বাণ এড়ে সংগ্রামে প্রচণ্ড।
যত সব কাটা স্কন্ধ করে খণ্ড খণ্ড॥
বাণে খণ্ড খণ্ড হৈল ভীমের শরীর।
সর্বাঙ্গ বহিয়া তার পড়িছে রুধির॥
অশক্ত হইল বীর সংগ্রাম ভিতরে।
শীঘ্রগতি কর্ণবীর ধরিল ভীমেরে॥
গুণসহ ধনু ধরি দিল তার গলে।
হাতেতে ধরিয়া তবে কর্ণ বীর বলে॥
এই বল ধরি তুই করিস্ সমর।
কি উপায় এবে বল আরে বৃকোদর॥
গুরুজন সহ তুমি না করিহ রণ।
সমানের সহ সদা কর ক্ষত্রপণ॥
এতেক কহিতে কর্ণ রবির নন্দন।
কুন্তীর বচন মনে হইল স্মরণ॥
পাছে এই কথা সব দুর্যোধন শুনে।
শীঘ্রগতি ছাড়ি দিল পবন-নন্দনে॥
মহাভারতের কথা কলুষ নাশন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশী করিল রচন॥

জয়দ্রথ বধ।

কহে জন্মেজয় বল মুনি অতঃপরে।
কেমনে অর্জুন জয়দ্রথেরে সংহারে॥
মুনি কন শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
ভীমের লাঞ্ছনা হেন করি নিরীক্ষণ॥
পার্থ প্রতি চাহি কৃষ্ণ কহেন তখন।
হের সখা কর্ণসহ ভীম করে রণ॥
মহাদম্ভে কর্ণ কৈল ভীমে পরাজয়।
বাণে বিন্ধি করিলেন ভীমের সংশয়॥
আজি বৃকোদর বড় পায় অপমান।
উপহাস করে কর্ণ দেখ বিদ্যমান॥
দেখি ধনঞ্জয় হৈল বিষণ্ণ বদন।
ভীম গিয়া নিজ রথে চড়িল তখন॥
মহাক্রোধে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
হয় রথ পদাতিরে করে খান খান॥
হেনমতে একাদশ ক্রোশ গেল রথ।
আর এক ক্রোশ মধ্যে আছে জয়দ্রথ॥
চারিদণ্ড বেলা মাত্র আছয়ে গগনে।
দেখিয়া হইল চিন্তা প্রভু নারায়ণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ চল শীঘ্রগতি।
চারিদণ্ড আছে মাত্র দিনকর স্থিতি॥
এক ক্রোশ পথ যেতে হইবেক আর।
হেথায় সংগ্রাম কর না বুঝি বিচার॥
অর্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
সৈন্যমধ্যে নাহি দেখি সিন্ধুর নন্দন॥
ইহার উপায় কৃষ্ণ কহ মম স্থানে।
কিমতে করিব বধ সিন্ধুর নন্দনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন চিন্তা নাহিক তোমার।
আজি জয়দ্রথ হবে অবশ্য সংহার॥
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ চালান অশ্বগণ।
সিংহনাদ করি যান ইন্দ্রের নন্দন॥
নিকটেতে দেখি তবে অর্জুনের রথ।
মহাভয়ে লুকাইল রাজা জয়দ্রথ॥
জয়দ্রথে না দেখিয়া কৃষ্ণ মহাশয়।
অতিশয় হইলেন চিন্তিত হৃদয়॥

জয়দ্রথ লুকাইল জানি নারায়ণ।
ভাবেন কেমনে তার পাই দরশন॥
ভাবিয়া ভুবন-পতি কন অর্জুনেরে।
বিপত্তি হইল বড় লইয়া তোমারে॥
পলায়িত জনে লভিবারে বড় দায়।
ভাবিয়া না পাই কিছু ইহার উপায়॥
না ভাবি প্রতিজ্ঞা পার্থ অগ্রে কৈল দড়।
পড়িল সংশয় তোমা ল'য়ে দেখি বড়॥
দিবা আছে চারি দণ্ড অবহেলে যাবে।
ইহার উপায় তবে কেমনে হইবে॥
অর্জুন অঞ্জলি করি কন কৃষ্ণ আগে।
একান্ত তোমারে পাণ্ডবের ভার লাগে॥
যে কর সে কর কৃষ্ণ তোমা বিনা নাই।
পাণ্ডবের প্রভু বলি তোমারে ডরাই॥
সেবক-পালক তুমি সংসারের সার।
সেবকে রক্ষিতে প্রভু তুমি অবতার॥
পার্থের আক্ষেপ-বাক্য নারায়ণ শুনি।
সন্তুষ্ট হইয়া কহে দেব চক্রপাণি॥
কি ভয় আছয়ে ইথে উপায় করিব।
জয়দ্রথে আজি সত্য নিধন সৃজিব॥
এত বলি সদুপায় চিন্তি নারায়ণ।
সুদর্শনে করিলেন সূর্য আচ্ছাদন॥
আচম্বিতে দেখে সবে হইল রজনী।
কুরুসেনাগণে হৈল জয় জয় ধ্বনি॥
অর্জুন দেখিয়া চিত্তে মানিয়া বিস্ময়।
ত্রাস পেয়ে কৃষ্ণ প্রতি বলে সবিনয়॥
পার্থ বলিলেন কহ কি করি বিধান।
কিরূপে হইবে আজি মম পরিত্রাণ॥
জয়দ্রথ-বধ হেতু প্রতিজ্ঞা হইল।
প্রতিজ্ঞা নহিল পূর্ণ রজনী আসিল॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কৈলে যত পাপ হয়।
আপনি জানহ তাহা শুন মহাশয়॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে নাহি কিছু ভয়।
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব হইবে নিশ্চয়॥
এতেক কহিতে কথা কুরু-বীরগণে।
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি আসিল সেখানে॥
এখনি মরিবে পার্থ হেন করি মনে।
আনন্দিত দুর্যোধন সহাস্যবদনে॥
তবে জয়দ্রথ দেখি সন্ধ্যার সময়।
সত্বরে আসিয়া অর্জুনের প্রতি কয়॥
জয়দ্রথ বলে শুন বীর ধনঞ্জয়।
কি দেখ হইল আসি সন্ধ্যার সময়॥
আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করহ এখন।
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি যাহ ধনুর্ধর।
শীঘ্রগতি প্রবেশহ অগ্নির ভিতর॥
ধার্মিক বলিয়া তোমা বলে সর্বজনে।
করিলে প্রতিজ্ঞা তাহা লঙ্ঘিবে কেমনে॥
অর্জুন উত্তর দেন শুন জয়দ্রথ।
অন্যায় সমর করি শিশু কৈলে হত॥
এখনি বধিয়া তোমা আমিহ মরিব।
পাইয়া পরম শত্রু ছাড়িয়া না দিব॥
শুনিয়া শুকায় মুখ জয়দ্রথ বীরে।
ভয় নাই আশ্বাসিয়া কহে পার্থ তারে॥
শরীর ছাড়িব সত্য করিয়াছি পণ।
এত বলি আনি অগ্নি জ্বালিল তখন॥
কৃষ্ণ সাজায়েন কাষ্ঠ দিয়া গন্ধসারে।
সৌরভ সহিত ধূম উঠিল সত্বরে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
বীরকর্ম করি বধ কৈলে ক্ষত্রচয়॥
এখন নিরস্ত্র হ'য়ে মরিবে কেমনে।
অস্ত্রসহ প্রবেশহ জ্বলন্ত দহনে॥
কৃষ্ণ-বাক্য অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্জুন।
নিলেন গাণ্ডীব ধনু করিয়া সগুণ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ করি হুতাশন।
প্রসন্ন কৃষ্ণের মুখ চান ঘনে ঘন॥
দুর্যোধন নৃপতির হৃদে বড় সুখ।
মরিল প্রধান রিপু আর নাহি দুঃখ॥
হাস্যমুখে কহে আগে চাহিয়া অর্জুনে।
বিলম্বে বাড়িবে মায়া পুড়িতে আগুনে॥
টান দিয়া কর হৈতে ফেল শর চাপ।
চক্ষু মুদি দেহ শীঘ্র হুতাশনে ঝাঁপ॥

অর্জুন বলেন এই ঝাঁপ দিয়া পড়ি।
জয়দ্রথে বলে তুমি সুখে যাহ বাড়ী॥
জয়দ্রথে দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
সেইক্ষণে ছাড়িলেন সূর্য আচ্ছাদন॥
দুই দণ্ড বেলা আছে গগনমণ্ডলে।
দেখিয়া হইল ত্রাস কৌরবের দলে॥
কৌরব জানিল তবে নিতান্ত কপট।
বিষম কৃষ্ণের মায়া বুঝিতে সঙ্কট॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুন সাবধানে।
জয়দ্রথে বধিবারে দেরী আর কেনে॥
কাটহ উহার মুণ্ড ভূমে না পড়িবে।
পশ্চাতে সে সব কথা জানিতে পারিবে॥
উহার জনক তপ কাম্যবনে করে।
ফেলাইবে মুণ্ড তার হাতের উপরে॥
বাণে বাণে মুণ্ড ল'য়ে ফেল তার হাতে।
তবে সে হইবে রক্ষা জানহ ইহাতে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
জয়দ্রথ-ললাটেতে মারে এক বাণ॥
শীঘ্রগতি মুণ্ড কাটি আর এক বাণে।
বাণ ল'য়ে গেল তার জনকের স্থানে॥
সন্ধ্যা করে সিন্ধুরাজ দুই হাত কোলে।
হেনকালে মুণ্ড তার হস্তে ল'য়ে ফেলে॥
ত্রাস পেয়ে মুণ্ডগোটা ভূমেতে ফেলিল।
সেইক্ষণে তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল॥
হেনমতে সিন্ধুরাজ হইল নিধন।
জয়দ্রথ সহ গেল যমের সদন॥
অর্জুন কহেন কৃষ্ণ কহিবে বিধান।
কৃপা করি কহ জয়দ্রথ উপাখ্যান॥
ভূমিতে ফেলিলে মুণ্ড মরিবে সেক্ষণে।
হেন বর দিল কেবা সিন্ধুর নন্দনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
জয়দ্রথ হয় সিন্ধুরাজের তনয়॥
বহুকাল জয়দ্রথ সেবিল শঙ্করে।
অনাহারে তপ করে বনের ভিতরে॥
নানা উপহার দিয়া সেবিল মহেশ।
তুষ্ট হ'য়ে বর তারে যাচেন মহেশ॥
বর মাগ জয়দ্রথ যেই মনোনীত।
এত শুনি জয়দ্রথ হৈল আনন্দিত॥
জয়দ্রথ বলে যদি মোরে দিবে বর।
এক নিবেদন করি তোমার গোচর॥
মোর শির কাটি যেই ফেলিবে ধরণী।
তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইবে তখনি॥
শঙ্কর বলেন এই বর লহ তুমি।
সে মরিবে তব মুণ্ড যে ফেলিবে ভূমি॥
হরে প্রণমিয়া বীর আনন্দিত মন।
আপনার দেশে গেল সিন্ধুর নন্দন॥
সেকারণে ধনঞ্জয় তোমা কহিলাম।
তব রক্ষা হেতু এইরূপ করিলাম॥
ভূমে মুণ্ড ফেলি তার জনক মরিল।
নিশ্চয় জানিহ ইহা যেরূপ হইল॥
এত শুনি ধনঞ্জয়ে লাগে চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে বীর কৈল নমস্কার॥
স্তুতি করিলেন পার্থ যোড় করি কর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
এমত বিপদে মোরে করিলে তারণ॥
কাণ্ডারী করুণাময় তরাইতে সিন্ধু।
অখিলের নাথ কৃষ্ণ অনাথের বন্ধু॥
দয়ার ঠাকুর দীননাথ দীনজনে।
সদা মন রহে যেন তোমার চরণে॥
এত বলি ধনঞ্জয় হ'য়ে পূর্ণকাম।
গোবিন্দের পদে বীর করেন প্রণাম॥

পাণ্ডব সকাশে ব্যাসদেবের আগমন ও
মহাদেবের যুদ্ধ বিবরণ কথন।

তবে জন্মেজয় মুনিবরে জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি মহামুনি কি কর্ম হইল॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন্।
হেনমতে জয়দ্রথ হইল নিধন॥

অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
করে ধরি আলিঙ্গন করেন তখন ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন কহি ধনঞ্জয়।
তোমা হেতু চিন্তান্বিত ধর্মের তনয় ॥
অতএব শীঘ্রগতি চল তথাকারে।
না জানি আছেন যুধিষ্ঠির কি প্রকারে ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় চলেন সত্বর।
সাত্যকি সহিত আর বীর বৃকোদর ॥
পবনগমনে রথ চালান সারথি।
বাহির হ'লেন ব্যূহ হ'তে তিন কৃতী ॥
নিরখিয়া সবাকারে ধর্মের নন্দন।
আলিঙ্গন করিলেন হরষিত মন ॥
ধর্ম বলিলেন কৃষ্ণ কহ বিবরণ।
কিরূপে হইল জয়দ্রথের নিধন ॥
প্রত্যক্ষে কহেন সব কৃষ্ণ মহাশয়।
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা সানন্দ হৃদয় ॥
হেনকালে আসিলেন ব্যাস তপোধন।
তাঁরে দেখি উঠি প্রণমিল সর্বজন ॥
আশীর্বাদ করি বৈসে ব্যাস মহাশয়।
হেনকালে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয় ॥
এক নিবেদন করি শুন মুনিবর।
কহিবে বৃত্তান্ত সব আমার গোচর ॥
যে কালে গেলাম আমি যুদ্ধ করিবারে।
ব্যূহমধ্যে প্রবেশিয়া কৌরব ভিতরে ॥
হেনকালে দেখি যুদ্ধ আরম্ভ করিতে।
এক মহাবীর আসে শূল করি হাতে ॥
পর্বত আকার অতি দীর্ঘ কলেবর।
হাতেতে ত্রিশূল যেন তাল তরুবর ॥
সূর্যের সদৃশ তেজ প্রকাণ্ড শরীর।
আচম্বিতে রণস্থলে আসে মহাবীর ॥
মম রথ আগে করি ধায় বায়ুবেগে।
অশ্ব হস্তী রথ বিন্ধে ত্রিশূলের আগে ॥
তিনি নাশিলেন যত কুরুসৈন্যগণ।
সমরে কেবল করি অস্ত্র বরিষণ ॥
ইহার যথার্থ তত্ত্ব কহ মুনিবর।
কেবা সেই মহাবীর দীর্ঘ কলেবর ॥
এত শুনি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
সমুদ্র সদৃশ বুদ্ধি বড় বিচক্ষণ ॥
বলিতেছি ধনঞ্জয় শুন সাবধানে।
ইহার বৃত্তান্ত আমি কহি তব স্থানে ॥
পূর্বেতে তোমারে কহিলেন পঞ্চানন।
তোমার সহায় আমি হব অনুক্ষণ ॥
অতএব শিব আসি করেন সমর।
তোমারে জানাই শুন পার্থ ধনুর্ধর ॥
রুদ্ররূপে সৃষ্টি তিনি করেন সংহার।
নিশ্চয় জানিবে এই কুন্তীর কুমার ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় মানেন বিস্ময়।
এই কথা সত্য সবে জানিহ নিশ্চয় ॥
এত বলি নিজ স্থানে যান তপোধন।
মহা আনন্দিত হৈল সব যোদ্ধাগণ ॥
নানা বাদ্য বাজে সবে ছাড়ে সিংহনাদ।
কৌরবের সেনাগণ গণিল প্রমাদ ॥
জয় জয় শব্দ হৈল পাণ্ডবের দলে।
না শুনি শ্রবণে কিছু বাদ্য কোলাহলে ॥
মহাশব্দে ভাসে সবে পাণ্ডবের দল।
শুনি দুর্যোধন রাজা হইল বিকল ॥

নিশারণ ও ঘটোৎকচের যুদ্ধযাত্রা।

দুর্যোধন বলে শুন সর্ব যোদ্ধাগণ।
রাত্রি দিন যুদ্ধ কর নাহি নিবারণ ॥
উলুকা জ্বালিয়া আজি করহ সমর।
পুনঃপুনঃ বলে রাজা হইয়া কাতর ॥
এত বলি শত শত উলুকা জ্বালিল।
উলুকা জ্বালিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥
এতেক দেখিয়া পাণ্ডবের সেনাগণ।
উলুকা জ্বালিল লক্ষ লক্ষ সেইক্ষণ ॥
দুই দুই উল্কা ধরে রথের উপর।
হেনমতে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর ॥
সংশপ্তকে চলিলেন পার্থ নারায়ণ।
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল না যায় লিখন ॥

চক্রব্যূহ করে তথা দ্রোণ মহাবীর।
পাণ্ডবের সেনাগণ করিল অস্থির॥
নিবারিতে না পারিল বীর বৃকোদর।
রাজারে ধরিতে যায় দ্রোণ ধনুর্ধর॥
হেনকালে শীঘ্রগতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
হাতে ধনু ধরি ধায় নির্ভয় শরীর॥
বাণবৃষ্টি করে দ্রোণ তাহার উপর।
নিবারয়ে বাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুর্ধর॥
তবে ক্রোধে দ্রোণাচার্য এড়ে পঞ্চ বাণ।
কবচ কাটিয়া তার করে খান খান॥
আর বাণ এড়ে দ্রোণ তারা হেন ছুটে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-অঙ্গে বাণ বজ্রসম ফুটে॥
রথেতে পড়িল বীর হ'য়ে অচেতন।
সারথি পলায় রথ ল'য়ে সেইক্ষণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল দেখি দ্রোণবীর।
বাণে খণ্ড খণ্ড করে রাজার শরীর॥
রাজার সংশয় দেখি সাত্যকি সত্বর।
শত শত বাণ এড়ে দ্রোণের উপর॥
সন্ধান পূরিয়া করে বাণ বরিষণ।
সাত্যকি দেখিয়া বীর হৈল ক্রোধমন॥
সাত্যকি উপরে গুরু পূরিল সন্ধান।
একবারে প্রহারিল শত শত বাণ॥
দেখিয়া সাত্যকি বীর পূরিল সন্ধান।
খান খান করি কাটে আচার্যের বাণ॥
কাটিয়া সকল বাণ শিনির নন্দন।
দ্রোণের উপরে এড়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য হৈল অচেতন।
খসিয়া পড়িল হাত হৈতে শরাসন॥
বাণে খণ্ড খণ্ড হৈল দ্রোণের শরীর।
মুষলের ধারে অঙ্গে বহিছে রুধির॥
সিংহনাদ করি বুলে শিনির নন্দন।
মুহূর্তেকে নিপাতিল বহু সেনাগণ॥
সাত্যকির যুদ্ধ দেখি ধর্মের কুমার।
ধন্য ধন্য করি প্রশংসেন বহুবার॥
কতক্ষণে দ্রোণাচার্য পাইল চেতন।
হাতে ধনু করি বীর মহাক্রোধ মন॥
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া এড়ে দিব্য বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান॥
একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ।
রথে পড়ে শিনিপুত্র হইয়া অজ্ঞান॥
মূর্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
সাত্যকিরে লয়ে পলাইল শীঘ্রগতি॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ অস্ত্রবৃষ্টি করে।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে সংগ্রাম ভিতরে॥
দ্রোণের বিক্রম দেখি ধর্মের তনয়।
সৈন্যগণ পড়ে বহু দেখি হৈল ভয়॥
চিন্তাকুল যুধিষ্ঠির কুন্তীর নন্দন।
কি কহিব কি হইবে কে করিবে রণ॥
দুঃখিত হইয়া তবে ধর্ম নরপতি।
রথ ছাড়ি সেই স্থলে বসিলেন ক্ষিতি॥
রাজারে চিন্তিত দেখি হিড়িম্বানন্দন।
সত্বরে আসিল বীর দেখিতে ভীষণ॥
যুধিষ্ঠির আগে কহে করি যোড়কর।
কিসের কারণে দুঃখ ভাব নরবর॥
মোরে আজ্ঞা কর যদি শুন নরনাথ।
একেশ্বর কৌরবেরে করিব নিপাত॥
এত শুনি আনন্দিত ধর্মের নন্দন।
শিরে চুম্ব দিয়া তারে কৈল আলিঙ্গন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাবীর।
তোমার বিক্রমে দেবগণ নহে স্থির॥
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র কুরুসেনাগণ।
মহাধনুর্ধর বীর ভীমের নন্দন॥
ঘটোৎকচ বলে তুমি দেখ নরপতি।
অবশ্য মারিব আমি দ্রোণ সেনাপতি॥
এত বলি মহাবীর গদা ল'য়ে করে।
শীঘ্রগতি প্রবেশিল ব্যূহের ভিতরে॥
মহাশব্দ করি বীর ব্যূহে প্রবেশিল।
দেখিয়া পাণ্ডব-বল সানন্দ হইল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যে আর বৃকোদর।
সহদেব নকুল ও পাঞ্চাল-ঈশ্বর॥
শতানীক মদিরাক্ষ মৎস্য নরবর।
জরাসন্ধ-সুত সহদেব ধনুর্ধর॥

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
একাযোটে চলে যত লক্ষ লক্ষ বীর॥
মার মার করি সবে ব্যূহ প্রবেশিল।
রথী রথী গজে গজে মহাযুদ্ধ হৈল॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনি আর।
কিরূপে করিল যুদ্ধ ভীমের কুমার॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহাশয়।
কৃপা করি মুনি মোর খণ্ডাহ বিস্ময়॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস ঘটোৎকচ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

———

ঘটোৎকচের মহাযুদ্ধ ও অলম্বুষ বধ।

মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব কথন।
মহাপরাক্রম বীর হিড়িম্বা-নন্দন॥
তালতরু সম গদা হাতে মহাবীর।
কুরুসৈন্য মধ্যে যায় নির্ভয় শরীর॥
গদা ল'য়ে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ পদাতিক চূর্ণ করি যায়॥
সৃষ্টিনাশ করে যেন প্রচণ্ড তপন।
সেইমত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন॥
পর্বত আকার অতি দীর্ঘ কলেবর।
অভেদ্য শরীর যেন বজ্রের সোসর॥
বাড়াল যোজন দশ নিজ কলেবর।
মেঘের আকার বর্ণ মহাভয়ঙ্কর॥
মুখখান যুড়ে পৃথ্বী গগনমণ্ডল।
আনন্দিত ঘটোৎকচ হাসে খল খল॥
মুখ দেখি কুরুসৈন্য হারায় চেতন।
বিনা যুদ্ধে শত শত ত্যজিল জীবন॥
ঘটোৎকচ মুখ দেখি কুরুসেনাগণ।
সত্বরে পলায় সবে লইয়া জীবন॥
ঘটোৎকচ অগ্রেতে না রহে কোন বীর।
সিংহনাদ করে বীর নির্ভয় শরীর॥
হেনকালে আসে দুঃশাসনের নন্দন।
দোষণ তাহার নাম রূপেতে মদন॥
রথে চড়ি ধনু ধরি আসে শীঘ্রগতি।
শরজালে আবরিল ঘটোৎকচ রথী॥
আনন্দিত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
গদা ল'য়ে ধায় যেন কাল হুতাশন॥
ক্ষুধার্ত্ত গরুড় যেন পাইল ডুণ্ডুভ।
মহাক্রোধে ঘটোৎকচ ধায় সেইরূপ॥
গদার প্রহার কৈল তাহার উপর।
রথ অশ্ব সারথিরে দিল যমঘর॥
লাফ দিয়া যায় দুঃশাসনের নন্দন।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ মন॥
অষ্টশিরা গদা গোটা ল'য়ে বীর হাতে।
হাসিতে হাসিতে মারে দোষণের মাথে॥
গদাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়।
সেইমত পড়ে দুঃশাসনের তনয়॥
দোষণ পড়িল দেখি কান্দে দুঃশাসন।
হাহাকার করি কান্দে যত যোদ্ধাগণ॥
পুত্রশোকে দুঃশাসন মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে।
হাতে ধনু ধরি আসে দিব্য অস্ত্র ল'য়ে॥
সন্ধান পুরিয়া যোড়ে চোখ চোখ শর।
দেখি ঘটোৎকচ বীর হরিষ অন্তর॥
দুঃশাসনে ডাকি বলে ঘটোৎকচ বীর।
আজি যুদ্ধ দেহ মোরে হইয়া সুস্থির॥
কৌতুক দেখিবে আজি যত যোদ্ধাগণে।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদনে॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র নিল ঘটোৎকচ।
দশ বাণে বিপক্ষের কাটিল কবচ॥
আর দশ বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
দুঃশাসন অঙ্গ কাটি করে খান খান॥
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দুঃশাসন বীর।
রথ ত্যজি পলাইল হইয়া অস্থির॥
দুঃশাসন ভঙ্গ দেখি হাসে মহাবীর।
সিংহনাদ করি বুলে নির্ভয় শরীর॥
নানা মায়া করি বুলে ভীমের নন্দন।
রাক্ষসী মায়ায় বীর বড় বিচক্ষণ॥
কোনখানে অগ্নিরূপে দহে সেনাগণ।
দাবানলে দগ্ধ যেন করে মহাবন॥

সিংহরূপ ধরি কোথা হস্তী করে নাশ।
দেখিয়া কৌরবগণে গণিল তরাস॥
ঘটোৎকচ যুদ্ধ দেখি ধর্মের নন্দন।
ধন্য ধন্য করি প্রশংসেন বীরগণ॥
কৌরবের দলে হৈল রোদন অপার।
একা ঘটোৎকচ বীর কৈল মহামার॥
সৈন্যগণ পড়ে দেখি কান্দে দুর্যোধন।
হেনকালে আসে কর্ণ রবির নন্দন॥
ক্রোধে ধনু ধরি বীর চলে সেইক্ষণ।
ঘটোৎকচ সহ গেল করিবারে রণ॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
গদা তুলি মারে বীর কর্ণের উপর॥
অশ্বসহ সারথিরে করিলেক চুর।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাশূর॥
কর্ণ পলাইল দেখি ভীমের নন্দন।
মহাকোপে বহু সৈন্য করিল নিধন॥
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে।
লক্ষ লক্ষ পদাতিক নিমিষে সংহারে॥
শত শত রথ পড়ে হয় খান খান।
দেখিয়া কৌরব-বল হৈল কম্পমান॥
হাহাকার শব্দ করে যত যোদ্ধাগণ।
দেখি দুর্যোধন রাজা শোকাকুল মন॥
ঘটোৎকচ-যুদ্ধ দেখি দ্রোণের নন্দন।
সিংহনাদ করি গেল করিবারে রণ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা এড়ে বাণ।
দেখি ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে কম্পমান॥
এক লাফে নিজ রথে চড়ে বীরবর।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইল সত্বর॥
হাতে তুলি নীল বীর মহাকায় ধনু।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রোণপুত্র তনু॥
শীঘ্রহস্তে অশ্বত্থামা পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষেতে নিবারিল ঘটোৎকচ বাণ॥
বাণ নিবারিয়া পুনঃ সন্ধান পূরিল।
তীক্ষ্ণভল্ল দশ গোটা অঙ্গেতে মারিল॥
মোহ গেল ঘটোৎকচ রথের উপর।
সিংহনাদ করি বুলে দ্রোণের কোঙর॥

কতক্ষণে ঘটোৎকচ পাইল চেতন।
ক্রোধমূর্তি দেখি যেন কাল হুতাশন॥
ধনু এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ খণ্ড খণ্ড হৈল।
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা বেগে পলাইল॥
ভয়ে কম্পমান হৈল দ্রোণের নন্দন।
শীঘ্রগতি পলাইল লইয়া জীবন॥
তবে ঘটোৎকচ হৈল কুপিত অন্তরে।
হাতে গদা করি বীর ভ্রময়ে সমরে॥
লেখাজোখা নাহি যত পড়ে সেনাবর।
পলাইয়া যায় সবে ত্যজিয়া সমর॥
বায়ুবেগে ধায় যত অশ্ব আসোয়ার।
পলায় পদাতিগণ লেখা নাহি তার॥
হেনমতে ঘটোৎকচ করে মহামার।
কৌরবের দলে উঠে শব্দ হাহাকার॥
হেনকালে আসিল তথায় অলম্বুষ।
মহাপরাক্রম বীর অসীম সাহস॥
অতি ক্রোধে অলম্বুষ রাক্ষস-ঈশ্বর।
গদা ল'য়ে ধায় বীর সংগ্রাম ভিতর॥
অতি ক্রোধে ঘটোৎকচ ভীমের কোঙর।
গদা প্রহারিল অলম্বুষের উপর॥
গদার প্রহারে বীর হইল জর্জর।
ত্রাসে পলাইয়া গেল আকাশ উপর॥
অন্তরীক্ষে থাকি বীর করে ঘোর রণ।
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বা-নন্দন॥
অন্তরীক্ষে ঘটোৎকচ উঠিল সত্বর।
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে শূন্যের উপর॥
ত্রাস পেয়ে অলম্বুষ মেঘে লুকাইল।
দেখি ঘটোৎকচ বীর কুপিত হইল॥
মায়া করি লুকাইল হিড়িম্বা-নন্দন।
দেখি ভয়ে অলম্বুষ পলায় তখন॥
তথা হৈতে অলম্বুষ নামে রণস্থল।
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবল॥
তবে ঘটোৎকচ বীর গদা লয়ে ধায়।
রথ অশ্ব চূর্ণ বীর করে এক ঘায়॥

লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস-ঈশ্বর।
পুনরপি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে অবনী উপর।
গদার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জর॥
পুনরপি রাক্ষস হইল লুকি-কায়।
কোথায় আছয়ে কেহ দেখিতে না পায়॥
কতক্ষণে রাক্ষস আসিল আরবার।
সৈন্যের উপরে করে গদার প্রহার॥
দেখিয়া ধাইল বীর হিড়িম্বা-নন্দন।
পুনরপি দুইজনে করে মহারণ॥
দিব্যরথে চড়ি দোঁহে করয়ে সমর।
বাণেতে দোঁহার অঙ্গ হইল জর্জর॥
তবে কোপে বাণ এড়ে ঘটোৎকচ বীর।
বাণে বিন্ধি অলম্বুষে করিল অস্থির॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল শীঘ্রগতি।
পুনরপি লুকাইল রাক্ষসের পতি॥
মায়া করি গিরিরূপ হৈল নিশাচর।
শত শৃঙ্গ ধরে গিরি মহাভয়ঙ্কর॥
তার এক শৃঙ্গে থাকে রাক্ষসের পতি।
রণস্থলে গিরি এক হৈল শীঘ্রগতি॥
মহাশব্দ করি পড়ে রাক্ষস উপর।
রথধ্বজ চূর্ণ করে সংগ্রাম ভিতর॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
এক লাফে চড়ে গিয়া পর্বত উপর॥
পর্বত শৃঙ্গেতে দেখে বসেছে রাক্ষস।
গদা হাতে করি ধায় অসম সাহস॥
এক গদাঘাতে সব মায়া কৈল চূর।
অলম্বুষ পলাইয়া গেল অতি দূর॥
পুনরপি অলম্বুষ আসে আচম্বিতে।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ নহে কিছু ভীতে॥
এক লাফে চড়ে তার রথের উপর।
অলম্বুষ রাক্ষসেরে ধরিল সত্বর॥
চুলে ধরি রাক্ষসেরে ভূমিতে পাড়িল।
মুকুটীর ঘায়ে তার মস্তক কাটিল॥
রাক্ষস পড়িল দেখি ভীত কুরুবল।
মহামার ঘটোৎকচ করে রণস্থল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

কর্ণ কর্তৃক ঘটোৎকচ বধ।

পিতার বিনাশ দেখি অলায়ুধ বীর।
সিংহনাদ করি আসে নির্ভয় শরীর॥
হস্তীর উপরে বীর আরোহণ করি।
নানা মায়া করে বীর হাতে ধনু ধরি॥
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবলে।
গদার প্রহার করে করী কুম্ভস্থলে॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস দুর্জন॥
পুনরপি অলায়ুধ চড়ি দিব্য রথে।
সংগ্রামের স্থলে আসে ধনুঃশর হাতে॥
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে ঘটোৎকচ বীরে।
সর্ব অঙ্গ রক্তবর্ণ হইল রুধিরে॥
তবে ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে ভয়ঙ্কর।
গদা ফেলি মারে তারে রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ চূর্ণ হ'য়ে গেল।
মর্মব্যথা পেয়ে বীর ভূমিতে পড়িল॥
লাফ দিয়া ধরে ঘটোৎকচ মহাবল।
এক চড়ে ভাঙ্গে তার দীর্ঘ বক্ষঃস্থল॥
দারুণ রাক্ষস যদি পড়ে ভূমিতলে।
দেখিয়া হইল ভয় কৌরবের দলে॥
অলায়ুধ পড়ে যদি দেখি যোদ্ধাগণ।
ভয়ে কোন বীর আর নহে আগুয়ান॥
গদা হাতে করি ধায় ঘটোৎকচ বীর।
গদার প্রহারে সৈন্য করিল অস্থির॥
লক্ষ লক্ষ পদাতিক হইল সংহার।
দেখি দুর্যোধন রাজা করে হাহাকার॥
দুর্যোধন বলে শুন সর্ব যোদ্ধাগণ।
সবে মিলি ঘটোৎকচে করহ নিধন॥
সর্বনাশ কৈল মোর ভীমের নন্দন।
কেমনেতে জয় হবে আজিকার রণ॥

ইহার বিধান সবে কহত আমারে।
ঘটোৎকচ বধ করি কিমত প্রকারে ॥
দুর্যোধনে সকাতর দেখি যোদ্ধাগণ।
রথে চড়ি ধায় সবে করিবারে রণ ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করয়ে সমর।
নানা অস্ত্র ফেলে ঘটোৎকচের উপর ॥
ভূষণ্ডী তোমর শক্তি শেল জাঠা জাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ নানা অস্ত্র কোটি কোটি ॥
মুষলের ধারা যেন মেঘ বর্ষে নীর।
হেনমতে অস্ত্র ফেলে সব মহাবীর ॥
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বা-নন্দন।
কোপেতে লোহিত নেত্র সাক্ষাৎ শমন ॥
শীঘ্রগতি ধনু ধরি করিল সন্ধান।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সবাকার বাণ ॥
কাটিয়া সবার অস্ত্র ভীমের তনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয় ॥
বাণাঘাতে যোদ্ধাগণ হৈল অচেতন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায় সর্বজন ॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ যমের সমান।
নিমিষেতে মারিলেক লক্ষ সেনাগণ ॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় হৈল দুর্যোধন।
রোদন করিয়া ধায় যত যোদ্ধাগণ ॥
হেনকালে অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
কর্ণেরে কহিল শুন আমার বচন ॥
একঘাতী অস্ত্র আছে তোমার কাছেতে।
বজ্রের সমান কেহ নারে নিবারিতে ॥
সেই অস্ত্র এড়ি মার ভীমের নন্দন।
অবশ্য সংহার হৈবে না যায় খণ্ডন ॥
ইহা বিনা আর কিছু না দেখি উপায়।
সেই বাণে হবে ক্ষয় কহিনু নিশ্চয় ॥
কর্ণ বলে সেই বাণে বধিব অর্জুনে।
যতনে রাখিনু আমি তাহার কারণে ॥
কবচ বিতরি পাই সেই মহাবাণ।
যাহাতে অর্জুন বীর না ধরিবে টান ॥
এই অস্ত্রাঘাতে যদি ঘটোৎকচে বধি।
নিশ্চয় লিখিল মম মৃত্যু তবে বিধি ॥
অর্জুনের হাতে মম অবশ্য মরণ।
করিল বিধাতা এই তার সংঘটন ॥
বধিতাম অর্জুনে অবশ্য এই বাণে।
যত্ন করি রাখিয়াছি তাহার কারণে ॥
দুর্যোধন বলে শুন কর্ণ ধনুর্ধর।
এই অস্ত্রে রাক্ষসেরে বধহ সত্বর ॥
হেন অস্ত্র আছে যদি তোমার সদনে।
তবে চিন্তা কর তুমি কিসের কারণে ॥
অর্জুনে বধিবে বলি রাখিয়াছ বাণ।
যে হয় পশ্চাৎ তার করিব বিধান ॥
আজি রক্ষা কর শীঘ্র রাক্ষসের হাতে।
কেমনে দেখহ সেনা সংহারে সাক্ষাতে ॥
এইকালে শীঘ্র কর রাক্ষস সংহার।
কোটি কোটি সৈন্য দেখ মারিল আমার ॥
এত শুনি কর্ণ বীর চলিল সত্বর।
হাতে ধনু করি উঠে রথের উপর ॥
মহাদম্ভ করি যান রবির নন্দন।
দেখি দুর্যোধন হৈল আনন্দিত মন ॥
তবে কর্ণ মহাবীর সন্ধান পূরিয়া।
ঘটোৎকচ সন্নিকটে উত্তরিল গিয়া ॥
কোপে ঘটোৎকচ বীর গদা ল'য়ে করে।
হুহুঙ্কার করি যায় সংগ্রাম ভিতরে ॥
গদার প্রহারে মারে বড় বড় রথী।
নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী ॥
বিপরীত রাক্ষসের মহাবক্রগতি।
দেখি মহাকোপে ধায় অঙ্গদেশপতি ॥
লইয়া একাঘ্নী অস্ত্র রবির তনয়।
সন্ধান পূরিয়া মারে তাহার হৃদয় ॥
অনল সমান চলে একঘাতী অস্ত্র।
দেখি ঘটোৎকচ ভয়ে হৈল মহাত্রস্ত ॥
অস্ত্র যেন আসিতেছে গিরি সম হ'য়ে।
পড়িছে অনল কণা তাহে বরষিয়ে ॥
বাণ দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ।
নিতান্ত ইহার ঠাঁই নাহিক এড়ান ॥
নানা অস্ত্র এড়ে বীর বাণ কাটিবারে।
মুষল মুদ্গর মারে অস্ত্রের উপরে ॥

সর্ব অস্ত্র ব্যর্থ করি ধায় বাণপতি।
বক্ষোদেশে বিন্ধিলেক ঘটোৎকচ রথী॥
বাণাঘাতে সুব্যথিত হ'য়ে বীরবর।
ডাকিয়া বলিল শুন পিতা বৃকোদর॥
হেন বুঝি অন্তকাল হইল আমার।
মৃত্যুকালে কি করিব তব উপকার॥
এত শুনি বৃকোদর শোকেতে আকুল।
ডাকিয়া বলিল চাপি পড় কুরুকুল॥
বীরকর্ম কৈলে পুত্র অতুল সংসারে।
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি যাহ স্বর্গপুরে॥
এত শুনি ঘটোৎকচ হৈল ভয়ঙ্কর।
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ হৈল কলেবর॥
কুরুকুল চাপি পড়ে সেই মহাশূর।
লক্ষ লক্ষ রথ অশ্ব করিলেক চূর॥
শত শত হস্তী পড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত।
পদাতিক যত পড়ে নাহি তার অন্ত॥
কুরুবল ক্ষয় করে ভীমের নন্দন।
দেখি শোকাকুল হৈল যত বন্ধুজন॥
দুই দলে উঠে ঘোর ক্রন্দনের রোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র-কল্লোল॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার।
এইকালে ঘটোৎকচ হইল সংহার॥
রোদন করয়ে যত পাণ্ডবের সেনা।
কুরুকুলে জয় জয় বাজিছে বাজনা॥
দ্রোণপর্ব সুধারস ঘটোৎকচ বধে।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর ছাঁদে॥

কর্ণের নিকটে ছলে ইন্দ্রের কবচ গ্রহণ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে ঘটোৎকচ হইল নিধন॥
পুত্র হত দেখি ভীম করয়ে রোদন।
হাতে গদা করি ধায় মহারুষ্ট মন॥
সৃষ্টিনাশ হেতু যেন দীপ্তিমান চণ্ড।
সেইমত করে বীর সৈন্য লণ্ডভণ্ড॥
শত শত হস্তী পড়ে গদার প্রহারে।
নিমিষেতে পদাতিকে দিল যমঘরে॥
ভীমেরে দেখয়ে যেন শমন সমান।
ভয়েতে পলায় সবে লইয়া পরাণ॥
সমস্ত রজনী যুদ্ধ করি সৈন্যগণ।
গদাঘাতে খণ্ড খণ্ড হৈল সর্বজন॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন কলেবর।
রথীগণ সেনাগণ নিদ্রায় কাতর॥
দুর্যোধন ভয়ে কেহ না পারে যাইতে।
হাতে অস্ত্র করি রথী পড়ি যায় রথে॥
এতেক দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
সৈন্যের দুর্গতি দেখি ব্যথিত হৃদয়॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুন সর্বজন।
আজিকার মত যুদ্ধ কর নিবারণ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে হইল পীড়িত।
এত শুনি সর্বজন হৈল আনন্দিত॥
ধন্য ধন্য বলি পার্থ বলে সর্বজন।
নিদ্রাযুক্ত হ'য়ে সবে পড়ে সেইক্ষণ॥
রণস্থলে পড়ে সবে হইয়া কাতর।
রথীগণ পড়ি গেল রথের উপর॥
গজেতে মাহুত পড়ে অশ্বে আসোয়ার।
ভূমিতলে সৈন্য পড়ে শবের আকার॥
নিদ্রাযুক্ত হয়ে সবে পড়ে রণস্থলে।
অপূর্ব হইল শোভা ধরণীর তলে॥
রাজগণ রথে পড়ে মৃতপ্রায় হ'য়ে।
রতন মুকুট সব পড়িল খসিয়ে॥
বিহনে পালঙ্ক-শয্যা নিদ্রা নাহি হয়।
রাজচক্রবর্তী সবে রাজার তনয়॥
সুবর্ণ প্রদীপ জ্বলে রত্নগৃহ মাঝে।
কুসুম-শয্যায় নিদ্রা যায় মহারাজে॥
মনোহর নারীগণ করয়ে সেবন।
এমত করিলে নিদ্রা যায় কদাচন॥
হেন সব রাজপুত্র নবীন যৌবন।
রণস্থলে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন॥
সৈন্যের শোণিতে সব হইল কর্দম।
হেনমতে রণস্থলে দেখি হয় ভ্রম॥

শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বিপরীত ডাকে।
ভূত প্রেত পিশাচাদি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
এতেক দেখিয়া পার্থ কুন্তীর নন্দন।
দুর্যোধনে নিন্দা করি বলিছে বচন॥
ধিক্ ধিক্ দুর্যোধন তোমার জীবনে।
এতেক দুর্গতি দুষ্ট কৈল জ্ঞাতিগণে॥
এতেক বলিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
শিবিরেতে চলিলেন ল'য়ে নারায়ণ॥
ঘটোৎকচ-শোকে কান্দে বীর বৃকোদর।
বিলাপ করেন পার্থ বিষণ্ণ অন্তর॥
অভিমন্যু-শোকে মম বিকল শরীর।
মহাশোক দিয়া গেল ঘটোৎকচ বীর॥
বলেন কৃষ্ণেরে চাহি বীর ধনঞ্জয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ মহাশয়॥
দুই পুত্রশোকে মম পুড়িছে শরীর।
কি কর্ম করিব আজ্ঞা কর যদুবীর॥
এতেক শুনিয়া কহিছেন ভগবান্।
বড় কর্ম কৈল তব ভীমের সন্তান॥
তাহার কারণে মৃত্যু নহিল তোমার।
শুনহ কহি যে তার পূর্ব সমাচার॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন অর্জুন বৃত্তান্ত।
তোমার লাগিয়া সেই আসে শচীকান্ত॥
অক্ষয় কবচ ধরে কর্ণ মহাবীর।
শ্রবণে কুণ্ডল যুগ্ম সমান মিহির॥
কর্ণের সমান দাতা নহিল ভুবনে।
যে যাহা মাগয়ে তাহা দেয় সেইক্ষণে॥
তব হিত হেতু আসে সহস্রলোচন।
উত্তরিল ইন্দ্র যথা রবির নন্দন॥
দ্বিজরূপে যান ইন্দ্র কর্ণের নিকটে।
দ্বিজ দেখি কর্ণ প্রণমিল করপুটে॥
কিসের কারণে হেথা গমন তোমার।
বিবরিয়া কহ মোরে সব সমাচার॥
আশীর্বাদ করি কহে সহস্রলোচন।
এক দান দেহ মোরে সূর্যের নন্দন॥
এত শুনি কর্ণ বলে শুন দ্বিজবর।
কোন্ দ্রব্যে অভিলাষ মাগহ সত্বর॥

ইন্দ্র বলে সত্য আগে কর ধনুর্দ্ধর।
তবে সে মাগিব আমি তোমার গোচর॥
এতেক শুনিয়া কর্ণ ভাবে মনে মনে।
নাহি জানি দ্বিজরূপে এল কোন্ জনে॥
যাহা হোক্ সত্য মম এই অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
এত ভাবি কহে কর্ণ শুন দ্বিজবর।
দিব ত সর্বথা আমি কহিনু সত্বর॥
জানহ আমার এই সত্য অঙ্গীকার।
যদি প্রাণ চাহ দিব না করি বিচার॥
এত শুনি কহে ইন্দ্র কর্ণের গোচর।
কবচ কুণ্ডল দান করহ সত্বর॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ ভাবে মনে মন।
হেনকালে সূর্যবাক্য হইল স্মরণ॥
যোড়হাতে কর্ণ বলে করি নিবেদন।
জানিনু এখন তুমি সহস্রলোচন॥
অর্জুনের হেতু তুমি আসিয়াছ হেথা।
কুণ্ডল কবচ দিব কত বড় কথা॥
প্রাণ যদি চাহ তবু না করিব আন।
এত বলি কর্ণবীর করিল প্রণাম॥
পুনরপি কর্ণ বলে শুন মহাশয়।
অর্জুনের হেতু তুমি কেন কর ভয়॥
অর্জুনের সখা কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহারে মারিবে হেন আছে কোন্‌জন॥
আমারে মারিবে পার্থ না যায় খণ্ডন।
যখন হইবে কুরুক্ষেত্র মহারণ॥
এত বলি কর্ণ বীর হাতে খড়্গ ল'য়ে।
অঙ্গ কাটি কবচ দিলেন ফেলাইয়ে॥
কর্ণের সাহস্ দেখি দেব পুরন্দর।
তুষ্ট হ'য়ে বলিলেন মাগি লহ বর॥
কর্ণ বলে বর যদি দিবে ভগবান্।
একঘাতী অস্ত্র দেব দেহ মোরে দান॥
কর্ণেরে একাঘ্নী অস্ত্র দিয়া পুরন্দর।
কবচ কুণ্ডল ল'য়ে গেল নিজ ঘর॥
বজ্রসম বাণ সেই নহে নিবারণ।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ॥

তোমারে মারিতে কর্ণ রাখিল যতনে।
বহুদিন গুপ্ত রাখে কেহ নাহি জানে॥
ঘটোৎকচ হস্তে দেখি সবার সংহার।
সেই বাণে কর্ণ তারে করিল প্রহার॥
ঘটোৎকচ হেতু মৃত্যু নহিল তোমার।
নিশ্চয় জানহ এই কুন্তীর কুমার॥
অতএব শোক নাহি কর ধনঞ্জয়।
আপনার বীর্য জানি শত্রু কর ক্ষয়॥
কৃষ্ণের বচনে সবে হরষিত মন।
শিবিরেতে গিয়া সবে করিল শয়ন॥

———

দ্রুপদ রাজার মৃত্যু।

মুনি বলে অনন্তর শুনহ রাজন্।
প্রভাতে আসিল সবে করিয়া সাজন॥
সংশপ্তক চলি যান কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
দুই সৈন্য কোলাহলে হইল প্রলয়॥
মহাকোপে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর।
বাণবৃষ্টি করে যেন বর্ষে জলধর॥
ভীম দুর্যোধন যুদ্ধ হয় ঘোরতর।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সমর॥
দ্রোণের সহিত যুঝে পাঞ্চাল-নন্দন।
বিরাটের সহ সোমদত্ত করে রণ॥
শকুনি করয়ে সহদেব সহ রণ।
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন্।
যুধিষ্ঠির সহ মদ্রপতি করে রণ॥
শিখণ্ডী সহিত যুঝে দ্রোণের নন্দন।
সমানে সমানে বাধে ঘোরতর রণ॥
প্রলয় কালেতে যেন মেঘেতে গর্জন।
সেইমত যোদ্ধাগণ করয়ে তর্জন॥
কৃপাচার্য সহ জরাসন্ধের তনয়।
কৃতবর্মা চেকিতানে মহাযুদ্ধ হয়॥
কাশীরাজ সহ যুঝে সুশর্মা নৃপতি।
শতানীক করে যুদ্ধ পৌরব সংহতি॥
হেনমতে যুদ্ধ করে সব যোদ্ধাগণ।
মহাকোপে করে সবে অস্ত্র বরিষণ॥
ভীমসহ গদাযুদ্ধ করে দুর্যোধন।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে চমকিত মন॥
মহাবলবান্ দোঁহে করয়ে সমর।
তালবৃক্ষ সম গদা অতি ভয়ঙ্কর॥
ভীমের সদৃশ দুর্যোধন নহে বাণে।
গদাযুদ্ধে দুর্যোধন সমান দুজনে॥
দোঁহে দোঁহাকারে গদা করয়ে প্রহার।
গদার প্রহার শুনি লাগে চমৎকার॥
চারিভিতে ফিরে দোঁহে করিয়া মণ্ডলী।
ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে দোঁহে মহাবলী॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পবন-কোঙর।
গদা প্রহারিল দুর্যোধনের উপর॥
গদাঘাতে দুর্যোধন হৈল কম্পমান।
মর্মে ব্যথা পেয়ে বীর হইল অজ্ঞান॥
পুনশ্চ চেতন পায় রাজা দুর্যোধন।
ভীমের উপরে গদা করিল ক্ষেপণ॥
মহাবলী বৃকোদর পবন-নন্দন।
লাফ দিয়া বীর গদা করিল হেলন॥
পুনঃ দুর্যোধন রাজা গদা ল'য়ে হাতে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে ভীমের মাথাতে॥
গদার প্রহারে ভীম হইল জর্জর।
দেখি দুর্যোধন বীর হরিষ অন্তর॥
ক্রোধে বৃকোদর বীর অনল সমান।
দুর্যোধনে মারে গদা বজ্র অধিষ্ঠান॥
গদাঘাতে দুর্যোধন হইয়া কাতর।
বেগে পলাইয়া গেল সৈন্যের ভিতর॥
দুর্যোধনে ভঙ্গ দেখি যত যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পবন-নন্দন।
গদাহাতে করি বীর করে মহারণ॥
শত শত হস্তী মারে অশ্ব লক্ষ লক্ষ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ মানিল অশক্য॥
সাত্যকি সহিত কর্ণ করে মহারণ।
দোঁহাকারে দোঁহে বিন্ধে অতি বিচক্ষণ॥

প্রাণপণে কর্ণ বীর এড়ে নানা বাণ।
সাত্যকির অঙ্গে ফুটে বজ্রের সমান॥
অঙ্গেতে ফুটিয়া বাণ বহিছে রুধির।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে রথে মহাবীর॥
অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
সাত্যকি লইয়া পলাইল শীঘ্রগতি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ দ্রোণ করয়ে সমর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর॥
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে নাহি লেখা জোখা।
প্রাণপণে যুদ্ধ করে নাহিক উপেক্ষা॥
মহাকোপে দ্রোণ ভরদ্বাজের নন্দন।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
শত শত বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর তাহা করে খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কুপিত হইল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া সন্ধান পূরিল॥
দশ গোটা বাণ গুরু রোষে প্রহারিল।
কবচ ভেদিয়া তার অঙ্গে প্রবেশিল॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল কম্পমান।
খসিয়া পড়িল হাত হৈতে ধনুর্বাণ॥
অচেতন হয়ে বীর রথেতে পড়িল।
দেখি কুরু যোদ্ধাগণ সানন্দ হইল॥
রথেতে পড়িল বীর নাহিক সম্বিত।
রথ ল'য়ে সারথি হইল একভিত॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল ধায় দ্রোণ বীর।
বাণবৃষ্টি করে বীর নির্ভয় শরীর॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
কন্দর্প সমান রূপ কোমল শরীর॥
শকুনি যতেক এড়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।
নিবারয়ে সহদেব মাদ্রীর নন্দন॥
তবে কোপে সহদেব পূরিয়া সন্ধান।
শকুনি ধনুক কাটি কৈল খান খান॥
আর ধনু ধরি বীর গান্ধার-নন্দন।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
পুনরপি সহদেব পূরিয়া সন্ধান।
শকুনিরে প্রহারিল পঞ্চদশ বাণ॥
দুই বাণে ধ্বজ কাটি করে খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥
চারি বাণে চারি অশ্বে করিলেক ক্ষয়।
সপ্তবাণে বিন্ধিলেক শকুনি-হৃদয়॥
অচেতন হ'য়ে পড়ে গান্ধার-নন্দন।
দেখিয়া ধাইল তবে যত যোদ্ধাগণ॥
শকুনি অপর রথে করি আরোহণ।
পলাইয়া গেল শীঘ্র লইয়া জীবন॥
নকুলেতে দুঃশাসনে হয় মহারণ।
কোপে দোঁহে করে নানা অস্ত্র বরিষণ॥
দুইজনে বাণ এড়ে দোঁহে ধনুর্ধর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জর॥
নকুল এড়িল তবে কোপে দুই বাণ।
রথধ্বজ কাটি তার কৈল খান খান॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
দেখি দুঃশাসন ভয়ে হইল বিকল॥
রথ ছাড়ি দুঃশাসন বেগে পলাইল।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হাসিতে লাগিল॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর॥
পর্ব্বত আকার হস্তী করি আরোহণ।
দ্রুপদ সহিত যুঝে নরক-নন্দন॥
প্রাণপণে দিব্য অস্ত্র এড়িল দ্রুপদ।
কাটি পাড়ে ভগদত্ত যেন তৃণবৎ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
ভগদত্তে প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চ শর॥
কবচ ভেদিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
ভগদত্ত অঙ্গ হ'তে শোণিত বহিল॥
স্থির হ'য়ে ভগদত্ত পূরিল সন্ধান।
দ্রুপদের ধনু কাটি কৈল খান খান॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত এড়ে অস্ত্রগণ।
সারথি তুরঙ্গ কাটি পাড়ে ততক্ষণ॥
অর্ধচন্দ্র বাণ ত্বরা ভগদত্ত এড়ে।
দুইখান করি কাটে পাঞ্চাল-ঈশ্বরে॥

দ্রুপদ পড়িল দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাশোকে হইলেন নিতান্ত অস্থির॥
হাহাকার শব্দ করে যত সেনাগণ।
পিতৃশোকে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল অচেতন॥
আনন্দিত কুরুসৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের দলে বড় হইল বিষাদ॥
শিখণ্ডী সহিত যুঝে অশ্বত্থামা বীর।
বাপের সদৃশ শিক্ষা সুন্দর শরীর॥
শিখণ্ডী এড়য়ে বাণ পূরিয়া সন্ধান।
বাণ কাটি অশ্বত্থামা করে খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কুপিত অন্তর।
পঞ্চ বাণ এড়ে অশ্বত্থামার উপর॥
বক্ষস্থলে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ।
রথে পড়ে অশ্বত্থামা হইল অজ্ঞান॥
চেতনা পাইয়া কতক্ষণে বীরবর।
হাতে ধনু করি বীর কুপিত অন্তর॥
যমদণ্ড নামে বাণ পূরিল সন্ধান।
দেখিয়া শিখণ্ডী ভয়ে হৈল কম্পমান॥
বায়ুগতি ছুটে বাণ কি কহিব কথা।
সকুণ্ডল কাটি পাড়ে শিখণ্ডীর মাথা॥
শিখণ্ডী পড়িল দেখি লাগে চমৎকার।
যতেক পাণ্ডব-বল করে হাহাকার॥
যুধিষ্ঠির হইলেন শোকাকুল মন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখি বহু করয়ে রোদন॥
কৃপাচার্য সহ যুঝে সহদেব রাজা।
জরাসন্ধ-পুত্র সেই বলে মহাতেজা॥
অনুপম যুদ্ধ করে সংগ্রাম ভিতর।
ধন্য ধন্য করি সবে বাখানে বিস্তর॥
মহাকোপে কৃপাচার্য যত বাণ এড়ে।
তত অস্ত্র সহদেব বাণে কাটি পাড়ে॥
বাণ ব্যর্থ করি বীর পূরিল সন্ধান।
কৃপাচার্য হৃদয়ে মারেন পঞ্চ বাণ॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গ করিল ছেদন।
শোণিত পড়য়ে ধারে হরিল চেতন॥
মূর্ছিত হইয়া রথে পড়ে বীরবর।
সারথি পলায় রথ ল'য়ে শীঘ্রতর॥

কৃপাচার্য ভঙ্গ দেখি রবির নন্দন।
সহদেব সহ তবে করে মহারণ॥
কৃতবর্মা চেকিতানে মহাযুদ্ধ করে।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপরে॥
দুইজনে বাণ এড়ে যত শিক্ষা জানে।
দুইজনা বিন্ধে দোঁহে চোখ চোখ বাণে॥
তবে কৃতবর্মা বীর পূরিয়া সন্ধান।
রথধ্বজ কাটি তার করে খান খান॥
দুই বাণে ধনু কাটি পাড়ে সেইক্ষণ।
চারি বাণে চারি অশ্ব করিল ছেদন॥
দুই বাণ কৃতবর্মা এড়ে আচম্বিতে।
চেকিতান মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে॥
চেকিতান পড়ে দেখি পাণ্ডু সৈন্যে ভয়।
দেখিয়া ধর্মের পুত্র ব্যথিত হৃদয়॥
কাশীরাজ সহ যুঝে যুযুৎসু ভূপতি।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে যতেক শকতি॥
যুযুৎসু নৃপতি যোড়ে চোখ চোখ বাণ।
কাশীরাজ ধনু কাটি কৈল খান খান॥
আর ধনু ল'য়ে এড়ে কাশীরাজ বাণ।
সেই বাণ যুযুৎসু করিল খান খান॥
তবে কোপে কাশীরাজ কম্পমান হ'য়ে।
রথে চড়ি ধায় বীর খড়্গ চর্ম ল'য়ে॥
খড়্গের প্রহারে মারিলেক চারি হয়।
সারথির মাথা কাটি দিল যমালয়॥
এক লাফে রথে চড়ে কাশীর ঈশ্বর।
এক চোটে যুযুৎসুরে দিল যমঘর॥
যুযুৎসুরে মারি তবে কাশীরাজ গেল।
দেখিয়া পাণ্ডব বল সশঙ্ক হইল॥
ত্রাসযুক্ত হ'য়ে সৈন্য সকল পলায়।
দুর্যোধন রাজা দেখি মহানন্দ পায়॥
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা শোকাকুল মন।
রথে চড়ি চলিলেন করিবারে রণ॥
হেনকালে রথে আসি চড়ে শল্যরাজা।
সম্মুখ হইল মুখামুখী মহাতেজা॥
কোপে যুধিষ্ঠির রাজা পূরিয়া সন্ধান।
দুই বাণে কাটিলেন তার ধনুখান॥

আর ধনু ল'য়ে শল্য গুণ দিয়া টানে।
যুধিষ্ঠির তাহা কাটিলেন সেইক্ষণে॥
পুনঃপুনঃ শল্যরাজা যত ধনু লয়।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে ধর্মের তনয়॥
দেখিয়া হইল শল্য কোপাবিষ্ট মন।
হাতে গদা ল'য়ে তবে ধায় সেইক্ষণ॥
ত্রস্ত হ'য়ে যুধিষ্ঠির যুড়ি অস্ত্রগণ।
কবচ কাটিয়া অঙ্গ করয়ে ছেদন॥
বাণাঘাতে শল্যরাজা ব্যথিত অন্তর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ গেল চূর্ণ হয়ে।
ভূমিতে পড়েন যুধিষ্ঠির লাফ দিয়ে॥
ভয়ে পলাইয়া যান পাণ্ডবের নাথ।
প্রাণপণে যান রাজা না চান পশ্চাৎ॥
দেখি শল্যরাজা তবে কহিল হাসিয়ে।
ওহে মহারাজ কেন যেতেছ পলায়ে॥
স্থির হ'য়ে যুদ্ধ কর আসি মহাশয়।
ক্ষত্র হয়ে কেন কর মরণের ভয়॥
এতেক বলিয়া শল্য গেল নিজ রথে।
গদা রাখি পুনরপি ধনু নিল হাতে॥
তবে শতানিক সহ কৌরব রাজন্।
করয়ে অতুল যুদ্ধ বাণ বরিষণ॥
দোঁহাকারে দোঁহে তবে অস্ত্র প্রহারিল।
বাণবৃষ্টি করি তবে সূর্য আচ্ছাদিল॥
তবে শতানিক বীর এড়ে দিব্য বাণ।
কৌরবের ধনু কাটি কৈল খান খান॥
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটিল তাহার।
দুই বাণে সারথিরে করিল সংহার॥
দেখিয়া কৌরব বড় হইল ফাঁফর।
রথ এড়ি পলাইল হইয়া কাতর॥
তবে বৃকোদর বীর গদা ল'য়ে করে।
মহাকোপে প্রবেশিল সৈন্যের ভিতরে॥
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত যূথপতি।
সেইমত সৈন্য মারে পবন-সন্ততি॥
শত শত রথ ভাঙ্গে গদার প্রহারে।
লক্ষ লক্ষ সৈন্যে বীর নিমিষে সংহারে॥
দেখি ভগদত্ত বীর কুপিত অন্তরে।
হাতী চালাইয়া দিল ভীমের উপরে॥
যোজনেক পথ হস্তী মহাভয়ঙ্কর।
ঈষা সম দন্তগুলা দেখি লাগে ডর॥
ভীমেরে ধরিতে যায় শুণ্ড প্রসারিয়া।
বেগে ধায় হস্তী গোটা তর্জন করিয়া॥
তবে কোপে বৃকোদর ধরে দুই পায়।
অচল সমান করী স্থাবরের প্রায়॥
মহাকোপে ধরি টানে বীর বৃকোদর।
তুলিতে নারিল হস্তী যেন গিরিবর॥
মহাকোপে হস্তী যেন টানে বৃকোদরে।
অঙ্গুলি পর্যন্ত তার নাড়িতে না পারে॥
এড়িলে এড়ান নাহি তুলি দেয় পদ।
বিপাকে ঠেকিয়া ভীম হৈল বুঝি বধ॥
সঙ্কটে পড়িয়া ভীম না পায় এড়ান।
হারিয়া গজের ঠাঁই মৃতের সমান॥
ভীমের সঙ্কট দেখি ধর্মের নন্দন।
হাহাকার করি ধায় যত যোদ্ধাগণ॥
তবে কতক্ষণে বৃকোদর মহাবলে।
মুষ্টির প্রহার কৈল করী-কুম্ভস্থলে॥
দারুণ প্রহারে করী বিকল অন্তর।
পলাইয়া গেল শীঘ্র ছাড়ি বৃকোদর॥
তবে বৃকোদর বীর চড়ি নিজ রথে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ ধনু ল'য়ে হাতে॥
অতি ক্রোধে ভগদত্ত করয়ে সংগ্রাম।
লিখনে না যায় তার যুদ্ধ অনুপাম॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারে চক্ষের নিমিষে।
ভগদত্ত যুদ্ধ দেখি দুর্যোধন হাসে॥
পাণ্ডবের সেনাগণ হইল অস্থির।
দেখি মহা ভয় পান রাজা যুধিষ্ঠির॥

———

বৈষ্ণবাস্ত্রের উপাখ্যান ও ভগদত্ত বধ।

অর্জুন বলেন কৃষ্ণ কর অবধান।
হের দেখ ভগদত্ত অনল সমান॥

সৈন্যগণ ক্ষয় মোর করিল বিস্তর।
অতএব রথ তুমি চালাও সত্বর॥
আজি আমি রণে তারে করিব নিধন।
নিশ্চয় কহিনু শুন দেব নারায়ণ॥
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ হ'য়ে আনন্দিত।
ভগদত্ত আগে রথ চালান ত্বরিত॥
বায়ুবেগে চলে রথ পবন গমন।
ভগদত্ত সম্মুখেতে আসে সেইক্ষণ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ধায় ভগদত্ত বীর।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে নীর॥
তর্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
আজি যুদ্ধ কর পার্থ আমার সংহতি॥
অবশ্য করিব আজি তোমার সংহার।
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা এই জানিবে আমার॥
এত শুনি কোপবন্ত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ডাকিয়া বলেন গর্ব ত্যজহ বর্বর॥
কোন্ কর্ম করি তোর এত অহঙ্কার।
আমার অগ্রেতে হেন প্রতিজ্ঞা তোমার॥
সাক্ষাতে দেখিবে এবে যত যোদ্ধাগণ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন॥
অর্জ্জুনের কটুবাক্য শুনি ভগদত্ত।
মহাকোপে চালাইয়া দিল গজমত্ত॥
বায়ুবেগে হস্তী পড়ে রথের উপর।
দেখিয়া চিন্তিত হন দেব দামোদর॥
তথা হৈতে রাখিলেন রথ একভিত।
রাজা যুধিষ্ঠির হন অতি আনন্দিত॥
পুনরপি দুইজনে হইল সমর।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র এড়ে দোঁহে দোঁহার উপর॥
কোপে ভগদত্ত বীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুনেরে প্রহারিল চোখ চোখ বাণ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্ত বাণ করিলেন খান খান॥
কাটেন সকল অস্ত্র পার্থ কুতূহলে।
নারাচ মারিল বীর করী-কুম্ভস্থলে॥
দারুণ প্রহারে করী ভূমিতে পড়িল।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ বিদারিল॥
হস্তী যদি পড়ে তাহা দেখে ভগদত্ত।
সারথি যোগায় হেনকালে এক রথ॥
মহাবল ষাটি হস্তী সেই রথ বহে।
বিস্ময় মানিয়া সব যোদ্ধাগণ চাহে॥
হেন রথে ভগদত্ত চড়ি সেইক্ষণ।
অতি কোপে করে বীর বাণ বরিষণ॥
যত বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষে করেন পার্থ তাহা খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি ভগদত্ত বীরবর।
অর্জ্জুন উপরে মারে চৌষট্টি তোমর॥
অন্ধকার করি পড়ে অর্জ্জুন উপর।
নিবারিতে নাহি পারে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন অস্থির।
খরতর স্রোতে বহে শরীরে রুধির॥
অচেতন হ'য়ে পড়ে রথের উপর।
ক্রোধ করি কহে তবে দেব দামোদর॥
কি হেতু অশক্ত তোমা দেখি আজি রণে।
অন্য মন কর তুমি কিসের কারণে॥
প্রতিজ্ঞা করিলে ভগদত্ত মারিবারে।
তবে কেন অচেতন হৈলে একেবারে॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ লজ্জিত হইয়া।
দিব্য অস্ত্র যুড়িলেক ধনু টঙ্কারিয়া॥
গগন ছাইয়া বাণ এড়েন তখন।
মুষলের ধারে যেন বর্ষে মঘবন॥
অস্ত্র বিনা সৈন্য মধ্যে নাহি দেখি আর।
দিবসে হৈল যেন ঘোর অন্ধকার॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষেতে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ॥
তবে কোপে ভগদত্ত কহে অর্জ্জুনেরে।
এই অস্ত্রে ধনঞ্জয় বিনাশিব তোরে॥
দেখিব কেমনে অস্ত্র কর নিবারণ।
এত বলি ভগদত্ত করয়ে তর্জন॥
বৈষ্ণব নামেতে বাণ নিয়োজিল চাপে।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্র আদি দেবগণ কাঁপে॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়িলেক বাণ।
চলিল বৈষ্ণব অস্ত্র অনল সমান॥

দেখিয়া বৈষ্ণব অস্ত্র দেব নারায়ণ।
চিন্তান্বিত হইলেন অর্জুন কারণ॥
অর্জুনে পশ্চাৎ করি দেব নারায়ণ।
আপনি দিলেন বুক পাতি সেইক্ষণ॥
কৃষ্ণের শরীরে আসি লিপ্ত হৈল বাণ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হৈল কম্পমান॥
এতেক দেখিয়া পার্থ লজ্জিত বদন।
কৃতাঞ্জলি করি কৃষ্ণে করে নিবেদন॥
নিবেদি তোমারে দেব কর অবধান।
কি হেতু হৃদয়ে তুমি ধরিলে এ বাণ॥
কোন্ কাজে ন্যূন মোরে দেখিলে কখন।
এবে অস্ত্র ধর তুমি কিসের কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে কহিলে প্রমাণ।
তোমা হতে নিবারণ নহে এই বাণ॥
বৈষ্ণব অস্ত্রের তুমি না জান মহিমা।
মহাতেজোময় অস্ত্র নাহি তার সীমা॥
অর্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিবে আমারে।
হেনমতে অস্ত্র কেবা দিলেক উহারে॥
আমার অসাধ্য অস্ত্র কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন পার্থ কহি তব স্থান।
চারি মূর্তি মম তুমি জানহ প্রমাণ॥
একমূর্তি তপশ্চর্যা করে অনুক্ষণ।
আর মূর্তি ত্রিভুবন করিছে পালন॥
আর মূর্তি ধরি সৃষ্টি করি যে সৃজন।
অন্তরূপে এক মূর্তি সংহার কারণ॥
নরক পাইল অস্ত্র আমার সদনে।
তাহা হ'তে পায় পৃথ্বী সে দিল নন্দনে॥
পৃথিবীর পুত্র ভগদত্ত মহারাজা।
অস্ত্রেশস্ত্রে বিচক্ষণ বলে মহাতেজা॥
এই অস্ত্র বলে জিনে সর্ব ভূমণ্ডল।
ভগদত্ত সহ সখ্য কৈল আখণ্ডল॥
তোমা হ'তে অস্ত্র জানি নহে নিবারণ।
আপনি ধরি যে আমি তাহার কারণ॥
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী বাণ বৈরী বিনাশিতে।
ব্রহ্মা আদি রক্ষা নাহি পায় যাহা হৈতে॥
কদাচিত ব্যর্থ যদি চক্র মম হয়।
অব্যর্থ বৈষ্ণব বাণ ব্যর্থ কভু নয়॥
না পারিতে তুমি এই বাণ নিবারিতে।
অমর হইলে মৃত্যু তবু ইহা হ'তে॥
এতেক শুনিয়া পার্থ লজ্জিত অন্তর।
পুনরপি ধনঞ্জয়ে কহে গদাধর॥
এড়িল বৈষ্ণব অস্ত্র ভগদত্ত বীর।
এইকালে শীঘ্র কাটি পাড় তার শির॥
ছিল না প্রস্তুত বাণ নিক্ষেপ করিতে।
শত জন এলে নাহি হইত শক্তিতে॥
তব ভাগ্যে রাজা বাণ করিল ক্ষেপণ।
বিনা ক্লেশে বধ তারে করহ এখন॥
আছিল বাণের তেজে বিষ্ণুর সমান।
সমরে হইত কার শক্তি আগুয়ান্॥
এবে চিন্তা কিছু নাহি কর ধনঞ্জয়।
এক্ষণে হইবে জয় জানিবে নিশ্চয়॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হরষিত মন।
সন্ধান পূরিয়া এড়িলেন অস্ত্রগণ॥
কোপে ধনঞ্জয় বীর এড়ে পঞ্চ বাণ।
ভগদত্ত-ধনু কাটি করে খান খান॥
আর ধনু ধরি ভগদত্ত করে রণ।
সেই ধনু ধনঞ্জয় কাটেন তখন॥
পুনঃপুনঃ ভগদত্ত যত ধনু লয়।
ক্রমে ক্রমে কাটিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
কোপে ভগদত্ত বীর শক্তি নিল হাতে।
ফেলিয়া মারিল শক্তি অর্জুনের মাথে॥
ধনু টঙ্কারিয়া পার্থ মারিলেন বাণ।
কাটিলেন তার শক্তি করি খান খান॥
অর্ধচন্দ্র এড়ে বাণ পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্তে মারিলেন কুলিশ সমান॥
দুইখান হ'য়ে পড়ে রথের উপর।
সেই ঘাতে ভগদত্ত গেল যমঘর॥
রণেতে পড়িল ভগদত্ত মহাবীর।
দেখি দুর্যোধন রাজা হইল অস্থির॥
ভগদত্ত-রথ ল'য়ে সারথি সত্বর।
ভ্রমণ করিয়া বুলে সংগ্রাম ভিতর॥

শত শত সেনা পড়ে রথের চাপনে।
হেন বীর নাহি নিবারয়ে রথখানে॥
দেখি কোপে ধায় বীর পবন-নন্দন।
সাপটিয়া রথখানা করিল ধারণ॥
বায়ুবেগে বৃকোদর ফেলে রথখান।
দেখিয়া কৌরবদল হৈল কম্পমান॥
মহাভারতের কথা সুধার লহরী।
ভক্তিতে শ্রবণে যায় ভবপারে তরি॥

——

দ্রোণাচার্যের মৃত্যু।

মুনি বলে মহাশয়, শুন রাজা জন্মেজয়,
হেনমতে পড়ে ভগদত্ত।
দেখি রাজা দুর্যোধন, শোকেতে আকুল মন,
আরোহণ কৈল গজ মত্ত॥
অশ্বত্থামা নামে হস্তী, তার তুল্য অন্য নাস্তি,
এমনি উত্তম গজবর।
বর্ণে জিনি জলধর, ঈশা দন্ত সম শর,
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর॥
তাহে আরোহণ করি, আসে কুরু-অধিকারী,
যথা আছে বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর, রোষযুক্ত নৃপবর,
ভীম সনে করিতে সমর॥
দেখি ধায় বৃকোদর, হাতে গদা ভয়ঙ্কর,
শমন-সমান মহাবীর।
মহাকোপে অঙ্গ কাঁপে, দশনে অধর চাপে,
বজ্রসম কঠিন শরীর॥
গদা যেন কালদণ্ড, সৈন্য করে লণ্ডভণ্ড,
এক ঘায়ে শত শত মারে।
হস্তী অশ্ব পড়ে যত, লিখিতে না পারি তত,
শত শত রথ চূর্ণ করে॥
আনন্দিত বৃকোদর, যুদ্ধ করে ঘোরতর,
বায়ু জিনি গতি মহাবীর।
কোপে ভয়ঙ্কর তনু, যেন প্রভাতের ভানু,
দেখি আনন্দিত যুধিষ্ঠির॥

হেনকালে দুর্যোধন, করীবরে আরোহণ,
গদা ল'য়ে ধায় বীরবর।
দেখি যত যোদ্ধাগণ, সবে সশঙ্কিত মন,
সংগ্রাম হইল ঘোরতর॥
তবে কোপে বায়ুসুত, যেন ঠিক যমদূত,
গদা প্রহারেন করী-মুণ্ডে।
বজ্রাঘাতে যেন গিরি, সেইমত পড়ে করী,
খণ্ড খণ্ড হয় সেই দণ্ডে॥
ভয়েতে কম্পিত মন, এক লাফে দুর্যোধন
হস্তী ত্যজি পড়িল ধরণী।
গদা ল'য়ে দুই করে, প্রহারিল বৃকোদরে
বজ্রের সদৃশ শব্দ শুনি॥
গদাঘাতে বৃকোদর, ক্রোধে কাঁপে থরহর,
নিজ গদা ধরে দৃঢ়মুষ্টি।
ভানুবর্ণ জিনি মূর্তি, যুগান্তের সমবর্তী,
সংহার করিতে যেন সৃষ্টি॥
অতি ক্রোধে বৃকোদর, মারে গদা ঘোরতর,
দুর্যোধন রাজার উপর।
গদাঘাতে দুর্যোধন, অঙ্গ কাঁপে ঘনে ঘন,
পলাইল ত্যজিয়া সমর॥
দুর্যোধন ভঙ্গ দেখি, ভীমসেন হ'য়ে সুখী,
সংহারিল বহু সৈন্যগণ।
সৈন্য কেহ নহে স্থির, দেখি কোপে দ্রোণ বীর,
দ্রুতগতি আসিল তখন॥
আকর্ণ পূরিয়া দ্রোণ, এড়ি নানা অস্ত্রগণ,
বিন্ধিলেক ভীমের হৃদয়।
মূর্ছিত হইল বীর, অঙ্গে বহিছে রুধির,
পলাইল পবন-তনয়॥
পলাইল ভীমসেন, দেখি আনন্দিত দ্রোণ,
বাণবৃষ্টি করে মহাবীর।
শত শত সৈন্য পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
যোদ্ধাগণ হইল অস্থির॥
তবে কোপে ধনঞ্জয়, দেখি সৈন্য অপচয়,
শীঘ্র আসে দ্রোণের সম্মুখে।
ক্রোধে করে বাণবৃষ্টি, যেন সংহারিতে সৃষ্টি,
দিব্য অস্ত্র ফেলে লাখে লাখে॥

অর্জ্জুনেরে দশ বাণ, দ্রোণাচার্য বলবান্,
মারিলেক সমর ভিতরে।
খাইয়া দ্রোণের বাণ, পার্থ হ'য়ে হতজ্ঞান,
পড়িলেন রথের উপরে॥
অর্জ্জুনে বিমুখ করি, দ্রোণাচার্য গেল ফিরি,
সেনাগণে করিতে বিনাশ।
দারুণ দ্রোণের বাণে, স্থির নহে কোনজনে,
যুধিষ্ঠির হয়েন নিরাশ॥
যেই বীর রণে পশে, দ্রোণের সম্মুখে আসে,
তারে দ্রোণ করয়ে সংহার।
যেন যুগান্তের যম, দেখি দ্রোণ কাল সম,
পাণ্ডবের নাহিক নিস্তার॥
দেখি কৃষ্ণ সেনা-নাশ, কহেন মধুর ভাষ,
শুন দ্রোণ আমার বচন।
অশ্বত্থামা পুত্র তব, আজি হ'য়ে পরাভব,
ভীম হস্তে হইল নিধন॥
শুনি দ্রোণাচার্য বীর, হ'লেন তাতে অস্থির,
মনেতে হইল বড় ত্রাস।
অশ্বত্থামা জন্মে যবে, শূন্যবাণী হৈল তবে,
চিরজীবী কহিলেন ব্যাস॥
সুমেরু ভাঙ্গিয়া পড়ে, চন্দ্র সূর্য স্থান ছাড়ে,
তবু মিথ্যা নাহি কহে মুনি।
অসম্ভব কথা হেন, কহিলেন নারায়ণ,
এ কথা বিস্ময় বড় মানি॥
এত ভাবি কহে দ্রোণ, শুন প্রভু নারায়ণ,
তব মায়া বুঝিতে না পারি।
পূর্বে ব্যাস দিল বর, চারি যুগে সে অমর,
এবে কেন হেন কহ হরি॥
পুনঃ কন দামোদর, বিনাশিল বৃকোদর,
হয় নয় পুছ ভীম স্থানে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
অশ্বত্থামা পড়িয়াছে রণে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য, পুত্রশোকে হীনধৈর্য,
পুনরপি কহিল তখন।
তবে আমি সত্য মানি, যদি কহে নৃপমণি,
যুধিষ্ঠির ধর্মের নন্দন॥
তবে প্রভু নারায়ণ, কহিলেন সেইক্ষণ,
যুধিষ্ঠিরে ডাকি নিজপাশ।
অশ্বত্থামা হত বাণী, দ্রোণে কহ নৃপমণি,
দ্রোণ যেন জানে সত্য ভাষ॥
কৃষ্ণের শুনিয়া বাণী, কহেন পাণ্ডবমণি,
কিরূপে কহিব মিথ্যা বাণী।
আমাতে বিশ্বাস করি, দ্রোণ জিজ্ঞাসিবে হরি,
মম বাক্য সত্য হেন জানি॥
কিরূপে কহিব মিথ্যা, যুক্তি নহে এই কথা,
যদি মম হয় সর্বনাশ।
বিশ্বাসঘাতকা করি, কিমতে কহিব হরি,
মহাপাপ নাশিলে বিশ্বাস॥
পুনরপি নারায়ণ, কহিছেন বিজ্ঞাপন,
প্রকাশ করিয়া কহ দ্রোণে।
অশ্বত্থামা হত বাণী, আমি তাহা সত্য জানি,
ইতি গজ পড়ি গেল রণে॥
পুনঃ কন যুধিষ্ঠির শুন শুন যদুবীর,
তথাপিহ অধর্ম বিস্তর।
মিথ্যা যদি কহি আমি, হইব নরকগামী,
উদ্ধারের বলহ উত্তর॥
এত শুনি বৃকোদর, ক্রোধে কাঁপে কলেবর,
কহিতে লাগিল সেইক্ষণ।
হইয়া পাণ্ডবস্বামী, সকল নাশিলে তুমি,
তব সত্য না জানি কেমন॥
অধর্ম করিলে যদি, হয় লোকে অধোগতি,
কি করিল রাজা দুর্যোধন।
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি সপ্ত রথিগণে,
একা শিশু করিল নিধন॥
সত্যবাদী সদা ধর্ম, তুমি কি করিলে কর্ম,
নাশিলে সকল রাজ্য ধন।
আমার বচন শুনি, কহ তুমি নৃপমণি,
এই কথা স্বরূপ বচন॥
মোরে যদি পুছে দ্রোণ, কহি আমি পুনঃপুনঃ,
পুনঃ কহি একশতবার।
ইহা বলি বৃকোদর, কহিলেন দৃঢ়তর,
অশ্বত্থামা হত সারোদ্ধার॥

শুন দ্রোণ কহি সার, সমরেতে আজিকার,
মম হাতে অশ্বত্থামা হত।
জানাই স্বরূপ আমি, নিশ্চয় জানহ তুমি,
এই কথা নহে অন্যমত॥
এত শুনি কহে দ্রোণ, প্রত্যয় না হয় মন,
তোমার বচনে বৃকোদর।
হত যদি মোর পুত্র, কহে ধর্ম সুচরিত্র,
নিজমুখে ধর্ম নৃপবর॥
শুনি দেব নারায়ণ, কুপিত হইল মন,
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
কহ তুমি নৃপমণি, এই কথা সত্য বাণী,
তবে বধ করিবে দ্রোণেরে॥
তাহা শুনি ধর্মসুত, হইয়া বিষাদযুত,
কহিলেন দ্রোণের গোচর।
অশ্বত্থামা হৈল নাশ, ইতি গজ সত্যভাষ,
জানহ স্বরূপ এ উত্তর॥
পুনরপি কহে দ্রোণ, সত্য কহ হে রাজন্,
অশ্বত্থামা হইল বিনাশ।
কহেন ধর্মের সুত, অশ্বত্থামা হৈল হত,
ইতি গজ সত্য এই ভাষ॥
দ্রোণ পুছে যত বার, কহিলেন ততবার,
যুধিষ্ঠির সে মত উত্তর।
লঘুস্বরে নৃপমণি, কহে ইতি গজ বাণী,
পুনঃপুনঃ দ্রোণের গোচর॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি, সত্য হেন দ্রোণ জানি,
পুত্রশোকে হ'লেন আকুল।
ধনু ধরি বামকরে, কান্দে দ্রোণ উচ্চৈঃস্বরে,
লোহে ভিজে অঙ্গের দুকূল॥
পুত্রশোকে গুরু দ্রোণ, হইলেন অচেতন,
চেতন হারান দ্বিজবর।
কণ্ঠতলে ধনু রাখি, কান্দে দ্রোণ হ'য়ে দুঃখী,
অশ্রু পড়ে গুণের উপর॥
হেনকালে রমাপতি, বলেন অর্জুন প্রতি,
হের দেখ বীর ধনঞ্জয়।
কালসর্প দংশে দ্রোণে, শীঘ্র কাটি পাড় বাণে,
এইকালে কুন্তীর তনয়॥
তবে পার্থ বীরবর, অস্ত্র মারি দৃঢ়তর,
সর্প বলি কাটে ধনুর্গুণ।
কণ্ঠতলে বিন্ধি ধনু, অস্থির হইল তনু,
রথেতে পড়িয়া গেল দ্রোণ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন, রথে পড়ে দেখে দ্রোণ,
খড়্গ ল'য়ে ধাইল সত্বর।
যথা ধায় মৃগপতি, তথা ধায় শীঘ্রগতি,
উঠে গিয়া রথের উপর॥
কাটিল দ্রোণের শির, দেখে যত কুরুবীর,
হাহাকার করে সর্বজন।
লইয়া দ্রোণের শির, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর,
নিজরথে আসিল তখন॥
দ্রোণের নিধন দেখি, দুর্যোধন হ'য়ে দুঃখী,
বিলাপ করয়ে বহুতর।
হাহাকার শব্দ করি, কান্দে কুরু অধিকারী,
পড়ি গেল ধরণী উপর॥
ব্যাস বিরচিত গাথা, অপূর্ব ভারত কথা,
শ্রবণেতে কলুষ নাশন।
সংসার-সাগর ঘোরে, উদ্ধার করিবে মোরে,
কাশীরাম দাস বিরচন॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নৃপবর।
দ্রোণাচার্য পড়ি গেল সংগ্রাম ভিতর॥
সন্ধ্যার সময় দ্রোণ পড়ি গেল রণে।
রোদন করয়ে তবে যত কুরুগণে॥
দুর্যোধন রাজা কান্দে করি হাহাকার।
সৈন্যমধ্যে মহাশব্দ ক্রন্দন অপার॥
দুর্যোধন কান্দি বলে শুন যোদ্ধাগণ।
কোন্ জন কিবা রূপে করিবে তারণ॥
এমন গুরুকে শত্রু সংহারিল রণে।
কে মারিবে কে তারিবে পাণ্ডবেরে রণে॥
পিতামহ বীর ছিল ভুবনে দুর্জয়।
ইচ্ছা-মৃত্যু বলি যার আছিল নির্ণয়॥

যাঁহার বিক্রমে ভৃগুরাম নহে স্থির।
হেন পিতামহ মারে ধনঞ্জয় বীর॥
অতি শোকাকুল হ'য়ে কান্দে দুর্যোধন।
হেনকালে তথা আসে সূর্যের নন্দন॥
কর্ণে দেখি দুর্যোধন বলে অভিমানে।
ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতি পড়ি গেল রণে॥
এখন কি বল সখে আছে কি উপায়।
কর্ণ বলে শুন রাজা বলি হে তোমায়॥
বড়ই দুর্বল পুরাতন বৃদ্ধ ছিল।
বাণ শিক্ষা ছিল তাই সমর করিল॥
দোঁহা হেতু শোক নাহি কর দুর্যোধন।
আমিই বান্ধিয়া দিব পাণ্ডবের গণ॥
যুধিষ্ঠির ধরি দিব সমর ভিতর।
রণস্থলে শোক নাহি কর নৃপবর॥
হেনকালে তথা আসিলেন অশ্বত্থামা।
কৃতবর্মা সঙ্গে আর কৃপাচার্য মামা॥
পিতার বিনাশ শুনি হ'লেন অস্থির।
শোকে অচেতন হৈল অশ্বত্থামা বীর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে শুনি পিতার নিধন।
মহাকোপে কাঁপে বীর দ্রোণের নন্দন॥
দুর্যোধনে চাহি বলে দ্রোণের তনয়।
আমি যাহা কহি তাহা শুন মহাশয়॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন-বধে ধনু যদি ধরি।
সর্ব ধর্ম নষ্ট হয় নরকেতে পড়ি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিয়া না আসিব ঘরে।
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি সবার গোচরে॥
গো-বধে ব্রাহ্মণ-বধে যত পাপ হয়।
সেই পাপ মোর যদি না মারি নিশ্চয়॥
এত শুনি আনন্দিত কৌরব-কুমার।
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল স্থানে আপনার॥
ঋষিমুখে জন্মেজয় করেন শ্রবণ।
এতদূরে দ্রোণপর্ব হৈল সমাপন॥

দ্রোণপর্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

কর্ণপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

কর্ণকে সেনাপতিত্বে বরণ।

বীর যোদ্ধা ক্রমে সব পড়িল সমরে।
দৈবের বিপাকে হেন বিদিত সংসারে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ হত হৈলে চিন্তে দুর্যোধন।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে রণ ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা আকুল পরাণ।
মন্ত্রিগণে আনি তবে করয়ে বিধান ॥
শকুনি কহিল কর্ণ আছে মহামতি।
সেনাপতি পদে তাহে বর শীঘ্রগতি ॥
করুক সমর কর্ণ বলে বীরগণ।
কি ছার পাণ্ডব করে তার সহ রণ ॥
রণজয়ী হবে কর্ণ ভাবি দুর্যোধন।
সৈন্যাপত্যে অভিষেক করে সেইক্ষণ ॥
কর্ণে অভিষেক করি সানন্দ হৃদয়।
অবশ্য জিনিবে কর্ণ ভাবিল নিশ্চয় ॥
দুর্যোধন বলে সখা কহি যে তোমারে।
ভীষ্ম দ্রোণ রণে মৈল উপেক্ষি সমরে ॥
ক্ষমা করি না যুঝিল জানিনু এখন।
নৈলে কেন মোর সৈন্য হইবে নিধন ॥
এখন করহ সখা মোর হিত কার্য।
যুধিষ্ঠিরে জিনি মোরে দেহ সব রাজ্য ॥
হেনমতে বহুরূপ করিল বিনয়।
দুর্যোধন বাক্য শুনি সূর্যপুত্র কয় ॥
আমার প্রতাপ তুমি জান ভালমতে।
অবশ্য জিনিব আমি পাণ্ডবের নাথে ॥
তোমার বিজয় যশ করি দিব আমি।
সসাগরা পৃথিবীতে তুমি হবে স্বামী ॥
কর্ণের এতেক বাক্য শুনি দুর্যোধন।
আনন্দে রজনী বঞ্চে ল'য়ে বীরগণ ॥
পরদিন প্রভাতে কর্ণের আজ্ঞা ধরি।
অস্ত্র ল'য়ে বীর সব গেল আগুসরি ॥
গজ-বাজী ধ্বজ-ছত্র শত শত যায়।
সাজিল কৌরবগণ সমুদ্রের প্রায় ॥
নানা অস্ত্রে সাজি কর্ণ চড়ে গিয়া রথে।
চলিল সংগ্রামভূমি ধনুঃশর হাতে ॥
কটক চলিল বহু রথী হৈল কর্ণ।
বাসুকি জিনিতে যেন চলিল সুপর্ণ ॥
দ্রোণের নন্দন চলে মহাধনুর্ধর।
অস্ত্রধারী অশ্বত্থামা সমরে প্রখর ॥
অবশিষ্ট নৃপতির যত অনুচর।
চলিল সংগ্রামভূমে মূর্তি ভয়ঙ্কর ॥
মধ্যে রাজা দুর্যোধন সংগ্রামে প্রচণ্ড।
কৃতবর্মা ও বাহ্লীক ধরে ছত্রদণ্ড ॥
নারায়ণী সেনা আর কৃপ দ্বিজবর।
রাজার দক্ষিণে আছে সংগ্রাম ভিতর ॥
ত্রিগর্ত সৌবল আদি যত মহাবীর।
বামভাগে রহে সবে নির্ভয় শরীর ॥
সাজিল কৌরবদল দেখি যুধিষ্ঠির।
অর্জুনে কহেন তবে ধর্ম মতি ধীর ॥
দেবাসুর নাহি সহে যাহার প্রতাপ।
সেই কর্ণ আসে রণে করি বীরদাপ ॥

হের ঐ আসে কর্ণ করিতে সংগ্রাম।
দেবাসুর ভয় করে শুনি যার নাম॥
কর্ণেরে জিনিয়া ভাই শীঘ্র যশ লও।
ত্রিভুবন মধ্যে যদি মহাবীর হও॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ধনঞ্জয় বীর।
অর্ধচন্দ্র ব্যূহ করি সৈন্য করে স্থির॥
বাম শৃঙ্গে ভীমসেন সমরে দুর্জয়।
দক্ষিণ-শৃঙ্গেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়॥
মধ্যবর্তী ধনঞ্জয় বীর ধনুর্ধর।
পৃষ্ঠে যুধিষ্ঠির সহ দুই সহোদর॥
যুদ্ধসাজে রহিলেন দুই মহাবীর।
অর্জুনের কাছে রহে নির্ভয় শরীর॥
ব্যূহমুখে বীর সব করে সিংহনাদ।
দুই দলে বাদ্য বাজে নাহি অবসাদ॥
কর্ণের বিক্রম দেখি কুরু করে গর্ব।
দ্রোণের বীরত্ব যত করিলেক খর্ব॥
দুই দলে যুদ্ধ হয় অতি অসম্ভব।
দুই দলে হানাহানি উঠে মহারব॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে ভরিয়া গগন।
পৃথিবী যুড়িয়া পড়ে যত যোদ্ধাগণ॥
ক্রোধ করি ভীমসেন ধরে ধনুঃশর।
লাফ দিয়া উঠে বীর হস্তীর উপর॥
সাত্যকি নকুল ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বিক্রমে প্রধান॥
ভীমসেনে বেড়ে সবে সিংহনাদ করি।
রোষে বীর ধায় যেন হস্তীকে কেশরী॥
বাহিনী মথিয়া আসে বীর বৃকোদর।
দেখিয়া রুষিল ক্ষেমধূর্তি নৃপবর॥
কুলত দেশের রাজা ক্ষেমধূর্তি নাম।
বিক্রমে সিংহের প্রায় সমরে শ্রীরাম॥
মহাগজে আরোহিয়া আসে ক্রুদ্ধমনে।
প্রথমে তোমর বাণ মারে ভীমসেনে॥
শরেতে তোমর ভীম করে খণ্ড খণ্ড।
ছয় বাণে বিন্ধে বীর সমরে প্রচণ্ড॥
ক্রোধ করি ভীমসেন বরিষয়ে শর।
বাণ মারে ক্ষেমধূর্তি হস্তীর উপর॥
শরাঘাতে ভঙ্গ দিল গজেন্দ্র বিশাল।
রাখিতে না পারে ক্ষেমধূর্তি মহীপাল॥
কতক্ষণে ক্ষেমধূর্তি সুযোগ পাইল।
ভীমেরে বিন্ধিতে বীর সমরে ধাইল॥
ক্ষুরপা বাণেতে কাটে ভীম শরাসন।
আর ধনু নিল হাতে ভীম বিচক্ষণ॥
নারাচ মারিয়া কৈল হস্তীর নিধন।
লাফ দিয়া এড়াইল বীর বিচক্ষণ॥
ধন্য ধন্য করি সবে বাখানে তখন।
ধন্য বীর ক্ষেমধূর্তি বলে কুরুগণ॥
গদাঘাতে ভীমসেন পেয়ে বড় লাজ।
ক্ষেমধূর্তির নৃপতির মারে গজরাজ॥
লাফ দিয়া ক্ষেমধূর্তি হস্তী এড়াইল।
গদা মারি ভীম তারে ভূমিতে পাড়িল॥
সিংহের প্রতাপে যেন পড়িল মাতঙ্গ।
ক্ষেমধূর্তি পড়ে দেখি সৈন্য দিল ভঙ্গ॥
তবে কর্ণ মহাবীর পাণ্ডবে ধাইল।
পাণ্ডব সৈন্যেতে মহাক্রোধে প্রবেশিল॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বরিষয়ে কর্ণ।
সর্পের সভায় যেন পশিল সুপর্ণ॥
সেনা ভঙ্গ দিল আর পড়ে অশ্ব গজ।
ছয় বাণে কাটি পাড়ে যত রথধ্বজ॥
নিরন্তর কর্ণবীর বরিষয়ে বাণ।
লক্ষ লক্ষ বীর পড়ে ভীম বিদ্যমান॥
অশ্বত্থামা বীর সনে যুঝে বৃকোদর।
শ্রুতবর্মা সনে চিত্রসেন ধনুর্ধর॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ সাত্যকির রণ।
প্রতিবিন্ধ্য সহ যুঝে চিত্র যশোধন॥
দুর্যোধন সহ যুঝে রাজা যুধিষ্ঠির।
নারায়ণী সেনাসহ পার্থ মহাবীর॥
কৃপ আর ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে দুর্জয়।
নকুল সহিত কৃতবর্মা মহাশয়॥
মদ্রপতি সহ শ্রুতকীর্তির বিক্রম।
দুঃশাসন সহ সহদেব যম-সম॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ হইল সংগ্রাম।
সাত্যকি রণেতে পটু অতি অনুপাম॥

দুই বীরে হানাহানি ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ বলে মার মার॥
বিন্দ অনুবিন্দ বীর বাণ বরিষয়।
শত শত বাণ পড়ে নাহি করে ভয়॥
কাটিলেন সাত্যকির দিব্য শরাসন।
আর ধনু হাতে নিল বীর বিচক্ষণ॥
ক্ষুরপা বাণেতে তবে সাত্যকি প্রবীর।
তৃণবৎ করি কাটি পাড়ে তার শির॥
অনুবিন্দ পড়ে দেখি তার সহোদর।
মহাকোপে বিন্দ বীর বরিষয়ে শর॥
খরস্রোতে রক্ত পড়ে সাত্যকি শরীরে।
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে॥
পরস্পর অশ্ব রথ সারথি কাটিল।
দোঁহে মহাবীর্যবান্ কেহ না টলিল॥
বিবর্ণ হইল দোঁহে করি বহু রণ।
পরস্পর মহাযুদ্ধ করে দুইজন॥
চিত্রসেন সহ শ্রুতবর্মা করে রণ।
দুইজনে মহাবীর যুদ্ধে বিচক্ষণ॥
ধ্বজ কাটা গেল তবে পরস্পর শরে।
দুই বীরে মিশামিশি সংগ্রাম ভিতরে॥
তবে শ্রুতবর্মা বীর মহাধনুর্ধর।
চিত্রসেন মাথা কাটি ফেলে ভূমি'পর॥
পরিলেক চিত্রসেন কৌরবের ত্রাস।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর পাইল প্রকাশ॥
পড়িলেক চিত্রসেন চিত্র তবে রোষে।
তাহার বিক্রম দেখি প্রতিবিন্ধ্য হাসে॥
রথের কাটিল ধ্বজ বিন্ধিল সারথি।
সংগ্রামে কাতর অতি চিত্র মহারথী॥
তবে শক্তি ফেলি মারি চিত্ররাজ মাথে।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর কাটে অর্ধপথে॥
মহাগদা ল'য়ে বীর মারে আরবার।
রথের সারথি তবে করিল সংহার॥
পুনরপি রথে পড়ে মহাধনুর্ধর।
বিংশতি তোমর মারি ভেদিল অন্তর॥
দুই বাহু প্রসারিয়া পড়ে মহাবীর।
প্রতিবিন্ধ্য মহাযোদ্ধা সমরে সুধীর॥
শরে শরে নিবারিয়া মারে কুরুকুল।
ক্রোধে আসে অশ্বত্থামা বলে মহাবল॥
সেইক্ষণে ভীমসেন হাতে নিল ধনু।
শরবৃষ্টি করি বিন্ধে দ্রোণপুত্র-তনু॥
বলি সঙ্গে ইন্দ্র যেন করিল সংগ্রাম।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় অনুপাম॥
সন্ধান করয়ে দিব্য অস্ত্র দুই বীর।
নানা অস্ত্র বিন্ধে দোঁহে নির্ভয় শরীর॥
সর্বদিক বিজলী চমকে হেন দেখি।
তারা হেন গগনেতে ছুটয়ে নিরখি॥
অস্ত্রের মুখেতে ঘন বাহিরায় অগ্নি।
আকাশে উঠয়ে যেন বজ্র ঝন্‌ঝনি॥
দশদিকে আবরিল নাহিক সঞ্চার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় অন্ধকার॥
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল দুই মহাবলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
সাধু সাধু বলি ধন্য দেয় সর্বজন।
বিমানে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ॥
বহুক্ষণ পরে দুই বীর অচেতন।
কেহ কারে নাহি পারে সম দুইজন॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ হাতে ধনু।
নব জলধর যেন ধরিলেক তনু॥
বরিষা কালেতে যেন বরিষে নির্ঝর।
শরবৃষ্টি করে বীর পার্থ ধনুর্ধর॥
নারায়ণী সেনা মারে ধনঞ্জয় রোষে।
খদ্যোতগণেরে যথা দিনকর নাশে॥
কত শত বীরমাথা কাটে ধনঞ্জয়।
ধনু দণ্ড ছাতা কাটে পার্থ মহাশয়॥
বাণেতে কাটিল বাণ করিলেন রাশি।
মুণ্ডোপরি মুণ্ড পড়ে গগন-পরশি॥
গজবাজী পড়ে সব রথী সারি সারি।
পড়িল অনেক সৈন্য লিখিতে না পারি॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে অশ্বত্থামা আসে মহাবীর।
দিব্য অস্ত্র আরোপিয়া সৈন্য কৈল স্থির॥
তবে দুই মহাবীরে হৈল মহারণ।
শরে অন্ধকারাচ্ছন্ন নর-নারায়ণ॥

অতিক্রোধে ধনঞ্জয় বিন্ধে বহু শর।
দ্রোণ-নন্দনের তনু করেন জর্জর॥
মগধের পতি আসে দণ্ডধার নাম।
হস্তী অশ্ব রথ সৈন্য ল'য়ে অনুপাম॥
মহাবীর দণ্ডধার করে মহারণ।
সেইক্ষণে অর্জুন কাটেন হস্তীগণ॥
বজ্রাঘাত পড়ে যেন পর্বত উপর।
অর্জুনের বাণে গজ পড়িল বিস্তর॥
অর্ধচন্দ্র বাণে সবে করেন সংহার।
হস্তী হৈতে ভূমিতলে পড়ে দণ্ডধার॥
অনিবার মহাযুদ্ধ করেন অর্জুন।
যুগান্তে প্রলয় যেন সংগ্রামে নিপুণ॥
পাণ্ডবের সেনা যত মহা বীরবর।
যুঝিতে লাগিল সবে নির্ভয় অন্তর॥
অশ্বত্থামা বীর মারে পাণ্ডু-সেনাগণ।
ক্রোধ করি পার্থ যুঝে রণে বিচক্ষণ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
কর্ণ সহ কুরুবল আসিল তখন॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

কর্ণের সহিত যুদ্ধে নকুলের পরাভব।

দুঃশাসনে জিনি তবে নকুল প্রবীর।
কর্ণের অগ্রেতে গেল নির্ভয় শরীর॥
তীক্ষ্ণ বাণ এড়ে বীর কর্ণের উপরি।
সদর্পে নকুল কর্ণে বলে আগুসরি॥
যাহা ছিল কর্ণ তুই করিলি প্রকাশ।
তোমা হতে ক্ষত্রকুল হইল বিনাশ॥
আজি রণমধ্যে তোরে করিব সংহার।
কৃতকৃত্য হইবেন ধর্ম অবতার॥
হাসিয়া বলিল কর্ণ তুই অল্পবুদ্ধি।
কিছু না জানিস্ তুই বিক্রমের শুদ্ধি॥
কি কর্ম করিয়া প্রশংসহ আপনাকে।
আজি ছন্ন হৈল দেখি কর্মের বিপাকে॥

নকুলে এতেক বলি রুষে কর্ণ বীর।
পঞ্চশত শরে বিন্ধে তাহার শরীর॥
শর হানি কর্ণ তার কাটিলেক ধনু।
আর শত বাণে তার বিন্ধিলেক তনু॥
আর ধনু ল'য়ে তবে নকুল সুমতি।
ত্রিশ বাণ কর্ণ বীরে বিন্ধে শীঘ্রগতি॥
তিনবাণ সারথিরে মারিল প্রচণ্ড।
ক্ষুরবাণ মারি তারে কৈল খণ্ড খণ্ড॥
ঊনত্রিশ বাণ তারে মারিলেক কর্ণ।
সর্বগাত্রে রক্ত পড়ে দেখিতে বিবর্ণ॥
আশ্বস্ত হইয়া বাণ মারিল নকুল।
কর্ণের ধনুক কাটি করিল আকুল॥
আর ধনু নিল কর্ণ সংগ্রাম ভিতর।
সেই ধনু কাটিলেক নকুল সুন্দর॥
আর ধনু লয়ে কর্ণ যুড়িলেক শর।
শরে সমাচ্ছন্ন নকুলের কলেবর॥
শরে শর নিবারয়ে নকুল প্রচণ্ড।
মহাবীর কর্ণ শর করে খণ্ড খণ্ড॥
কর্ণ বাণে নভোমার্গ হৈল অন্ধকার।
সূর্যের কুমার বীর সূর্য অবতার॥
কাটিল হাতের ধনু রথের সারথি।
সচিন্তিত হৈল তবে নকুল সুমতি॥
চারি ঘোড়া কাটে বীর সমরে প্রচণ্ড।
তৃণবৎ করি রথ করে খণ্ড খণ্ড॥
ধ্বজ-পতাকাদি কাটে কাটে অলঙ্কার।
শর হানি কর্ণ বীর করে কদাকার॥
নকুল পরিঘ ল'য়ে ধাইল সত্বর।
পরিঘ কাটিল শরে কর্ণ ধনুর্ধর॥
ভয় পেয়ে মাদ্রী-পুত্র চাহে চারিভিত।
পরিহাস করে কর্ণ সংগ্রামে পণ্ডিত॥
গলায় ধনুক দিয়া বান্ধিয়া রাখিল।
অন্তরে নকুল মহা সঙ্কট গণিল॥
হাসিয়া বলয়ে কর্ণ শুন শিশুমতি।
যুদ্ধ না করিহ আর গুরুর সংহতি॥
আপনার সমকক্ষ সহ কর রণ।
বলবান্ সহ নাহি যুঝ কদাচন॥

কভু না করিহ রণ চলি যাহ ঘরে।
কহ গিয়া এবে তব যত সহোদরে॥
এত বলি কর্ণ বীর নকুলে ছাড়িল।
কুন্তীর বচন মানি তারে না মারিল॥
লজ্জিত নকুল বীর কর্ণের বচনে।
চলিল আপন দলে বিরস বদনে॥
পাঞ্চালে দেখিয়া তবে সূর্যের নন্দন।
হাতে যমদণ্ড ধায় করিয়া গর্জন॥
পাণ্ডবের সেনাপতি পাঞ্চাল নৃপতি।
কৌরবের সেনাপতি কর্ণ যে সুমতি॥
দুইদলে মহারণ করে দুইজন।
পশিল সমর মাঝে পাঞ্চাল রাজন্॥
তুমুল বাধিল রণ বীর দুইজনে।
সকল পাঞ্চালগণ ধায় একসনে॥
নিবারিল শরজাল কর্ণ বীরবর।
সন্ধান করিল বাণ নির্ভয় অন্তর॥
একে একে করে কর্ণ বাণের প্রহার।
রথ ধ্বজ পতাকাদি করিল সংহার॥
ভঙ্গ দিয়া সব দল চারিভিতে ধায়।
মৃগেন্দ্র দেখিয়া যেন হরিণী পলায়॥
কেহ কারে নাহি চায় পলায় সত্বর।
রাখিবারে নাহি পারে পার্থ ধনুর্ধর॥
ক্রোধমুখে ধনঞ্জয় কর্ণ পানে চায়।
ক্ষুধার্ত শার্দুল যেন গজরাজে ধায়॥
কর্ণ বাণ বরিষয়ে নিবারে অর্জুন।
শিশির পাইয়া যেন শোষেণ তপন॥
অর্জুন মারেন বাণ উঠয়ে আকাশ।
অন্ধকার হৈল সূর্য নাহিক প্রকাশ॥
কোথায় মুষল বৃষ্টি পরিঘ বিশাল।
কোথায় পড়িছে শেল কোথা ভিন্দিপাল॥
অর্জুনের বাণ পড়ে যমের সোসর।
ভয়ে চক্ষু মুদি রহে যত কুরুবর॥
অশ্ব গজ রথ রথী পড়ে সারি সারি।
কুরুবল ভঙ্গ দিল সহিবারে নারি॥
দিন অবশেষ হৈল রজনী প্রবেশে।
সকল কৌরব গেল আপনার বাসে॥
বিজয় দুন্দুভি বাজে পাণ্ডবের দলে।
শিবিরে চলিল রাজগণ কুতূহলে॥
মহাভারতের কথা সর্বধর্ম সার।
কাশী কহে শুন যদি হবে ভবপার॥

কর্ণ দুর্যোধন সংবাদ।

শিবিরেতে গেল দুর্যোধন মহারাজ।
অর্জুনের সহ রণে পেয়ে বড় লাজ॥
কাহার বাহন নাহি কারো নাহি ধনু।
অর্জুনের বাণে সবে ছিন্ন হৈল তনু॥
মুখে গদগদ ভাষ বদন বিবর্ণ।
বসিলেক ভূমিতলে অপমানে কর্ণ॥
ভাঙ্গিয়া দশন যেন বারণ পলাল।
মহাভুজঙ্গমে যেন চরণে পিষিল॥
সেমত কৌরবগণ মহা লজ্জা পায়।
মনোদুঃখে দুর্যোধন শিবিরেতে যায়॥
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাজা দুর্যোধন বলে।
কি করিব কি হইবে বলহ সকলে॥
দুর্যোধন বলে শুন সূর্যের তনয়।
তোমা হ'তে হৈল মম কুরুকুল ক্ষয়॥
প্রতিজ্ঞা করিলে তুমি জিনিব পাণ্ডবে।
সেনাপতি করিলাম বুঝি অনুভবে॥
তোমার বচনে আমি যুদ্ধ কৈনু পণ।
তুমি জয় করি দিবে পাণ্ডুর নন্দন॥
পুনঃপুনঃ কহিলে যে করি অহঙ্কার।
আমার সাক্ষাতে যে পাণ্ডব কিবা ছার॥
তোমার সামর্থ্য যত সব ব্যর্থ হৈল।
তব আগে পার্থ মোর সৈন্য নিপাতিল॥
যদ্যপি কহিতে আগে জিনিতে নারিবে।
শরণ লৈতাম আমি পাণ্ডবের তবে॥
অনেক নিন্দিয়া তবে রাজা দুর্যোধন।
ভূমিতলে বসিলেন বিরস বদন॥
দেখিয়া শুনিয়া বীর কর্ণ মহাবল।
ক্রোধেতে জ্বলয়ে যেন জ্বলন্ত অনল॥

হাতে হাত কচালয়ে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
অহঙ্কারে কর্ণ বীর চাহিছে আকাশ॥
দুর্যোধন মুখ চাহি ভাবে বীর কর্ণ।
দেবাসুর মধ্যে যেন রুষিল সুপর্ণ॥
যোদ্ধামধ্যে বুদ্ধিমন্ত অর্জুন বিশেষ।
শ্রীকৃষ্ণ সতত তারে দেন উপদেশ॥
করজোড়ে বলে কর্ণ শুন মহাশয়।
আজি তার গর্ব আমি ঘুচাব নিশ্চয়॥
কর্ণের বচনে হৃষ্ট হৈল দুর্যোধন।
উল্লসিত হইলেক কৌরবের গণ॥
মহাবীর কর্ণ যুঝে অপমান গণি।
ফুকারি ফুকারি চিত্তে কাটায় রজনী॥
প্রভাতে চলিয়া গেল সভা বিদ্যমানে।
মূর্তিমন্ত সর্প যেন আপনা বাখানে॥
মোর সম বীর নাহি ভুবন ভিতরে।
কোন্ গুণে গুণী পার্থ কিবা বল ধরে॥
আজি তারে পাঠাইব আমি যমঘরে।
কিবা সে মারুক মোরে সংগ্রাম ভিতরে॥
গাণ্ডীব নামেতে ধনু আছে তার ঘরে।
বিজয় নামেতে ধনু রাম দিল মোরে॥
বিশ্বকর্মা নির্মিত বিজয় শরাসন।
ইন্দ্র যারে ধরি কৈল অসুর নিধন॥
বাসবেরে আরাধিয়ে পায় ভৃগুরাম।
রাম মোরে অর্পিলেন ধনু অনুপাম॥
দিব্য দিব্য অস্ত্র দিল রাম মহাবীর।
অক্ষয় কবচ যাহে অভেদ্য শরীর॥
অর্জুনেরে মারি বাড়াইব তব যশ।
সাগরান্ত বসুমতী করি দিব বশ॥
পার্থের সারথি নিজে সেই নারায়ণ।
আমা হৈতে অধিক চিন্তিত সে কারণ॥
কৃষ্ণের সমান গুণ সেই সে বিশাল।
আমার সারথি হোক্ শল্য মহীপাল॥
তবে সে নিমিষে আমি অর্জুনে জিনিব।
অপর পাণ্ডবগণে বান্ধিয়া আনিব॥
মহা মহা রথী আর যত মহারাজে।
মুহূর্তেকে জিনি দিব নিজ ভুজতেজে॥

শল্যেরে সারথি যদি করি দেহ মোরে।
নিষ্পাণ্ডব করি রাজ্য দিব ত' তোমারে॥
এত শুনি দুর্যোধন চলে শীঘ্রগতি।
যথা বসিয়াছে রাজা মদ্র অধিপতি॥
রাজারে দেখিয়া শল্য জিজ্ঞাসে কারণ।
কহ মহারাজ হেথা কেন আগমন॥
রাজা বলে নিকটেতে আসিনু তোমার।
ভয়ার্ত জনের তুমি হবে কর্ণধার॥
অবধান কর রাজা করি নিবেদন।
পার্থ হতে বলাধিক রবির নন্দন॥
পার্থের সারথি রথে নিজে নারায়ণ।
মহাবুদ্ধি সেই রথে মন্ত্রী বিচক্ষণ॥
যেন কৃষ্ণ তেন তুমি মহা মতিমান্।
মহাতেজোবন্ত তুমি ইথে নহে আন॥
কর্ণ-রথে মন্ত্রী তুমি হও মহাশয়।
তবে পরাজিবে কর্ণ কৃষ্ণ ধনঞ্জয়॥
শল্য রাজা বলে আমি বিদিত ভুবন।
কি ছার মনুষ্য কর্ণ কহ ত' রাজন্॥
রথেতে সারথি আমি হইব তাহার।
হেন অপমান আর না কর আমার॥
পৃথিবী সহিতে নারে মোর অস্ত্রবল।
প্রতাপে শুষিতে পারি সমুদ্রের জল॥
মোর অপমান নাহি কর দুর্যোধন।
আজ্ঞা কর মহারাজ যাই নিকেতন॥
এত বলি শল্য রাজা উঠিয়া চলিল।
স্তুতি করি দুর্যোধন কহিতে লাগিল॥
আপনা হইতে যার হয় শ্রেষ্ঠ গুণ।
তাহারে সারথি করি সংগ্রামে নিপুণ॥
ত্রিপুর দহিতে যবে যান শূলপাণি।
ব্রহ্মারে সারথি কৈল পরাক্রম জানি॥
জানি তুমি মহাবীর পুরুষ প্রধান।
মোর দলে বীর নাই তোমার সমান॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ শকুনি সৌবল।
অশ্বত্থামা ভগদত্ত তুমি মহাবল॥
এই সব বীর ল'য়ে মোর অহঙ্কার।
ছল যুদ্ধে তা সবারে করিল সংহার॥

তুমি আর কর্ণ বীর দুই অবশেষ।
অর্জুনে মারিতে যত করহ বিশেষ॥

———

শল্যের সারথ্য স্বীকার ও
কর্ণের আত্মশ্লাঘা।

দুর্যোধন নৃপতির শুনিয়া বচন।
সারথি হইতে শল্য করিল মনন॥
নানা অস্ত্র পরিপূর্ণ পতাকা নিচয়।
চড়িল কর্ণের রথে শল্য মহাশয়॥
হাতেতে পাঁচনি ল'য়ে হইল সারথি।
যুদ্ধ করিবারে যায় কর্ণ মহামতি॥
শল্যের অগ্রেতে কর্ণ আপনা বাখানে।
চিত্ররথ আসে যদি বিনাশিব বাণে॥
যদি যম আদি সঙ্গে আসে দেবরাজ।
জিনিব সবারে আজি সংগ্রামের মাঝ॥
সবারে মারিয়া আজি মারিব অর্জুন।
দুই দলে দেখিবেক আজি মোর গুণ॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী বলে শল্যপতি।
বিষম বীরত্ব তব অহঙ্কার অতি॥
শৌর্যে বীর্যে কভু তুমি নহ পার্থ সম।
ধনঞ্জয় মহাবীর পুরুষ উত্তম॥
যদুসেনা জিনি আনে সুভদ্রারে হরি।
শঙ্করে তুষিল হিমালয়ে যুদ্ধ করি॥
দহিল খাণ্ডব বন জিনি দেবগণে।
গন্ধর্ব জিনিয়া রাখে রাজা দুর্যোধনে॥
আপনি হারিলে তুমি উত্তর গোগৃহে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি প্রতাপ না সহে॥
প্রাণপণে পার্থসহ যদি কর রণ।
জানি যে তোমার আজি নিশ্চয় মরণ॥
শল্যেরে চাহিল অনাদরে কর্ণ বীর।
জয় জয় করি চলে রণকর্মে ধীর॥
রথ চালাইল বীর পবনের বেগে।
প্রবেশিল কর্ণ বীর সংগ্রামের আগে॥
পাণ্ডবের রথ আদি পূর্বভাগে দেখে।
অহঙ্কারে কর্ণ বীর বলয়ে কৌতুকে॥
যে মোরে দেখাবে আজি ধনঞ্জয় বীর।
সুবর্ণে ভূষিত তার করিব শরীর॥
যে মোরে দেখাবে আজি পার্থ ধনুর্ধর।
এক শত গ্রাম দিব পরম সুন্দর॥
যে আমারে দেখাইবে অর্জুন দুর্জয়।
যাহা চাহে তাহা দিব বলিনু নিশ্চয়॥
অর্জুন সহিত কৃষ্ণে করিব সংহার।
যত ধন পাই আমি সকলি তাহার॥
এত বলি কর্ণ বীর করে সিংহনাদ।
সকল কৌরবে করে জয় জয় নাদ॥
তবলা দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ বহুল।
সৈন্য করে সিংহনাদ শব্দেতে তুমুল॥
পুনঃ বলে শল্যরাজ শুন কর্ণ বীর।
দেখিবে অর্জুন বীরে না হও অস্থির॥
কহ তুমি কৃষ্ণার্জুনে করিবে সংহার।
হেন ছার বাক্য কহ করি অহঙ্কার॥
বন্ধুগণ তোমারে না করে নিবারণ।
কাল পরিপূর্ণ হৈল তোমার মরণ॥
গলায় বান্ধিয়া শিলা সমুদ্র তরিতে।
একেশ্বর ইচ্ছা তুমি করিতেছ চিতে॥
একত্র হইয়া যুঝে সকল কৌরবে।
অর্জুনের ঠাঁই তবু পরাভব পাবে॥
দুর্যোধন আদি করি বলি সবাকারে।
শুন কর্ণ যদি বাঞ্ছা আছে বাঁচিবারে॥
সবান্ধবে লহ গিয়া ধর্মের শরণ।
তবে সে অর্জুন হাতে এড়াবে মরণ॥
শল্যের বচনে কহে কর্ণ বীর রোষে।
না বুঝিয়া জ্ঞানহীন মহাজনে দোষে॥
অর্জুনে প্রশংসা করে মোরে নাহি বলে।
আজি অর্জুনেরে আমি মারিব সমূলে॥
যদি বজ্রহস্ত আসে দেবের ঈশ্বর।
নিবারিতে নারে কেহ কর্ণ ধনুর্ধর॥
শল্য বলে কর্ণ বীর না করিহ দাপ।
আপনি জানহ মনে অর্জুন প্রতাপ॥

দুইজনে বিসম্বাদ হইল বিস্তর।
ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ যায় সংগ্রাম ভিতর॥
সৈন্যগণ সঙ্গে গেল রাজা দুর্যোধন।
শকুনি সৌবল কৃপ দ্রোণের নন্দন॥
দুঃশাসন কৃতবর্মা উলুক নৃপতি।
সাজিয়া আসিল রণে সব নরপতি॥
ব্যূহ করি কর্ণ বীর হৈল আগুয়ান।
দুইপার্শ্বে দুই বীর কর্ণের সমান॥
অর্জুনে কহিল তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
সংগ্রামে সাজিয়া আসে কর্ণ মহাবীর॥
প্রতিব্যূহ করি শীঘ্র কর নিবারণ।
সৈন্য যেন না লঙ্ঘয়ে রাধার নন্দন॥
রাজার আদেশ পেয়ে বীর ধনঞ্জয়।
প্রতিব্যূহ করিলেন বিপক্ষ বিজয়॥
অগ্নিদত্ত রথে বীর আরোহণ করি।
কৃষ্ণসনে সাজিলেন নানা অস্ত্র ধরি॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ বাজয়ে মাদল।
সিংহনাদ করি সৈন্য করে কোলাহল॥
নারায়ণী সেনা আর সংশপ্তকগণ।
চতুর্দিকে বেড়ি অস্ত্র করে বরিষণ॥
মহাবলবান্ সেই সংশপ্তকগণ।
একেশ্বর যুঝে বীর ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জুনে দেখিয়া কর্ণ মহাহৃষ্ট হৈল।
সৈন্যে সৈন্যে রথসহ বহু যুদ্ধ কৈল॥
সৈন্য সাগরের মধ্যে গেল ধনঞ্জয়।
সেই যুদ্ধে অর্জুনের পরাভব হয়॥
মহাভারতের কথা সুধার সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

— —

কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাভব।

কর্ণের বচন শুনি শল্য বলে দাপে।
বিস্তর করিল রণ আপন প্রতাপে॥
ঐ দেখ রণে আইল সর্ব সৈন্যগণ।
কাহার সামর্থ্য করে পার্থ নিবারণ॥
হের দেখ ভীমসেন পবন-কুমার।
সহদেব বীর দেখ পর্বত আকার॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির দেখ বিদ্যমান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি অগ্নির সমান॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কি দিব তুলনা।
ইহাদের পুরোভাগে যাবে কোন্ জনা॥
শিখণ্ডী সাত্যকি দেখ নৃপ আগুয়ান।
চলহ সমরে আজি হয়ে সাবধান॥
সিদ্ধ হৈল মনোরথ দেখ ধনঞ্জয়।
সংগ্রামে করহ আজি অর্জুনের ক্ষয়॥
বলিতে বলিতে মিশামিশি দুই দল।
গদাযুদ্ধ বাধে ক্রমে মহা দুই দল॥
ক্রোধ করি কর্ণ বীর প্রবেশিল রণে।
সিংহ যেন চলি যায় কুতূহল মনে॥
প্রবেশিয়া কর্ণ বীর করে মহারণ।
বাছিয়া বাছিয়া মারে বড় বীরগণ॥
সংগ্রামেতে প্রবেশিল কর্ণের কুমার।
দশ বাণে ভীম তারে করিল সংহার॥
সাক্ষাতে দেখিয়া কর্ণ আপনা পাসরে।
পুত্রের কাটিল মাথা বীর বৃকোদরে॥
কর্ণপুত্রে নাশি কাটে কৃপাচার্য-ধনু।
তিন বাণে বিন্ধিলেক দুঃশাসন-তনু॥
ছয় বাণে শকুনিবে কৈল জর জর।
রথ কাটি উলুকেরে বিন্ধে তারপর॥
থাক থাক সুষেণ কাটিব তোর শির।
এত বলি বাণ মারে ভীম মহাবীর॥
তিন বাণে বিন্ধিলেক ভীম বীর তাকে।
সুষেণ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র মারে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
নকুল সহিত যুদ্ধ বাড়িল বহুল।
দুঃশাসন সাত্যকিতে সংগ্রাম তুমুল॥
অতি ক্রোধে কর্ণ বীর রণে প্রবেশিল।
ইন্দ্র দেবরাজ যেন সমরে আসিল॥
একে কর্ণ মহাবীর পেয়ে অপমান।
নিজ পুত্র পড়ে দেখে নিজ বিদ্যমান॥
যুধিষ্ঠির-বধে যুক্তি কৈল কর্ণ বীর।
ক্রোধে পরিপূর্ণ বীর কাঁপয়ে শরীর॥

একেবারে যুড়ি মারে শত শত বাণ।
পাণ্ডবের সৈন্য বিন্ধি করে খান খান॥
মহাধনুর্ধর বীর বরিষয়ে শর।
বিচিত্র বিক্রম দেখি কর্ণ ধনুর্ধর॥
মহারথিগণে বিন্ধে নিবারিতে নারে।
একেশ্বর কর্ণ যুঝে পাণ্ডব-সমরে॥
গজ বাজী ধ্বজ ছত্র রথ সারি সারি।
অযুত অযুত পড়ে লিখিতে না পারি॥
মুণ্ড কাটি পাড়ে কার' কুণ্ডল সহিত।
অস্ত্রসহ হস্ত কাটি পাড়িল ত্বরিত॥
যুধিষ্ঠিরে রাখিবারে ধায় বহু দল।
দৃষ্টিমাত্র কাটি পাড়ে কর্ণ মহাবল॥
যুধিষ্ঠির কর্ণে তবে কহে উচ্চৈঃস্বরে।
শুন কর্ণ এক কথা বলি যে তোমারে॥
দুর্যোধন-বাক্যে কর মোর সহ রণ।
যুদ্ধ অভিলাষ তোর খণ্ডাব এখন॥
এত বলি ধর্ম মারিলেন দশ বাণ।
তাঁর শরাসন কাটে কর্ণ ধনুষ্মান॥
ক্রোধ ভরে যুধিষ্ঠির যেন হুতাশন।
টঙ্কারিয়া লইলেন অন্য শরাসন॥
দশদণ্ড সম ধনু অতি ভয়ঙ্কর।
মহেশের শূল যেন জ্বলে বৈশ্বানর॥
কর্ণের সমান সেই বাণে যুধিষ্ঠির।
কর্ণের দক্ষিণ ভাগে বিন্ধিলেক বীর॥
বেদনা পাইল তাহে কর্ণ ধনুর্ধর।
মূর্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর॥
অবশ হইল তনু খসি পড়ে ধনু।
অশোক কিংশুক যেন রক্তে বহে তনু॥
হাহাকার কুরুবলে তখনি উঠিল।
পাণ্ডবের সৈন্য জয়ধ্বনি প্রকাশিল॥
মহা সিংহনাদ করে পাণ্ডবের দল।
চেতন পাইয়া উঠে কর্ণ মহাবল॥
যুধিষ্ঠির বধ কর্ণ চিন্তে মনে মন।
টঙ্কারিয়া হাতে নিল দিব্য শরাসন॥
বিজয় নামেতে ধনু নিল আরবার।
দিব্য ধনু যেন চন্দ্র সূর্যের আকার॥

সত্যসেন ও সুষেণ কর্ণের দু-সুত।
তিন বাণে ধর্মে বিন্ধে বিক্রমে অদ্ভুত॥
বিন্ধেন নৃপতি সত্যসেনের শরীরে।
তিন বাণে বিন্ধিলেক কর্ণ মহাবীরে॥
সব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ একেশ্বর।
সপ্তবাণে বিন্ধে যুধিষ্ঠির কলেবর॥
রাজারে রাখিতে আসে যত যোদ্ধাগণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন দ্রুপদ নন্দন॥
শিখণ্ডী নকুল সহদেব কাশীপতি।
শিশুপাল-পুত্র আসে অতি শীঘ্রগতি॥
একেবারে অস্ত্র এড়ে কর্ণের উপর।
সব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ ধনুর্ধর॥
পাণ্ডবের সৈন্য সবে করে পরাজয়।
কালান্তক যম যেন কর্ণ মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির কাটিলেক ধনু।
সন্ধান পূরিয়া বীর বিন্ধিলেক তনু॥
কবচ কাটিয়া পড়ে ধরণী উপরে।
রুধির পড়িছে ধারে ধর্ম কলেবরে॥
ক্রোধে শক্তি ফেলি মারে রাজা যুধিষ্ঠির।
শক্তিঘাতে ভেদিলেন কর্ণের শরীর॥
তবে ক্রোধে কর্ণ বীর মারে তীক্ষ্ণ শর।
সেই শরে বিন্ধিলেক ধর্ম-কলেবর॥
হৃদয়ে বিন্ধিল আর বিন্ধিল কপাল।
ধ্বজ ছত্র কাটে বীর বিক্রমে বিশাল॥
গজ অশ্ব কাটা গেল ঘটিল প্রমাদ।
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে সৈন্য করে আর্তনাদ॥
আর রথে চড়িলেন ধর্ম নৃপবর।
রথ চালাইয়া দেন কর্ণের উপর॥
জিনিলেক কর্ণ বীর পাণ্ডবের নাথে।
উপহাস করে কর্ণ ধর্মের সাক্ষাতে॥
ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছ তুমি মহাজন।
বাণেতে কাতর হ'য়ে পরিহর রণ॥
ক্ষত্রধর্মে দক্ষ বলি তোমা নাহি গণি।
ব্রহ্মচর্য-ধর্মে রায় তোমাকে বাখানি॥
আর যুদ্ধ না করিও কর্ণ বীর সনে।
যদি প্রাণ রক্ষা চাও যাহ নিজ স্থানে॥

এত বলি কর্ণ বীর এড়িল নৃপতি।
ক্ষমিল সকল্ বীরে কর্ণ সেনাপতি॥
ক্রোধেতে আসিল বীর মহাবলধর।
রাজারে করিল পিছু হ'য়ে অগ্রসর॥
কর্ণ ভীম সমাগমে হৈল মহারণ।
বিমানে চড়িয়া দেখে যত দেবগণ॥
কালদণ্ড সম বাণ বিজলী ঝঙ্কার।
কর্ণেরে মারিল ভীম যত অবতার॥
শরে কর্ণ বীরবরে করে ছারখার।
মহাশব্দে ভীমসেন করে মহামার॥
হাতে ধনু লয় বীর সমরে প্রচণ্ড।
শরেতে রাধার পুত্র করে খণ্ড খণ্ড॥
দুই বীরে শরবৃষ্টি করিল প্রকাশ।
অন্ধকারময় ব্যোম না চলে বাতাস॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ করিল সন্ধান।
ভীমের হাতের ধনু করে খান খান॥
গদাঘাত কর্ণ বীরে করে বৃকোদর।
মূর্ছিত হইয়া কর্ণ পড়ে রথোপর॥
রথ ফিরাইল তবে সারথি সত্বর।
ক্ষণেকে চেতনা পায় কর্ণ ধনুর্ধর॥
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে নির্ভয় শরীর।
দোঁহে মহাবীর্যবন্ত দোঁহে মহাবীর॥
অশ্বত্থামা বীর তবে প্রতিজ্ঞা করিল।
রাজার গোচর গিয়া কহিতে লাগিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর বটে মোর পিতৃবৈরী।
তোমারে তুষিব আজি তাহারে সংহারি॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে যদি যুদ্ধ করি।
আজিকার যুদ্ধে আমি হব পিতৃবৈরী॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর আসিলেক রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি আসিল তখনে॥
হুহুঙ্কার করি যুঝে দ্রোণপুত্র সনে।
অশ্বত্থামা মহাবীর মিলিল সমানে॥
মহাবীর অশ্বত্থামা সংগ্রামে নিপুণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের যে কাটে ধনুর্গুণ॥
অশ্বসহ সারথিরে করিল সংহার।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু দ্রোণের কুমার॥

ক্রোধভরে আসে অশ্বত্থামা মহাবীর।
মনে ভাবি কাটিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন শির॥
ভীমসেন করিলেন তার পরিত্রাণ।
আকাশে অমরগণ করয়ে বাখান॥
মহাবীর কর্ণ তবে বরিষয়ে শর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে নির্ঝর॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডবসৈন্য কর্ণ বীর শরে।
রাখিতে নারেন সৈন্য ধর্ম-নৃপবরে॥
পুনঃ যুধিষ্ঠিরে ধায় কর্ণ মহাবীর।
নারাচ বাণেতে বিন্ধে রাজার শরীর॥
যুধিষ্ঠির হৃদয়েতে বিন্ধে সাত বাণ।
ধর্মের শরীর বিন্ধি কৈল খান খান॥
রাখিবারে নৃপতিরে আসে যোদ্ধাগণ।
কর্ণবীর বাণে তাহা করে নিবারণ॥
সহদেব ও নকুল ধর্মপাশে থাকে।
দুই ভাই বিপক্ষেরে মারে লাখে লাখে॥
ত্রিভুবনে বীর নাহি কর্ণের সোসর।
কাটিল রাজার ধনু কর্ণ ধনুর্ধর॥
এক বাণে শরাসন করিল কর্তন।
শর-ধনু কাটি বীর পাড়ে সেইক্ষণ॥
অবিলম্বে অশ্ব রথ কাটে ধনুর্ধর।
নিরন্তর অস্ত্র মারে কর্ণের উপর॥
দুই ভাই চড়িলেন সহদেব রথে।
পুনরপি কর্ণ বীর ধনু নিল হাতে॥
পাণ্ডবের মামা শল্য মদ্র অধিপতি।
কর্ণের সারথি সেই বীর মহামতি॥
ভাগিনার দুঃখ দেখি কৃপায় আকুল।
বিস্তর বলিল হ'য়ে পাণ্ডু-অনুকূল॥
শুন কর্ণ মহাশয় আমার বচন।
আপন প্রতিজ্ঞা কেন বিস্মর এখন॥
অর্জুনের সঙ্গে রণ প্রতিজ্ঞা করিলে।
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সঙ্গে আরম্ভিলে॥
হীন-অস্ত্র যুধিষ্ঠির কবচ রহিত।
তাঁহাকে বিন্ধিতে কর্ণ না হয় উচিত॥
পার্থে এড়ি যুধিষ্ঠিরে মারিবার আশ।
কৃষ্ণসনে পার্থ করিবেক উপহাস॥

শল্যের বচন শুনি ফিরে কর্ণ বীর।
লজ্জা পেয়ে শিবিরেতে যান যুধিষ্ঠির॥
রথ হৈতে নামিলেন ধর্ম নরপতি।
সরক্ত শরীর রাজা সবিকল মতি॥
সহদেব নকুলেরে পাঠান সত্বর।
যথা যুদ্ধ করে মহাবীর বৃকোদর॥
যুধিষ্ঠিরে এড়ি কর্ণ অন্যকে ধাইল।
মৃগযূথমধ্যে যেন গজেন্দ্র পড়িল॥
যত অস্ত্র ভৃগুরাম দিল কর্ণ বীরে।
সেই সব অস্ত্র কর্ণ মারে সব্য করে॥
পাণ্ডবের সৈন্যমাঝে পড়ে হাহাকার।
যুগান্তের যম যেন করিল সংহার॥
অর্জুন অর্জুন করি মহানাদ করে।
ধনঞ্জয় ধনুর্ধর গেল কোথাকারে॥
সংশপ্তকগণ সঙ্গে সংগ্রাম দুষ্কর।
আসিতে অর্জুন নাহি পান অবসর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ধনঞ্জয় বীর।
সংহার করিল সব সৈন্য কর্ণ বীর॥
পরশুরামের অস্ত্র করিল সন্ধান।
লক্ষ কোটি বাণ মারে দেখ বিদ্যমান॥
যুগান্তের যম যেন কর্ণ বীর ধায়।
হের দেখ সৈন্য সব সংগ্রামে পলায়॥
কৌরবের সৈন্য সব করে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের সৈন্য সব গণিল প্রমাদ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া যুদ্ধ করে বৃকোদর।
যুধিষ্ঠিরে নাহি দেখি সংগ্রাম ভিতর॥
শুনিয়া কহেন ধনঞ্জয় গদাধরে।
সত্বরে চালাহ রথ দেখি যুধিষ্ঠিরে॥
সংশপ্তকগণ মম আছে অবশিষ্ট।
শীঘ্রগতি চল প্রভু দেখি মোর জ্যেষ্ঠ॥
অর্জুন-বচনে কৃষ্ণ দেন অনুমতি।
যুধিষ্ঠির স্থানে তবে যান শীঘ্রগতি॥
শঙ্খনাদ করি তবে যান ধনঞ্জয়।
অর্জুনে ধাইল অশ্বত্থামা মহাশয়॥
দিব্য অস্ত্র দুই বীর করিল সন্ধান।
দেবাসুর যুদ্ধ যেন নাহি অবসান॥
দ্রোণপুত্রে ত্বরা জিনি পার্থ মহাবীর।
ভীমের পশ্চাতে আসিলেন অতি ধীর॥
জিজ্ঞাসেন ভীমসেনে রাজার বৃত্তান্ত।
কর্ণযুদ্ধ কথা ভীম কহে আদ্যোপান্ত॥
কর্ণশরে ছিন্নভিন্ন হৈল কলেবর।
গেলেন বিষাদে রাজা শিবির ভিতর॥
দৈবে বাঁচালেন ভাই ধর্ম নরপতি।
এত বলি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মহামতি॥
শুনিয়া বিকল কৃষ্ণ অর্জুন-হৃদয়।
ভীমেরে বলেন তবে বীর ধনঞ্জয়॥
কৃপ কর্ণ দ্রোণপুত্র রাজা দুর্যোধন।
ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব এখন॥
আমি হেথা যুদ্ধ করি তুমি যাও তথা।
বৃত্তান্ত কহিয়া এস রাজা আছে যথা॥
তবে ভীমসেন বলে আমি আছি রণে।
যুদ্ধ হইতেছে মোর কুরুসৈন্য সনে॥
হেনকালে যদি আমি ত্যজি যাই রণ।
নিন্দিবে পলাল বলি যত কুরুগণ॥
যুদ্ধ ছাড়িবার এই নহেত সময়।
তোমরা আইস দেখি জ্যেষ্ঠ মহাশয়॥
ভীমেরে রাখিয়া তবে সংগ্রাম ভিতরে।
কৃষ্ণ পার্থ আসিলেন দেখিতে রাজারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনের কর্ণ-বধ প্রতিজ্ঞা।

শয়ন করিয়া আছে রাজা যুধিষ্ঠির।
চরণ বন্দেন গিয়া ধনঞ্জয় বীর॥
উল্লাসেতে উঠি বসিলেন যুধিষ্ঠির।
মনে মনে ভাবে পড়িয়াছে কর্ণ বীর॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তে মনে মনে।
কর্ণ মোরে মহাদুঃখ দিল ঘোর রণে॥
আনন্দে আসিল কৃষ্ণ পার্থ দুইজন।
বিনা কর্ণে মারি নহে হেথা আগমন॥

এত চিন্তি যুধিষ্ঠির নিবারিয়া দুঃখ।
হরিষে দেখেন কৃষ্ণ অর্জুনের মুখ ॥
জিজ্ঞাসা করেন যুধিষ্ঠির বারবার।
কহ ভাই পার্থ এবে যুদ্ধ সমাচার ॥
দেবাসুরজয়ী বীর সূর্যের নন্দন।
সভামধ্যে যারে পূজে মানী দুর্যোধন ॥
যাহারে পরশুরাম দিল দিব্য ধনু।
অভেদ্য কবচ যার আবরিল তনু ॥
যার ভুজবীর্যে দগ্ধ হই রাত্রি দিনে।
ত্রয়োদশ বর্ষ মোরা আছিনু কাননে ॥
মন স্থির নহে মোর না ঘুচে তরাস।
নিরন্তর দেখি কর্ণ আসে মোর পাশ ॥
হেন কর্ণে আজি বুঝি মারিলে সমরে।
আনন্দ না ধরে আজি আমার অন্তরে ॥
মহাবীর কর্ণে তুমি কেমনে মারিলে।
মহাসিন্ধু হ'তে তুমি কেমনে তরিলে ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর।
সশঙ্কিত ধনঞ্জয় দিলেন উত্তর ॥
আমার বিপক্ষ ছিল সংশপ্তকগণ।
তাহাদের সনে মোর হ'তেছিল রণ ॥
তাহে অশ্বত্থামা সনে আছিল বিরোধ।
শরবৃষ্টি করি তারে করিয়া নিরোধ ॥
কর্ণে মারিবারে যাই করিয়া সন্ধান।
ভীম মুখে শুনিলাম তব অপমান ॥
তোমার কুশল জানি যাই আরবার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণেরে সংহার ॥
জীবিত আছয়ে কর্ণ শুনিয়া বচন।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন ধর্মের নন্দন ॥
কর্ণশরে ত্রাসিত যে পাণ্ডবের পতি।
অর্জুনেরে ভর্ৎসিয়া বলেন মহামতি ॥
মোরে পরাজিয়া সৈন্য করে লণ্ডভণ্ড।
মহাযুদ্ধ করে কর্ণ সমরে প্রচণ্ড ॥
একেশ্বর যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর।
আসিলে তাহারে যুদ্ধে রাখিয়া সত্বর ॥
কর্ণেরে মারিবে বলি করিয়াছ পণ।
তারে দেখি এবে কেন কর পলায়ন ॥
তব জন্ম-দিবসেতে হৈল দৈববাণী।
পৃথিবী জিনিয়া মোরে দিবে রাজধানী ॥
দৈবের বচন মিথ্যা হৈল যেন দেখি।
তোমা পুত্রে পুত্রবতী কুন্তী কেন লিখি ॥
কেন না পড়িলি গর্ভ হৈতে পঞ্চমাসে।
বিফল ধরিল কুন্তী তোরে গর্ভবাসে ॥
অগ্নি তোরে দিল ধনু ইন্দ্র দিল শর।
ভুবন-সংহার অস্ত্র দিল মহেশ্বর ॥
মায়ারথ দিল তোরে গন্ধর্বের পতি।
অশ্ব সব আছে তোর পবনের গতি ॥
রথধ্বজে হনুমান মহাবলবন্ত।
আপনি সারথি কৃষ্ণ প্রতাপে অনন্ত ॥
গাণ্ডীব শোভিছে হাতে আর ধনুঃশর।
পলাইলি কর্ণ-ভয়ে প্রাণেতে কাতর ॥
গাণ্ডীবের যোগ্য তুমি নহ ধনুর্ধর।
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ শুন রে বর্বর ॥
আগে কৃষ্ণে দিতে যদি গাণ্ডীব তোমার।
এতদিনে কুরুকুল হইত সংহার ॥
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ কৃষ্ণ হৌন রথী।
রথের উপরে তুমি হও ত সারথি ॥
এতেক দুর্বাণী শুনি পার্থ বারে বারে।
খড়্গ ল'য়ে উঠিলেন নৃপে কাটিবারে ॥
দোষ না জানিয়া যেবা করে অপমান।
শাস্ত্রেতে আছয়ে তার মরণ বিধান ॥
গোঁসাই রাখিল তেঁই রহিল পরাণ।
নিজ ভয় পেয়ে করে মোর অপমান ॥
আপনি ভয়ার্ত হও কর্ণযুদ্ধ দেখি।
হারিয়া আসিলে তুমি সংগ্রাম উপেক্ষি ॥
ভীম নাহি দেয় কার মনে অনুতাপ।
দুর্নিবার রণে যার অতুল প্রতাপ ॥
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে।
যূথে যূথে অশ্ব বীর বৃকোদর মারে ॥
করয়ে দুষ্কর কর্ম ভাই বৃকোদর।
সে নাহি নিন্দয়ে মোরে বলিয়া বর্বর ॥
তুমি কর অপকর্ম সভার ভিতর।
পাশাতে হারিলে যত ধনরত্ন ঘর ॥

তোমার কারণে মোরা চারি সহোদর।
নানা দুঃখ ভুঞ্জিলাম বনের ভিতর॥
তোমার কারণে নষ্ট হৈল বন্ধুজন।
তোমার কারণে নষ্ট হৈল ক্ষত্রগণ॥
বিপদের হেতু তুমি হৈলে জ্যেষ্ঠ ভাই।
তোমার কারণে মোরা এত দুঃখ পাই॥
নিবারিয়া কৃষ্ণ তারে করেন ভর্ৎসন।
জ্যেষ্ঠ ভাই কাটিবারে চাহ কি কারণ॥
অর্জুন বলেন মম প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়।
হেন বাক্য বলে যেই তারে করি ক্ষয়॥
গাণ্ডীব ছাড়িতে মোরে যে জন বলিবে।
অবশ্য কাটিব তারে গুরু যদি হবে॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
গুরুজনে না বধিও আছয়ে উপায়॥
কনিষ্ঠে করিলে গুরুজনে অপমান।
শাস্ত্রের বচন হয় মৃত্যুর সমান॥
ক্ষান্ত হও ধনঞ্জয় স্থির কর মন।
শুনিয়া কহেন পার্থ কঠোর বচন॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় নরক অনন্ত।
গুরু বধ কৈলে হয় নরক দুরন্ত॥
দুই কর্মে নরকেতে হইবে প্রয়াণ।
তুমি দেব জান বেদশাস্ত্রের বিধান॥
আপনা কাটিতে চান বীর ধনঞ্জয়।
হাত হৈতে খড়্গ লন কৃষ্ণ মহাশয়॥
অর্জুন বলেন করিলাম কোন্ কর্ম॥
গুরুনিন্দা করিলাম যাহাতে অধর্ম॥
আপনারে বধ করি প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
আজ্ঞা কর নিষেধ না কর লক্ষ্মীপতি॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ।
আপনা প্রশংসা কর মরণ সমান॥
নিজের প্রশংসা তুমি কর বারবার।
তবে ত প্রতিজ্ঞা হৈতে হইবে উদ্ধার॥
আপনা প্রশংসা তবে করেন অর্জুন।
আমার সমান কেবা কত ধরে গুণ॥
মম সম ধনুর্ধর নাহিক সংসারে।
বাহুবলে চারিদিকে জিনেছি সমরে॥
সংশপ্তকগণে আমি ক'রেছি সংহার।
কর্ণবীর সঙ্গে যুদ্ধ করি বার বার॥
মম সম বীর নাহি পৃথিবী ভিতর।
ভুবন বিখ্যাত আমি মহাধনুর্ধর॥
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়ি দুই কর।
অপরাধ ক্ষমা চাহে ধর্মের গোচর॥
লজ্জায় কহেন পার্থ পড়িয়া চরণে।
নিন্দা করিয়াছি আমি ধর্মের কারণে॥
অপরাধ ক্ষমা কর হরষিত মনে।
ক্ষমহ সকল দোষ প্রসন্ন বদনে॥
বিস্তর বলেন তবে কৃষ্ণ মহামতি।
অর্জুন উপরে তুষ্ট হলেন নৃপতি॥
প্রতিজ্ঞা করেন তবে পার্থ ধনুর্ধর।
আজি কর্ণে সংহারিব সংগ্রাম ভিতর॥
এই চাপ ধরি কর্ণে সংহারিব শরে।
কর্ণে না মারিয়া আমি না আসিব ঘরে॥
তব পদ পরশিয়া কহিলাম সার।
সত্যভ্রষ্ট হই যদি কর্ণে রাখি আর॥
ভক্তিভরে মন রাখি গোবিন্দ চরণে।
রথে উঠিলেন পার্থ শ্রীকৃষ্ণের সনে॥
শ্রীকৃষ্ণেরে বলিলেন বীর ধনঞ্জয়।
তোমার প্রভাবে আমি লভিব বিজয়॥
আজি ধৃতরাষ্ট্র হবে পুত্র-পৌত্র হীন।
আজি বসুমতী হবে ধর্মের অধীন॥
আজি দুর্যোধন রাজা নিধন হইবে।
শকুনি সহায়ে পাশা কভু না খেলিবে॥
আজি সুখে নিদ্রা যাইবেন যুধিষ্ঠির।
আজি যুদ্ধে পড়িবেক কর্ণ মহাবীর॥
কর্ণপর্ব ভারতের অপূর্ব রচন।
কাশীরাম দাস কহে করহ শ্রবণ॥

ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান।

হেনমতে চলিলেন সংগ্রাম ভিতর।
কৃষ্ণের সহিত পার্থ মহাধনুর্ধর॥

মাদ্রীপুত্রদ্বয় সহ বীর বৃকোদর।
নিরখিয়া কুরুবর বরিষয়ে শর॥
সারথি বিশোক নামে তারে ভীম পুছে।
আমার রথেতে দেখ কত অস্ত্র আছে॥
সমরে মারিব আজি সব কুরুবর।
যাবৎ না আসে পার্থ মহাধনুর্দ্ধর॥
অথবা কর্ণেরে মারি সংগ্রাম ভিতরে।
নিস্তেজ করিব আজি দুর্যোধন বীরে॥
ভীমের বচনে তবে বিশোক দেখিল।
ষাইট্ হাজার শর গণিয়া বলিল॥
তীক্ষ্ণ ক্ষুর বাণ আছে অযুত অযুত।
নারাচ সহস্র ত্রিশ আছয়ে প্রস্তুত॥
অযুতেক বাণ আছে বজ্রের সমান।
সংখ্যা কেবা করে আর আছে যত বাণ॥
অবশিষ্ট কত বাণ রথোপরি রহে।
বিশোক সারথি তবে ভীম প্রতি কহে॥
তবে ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করিল।
আজিকার রণে কৌরবেরা হত হৈল॥
যতক্ষণ না আইসে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
সসজ্জ করহ রথ লভিতে বিজয়॥
সহসা উত্তরদিকে হৈল কোলাহল।
ছাইল অর্জুন বাণে গগন-মণ্ডল॥
চতুরঙ্গ সেনা পড়ে অর্জুনের বাণে।
হাহাকার শব্দ করে যত কুরুগণে॥
সৌবল বলিল শুন রাজা দুর্যোধন।
হের দেখ সৈন্যক্ষয় করিল অর্জুন॥
আমি আগুসরি করি ভীমেরে সংহার।
মজিল কৌরব-সেনা নাহিক নিস্তার॥
বলিষ্ঠ সৌবল তবে ভীম প্রতি ধায়।
মহাযুদ্ধ ঘোরতর হইল তথায়॥
শক্তি হানিলেক বীর সৌবলের মাথে।
সৌবল ধরিল সেই শক্তি বাম হাতে॥
সেই শক্তি ফেলি মারে ভীমের উপরে।
বাহু বিন্ধি রথোপরে পাড়িল ভীমেরে॥
পুনঃ উঠি ভীমসেন বিন্ধিল সৌবলে।
মূর্চ্ছিত সৌবল রাজা পড়িল ভূতলে॥

রথ ফিরাইয়া নিল রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল কুরুবল যত মহারথী॥
তাহা নিরখিয়া নিজে রাজা দুর্যোধন।
সৈন্যগণ সহ নিল কর্ণের শরণ॥
যুদ্ধেতে আছিল কর্ণ দেখি সৈন্যভঙ্গ।
ক্রোধেতে জ্বলিল যেন অনল তরঙ্গ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব বরিষয়ে শর।
বেড়িয়া মারয়ে সবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
বিংশতি শরেতে তবে বিন্ধে সাত্যকিরে।
শিখণ্ডীকে দশ বাণ পঞ্চ বৃকোদরে॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে শত বাণ মারে বজ্রশরে।
সপ্তদশ বাণ মারে দ্রুপদ-কুমারে॥
সংশপ্তকে মারে সহদেব দশ শর।
নকুল মারিল সাত বাণ ধনুর্দ্ধর॥
ক্রমেতে বিন্ধিল ভীম ত্রিশ মহাশর।
সব শর নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
হাসিয়া বিজয় ধনু লইলেক হাতে।
বাণাঘাতে সর্ব সৈন্য যায় চতুর্ভিতে॥
সাত্যকির ধ্বজ কাটি কাটে শরাসন।
হৃদয়ে বিন্ধিল আর বাণ সেইক্ষণ॥
তিন বাণে সারথিরে করিল নিধন।
রথশূন্য হইলেক সাত্যকি তখন॥
নিমিষে বিমুখ কৈল সব ধনুর্দ্ধর।
ভীত হ'য়ে সব সৈন্য পলায় সত্বর॥
ত্রাসেতে পাণ্ডব-সৈন্য পলায় সকল।
খণ্ড খণ্ড করিলেক পাণ্ডবের দল॥
দূরে থাকি দেখিলেন পার্থ মহাবীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর॥
কৃষ্ণেরে বলেন মহাবীর ধনঞ্জয়।
হের দেখ কর্ণবীর যুঝয়ে নির্ভয়॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডব-দল সৈন্য দিল ভঙ্গ।
কেশরী হেরিয়া যেন পলায় কুরঙ্গ॥
ত্বরিত চালাহ রথ কৃষ্ণ মহাবল।
সংগ্রামে মারিব আজি কৌরব সকল॥
হাসিয়া চালান রথ গোবিন্দ সারথি।
দূরে থাকি রথ দেখে কুরু নরপতি॥

কর্ণেরে বলিল তবে রাজা দুর্যোধন।
হের দেখ আসিতেছে নর নারায়ণ॥
ক্রোধভরে আসিতেছে পার্থ ধনুর্ধর।
উহা সম বীর নাহি সংগ্রাম ভিতর॥
সর্বসৈন্য আদেশিল কর্ণ মহামতি।
সবে মেলি বধ কর পার্থ মহারথী॥
অশ্বত্থামা দুঃশাসন বীর আদি করি।
অর্জুনে বেড়িল আসি কর্ণ আগুসরি॥
হইল দারুণ রণ দেবাসুর তুল।
দুই দলে মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল॥
অর্জুনের বাণে সব বিমুখ হইল।
হাতে অস্ত্র কর্ণ বীর রণে প্রবেশিল॥
সাত্যকি বিন্ধিল বাণ কর্ণ বিদ্যমান।
কাটিয়া সকল সৈন্য করে খান খান॥
গদা ল'য়ে ভীমসেন করে মহারণ।
সহস্র সহস্র পড়ে অশ্ব গজগণ॥
তবে দুঃশাসন বীর বাছি মারে শর।
তিন বাণে বিন্ধিল ভীমের কলেবর॥
কাটিল হাতের ধনু রথের সারথি।
শরেতে জর্জর হৈল ভীম মহামতি॥
মত্ত গজ সম ভীম গদা ল'য়ে হাতে।
যম সম আসিলেক সংগ্রাম করিতে॥
গদা ফেলি মারিলেক দুঃশাসন শিরে।
দুঃশাসন পড়ে শত যোজন অন্তরে॥
সারথি কবচ অশ্ব আর শরাসন।
গদার প্রহারে চূর্ণ কৈল সেইক্ষণ॥
রণেতে পড়িল যদি বীর দুঃশাসন।
পূর্বের প্রতিজ্ঞা ভীম করিল স্মরণ॥
রথ হ'তে লাফ দিয়া পড়ে সেইক্ষণ।
শীঘ্র গেল যথা পড়ে দুষ্ট দুঃশাসন॥
দাণ্ডাইয়া দেখে যত কৌরব-কুমার।
বাহু আস্ফালিয়া ভীম বলে বার বার॥
দুরাত্মা দুঃশাসনের রক্ত করি পান।
কার শক্তি আছে এরে করে পরিত্রাণ॥
ক্রোধমনে ভীমসেন কহে উচ্চৈঃস্বরে।
হইল রাক্ষস-মূর্তি সংগ্রাম ভিতরে॥
অতি ক্রোধে ভীমসেন সংগ্রামে অপার।
খড়্গ ল'য়ে বিদারিল হৃদয় তাহার॥
বেগে রক্ত উঠে প্রস্রবণের সমান।
মহানন্দে ভীমসেন করে তাহা পান॥
করিয়া শোণিত পান কহে বৃকোদর।
অমৃত পানেতে যেন ভরিল উদর॥
ঘৃত মধু শর্করাতে নাহি পরিতোষ।
মায়ের দুগ্ধেতে যত না হয় সন্তোষ॥
ততোধিক তৃপ্তি হয় ঘুচে অবসাদ।
কি মধুর দুরাত্মার রুধিরের স্বাদ॥
দুর্যোধন কর্ণ বীর দেখে বিদ্যমান।
ভীমসেন করে দুঃশাসন রক্তপান॥
রক্ত পিয়ে ভীমসেন সংগ্রাম ভিতরে।
রাক্ষস বলিয়া লোক পলাইল ডরে॥
দেখিয়া আসিল বীর কর্ণ মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ মারে শীঘ্রগতি॥
যুধামন্যু মহাবীর যুড়ি শর মারে।
চিত্রসেন মহাবীর পড়িল সমরে॥
দুঃখী হ'য়ে কর্ণ বীর ভ্রাতার মরণে।
পাণ্ডব-সৈন্যেতে তবে আসিল আপনে॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব রচন।
কর্ণপর্বে ভীমহস্তে মরে দুঃশাসন॥

কর্ণপুত্র বৃষসেন বধ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় যুদ্ধ বিবরণ।
ব্যক্ত করি যুদ্ধ-কথা কহ তপোধন॥
কর্ণেরে বলিল দুর্যোধন মহাশয়।
গাণ্ডীব লইয়া আসে বীর ধনঞ্জয়॥
রক্তপান করি তবে বীর বৃকোদর।
দুঃশাসন-রুধিরেতে লিপ্ত কলেবর॥
দুর্যোধন যথা আছে সেনাগণ সঙ্গে।
অস্ত্র ল'য়ে তথা বীর যায় মনোরঙ্গে॥
দশ বাণ মারি ক্রমে কাটে পাঁচজন।
ভয়েতে পলায় ত্বরা করি দুর্যোধন॥

দেখি কর্ণ আসিলেক করিবারে রণ।
কর্ণে দেখি পলাইল পাণ্ডু-সৈন্যগণ॥
সর্বসৈন্য পলাইল নাহি চায় পাছে।
ভ্রাতৃশোকে দুর্যোধন প্রাণ মাত্র আছে॥
সর্বমুখ্য কর্ণ বীর খ্যাত ধনুঃশর।
মুখ্য বীর বৃষসেন হাতে নিল শর॥
নকুল সহিত কর্ণপুত্র করে রণ।
নকুলের রথ কাটি ফেলে সেইক্ষণ॥
ভীম রথে চড়িলেক নকুল দুর্জয়।
মহাবলবন্ত বীর সমরে নির্ভয়॥
মাদ্রী-পুত্রদ্বয় আর ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নির্ভয় শরীর॥
ভীম খেদাড়িয়া চলে বীর বৃষসেনে।
কিঞ্চিৎ নাহিক ভয় কর্ণের নন্দনে॥
অশ্বত্থামা কৃপ দুর্যোধন নরপতি।
বৃষসেনে রাখিবারে আসে শীঘ্রগতি॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ অস্ত্রের নির্ঘাত।
চতুরঙ্গ দলে হৈল বহুল নিপাত॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
তিন বাণে অর্জুনেরে বিন্ধে সেইক্ষণ॥
মারিল দ্বাদশ শর কৃষ্ণ কলেবরে।
মহাবীর বৃকোদরে বিন্ধিলেক শরে॥
সাত বাণে নকুলের নাশে অহঙ্কার।
মহাবীর বৃষসেন সমরে দুর্বার॥
রুষিয়া অর্জুন বীর হাতে ল'য়ে শর।
তাহাতে বিন্ধেন বৃষসেন কলেবর॥
ক্ষুর বাণে ধনঞ্জয় কাটি ধনুর্বাণ।
মাথা কাটি পাড়িলেন কর্ণ বিদ্যমান॥
পুত্রশোকে কর্ণের লোচনে জল ঝরে।
উল্কাপাত পড়ে যেন পৃথিবী উপরে॥
পুত্রশোকে কর্ণ বীর ধাইল সত্বর।
যুগান্তের যম যেন হাতে ধনুঃশর॥
সিংহনাদ ছাড়ে বীর বলে ধর ধর।
দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্য পলায় সত্বর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন অর্জুন ধীমতি।
পুত্রশোকে ধায় দেখ কর্ণ সেনাপতি॥
দেবাসুর জয়ী এই কর্ণ মহাবীর।
সাবধানে যুদ্ধ কর না হও অস্থির॥
হের দেখ শরজাল করে কর্ণ বীর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষয়ে নীর॥
ইন্দ্রের ধনুক যেন দেখ বিদ্যমান।
কর্ণের হাতেতে শোভে যেই ধনুর্বাণ॥
দুর্যোধন মহাবীর করে সিংহনাদ।
ধনুকে টঙ্কার শুনি জয় জয় নাদ॥
রণ করি কর্ণ বীরে করহ নিধন।
তোমার সমান বীর নাহি কোন জন॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিল শূলপাণি।
কর্ণে সংহারিবে তুমি ইহা আমি জানি॥
অর্জুন বলেন কৃষ্ণ না হও বিস্ময়।
কর্ণেরে মারিব আজি জানিহ নিশ্চয়॥
হেনকালে কর্ণ আসে সংগ্রাম ভিতরে।
পুত্রশোকে শোকবারি নয়নেতে ঝরে॥
দুই বীরে দেখাদেখি হইল সত্বর।
রণেতে শোভিল যেন দুই দিবাকর॥
দুই রথে দীপ্তিমান উভয়ের ধ্বজ।
একধ্বজে কপি শোভে আর ধ্বজে গজ॥
কর্ণে বেড়ি কৌরবেরা করে সিংহনাদ।
শঙ্খ ভেরী বাজে আর জয় জয় নাদ॥
অর্জুনেরে বেড়ি নানাবিধ বাদ্য বাজে।
সিংহনাদ শব্দ করে পাণ্ডব সমাজে॥
দুইদলে মিশাইয়া চাহে কুতূহলে।
দেবতা গন্ধর্ব আসে গগনমণ্ডলে॥
যতেক দানব যক্ষ পিশাচ রাক্ষস।
সকলে বাঞ্ছয়ে সদা রাধেয়ের যশ॥
ইচ্ছেন অর্জুন যশ সকল অমর।
অন্তরীক্ষে পুত্র যশ বাঞ্ছে দিবাকর॥
অর্জুনের যশ চান ত্রিদশ-ঈশ্বর।
দুই বীর যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥
শরে শর নিবারিল দুই মহাবীরে।
চারিদিকে বীরগণ ছাইলেক শরে॥
অস্ত্রগণ পড়ে যেন পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে।
ভ্রূকুটি কটাক্ষে যেন বিজলী ঝলকে॥

কর্ণেরে পরশুরাম ব্রহ্ম-অস্ত্র দিল।
হেন অস্ত্র কর্ণবীর সন্ধান পূরিল॥
যুগান্তের যম যেন উড়ি যায় শর।
নিবারিতে নারিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সিংহবেগে পড়ে বাণ অর্জ্জুন উপরে।
হেনকালে কৃষ্ণ তাহা ধরে দুই করে॥
ব্রহ্ম অস্ত্র নিবারণ কৈল নারায়ণ।
কৃষ্ণার্জ্জুনে ভীম তবে বলিল বচন॥
উপরোধ ছাড় ভাই না করিহ হেলা।
কর্ণ বধ কর অস্ত্র যোড় এই বেলা॥
সাবধানে মার অস্ত্র না হয়ে বিমন।
তোমা বিদ্যমানে পড়ে তব সৈন্যগণ॥
ভীম বাক্যে নানা অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়।
মহাসত্ত্ব কর্ণ বীর নাহি করে ভয়॥
বাণে অন্ধকার করিলেক কর্ণ বীর।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ হইল অস্থির॥
কাটেন বিস্তর বাণ পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তবু বহু বাণে বিদ্ধ হৈল কলেবর॥
মারিল নারাচ বাণ কর্ণ শ্রীকৃষ্ণেরে।
নিরন্তর শর বর্ষে কে বর্ণিতে পারে॥
সর্ব্বলোক চিন্তাযুক্ত চাহি দুই জনে।
কৃষ্ণার্জ্জুনে আবরিল কর্ণ মহাবাণে॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল ক্ষত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অজস্র এড়েন বাণ কর্ণের উপর॥
কর্ণ শল্য কুরুবল বাণে আবরিল।
অন্ধকার করি সবে বাণ বরষিল॥
শল্যকে বিন্ধেন পার্থ তীক্ষ্ণ সপ্ত শরে।
বিন্ধেন দ্বাদশ বাণ কর্ণের শরীরে॥
রুধির পড়িছে ধারে কর্ণের শরীরে।
পুনঃ সপ্ত বাণে বিন্ধে কর্ণ মহাবীরে॥
সহস্র সহস্র বাণ নিমেষে চলিল।
অন্ধকার করি অস্ত্র গগন ভরিল॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন বিজলী তরঙ্গ।
নষ্ট হৈল কুরুবল রণে দিল ভঙ্গ॥
ভঙ্গ দিল কুরুবল কর্ণ একেশ্বর।
সারথি দুর্জ্জয় তাহে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
জয়নাদ করে অস্ত্র ধরি করে বীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর॥
কর্ণ বীর অর্জ্জুনের বধ মনে করি।
অর্জ্জুনে মারিতে এড়ে অস্ত্র সারি সারি॥
শরজালে কর্ণ বীর পূরিল গগন।
কম্পমান হৈল যত পাণ্ডু সৈন্যগণ॥
সহসা ভুজঙ্গ এক রাক্ষস সমান।
উঠিয়া পাতাল হৈতে হৈল আগুয়ান॥
যুদ্ধ করে কর্ণ বীর পার্থের সহিতে।
দাণ্ডাইয়া কহে সর্প কর্ণের সাক্ষাতে॥
মোর মাতৃবধ কৈল কুন্তীর কুমার।
এইকালে করি আমি পার্থের সংহার॥
কোনরূপে করি আজি অর্জ্জুনে সংহার।
অতি ক্রোধে সর্প তবে বলে বার বার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

——

কর্ণ বধ।

দহিতে খাণ্ডব বন, মোর মায়ে বিনাশন,
করিলেক পাণ্ডুর নন্দন।
আজি প্রতিশোধ লৈব, অর্জ্জুনেরে সংহারিব,
কর্ণ সনে করিব মিলন॥
এতেক ভাবিয়া নাগ, মনেতে করিল রাগ,
আকাশে উঠিল সেইক্ষণ।
জননীর বৈরিশোধি, কিরূপে অর্জ্জুনে বধি,
এই যুক্তি ভাবে মনে মন॥
আপন সুবুদ্ধি বীর, সঙ্কুচিয়া স্ব-শরীর,
রণভূমে করিল প্রবেশ।
মুখেতে অনল জ্বলে, উল্কা যেন ভূমিতলে,
যোগবলে হৈল বাণ বেশ॥
হেনকালে দিব্য বাণ, কর্ণ পূরিল সন্ধান,
অর্জ্জুনের বধ মনে করি।
সুবিখ্যাত কর্ণ বীর, ক্রোধভরে নহে স্থির,
রুদ্রবাণ নিজ করে ধরি॥

রুদ্রবাণ ল'য়ে হাতে, মহাবীর অঙ্গ-নাথে,
অধিষ্ঠান তাহে হৈল সর্প।
সন্ধান পূরিল বীর, বিনাশিতে পার্থবীর,
পরশুরামের যত দর্প ॥
ভুবন কাঁপয়ে ডরে, উল্কাপাত মহী'পরে,
মহাশব্দ শুনিতে নির্ঘাত।
হাহাকার করে লোক, দিক্‌পাল করে শোক,
আজি হৈল অর্জুন নিপাত ॥
বুঝিয়া বিষম কাজ, মানা করে শল্যরাজ,
ভাগিনারে করিবারে ত্রাণ।
শুন কর্ণ বীরবর, পুনশ্চ সন্ধান কর,
শরাসন নহে পরিমাণ ॥
ক্রোধমুখে কহে কর্ণ, নয়ন অরুণ বর্ণ,
না করিব সেই শরবৃষ্টি।
মারে আর দুই শর, বিন্ধি করে জর জর,
উপদেশ না করে অনিষ্টি ॥
মারিব অর্জুন তোকে, দেখিবে সকল লোকে,
এত বলি কর্ণ এড়ে শর।
আকাশে আসিছে বাণ, অগ্নি যেন দীপ্তিমান,
ব্যস্ত হৈল দেব-দামোদর ॥
পায়ে চাপি রথবর, বসালেন ভূমি'পর,
হাঁটু গাড়ি তুরঙ্গ বসিল।
প্রশংসয়ে দেবগণ, সুশিক্ষিত জনার্দন,
এক হস্তে পৃথিবী ধরিল ॥
পার্থ মহাবীরবর, নাশিতে নারেন শর,
মাথার কিরীট কাটা গেল।
বিশ্বকর্মা নির্মাইল, নানারত্ন শোভা ছিল,
যে কিরীট ইন্দ্র দিয়াছিল ॥
যেন অস্ত গিরিবর, একা রহে দিনকর,
গিরি হ'তে চূড়া পড়ে খসি।
সে হেন কিরীট পড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
প্রভা উঠে গগন পরশি ॥
পুনঃ গেল সর্পবাণ, কর্ণ বীর বিদ্যমান,
বিনয়ে কহিল বহুতর।
না পাই সন্ধান যোগ, বিফল হইল ভোগ,
এড় পুনঃ উল্কাসম শর ॥

পুছে কর্ণ মহাশয়, সর্প দিল পরিচয়,
পুনঃ রণে কর্ণ মহাশয়।
পূর্বের সংগ্রাম যত, সকলি হইল রত,
এবে করি অর্জুনের ক্ষয় ॥
জানিয়া কর্ণের দর্প, পুনঃ গেল কালসর্প,
অর্জুনেরে করিতে সংহার।
মুখেতে অনলবৃষ্টি, ধাইলেক উর্ধ্ব দৃষ্টি,
সর্বলোক দেখে ভয়ঙ্কর ॥
জানিয়া সর্পের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ কহেন সত্য,
সন্ধান করহ ধনঞ্জয়।
সত্বরে আসিছে সর্প, অগ্নিসম মহাদর্প,
শীঘ্র তারে কর পরাজয় ॥
ছয় বাণ যুড়ি বীর, কাটেন সর্পের শির,
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল।
সর্পে পরাজয় করি, কৃষ্ণ দুই হাতে ধরি,
ভূমি হৈতে রথ উদ্ধারিল ॥
পুনঃ কর্ণ ধরি ধনু, বিন্ধে অর্জুনের তনু,
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে বাণ।
বাণে নিবারিয়া বাণ, ধনঞ্জয় ধনুষ্মান,
নিজ বাণ করেন সন্ধান ॥
কর্ণের শরীর ভেদি, রক্তে যেন বহে নদী,
সর্ব গায়ে বহিছে রুধির।
কর্ণবীর অস্ত্র মারে, সর্ব অস্ত্র নাশ করে,
পুনঃ অস্ত্র এড়ে মহাবীর ॥
ভেদিল দ্বাদশ শরে, দামোদর কলেবরে,
আর বাণ মারে শীঘ্রগতি।
সন্ধান করিয়া শরে, বিন্ধিলেন পার্থবীরে,
হাসে বীর কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥
ইন্দ্র যেন এড়ে শর, ক্রোধে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
কর্ণের বিন্ধিল কলেবর।
রুদ্র-পরাক্রমে বীর, সঘনে ছাড়েন তীর,
রবিসুত হইল কাতর ॥
ব্যথা পায় কর্ণ বীর, তিল অর্ধ নহে স্থির,
মাথার মুকুট পড়ে খসি।
অর্জুন কাটিয়া পাড়ে, মুকুট ভূমিতে পড়ে,
প্রভা উঠে গগন পরশি ॥

দৃঢ়তর সুসন্ধানে, কবচ কাটেন বাণে,
নিবারিতে নারে কর্ণ বীর।
বাছিয়া মারেন শর, ধনঞ্জয় ধনুর্ধর,
পুনঃপুনঃ মারিছেন তীর ॥
হৈল হেন বজ্রাঘাত, কম্পে যেন দিবানাথ,
কর্ণ বীর সহিতে না পারে।
বাছিয়া মারিয়া শর, ধনঞ্জয় ধনুর্ধর,
সত্বরে বিন্ধে কর্ণ বীরে ॥
অবশ হইল তনু, খসিল হাতের ধনু,
মূর্ছিত হইল কর্ণ বীর।
কর্ণেরে মূর্ছিত দেখি, কহেন শ্রীকৃষ্ণ ডাকি,
শুন ধনঞ্জয় মহাবীর ॥
সাবধানে কর রণ, আজি কর নিপাতন,
শীঘ্র বিন্ধ কর্ণের শরীর।
প্রকাশিয়া নিজ শৌর্য, কর কর্ণ-বধ কার্য,
যাহা কহিলেন যুধিষ্ঠির ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য, বিপক্ষ নাশিতে পক্ষ,
পার্থ মারিলেন বহু শর।
আবরিল অশ্ব রথ ছাইল গগন পথ,
অন্ধকার কৈল দিনকর ॥
যেন শত কুঞ্জতরু, জড়িত পর্বত গুরু,
সেইরূপ কর্ণ মহাবল।
মহা অস্ত্র যত ছিল, সে সকল পাসরিল,
গুরুশাপে হইয়া বিকল ॥
মহাসত্ত্ব কর্ণ বীর, চৈতন্য পাইল ধীর,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
খরতর সুসন্ধানে, অশ্ব হস্তী সেনাগণে,
কর্ণ বীর করিল নিধন ॥
তিন বাণে জনার্দনে, বিন্ধিলেক সেইক্ষণে,
সাত বাণ মারে ধনঞ্জয়ে।
পুনর্বার দশ বাণে, বিন্ধিলেক সেইক্ষণে,
মহাবীর পার্থ মহাশয়ে ॥
তবে তেজোময় বাণ, পার্থ করেন সন্ধান,
বিন্ধিলেন কর্ণ ধনুর্ধর।
অর্জুনের অস্ত্র যত, নিবারিল শত শত,
শর ব্যর্থ ভাবে পার্থ বীর ॥
কাটা গেল ধনুর্গুণ, লজ্জিত হইয়া পুনঃ,
আর গুণ যুড়ি দিয়া শরে।
অর্জুন মারেন শর, কাটে কর্ণ ধনুর্ধর,
হাসি পুনঃ বাণ নিল করে ॥
ধরিয়া বিজয় ধনু, বিন্ধিল অর্জুন তনু,
শরে কর্ণ করে অন্ধকার।
অর্জুনে ফাঁফর দেখি, শ্রীকৃষ্ণ কহেন ডাকি,
শীঘ্র কর কর্ণের সংহার ॥
কৃষ্ণ-বাক্যে রুদ্রবাণ, পার্থ করেন সন্ধান,
বজ্র যেন হাতে নিল শক্র।
ব্যর্থ হয় ব্রহ্মশাপ, কর্ণ পায় অনুতাপ;
পৃথিবী গ্রাসিল রথচক্র ॥
ক্রন্দন করয়ে বীর, নয়নেতে বহে নীর,
অর্জুনে কহিল উচ্চৈঃস্বরে।
মুহূর্তেকে ক্ষমা কর, ওহে পার্থ ধনুর্ধর,
রথচক্র উদ্ধারিব করে ॥
যেইজন মুক্তকেশ, প্রহারে বিকল বেশ,
শরণ মাগয়ে যদি রণে।
কবচ রহিত জনে, না মারয়ে অস্ত্রগণে,
তারে মারে কাপুরুষ জনে ॥
তুমি লোকে নরোত্তম, তব কীর্তি অনুপম,
ধর্মজ্ঞানে তোমারে বাখানি।
রথের উপরে তুমি, অভাগ্যেতে আমি ভূমি,
মুহূর্তেকে ক্ষমা কর জানি ॥
কৃষ্ণ-হৈতে নাহি ভয়, তোমাকে সংশয় হয়,
সে কারণে সাধি যে তোমাকে।
বিধি মোর হৈল বক্র, পৃথিবী গ্রাসিল চক্র,
ক্ষমা কর উদ্ধার আমাকে ॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী, ক্রোধে কন চক্রপাণি,
বিপদ কালেতে শুনি ধর্ম।
একবস্ত্র রজঃস্বলা, দ্রুপদনন্দিনী বালা,
সভামধ্যে কৈল কোন্ কর্ম ॥
শকুনি সৌবল সনে, নরাধম দুর্যোধনে,
কপট রচিল পাশা সারি।
ক্ষত্রধর্ম ছাড়ি কার্য, কপটে লইল রাজ্য,
কোন্ শাস্ত্রে পাইলে বিচারি ॥

সন্দেশ মিশ্রিত বিষে, ভীমে খাওয়াইল শেষে,
বান্ধিয়া তাহার কলেবর।
ফেলাইয়া দিল জলে, রক্ষা পায় ধর্মবলে,
সেই কথা কহিতে বিস্তর॥
জৌগৃহ নির্মাণ করি, তাহাতে পাণ্ডবে ভরি,
অগ্নি দিলে কি বিচার করি।
কোন্ শাস্ত্রে হেন ধর্ম, বিচারিয়া কহ কর্ম,
দৈবে তাহা আনিল উদ্ধারি॥
দ্বাদশ বৎসর বনে, বঞ্চিলেক পঞ্চজনে,
বৎসরেক রহেক অজ্ঞাতে।
সভাতে মাগিল সবে, রাজ্য নাহি দিল তবে,
হেন ধর্ম বুঝাও কিমতে॥
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি মার সপ্তজনে,
দুগ্ধপোষ্য শিশু ত' কুমার।
কোন্ ধর্মে মার তারে, কহিবে স্বরূপ মোরে,
কোথা ছিল ধর্মের বিচার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, অর্জুনের বাড়ে ব্যথা,
পূর্ব পূর্ব কথা মনে হয়।
বাড়িল পার্থের ক্রোধ, না মানেন উপরোধ,
রক্তচক্ষু ওষ্ঠ কম্পময়॥
তবে কর্ণ মহাক্রোধে, নিতান্ত মরিব বোধে,
দিব্য অস্ত্র যোড়ে শরাসনে।
অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারি, কর্ণ বাণ ব্যর্থ করি,
অগ্নিবাণ যোড়ে শরাসনে॥
পার্থ ছাড়ে অগ্নিবাণ, যেন অগ্নি দীপ্তিমান,
কর্ণ পানে চান একদৃষ্টি।
বরুণ নামেতে কর্ণ, জল করে পরিপূর্ণ,
অনল নিবায় করি বৃষ্টি॥
অর্জুনের বায়ুবাণ, মেঘে করে খান খান,
পুনঃ কর্ণ যোড়ে মহাশর।
হাহাকার দেবগণে, ভূমিকম্প ক্ষণে ক্ষণে,
বাণ এড়ে কর্ণ ধনুর্ধর॥
হৃদয়ে বিন্ধিল শর, রক্ত পড়ে নিরন্তর,
আপনা বিস্মৃত ধনঞ্জয়।
খসিল হাতের ধনু, স্তব্ধ হৈল সর্ব তনু,
অতি ব্যগ্র কৃষ্ণ মহাশয়॥

পেয়ে তবে অবসর, কর্ণ মহাধনুর্ধর,
রথ উদ্ধারিতে বীর চলে।
না পারিল দুই হাতে, শ্রম হৈল অঙ্গনাথে,
পুনঃ রথ পশিল ভূতলে॥
সচেতন ধনঞ্জয়, দেখি কৃষ্ণ দয়াময়,
অর্জুনে কহেন কুতূহলে।
আমার বচন ধর, ধনঞ্জয় ধনুর্ধর,
কাটি পাড় কর্ণ মহাবলে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, অর্জুন হৃদয়ে গণি,
গাণ্ডীবে যুড়েন ক্ষুরবাণ।
ক্ষুর প্রবেশিল চণ্ড, কাটি পাড়িলেক দণ্ড,
তাহে কর্ণ হন হতমান॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শৌর্যবাণ, পার্থ ছাড়িলেন বাণ,
বজ্র যেন ছাড়ে পুরন্দর।
সর্বভূত ভয়ঙ্কর, সেই দিব্য মহাশর,
বেগে ধায় সর্ব ঘোরতর॥
নিক্ষেপিয়া মহাশর, ভাবিলেন ধনুর্ধর,
সর্ব কথা আছয়ে স্মরণে।
যদি হই পার্থবীর, কাটি পাড়ি কর্ণ-শির,
নাশিব কর্ণেরে আজি রণে॥
ছেদিব কর্ণের শির, এত বলি পার্থবীর,
মহাশর মারেন কর্ণেরে।
সর্বলোকে ভয়ঙ্কর, দেখি যেন রুদ্রশর,
বেগে পড়ে কর্ণের শরীরে॥
সন্ধ্যাকালে পড়ে কর্ণ, গগন লোহিত বর্ণ,
সর্বলোক চাহিয়া বিস্ময়।
উঠিয়া গগনোপরে, প্রবেশিল দিনকরে,
কর্ণের যতেক তেজশ্চয়॥
কর্ণ বীর হৈল ক্ষয়, পৃথিবী কম্পিত হয়,
রথ ল'য়ে গেল মদ্রপতি।
কুরুবলে হাহাকার, সব হৈল অন্ধকার,
কর্ণ বিনা কি হইবে গতি॥
ভীম করে সিংহনাদ, শুনি জয় জয় বাদ,
বিজয়-দুন্দুভি বাজে দলে।
সর্ব সেনাপতিগণ, আশ্বাসিয়া ঘনে ঘন,
নাচে গায় সবে কুতূহলে॥

হেথা শল্য-মুখে শুনি, কর্ণের নিধন বাণী,
দুর্যোধন করে অশ্রুপাত।
হাহা কর্ণ বীরবর, আমি হৈনু একেশ্বর,
সঘনে হৃদয়ে হানে ঘাত॥
হাহা কর্ণ বীরবর, মোর প্রাণের দোসর,
হারাইনু ভুবন দুর্জয়ে।
এত বলি দুর্যোধন, শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন,
কুরুবল ভঙ্গ দিল ভয়ে॥
আক্রমিল কর্ণশোক, সান্ত্বাইল রাজলোক,
শিবিরে চলিল দুর্যোধন।
দেবঋষি গেল ঘর, হরষিত পাণ্ডুবর,
শিবিরেতে গেল সর্বজন॥
অর্জুনেরে দিয়া কোল, গোবিন্দ বলেন বোল,
তোমারে সদয় পুরন্দর।
কাটিলে কর্ণের শির, ত্রিভুবন মধ্যে বীর,
ধন্য তুমি ভুবন ভিতর॥
শিবিরেতে গেল সব, কর্ণ হৈল পরাভব,
সবাই কহিল যুধিষ্ঠিরে।
কর্ণের নিধন শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
প্রশংসা করেন অর্জুনেরে॥
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির, দেখিলেন কর্ণ বীর,
পুত্রসনে পড়িয়াছে রণে।
চন্দ্র সনে যেন ভানু, তেজে যেন বৃহদ্ভানু,
বার বার দেখেন নয়নে॥
কৃষ্ণেরে করেন স্তুতি, যুধিষ্ঠির নরপতি,
আজ মোর সুস্থ হৈল মন।
তুমি যার সুসারথি, ভাগ্যবান সেই রথী,
জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন॥
আমি আজি রাজ্য পাব, আজি নরপতি হব,
আজি যে সফল পরিশ্রম।
কর্ণ বীর মহাবল, পড়িল অবনীতল,
সংগ্রামে সাক্ষাৎ ছিল যম॥
হেনমতে নানা রঙ্গে, রাজা যুধিষ্ঠির সঙ্গে,
সর্বলোকে শিবিরে আসিল।
আনন্দিত পাণ্ডুদলে, নৃত্যগীত কুতূহলে,
যে যার শিবিরে প্রবেশিল॥
ইহকালে শুভযোগ, পরকালে স্বর্গভোগ,
ভারতের পুণ্যকথা শুনি।
শ্রবণেতে পাপক্ষয়, সংগ্রামে বিজয় হয়,
কাশীরাম বিরচিল গণি॥
অনুক্ষণ ধ্যান করি, একমনে ভাবি হরি,
রচিলাম ভারত-আখ্যান।
কর্ণপর্ব সুধারস, শুনিলে কলুষ নাশ,
এতদূরে হৈল সমাধান॥

কর্ণপর্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

শল্যপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

শল্যের সৈন্যাপত্য গ্রহণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনির সদন।
তদন্তরে কি করিল রাজা দুর্যোধন॥
কর্ণ হেন মহারথী হত হৈল রণে।
তথাপি আশ্বাস নাহি টুটে দুর্যোধনে॥
কিরূপে পাণ্ডব সহ পুনঃ হৈল রণ।
সেনাপতি অতঃপর হৈল কোন্ জন॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর।
সমরে পড়িল যদি কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
হাহাকার করি কান্দে রাজা দুর্যোধন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে হারায়ে চেতন॥
হা হা কর্ণ প্রিয়সখা প্রাণের দোসর।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে রাজা হইয়া কাতর॥
শকুনি সৌবল কৃপ দ্রোণের নন্দন।
রাজারে বুঝায়ে বলে প্রবোধ-বচন॥
স্থির হও মহারাজ সন্তাপ না কর।
এতেক কাতর কেন তোমার অন্তর॥
এখন কাতর হৈলে কি হইবে আর।
আপন মঙ্গল রাজা করহ বিচার॥
এত বলি ধরি তুলে সর্ব যোদ্ধাগণ।
রাজারে চাহিয়া বলে দ্রোণের নন্দন॥
অকারণে শোক কেন কর নরপতি।
এখনো আছয়ে কত মহা যোদ্ধাপতি॥
হিতবাক্য কহি আমি শুন দুর্যোধন।
আমার বচনে রাজা স্থির কর মন॥
কর্ণের মরণে রাজা না করিহ ভয়।
কত রথী আছে রাজা তোমার সহায়॥
মহারাজ শল্য আছে মদ্র অধিপতি।
অর্জুনে জিনিবে হেন আছয়ে শকতি॥
শল্যেরে সম্বোধি তবে কহে দুর্যোধন।
সেনাপতি হ'য়ে আজি তুমি কর রণ॥
তোমা বিনা যোদ্ধাপতি নাহিক আমার।
কেবল ভরসা আমি করি যে তোমার॥
সেনাপতি পদে তোমা করিনু বরণ।
তুমি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর নন্দন॥
পাণ্ডবে করিয়া ক্ষয় তুমি লহ জয়।
এতেক শুনিয়া কহে শল্য মহাশয়॥
দর্প করি কহে শল্য নির্ভয় শরীর।
কি ছার করহ ইহা মন কর স্থির॥
কিছুমাত্র চিন্তা রাজা না করহ তুমি।
একাকী পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি॥
কোন্ কর্ম হেতু চিন্তা কর মহাশয়।
আমি সব বিনাশিব জানিহ নিশ্চয়॥
এত শুনি দুর্যোধন হরষিত মন।
শল্যরাজে দিল বহু মান আর ধন॥
বিজয়ী দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ কাহাল।
ঝাঁঝারি মহুরি বাজে কাংস্য করতাল॥
ভেয়ুর ভুরঙ্গ বাজে সানি জগঝম্প।
খবাক বরাক বাজে কোটি কোটি ডম্ফ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জন।
ধ্বজ পতাকায় সব ঢাকিল গগন॥

বাদ্যের নিনাদে ঘন কম্পে বসুমতী।
সর্ব সৈন্য সমাবেশ করিল ভূপতি॥
কর্ণের মরণ দুঃখ সব গেল দূর।
সাজিল কৌরবসেনা সমরে অসুর॥
প্রলয় অনল যথা অতি তেজোময়।
ততোধিক সেনাগণ সমরে দুর্জয়॥
শল্যসহ নিজে সাজে রাজা দুর্যোধন।
তবে কৃপাচার্য বলেন হিত বচন॥
অবধান কর তুমি কুরু অধিপতি।
এক কথা কহি আমি শুন মহামতি॥
এ মহা সমর হেরি তনু লোমাঞ্চিত।
নেত্র হয় সিক্ত অন্তর যে বিগলিত॥
তাই কহি রাজা তোমায় হিত বচন।
যাহা কহি আমি তোমা শুন দিয়া মন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ হত হৈল মহারণে।
ধর্মসহ বদ্ধ হও সম্প্রীতি মিলনে॥
কৃপাচার্যের এ হেন বচন শুনিয়া।
কহে রাজা দুর্যোধন নিঃশ্বাস ছাড়িয়া॥
যতেক কহিলে হিত না হয় অন্যথা।
কার শক্তি জিনিবে পাণ্ডব মহারথা॥
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহাশয়।
আজন্ম হিংসিনু আমি পাণ্ডুর তনয়॥
বারে বারে কহিলাম সবার সাক্ষাতে।
বিনা যুদ্ধে কিছু নাহি দিব পাণ্ডুসুতে॥
কিরূপে পাণ্ডবসহ করিব সম্প্রীত।
পাণ্ডবের ক্রোধ শান্তি নহিবে নিশ্চিত॥
পিতামহ ভীষ্ম গুরু দ্রোণ মহাশয়।
কর্ণ আদি বীর যত ভুবনে দুর্জয়॥
সবে মরে মোর তরে করিয়া সমর।
নিজ প্রাণ তরে হই কি হেতু কাতর॥
সংসার জুড়িয়া লজ্জা হইবে বিশেষে।
হেন যুক্তি করিবারে মনে না আইসে॥
এতেক শুনিয়া কৃপ রাজার বচন।
সাধু সাধু বলিয়া করিল আলিঙ্গন॥
সাধু রাজা বলি তোমা ঘুষিবে সংসার।
সাহসে মরিয়া রাজা যাবে স্বর্গদ্বার॥
বলুক সকলে মহামানী দুর্যোধন।
সর্বস্ব হারায় না হারায় বীরপণ॥
সাথী ফেলি কভু না ছাড়িয়া রণভূম।
এই হেতু লভি যশ লভ স্বর্গভূম॥
ভারতের পুণ্যকথা শুনে যেইজন।
কাশীরাম বলে তার সেবিব চরণ॥

পাণ্ডবগণের সমর সজ্জা।

এতেক জানিয়া কৃষ্ণ কহেন তখন।
সাজিল কৌরবসেনা সমুদ্র যেমন॥
দেখ রাজা যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্য এল।
সৈন্য সমাবেশ করি কুরুক্ষেত্রে গেল॥
শল্য শীঘ্র সাজিল না করিহ বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া কর যুদ্ধের আরম্ভ॥
নিধন করহ শল্যে নাহি কালাকাল।
সাহায্য করুক আসি বিরাট পাঞ্চাল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি বিনাশিলে রণে।
কি করিতে পারে শল্য যুঝ তার সনে॥
শত্রুবধে আত্মজ্ঞান না করিহ মনে।
বিনাশ করহ শল্যে আজিকার রণে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন।
তবে অর্জুনেরে ডাকি কহেন রাজন্॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি কর যুদ্ধক্রম।
তবেত জানিব আমি তোমার বিক্রম॥
হেনমতে যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
শুনিয়া অর্জুন বীর কহেন তখন॥
কি কারণে চিন্তা তুমি কর মহাশয়।
কেবল ভরসা কৃষ্ণ সংগ্রামের জয়॥
এইমতে সর্বজন রজনী বঞ্চিয়া।
সৈন্য সমাবেশ করে প্রভাতে উঠিয়া॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা করিলেন যোদ্ধাগণে।
বাজায় বিবিধ বাদ্য না যায় লিখনে॥
ঢাক ঢোল কাড়া পড়া দুন্দুভি বিশাল।
খমক টমক বাজে কাংস্য করতাল॥

বাদ্যের নিনাদ আর সৈন্য কোলাহল।
শব্দ শুনি কাঁপে ঘন যত চলাচল॥
দুই দলে মিশামিশি হৈল মহারোল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল॥
করিল বিচিত্র ব্যূহ শল্য মহারাজ।
ভুজঙ্গম ব্যূহ কৈল পাণ্ডব সমাজ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

—

শল্যের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ।

ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ সঞ্জয় বিশেষ।
উভয় দলেতে সৈন্য কিবা আছে শেষ॥
শল্য দুর্যোধন তবে কি কর্ম করিল।
আপন বুদ্ধিতে পুত্র সব বিনাশিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যে নাশিল রণে।
হেন জন সঙ্গে যুদ্ধ করে কি কারণে॥
সঞ্জয় বলেন রাজা ইথে দেহ মন।
আত্মশেষ সৈন্য ল'য়ে যুঝে দুর্যোধন॥
একাদশ সহস্র অযুত আছে রথ।
তিন কোটি মত্ত হস্তী সমান পর্বত॥
দুই পদ্ম অশ্ব আছে রণে অনিবার।
পবন গমন জিনি গমন যাহার॥
তিন কোটি পদাতিক আছে যম সম।
সৈন্যের সহিত যুঝে করিয়া বিক্রম॥
পাণ্ডবের শেষ সেনা আছে মহামতি।
আছয়ে গণনে রাজা সহস্রেক হাতী॥
অশ্ব আছে একলক্ষ লক্ষ পদাতিক।
ন্যূন নহে ইহা হৈতে বরঞ্চ অধিক॥
যুধিষ্ঠির যোদ্ধাপতি পাণ্ডব-বাহিনী।
দুই দলে মহাযুদ্ধ শুন নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির পরাক্রমে সৈন্য ভঙ্গ দিল।
দেখি শল্য নরপতি অগ্রসর হৈল॥
দিব্য রথে চড়ি বীর আসে সেইক্ষণে।
শল্য বলে সেনাগণে যুঝ একমনে॥

নকুলের যুদ্ধ কর্ণ-পুত্র চিত্রসেনে।
কাটে নকুলের ধনু চিত্রসেন বাণে॥
সারথি কাটিয়া রথ করিল বিরথী।
বাণে বিদ্ধ হ'য়ে চিন্তে নকুল সুমতি॥
তবে খড়্গ চর্ম হাতে তার রথে চড়ি।
চিত্রসেনে কাটি বীর ফেলে ভূমে পাড়ি॥
নকুলের পরাক্রমে ধন্য ধন্য ধ্বনি।
সত্যসেন ও সুষেণ আসে বীরমণি॥
নকুল সহিত যুঝে দুই বীরবর।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতর॥
সত্যসেন শক্তি মারে সহিত নকুল।
নিজ শক্তি মারি তারে করিল আকুল॥
সত্যসেন পড়িল সুষেণ যুঝে বেগে।
নকুলের অশ্ব রথ কাটি পাড়ে আগে॥
বিরথী হইয়া তবে মাদ্রীর নন্দন।
শীঘ্রগতি আর রথে কৈল আরোহণ॥
সন্ধান পূরিয়া কাটে সুষেণের শির।
সিংহনাদ করি উঠে নকুল প্রবীর॥
শুন মহাশয় তব বাহিনী সকল।
দলিয়া চলিল সব পাণ্ডবের দল॥
দেখি শল্য আগে হৈল ধরিয়া ধনুক।
পরাক্রম দেখি কেহ না রহে সম্মুখ॥
যুধিষ্ঠির রাজা সহ হইল মিলন।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ বরিষণ॥
যুঝিল নকুল ভীম রাজার পশ্চাতে।
যোদ্ধাগণ আগে যুঝে রথ রথী সাথে॥
কৃপাচার্য কৃতবর্মা আদি মহাবীর।
শল্যের নিকটে যুঝে হইয়া অস্থির॥
গদা হাতে ভীমসেন হৈল আগুসার।
মহাক্রোধে ধায় যেন অগ্নি অবতার॥
নিবারিতে নারে শল্য ভীম গদা হাতে।
রথের সারথি ভীম মারে এক ঘাতে॥
লাফ দিয়া শল্য গিয়া চড়ে আর রথে।
অটল পর্বত প্রায় আছে গদা হাতে॥
শল্য বলে ভীম তোর বড়ই সাহস।
অকস্মাৎ গদা হানি চাহ নিজ যশ॥

সহ দেখি মম অস্ত্র বুঝি পরাক্রম।
এতদিনে আজি তোরে লইলেক যম॥
এত বলি শক্তি ছাড়ি দিল শল্যরাজ।
পড়িল নির্ভয়ে গিয়া ভীমবক্ষ মাঝ॥
বুক হৈতে ভীম শক্তি নিলেন তুলিয়া।
শল্য প্রতি মারে বেগে হুহুঙ্কার দিয়া॥
আঘাতে মূর্ছিত হয় মদ্র অধিপতি।
অন্তর হইয়া রথ রাখিল সারথি॥
কোপে শল্য রাজা গদা নিল তারপর।
আইস মাতুল বলি ডাকে বৃকোদর॥
আত্মপক্ষ ত্যাগ কৈলে পরপক্ষে গিয়া।
এই অপরাধে মৃত্যু হইল আসিয়া॥
গদায় জানি যে তুমি বিক্রমে বিশাল।
তোমার সহিত বাঞ্ছি যুদ্ধ চিরকাল॥
এত বলি দুই বীরে হৈল বোলচাল।
গদায় গদায় যুদ্ধ বিক্রমে বিশাল॥
কুম্ভকার চক্র প্রায় ফেরে দুই গদা।
ঘূর্ণাকার দেখি সব লোকে লাগে ধাঁধা॥
গদাযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবীর।
বদন ভ্রূকুটি নাদে বাহিনী অস্থির॥
গদাঘাতে কম্পমান দোঁহাকার অঙ্গ।
বজ্রাঘাতে ইন্দ্র যেন ভাঙ্গে গিরিশৃঙ্গ॥
প্রথমে বিহ্বল দোঁহে সম দেখি বল।
স্বর্গেতে প্রশংসা করে অমর সকল॥
ধরণী কম্পিত হয় ভীম সিংহনাদে।
কৃপ আদি যোদ্ধাগণ পড়িল প্রমাদে॥
গদা এড়ি ধনু নিল মদ্রপতি রাজা।
মহাযুদ্ধ করে বীর ভীম মহাতেজা॥
তবে বৃকোদর বীর রথে চড়ে গিয়া।
দেখি কৃপাচার্য বীর আসিল ধাইয়া॥
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি পরিমাণ।
দুর্যোধন শল্য আসে আর চেকিতান॥
ঘোরতর যুদ্ধ হৈল না যায় বর্ণনা।
অশ্ব গজ রক্তে ভাসে দেখে সর্বজনা॥
শল্যসহ যুঝে পুনঃ প্রধান পাণ্ডব।
মহাযুদ্ধ হৈল যেন উথলে অর্ণব॥
চন্দ্রসেন মদ্রসেন হৈল আগুয়ান।
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে হ'য়ে সাবধান॥
যুদ্ধ করি গেল তারা শমন সদন।
ধনু ধরি শল্য আদি পুনঃ করে রণ॥
ভীমসেন সাত্যকি সহিত পঞ্চ সাথ।
শল্যের উপরে করে ঘন বাণাঘাত॥
নিজ অস্ত্রে কাটি পাড়ে শল্য মহাবীর।
পুনঃ আসি উপস্থিত যথা যুধিষ্ঠির॥
উভয়েতে মহাযুদ্ধ বলে অপ্রমিত।
বৃষ্টিধারা পড়ে যেন দেখি চতুর্ভিত॥
কাটেন শল্যের ধ্বজ ধর্ম নরপতি।
ধর্মের ধনুক শল্য কাটে শীঘ্রগতি॥
আর ধনু ল'য়ে যুদ্ধ করে যুধিষ্ঠির।
নিবারিয়া করে যুদ্ধ শল্য মহাবীর॥
ক্রোধে ধায় চতুর্ভিতে বাহিনী বিনাশে।
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা ভাবেন হতাশে॥
আপনা ভাগিনা বধ কৈল মদ্রপতি।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যাহে না হইল কৃতী॥
ভীম সংহারিল দুর্যোধন সহোদর।
মদ্রপতি বিনাশিতে হইল দুষ্কর॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা আছে শল্যের নিধনে।
দুর্জয় দেখি যে শল্যে আজিকার রণে॥
হারিলে কি গতি হবে পাব মহা লাজ।
এইমত ভাবি তবে কহে ধর্মরাজ॥
চক্রব্যূহ করি দোঁহে মোরে বল রাখ।
সহদেব ও নকুল মম বামে থাক॥
দক্ষিণেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহিত সাত্যকি।
ভীমসেন ধনঞ্জয় প্রধান ধানুকী॥
বিনাশিব শল্য আজি মাতুল প্রবল।
শুনি চারিদিকে রহে হয়ে অনুবল॥
হইল প্রলয় যুদ্ধ ধর্মরাজ ভাগে।
শল্যের সহায় দ্রৌণি রহিলেন আগে॥
সহিতে না পারে ভঙ্গ দিল সর্বজনে।
দক্ষিণে নিবারে ভীম কৌরব প্রধানে॥
কৃপাচার্য নিবারেন বীর ধনঞ্জয়।
এইরূপে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয়॥

যুধিষ্ঠির শল্য যুদ্ধ সমান সন্ধান।
সর্বাঙ্গে রুধির পড়ে দোঁহার সমান॥
যুধিষ্ঠির কম্পমান দেখি শল্য রণে।
চারিদিকে যুঝে সবে হ'য়ে সাবধানে॥
গোবিন্দ সহায় পাছে বলেন ডাকিয়া।
নাশহ মাতুলে উপরোধ কি লাগিয়া॥
কৃষ্ণের বচনে যুধিষ্ঠির সাবধান।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান॥
ধর্মরাজ ধর্মমতি যুদ্ধে ধর্ম রাখে।
অন্যায় নাহিক দুই রথীর সম্মুখে॥
অনুক্রমে মহাশর ছাড়ে মহীপতি।
সেইমত কাটে শল্য ধর্ম ক্রুদ্ধমতি॥
কাটেন শল্যের অস্ত্র মারি সাত বাণ।
রথধ্বজ সহ ছত্র হয় খান খান॥
রথ লণ্ডভণ্ড দেখি ক্রোধে মদ্রপতি।
সুসজ্জা করিয়া রথ আনে শীঘ্রগতি॥
শল্য বলে ভাগিনেয় যুদ্ধে মহাবীর।
যুদ্ধেতে এমন কেন দেখি যুধিষ্ঠির॥
আত্মমত বলে দেখি বুদ্ধি যত যার।
এতক্ষণ যুঝ তুমি অগ্রেতে আমার॥
যুধিষ্ঠির বলে মামা করি উপরোধ।
সব জানি যুদ্ধশাস্ত্র শুন মহাযোধ॥
বিধিমত যুদ্ধ আজি তোমার সংহতি।
তোমারে জিনিলে জয় হইবে সম্প্রতি॥
ক্ষত্রকুলে ধর্মযুদ্ধ বিজয় ঘোষণা।
যম সম শত্রু আর না করি গণনা॥
মোর ভাগ্য হেতু তুমি হৈলে রিপুগত।
ক্ষত্রধর্ম রাখিবারে সব হৈল হত॥
এক্ষণে মাতুল তব হইবে বিনাশ।
শমন ভবনে যাহ হইয়া নিরাশ॥
অপরাধ না লইবে অস্ত্রের ঘাতনে।
আশীর্বাদ কর আমা জীবন রক্ষণে॥
শল্য বলে ধর্মাচারে তুমি সে প্রধান।
তোমার বিজয় সত্য নাহিক এড়ান॥
পূর্বে তব পক্ষে যেতে ইচ্ছা মোর ছিল।
পথে পেয়ে দুর্যোধন আমারে বরিল॥
সে সব বৃত্তান্ত দূত কৈল তব আগে।
কাজে কাজে হ'তে হৈল দুর্যোধন দিকে॥
ক্ষত্রধর্ম রাখি যদি নাহি তাহে দোষ।
সম্বন্ধের উপরোধ নাহি ছাড় রোষ॥
কহিতে কহিতে দোঁহে করে বাণবৃষ্টি।
প্রলয়ের মেঘ যেন মজাইতে সৃষ্টি॥
অসংখ্য বরিষে বাণ যেন জলধারা।
খসিয়া পড়য়ে যেন আকাশের তারা॥
ধর্মরাজে ডাকি তবে বলে যোদ্ধাগণ।
শল্যেরে মারহ বাণ পূরিয়া সন্ধান॥
ন্যায় যুদ্ধ বিনা ধর্মে নাহি অন্যমতি।
বাণে অন্ধকার হৈল তুল্য দিবারাতি॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি শর করে জর জর॥
সমান সন্ধান দোঁহে পরম সন্ধানী।
দোঁহে দোঁহা বিনাশিব এই মনে জানি॥
অসিমুখ বাণ শল্য এড়িলেক কোপে।
বুকে বাজি ধর্ম রহিলেন মৃতরূপে॥
যুধিষ্ঠির মূর্ছাগত দেখি ভীম বীর।
শল্যের সম্মুখে যুঝে হইয়া সুস্থির॥
ভীমের কবচ কাটি পাড়ে শল্য বাণে।
শল্য অশ্ব কাটে ভীম করিয়া সন্ধানে॥
তাহা দেখি শল্য বীর মহাক্রুদ্ধ মনে।
পঞ্চবাণ ভীমসেনে মারিল সন্ধানে॥
শল্য-বাণে ভীমসেন হইল জর্জর।
নিবারিতে নাহি পারে পবন-কোঙর॥
তাহা দেখি পুনঃ যুধিষ্ঠির মহারাজ।
সন্ধান পূরিয়া আসে সমরের মাঝ॥
বাণেতে পীড়িত শল্য দেখি যদুপতি।
ধর্মরাজে ডাকি তবে বলে শীঘ্রগতি॥
বিনাশ করহ শল্যে কেন কর ব্যাজ।
যুদ্ধকালে উপরোধ নহে মহারাজ॥
ভারতে অমৃত কথা সুধার ভাণ্ডার।
শুনিলে সে জন তরে ভব পারাবার॥

———

শল্য বধ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন মাতুল পীড়িত।
প্রহারের কাল কৃষ্ণ নহে ত' উচিত॥
গোবিন্দ বলেন রিপু পাই যবে পাশ।
কালাকাল নাহি চাহি করি যে বিনাশ॥
যাহার মরণে ভদ্র দেখি মহারাজ।
তাহে বিনাশিতে দোষ নাহি যুদ্ধমাঝ॥
গোবিন্দ বচনে তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
ডাকিয়া বলেন সাবধান মদ্রবীর॥
শুনি শল্য ধনুকেতে বাণ যোড়ে বেগে।
ভীম আদি বাণ কাটে রহি চারিদিকে॥
হুঙ্কারে ছাড়েন শক্তি ধর্মের নন্দন।
লক্ষ্মণেরে শক্তি যেন এড়িল রাবণ॥
গোবিন্দ রহেন সেই শক্তিশেল মুখে।
গগনে আগুন উঠে ঝলকে ঝলকে॥
তাহা দেখি শল্যবীর বাণেতে তৎপর।
শক্তি নিবারিতে বাণ এড়িল সত্বর॥
শক্তিতে ঠেকিয়া বাণ খণ্ড খণ্ড হয়।
শল্য বলে মোর আজি জীবন সংশয়॥
পড়িলেক শক্তি আসি শল্যরাজ বুকে।
শক্তিঘাতে পড়ে শল্য সংগ্রাম সম্মুখে॥
বিষম প্রহারে প্রাণ ছাড়িল সত্বর।
ভূমিতে পড়িল তবে শল্য নৃপবর॥
বাহু প্রসারিয়া অধোমুখে শল্যরাজ।
ছিন্ন হ'য়ে বক যেন পড়ে ক্ষিতিমাঝ॥
জীবন ছাড়িল শল্য পাইয়া বেদনা।
সমরে পড়িল শল্য কটকে ঘোষণা॥
শল্যরাজানুজ আসি শোকেতে ভাসিল।
ধর্মরাজ সহ তবে রণে প্রবেশিল॥
বাণবৃষ্টি করি ধর্মরাজে আচ্ছাদিল।
চতুর্দিকে বাণ বর্ষি অন্ধকার কৈল॥
দোঁহাকার বাণ কাটে দোঁহে বলবান্।
বজ্রবাণ এড়ে ধর্ম পূরিয়া সন্ধান॥
সে বাণ বিফল দেখি চিন্তিত হইয়া।
যুধিষ্ঠির বাণ এড়িলেন বিশেষিয়া॥
মহারবে পড়ে বাণ তাহার শরীরে।
শল্যের অনুজ বীর পড়ে ভূমি'পরে॥
ধর্মরাজ সহ যুদ্ধে মদ্ররাজ মৈল।
সংগ্রামের স্থানে বহু কোলাহল হৈল॥
সমরে পড়িল শল্য হৈল কলরব।
কৌরব-বাহিনী ভঙ্গ আনন্দ পাণ্ডব॥
পাণ্ডবদলেতে সবে করে সিংহনাদ।
শুনি কুরুদলে হৈল বড়ই বিষাদ॥

উভয় দলে পরস্পর যুদ্ধ।

শল্য যদি পড়ে রণে, ভঙ্গ দিল কুরুগণে,
বিমুখ হইয়া রণমাঝ।
বিজয়ী দুন্দুভি বাজে, আনন্দিত ধর্মরাজে,
দেখি ক্রোধে বলে কুরুরাজ॥
রণে নাহি কর ক্ষমা, কৃপ আর অশ্বত্থামা,
কৃতবর্মা কর গিয়া রণ।
এতেক শুনিয়া রথী, বেড়িল পাণ্ডবপতি,
আগুলিয়া রাখে যোদ্ধাগণ॥
কৃতবর্মা মহাবীর, রণে পেয়ে যুধিষ্ঠির,
করে তারে ছিন্ন বাণাঘাতে।
যুধিষ্ঠির তবে রণে, সন্ধান পূরিয়া হানে,
রথ তার কাটেন ত্বরিতে॥
কৃতবর্মা অশ্ব ল'য়ে, ধর্ম সহ যুঝাইয়ে,
বাণে বাণ কাটে ধর্মরাজ।
দেখিয়া সমর দুর্গ, আসিল অমরবর্গ,
ধন্য ধন্য করে সভামাঝ॥
গুরু-পুত্র অশ্বত্থামা, কৃপ আর কৃতবর্মা,
সকল বেষ্টিত যুধিষ্ঠির।
তাহা দেখি ভীমসেন, আইলা ধর্মের স্থান,
মহাদণ্ডে বাণ এড়ে বীর॥
দেখিয়া ভীমের বাণ, অশ্বত্থামা ক্রোধমন,
বাণে বাণ কাটি করে ক্ষয়।
ভীমসেন তা দেখিয়া, ক্রোধে হুতাশন হৈয়া,
বেগে ছাড়ে বাণ অতিশয়॥

মধ্যাহ্নকালের বেলা, সৈন্য বিনাশিতে গেলা,
দুই দলে নাহি ছাড়ে রণ।
সঞ্জয় বলেন বাণী, শুন শুন নৃপমণি,
সব নষ্ট তুমি সে কারণ॥
শল্য হৈল রণে হত, লইয়া সত্বর পথ,
কৌরব প্রধান আগুয়ান।
চড়িয়া কুঞ্জরোপর, যেন শোভে পুরন্দর,
কৃপ আদি চলে পাছুয়ান॥
যুধিষ্ঠিরে বেড়ে আসি, বাণবৃষ্টি অহর্নিশি,
অহঙ্কারে কিছু নাহি দেখি।
শকুনি হৈল আগু, রহ রহ ডাকে লঘু,
আশ্বাসিয়া যোদ্ধাগণে রাখি॥
কেহ নাহি শুনে বোল, সব হৈল উতরোল,
আসি কহে রাজার নিকটে।
ভাঙ্গে সেনা প্রাণভয়, নিবারণ নাহি হয়,
কি করিব বিষম সঙ্কটে॥
শুনিয়া ত কুরুপতি, কহেন সঞ্জয় প্রতি,
কোন্ কর্ম কৈল দুর্যোধন।
সঞ্জয় কহেন বাণী, অবধান নৃপমণি,
পুনর্যুদ্ধ নহে নিবারণ॥
মহাভারতের কথা, বিচিত্র ভারত গাথা,
সর্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

শকুনি দুর্যোধন সংবাদ।

মাতুল বচন শুনি দুর্যোধন রাজা।
সেনাভঙ্গ দেখি ধায় রণে মহাতেজা॥
মহাযত্ন করি তাকে করিল আশ্বাস।
কি করিলে আর সবে পাইয়া তরাস॥
মাতুল বুঝাও তুমি সব সেনাগণে।
ত্যাগ করি কেন যায় অসমাপ্ত রণে॥
সমর করহ সব ভয় কিবা তায়।
সংগ্রামে মরিলে বীর স্বর্গপুরে যায়॥
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।
রণে ভঙ্গ দিয়া কেন হও নিন্দাশ্রয়॥
আপনি যুঝিয়া আজি মারহ পাণ্ডবে।
কৌতুক দেখিবে পরে দাঁড়াইয়া সবে॥
আশ্বাস পাইয়া সেনা হইল প্রবল।
কালপ্রাপ্ত মৃত্যু আসি হইল নিশ্চল॥
শুনিয়া শকুনি বলে শুন কুরুরাজ।
ভদ্র না দেখি যে আমি ছাড় যুদ্ধ কাজ॥
আরম্ভ হইতে হৈল রণ যত দিন।
দিন দিন সেনাগণ হইতেছে ক্ষীণ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী বাহিনী গণিত।
অধিক হইবে কত না হয় লিখিত॥
সকলি বিনষ্ট হৈল অল্প মাত্র শেষ।
দেখিয়া না দেখ রাজা না যুঝ বিশেষ॥
অসাধ্য প্রয়াসে তাত নাহি প্রয়োজন।
অতঃপর যুদ্ধে ক্ষমা দেহ দুর্যোধন॥
দৈববলে কুন্তীপুত্র হইল বলিষ্ঠ।
যাহার গোবিন্দ সখা সবাকার ইষ্ট॥
নিষ্ফল আরম্ভ দম্ভ আর নাহি সাজে।
অমাত্য বান্ধব নষ্ট হৈল এই কাজে॥
দেখি ক্ষমা দেহ এবে ওহে কুরুরাজ।
শেষ রক্ষা করি থাক যুদ্ধে নাহি কাজ॥
মাতুল বচন শুনি বলে কুরুরায়।
বুঝিনু মাতুল তুমি পাইয়াছ ভয়॥
এই যুদ্ধে মৃত্যু যদি না হয় তোমার।
তবে বুঝি কদাচিত মৃত্যু নাহি আর॥
ভাবিয়া দেখহ মনে কিসের শোচন।
সংগ্রামে দেখাও তুমি নিজ পরাক্রম॥
নীতি অনুগামী হও ছাড় মৃত্যুভয়।
সমর করিব যেবা ভাগ্যে মোর হয়॥
এতেক বলিল রাজা মাতুলের প্রতি।
শুনিয়া রহিল মৌনে গান্ধার সন্ততি॥
অনন্তর কহে রাজা সারথির প্রতি।
রথ সাজি আন যুদ্ধে যাব শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া রাজার বাক্য সারথি সত্বর।
রথ সাজি আনে শীঘ্র রাজার গোচর॥

রথে আরোহিল রাজা সংগ্রামের বেশে।
শকুনি জানিল মৃত্যু হইল বিশেষে॥

— —

শকুনি বধের উপক্রমে নানা যুদ্ধ।

সেনাগণে আশ্বাসিয়া কহে দুর্যোধন।
আগু হ'য়ে যুঝ শত্রু করিব নিধন॥
জয় পরাজয় মৃত্যু দৈবের ঘটন।
যথা ধর্ম তথা জয় বেদের বচন॥
এত বলি কুরুপতি রথ আরোহণে।
রণেতে ভেটিল আসি ভীমসেন সনে॥
দুই মত্ত হস্তী যেন করিছে গর্জন।
দুই সিংহে মিলি যেন করে মহারণ॥
ভীম ডাকি বলে এস কুরু-কুলাধম।
করিলে সকল নাশ করি পরাক্রম॥
এবে বল বুদ্ধি কর্ণ সেই গেল কোথা।
দুঃশাসন দুরাচার মৈল দুষ্ট ভ্রাতা॥
দেখিয়া না দেখ চক্ষে তুমি অন্ধমতি।
কুলান্তক তোমা করি সৃজিয়াছে বিধি॥
রণে ক্ষমা দিয়া ভজ ধর্মের নন্দনে।
জীবনের আশা যদি কর মনে মনে॥
নতুবা চলহ যথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ।
দুই পথ কহিলাম যাহাতে প্রসন্ন॥
দুর্যোধন বলে ভীম সহ পরিবারে।
শমন-সদনে আজি পাঠাইব তোরে॥
বারে বারে অপমান কৈলে নানামতে।
এখন পূরিল কাল যাহ যমপথে॥
দ্রৌপদীর অপমান পাসরিলে কেনে।
কিরাত সমান হ'য়ে ভ্রমিলে কাননে॥
শুনি ভীম বলে তব জেনেছি বিক্রম।
গন্ধর্বে বান্ধিয়া তোরে লইল যখন॥
নিজ বল পরাক্রম কি জানাব তোমা।
ভজ ধর্মরাজে তিনি করিবেন ক্ষমা॥
আপনা রাখহ রাখ অন্ধ পিতা মাতা।
হিতবাক্য কহিলাম না কর অন্যথা॥
শুনি দুর্যোধন রাজা ক্রোধে কটু কয়।
সমরে পাণ্ডবে আমি করিব বিজয়॥
মহাযুদ্ধ ঘোরতর বাধে হেনকালে।
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
বাণবৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে নীর॥
ভীমের নারাচ বাজে দুর্যোধন বুকে।
ব্যাকুল সারথি রথ ফিরায় বিমুখে॥
গদা হাতে ভীমসেন ধায় শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্রে সংহারিল যত যোদ্ধাপতি॥
আথালি পাথালি বীর মারে গদাবাড়ি।
সহস্র সহস্র রথ ফেলে চূর্ণ করি॥
গদা হাতে ধায় বীর সমরে প্রচণ্ড।
বজ্রহাতে ইন্দ্র যেন যায় কালদণ্ড॥
সম্মুখ বিমুখ নাহি মারে খেদাড়িয়ে।
পলায় সকল সৈন্য রণে ব্যস্ত হ'য়ে॥
দূরে থাকি ধায় সবে পাইয়া তরাস।
পাছু পাছু ধায় বীর করিয়া বিনাশ॥
যত যুদ্ধ করে বীর তত বল বাড়ে।
তাহা দেখি কুরুসৈন্য ধায় উভরড়ে॥
একা ভীম সংহারিল সহস্র পদাতি।
তুরঙ্গ সহস্র পঞ্চ সহস্রেক হাতী॥
সম্বিত পাইয়া তবে রাজা দুর্যোধন।
আশ্বাসিয়া বলে ভয় নাহি যোদ্ধাগণ॥
অর্জুন সহিত যুদ্ধে ধায় সেনাগণ।
কুঞ্জর সহিত আসে রাজা দুর্যোধন॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ॥
কৌরবের সেনাপতি শাল্ব নৃপবর।
হস্তীতে চড়িয়া আসে সংগ্রাম ভিতর॥
শাল্ব আর সাত্যকিতে বাধিল সমর।
দোঁহে দোঁহা বাণে বিন্ধে করে জরজর॥
সাত্যকির বাণে শাল্ব ত্যজিল জীবন।
তাহা দেখি কৃতবর্মা আসিল তখন॥
শাল্ব বীরে নিপাতিল দেখি মহাবীর।
কৃতবর্মা আসি রণে হইল সুস্থির॥

পুনরপি কৃতবর্মা সাত্যকিতে রণ।
দোঁহাকার সংগ্রামের কি দিব তুলন॥
উভয়ে হইল রণ নাহি পাঠান্তর।
রথে চড়ি আসে দোঁহে মহা ভয়ঙ্কর॥
কৃতবর্মা অশ্ব কাটে সাত্যকি ত্বরিত।
অশ্ব কাটা গেল রথ গমন রহিত॥
ভূমে নামে কৃতবর্মা হইয়া বিরথী।
দেখি কৃপ নিজ রথে তোলে শীঘ্রগতি॥
পুনরপি দুর্যোধন যুঝে ক্রোধমনে।
শরাসনে করে রণ পাণ্ডবের সনে॥
চতুর্দিকে ভঙ্গ দিল পাণ্ডব-বাহিনী।
যুধিষ্ঠির সহ রণে মিলিল শকুনি॥
মুহূর্তেকে মহাযুদ্ধ বাধে ঘোরতর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জর॥
ধর্মের সারথি রথ কাটিল শকুনি।
লাজ পেয়ে ধর্মরাজ নামিল ধরণী॥
হেনকালে সহদেব ত্বরিতে আসিয়া।
আপনার রথে ধর্মে নিলেন তুলিয়া॥
পুনঃ দিব্য রথ আনি যোগায় সারথি।
ধনু ধরি তাহে উঠে ধর্ম নরপতি॥
সসজ্জ হইয়া রাজা রহিয়া তথায়।
শকুনি বধিতে আজ্ঞা দিলেন ত্বরায়॥
চতুর্দিকে সেনাগণ রহ সাবধান।
শকুনিরে মারি কর যশের বাখান॥
সহস্র সামন্ত পঞ্চ সহস্র তুরঙ্গ।
সপ্তশত মত্তকরী চলে তার সঙ্গ॥
পদাতি সহস্র ত্রিশ চলিল প্রধান।
এ সবার সহদেব কর্তা আগুয়ান॥
জানিয়া সমরে ধায় গান্ধার-নন্দন।
অনুবল হ'য়ে রয় পাছে দুর্যোধন॥
ষষ্টিশত অশ্ব রথ আছয়ে বিভাগ।
পদাতি পঞ্চাশ কোটি সহস্রেক নাগ॥
সকল যোদ্ধার মাঝে শকুনি প্রধান।
দুই দলে মিশামিশি বাধিল সংগ্রাম॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে পূর্বে শকুনি-বিনাশে।
সেই হৈতে সহদেব অধিক আবেশে॥
সহদেব শকুনিতে হৈল মিশামিশি।
বাণে অন্ধকার নাহি জানি দিবানিশি॥
অবিশ্রাম রণ করে বীর দুইজন।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে করিয়া গর্জন॥
বাণে অন্ধকার হৈল সংগ্রামের স্থলী।
রথী মহারথী যুঝে সবে মহাবলী॥
বিষম সমরে বহু পড়িল বাহিনী।
সপ্তশত অশ্ব শেষ রহিল শকুনি॥
রাজার আজ্ঞায় যুঝে পরম সাহসে।
পাণ্ডব-বাহিনী ভঙ্গ দিল চারি পাশে॥
সাহসে শকুনি যুঝে ধরিয়া ধনুক।
বাণাঘাতে পাণ্ডুসেনা নাহি বান্ধে বুক॥
হস্ত পদ বক্ষ কার করে খণ্ড খণ্ড।
কুণ্ডল সহিত কার কাটি পাড়ে মুণ্ড॥
সমরে শকুনি বহু সেনা বিনাশিল।
তাহা দেখি সহদেব সত্বরে ধাইল॥
বাহিনী-দুর্গতি দেখি কৃষ্ণ মহাশয়।
ডাকিয়া বলেন কেন সেনাভঙ্গ হয়॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমুদ্র তরিয়া।
শকুনির যুদ্ধে কেন ডুবিলে আসিয়া॥
মারহ দুষ্টেরে যত অনর্থের মূল।
তার অপরাধে ক্ষত্র হইল নির্মূল॥
শুনিয়া অর্জুন ক্রোধে গাণ্ডীব ধরিয়া।
ক্ষুদ্র মৃগে ধায় যেন সিংহ খেদাড়িয়া॥

শকুনি বধ।

গাণ্ডীব ধরিয়া পার্থ যুঝেন তখন।
ছিন্ন ভিন্ন করিলেন কুরু সেনাগণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুঝে রাজা দুর্যোধন।
মহাঘোর যুদ্ধ হয় ঘোর দরশন॥
বাণে কাটি পাড়ে বাণ রাজা দুর্যোধন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
সন্ধান পূরিয়া আসে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
অর্ধচন্দ্র বাণে কাটে সারথির শির॥

পঞ্চ বাণে ধনু কাটে ধ্বজ ছত্র আর।
বাণে খণ্ড খণ্ড বাণ করিল রাজার ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দুর্যোধন।
লাফ দিয়া সৈন্যমধ্যে পড়িল তখন ॥
ভঙ্গ দিয়া অশ্বে চড়ি রাজা মহামতি।
পাছু নাহি ফিরে চাহে ধায় শীঘ্রগতি ॥
অপমান পেয়ে ধায় রাজা দুর্যোধন।
শকুনির কাছে আসি দিল দরশন ॥
তবে রাজা কৃতবর্মা মহাবলবান্।
ভীমসেন সহ যুঝে হ'য়ে সাবধান ॥
ক্ষণেক রহিয়া তবে ভীম মহাবীর।
বাণেতে বিন্ধিল যোদ্ধাগণের শরীর ॥
বাণে বাণ কাটে কৃতবর্মা ক্রুদ্ধমন।
মহাকোপে আসে বীর পবন-নন্দন ॥
যুদ্ধ করে কৃতবর্মা করিয়া বিক্রম।
সমরে প্রচণ্ড দোঁহে নাহি পরিশ্রম ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ করে বার বার।
তাহা দেখি যোদ্ধাগণ হৈল আগুসার ॥
ভীমসেন করে যুদ্ধ অনেক বিশেষ।
নির্মূল হইল সেনা অল্প অবশেষ ॥
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মদমত্ত হাতী।
কানন কাটিয়া যেন মুক্ত কৈল ক্ষিতি ॥
একা ভীম সর্ব সৈন্য করিল বিনাশ।
দেখিয়া কৌরব-সৈন্য পাইল তরাস ॥
সঞ্জয় কহেন রাজা কি কব বিশেষ।
সকলি হইল নষ্ট কিছুমাত্র শেষ ॥
অবশেষে আছে তব দুই শত রথ।
ত্রিসহস্র পদাতিক অশ্ব পঞ্চ শত ॥
কৌরব-বাহিনী রাজা এইমাত্র শেষ।
জানিয়া অর্জুন প্রতি কহে হৃষীকেশ ॥
মহাধনুর্ধর পার্থ বাণে অনিবার।
তোমা হইতে শত্রু সব হইল সংহার ॥
আজি ভুজবলে যুধিষ্ঠির অধিকারী।
রহিল তোমার যশ ত্রিভুবন ভরি ॥
আজি যুধিষ্ঠির নৃপ পাবে রাজ্যভার।
আজি হৈল কুরুকুল সমূলে সংহার ॥

অর্জুন বলেন প্রভু তোমার প্রসাদে।
সমরে বিজয়ী আমি হ'লেম জগতে ॥
কহিতে কহিতে যুদ্ধস্থলে ধনঞ্জয়।
বাণে বাণে করিলেন অন্ধকারময় ॥
মহাপরাক্রম পার্থ যেন ধনুর্বেদ।
পঞ্চবাণে সুশর্মার করে শিরশ্ছেদ ॥
তাহার তনয় কোপে রণে প্রবেশিল।
পার্থের নারাচ বাণে সেই কাটা গেল ॥
তবে ক্রোধে বীরবর ছাড়ে সিংহনাদ।
যুঝয়ে সমরে বীর নাহিক বিষাদ ॥
দক্ষসেন বীর গেল সমরের মুখে।
তাহারে বধিল ভীম পরম কৌতুকে ॥
তাহার অনুজ ছিল সমরে দুর্জয়।
তাহারে মারিল বীর পবন তনয় ॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে জর্জর শরীর ॥
শকুনি নিকটে আসে সহদেব বীর।
বাণেতে জর্জর কৈল শকুনি-শরীর ॥
ক্ষণতরে হারাইল শকুনি চেতনা।
সিংহনাদ করে বীর পড়য়ে ঝঞ্জনা ॥
ভয়ে ভীত ভঙ্গীয়ান্ দেখি কুরুবলে।
দুর্যোধন আশ্বাসিয়া রাখিল সকলে ॥
সম্বিত হইল পুনঃ শকুনি আইসে।
দেখি সহদেব রোষে বিশিখ বরিষে ॥
শকুনির ধনু কাটি ফেলে অবহেলে।
অন্য ধনু ল'য়ে যুদ্ধ করে সেই বলে ॥
উলুক শকুনি পুত্র অতি বলধর।
পিতার সাহায্য হেতু আসিল সত্বর ॥
ভীমের সহিত যুদ্ধ করে অনিবার।
ক্ষুরবাণে ভীম তারে করিল সংহার ॥
পুত্রশোকে যুঝে বীর মরণ ভাবিয়া।
নির্ভয়েতে ধনুর্গুণ সন্ধান পূরিয়া ॥
বাণে আচ্ছাদন কৈল মাদ্রীর নন্দনে।
ঝরিল রুধির অঙ্গে ভয় নাহি মনে ॥
মাদ্রীপুত্র মহাবীর মহাকোপভরে।
বাণে শকুনির তনু জর জর করে ॥

কোপে শক্তি লয় তুলি গান্ধার-কুমার।
নিক্ষেপ করিল তারে করিতে সংহার॥
দৃষ্টিমাত্র শক্তি কাটে সহদেব বীর।
শক্তি ব্যর্থ গেল দেখি শকুনি অস্থির॥
ভিন্দিপাল শক্তি ভল্ল পরশু তোমর।
শেল শূল জাঠা জাঠি যতেক অপর॥
সন্ধান পূরিয়া কত শকুনি মারিল।
মাদ্রীসুত সহদেব সকলি কাটিল॥
কাটিল সারথি রথ করি লণ্ডভণ্ড।
তীক্ষ্ণ বাণে কাটি পাড়ে তুরঙ্গের মুণ্ড॥
বিরথ হইয়া বীর রহিল দাঁড়ায়ে।
পরাক্রম গেল সব আতঙ্ক পাইয়ে॥
রথ হৈতে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
বিমুখ সংগ্রামে বীর পৃষ্ঠ দিয়া চলে॥
চঞ্চল চরণ গতি নাহি বুদ্ধি বল।
করতালি দিয়া পাছু খেদাড়ে সকল॥
ধিক্ ধিক্ ক্ষত্র হ'য়ে পলাইস্ কেনে।
ইহার অধিক ভাল সংগ্রামে মরণে॥
অবলার প্রায় যাস্ ছাড়ি বীরপণা।
মরণ এড়াবি হেন না কর ভাবনা॥
অপমান বাক্য শুনি পুনঃ নেউটিল।
মরণ ভাবিয়া রণে আসিয়া পশিল॥
রণভূমে পড়েছিল যত অস্ত্র তাই।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ লইয়া সবাই॥
যত অস্ত্র ফেলি মারে কাটে মহাবীর।
অবসন্ন হ'য়ে থাকে গান্ধার সুধীর॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে মাদ্রীপুত্র চুলে ধরি টানে।
শকুনি দুঃখের মূল সর্বলোকে জানে॥
পশুর সমান করি শকুনিরে টানে।
কম্পমান কলেবর আছে অচেতনে॥
সহদেব বলে তুমি দুষ্টের প্রধান।
এই হেতু তোমা প্রতি নাহি ক্ষমাবান্॥
পাশায় যতেক দুঃখ দিলে দুষ্টাচার।
অপমান উপহাস কৈলি বারবার॥
ভুঞ্জাব তাহার সুখ আজিকার রণে।
যে হাতে ধরিলে পাশা কপট বিধানে॥
সেই হাত অগ্রে কাটি অন্য হাত পরে।
আজি রণে শিখাইব নরাধম তোরে॥
শকুনি কহিল মোরে মার দিব্য বাণ।
বধ কর কিন্তু নাহি কর অপমান॥
বিধির নির্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।
কাটি পাড় মুণ্ড যদি ক্ষমা নাহি হয়॥
এত শুনি দর্প করি সহদেব বীর।
পূর্ব দুঃখ মনে করি হইল অস্থির॥
অঙ্গুলি পর্যন্ত কাটি পাড়ে বাহুমূল।
পূরিল প্রতিজ্ঞা আজি শুন হে মাতুল॥
কাতর শকুনি বীর করে ছটফটি।
ক্রোধে সহদেব বীর মুণ্ড ফেলে কাটি॥
কর্ম অনুরূপ ফল বলে সর্বলোকে।
পূর্বের বিধান ফল পাইল প্রত্যেকে॥
সময় পাইলে কর্ম অবশ্য যে ফলে।
ধর্মাধর্ম ফল সব ভুঞ্জে এককালে॥
শকুনি পড়িল রণে হৈল সিংহনাদ।
কুরু-সৈন্য ভঙ্গ দিল গণিয়া প্রমাদ॥
সৈন্যগণ ভঙ্গ দিল যেবা ছিল শেষ।
একা দুর্যোধন মাত্র আছে অবশেষ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ নাশি।
শোকে নৃপতির মুখে নাহি আর হাসি॥
হইল পৃথিবী শূন্য জানি মহামতি।
অশ্ব ছাড়ি ভূমিতলে করিলেন গতি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ সঞ্জয় বিশেষ।
পাণ্ডবের সেনা কত আছে অবশেষ॥
সঞ্জয় বলেন শুন কুরুবংশপতি।
আছে যে পাণ্ডবদলে দ্বিসহস্র রথী॥
তুরঙ্গ অযুত শত সহস্র মাতঙ্গ।
লক্ষ পদাতিক আছে পাণ্ডবের সঙ্গ॥
কৌরবের সৈন্য সব বিনষ্ট হইল।
কহিব যে কয় বীর এখনো রহিল॥
কৃপ অশ্বত্থামা কৃতবর্মা দুর্যোধন।
শুনহ নৃপতি শেষ এই চারিজন॥

দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন-হ্রদে প্রবেশ।

সঞ্জয় বলেন রাজা কর অবগতি।
আপন সমর শেষ দেখি মহীপতি॥
কুরুবলে সিংহ যেন ছিল মহারাজ।
দাবানল দহে যেন শুষ্ক বনমাঝ॥
অগাধ শুষিল যেন মহোদধি জল।
পাণ্ডবে শুষিল তথা কৌরবের বল॥
অমাত্য বান্ধব যত সব হৈল হত।
সমর সমাজে অনুকূল ছিল যত॥
শোকে লাজে অভিমানে কাতর হৃদয়।
শূন্য হৈল বসুমতী জানিয়া নিশ্চয়॥
জয়-পরাজয় কর্ম বিধির ঘটন।
আপনার শক্য নহে কর্ম নিবন্ধন॥
শোকভরে দুর্যোধন চলিল সত্বর।
হাতে গদা ধায় যেন মত্ত করিবর॥
সর্বশূন্য অবশেষে দেখিয়া বিমন।
দ্বিতীয় বান্ধব নাহি সঙ্গে একজন॥
চিন্তাযুক্ত দুর্যোধন করিল গমন।
কেহ না দেখিল কোথা গেল দুর্যোধন॥
তথ্য লাগি আসিতেছে সঞ্জয় নগরে।
দেখিলেন পথে অতি দীন কুরুবরে॥
গদা হাতে দুর্যোধন অতি দীন বেশ।
নেত্রে নীর ঝরে মুখে নাহি বাক্যলেশ॥
দেখিয়া সঞ্জয়ে জিজ্ঞাসিল কুরুরায়।
কে আছে জীবিত কহ আমার সহায়॥
সঞ্জয় কহিল আছে এই মাত্র সার।
কৃপাচার্য কৃতবর্মা দ্রোণের কুমার॥
এতেক শুনিয়া রাজা ছাড়িল নিঃশ্বাস।
অচেতন হৈল পুনঃ মুখে নাহি ভাষ॥
গদগদ ভাষে রাজা কহেন করুণে।
এমন করিবে বিধি নাহি ছিল মনে॥
সর্বনাশ কৈল মোর দারুণ বিধাতা।
জনকের স্থানে সব কহিবে বারতা॥
কিছু না রহিল সেনা আমার সমাজ।
ত্বরিত গমনে যাহ যথা অন্ধরাজ॥
আমার দৈবের কথা কহিবে বিশেষ।
নিশ্চয় হইনু এবে সবংশে নিঃশেষ॥
সঞ্জয় কহিও শীঘ্র গিয়া সমাচার।
ইহ পরলোকে দেখা নাহি হবে আর॥
এত বলি হ্রদজলে করিল গমন।
প্রবেশ করিল দুঃখে রাজা দুর্যোধন॥
সঞ্জয় চলিল তবে হ'য়ে বিষাদিত।
হইল সাক্ষাত পথে তিনের সহিত॥
কৃপাচার্য কৃতবর্মা অশ্বত্থামা আর।
জিজ্ঞাসিল সঞ্জয়ে কি কহ সমাচার॥
মহারাজ দুর্যোধন আছেন কোথায়।
কি করিব মন দহে না দেখি উপায়॥
শুষ্ক বন দহে যেন জ্বলন্ত আগুনে।
কহত সঞ্জয় কোথা পাব দুর্যোধনে॥
শুনিয়া সঞ্জয় কহে বচন বিশেষ।
দুর্যোধন রাজা হ্রদে করিল প্রবেশ॥
এত শুনি তিন বীর করিল প্রয়াণ।
উপনীত হৈল আসি হ্রদ সন্নিধান॥
উদ্দেশে চলিল তারা শুনিয়া বারতা।
ধর্মরাজ না জানেন দুর্যোধন কোথা॥
নানামতে ভাই সব করে অনুমান।
কোথা গেল দুর্যোধন না জানি সন্ধান॥
দূত পাঠাইয়া দিল কৌরবের পুর।
আসি জিজ্ঞাসিল যথা আছয়ে বিদুর॥
ক্ষত্তা বলে নাহি জানি রণ হৈল শেষ।
কোথা গেল কুরুরাজ না জানি বিশেষ॥
দূত বলে রণ শেষ হইলেক যবে।
গদা হাতে পূর্বমুখে রাজা গেল তবে॥
ইহার অধিক আমি না জানি বারতা।
বিস্মিত বিদুর শুনি এই সব কথা॥
সমর জিনিয়া সবে চলিল শিবির।
দুর্যোধন হেতু চিন্তান্বিত যুধিষ্ঠির॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম নরপতি।
ধৃতরাষ্ট্র প্রতি কহে সঞ্জয় সুমতি॥
শুনিয়া সঞ্জয়-বাক্য অন্ধ নরপতি।
শোকেতে ব্যাকুল হ'য়ে ছন্ন হৈল মতি॥

হাহা পুত্র কোথা গেল রাজা দুর্যোধন।
কেন প্রাণ আছে মোর না জানি কারণ॥
জন্মে জন্মে কত পাপ করিনু বিস্তর।
সে কারণে মম হৃদি ব্যথায় কাতর॥
দুর্যোধন বলি ডাকে কোথা দুঃশাসন।
কভু কর্ণ বলি ডাকে কভু ডাকে দ্রোণ॥
পুত্র পৌত্র বন্ধু আর অমাত্য সকল।
পড়িল সকল বীর রণে মহাবল॥
একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্যোধন।
তোমার এ গতি হৈল দৈবের কারণ॥
ধৃতরাষ্ট্র শোকে কান্দে পড়িয়া অবনী।
এমন করিবে বিধি মনে নাহি জানি॥
বৃদ্ধ অন্ধ পিতা মাতা না করিলে মনে।
নিষ্ঠুর হইয়া গেল রাজা দুর্যোধনে॥
পুত্রহীন বৃদ্ধকালে জীবনে মরণ।
সহায় সম্পত্তি নাহি কি করি এখন॥
অনাথ করিয়া গেল যত অবলারে।
অমাত্য বান্ধব গেল যত সুরপুরে॥
পক্ষহীন পক্ষী যেন রহিল পড়িয়া।
জলহীন মীন যেন মরয়ে ভাবিয়া॥
পুণ্যহীন দেহ যেন ফলহীন ব্রহ্ম।
বিষহীন সর্প যেন ধনহীন লোক॥
হস্ত হ'তে রত্ন যেন গেল ছাড়াইয়া।
প্রাণহীন দেহ যেন রহিল পড়িয়া॥
রাজ্যভোগ তৃণসম ছাড়ি গেলে তুমি।
কি গতি হইবে সদা এই চিন্তি আমি॥
কেন না লইলে মোরে সঙ্গেতে করিয়া।
বৃদ্ধ পিতামাতা কেন গেলে বিসর্জিয়া॥
বধূগণ অনাথিনী হারাইয়া কুল।
কেমনে ধরিবে প্রাণ হইয়া আকুল॥
সরাসুরজয়ী যেই গঙ্গার নন্দন।
শিখণ্ডীর হাতে হৈল তাঁহার নিধন॥
ভগদত্ত বীর আদি যত যোদ্ধাগণ।
কর্ণ মহাবীর সেই সংগ্রামে নিপুণ॥
তাহারে মারিল পার্থ সংগ্রামে দুর্জয়।
শত পুত্র মারে মোর পবন-তনয়॥
যার যত পরাক্রম করিল সকল।
ভাগ্যহীন হেতু মোর সকলি বিফল॥
কতেক কহিব দুঃখ কহনে না যায়।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর হৃদয় শুকায়॥
শোকের দাহন আর সহিতে না পারি।
বলহ সঞ্জয় কেমনে জীবন ধরি॥
শুনহ সঞ্জয় মোর এই দৃঢ় আশ।
অনলে পড়িব নহে যাব বনবাস॥
সঞ্জয় বলেন শুন অন্ধ নরপতি।
কালবশে দুর্যোধন পাইল দুর্গতি॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত।
এতদূরে শল্যপর্ব হইল সমাপ্ত॥

শল্যপর্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

গদাপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের হ্রদের নিকট গমন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
দ্বৈপায়ন-হ্রদে লুকাইল দুর্যোধন ॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ খুঁজিয়া বেড়ায়।
দুর্যোধন নৃপতিরে দেখিতে না পায় ॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম নরবর।
দুর্যোধনে অন্বেষিতে পাঠালেন চর ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল শ্রীজনমেজয়।
কহিলে অপূর্ব কথা মুনি মহাশয় ॥
কুরুকুলপতি মহারাজ দুর্যোধন।
হ্রদমধ্যে কি প্রকারে রহিল তখন ॥
কি উপায় করিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে বাঞ্ছা বড় বল তপোধন ॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
যেইমতে হত দুর্যোধন দুষ্টমতি ॥
গদাপর্ব কথা কহ শুনি নৃপবর।
যেইরূপে পুনরপি হইল সমর ॥
সমর জিনিয়া যুধিষ্ঠির নরপতি।
বিচিত্র মন্দিরে রহে নৃত্যগীতে মাতি ॥
অপমানে মনে মনে হ'য়ে দুঃখী মন।
দ্বৈপায়ন-হ্রদে প্রবেশিল দুর্যোধন ॥
গদার প্রহারে বীর সলিল বিদারি।
তাহাতে পশিল রাজা হাতে গদা করি ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু সঙ্গে ল'য়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
দুর্যোধন অন্বেষণে যান বহু বীর ॥
বন উপবন খুঁজিলেন নানা দেশ।
না পাইয়া দুর্যোধনে ভাবেন বিশেষ ॥
মারিয়া বিপক্ষ করিলেন কোন্ কার্য।
পুনরপি দুর্যোধন লইবেক রাজ্য ॥
পুনর্বার আসি দুষ্ট করিবেক রণ।
পলাইয়া আছে কোথা রাজা দুর্যোধন ॥
এত ভাবি বসিয়া আছেন ধর্মরায়।
হেথা তিন বীর দুর্যোধন কাছে যায় ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্মা কৃপ সুপণ্ডিত।
হ্রদের নিকটে গিয়া হৈল উপনীত ॥
জলস্তম্ভে দুর্যোধন আছেন নির্জনে।
হ্রদের উপরে থাকি ডাকে তিন জনে ॥
উঠ উঠ রাজা যুদ্ধে না হও বিমুখ।
যুধিষ্ঠিরে জিনি রণে ভুঞ্জ রাজ্যসুখ ॥
পলাইয়া কেন তুমি লভ অধোগতি।
রণেতে কাতর নহে ক্ষত্রিয় এমতি ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব করিব সংহার।
রাখিতে নারিবে কৃষ্ণ সহায় তাহার ॥
আমা সবে সঙ্গে করি কর তুমি রণ।
তোমারে জিনিবে হেন আছে কোন্ জন ॥
তা' সবার বাক্য শুনি বলে দুর্যোধন।
বড় ভাগ্যে রক্ষা পেলে তোমা তিনজন ॥
যে বলিলে সে সম্ভবে তোমা সবাকায়।
যুদ্ধে জয়ী হব তোমা সবার কৃপায় ॥
পড়িল আমার সৈন্য নাহি একজন।
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে মহারণ ॥

একেশ্বর রণ করা নহে সমুচিত।
বলবন্ত সহ রণে নহে কভু হিত॥
তবে অশ্বত্থামা বহু দর্পের আগার।
প্রতিজ্ঞা করিল করি মহা অহঙ্কার॥
মারিব একাকী আমি সব পরদল।
উঠ দুর্যোধন নাহি হও হীনবল॥
শুন মহারাজ তুমি না করিহ ভয়।
চারি বীরে বিনাশিব বিপক্ষ নিশ্চয়॥
মোরা তিন বিদ্যমানে কেন তব ডর।
পুনরপি চারি বীরে করিব সমর॥
হয় ধনঞ্জয় জিনি পুনঃ রাজ্য পাব।
নতুবা সমরে পড়ি সদ্য স্বর্গে যাব॥
হেন জানি দুর্যোধন রণে দেহ মন।
চারি মহাবীরে মোরা করিব যে রণ॥
হেন কথা শুনি বলে রাজা দুর্যোধন।
শুন মহারথী সব আমার বচন॥
প্রাণেতে পীড়িত আমি শুন তিন বীর।
অস্ত্রাঘাতে ভগ্ন মোর সকল শরীর॥
রণ জিনিবারে যদি করিয়াছ মন।
আজি নিশি বঞ্চি কালি করিব যে রণ॥
দুর্যোধন-বাক্য শুনি তবে দ্রোণসুত।
আত্মশ্লাঘা স্তস্তবাক্য বলিল বহুত॥
এইরূপে নানা কথা কহে চারিজন।
পক্ষী মারিবারে ব্যাধ গেল সেই বন॥
ভীমের তোষণ লাগি মৃগয়া করিয়ে।
সেই হ্রদে জলপানে গেল মৃগ ল'য়ে॥
সে ব্যাধ শুনিল তবে সব সমাচার।
ব্যাধ বলে বড় কর্ম হইল আমার॥
যাহারে খোঁজেন সদা রাজা যুধিষ্ঠির।
হ্রদে পলাইয়া আছে সেই কুরুবীর॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলে এ সব বিবরণ।
আনন্দিত হইবেন পাণ্ডুর নন্দন॥
এত ভাবি ব্যাধ সেই হরষিত মনে।
দ্রুত গিয়া নিবেদিল ভীমের চরণে॥
শুনি ভীমসেন হৈল হরষিত চিত।
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরে কহিল ত্বরিত॥
জলমধ্যে লুক্কায়িত আছে দুর্যোধন।
কুলের কলঙ্ক পাপ বড়ই দুর্জন॥
ভীমের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃ বন্ধুসহ হৈল আনন্দে অস্থির॥
যথা আছে জলমধ্যে রাজা দুর্যোধন।
তথাকারে বীর সব করিল গমন॥
কৃষ্ণে আগু করি সব তথা গেল চলি।
সসৈন্যে পাণ্ডব চলে বলে মহাবলী॥
কটকের শব্দ সব হৈল অপ্রমিত।
শব্দ শুনি চারি বীর হৈল মহাভীত॥
কৃপ কৃতবর্মা বলে হইল অকাজ।
সৈন্যসহ আসিলেন যুধিষ্ঠির রাজ॥
কি করিব মহারাজ বলহ উপায়।
কোন্ আজ্ঞা হয় দুর্যোধন কুরু রায়॥
দুর্যোধন বলে হও তোমরা অন্তর।
আমি মায়া করি থাকি জলের ভিতর॥
রাত্রি অবসানে সবে হ'য়ে একস্থান।
যুধিষ্ঠিরে মারি পুনঃ লভিব সম্মান॥
রাজার বচনে চলি গেল তিন বীর।
নরপতি ডুবাইল সলিলে শরীর॥
তিন জন বনমধ্যে করিল নিবাস।
রাজারে স্মরিয়া ঘন ছাড়িল নিঃশ্বাস॥
নানামতে শোক-দুঃখ করে তিন বীর।
হেনকালে তথা আসিলেন যুধিষ্ঠির॥
হ্রদতীরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন।
জলমধ্যে দুর্যোধন কেমনে আছেন॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বলেন শ্রীহরি।
মায়াবন্ত দুর্যোধন আছে মায়া করি॥
ভারতের গদাপর্ব অপূর্ব বিন্যাস।
শ্রবণেতে হয় যত পাপের বিনাশ॥

দুর্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভর্ৎসনা।

এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন রাজায়।
জলের ভিতর কেন রয়েছ মায়ায়॥

ভ্রাতৃ বন্ধু-বান্ধবেরে মারিয়া পামর।
আপনার প্রাণ লাগি হইলি কাতর॥
উঠ উঠ দুষ্ট দুরাচার কুরুবর।
ভয় পরিহরি তুমি করহ সমর॥
উঠিয়া পুনশ্চ রণ কর নৃপমণি।
নিজের বীরত্ব যুঝ নিজ মনে গণি॥
হইলি স্বধর্ম ছাড়ি অধর্ম-আচারী।
প্রাণ ল'য়ে পলাইলি রণ পরিহরি॥
কর্ণ শকুনির যত শুনিলি বচন।
তার ফল ভুঞ্জ এবে পাপী দুর্যোধন॥
এতেক কটূক্তি যদি করিলেন ধর্ম।
শুনি কোপে জ্বলিলেক দুর্যোধন মর্ম॥
আমার বীরত্বে ধিক্ ধিক্ ভুজভার।
হেন নিন্দাবাক্য কাণে না সহে আমার॥
এত বলি দুর্যোধন কম্পিত শরীর।
বলে শুন মম বাক্য রাজা যুধিষ্ঠির॥
দেব দৈত্য নর মধ্যে সবে আছে ভয়।
স্বরূপ জানহ রাজা নাহিক সংশয়॥
সংগ্রামে সারথি পদাতিক হৈল হত।
যোদ্ধাপতি বিনিপাত মিছা হৈল কত॥
আমার নাহিক কভু জীবনের আশ।
সংগ্রামে সকলি গেল বড়ই হুতাশ॥
সেই হেতু পশিলাম জলে মহারাজ।
সমর করিব পুনঃ লইয়া সমাজ॥
তুমি বা তোমার চারি অনুজ উদ্ধত।
আর যত রথিগণ যুঝিতে উদ্যত॥
যে যুঝিবে তারে আমি দিব ত' সংগ্রাম।
মুহূর্তেক মহারাজ করহ বিশ্রাম॥
এত শুনি বলে যুধিষ্ঠির মহারাজ।
পাবে তুমি পাত্র মিত্র পদাতি সমাজ॥
যদ্যপি পাণ্ডবে রণে জিনিবে আপনি।
তবে পুনরপি তুমি লইবে ধরণী॥
সমরেতে হত যদি হও নরপতি।
তবে রাজা চলি যাবে অমর বসতি॥
এত শুনি বলে দুর্যোধন মহাবীর।
তুমি জ্যেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ মান্য যুধিষ্ঠির॥
শাসিলে তোমরা ধরা মিলি পঞ্চ ভাই।
গুণাগুণ বলাবল ইহাতে না চাই॥
ভাই হ'তে যুদ্ধে ভঙ্গ নহে অন্য ঠাঁই।
পড়িল সমরে মোর উনশত ভাই॥
ধনে জনে করি পূর্ণ হৈল মহীতলে।
হত হৈল সব ক্ষত্র তোমাদের বলে॥
বিধবা সদৃশ হৈল অশোভন জমি।
নাহিক হরিষ মন করি রাজ্য ভূমি॥
ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতি রণে হৈল হত।
কর্ণের যতেক গুণ কহিব বা কত॥
তা' সবার শোকে কেন জীবন না যায়।
ছার রাজ্য-সুখ মোর অরণ্যের প্রায়॥
তপ সাধিবারে যাব ব্রত অনুসরি।
আপনি নৃপতি ভুঞ্জ লইয়া সুন্দরী॥
এত শুনি হাস্য করিলেন যুধিষ্ঠির।
কহিলেন তারে বাক্য জলদগম্ভীর॥
এবে দুর্যোধন তোর চিত্তে ক্ষম হৈল।
এমত বিবেক তোর আজি দেখা গেল॥
শৃগাল না পারে কভু মৃগেন্দ্র ধরিতে।
না পারিলে চিরানন্দ লভিবারে চিতে॥
শকুনি-বাক্যেতে পাশা খেলিলে তখন।
এখন ধরম কথা কহ দুরাত্মন্॥
নিজরাজ্য চাহিলাম বিনয় বিশেষে।
নিজে হৃষীকেশ গেল তোমার সকাশে॥
তবু এক গ্রাম নাহি দিলে কুলাধম।
এবে রাজ্য ছাড়ি দেহ নিকটেতে যম॥
তোরে না মারিলে ক্ষমা নাহিক আমার।
হেন জানি যুদ্ধ আসি কর দুরাচার॥

যুধিষ্ঠির দুর্যোধন সংবাদ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যদি কু-বচন।
নারিল সহিতে তাহা রাজা দুর্যোধন॥
গর্বিত স্বভাব রাজা বলে মহাবল।
সহিতে নারিল নিন্দা-বচন সকল॥

পুনঃ পুনঃ শ্বাস ছাড়ে বলে কোপমনে।
নিষ্পাণ্ডব ধরা আজি করিব যে রণে॥
শুন যুধিষ্ঠির তুমি সৈন্যেতে বেষ্টিত।
একেশ্বর আমি আছি পদাতি রহিত॥
একাকী করিব রণ শুন ধর্মরায়।
অনিয়ম রণ করিবারে না জুয়ায়॥
একাকী সংগ্রাম করিবারে নাহি ভয়।
আসুক তোমার ভীম কিম্বা ধনঞ্জয়॥
হয় হস্তী রথ রথী নাহি সৈন্য আর।
সবে মাত্র আছে গদা হাতেতে আমার॥
গদাযুদ্ধ করিবারে কর নিরূপণ।
আমার সহিত তব কে করিবে রণ॥
এত শুনি পুনরায় বলে যুধিষ্ঠির।
উঠিয়া করহ রণ দুর্যোধন বীর॥
গদা ল'য়ে রাজা তুমি করহ সমর।
যে বীর সহিত রণ বুঝি পণ কর॥
তারে যদি পরাজিবে পুনঃ পাবে রাজ।
নহে রণে পড়ি রাজা যাবে স্বর্গমাঝ॥
পুনঃ রাজা দুর্যোধন পাইয়া প্রবোধ।
গদাযুদ্ধ দেহ মোরে ভীম মহাযোধ॥
অর্জুন নকুল সহদেব যুধিষ্ঠির।
নারিবে সহিতে গদা এই সব বীর॥
একাকী গদার যুদ্ধে ভীমকে বধিব।
রিপুকে মারিয়া রণে শল্য উদ্ধারিব॥
এত শুনি তারে পুনঃ বলে নৃপবর।
উঠ শীঘ্র ভীম সঙ্গে গদাযুদ্ধ কর॥
এত শুনি দুর্যোধন হরিষ-বদন।
হাতে গদা করি নাচে আনন্দিত মন॥
সুবর্ণে মণ্ডিত গদা নিজ করে ধরি।
দীপ্যমান কুরুরাজ যেন হেমগিরি॥
ভুজবলে জল বিদারিয়া মহাশয়।
উঠিল মৈনাক যেন হৈতে জলাশয়॥
করে ধরি নিল রাজা গুরুতর গদা।
দেখি রিপুগণ ক্ষুব্ধ হ'য়ে রহে সদা॥
কঠিন কঠোর গদা লোহায় গঠিত।
স্থানে স্থানে শোভা করে কনক-রচিত॥
হাতে গদা দীপ্তি যেন সূর্যের উদয়।
পাণ্ডব দেখিয়া তারে গণিল প্রলয়॥
যুধিষ্ঠির বলে শুন দেব নারায়ণ।
অন্যায় সাহস দেখ করে দুর্যোধন॥
যুঝিবে পুনশ্চ রাজা নাহি ছিল মনে।
কটূক্তি কহিনু কত তাহার কারণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মানী দুর্যোধন রায়।
কটুবাক্য তার মনে সহ্য নাহি হয়॥
ক্রোধেতে আসিল রাজা একাকী সমরে।
অন্যের কি সাধ্য উহা সহ যুদ্ধ করে॥
অসম্ভব কথা রাজা সাহসে কহিলে।
দুর্যোধন সহ যুদ্ধ একক ইচ্ছিলে॥
তোমা আদি করি যত আছে বীরচয়।
দুর্যোধন সহ যুঝে নাহি মহাশয়॥
অন্য সহ যুদ্ধ যদি চাহিত তখন।
তবে বল কি করিতে কহ ত' রাজন্॥
ভাগ্যে ভীমে আক্রমিল রাজা দুর্যোধন।
তাই কিছু আশা মাত্র রক্ষার কারণ॥
ভীম বিনা পাণ্ডবেতে নাহি কোন বীর।
দুর্যোধন সহ রণে হ'য়ে রবে স্থির॥
মহাপরাক্রান্ত ভীম বিখ্যাত সংসারে।
সুরাসুর গন্ধর্বেরা কাঁপে যার ডরে॥
তথাপি নহে ত' ভীম তাহার সদৃশ।
দুর্যোধন গদাযুদ্ধে অধিক সরস॥
যদি যথোচিত মতে করিবে সমর।
তবে জয় না পাইবে ধর্ম নৃপবর॥
শুন ওহে ধর্মরায় পাণ্ডুর কুমার।
বুঝিলাম রাজ্যভোগ না হয় তোমার॥

——

ভীমসেন দুর্যোধন সংবাদ।

এতেক বলিল যদি দেব গদাধর।
বিনয় করিয়া বলে বীর বৃকোদর॥
পাণ্ডবের দীক্ষা শিক্ষা বল বুদ্ধি হরি।
বিপদ-সাগরে তুমি আছ মাত্র তরী॥

তুমি যদি পাণ্ডবের প্রতি দয়াময়।
ভকতবৎসল তবে না কর সংশয়॥
বীরত্ব দেখহ আজি গোবিন্দ আমার।
সমরে বধিব দুর্যোধন দুরাচার॥
এত বলি ভীমসেন গদা ধরি ধায়।
বৃত্রাসুরে বধিবারে ইন্দ্র যেন যায়॥
তাহা দেখি পুরোবর্তী হন কুরুবীর।
মাথায় ফিরায় গদা প্রকাণ্ড শরীর॥
গদা ধরি দুই হাতে হইল সম্মুখ।
চাহিতে না পারে কেহ ভয়ঙ্কর মুখ॥
ভীমসেন বলে আরে পাপী দুর্যোধন।
আজি দেখিলাম তোর নিকট মরণ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল দুর্যোধন।
ভীমসেন তুমি দর্প কর অকারণ॥
দেখ রণে আজি যদি প্রাণ তব থাকে।
তবে ত করিহ দর্প লোকে যেন দেখে॥
সম্মুখ সংগ্রামে আজি প্রতিজ্ঞা করিয়ে।
পাণ্ডব বিনাশ হেতু হাতে গদা ল'য়ে॥
যদি তোর বল আছে কর আসি রণ।
নহে দর্প কর যত হবে অকারণ॥
যথোচিত বাক্য তবে কহে দুর্যোধন।
শুনিয়া প্রশংসা করে সর্ব রাজগণ॥
একেশ্বর দুর্যোধন মনে ক্রোধ করি।
ভীমসেন অগ্রে দাণ্ডাইল গদা ধরি॥
সম্মুখ হইল ভীম রাজা দুর্যোধনে।
মহাক্রোধে দুই বীর গর্জিছে সঘনে॥
নৃপগণে সুবেষ্টিত দেখে যুধিষ্ঠির।
দেখিতে লাগিল হরিষেতে কত বীর॥
গদা হস্তে দাণ্ডাইয়া আছে দুইজন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব কথন॥
মিলিল দেখিতে যুদ্ধ শূন্যে দেবগণ।
হেনকালে তথা আসে রেবতীরমণ॥
তীর্থযাত্রা করি রাম পৃথিবী ভ্রমিয়া।
দ্বৈপায়ন-হ্রদে রাম উপনীত গিয়া॥
গদাপর্বে ভারতের অপূর্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশী করিল রচন॥

বলদেবের তীর্থ যাত্রা বিবরণ।

শ্রীজনমেজয় কহে কহ মুনিবর।
তীর্থযাত্রা করিলেন কেন হলধর॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন্।
তীর্থযাত্রা কথা কহি ইথে দেহ মন॥
নৈমিষ কাননে শৌনকাদি মুনিগণ।
বসিয়া করেন মহাভারত শ্রবণ॥
শ্রীসূত গোস্বামী গ্রন্থ করেন পঠন।
ষাইট হাজার মুনি করেন শ্রবণ॥
ব্যাসাসনে বসিয়া কথক সূতমনি।
কহেন ভারত কথা বিজ্ঞচূড়ামণি॥
সেখানে গেলেন এইকালে বলরাম।
মুনিগণে সমাদরে করেন প্রণাম॥
মুনিগণ দিল তাঁরে দিব্য কুশাসন।
পরস্পর হৈল সবে শুভ জিজ্ঞাসন॥
সূতমুনি বসিয়াছে আসন উপর।
রামে অভ্যর্থনা নাহি করে মুনিবর॥
মনে করে সর্ব মুনি নিত্য মোরে সেবে।
সবারে প্রণাম করে আসি বলদেবে॥
বিশেষ রয়েছি ব্যাস-আসন উপর।
মম সমাদরযোগ্য নহে হলধর॥
এই বিবেচনা করি রহিল আসনে।
সমাদর না করিল রেবতীরমণে॥
বলরাম জানি তবে সূত অহঙ্কার।
মনে মনে করিলেন এমত বিচার॥
কোন ছার সূত নাহি করে সম্বর্ধনা।
মারিব উহারে দেখি রাখে কোন্ জনা॥
নাচ জাতি হ'য়ে নাহি সমাদর করে।
ডাকিয়া কহেন রাম অতি ক্রোধভরে॥
ওরে সূত নরাধম অতি নীচ জাতি।
এবে জানিলাম আমি তোমার প্রকৃতি॥
সমাদর আমারে না কর অহঙ্কারে।
মনে কর বসিয়াছ আসন উপরে॥
এখনি মারিব তোরে সবার সাক্ষাতে।
ঠেকিলে আপন দোষে এবে মম হাতে॥

সূত বলে শুন প্রভু বচন আমার।
অপরাধ করিনু কি অগ্রেতে তোমার॥
ব্যাসের আসনে আমি আছি যে বসিয়া।
কিমতে উঠিব আমি তোমারে দেখিয়া॥
ব্যাসাসনে থাকি যদি উঠি তাহে দোষ।
এই হেতু মোরে নাথ না কর আক্রোশ॥
এতেক কহিল যদি সূত হলধরে।
কম্পমান হ'য়ে রাম উঠে ক্রোধভরে॥
হলে আকর্ষিয়া সূতে আনিয়া নিকটে।
খড়্গ দিয়া শির তার কাটে এক চোটে॥
দেখি হাহাকার করে যত মুনিগণ।
কি হৈল বলিয়া সবে করয়ে রোদন॥
সূতের কারণে মুনিগণ ভাবে দুঃখ।
লজ্জাতে মলিন রাম হন অধোমুখ॥
অন্তর্যামী ব্যাস পরাশরের নন্দন।
অকস্মাৎ আসিলেন নৈমিষ কানন॥
তাঁরে দেখি শৌনকাদি মুনির সমাজ।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পূজে মুনিরাজ॥
রাম আসি প্রণমেন মুনির চরণে।
আশীর্বাদ করিলেন মুনি শান্তমনে॥
দেখিয়া রামের কর্ম ব্যাস তপোধন।
লাগিলেন কহিবারে করুণ বচন॥
সূতে বধ করি রাম কি কার্য করিলে।
সূতের নিধনে রাম ব্রহ্মবধী হৈলে॥
আঠার পুরাণ আমি বিরচিয়া সার।
দিলাম সে সকলের পাঠে অধিকার॥
চৌদ্দ শাস্ত্র চারি বেদ আর যত শাখা।
ব্রহ্মণ্য সূতেরে দিয়া করিলাম দীক্ষা॥
আগম প্রভৃতি আর আছে তন্ত্র যত।
আমার বরেতে সূত ছিল অবগত॥
অকারণে বধ রাম করিলে তাহারে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ হৈল তোমার শরীরে॥
রাম কন না জানিয়া কৈনু দুরাচার।
এ পাপ হইতে মোরে করহ উদ্ধার॥
কেমনে হইব পার এ পাপ হইতে।
মোরে আজ্ঞা কর আমি করি সেইমতে॥
ব্যাস কহিলেন যত তীর্থ পৃথিবীতে।
অনুক্রমে পার যদি ভ্রমণ করিতে॥
যতি হ'য়ে ব্রহ্মচর্য আরম্ভ করিয়া।
চান্দ্রায়ণ করি তীর্থ আইস ভ্রমিয়া॥
কর যজ্ঞ হোম আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
নানা দান দিবে দ্বিজে অতিথি সেবন॥
এই মতে করিবেক না করিয়া আন।
কহিনু হইবে মুক্ত তবে এ বিধান॥
ইত্যাদি কহিয়া ব্যাস গেলেন স্বস্থান।
তীর্থযাত্রা হেতু রাম করেন প্রস্থান॥
সূতের তনয় ছিল সৌতি নাম তাঁর।
ডাকিয়া আনেন তাঁরে রোহিণী-কুমার॥
কহিলেন কর পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণ।
শ্রাদ্ধ করি করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন॥
পুনঃ তারে বলদেব করি আমন্ত্রণ।
পুরাণ পাঠের হেতু করেন বরণ॥
সৌতিরে বসান ব্যাসাসনে হলধর।
দেখি মুনিগণ হৈল সহর্ষ অন্তর॥
বিদায় হইয়া তবে দেব হলপাণি।
চলিলেন তীর্থযাত্রা করিতে আপনি॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন্।
কহিব অপূর্ব কথা অতি পুরাতন॥
কৌরব পাণ্ডবে পাশা খেলাইল যবে।
বলরাম তীর্থ হেতু চলিলেন তবে॥
জন্মেজয় বলিলেন কহ বিবরিয়া।
কোন্ কোন্ তীর্থে রাম গেলেন ভ্রমিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
মনেতে ভাবিয়া ব্যাসদেবের চরণ।
কাশীরাম দাস করে পয়ার রচন॥

বশিষ্ঠ-তীর্থ বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ নৃপতি।
যেই যেই তীর্থে রাম করিলেন গতি॥

একমনে শুন কথা ওহে নরবর।
ইহার শ্রবণে পাপহীন হয় নর ॥
গেলেন বশিষ্ঠ-তীর্থে সরস্বতী তীরে।
স্নান করি দান করিলেন ধনার্থীরে ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন বলরাম।
অতিথি সেবিয়া পূর্ণ করিলেন কাম ॥
রাজা বলে সেই তীর্থ হৈল কি কারণ।
বশিষ্ঠ-তীর্থের কথা কহ তপোধন ॥
মুনি বলে অবধান কর মহারাজ।
যে হেতু বশিষ্ঠ-তীর্থ শুন তার কাজ ॥
বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠেতে বিবাদ সতত।
পূর্বে কহিয়াছি আমি হ'য়েছ বিদিত ॥
বড়ই তেজস্বী ক্রোধী মুনি বিশ্বামিত্র।
ক্রোধেতে মারিল বশিষ্ঠের শত পুত্র ॥
সৌদাস রাজারে ব্রহ্মরাক্ষস করিয়া।
বশিষ্ঠের পুত্রে মুনি দেখায় লইয়া ॥
শক্ত্রিরে ধরিয়া রাজা করিল ভক্ষণ।
গর্ভমধ্যে আছিল যে শক্ত্রির নন্দন ॥
পরাশর হইলেন বংশের রক্ষণ।
তাঁর পুত্র হইলেন ব্যাস তপোধন ॥
এই বিসম্বাদ দোঁহে রাত্রি দিবা আছে।
বশিষ্ঠ করেন স্থিতি সরস্বতী কাছে ॥
পূর্বকূলে বশিষ্ঠের আশ্রম সুন্দর।
যথা রহি তপশ্চর্যা করে মুনিবর ॥
বশিষ্ঠের সহ দ্বন্দ্ব সতত করিতে।
বিশ্বামিত্র রহিলেন পশ্চিম কূলেতে ॥
কিছুকাল দুইজনে রহে দুই পারে।
বশিষ্ঠের ইচ্ছা নাহি দ্বন্দ্ব করিবারে ॥
কলহে আসক্ত বড় বিশ্বামিত্র হয়।
নিরন্তর বশিষ্ঠের চাহে ছিদ্রচয় ॥
অগাধ সলিল বহে নাহি পারাবার।
দু'জনে দেখিতে পান আশ্রম দোঁহার ॥
বশিষ্ঠের মনে নাহি কলহ বিবাদ।
বিশ্বামিত্র চাহে বশিষ্ঠের অপরাধ ॥
একদিন বিশ্বামিত্র আশ্রমে বসিয়া।
সরস্বতী বাহিনারে ডাকে আশ্বাসিয়া ॥
বিশ্বামিত্র ভয়ে ভীতা সদা সরস্বতী।
সাক্ষাৎ করিল গিয়া ধরিয়া আকৃতি ॥
পরম তেজস্বী মুনি একান্ত জানিয়া।
বিশ্বামিত্র আগে গেল বুকে হাত দিয়া ॥
বিশ্বামিত্র কহে শুন নদী সরস্বতী।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি ॥
বশিষ্ঠে আমাতে দ্বন্দ্ব আছে পূর্বাপর।
বিশেষ জানহ তুমি সব অতঃপর ॥
বশিষ্ঠ আছয়ে যোগে বসিয়া আসনে।
অন্তর্বাহ্য জ্ঞান তার নাহিক এখনে ॥
জলে একাকার করি ভাসাও মুনিরে।
অবিলম্বে বশিষ্ঠেরে আনহ এ পারে ॥
শুনি সরস্বতী ভয়ে করিল স্বীকার।
কি জানি শাপিতে পারে মুনি দুরাচার ॥
আপনার স্থানে যান নদী সরস্বতী।
নিশামধ্যে জলপূর্ণ হইলেন অতি ॥
বশিষ্ঠের তপোবন ভাসে স্রোতজলে।
বশিষ্ঠে আনিল ভাসাইয়ে পর কূলে ॥
বশিষ্ঠ আছেন ধ্যানে কিছু নাহি জ্ঞান।
উপনীত করালেন বিশ্বামিত্র স্থান ॥
দেখি বিশ্বামিত্র বড় আনন্দিত হ'য়ে।
সরস্বতী প্রতি কহে আশ্বাস করিয়ে ॥
বশিষ্ঠেরে নিজে তুমি রাখ এইখানে।
খড়্গ আনি গিয়া আমি ইহার নিধনে ॥
ভয়ে সরস্বতী বড় হইল ফাঁফর।
অঙ্গীকার করিলেন করি যোড়কর ॥
বিশ্বামিত্র খড়্গ আনিবারে গেল যদি।
সভয় হইয়া মনে ভাবে পুণ্য নদী ॥
বড়ই দুর্বার বিশ্বামিত্র মুনিরাজ।
বশিষ্ঠে আনিয়া নাহি কৈনু ভাল কাজ ॥
আপন আশ্রমে মুনি আছিল বসিয়ে।
এ পারে আনিনু আমি সলিলে ভাসায়ে ॥
আমা হৈতে মুনিবর ত্যজিবে পরাণ।
ব্রহ্মবধী হব আমি জানিনু বিধান ॥
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি খণ্ডে কদাচন।
হেন মন্দ কর্ম করিলাম কি কারণ ॥

বিশ্বামিত্র শাপ-ভয়ে হৃদয়ে আকুল।
আপনার কর্মদোষে হারানু দুকূল॥
বিশ্বামিত্র অভিশাপ দেয় যদি মোরে।
কৃপাবশে কোন দেব উদ্ধারিতে পারে॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ ভয়ে কম্পিত অন্তর।
মুনিরে বাঁচাই আমি যা করে ঈশ্বর॥
এত ভাবি বশিষ্ঠেরে পুনশ্চ ভাসায়ে।
নিজাশ্রমে পুনর্বার স্থাপিল লইয়ে॥
মুনিরে রাখিয়া নদী ভয়েতে লুকাল।
খড়্গ ল'য়ে বিশ্বামিত্র সেখানে আসিল॥
দেখিল বশিষ্ঠ গেল আপন আশ্রমে।
সরস্বতী নদী আর নাহি সেই স্থানে॥
মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে বলে বিশ্বামিত্র মুনি।
আমারে হেলন তুই করিলি পাপিনী॥
ইহার উচিত ফল দিব আমি তোরে।
তোরে শাপ দিব তাহা কে খণ্ডিতে পারে॥
রক্তজলা হও তুমি দিলাম এ শাপ।
শোণিত হউক্ সদা তব সব অপ॥
আজ্ঞামাত্রে সরস্বতী রক্তজলা হৈল।
দেখিয়া রাক্ষসগণ আনন্দ পাইল॥
প্রেত ভূত পিশাচাদি আনন্দে মগন।
অনায়াসে রক্তপান করে অনুক্ষণ॥
রক্ত-মাংসাহারী সব পৃথিবী ভ্রমিয়া।
রহিত শোণিত বিনা উপোষ করিয়া॥
বিশ্বামিত্র অনুগ্রহে হর্ষ সবাকার।
শোণিত করয়ে পান নাহিক নিবার॥
রাক্ষসগণের বড় হইল আনন্দ।
রাজঋষি দেবঋষিগণ নিরানন্দ॥
সরস্বতী স্নান নাহি করে মুনিগণ।
হাহাকার করি সবে বলে অনুক্ষণ॥
ধর্মপথ বিনাশিল বিশ্বামিত্র মুনি।
সংসারে হইল হেন কুযশ কাহিনী॥
নারদ দেবর্ষি গিয়া ব্রহ্মারে কহিল।
সরস্বতী নদী বিশ্বামিত্র বিনাশিল॥
রক্তজল হও বলি অভিশাপ দিল।
আদ্য অন্ত সর্ব স্থানে রক্তজল হৈল॥
স্নান তর্পণাদি নাহি হৈল সবাকার।
শোণিত হইল জল রাক্ষস আহার॥
ইহার উপায় প্রভু করহ আপনি।
শুনি নারদের বাক্য কন পদ্মযোনি॥
করুক্ শিবের সেবা যত মুনিগণ।
উপায় না দেখি কিছু বিনা ত্রিলোচন॥
ত্রিলোচন তুষ্ট হৈলে সকল মঙ্গল।
রক্ত জল দূর হয়ে হবে পূর্বজল॥
এতেক শুনিয়া মুনি ব্রহ্মার বচন।
সরস্বতী তীরে গেল যথা মুনিগণ॥
ব্রহ্মার বচন সবে কহিল সাদরে।
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা শিবে সেবিবারে॥
মহেশ সদয় হৈলে হবে স্বচ্ছ জল।
আরাধনা করে সবে সেবক বৎসল॥
সেবাতে সন্তুষ্ট যদি হন পশুপতি।
তবে পূর্বমতজলা হবে সরস্বতী॥
ইহা কহি দেবঋষি করেন গমন।
যতেক ব্রাহ্মণ করে শিব আরাধন॥
নিরাহারে নীরাহারে হরের চরণ।
করিয়া মৃণ্ময়-লিঙ্গ করয়ে পূজন॥
হর মহেশ্বর শিব অনাথের গতি।
শঙ্কর পিনাকী শূলপাণি পশুপতি॥
নীলকণ্ঠ উমাকান্ত ত্রিপুরনাশন।
পার্বতীর প্রাণনাথ মদন দলন॥
বৃষভবাহন ভূতনাথ ত্রিনয়ন।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ তোমার ভূষণ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে মুনিগণ।
প্রসন্ন হ'লেন তবে দেব পঞ্চানন॥
রজত পর্বত জিনি শুভ্র কলেবর।
জটা বিভূষণ ভালে চারু শশধর॥
শুভ্রপদ্ম জিনি আভা বেষ্টিত অমর।
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান ভস্ম অঙ্গোপর॥
এইরূপে আবির্ভূত হন কৃত্তিবাস।
দেখি মুনিগণ বড় হইল উল্লাস॥
মহেশ কহেন বর মাগ মুনিগণ।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেবা লয় মন॥

মুনিগণ বলে প্রভু যদি কর দয়া।
ইষ্ট বর মাগি দেহ ছাড়ি নিজ মায়া॥
রক্তজলা হইয়াছে সরস্বতী নদী।
পূর্বমত জল হোক্ আজ্ঞা কর যদি॥
তথাস্তু বলিয়া হর কহিলেন কথা।
অমনি হইল জল পূর্বে ছিল যথা॥
আদি অন্ত হইল জল অতি মনোহর।
তীর্থের মহিমা কহিলেন মহেশ্বর॥
এ বশিষ্ঠ-তীর্থ হৈল ইহার আখ্যান।
এই পুণ্যজলে যেই করে স্নানদান॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেইজন।
মিত্রদ্রোহ করে যেই স্থাপিত হরণ॥
পরদার হরে যেই পাপিষ্ঠ দুর্মতি।
কোনকালে নাহি তার পরলোকে গতি॥
এ হেন পাতকী যদি ইথে করে স্নান।
সর্বপাপ নষ্ট হয় তাহে নাহি আন॥
কোটি কোটি জন্ম পাপ খণ্ডয়ে প্রসঙ্গে।
ইহা বলি মহেশ্বর চলিলেন রঙ্গে॥
শুনিয়া নিরক্ত হৈল সরস্বতী জল।
হাহাকার করি আসে রাক্ষস সকল॥
মুনিগণে আসি সবে কহে ক্রোধ বাণী।
আমা সবাকার ভক্ষ্যে কেন হৈল হানি॥
দুঃখ পাব মোরা সব আহার লাগিয়া।
তপোবনে তোমা সবে খাইব ধরিয়া॥
নতুবা মোদের ভক্ষ্য করি দেহ মুনি।
অকার্য হইবে পাছু কহি হিত বাণী॥
রাক্ষসের কথা শুনি কহে মুনিগণ।
আজি হৈতে ভক্ষ্য এই হৈল নিরূপণ॥
যজ্ঞ শেষ দ্রব্য যত উদ্ধৃত হইবে।
সে সকল দ্রব্যজাত তোমরা খাইবে॥
পর্যুসিত অন্ন যাহা হাঁড়ি মধ্যে রাখে।
সেই সব ভক্ষ্য খাও গিয়া মনসুখে॥
এত কহি মুনিগণ হৈল অন্তর্ধান।
রাক্ষস সকল গেল আপনার স্থান॥
রাম তথা উত্তরিয়া করিলেন স্নান।
দ্বিজগণে ভুঞ্জাইয়া করিলেন দান॥
নানারূপে বিপ্রগণে করে পরিতোষ।
শুনিয়া জনমেজয় পাইল সন্তোষ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনে যেই তরে ভববারি॥

সোমতীর্থ প্রসঙ্গে কার্তিকের জন্মকথা।

কহেন বৈশম্পায়ন শুন এক মনে।
সোমতীর্থে রাম চলিলেন পর্যটনে॥
তথা গিয়া স্নানদান করি বহুতর।
বসন কাঞ্চন গবী দিলেন বিস্তর॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
সোমতীর্থ নাম হৈল কিসের কারণ॥
মুনি কহে প্রকাশিব সেই ইতিহাস।
একমনে শুন রাজা করিয়া বিশ্বাস॥
পূর্বকালে শিব দুর্গা কৈলাস শিখরে।
অত্যন্ত আকুলচিত্ত শয়ন-মন্দিরে॥
বহুকাল দুইজনে হয় রতিরঙ্গ।
বিপরীত প্রেম বাড়ে নাহি হয় ভঙ্গ॥
মহেশের বীর্য তবে পড়ে যেইকালে।
অসহ্য দেখিয়া গৌরী ফেলে গঙ্গাজলে॥
সহিতে নারিলা গঙ্গা শিব বীর্যতাপ।
অকস্মাৎ তাঁর হৃদে হৈল মহাকাঁপ॥
গঙ্গা ভাসাইয়া ল'য়ে শরমূলে ফেলে।
বীর্যবান্ কুমার তাহে জন্মে শুভকালে॥
রোহিণী প্রভৃতি চন্দ্রমার ছয় নারী।
উত্তম শিশু দেখি নিল কোলে করি॥
একত্রে সে ছয়জন স্তন দিতে চায়।
স্নেহ হেতু ষড়ানন হৈল শিশু তায়॥
কৃত্তিকা তাঁহারে আগে কোলে করেছিল।
এই হেতু নাম তাঁর কার্তিকেয় হৈল॥
মহাবলবান্ শিশু শিবের কুমার।
দেবগণ আসিলেন তাঁরে দেখিবার॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ।
হেনকালে শিবে কহে সহস্রলোচন॥
দেবসেনা কন্যা আছে পরমা-সুন্দরী।
কার্তিকে বিবাহ দিব কহ ত্রিপুরারি॥

দেবসেনাপতি নাম হইবে ইহার।
তারকাদি অসুরেরে করিবে সংহার॥
অনুমতি দেন হর হ'য়ে হৃষ্টমন।
কার্তিকের হৈল বশ যত দেবগণ॥
দেবসেনাপতি করি করিল বরণ।
নানা অস্ত্র তারে আনি দিল দেবগণ॥
তারকার যুদ্ধে ইন্দ্র হারিয়া আপনি।
কার্তিক-শরণাগত হৈল বজ্রপাণি॥
কার্তিকে বিনয়ে কহে দেব সহস্রাক্ষ।
আপনি নিধন কর দৈত্য-তারকাখ্য॥
ইন্দ্রবাক্যে কার্তিকেয় করে অঙ্গীকার।
সমরে তারকে আমি করিব সংহার॥
এতেক কহিল যদি দেব ষড়ানন।
তাঁর পরাক্রম সব জানি দেবগণ॥
সবে মিলি অস্ত্র আনি দিল কার্তিকেরে।
সহস্রলোচন বজ্র দিল তাঁর করে॥
শঙ্কর দিলেন শূল বিষ্ণু চক্রবাণ।
যাহার প্রতাপে দৈত্য নাহি ধরে টান॥
শমন দিলেন শক্তি উৎক্রান্তিদা নাম।
বরুণ দিলেন পাশ লোকে অনুপাম॥
সর্ববলে যুক্ত হয়ে যত দেবগণ।
কার্তিকেয় সঙ্গে রণে করেন গমন॥
নানাবাদ্য বাজাইছে যত দেবগণ।
শুনিয়া তারকাসুর কোপাবিষ্ট মন॥
আপনার সেনাগণে সজ্জিত করিয়া।
যুদ্ধ করিবার হেতু আসিল ধাইয়া॥
মহাকোলাহল হৈল নাহিক অবধি।
দেবতাগণের হৈল অসুর বিরোধী॥
দুইদলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর।
ভয়ে পলাইয়া গেল সকল অমর॥
যুঝেন কার্তিক একা মনে নাহি ভয়।
চারিদিকে দৈত্যগণ নিঃশঙ্ক-হৃদয়॥
আগে বাগ্‌যুদ্ধ শেষে করে অস্ত্রাঘাত।
সংগ্রামে তারকাসুর যুঝে দৈত্যনাথ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারয়ে যার যত শিক্ষা।
গুরুস্থানে যত অস্ত্র পাইলেক দীক্ষা॥
কার্তিকের বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
দৈত্যের সকল সেনা হইল সংহার॥
মন্ত্রপুতঃ করি শক্তি লইলেন হাতে।
কার্তিক মারেন তাহা তারকের মাথে॥
শক্তির আঘাতে দৈত্য চূর্ণ হইল ঠায়।
শেষে সেনাপতি যত সকলে পলায়॥
বাণ নামে সেনাপতি তারকের ছিল।
ভয়ে পলাইয়া ক্রৌঞ্চ পর্বতে রহিল॥
পর্বতের মধ্যে ছিল অতুল গহ্বর।
গোপনে রহিল দৈত্য তাহার ভিতর॥
বাণ না মারিল দেবগণের হুতাশ।
অঞ্জলি করিয়া কহে কার্তিকের পাশ॥
বাণ যদি না মারিলে নহে ভাল কার্য।
কোন্ দিন দেবে মারি লবে দেবরাজ্য॥
এতেক কহিল যদি সব দেবগণ।
বাণেরে মারিতে চলিলেন ষড়ানন॥
বাণ ছিল ক্রৌঞ্চ-গিরিগহ্বরে পশিয়া।
শরে শক্তিধর গিরি ফেলেন ভেদিয়া॥
বাণাঘাত ভয়ে বাণ দৈত্য পলাইল।
কার্তিকের নাম ক্রৌঞ্চদারণ হইল॥
ব্রহ্মার বচনে সেই স্থান তীর্থ হয়।
স্নানদানে সেই স্থানে বহু পাপক্ষয়॥
মুনি বলে এই কার্তিকের জন্মকথা।
হলধর হইলেন উপনীত তথা॥
স্নান যজ্ঞ করিলেন দান বহুতর।
ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন বিস্তর॥
বদরপাচন তীর্থে গেলেন লাঙ্গলী।
স্নানদান করিলেন হ'য়ে কুতূহলী॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
কেন হৈল তীর্থ নাম বদরপাচন॥

বদরপাচন তীর্থের কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন্।
একমন হ'য়ে রাজা করহ শ্রবণ॥
ভরদ্বাজ ঋষিকন্যা নামে শ্রুবাবতী।
পরমা-সুন্দরী কন্যা যেন রম্ভাবতী॥

তাহার সমান রূপ তিন লোকে নাই।
মন স্থির করি তারে গঠিল গোঁসাই ॥
যার পানে চাহে কন্যা হরে তার প্রাণ।
আপনার মনে কন্যা করে অনুমান ॥
আমার সমান রূপ নাহি ত্রিজগতে।
মনুষ্য কি ছার হয় আমারে বরিতে ॥
দেবের দুর্লভ এই আমার যৌবন।
স্বামীপদে ইন্দ্রে আমি করিব বরণ ॥
এই বিবেচনা করি মুনির তনয়া।
শক্রের তপস্যা করে একান্তে বসিয়া ॥
জলাহার বাতাহার নিরম্বু করিয়া।
অস্থিচর্ম্মসার হৈল তপ আচরিয়া ॥
শচীপতি এই সব জানি নিজ মনে।
বশিষ্ঠের মূর্তি ধরি আসিল সেখানে ॥
পাঁচটি বদর হাতে করিয়া লইল।
শ্রুবাবতী কাছে আসি উপনীত হৈল ॥
মুনিরে দেখিয়া কন্যা করে সমাদর।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পূজে বহুতর ॥
মুনি বলে শ্রুবাবতী কেন কর ক্লেশ।
করিলে যৌবন নষ্ট প্রথম বয়স ॥
এ নব যৌবনে কেন না কর বিবাহ।
কি প্রকারে বয়ঃক্রম করিবে নির্ব্বাহ ॥
কন্যা বলে নিবেদন শুনহ গোঁসাই।
মনুষ্য লোকেতে মম যোগ্য বর নাই ॥
ইন্দ্রকে বরিব করি মনে অভিলাষ।
এই হেতু তাঁর তপ করি বারমাস ॥
ছদ্মরূপী ইন্দ্র বলে শুন শ্রুবাবতী।
কদাচিত তব স্বামী হয় সুরপতি ॥
যাহা তব মনে হয় করহ আপনি।
আমি এক কথা কহি শুন সুবদনি ॥
পাক করি দেহ মোরে পাঁচটি বদর।
স্নান সন্ধ্যা করি আমি আসিব সত্বর ॥
বদর দিলেন তারে দেবতার নাথ।
শ্রুবাবতী লইলেন যুড়ি দুই হাত ॥
স্নানে যাই বলি ইন্দ্র করেন প্রয়াণ।
অন্তর্ধান হ'য়ে যান আপনার স্থান ॥

হেথা শ্রুবাবতী বনে কাষ্ঠ আহরিয়া।
বদর করেন পাক তপস্যা ত্যজিয়া ॥
বনেতে যতেক শুষ্ক কাষ্ঠ সব ছিল।
একে একে শ্রুবাবতী সব পোড়াইল ॥
দ্বাদশ বৎসর এইরূপে পাক করে।
পাক না হইল কন্যা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
বদরী আমাকে দিয়া মুনি গেল স্নানে।
না হয় বদরী পাক বৃথা এ জীবনে ॥
দ্বাদশ বৎসর গেল না হইল পাক।
হা কৃষ্ণ দ্বারকানাথ বলি ছাড়ে ডাক ॥
বহুকাল গেল বিপ্র কেন না আসিল।
এক দ্বিজ আরাধনে শক্তি নাহি হৈল ॥
বৃথায় জীবন ধরি কি কার্য জীবনে।
কাষ্ঠাভাবে দুই পদ দিলেক আগুনে ॥
ক্রমেতে যখন পদ সকলই পোড়ে।
অমনি আছয়ে কন্যা পদ নাহি নাড়ে ॥
পদ হৈতে ক্রমে নাভি পর্যন্ত পুড়িল।
জানি শচীপতি তথা ত্বরায় আসিল ॥
নিজবেশ ধরি আসে দেব শচীনাথ।
দেখি কন্যা প্রণমিল করি যোড়হাত ॥
ইন্দ্র বলে শ্রুবাবতী কি কর্ম করহ!
ছাড়িয়া বদর পাক এখানে এসহ ॥
কন্যা বলে মুনি দিল পাঁচটি বদর।
করিতে না পারি পাক দ্বাদশ বৎসর ॥
ইতিমধ্যে মুনি যদি এখানে আসিয়া।
বদর না পায় যাবে অভিশাপ দিয়া ॥
না দেখি উপায় আর নারায়ণ বিনে।
মুনি-কোপানলে পার হইব কেমনে ॥
ইন্দ্র বলে শুন কন্যা আমার বচন।
বশিষ্ঠের বেশে সেই মম আগমন ॥
সে ভয় করহ দূর শুন বরাননি।
আপন বাঞ্ছিত বর মাগহ এখনি ॥
দুই পদ পোড়া গিয়া হইল সংহার।
ইন্দ্রের কৃপায় পদ হৈল পুনর্বার ॥
শ্রুবাবতী বলে শুন ত্রিদশ-ঈশ্বর।
আমারে বিবাহ কর এই মাগি বর ॥

ইন্দ্র বলে জন্মান্তরে হব তব পতি।
শচীর সমান প্রেম হবে তোমা প্রতি॥
বৃথা কেন ক্লেশ কর এ নব-যৌবনে।
তপস্যায় ক্ষমা দেহ আমার বচনে॥
কন্যা বলে এই জন্মে না হইলে স্বামী।
কি কর্ম করিব মোরে আজ্ঞা দেহ তুমি॥
এই স্থানে তপশ্চর্যা আমার হইল।
মম কর্মাধীন ফল তেমনি ফলিল॥
মোরে বর দেহ এই দেব সুরেশ্বর।
এই স্থানে তপে মুক্ত হয় যেন নর॥
ইন্দ্র বলে শ্রুবাবতী কর অবধান।
এই মহাতীর্থে যদি কর স্নান-দান॥
অনন্ত জন্মের পাপ থাকে যার যত।
ক্ষণমাত্রে সর্ব পাপ হইবেক হত॥
বদরপাচন নাম হইল ইহার।
জন্মান্তরে স্বামী আমি হইব তোমার॥
এত বলি অন্তর্ধান হৈল সুরপতি।
সে শরীর ত্যাগ করিলেক শ্রুবাবতী॥
কামপাল সেই তীর্থে করিলেন স্নান।
ব্রাহ্মণেরে বহুবিধ করিলেন দান॥
তারপর যান রাম দেবল-তীর্থেতে।
দেবল মুনির স্থান ঘোষে ত্রিজগতে॥
দেবল হইল সিদ্ধ তপস্যা করিয়া।
সেই তীর্থে বলরাম পাইলেন গিয়া॥
রাজা বলে কোনরূপে সিদ্ধ হৈল মুনি।
বিস্তার করিয়া মোরে বলহ আপনি॥
গদাপর্ব ভারতের অপূর্ব রচন।
কাশীরাম দাস কহে করহ শ্রবণ॥

দেবল-তীর্থের কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন্।
ভারত শ্রবণে নর মোক্ষের ভাজন॥
দেবল করেন তপ থাকি নিরাহার।
তাঁর তপে মুনিগণ করে হাহাকার॥
একাহারী কতদিন সেই তপোধন।
কতদিন বৃক্ষপত্র করেন ভক্ষণ॥
কতকাল জলাহারে তপ আচরণ।
বাতাহারে কতকাল শরীর ধারণ॥
একদা করেন মুনি শ্রাদ্ধ ফল মূলে।
তারপরে দ্বিজসেবা অতিথি সেবিলে॥
শেষ ফল মূল মুনি করিতে ভক্ষণ।
তথায় আসিল জৈগীষব্য সেইক্ষণ॥
ডাকিয়া দেবলে কহে শুন মুনিবর।
ক্ষুধানলে দগ্ধ হয় আমার অন্তর॥
কিছু যদি পার মোরে ভক্ষ্য আনি দিতে।
তবে প্রাণ বাঁচে মম জানহ নিশ্চিতে॥
জৈগীষব্য বাক্য শুনি তবে মহামুনি।
নিজ ভক্ষণের ফল মূল দিল আনি॥
ভক্ষণ করিয়া জৈগীষব্য মহাশয়।
আশীর্বাদ করি গেল আপন আলয়॥
মাস অন্তে সেই দিন আসি জৈগীষব্য।
ভক্ষণ করয়ে দেবলের ভক্ষ্যদ্রব্য॥
মুনিবর তপশ্চর্যা করে অনাহারে।
জানেন আসিবে জৈগীষব্য মম ঘরে॥
ফল মূল যত কিছু প্রস্তুত করিয়ে।
জৈগীষব্য হেতু মুনি রহেন দাঁড়ায়ে॥
বিলম্ব হইল বহু না আসেন তিনি।
তাঁহার উদ্দেশে চলিলেন মহামুনি॥
সমুদ্রের কূলে গেল যথায় আলয়।
তথায় নাহিক জৈগীষব্য মহাশয়॥
সপ্তম পাতাল মুনি করেন ভ্রমণ।
কোথাও না পাইলেন তাঁর দরশন॥
ভূলোক ও ভুবর্লোক স্বর্গলোক আর।
অন্বেষণ করি ভ্রমে মুনির কুমার॥
তপলোক সত্যলোক আর জনলোক।
গোলোক পর্যন্ত গেল অঙ্গিরার লোক॥
তথা না দেখিল জৈগীষব্য মুনিবরে।
ফিরিয়া আসেন মুনি আপনার ঘরে॥
তবে মুনি আসিলেন নিজ নিকেতন।
তথা পাইলেন জৈগীষব্য দরশন॥
দিব্য কুশাসনে জৈগীষব্য বসিয়াছে।
সম্ভ্রমে দেবল মুনি গেল তাঁর কাছে॥

প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
কহিল দেবল মুনি সব বিবরণ॥
দেবল বলেন মুনি তোমারে খুঁজিয়া।
ভ্রমিলাম চতুর্দশ ভুবন ঘুরিয়া॥
জৈগীষব্য বলে বাপু নাহি যাই কোথা।
ভিক্ষার কারণে আমি আসিয়াছি হেথা॥
যে কিছু সামগ্রী আছে আন শীঘ্রতর।
জঠর অনলে মম কাঁপে কলেবর॥
দেবল আনিল নানাবিধ ফল মূল।
জৈগীষব্য তারপর হৈল অনুকূল॥
জৈগীষব্য প্রিয়ভাষে বলেন বচন।
তোমার সমান কেহ নাহি তপোধন॥
বহুকাল তপ কৈলে করি অনাহার।
বর মাগ দেবল যা বাঞ্ছিত তোমার॥
দেবল বলেন বহু করি হে প্রার্থনা।
মনে মনে নাহি কিছু সংসার বাসনা॥
ব্রহ্মজ্ঞান দেহ মোরে ওহে মহাশয়।
অন্তে যেন ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মে লয় হয়॥
জৈগীষব্য বলে তুমি তার যোগ্য হও।
ব্রহ্মজ্ঞান দিব তুমি এইক্ষণে লও॥
জৈগীষব্য দেবলেরে দেন ব্রহ্মজ্ঞান।
হত জীব আসিলেক জৈগীষব্য স্থান॥
রোদন করিয়া সবে করে কাকুবাদ।
মো-সবার বধভাগী হ'লে অচিরাৎ॥
দেবলেরে তুমি দিলে ব্রহ্মজ্ঞান নিধি।
আমা সবাকার মৃত্যু ঘটাইল বিধি॥
পরম সরল চিত্ত দেবল মুনির।
সর্বজীবে দয়া করে অতীব সুধীর॥
দেবল সমান দয়া কেহ নাহি করে।
তত্ত্বজ্ঞান যদি পায় এই মুনিবরে॥
অন্তর্বাহ্য জ্ঞান নাহি রহিবে ইহার।
আমা সবে দয়া করে কেহ নাহি আর॥
রোদন করয়ে প্রাণী হইয়া কাতর।
দেবলেরে জৈগীষব্য কহেন তৎপর॥
শুনহ দেবল মুনি কহি একমনে।
এ চারি আশ্রম ধাতা সৃজিল যতনে॥
উদাসীন অবধূত গৃহী বাণপ্রস্থ।
এ চারি আশ্রম মধ্যে মহৎ গৃহস্থ॥
পুরাণ ভারত স্মৃতি বেদের বচন।
গৃহস্থের সর্ব ধর্ম শুন তপোধন॥
পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ আর অতিথি সেবন।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দুঃখী করাবে ভোজন॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করিবে সংযত।
কুটুম্ব বান্ধবে স্নেহ করিবে নিয়ত॥
অতিথি আসিলে পরে আগে দিবে জল।
বিনয় বচনে কবে হইয়া সচ্ছল॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিবে বিনয়।
গৃহমধ্যে যেই দ্রব্য উপস্থিত হয়॥
আনিবে অতিথি পাশে হ'য়ে ত্বরান্বিত।
বিধিমতে সেবা করিবেক যথোচিত॥
গৃহে যদি কিছু নাহি অতিথি সেবনে।
ভিক্ষা করিবেক গিয়া প্রতিবাসী জনে॥
ভিক্ষা করি যদি তাহে কিছু নাহি পায়।
অতিথি নিকটে পুনঃ আসিবে ত্বরায়॥
রোদন করিবে আসি অতিথি নিকটে।
বিনয় বচন কহিবেক করপুটে॥
তবে ধর্ম রক্ষা পায় পাপ নাহি থাকে।
সর্ব পাপে মুক্ত হ'য়ে যায় স্বর্গলোকে॥
এতেক কহিল জৈগীষব্য মহাশয়।
শুনিয়া দেবল মুনি মানিল বিস্ময়॥
জৈগীষব্য কহে শুন দেবল সুজন।
সকল আশ্রম হ'তে গৃহস্থ উত্তম॥
জৈগীষব্য বলে বর মাগ মুনিবর।
বিদায় হইয়া আমি যাইব সত্বর॥
দেবল বলেন প্রভু কর অবধান।
এই ইষ্ট বর আমি চাই তব স্থান॥
এই স্থানে তপ করিলাম বহুতর।
পুণ্যতীর্থ হবে এই মোরে আজ্ঞা কর॥
জৈগীষব্য বলে সিদ্ধ হইলে দেবল।
পরম দুর্লভ তীর্থ হৈল এই স্থল॥
ইহাতে আসিয়া যদি করে স্নানদান।
যজ্ঞব্রত করি বিপ্রে যদি করে দান॥

অসংখ্য জন্মের পাপ হইবেক ক্ষয়।
সত্য সত্য পুনঃ সত্য জানহ নিশ্চয়॥
এত কহি জৈগীষব্য হৈল অন্তর্ধান।
দেবল আপন গৃহে করিল প্রয়াণ॥
সেই মহাতীর্থে তবে যান হলধর।
স্নানদান করিলেন যজ্ঞ নিরন্তর॥
অনেক ব্রাহ্মণ তথা করান ভোজন।
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করেন পূজন॥
দিলেন গো-অশ্ব-হস্তী স্বর্ণ রৌপ্য দান।
নমুচি-তীর্থেতে রাম করেন প্রয়াণ॥
ভারতের তীর্থ কথা করিলে শ্রবণ।
পাতক তাহার দেহে না রহে কখন॥

নমুচি-তীর্থের উপাখ্যান।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুরায়।
নমুচি তীর্থের কথা কহিব তোমায়॥
নমুচি দানব ছিল কশ্যপ তনয়।
বাল্যকালে ছিল সেই অতি তেজোময়॥
ব্রহ্মার তপস্যা আরম্ভিল দৈত্যবর।
অনাহারে তপ করে সহস্র বৎসর॥
তুষ্ট হ'য়ে প্রজাপতি দিতে এল বর।
কহিলেন মাগ বর দানব-ঈশ্বর॥
নমুচি বলিল শুন দেব পিতামহ।
বর দিয়া মোরে তুমি অমর করহ॥
ব্রহ্মা বলিলেন বৎস মাগ অন্য বর।
অমর নাহিক কেহ ভুবন ভিতর॥
সৃষ্টির কারণ আমি সর্ব সৃষ্টি মোর।
আমার আয়ুর দেখ আছে অন্ত ওর॥
শরীর ধরিলে মৃত্যু অবশ্যই হবে।
অমর নাহিক কেহ বিধিসৃষ্ট ভবে॥
অন্য বর মাগ তুমি সম্ভব যে হয়।
আপন অভীষ্ট মাগ মনে যেবা লয়॥
নমুচি বলিল প্রভু শুনহ বচন।
যুদ্ধস্থলে মম যেন না হয় মরণ॥
যুদ্ধে যেন জিনিতে না পারে মোরে কেহ।
মম মনোনীত বর প্রভু এই দেহ॥
কপট করিয়া যদি কেহ আসি মারে।
মম মুণ্ড দুঃখ দিবে প্রচুর তাহারে॥
মোরে পিতামহ তুমি দেহ এই বর।
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা গেল নিজ ঘর॥
নমুচি চলিয়া গেল আপন আলয়।
একেশ্বর সর্বদেবে কৈল পরাজয়॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ হইয়া বিকল।
মনুষ্য আকার হ'য়ে ভ্রমে মহীতল॥
এইরূপে তথা দেখ দীর্ঘকাল যায়।
বিচার করিল নিজ মনে দেবরায়॥
নমুচি থাকিতে মম নাহিক কল্যাণ।
ছল করি দুরাত্মার বধিব পরাণ॥
নমুচি সহিত প্রীতি করে পুরন্দর।
বহু প্রীতি দুইজনে এক কলেবর॥
এইরূপে কতকাল উভয়ে যাপিল।
দৈবে ইন্দ্র একদিন একাকী পাইল॥
পথি মাঝে মুণ্ড কাটি করে দুইখান।
স্কন্ধোপরে মুণ্ড ধায় অগ্নির সমান॥
মুখ প্রসারিয়া মুণ্ড যায় গিলিবারে।
প্রাণভয়ে দেবরাজ পলায় সত্বরে॥
ভ্রমিয়া পাতাল সপ্ত ভয়ে পুরন্দর।
পাছে পাছে খেদাড়িয়া যায় মুণ্ডবর॥
সপ্ত স্বর্গ ক্রমে ক্রমে করিল ভ্রমণ।
ধেয়ে গিয়া ইন্দ্র কহে ব্রহ্মার সদন॥
রক্ষা কর পিতামহ লইনু শরণ।
তরায় করহ রক্ষা দেব বেদানন॥
ছল করি নমুচিরে করিলাম বধ।
নমুচির মুণ্ড মম ঘটায় আপদ॥
অতএব কর প্রভু ইহার বিহিত।
ব্রহ্মা বলিলেন ইন্দ্র যাও ত্বরান্বিত॥
সরস্বতী স্নান গিয়া কর সুরপতি।
পতন হইবে মুণ্ড ঘুচিবে দুর্গতি॥
এই কথা ইন্দ্রে কহিছেন পদ্মাসন।
হেনকালে মুণ্ড তথা আসিল তখন॥
বিকৃত আকার মুণ্ড মুখ পরিসর।
প্রলয় কালেতে যেন দীপ্ত বৈশ্বানর॥

দেখিয়া পলায় ইন্দ্র নাহি বান্ধে কেশ।
ইন্দ্রের দুর্গতি দেখি দুঃখী সর্বদেশ॥
বেগে ধায় ইন্দ্র নাহি পাছু পানে চায়।
নমুচি দৈত্যের মুণ্ড পশ্চাতে গোড়ায়॥
কতক্ষণে উত্তরিল সরস্বতী তীরে।
অতি বেগে উপনীত মুণ্ড তথাকারে॥
মুণ্ড দেখি দেবরাজ জলে ডুব দিল।
সেইখানে মুণ্ড বেগে ভূমিতে পড়িল॥
নিস্তার পাইল ইন্দ্র মহাপাপ হৈতে।
মুনিগণে সম্বোধিয়া লাগিল কহিতে॥
এই তীর্থবর আমি করিনু সৃজন।
বলিবে নমুচিতীর্থ এবে সর্বজন॥
কোটি কোটি জন্মে যত মহাপাপ হয়।
ইহার স্নানেতে সর্ব খণ্ডিবে নিশ্চয়॥
তীর্থ নিরূপণ করিলেন দেবরায়।
নমুচি তীর্থের কথা কহিনু তোমায়॥
তথা উপনীত হয় রোহিণী-নন্দন।
স্নান করি তুষিলেন ভোজনে ব্রাহ্মণ॥
যজ্ঞ হোম করি বিপ্রে নানা দিয়া দান।
তথা হৈতে করিলেন মুষলী প্রয়াণ॥
ভিক্ষুকেরে বহু দান করিয়া লাঙ্গলী।
তথা হৈতে যান রাম দধীচির স্থলী॥
গদাপর্ব ভারতের অপূর্ব কথন।
কাশীরাম দাসের এ পয়ার রচন॥

——

দধীচি-তীর্থের বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুরায়।
দধীচি-তীর্থের কথা জানাই তোমায়॥
ত্বষ্টা নামে মুনি এক বিরিঞ্চি-নন্দন।
মহাতেজোময় ছিল তপে তপোধন॥
অসুরের এক কন্যা বিবাহ করিল।
ত্রিশিরা নামেতে পুত্র তাহাতে জন্মিল॥
তিন মুণ্ড হৈল তার দেখিতে সুন্দর।
এক মুখে বেদ পাঠ করে নিরন্তর॥
আর মুখে রামনাম করে অহর্নিশি।
অন্য মুখে মদ্যপান করে মহাঋষি॥
মুনি পুত্র যজ্ঞ করে যখন যেখানে।
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় দৈত্যগণে॥
মাতামহকুলে তার বড়ই আদর।
জানিল দেবতাগণ সব অবান্তর॥
ইন্দ্রেরে কহিল শুন দেবতার পতি।
দেখ ত্বষ্টামুনি-পুত্র করিছে অনীতি॥
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় মাতামহে।
এতেক বচন ইন্দ্রে দেবগণ কহে॥
শুনিয়া কুপিল ইন্দ্র অগ্নির সমান।
দেবগণ বাক্যে শান্ত নহে মরুত্বান্॥
খড়্গ দিয়া ত্রিশিরার কাটিলেন মাথা।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সকল দেবতা॥
ত্বষ্টামুনি পায় ক্রমে এই সমাচার।
শচীপতি প্রতি কোপ করিল অপার॥
যজ্ঞ করে ত্বষ্টামুনি ইন্দ্রে কোপ করি।
সঘনে অমরগণ করে থরহরি॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে জন্মিল নন্দন।
বৃত্রাসুর নামে তার অতি অলক্ষণ॥
পরম তেজস্বী হৈল বৃত্র মহাশয়।
ত্রিভুবনে কোনজনে নাহি করে ভয়॥
বিষ্ণুপরায়ণ হৈল পরম বৈষ্ণব।
তার কর্ম দেখি ভয়ে কাঁপয়ে বাসব॥
মিলিল অনেক সেনা বৃত্রের সংহতি।
ইন্দ্রত্ব লইল খেদাড়িয়া সুরপতি॥
সকল অমরগণে লণ্ডভণ্ড কৈল।
স্বর্গেতে দেবতাগণ ভয়েতে লুকাল॥
পলাইয়া গেল সব ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥
বৃত্রাসুর কাড়ি নিল সব অধিকার।
আপনি ইহার প্রভু কর প্রতিকার॥
প্রজাপতি বলে শুন ওহে দেবগণ।
দেবের অবধ্য ত্বষ্টামুনির নন্দন॥
এত বলি দেবগণে লইয়া সংহতি।
নারায়ণ-পাশে যান দেব প্রজাপতি॥
প্রণাম করেন গিয়া অমরনিকর।
বসিতে আদেশ করিলেন বিশ্বম্ভর॥

আদেশ পাইয়া সবে বৈসে সন্নিধানে।
কহেন চতুরানন বিনয় বচনে॥
শুন প্রভু নারায়ণ আমার বচন।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন॥
গদাপর্ব ভারতের অপূর্ব কথন।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন॥

বিষ্ণুর নিকটে দেবগণের দুঃখ নিবেদন।

ব্রহ্মা আদি সুরগণ, একান্ত একাগ্র মন,
স্তুতি করে হরির চরণে।
শুন প্রভু নারায়ণ, যতেক দেবতাগণ,
নিবেদন করে একমনে॥
শুনহ কৈটভ অরি, বাড়িল অমর বৈরী,
বৃত্রাসুর নিল অধিকার।
বসে ইন্দ্র-সিংহাসনে, খেদাড়িল দেবগণে,
অমরের নাহিক নিস্তার॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল, ভয়ে ইন্দ্র পলাইল,
অমরের নিল রাজ্যখণ্ড।
দেবতা ছাড়িল ধর্ম, লইল অগ্নির কর্ম,
বরুণে করিল লণ্ডভণ্ড॥
দারুণ দৈত্যের ভয়, প্রাণ নাহি স্থির হয়,
দেবতার নাহিক নিস্তার।
তুমি ত্রিলোকের পতি, সকল দেবের গতি,
চিন্তহ ইহার প্রতিকার॥
ইত্যাদি অনেক স্তব, করিল দেবতা সব,
শুনিয়া দুঃখিত ভগবান।
সম্বোধিয়া দেবগণে, কহেন সরস মনে,
দেবগণ কর অবধান॥
ভারত-মঙ্গল কথা, শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যথা,
সকলের কলুষ বিনাশ।
গদাপর্বে সুধাধার, ব্যাসের রচন সার,
পাঁচালী রচিল কাশীদাস॥

দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্মাণ।

গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ দূর কর ব্যথা॥
আমার অবধ্য বৃত্র শুন দেবগণ।
আমার পরম ভক্ত দৈত্যের রাজন্॥
দধীচি মুনির অস্থি আন সর্বজন।
তাহাতে করহ বজ্র অস্ত্র সুগঠন॥
সেই অস্ত্রে বৃত্রাসুর হইবে পতন।
এই তার বধোপায় আছে নিরূপণ॥
শুনি ইন্দ্র কহে তবে করি যোড়কর।
দধীচি ছাড়িবে কেন নিজ কলেবর॥
অনেক পুণ্যেতে হয় মনুষ্যের কায়।
কেমনে ছাড়িবে কায় সেই মুনিরায়॥
তাহাতে ব্রাহ্মণ-অঙ্গ শ্রেষ্ঠতম গণি।
ব্রাহ্মণ-শরীর হৈলে মুক্ত হয় প্রাণী॥
চৌরাশী সহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়া।
পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ অঙ্গ লভয়ে আসিয়া॥
কর্মক্রমে পারে যদি সাবধান হ'তে।
দুই জন্মে মুক্ত হয় কহে বেদমতে॥
তপস্যাতে মহাতেজা দেবের সমান।
আমার লাগিয়া কেন ছাড়িবেন প্রাণ॥
ইহার বিধান প্রভু বলহ আমারে।
নিধন করিব কিবা রূপে বৃত্রাসুরে॥
গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
দধীচির পূর্বকার কহি এক কথা॥
পরম দয়াল মুনি উপকারে রত।
পর-উপকারে প্রাণ ত্যজে অতি দ্রুত॥
অশ্বিনী-কুমার স্বর্গ-বৈদ্য দুই জন।
উপাসনা হেতু গেল দধীচি সদন॥
অনেক বিনয়ে স্তব কৈল মুনিবরে।
সদয় হইয়া মুনি জিজ্ঞাসে দোঁহারে॥
কি হেতু আসিলে দোঁহে আমার সদন।
কি কার্য সাধিব শীঘ্র কহ দুইজন॥
প্রাণ দিলে যদি কিছু হিত কার্য হয়।
অবশ্য করিব তাহা কহিনু নিশ্চয়॥
অশ্বিনী-কুমার বলে শুন মুনিবর।
তোমার হইব শিষ্য দুই সহোদর॥
শুনিয়া কহেন মুনি করিব অবশ্য।
উপদেশ দিয়া দোঁহে করি লব শিষ্য॥

অঙ্গীকার করি আমি নাহিক সন্দেহ।
আজি দিন ভাল নহে যাহ নিজ গৃহ॥
এই বাক্য শুনি দোঁহে প্রণাম করিয়া।
আপনার গৃহে গেল বিদায় হইয়া॥
এ কথা শুনিয়া ইন্দ্র নারদের স্থানে।
তখনি গেলেন দধীচির সন্নিধানে॥
ইন্দ্রেরে দেখিয়া মুনি করিল আদর।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনেতে পূজিল বিস্তর॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বসেন আসনে।
দধীচি জিজ্ঞাসে তারে মধুর বচনে॥
কিবা হেতু আগমন হৈল সুরেশ্বর।
কি কার্য সাধিব আজ্ঞা করহ সত্বর॥
পুরন্দর কহে শুন মুনি মহাশয়।
হেথায় আসিয়াছিল অশ্বিনী-তনয়॥
শুনিনু করাবে দোঁহাকারে উপাসনা।
এই হেতু আসিলাম করিবারে মানা॥
কোন্ ছার দুই বেটা অশ্বিনী-কুমার।
স্বর্গ-বৈদ্য হ'য়ে ইচ্ছে সমান আমার॥
যদ্যপি নিতান্ত তারে তুমি কর শিষ্য।
তোমার মস্তক আমি কাটিব অবশ্য॥
মুনিবর আখণ্ডলে নিষেধ করিল।
না করিব সেই কর্ম নিশ্চয় কহিল॥
শুনিয়া বিদায় হ'য়ে গেল সুরপতি।
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিবর প্রতি॥
ইহার কারণ মুনি বলহ আমারে।
নিষেধ করিল ইন্দ্র কেন দধীচিরে॥
কোন্ শাস্ত্রে বড় ইন্দ্র অশ্বিনী-কুমারে।
বিশেষ করিয়া মুনি কহিবে আমারে॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেহেতু নিষেধ করে সহস্রলোচন॥
ইন্দ্র উপাসিতা যেই বিদ্যা সারাৎসার।
মুনিরে মাগিল তাহা অশ্বিনী-কুমার॥
সেই বিদ্যাবলে ইন্দ্র স্বর্গ অধিপতি।
গ্রহণ করিবে মম বিদ্যা মূঢ়মতি॥
সে বিদ্যা গ্রহণে হবে সমান আমার।
মন্ত্রবলে নিতে পারে মম অধিকার॥
নিষেধ করিল ইন্দ্র ভাবিয়া এতেক।
শুন রাজা পূর্বকার বৃত্তান্ত যতেক॥
বিদায় হইয়া যদি আখণ্ডল গেল।
অশ্বিনী-তনয় দোঁহে প্রভাতে আসিল॥
মুনিবরে প্রণমিয়া দুই সহোদর।
নিকটে বসিল দোঁহে হরিষ অন্তর॥
কথোপকথন বহু হৈল মুনি সনে।
ইন্দ্রের সংবাদ মুনি কহে দুইজনে॥
তোমা দোঁহে উপদেশ যদি দেই আমি।
মস্তক ছেদিবে মম দেব সুরস্বামী॥
মন্ত্র দিয়ে আমি কিহে হারাইব প্রাণ।
বুঝি দুইজনে যাহা করহ বিধান॥
অশ্বিনী-কুমার বলে শুন মহাশয়।
এই বাক্যে মুনিবর না করিহ ভয়॥
অনেক ঔষধি মোরা জানি মুনিবর।
ক্ষণে জীয়াইতে পারি মৃত কলেবর॥
অশ্বিনী-কুমার স্বর্গ-বৈদ্য দুই ভাই।
যতেক ঔষধি কিছু অগোচর নাই॥
প্রতিজ্ঞা করিল ইন্দ্র কাটিবে তোমায়।
অবধান কর কহি তাহার উপায়॥
কাটিয়া তোমার মুণ্ড রাখি গুপ্তস্থানে।
গুপ্ত মুণ্ড কথা যেন ইন্দ্র নাহি শুনে॥
অশ্বমুণ্ড তব স্কন্ধে করিয়া যোজন।
সেই মুণ্ডে মন্ত্র মোরা লব দুইজন॥
মন্ত্র দিলে দেবরাজ কুপিত হইয়া।
তোমার অশ্বের মুণ্ড যাবেক কাটিয়া॥
তোমার স্বকীয় মুণ্ড মোরা দুইজন।
পুনরপি তব স্কন্ধে করিব যোজন॥
শুনিয়া দধীচি মুনি করিল স্বীকার।
মুনি-শির কাটিলেক অশ্বিনী-কুমার॥
অশ্বমুণ্ড যোড়া দিল মুনিবর স্কন্ধে।
পরাণ পাইল মুনি নাহি কোন সন্দে॥
অশ্বমুণ্ড পরিগ্রহ করি মুনিবরে।
উপাসনা করাইল অশ্বিনী-কুমারে॥
বিদায় হইয়া দোঁহে গেল নিকেতন।
নারদ জানিয়া সব গেল বিবরণ॥

সকল সংবাদ কহিলেক পুরন্দরে।
খড়্গ হাতে করি ইন্দ্র ধায় ক্রোধভরে॥
যোগে যথা আছে বসি সে দধীচি মুনি।
তথা গিয়া উপনীত হৈল বজ্রপাণি॥
দেখিল ধেয়ানে মুনি আছেন বসিয়া।
মুনির অশ্বের মুণ্ড ফেলিল কাটিয়া॥
অশ্বমুণ্ড ল'য়ে ইন্দ্র করিল গমন।
দধীচি মুনির স্কন্ধ আছয়ে তেমন॥
অশ্বিনী-কুমার চর ছিল সেইখানে।
দ্রুতগতি বার্তা গিয়া দিল দুইজনে॥
অশ্বিনী-কুমার তথা গেল শীঘ্রতর।
মুনিমুণ্ড জুড়িলেক স্কন্ধের উপর॥
ঔষধ পরশে মুনি পাইল পরাণ।
অশ্বিনী-কুমারে বহু করিল বাখান॥
শুন সবে দধীচির এই অবান্তর।
পরকার্যে দিল মুনি নিজ কলেবর॥
পর উপকারে যদি যায় নিজ প্রাণ।
মোক্ষের ভাজন সেই ইথে নাহি আন্॥
সকলে চলিয়া যাহ দধীচির স্থান।
দেবের কারণে মুনি ছাড়িবে পরাণ॥
এতেক কহেন যদি দেব নারায়ণ।
বিদায় হইল তবে যত দেবগণ॥
প্রণাম করিয়া সবে চলিল সত্বরে।
সঙ্গেতে করিয়া নিল অশ্বিনী-কুমারে॥
উপনীত হৈল যথা মুনি মহাশয়।
প্রণাম করিল গিয়া দেবতা-নিচয়॥
জিজ্ঞাসিল মুনি সবে গমন কারণ।
কহিতে লাগিল তবে সহস্রলোচন॥
অবধান কর মুনি তপের গোঁসাই।
আগমন হেতু তোমা কহিতে ডরাই॥
বৃত্রাসুর হইল এবে স্বর্গ অধিকারী।
নারায়ণ স্থানে সব করিনু গোহারি॥
কহিলেন কৃষ্ণ বৃত্র-বধের কারণ।
সকল দেবতা যাহ দধীচি-সদন॥
দেব-উপকার হেতু মুনির কুমার।
দয়া করি ছাড়িবেন প্রাণ আপনার॥
তাঁর অস্থি ল'য়ে বজ্র রচ আখণ্ডল।
বজ্রাঘাতে মার বৃত্র দৈত্য-মহাবল॥
শুনি মুনি রক্ষা হয় নাহিক অন্যথা।
আপনার প্রাণ যদি ছাড়হ সর্বথা॥
কহিতে লাগিল মুনি সদয় বচন।
ভয় ত্যজ মম বাক্য শুন দেবগণ॥
আমি মৈলে রক্ষা পায় দেবের সমাজ।
এ ছার শরীরে মম তবে কিবা কাজ॥
অবশ্য মরিব আমি দেবের কারণ।
মম অস্থি ল'য়ে ইন্দ্র সাধ প্রয়োজন॥
যত যত কর্ম করিলাম বহু পুণ্য।
আমার সার্থক জন্ম হৈল ধন্য ধন্য॥
আশ্বাস পাইয়া ইন্দ্র কহে যুড়ি কর।
কত কল্প অমর হইল মুনিবর॥
তোমার অস্থিতে হবে অস্ত্র বলবান্।
এ তোমার মৃত্যু নহে জীবন সমান॥
এতেক শুনিয়া মুনি করিল স্বীকার।
যোগাসনে বসি প্রাণ ত্যজে আপনার॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হৈল আনন্দিত।
পুষ্পবৃষ্টি মুনি'পরে করে অপ্রমিত॥
নাচিতে লাগিল দেবগণ ঊর্ধ্ববাহু।
কার্যসিদ্ধ হেরি সবে হর্ষ কহে বহু॥
হরিষ বিধানে কহে দেব আখণ্ডল।
আজি হৈতে পুণ্যতীর্থ হৈল এই স্থল॥
দধীচির তীর্থনাম করি নিরূপণ।
আমার ভারতী এই শুন দেবগণ॥
অনন্ত জন্মের পাপ ঘুচিবে ইহাতে।
স্নানদান করে যেই দধীচি-তীর্থেতে॥
তথাস্তু বলিয়া চলিলেন দেবগণ।
দধীচির অস্থি ল'য়ে সহস্রলোচন॥
বিশ্বকর্মা দেবে ডাকি কহে শীঘ্রগতি।
বজ্র নির্মাইয়া মোরে দেহ মহামতি॥
আজ্ঞা পেয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নিরমিল।
সকল অস্ত্রের তেজ তাহে সমর্পিল॥
হইল অব্যর্থ অস্ত্র বিশ্বকর্মা দেখি।
বাসবেরে সমর্পিল হইয়া কৌতুকী॥

ব্রহ্মার নিকটে ল'য়ে গেলেন মঘবা।
প্রণাম করিল ইন্দ্র হ'য়ে নতগ্রীবা॥
বজ্র দেখি হরষিত হ'য়ে পদ্মযোনি।
ব্রহ্মমন্ত্রে অভিষেক করেন তখনি॥
জীবন্যাস দিয়া ইন্দ্রে বলেন বচন।
এই অস্ত্র ল'য়ে কর দানব-মর্দন॥

বৃত্রাসুর সংহার।

বজ্র লভি দেবরাজ মহা আনন্দিত।
ব্রহ্মারে প্রণাম করি চলেন ত্বরিত॥
দেবসৈন্য আদি সব করি সমাবেশ।
নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হেতু উদ্যোগী সুরেশ॥
যুঝিতে চলিল বৃত্রাসুরের সংহতি।
ইন্দ্রের নিনাদ পাইলেক দৈত্যপতি॥
নিজ সৈন্যসহ সাজি চলে দৈত্যবর।
দুইদলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর॥
রথ রথী মহাযুদ্ধ হৈল বাণে বাণে।
পদাতি পদাতি যুদ্ধ হইল সঘনে॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুদ্ধ হয় মহামার।
বাণে বাণে নভোমার্গ হৈল অন্ধকার॥
অনল বায়ব্য বাণ দোঁহে এড়ে রণে।
দুই বাণ নষ্ট হয় দোঁহাকার বাণে॥
মুখ মেলি দৈত্য ইন্দ্রে গিলিবারে যায়।
দেখিয়া বৃত্রের বল বাসব পলায়॥
ইন্দ্র পলাইল দূরে ল'য়ে সব দেবে।
বিষ্ণুর শরণ লইলেন গিয়া সবে॥
যুদ্ধ সমাচার কহে দেব নারায়ণে।
বিষ্ণু বলিলেন ইন্দ্র শুন সাবধানে॥
বিষ্ণুতেজ নাহি কিছু তোমার শরীরে।
এই মম তেজ ধর দিলাম তোমারে॥
বিষ্ণুতেজ লভি তবে হৈল বলবান্।
পুনঃ যুদ্ধ করিবারে গেল মরুত্বান্॥
মহাযুদ্ধ সুরাসুরে হয় ঘোরতর।
পড়িল অনেক সেনা সংগ্রাম ভিতর॥
যুদ্ধকালে বৃত্রাসুর ইন্দ্রে বলে বাণী।
আমারে করহ বধ দেব বজ্রপাণি॥
ধর্মপরায়ণ বৃত্র পরম বৈষ্ণব।
নানারূপে বৃত্রাসুর শক্রে করে স্তব॥
সুরপতি বলে বৃত্র তুমি বলবান্।
তোমারে ক্ষমিয়া আমি সম্বরিনু বাণ॥
বৃত্র বলে কার্যসিদ্ধ নহিল আমার।
ইন্দ্রদেব মোরে ক্ষমা কৈলে পরিহার॥
শুন মূর্খ রণে পড়ি যাব স্বর্গলোক।
এ কর্ম না করি আমি বৃথা করি শোক॥
এত বলি বৃত্রাসুর ইন্দ্রে দেয় গালি।
শুন রে পামর ইন্দ্র তোর প্রতি বলি॥
হরিলি গুরুর দারা কৈলি মহাপাপ।
তোরে মারি খণ্ডাব গৌতম মনস্তাপ॥
এতেক কুবাক্য বৃত্র বাসবেরে বলে।
শুনি সুরপতি কোপে অগ্নি হেন জ্বলে॥
কুলিশ ধরিয়া ইন্দ্র বৃত্রাসুরে মারে।
চূর্ণ কৈল বৃত্রাসুরে বজ্রের প্রহারে॥
অপর সকল দৈত্য পলাইল রণে।
ইন্দ্র পুনঃ রাজা হৈল অমর ভুবনে॥
যার যেই কার্য সেই লভিল সত্বর।
সকল অমর হৈল সুস্থির অন্তর॥
শুনহ ভূপাল কুরুবংশ চূড়ামণি।
কহিলাম দধীচির তীর্থের কাহিনী॥
সেই তীর্থে বলরাম হ'য়ে উপনীত।
স্নানদান যজ্ঞ করিলেক নিয়মিত॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

শাণ্ডিল্য আশ্রমে নারদ বলরামের সংবাদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
পুনঃ কোন্ তীর্থে চলিলেন হলধর॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন্।
হইয়া একাগ্রমনা করহ শ্রবণ॥
পৃথিবীর যত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া।
শাণ্ডিল্য আশ্রমে রাম উত্তরেন গিয়া॥
শাণ্ডিল্য আশ্রম সেই যমুনার তীরে।
তথায় দেখেন রাম নারদ মুনিরে॥

তথা স্নান দান করি মনের হরিষে।
ব্রাহ্মণ ভোজন আদি করান বিশেষে॥
নারদ সহিত তথা হইল দর্শন।
বলদেবে মুনিবর কহেন বচন॥
তীর্থযাত্রা হেতু তুমি গেলে দেশান্তর।
কৌরবে পাণ্ডবে যুদ্ধ হৈল ঘোরতর॥
একাদশ অক্ষৌহিণী দুর্যোধন সেনা।
মারিল নৃপতি বহু কে করে গণনা॥
সপ্ত অক্ষৌহিণীপতি রাজা যুধিষ্ঠির।
তাহার সহায় হৈল মহা মহা বীর॥
আপনি হ'লেন কৃষ্ণ অর্জুন-সারথি।
সেই যুদ্ধে নষ্ট হয় সকল নৃপতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি পড়িল সমরে।
আরো তব ভাগিনেয় অভিমন্যু মরে॥
দুর্যোধন কৃতবর্মা কৃপ অশ্বত্থামা।
অবশেষ এই মাত্র কহিলাম সীমা॥
পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই কৃষ্ণা-পঞ্চসুত।
অবশেষ আর কিছু নাহিক প্রস্তুত॥
হত সেনা দেখি পলাইল দুর্যোধন।
দ্বৈপায়ন-হ্রদে গিয়া পশিল রাজন॥
তথাপি কৃষ্ণের মনে না হইল দয়া।
হ্রদ হৈতে উঠাইল সেই স্থানে গিয়া॥
ভীম দুর্যোধনে তবে গদার সমর।
দেখিতে বাসনা যদি থাকে হলধর॥
দ্রুতগতি বলদেব যাহ সেই স্থানে।
বাঁচাইতে পার যদি রাজা দুর্যোধনে॥
চক্র করি চক্রী তারে করিবেন নাশ।
চক্রীর চক্রেতে পড়ি কার থাকে শ্বাস॥
শুনিয়া নারদ-বাক্য দেব বলরাম।
সেখানে গেলেন দ্রুত না করি বিশ্রাম॥
দ্বৈপায়ন-হ্রদে হইলেন উপনীত।
দেখিয়া গোবিন্দ উঠিলেন ত্বরান্বিত॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সম্ভ্রমে করিল সবে চরণ বন্দন॥
গোবিন্দেরে আলিঙ্গন দেন বলরাম।
কৃষ্ণ বলরাম শোভা দেখি অনুপাম॥
প্রেম-অশ্রুজলে দোঁহে করিলেন স্নান।
প্রীতিবাক্যে জিজ্ঞাসেন সবার কল্যাণ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চজনে করি আশীর্বাদ।
শুভ জিজ্ঞাসেন রাম হরিষ বিষাদ॥
গোবিন্দেরে কহে রাম শুন জগন্নাথ।
পৃথিবীর রাজগণে করিলে নিপাত॥
যতেক নৃপতিগণ হইল সংহার।
ক্ষিতিভার বিনাশিতে তব অবতার॥
উত্তম করিলে ভাই ইথে নাহি দোষ।
এই কর্মে সবাকার হইল সন্তোষ॥
রামের বচন শুনি কৃষ্ণ মহাশয়।
নিবেদিতে সব কথা করে অভিপ্রায়॥
হেনকালে দুর্যোধন কান্দিতে কান্দিতে।
প্রণাম করিল রামে ব্যাকুল মনেতে॥
দুর্যোধনে কোলে নিয়া বহে নেত্রজল।
বলরাম জিজ্ঞাসেন তাহারে কুশল॥
কহিল সকল দুর্যোধন নৃপমণি।
শুনিয়া ভর্ৎসেন কৃষ্ণে দেব হলপাণি॥
তুমি বিদ্যমানে হেন কভু না জুয়ায়।
সামঞ্জস্য কেন নাহি করিলে দোঁহায়॥
জগন্নাথ কহে রামে করি যোড়হাত।
নিবেদন করি শুন রেবতীর নাথ॥
শিশুকালে পাণ্ডবে যে কৈল দুরাচার।
সকল আছয়ে দেব গোচর তোমার॥
ত্রয়োদশ বর্ষ তুমি ছিলে নাহি দেশে।
যতেক করিল দুষ্ট শুনহ বিশেষে॥
কপটে খেলিয়া পাশা নিল রাজ্যধন।
কপট পাশাতে কৈল দ্রৌপদীরে পণ॥
শকুনির বশে ছিল সেই পাশা সারি।
যুধিষ্ঠির রাজা বরিলেন নিজ নারী॥
দুঃশাসন দ্রৌপদীরে আনে সভামাঝ।
তাহারে আদেশ কৈল দুর্যোধন রাজ॥
দ্রৌপদী হইল দাসী নাহিক বিচার।
শীঘ্রগতি আন যত বস্ত্র অলঙ্কার॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়ি লয়।
কুলবধূ প্রতি হেন যুক্তি কভু নয়॥

তবে অন্ধ বর দিয়া কৈল পরিত্রাণ।
পুনঃ পাশা খেলিবার করিল বিধান॥
হারিলে দ্বাদশবর্ষ সেই যাবে বন।
অজ্ঞাত বৎসর এক কৈল নিরূপণ॥
আজ্ঞাকারী পাশা যেই ছিল শকুনির।
সেই পণে হারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
দ্বাদশ বৎসর বনে ভ্রমিয়া পাণ্ডব।
যত দুঃখ লভে বনে কি কহিব সব॥
অজ্ঞাত বৎসর বঞ্চিলেক মৎস্যদেশে।
অজ্ঞাত উদ্ধার হৈল উপায় বিশেষে॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন স্বীয় রাজ্যভার।
কদাচিত রাজ্য নাহি দিল দুরাচার॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন গ্রাম পঞ্চখানি।
দুর্যোধন নাহি দিল হেন অভিমানী॥
দূত হ'য়ে আসিলাম যথা দুর্যোধন।
আমারে রাখিতে চাহে করিয়া বন্ধন॥
কটুবাক্য মোরে কত কহে দুর্যোধন।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
তবে সে হইল নাথ যুদ্ধ সমাবেশ।
যুদ্ধে রাজগণ সব হৈল অবশেষ॥
মম অপরাধ এতে কি হৈল গোঁসাই।
দুর্যোধন তুল্য দুষ্ট পৃথিবীতে নাই॥
আমারে দিতেছ দোষ না জানি কারণ।
সকলি করিল নষ্ট দুষ্ট দুর্যোধন॥
উহারে করহ শান্ত রেবতীরমণ।
তব প্রিয় শিষ্য হয় রাজা দুর্যোধন॥
এখনো পাণ্ডব চাহে পঞ্চখানি গ্রাম।
সামঞ্জস্য করি তুমি দেহ তাহা রাম॥
তব আজ্ঞা যুধিষ্ঠির না করে লঙ্ঘন।
ইহারে কহিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ॥
সকল গিয়াছে একা আছে দুর্যোধন।
তবু পঞ্চগ্রাম মাগে ধর্মের নন্দন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রোহিণী-নন্দন।
দুর্যোধনে সম্বোধিয়া বলেন বচন॥
শুন ভাই দুর্যোধন মম হিতকথা।
যুদ্ধ পরিহার তুমি করহ সর্বথা॥
সর্ব সৃষ্টি নাশ হৈল আর নাহি কেহ।
যুদ্ধে কিছু কার্য নাই চিত্তে ক্ষমা দেহ॥
হৃদ্যতা করাই তোমা পাণ্ডব সহিতে।
অর্ধরাজ্য দেহ তুমি পাণ্ডব সম্প্রীতে॥
এতেক কহিল যদি দেব হলধর।
কতক্ষণে দুর্যোধন করিল উত্তর॥
মোরে আর হিতবাণী না বল গোঁসাই।
পাণ্ডবের সহ আর মম প্রীতি নাই॥
যত দুঃখ দিনু আমি পাণ্ডুপুত্রগণে।
ভগ্নস্নেহে প্রীতি পুনঃ হইবে কেমনে॥
সব দুঃখ পাণ্ডবেরা পারে পাসরিতে।
অভিমন্যু-শোক নাহি ভুলিবেক চিতে॥
একত্র হইয়া সপ্তরথী আসি রণে।
মারিনু অন্যায়-যুদ্ধে সুভদ্রা-নন্দনে॥
এবে মম রাজ্য-চিন্তা কিছু নাহি মনে।
সৌহৃদ্য করিতে দেব বল অকারণে॥
পূর্বে পণ করিয়াছি সভার ভিতরে।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব পাণ্ডবেরে॥
সূচিকাগ্রে যতখানি উঠিবেক ভূমি।
বিনা যুদ্ধে ততখানি নাহি দিব আমি॥
সমরে আমারে ভীম করিবে সংহার।
যুধিষ্ঠির পাইবেন সব রাজ্যভার॥
সসাগরা ধরা শাসিলাম বাহুবলে।
সকল নৃপতি ছিল মম করতলে॥
সবার ঈশ্বর হ'য়ে ভুঞ্জিলাম ক্ষিতি।
যুদ্ধে মরি স্বর্গে গিয়া করিব বসতি॥
রাজত্ব আমারে আর শোভা নাহি পায়।
যুদ্ধে মম প্রাণপণ করেছি নিশ্চয়॥
এত যদি দুর্যোধন কহিল ভারতী।
তাহারে কহেন তবে রেবতীর পতি॥
যাহা ইচ্ছা মনে লয় তাহা কর তুমি।
যুদ্ধ কর দোঁহে দ্বারাবতী যাই আমি॥
গোবিন্দ বলেন দেব ওহে হলপাণি।
পাণ্ডবের অপরাধ শুনিলে এখনি॥
এইক্ষণে দ্বারকায় যেতে যুক্তি নয়।
দোঁহাকার গদা-যুদ্ধ দেখ মহাশয়॥

বলরাম কহে শুন ওহে দামোদর।
দেখিতে হইল তবে গদার সমর॥
যুধিষ্ঠিরে চাহি তবে বলে বলরাম।
এ ভূমিতে না করাহ দোঁহার সংগ্রাম॥
সমন্তপঞ্চক নাম কুরুক্ষেত্র জানি।
মহামুনিগণ মুখে শুনি সে কাহিনী॥
সেইখানে হয় যার সমরে বিনাশ।
চিরকাল হয় তার স্বর্গেতে নিবাস॥
হ্রদতীরে নহে শুন সংগ্রামের স্থান।
এরূপ কহেন ধর্মে রাম ভগবান॥
সবে সাধুবাদ করি তবে হলধরে।
তখনি গেলেন কুরুক্ষেত্র তীর্থবরে॥
সমর আরম্ভ হৈল ভীম দুর্যোধনে।
বসিল সকল লোক যথাযোগ্য স্থানে॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

———

কুরুক্ষেত্রের বিবরণ।

জিজ্ঞাসেন বৈশম্পায়নে শ্রীজনমেজয়।
কুরুক্ষেত্র মাহাত্ম্যাদি বল মহাশয়॥
পুণ্যক্ষেত্র কি প্রকারে হৈল সেই স্থান।
আমারে বলহ মুনি করিয়া বাখান॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
তোমারে জানাই কুরুক্ষেত্র বিবরণ॥
তব পূর্বপুরুষ আছিল কুরুরাজা।
পালিত পুত্রের সম যত সব প্রজা॥
প্রতাপে আছিল রাজা মহাধনুর্ধর।
সসাগরা পৃথিবীর হইল ঈশ্বর॥
ধনুকে অভ্যাস ভৃগুরামের সমান।
পরম যোগীন্দ্র শুকদেব সম জ্ঞান॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করি স্নান পূজা।
বৃহৎ লাঙ্গল এক স্কন্ধে ল'য়ে রাজা॥
নিল দুই বৃষ নিজ জুড়িয়া লাঙ্গলে।
প্রহর পর্যন্ত চষে মহাকুতূহলে॥
প্রহর পর্যন্ত বৃষ যতদূর যায়।
সেইক্ষণে চাষে ক্ষমা দেন কুরুরায়॥
তার পরে রাজকার্য করে নৃপবর।
দরিদ্র দুঃখীরে দান করে নিরন্তর॥
প্রতিদিন এইমতে চষেন ভূপতি।
সহস্র বৎসরাবধি চষে সেই ক্ষিতি॥
একদিন চষে রাজা আপনার মনে।
ছদ্মবেশে সহস্রাক্ষ গেলেন সেখানে॥
রাজারে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র চাতুরী করিয়া।
এই ক্ষেত্র নৃপবর চষ কি লাগিয়া॥
রাজা হ'য়ে কর কেন কৃষকের কর্ম।
ইহার কি মর্ম রাজা ইথে কোন্ ধর্ম॥
রাজা বলে স্বর্গমধ্যে ইন্দ্রের শাসন।
ধর্মাধর্ম করে ভূমে যত রাজগণ॥
যজ্ঞ-অগ্রভাগ আগে পান সুরপতি।
তাঁর অংশে যত রাজা বসে বসুমতী॥
আমি যজ্ঞ করিব যে এই ক্ষেত্রমাঝে।
অগ্রভাগে সন্তোষিব দেব দেবরাজে॥
রাজার এতেক শুনি ধার্মিক বচন।
তুষ্ট হ'য়ে কহিলেন সহস্রলোচন॥
আমি ইন্দ্র কহি রাজা শুন পরিচয়।
বর মাগি লহ রাজা যেবা মনে লয়॥
রাজা বলে সুরপতি কর অবধান।
মোরে বর দিয়া প্রভু কর সমাধান॥
সহস্র বৎসর আমি চাষ দিনু ভূমে।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম হউক ভুবনে॥
অনিচ্ছায় বা ইচ্ছায় মরিলে এ স্থানে।
নির্বাণ মুকতি যেন পায় সেইক্ষণে॥
পৃথিবীতে যত যত রহে তীর্থগণ।
তীর্থ চূড়ামণি নামে ইহার গণন॥
এই বর দেহ মোরে দেব দৈত্যভেদী।
এই তীর্থ রহিবেক চন্দ্র সূর্যাবধি॥
তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র হৈল অন্তর্ধান।
কুরুরাজ নিজগৃহে করিল প্রয়াণ॥
এই হেতু কুরুক্ষেত্র শুন নৃপমণি।
তোমারে জানানু কুরুক্ষেত্রের কাহিনী॥
শ্রীজনমেজয় বলে কহ তপোধন।
তারপর কি করিল ভীম দুর্যোধন॥

মুনি বলে শুন তবে অপূর্ব কথন।
দুইজনে যুদ্ধ হয় শুনহ রাজন্॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

———

দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ।

ভীম দুর্যোধন, করে মহারণ,
দেখে সবে কুতূহল।
দেখিতে সমর, লইয়া অমর,
আসিলেন আখণ্ডল॥
চড়িয়া বাহন, করে আগমন,
তেত্রিশ কোটি অমর।
যার যেই বেশ, করিয়া বিশেষ,
বসিল যুড়ি অম্বর॥
সবে স্থানে স্থানে, বসিলেন যানে,
দেখেন অমর-রঙ্গ।
ভীম দুর্যোধন, দোঁহে করে রণ,
উঠিল রণতরঙ্গ॥
দুই মহাবলী, গদা স্কন্ধে তুলি,
ফিরয়ে মণ্ডলী করি।
সঘনে গর্জন, করে দুইজন,
যেন দুই কেশরী॥
ভীম বামাবর্তে, ফিরে মহাসত্বে,
দক্ষিণে কৌরবপতি।
পর্বত সমান, দোঁহে বলবান,
ফিরিছে পবনগতি॥
বাক্যযুদ্ধ আগে, করে দোঁহে রাগে,
কেহ কার নহে উন।
ভীম মহাযোদ্ধা, ফিরাইছে গদা,
দুর্যোধন পুনঃপুনঃ॥
শন্ শন্ ডাকে, গদা ঘনপাকে,
দু'জনে ভ্রময়ে কোপে।
দোঁহা-পদভরে, থর থর করে,
সঘনে অবনী কাঁপে॥
পূরিয়া সন্ধান, কৌরব প্রধান,
ভীমেরে মারিল গদা।
পুষ্পমালা প্রায়, বৃকোদর তায়,
নাহি কিছু পায় ব্যথা॥
দুই গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
ঠন্ ঠনি শব্দ শুনি।
দুর্যোধন অঙ্গে, ভীম মহারঙ্গে,
করে গদার ঘাতনি॥
মহা গদাঘাত, খেয়ে কুরুনাথ,
পড়িল ধরণীতলে।
পড়ি ক্ষণমাত্র, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র,
সেইক্ষণে উঠে বলে॥
পুনঃ দুই বীরে, গদা ল'য়ে করে,
মণ্ডলী করিয়া ফিরে।
গদার প্রহার, করে মহামার,
দু'জনে মারে দোঁহারে॥
রাজা দুর্যোধন, হ'য়ে ক্রুদ্ধমন,
গদা প্রহারিল ভীমে।
বীর বৃকোদর, কাঁপি থর থর,
সঘনে পড়িল ভূমে॥
হয়ে অচেতন, পবন-নন্দন,
ভূতলে পড়িল ঠায়।
দেখি নারায়ণে, বিনয় বচনে,
জিজ্ঞাসেন ধর্মরায়॥
কহ দামোদর, কৌরব-ঈশ্বর,
ভীমে গদা প্রহারিল।
ভীম মহাবল, হইয়া বিকল,
যুদ্ধে অচেতন হৈল॥
মহাবলবন্ত, কৌরব দুরন্ত,
ভীম হ'তে বলবান।
প্রলয় সংগ্রাম, করে অবিরাম,
কহ হেতু ভগবান॥
কহে জনার্দন, করহ শ্রবণ,
দুর্যোধন রণে কৃতী।
জানাই সাক্ষাতে, ভীমসেন হৈতে,
বলাধিক কুরুপতি॥
শুনি যুধিষ্ঠির, হইয়া অস্থির,
জিজ্ঞাসেন হরিস্থানে।

দুর্যোধন কৃতী, বলেন শ্রীপতি,
বুঝি জয় নাহি রণে ॥
কহেন শ্রীকান্ত, রাজা হও শান্ত,
ভয় না করিহ মনে।
উপায় ইহার, আছে সারোদ্ধার,
দেখাব দেখ নয়নে ॥
গোবিন্দ-বচনে, পাইয়া চেতন,
রহিলেন ধর্ম্মসুত।
পবন-নন্দন, পাইয়া চেতন,
উঠিলেন অতি দ্রুত ॥
পুনঃ গদা তুলি, করিয়া মণ্ডলী,
ভ্রমে ভীম দুর্যোধন।
নিজ উরুতলে, করাঘাত-ছলে,
মারিলেন নারায়ণ ॥
পবন-নন্দন, ছিল বিস্মরণ,
আপন প্রতিজ্ঞা-কথা।
কৃষ্ণের সঙ্কেতে, স্মৃতি হৈল চিতে,
হইলেন সব জ্ঞাতা ॥
বলরাম কাছে, যুদ্ধস্থলে আছে,
নাহিক অন্যায় রণ।
নাভির নীচেতে, গদা প্রহারিতে,
শাস্ত্রে নাহি কদাচন ॥
এই ভয় মনে, পবন-নন্দনে,
অন্যায় করিতে নারে।
হলধর ভয়, ভাবিল হৃদয়,
রাম যদি ক্রোধ করে ॥
সাত পাঁচ মনে, ভাবে ক্ষণে ক্ষণে,
যে করুন হলধর।
প্রতিজ্ঞা পালন, করিব আপন,
প্রহারিব উরু'পর ॥
এরূপে দোঁহেতে, গদা ল'য়ে হাতে,
মণ্ডলী করিয়া ভ্রমে।
দুর্যোধন গদা, মারিতে সর্ব্বদা,
উদ্যম করিল ভীমে ॥
উরুর উপর, বীর বৃকোদর,
মারিতে না করে মন।
মস্তক উপর, মারিতে সত্বর,
ভাবিলেক দুর্যোধন ॥
এক লাফ দিয়া, শূন্যেতে উঠিয়া,
মারিব ভীমেরে গদা।
এই অনুমানি, কুরু নৃপমণি,
লাফ দিয়া উঠে তথা ॥
দৈবের কারণ, না যায় খণ্ডন,
দুর্যোধন লাফ দিতে।
ভীম গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
বাজে তাহার উরুতে ॥
লোক দেখে রঙ্গে, দুই উরু ভঙ্গে,
ভূমে পড়ে দুর্যোধন।
দেখি দেবগণ, চমৎকৃত মন,
ভীম করে আস্ফালন ॥
ব্যাসের বচন, ভাবি অনুক্ষণ,
পাঁচালী কৈল রচন।
গদাপর্ব বাণী, অপূর্ব কাহিনী,
কাশীদাসের কথন ॥

দুর্যোধনের মস্তকে ভীমের পদাঘাত ও
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

ইন্দ্রে যথা গিরিভেদ করে বজ্রাঘাতে।
উরুভঙ্গে কুরুবীর পড়িল তেমতে ॥
কুরুপতি উরুযুগ দেখিয়া নয়নে।
কামের অধীন হয়ে ভজে নারীগণে ॥
হেন উরু ভঙ্গ হ'য়ে পড়ে কুরুপতি।
দুরু দুরু শব্দে কাঁপে ঘন বসুমতী ॥
দুর্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন।
শুন ওহে কুলপতি মূঢ় দুর্যোধন ॥
যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কৈলে অপমান।
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুন রে অজ্ঞান ॥
এত বলি তার মাথে মারিলেক লাথি।
উরুভঙ্গে মানভঙ্গে স্তব্ধ কুরুপতি ॥
রাজার মুকুট মণি ভাঙ্গিল চরণে।
পাষাণ হৃদয় ভীম দয়া নাহি মনে ॥

হেঁট মাথা করি আছে কুরু মহামতি।
ভীম বামপদে মারিলেক শিরে লাথি ॥
কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির সাধুজন।
অশেষ বিলাপ করি ভীমসেনে কন ॥
ওরে ভীম কি করিলি কর্ম বিগর্হিত।
এত অপমান করা অতি অনুচিত ॥
সমস্ত পৃথিবীপতি রাজা দুর্যোধন।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন ॥
চরণ আঘাত কৈলি তারে কুলাধম।
মারিলি কুরুর রাজে করি অনিয়ম ॥
সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্তী।
তাহার এমন কেন করিলি দুর্গতি ॥
সুগন্ধ-চন্দন মৃগমদ-সুবাসিত।
পদ্মমালা শোভে শিরে কাঞ্চন রচিত ॥
ভাস্কর মুকুট-মণি দিনকর প্রায়।
দুর্যোধন শিরোমণি ভূমিতে লোটায় ॥
পরে দুষ্ট ভীমসেন বড় দুরাচার।
কেমনে করিলি বামপদের প্রহার ॥
কৃপাবন্ত যুধিষ্ঠির করয়ে ক্রন্দন।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল যত সভাজন ॥
আপনি মরিলে ভাই বান্ধবে মারিলে।
নিজ কর্মদোষে ভাই সাম্রাজ্য হারালে ॥
সসাগরা পৃথিবীর ছিলে অধিকারী।
ভূমিতলে পড়িয়াছ রথ পরিহরি ॥
ইন্দ্রের সমান তব প্রচণ্ড প্রতাপ।
সিংহাসন ছাড়ি ভূমে এই বড় তাপ ॥
এখন লোটাহ তুমি পড়ি ভূমিতলে।
পৃথিবী শাসিলে ভাই নিজ বাহুবলে ॥
মাগিলাম পঞ্চগ্রাম কৃষ্ণে পাঠাইয়া।
পাপিষ্ঠ শকুনি-বাক্যে না দিলে ছাড়িয়া ॥
কুবুদ্ধি লাগিয়া ভাই না শুনিলে বোল।
গুরুবাক্য না শুনিয়া যমে দিল কোল ॥
রাজার লক্ষণ ভাই আছিল তোমাতে।
তোমা হেন সত্যবন্ত নাহি পৃথিবীতে ॥
সমর সাগর ঘোর দেখি লাগে ভয়।
একাকী করিলে রণ তুমি মহাশয় ॥
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে।
পুত্রশোক ধৃতরাষ্ট্র সহিবে কেমনে ॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধারী জননী।
কি বলিয়া আশ্বাসিব যতেক রমণী ॥
এতেক বিলাপ করে ধর্ম নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধেন আপনি শ্রীপতি ॥
ক্রন্দন করহ কেন ওহে গুণনিধি।
এই দুর্যোধন রাজা দুষ্টতা জলধি ॥
সেকালে এ দুষ্ট কারো না ধরিল বোল।
এখন সে মহাপাপে যমে দিল কোল ॥
শ্লোকছন্দে গদাপর্ব রচে মুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

গদাপর্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

সৌপ্তিকপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অশ্বত্থামার পাণ্ডব নাশার্থ প্রতিজ্ঞা।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর।
কোন্ জন কোন্ কর্ম কৈল অতঃপর ॥
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে।
দুর্যোধন ভূমে পড়ি রহে রণস্থানে ॥
বিষাদে বিকল রাজা ভাবে মনে মন।
চতুর্দিকে শব্দ করে যত শিবাগণ ॥
হেনকালে কৃতবর্মা কৃপ অশ্বত্থামা।
নৃপতির কাছে রাত্রে আসে তিন জনা ॥
শোক দুঃখে দ্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে।
মহা অহঙ্কার করি লাগিল বলিতে ॥
অবধানে শুন রাজা কৌরব-ঈশ্বর।
এক কথা কহি আমি তোমার গোচর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর শল্য আদি বীরে।
সেনাপতি করি সবে পূজিলে সাদরে ॥
সাধিল কি কর্ম বল তারা কোন্জন।
সবে পাণ্ডবের পক্ষ জানিহ রাজন্ ॥
সেকারণে তোমার না কৈল কিছু হিত।
মম ইচ্ছা হয় কিছু করিব বিহিত ॥
তব অপমান আমি সহিতে না পারি।
সেনাপতি কর মোরে কুরু অধিকারী ॥
মোরে যদি সেনাপতি করিতে সমরে।
সবংশে সংহার করিতাম পাণ্ডবেরে ॥
এখনই সেনাপতি কর যদি মোরে।
পাণ্ডবে পাঠাব আমি শমনের ঘরে ॥
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আজি করিব নিপাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন নরনাথ ॥
দ্রৌণির বচন শুনি রাজা দুর্যোধন।
সাধু সাধু বলি তাঁরে করে নিবেদন ॥
সেনাপতি তোমারে করিব আজি আমি।
যদবধি আছি কিছু হিত কর তুমি ॥
রাজার বিনয় শুনি দ্রোণের নন্দন।
গর্ব করি কহে বিনাশিব সর্বজন ॥
কৌরবের পতি শুনি এতেক বচন।
কৃপেরে চাহিয়া তবে বলিছে বচন ॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহ মহামতি।
আজি গুরুপুত্রে দেখ করি সেনাপতি ॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্যোধন।
কৃপাচার্য কৃতবর্মা চলিল তখন ॥
স্থানে স্থানে ভ্রমে জল খুঁজিয়া না পায়।
একত্র হইয়া দোঁহে ভাবেন উপায় ॥
কৃপাচার্য বলে শুন আমার বচন।
যুদ্ধকালে এনেছিল জল সৈন্যগণ ॥
সেই জল বিনা আর না দেখি উপায়।
এত বলি দুইজন চলিল তথায় ॥

অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে বরণ।

হেম কলসেতে বারি ল'য়ে দুইজন।
রাজার নিকটে যায় আনন্দিত মন ॥
বারি দেখি আনন্দিত কৌরবের পতি।
অভিষেক হেতু রাজা উঠে শীঘ্রগতি ॥

উরু ভাঙ্গি পড়িয়াছে উঠিতে না পারে।
স্পর্শ করি দিল বারি অশ্বত্থামা করে॥
আপনি লইয়া জল ঢালিলেন শিরে।
এইরূপে সেনাপতি করিল দ্রৌণিরে॥
বিদায় হইয়া তবে বীর তিনজন।
পাণ্ডব শিবিরে যায় সত্বর গমন॥
ঘোর অন্ধকার নিশা পথ নাহি চিনি।
ধীরে ধীরে চলি যায় শব্দ নাহি শুনি॥
হেনমতে কতদূর যায় তিনজন।
বৃক্ষতলে বসি করে কথোপকথন॥
হেনকালে তারা সেই বৃক্ষের উপরে।
দারুণ পেচক পক্ষী পায় দেখিবারে॥
বৃক্ষোপরে অবস্থিতি করে মৌনভাবে।
ভাবে কতক্ষণে সবে নিদ্রিত হইবে॥
দেখিতে দেখিতে যত বায়সাদিগণ।
ঘোর নিদ্রাবশে সবে হয় অচেতন॥
অমনি পেচক তুষ্ট হয় অগ্রসর।
মারিয়া ফেলিল যত বিহগনিকর॥
দেখিয়া উপায় পেয়ে বলে অশ্বত্থামা।
এক বুদ্ধি পাইলাম কৃপাচার্য মামা॥
কহিতে লাগিল বীর দ্রোণের কুমার।
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আজি করিব সংহার॥
এই মত অশ্বত্থামা কহি দুই বীরে।
হরষিত হয়ে যায় পাণ্ডব-শিবিরে॥
সমরে বিজয়ী হ'য়ে আনন্দিত মন।
সুখে নিদ্রা যায় সব পাণ্ডুর নন্দন॥
এইকালে তিন জন উত্তরিল তথা।
বীরদর্প করি অশ্বত্থামা কহে কথা॥
সবংশে পাণ্ডবে আজি মারিব সমূলে।
একজন না রাখিব পাণ্ডবের কুলে॥
কৃপ বলে হেন কর্ম না হয় উচিত।
নিদ্রিত জনেরে নাহি মারি কদাচিত॥
ভয়ার্ত শরণাগত নিদ্রিত যে জন।
কখন না হেন জনে মারি প্রহরণ॥
নিষেধ না মানি ইহা যেইজন করে।
পঞ্চম-পাতকী মধ্যে গনি যে তাহারে॥
আমার বচন তুমি শুন সাবধানে।
হেন কর্ম বাঞ্ছা নাহি কর কভু মনে॥
অশ্বত্থামা কহে তবে হয়ে উত্তেজিত।
কেবা হেন হতজ্ঞান করিবে সে মত॥
দুরাচার রিপু মম দ্রুপদ-নন্দন।
অন্যায়ে আমার তাতে করিল নিধন॥
সেই কালে অদ্যাবধি মম তনু জ্বলে।
নিশ্চয় বধিব তারে নিজ বাহুবলে॥
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আজি করিব নিধন।
পরিতুষ্ট হবে তাহে রাজা দুর্যোধন॥
কৃপ কহে পিতৃ-বৈরী করিতে নিধন।
রণমধ্যে ধরি বাপু কর নিপাতন॥
এখন যে কহি আমি শুন সাবধানে।
তিন জন চল যাই ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে॥
সবাকার অধিকারী হয় অন্ধরাজ।
যেমত কহিবে অন্ধ করিব সে কাজ॥
সৌপ্তিকপর্বের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে যদি শুনে যায় ভব-পার॥

শিবিরদ্বারে অশ্বত্থামার শিব দর্শন।

কৃপের বচন শুনি দ্রোণের নন্দন।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহিছে বচন॥
করেছি প্রতিজ্ঞা আমি রাজ-বিদ্যমানে।
সকল করিব নষ্ট তোমার বচনে॥
ক্ষত্রধর্মে আছে হেন কহে জ্ঞানীজন।
ক্ষত্র হ'য়ে করিবেক প্রতিজ্ঞা পালন॥
শত্রুরে করিবে ক্ষয় অশেষ প্রকারে।
বলে ছলে কৌশলেতে নাশিবে তাহারে॥
ক্ষত্রধর্ম লইয়াছি ব্রাহ্মণ হইয়া।
রাখিব ক্ষত্রিয়-ধর্ম রিপু সংহারিয়া॥
এত বলি গর্জে বীর দ্রোণের নন্দন।
নিঃশব্দে রহিল কৃপ না কহে বচন॥
মহাবেগে চলে দ্রৌণি অতি ক্রুদ্ধ মনে।
পাছু পাছু দুইজনে চলে তার সনে॥
শিবির নিকটে উত্তরিল তিনজন।
পশিতে বিরোধী হৈল নর একজন॥

বিভূতি ভূষণ তাঁর অঙ্গে ফণিহার।
চতুর্ভুজ ত্রিলোচন শিরে জটাভার॥
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করেতে ডম্বুর।
দিব্যরূপ দ্বারে বসি আছে মহাশূর॥
এইরূপে দ্বার রক্ষা করেন শঙ্কর।
নিষেধ করেন তাঁরে যাইতে ভিতর॥
দ্রৌণি বলে যাব আমি শিবির ভিতর।
দ্বার ছাড়ি দেহ যদি প্রাণে থাকে ডর॥
শুনিয়া কহেন শিব ছদ্মবেশধারী।
পুরী রক্ষা করি আমি হইয়া দুয়ারী॥
একেশ্বর আছি আমি দ্বারের রক্ষণে।
আমা না জিনিয়া পুরে যাইবে কেমনে॥
শুনিয়া কুপিল দ্রৌণি মারে নানা বাণ।
মুখ মেলি সেই সব গিলে ভগবান্॥
যত বাণ এড়ে দ্রৌণি খান ত্রিলোচন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে দ্রোণের নন্দন॥
শূন্য হৈল তূণ আর অস্ত্র নাহি তাতে।
বিস্ময় হইয়া দ্রৌণি লাগিল ভাবিতে॥
সামান্য মনুষ্য নাহি হবে এইজন।
বাণ গিলে নর হ'য়ে না দেখি এমন॥
জিজ্ঞাসা করিল তবে দ্রোণের নন্দন।
এক নিবেদন মম শুন মহাজন॥
দারুন আমার অস্ত্র আপনি গিলিলে।
এত বাণ খেয়ে তবু ব্যথিত না হৈলে॥
শূন্য হৈল তূণ মম বাণ নাহি আর।
তোমার চরিত্র দেখি লাগে চমৎকার॥
কোন্ দেব হও তুমি কহ মহাশয়।
অনুগ্রহ করি নাশ করহ সংশয়॥
এতেক বলিল যদি দ্রোণের নন্দন।
প্রবোধিয়া তারে তবে কহে ত্রিলোচন॥
নাহি জান দ্রোণ-পুত্র আমি কোনজন।
বিশ্বনাথ নাম মম জানে বিশ্বজন॥
এত শুনি কহে দ্রৌণি যোড় করি হাত।
কৃপা করি মোরে দ্বার ছাড় বিশ্বনাথ॥
ধূর্জটি বলেন ইহা কেমনে পারিব।
পাণ্ডবের আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব॥
চিন্তিত হইল দ্রৌণি শুনিয়া বচন।
ভাবে মনে উপায় কি করিব এখন॥
কি করিব কি হইবে ভাবি দ্রৌণি বীর।
করিব শিবের পূজা মনে করে স্থির॥
এত বলি গড়ে লিঙ্গ মৃত্তিকা লইয়া।
শিবের অর্চনা করে বিল্বপত্র দিয়া॥
গঙ্গাজলে পুষ্প দিয়া করিল অর্চন।
পূজা করি স্তব করে দ্রোণের নন্দন॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্বজন।
যেরূপে করিল স্তব দ্রোণের নন্দন॥

অশ্বত্থামা কর্তৃক শিবের স্তব।

শুন প্রভু দিগম্বর, বাঞ্ছা পূর্ণ কর হর,
আমি দীন-হীন অভাজন।
ক্ষমা কর দোষ যত, আমি তব অনুগত,
নাহি জানি ভজন পূজন॥
কি কব তোমার তত্ত্ব, তুমি রজঃ তুমি সত্ত্বঃ,
তমোগুণে করহ সংহার।
পড়িয়াছি এক দায়, উদ্ধার করহ তায়,
তোমা বিনা কেবা আছে আর॥
তব ভক্ত যেইজন, তার নহে দুঃখীমন,
সদা সুখে বঞ্চে চিরকাল।
অভক্ত তোমার যেই, সদা দুঃখে মরে সেই,
বদ্ধভাবে দুঃখে কাটে কাল॥
এমন নামের গুণ, নির্গুণের জন্মে গুণ,
গুণিগণে অধিক বাহুল্য।
অনায়াসে মুক্ত হয়, যেইজন নাম লয়,
পৃথিবীতে নাহি তার তুল্য॥
এত বলি দ্রোণ-সুত, স্তব করি শুদ্ধচিত,
মহেশের ভুলাইল মন।
সদয় হইয়া হর, তাহারে যাচেন বর,
কি বাসনা বলহ এখন॥
দ্রৌণি বলে এই বর, দেহ দেব দিগম্বর,
বাঞ্ছা পূর্ণ যেন মম হয়।
করি গিয়া শত্রুনাশ, দ্বার ছাড় কৃত্তিবাস,
এই বর দেহ মহাশয়॥

অশ্বত্থামার শিবিরে প্রবেশ ও
ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বধ।

মহেশ বলেন ইহা করিতে না পারি।
পুরী রক্ষা করি আমি হইয়া দুয়ারী॥
এই বর ছাড়ি চাহ যাহা লয় মন।
দ্রৌণি বলে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন॥
যদি কদাচিৎ এই বর নাহি দিবে।
ব্রহ্মহত্যা-পরিগ্রহ কর দেব তবে॥
এত বলি দিব্য অস্ত্রে জ্বালিয়া অনল।
পুড়িয়া মরিতে চায় দ্রৌণি মহাবল॥
বহু স্তব করিতে সে না করিল ত্রুটি।
নিবারিয়া বর মাগ বলেন ধূর্জটি॥
দ্রৌণি বলে যদি বর দিবে ত্রিলোচন।
কৃপায় করহ মম প্রতিজ্ঞা পূরণ॥
স্তবে বশ হয়ে হর দিল সেই বর।
পুনরপি বলে দ্রৌণি যুড়ি দুই কর॥
আর এক অনুগ্রহ কর শূলপাণি।
কৃপা করি দেহ মোরে তব খড়্গখানি॥
খড়্গ দিয়া অন্তর্ধান হৈল পশুপতি।
কৃপেরে চাহিয়া বলে দ্রৌণি মহামতি॥
দ্বার আগুলিয়া দোঁহে রহ এইখানে।
কাটিহ তাহার মাথা আসিবে যে জনে॥
খড়্গ হস্তে শিবিরেতে পশে বীরবর।
নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন খট্টার উপর॥
পিতৃ-বৈরী পেয়ে বীর মহাক্রুদ্ধ মনে।
হাসিয়া ধরিল তবে পাঞ্চাল নন্দনে॥
দুই হস্ত ধরি তার উপরে বসিল।
পশুবৎ করি তারে মারিতে ইচ্ছিল॥
দ্রৌণিরে দেখিয়া বীর বিষণ্ণ বদন।
গদগদস্বরে বলে পাঞ্চাল নন্দন॥
খড়্গে মুণ্ড কাটি মোর না কর নিধন।
যুদ্ধ করি কর বীর স্বকার্য সাধন॥
দ্রৌণি বলে ব্রহ্মবধী পশু দুরাচার।
পশুবৎ করি তোরে করিব সংহার॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহে আরবার।
বিনা যুদ্ধে না মারহ দ্রোণের কুমার॥
যুদ্ধেতে হইলে মৃত্যু স্বর্গেতে গমন।
এই কার্য কর বীর দ্রোণের নন্দন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন যত বলে দ্রৌণি নাহি শুনে।
বজ্রমুষ্টি প্রহারিল অতি ক্রুদ্ধমনে॥
হস্তপদ উদরেতে করিল প্রবেশ।
পশুবৎ করি তার ভাঙ্গে মধ্যদেশ॥
ভীম যেন কীচকেরে করিল সংহার।
সেইমত করিলেক কুষ্মাণ্ড-আকার॥
একেশ্বর দ্রোণ-পুত্র মারে সবাকারে।
নিশাযোগে ঘোর রণ শিবির ভিতরে॥
হাহাকার মহাশব্দ উঠে আচম্বিতে।
প্রাণভয়ে পলাইতে চাহে দ্বারপথে॥
খড়্গ হস্তে দুই জন রক্ষা করে দ্বার।
বাহির হইলে তারা করয়ে সংহার॥
বিপাকে পড়িয়া তারা না দেখে নিষ্কৃতি।
ঘোর রণ করে তারা দ্রৌণির সংহতি॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিল সকল সেনা করি খণ্ড খণ্ড॥
দাবানলে বন যেন করয়ে দাহন।
সেইমত কাটে সেনা দ্রোণের নন্দন॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ছিল এক ঘরে।
এই ঠাঁই শুয়েছিল পঞ্চ সহোদরে॥
হাত বুলাইয়া দেখে দ্রোণের নন্দন।
ভাবিল পাণ্ডব এই ভাই পঞ্চজন॥
মুখে বস্ত্র বান্ধি কাটে সবাকার শির।
একে একে পঞ্চ মুণ্ড কাটে দ্রৌণি বীর॥
পঞ্চ মুণ্ড বস্ত্রে বান্ধি তবে দ্রোণসুত।
পাণ্ডব জানিয়া মনে বড় হর্ষযুত॥
জাগিয়া শিখণ্ডি ধনুর্বাণ নিল হাতে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ দ্রৌণীর সহিতে॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দ্রোণের নন্দন।
এইরূপে বহু যুদ্ধ করে দুইজন॥
তীক্ষ্ণ খড়্গ ল'য়ে বীর দ্রোণের কুমার।
মণ্ডলী করিয়া যুঝে বীর অবতার॥
শিখণ্ডী সামর্থ্য মত মারে দ্রোণসুতে।
নাহি ফুটে অঙ্গে তার দৈববল হৈতে॥

বজ্রমুষ্ট্যাঘাত মারে শিখণ্ডীর মাথে।
ভাঙ্গিল মস্তকখান বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে॥
এইমতে শিখণ্ডীকে করিল সংহার।
একজন অবশেষ না রাখিল আর॥
পঞ্চ মুণ্ড ল'য়ে দ্রৌণি চলে হরষেতে।
দোঁহাকার সঙ্গে আসি মিলিল দ্বারেতে॥
দ্রৌণি বলে হৈল মম প্রতিজ্ঞা পূরণ।
পাণ্ডব প্রভৃতি আর নাহি একজন॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেহত সাক্ষাতে।
দুর্যোধনে দিব লয়ে চলহ ত্বরিতে॥
শুনিয়া হইল সবে আনন্দিত মন।
নির্ভয় হৃদয়ে তবে করিল গমন॥
মহানন্দে মগ্ন হয় দ্রোণের নন্দন।
দুর্যোধন অন্বেষিয়া ভ্রমে বহুক্ষণ॥
রাজা দুর্যোধন বলি ডাকে রণস্থলে।
ঘোর অন্ধকার নিশা দৃষ্টি নাহি চলে॥
রাজা রাজা বলি ডাকে খোঁজে বহুতর।
শব্দ শুনি কুরুবর দিলেন উত্তর॥
রাজার নিকটে আসি বীর তিন জন।
দর্প করি কহে কথা দ্রোণের নন্দন॥
অবধানে কথা শুন রাজা দুর্যোধন।
মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন॥
পাঞ্চাল বিরাট আদি যত বীর ছিল।
সকলে আমার হাতে আজি মারা গেল॥
যে প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার।
আজি আমি করিলাম পালন তাহার॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
একজন না রাখিনু পাণ্ডব-সৈন্যেতে॥
এত শুনি হরষিত হৈল দুর্যোধন।
সাধু সাধু বলি রাজা বলিল বচন॥
জ্ঞানের আধার মহাভারতের কথা।
ব্যাসের রচন সর্ব ধর্ম পুণ্য গাঁথা॥

হর্ষ ও বিষাদে দুর্যোধনের মৃত্যু।

পড়িয়া আছিল রাজা ভূমির উপর।
বাহু-যুগে ভর দিয়া উঠিল সত্বর॥
রিপু-নাশ শুনি রাজা তুষ্ট হৈল চিতে।
পাণ্ডবের মুণ্ড রাজা চাহিল দেখিতে॥
ধন্য মহাবীর তুমি গুরুর নন্দন।
আমার পরম কার্য করিলে সাধন॥
পঞ্চ মুণ্ড দেহ আমি দেখিব নয়নে।
ভীমের মস্তক আমি ভাঙ্গিব চরণে॥
শুনি পঞ্চ মুণ্ড দ্রৌণি দিল সেইক্ষণ।
হাত বুলাইয়া দেখে রাজা দুর্যোধন॥
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি।
ভীম বোধে সেই মুণ্ড নিল কুরুপতি॥
দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
তিলবৎ মুণ্ড গোটা গুঁড়া হ'য়ে গেল॥
দেখিয়া কৌরবপতি মানিল বিস্ময়।
পাণ্ডবের মুণ্ড নহে জানিল নিশ্চয়॥
একে একে পঞ্চ মুণ্ড ভাঙ্গে দুর্যোধন।
জানিল পাণ্ডব নহে এই পঞ্চজন॥
পর্বত-সদৃশ মম গদা গুরুতর।
কত প্রহারিনু তার মস্তক উপর॥
পর্বত ভাঙ্গিতে পারে করিয়া আঘাত।
দুরন্ত রাক্ষসগণে করিল নিপাত॥
মারিল হিড়িম্ব বক কির্মীর দুর্ধর।
জটাসুর কীচক ও শত সহোদর॥
হেন ভীমে কাটিতে কি দ্রৌণির শকতি।
এত বলি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কুরুপতি॥
বিষাদ ভাবিয়া কহে দ্রোণের নন্দনে।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এই পঞ্চ জনে॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য সাধিলে।
কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে না রাখিলে॥
পাণ্ডব মারিতে পারে কাহার শকতি।
যাহার সহায় হরি কমলার পতি॥
নির্বংশ করিলে তুমি ভাই পঞ্চজনে।
কুরুকুল বংশহীন হৈল এতদিনে॥
এত বলি অনুতাপ করে বহুতর।
হরিষ-বিষাদে রাজা ত্যজে কলেবর॥
ভারতে সৌপ্তিকপর্ব অপূর্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশী করে বিরচন॥

মহাভারত

ঐষিকপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রবধ শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের খেদ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বধি গেল দ্রোণের নন্দন ॥
শুনিয়া কি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ তপোধন ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সর্ব-সৈন্য বধি গেল রজনী সময় ॥
শোকে দুঃখে ক্রমে হৈল রজনী প্রভাত।
ডাকে কাক কোকিলাদি উঠে দিননাথ ॥
পৃথিবী পূর্ণিত রক্তে বহে যেন নদী।
উড়ি বুলে কাক চিল গৃধ্র কঙ্ক আদি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি সেই নিশাকালে।
জীবন রাখিয়াছিল মড়ার মিশালে ॥
প্রলয় মানিয়া মনে পাইল তরাস।
দেখিল নিভৃতে রহি সকল বিনাশ ॥
রবির প্রকাশে নিশা প্রসন্ন দেখিয়া।
যুধিষ্ঠিরে বার্ত্তা দিতে চলিল ধাইয়া ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া গেল যথা ধর্ম্মরাজ।
উপনীত হ'য়ে তবে কহে সভামাঝ ॥
অবধান কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
নিশাকালে বধি গেল সব সেনাগণ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি যত বীর ছিল।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সহিত মারিল ॥
নিশাতে আসিয়া দুষ্ট দ্রোণের নন্দন।
অকস্মাৎ ব্যূহ মধ্যে করিল গমন ॥
নিদ্রায় কাতর ছিল যত সেনাগণ।
একে একে বধিলেক নাহি একজন ॥
মৃত সঙ্গে ছিনু আমি করিয়া প্রকার।
বার্ত্তা দিতে আসিয়াছি অগ্রে আপনার ॥
শুনিয়া করেন খেদ ধর্ম্মের নন্দন।
সকল করিল নষ্ট দ্রৌণি দুষ্ট জন ॥
কিরূপে এমত যুদ্ধ হইল কহ শুনি।
সূত-পুত্র বলে অবধান নৃপমণি ॥
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কি বলিব আর।
আজি নিশাকালে সৈন্য করিল সংহার ॥
কোন্ দেবতারে রাত্রে সহায় পাইল।
কোন্ দেবতারে সাধি এ বর লভিল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আদি বীরবর।
সংগ্রামে পরিশ্রমে শ্রান্ত কলেবর ॥
শিবিরে নিশায় সবে আছিল শয়ান।
আসিয়া দ্রোণের পুত্র বধিল পরাণ ॥
যার যত সেনা ছিল সুহৃদ বান্ধব।
একাকী বধিয়া গেল একি অসম্ভব ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সবার জীবন।
নিদ্রায় কাটিল শির দ্রোণের নন্দন ॥
সংহতি বাহিনী যত ছিল সম্বোধিতে।
সকল মরিল শেষ জান নরপতে ॥
রমণী আছিল যত যাহার সংহতি।
অঙ্গ-ভঙ্গ করিয়াছে মারি সবে লাথি ॥
মূর্ছাপন্ন কেহ কেহ ভয়েতে বিনাশ।
প্রহারে পড়িয়া কেহ ঘন বহে শ্বাস ॥

অশ্বত্থামা দুষ্টমতি দয়া নাহি প্রাণে।
কাতরে চরণে পড়ে তবু শিরে হানে॥
অস্ত্রশস্ত্র বিবর্জিত ছিল যত সেনা।
কেহ বা শয়নে ছিল না ছিল চেতনা॥
কেশ ধরি আনি সবে শির ফেলে কাটি।
নিদ্রায় কাতর অতি করে ছটফটি॥
তোমারে কহিতে বিধি রাখিল আমায়।
যে ছিল মরিল সবে শুনে ধর্ম্মরায়॥
শুনি রাজা ভূমিতলে পড়ে অচেতনে।
যেমন পড়য়ে বৃক্ষ মূলের ছেদনে॥
সম্বিত পাইয়া রাজা করেন বিলাপ।
কি করিতে কি হইল কত ছিল পাপ॥
এখন কি করি আর লইয়া ভুবন।
সর্ব শূন্য দেখি এবে সব অকারণ॥
কি করিতে কি হইল জানিব কেমনে।
সম্পদে বিপদ ঘটিলেক দিনে দিনে॥
মুনিগণ সহ ভাল ছিলাম কাননে।
পাপ ভোগ মম হয় রাজ্যের কারণে॥
অভিমন্যু মরে রণে মহাযুদ্ধ করি।
সেই মহাশোক আমি পাসরিতে নারি॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিদ্রায় আছিল।
মূঢ়মতি অশ্বত্থামা সবারে মারিল॥
আমার হিতের হেতু ছিল যত জন।
গৃহেতে না গেল সবে হইল নিধন॥
বীরশূন্য হইলাম কিছু নাহি সেনা।
বৃথা রাজ্যে কার্য নাহি সংসার বাসনা॥
বাঞ্ছা করি পুনঃ গিয়া বনবাস করি।
তপ আচরণ করি হ'য়ে ব্রহ্মচারী॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ মদ্রপতি আদি।
এক এক বীর জিনে পৃথিবী অবধি॥
সবারে করিনু জয় কৃষ্ণ সহকারে।
কে জানে দুর্দশা শেষে ঘটিবে আমারে॥
রাজার বিলাপ শুনি কান্দে সর্বজন।
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে করুণ বচন॥
পিতৃ মাতৃ আদি করি যত বন্ধুগণ।
এককালে অকস্মাৎ হইল নিধন॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য হরিল চেতনা।
মস্তক উপরে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী পড়ে অশ্রুজল।
ভাই ভাই বলি কান্দে হইয়া বিকল॥
জয় হেন মানি চিত্তে আনন্দ বিশাল।
তাহে বিপরীত আজি ঘটাইল কাল॥
যেমন আনন্দ হৈল তেন নিরানন্দ।
যামিনীতে একি হৈল সর্বনাশ মন্দ॥
এখনো জীবন ধরে এই পাপ তনু।
আমার উচিত হয় পশিতে কৃশানু॥
পিতৃ-ভ্রাতৃ-পুত্র শোকে জ্বলে কলেবর।
যেমন গরল-জ্বালা জ্বলিছে অন্তর॥
কান্দিয়া শত্রুর নারী মনে পায় ব্যথা।
তাহার অধিক মোরে করিল বিধাতা॥
দ্রৌপদী-ক্রন্দন শুনি ভীম ধনঞ্জয়।
অবসন্ন হ'য়ে দেখে সব শূন্যময়॥
বিহ্বল হইয়া পড়ে মাদ্রীর নন্দন।
দ্রৌপদী হইতে করে অধিক ক্রন্দন॥
শোকেতে আকুল হ'য়ে ধর্মের নন্দন।
শিবির দেখিতে রাজা করেন গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

— —

অশ্বত্থামার মুণ্ডচ্ছেদনার্থ ভীমের যাত্রা।

শিবির দেখিয়া রাজা দুঃখী অসম্ভব।
অশ্রু বহে নেত্রে কান্দে যতেক পাণ্ডব॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হত দেখি যুধিষ্ঠির।
বিলাপ করেন কত নেত্রে বহে নীর॥
সকল মরিল রাজ্যে কিবা প্রয়োজন।
বৃথা করিলাম এত অসাধ্য সাধন॥
ভীম বলে রাজা শোক কর অনুচিত।
আপনার কর্মভোগ কে করে খণ্ডিত॥
আপনি থাকিলে সর্ব পাবে মহাশয়।
অকারণে কর শোক ইতরের প্রায়॥
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয় কর্মবশে।
নাহি জান কোথা ছিল যাবে কোন্ দেশে॥

কর্মবশে আসি মিলে কেহ নহে কার।
জন্মিলে মরণ আছে নহে খণ্ডিবার॥
যে মরিল সে চলিল যথা কর্মভোগ।
কেবল শরীর ছাড়ে দৈবের সংযোগ॥
ইথে শোক অনুচিত ভাবিয়া কি কাজ।
শাস্ত্রবিজ্ঞ হ'য়ে কেন চিন্ত মহারাজ॥
অতঃপর কৃষ্ণা কন অতি শোকাবেশে।
অশ্বত্থামা মুণ্ড আনি দেহ মম পাশে॥
দ্রৌণির মস্তকে বদ্ধ আছে এক মণি।
মুণ্ড কাটি সেই মণি দেহ যদি আনি॥
তবে শোক নিবারণ হইবে আমার।
নহে ভ্রাতা পুত্রশোকে না বাঁচিব আর॥
শুন ভীম মহাবীর তোমা সম নাই।
বিক্রমে বিশাল তোমা করিল গোঁসাই॥
সুগন্ধিক পুষ্পোদ্যানে জিনি যক্ষরাজে।
হিড়িম্বে মারিলে তুমি অরণ্যের মাঝে॥
ব্রাহ্মণ রক্ষণে বকে করিলে বিনাশ।
কির্মীরে বধিয়া কৈলে কাননে নিবাস॥
জয়দ্রথ হস্ত হৈতে করিলা উদ্ধার।
কীচকে বধিয়া মান রাখিলে আমার॥
এখন এ শোকসিন্ধু মধ্যে ডুবে মরি।
রক্ষা কর আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি॥
আমার বচন ধর মার অশ্বত্থামা।
নতুবা নিষ্ফল হৈল তোমার মহিমা॥
এখন উচিত হয় এই সব কথা।
শীঘ্র মোরে আনি দেহ দ্রোণপুত্র মাথা॥
ব্রাহ্মণ হইয়া রাক্ষসের কর্ম করে।
নিদ্রাগত পেয়ে দুষ্ট সবারে সংহারে॥
তাহার বিনাশে নাহি ব্রহ্মবধ ভয়।
অধর্ম করয়ে সেই দুষ্ট দুরাশয়॥
কান্দিতে কান্দিতে এত দ্রৌপদী কহিল।
অনুমতি হেতু ভীম ধর্মে জানাইল॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এই সে উচিত।
কর্ম অনুসারে শাস্তি শাস্ত্রের বিহিত॥
এত শুনি ভীম বীর রথে আরোহিয়া।
নকুলে সারথি করি চলিল ধাইয়া॥

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদ।

ভীমের এতেক সজ্জা আরম্ভ দেখিয়া।
গোবিন্দ বলেন ধর্মরাজে সম্বোধিয়া॥
অশ্বত্থামা-বধে পাঠাতেছ বৃকোদরে।
সুযুক্তি নহেত ইহা জানিহ বিচারে॥
পরাক্রম তাহার কি না আছ বিদিত।
না বুঝিয়া হেন কর্ম কর বিপরীত॥
ত্রিভুবনে এক বীর মহাধনুর্ধর।
পরাক্রম করি জিনে সব চরাচর॥
কি করিবে ভীম তার করি মহারণ।
ভীম হৈতে নাহি হবে তাহার দমন॥
পূর্বের বৃত্তান্ত কহি যবে ছিলে বনে।
অশ্বত্থামা নিরবধি ভ্রমিত কাননে॥
দৈবে একদিন গেল দ্বারকা ভুবন।
দেখিয়া যাদবগণে হরষিত মন॥
বিক্রম করিয়া বলে আমার সাক্ষাতে।
ব্রহ্মশির অস্ত্র আমি জানি ভালমতে॥
তাহা ল'য়ে চক্র মোরে দেহ চক্রপাণি।
ত্রিলোক জিনিতে পারি হেন অস্ত্র জানি॥
অব্যর্থ আমার অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
ইহা ল'য়ে চক্র মোরে দেহ নারায়ণ॥
উপরোধ হেতু আর দেরী না করিয়া।
দ্রৌণিকে দিলাম চক্র তখনি আনিয়া॥
তুলিতে নহিল শক্তি রাখি চক্রবর।
কহিল না লব চক্র রাখ চক্রধর॥
ইহার অধিক মম আছে ব্রহ্মশির।
বজ্রদণ্ডে জিনি আমি শুন যদুবীর॥
পৃথিবী সংহার দেব করে এই বাণে।
কাহারে না দিয়া অস্ত্র দিল মোর স্থানে॥
করিলাম জিজ্ঞাসা সে দ্রোণের নন্দনে।
তবে চক্র চাহ কেন আমার সদনে॥
অশ্বত্থামা বলে তোমা জিনিবার মনে।
অস্ত্র হতে শ্রেষ্ঠ চক্র জানিনু এক্ষনে॥
কার্য নাহি তোমা সহ বিবাদ আমার।
এত বলি তথা হৈতে কৈল আগুসার॥

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত রাজা কহিনু তোমায়।
বুঝিয়া করহ কার্য যেবা মনে লয়॥
দ্রোণপুত্র দুরাত্মা সে ক্রোধন চঞ্চল।
ব্রহ্মশির অস্ত্র তার সদা করতল॥
আমার বচনে তুমি রাখ ভীম বীরে।
শুনিয়া চিন্তিত রাজা হ'লেন অন্তরে॥
আগে ভীম চলি গেল না শুনি বারণ।
এখন উচিত যাহা কর নারায়ণ॥
তোমা বিনা গতি আর নাহি ত্রিভুবনে।
বল-বুদ্ধি পরাক্রম নাহি তোমা বিনে॥
যে হয় উপায় এবে করহ ত্বরিত।
তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি অন্য স্থিত॥
গোবিন্দ বলেন চল ভীমের পশ্চাৎ।
বিলম্ব না কর আর শুন নরনাথ॥
অর্জুন সহিত হরি করেন গমন।
তাহার পশ্চাতে যান ধর্ম্মের নন্দন॥
রথ রথী পদাতিক চলিল অপার।
নানা বাদ্য কোলাহলে কৈল আগুসার॥

———

অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরাস্ত্র পরিত্যাগ।

অশ্বত্থামা সর্ব সৈন্য করিয়া বিনাশ।
ভয়ে পলাইয়া রহে যথা মুনি ব্যাস॥
তথা উপনীত হৈল ভীম মহাবাহু।
অশ্বত্থামা দেখি যেন চন্দ্র গিলে রাহু॥
বাদ্যশব্দে অশ্বত্থামা কম্পিত হইল।
ভীমের গর্জন শুনি বিস্ময় মানিল॥
ভীমে দেখি অশ্বত্থামা করিল সাহস।
মরণ চিন্তিল মনে রাখিবারে যশ॥
অশ্বত্থামা অস্ত্র ধনু নাহি করে ধরে।
মুষ্টি বারি লইয়া ঈষিকা সব্যকরে॥
মন্ত্র পড়ি ছাড়িলেক করি হুহুঙ্কার।
নিষ্পাণ্ডবা ক্ষিতি করে প্রতিজ্ঞা তাহার॥
ক্রোধ করি অস্ত্র ছাড়ে করিয়া গর্জন।
বাণের মুখেতে অগ্নি হয় বরিষণ॥
হেনকালে তথা পার্থ গোবিন্দ আসিয়া।
প্রলয় অনল উঠে সম্মুখে দেখিয়া॥
অর্জুনে কহেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
ক্ষণেক থাকিলে তোমা করিবে সংহার॥
সম্বরণ অস্ত্র জান দ্রোণ উপদেশে।
সত্বরে সন্ধান পূর অস্ত্রের বিনাশে॥
ক্ষণেক থাকিলে হবে অসাধ্য হে সখা।
প্রলয় অনল উঠে নাহি যাবে রাখা॥

———

অর্জুনের অস্ত্র পরিত্যাগ।

শুনিয়া অর্জুন উঠিলেন ক্রোধভরে।
করতলে ধরি অস্ত্র সাহসী অন্তরে॥
আশু হৈয়া রথ হৈতে নামি ধনঞ্জয়।
দাণ্ডাইয়া রহিলেন কারে নাহি ভয়॥
যোড়হাতে গুরুপদে করি নমস্কার।
ধনুকে টঙ্কার দেন লোকে চমৎকার॥
এড়িলেন এক বাণ উঠিল আকাশে।
গর্জন করিয়া যায় দ্রোণ-পুত্র নাশে॥
তন্ত্রে মন্ত্রে বাণ এড়িলেন ধনঞ্জয়।
হইল প্রলয় যুদ্ধ দোঁহাতে দুর্জয়॥
তিন লোক শব্দে কাঁপে কাঁপে চরাচর।
যেন কালদণ্ড বাণ জ্বলে বৈশ্বানর॥
উল্কাপাত নির্ঘাত সে বাণ হৈতে খসে।
হইল প্রলয় বড় পৃথিবী বিনাশে॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি হয় ঘনে ঘন।
প্রলয় দেখিয়া স্থান ছাড়ে দেবগণ॥
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল কাঁপে সর্বলোক।
মহাশব্দে বন যেন পোড়ায় পাবক॥
দুই অস্ত্রে সম দেখি কেহ নহে উন।
মহাবীর দুইজন কেহ নহে ন্যূন॥
গিরি বৃক্ষ পোড়ে তাহে প্রাণী কিসে গণি।
অকালে প্রলয় হয় মানে সর্ব প্রাণী॥
মহাশব্দে পুড়ি যায় সব অগ্নিময়।
সমুদ্র-মন্থনে যেন বিষের উদয়॥
দ্বাদশ সূর্য্যের দীপ্তি প্রলয়ের কালে।
সেইমত শত শত দোঁহে অস্ত্র ফেলে॥
জল স্থল পুড়ি যায় যেমত ঝঞ্ঝনা।
মহা অস্ত্রে দোঁহে নাহি সম্বরে আপনা॥

উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মশিরাস্ত্রের প্রবেশ।

সর্ব সৃষ্টি নাশ হয় দেখি লাগে ত্রাস।
হেনকালে আসে তথা নারদ ও ব্যাস॥
দুই বাণ মধ্যে রহিলেন দুই মুনি।
বিশ্বের নিতান্ত নাশ মনে অনুমানি॥
দোঁহারে বলেন ডাকি দুই তপোধন।
সৃষ্টি নাশ কর কেন কর সম্বরণ॥
উভয়ে বিবাদে কেন কর সৃষ্টি নাশ।
কিবা মনে করিয়াছ কহ এক ভাষ॥
শুনিয়া দোঁহার বাক্য অর্জুন তখন।
করিলেন আপনার অস্ত্র সম্বরণ॥
দ্রৌণি ডাকি কহে শক্য নহে নিবারণ।
ক্রোধে অস্ত্র ছাড়িলাম কি করি এখন॥
উপরোধ রাখি যদি তোমা দোঁহাকার।
পাণ্ডবে মারিয়া অস্ত্র আসুক আমার॥
তবে যদি ক্ষমা করি দোঁহা উপরোধে।
উত্তরার গর্ভপাত করিব বিষাদে॥
যেই পুত্র আছে উত্তরার গর্ভবাসে।
চলিল আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে॥
অর্জুন বলেন কাটি দ্রোণপুত্র শির।
নহিলে নাহিক ক্ষমা জান ফাল্গুনির॥
ব্যাস বলিলেন শুন বীর অশ্বত্থামা।
শিরোমণি দিয়া পার্থে তুমি কর ক্ষমা॥
তব বাণে মরে যদি থাকে গর্ভবাসে।
তারে জীয়াইব আমি চক্ষুর নিমিষে॥
মণি দিলে শির ক্ষত হইবে তোমার।
সহস্র বৎসর তৈলে নাহি প্রতিকার॥
শিরের পীড়ায় তুমি করিবে ভ্রমণ।
যেমন তোমার কর্ম হইল তেমন॥
এত শুনি অশ্বত্থামা করয়ে ছেদন।
শিরোমণি ধনঞ্জয়ে করে সমর্পণ॥
হেথা দ্রৌণি বাণ বেগে উঠিল আকাশে।
বায়ুবেগে উত্তরার গর্ভেতে প্রবেশে॥
গর্ভে প্রবেশিয়া গর্ভ করিল নিধন।
প্রবেশ করেন গর্ভে কৃষ্ণ সেইক্ষণ॥
গর্ভ বিনাশিয়া বাণ হইল বাহির।
পুনঃ গর্ভ সঞ্জীবিত করে যদুবীর॥
এইমতে শান্ত হৈল অস্ত্র বরিষণ।
জলেতে নিবৃত্ত যেন হয় হুতাশন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের সার।
কাশী কহে শুন ভবসিন্ধু হবে পার॥

অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রাপ্তিতে দ্রৌপদীর সন্তোষ।

মস্তক জ্বলনে দুঃখ অশ্বত্থামা পায়।
দেখি মুনি ব্যাসদেব কহিলেন তায়॥
যাবৎ তোমার দেহে থাকিবে জীবন।
শিরোমণি তোমার না হবে কদাচন॥
পৃথিবীতে নর তৈল মাখিবার কালে।
তব নামে তিনবার অগ্রে দিবে ফেলে॥
সেই তৈল পড়িবেক পৃথিবী উপরে।
তোমার মস্তকে পড়িবেক মম বরে॥
তাহাতে নিবৃত্ত হবে তোমার জ্বলনি।
নিজ স্থানে যাহ ভয় না করিহ দ্রৌণি॥
তব নামে অগ্রে তৈল যে জন না দিবে।
ব্রহ্মবধ মহাপাপ তারে পরশিবে॥
এইরূপে অশ্বত্থামা দিয়া মণিবর।
বিমনা হইয়া গেল আপনার ঘর॥
ব্যাস নারদেরে ল'য়ে পাণ্ডুপুত্রগণ।
কৃষ্ণসহ করিলেন শিবিরে গমন॥
পুনর্জন্ম হৈল মনে করে ভীম বীর।
গোবিন্দের দয়াবশে সুস্থ যুধিষ্ঠির॥
জানিলেন হরি হ'তে তরিনু সঙ্কটে।
সতত রাখেন কৃষ্ণ বিঘ্ন যদি ঘটে॥
দ্রৌণির মস্তক-মণি লইয়া সত্বর।
কৃষ্ণার নিকটে যান বীর বৃকোদর॥
দ্রৌপদী বলেন মম গেল পরিতাপ।
দুঃখের কারণ মম ছিল পূর্ব পাপ॥
এই মণি মহারাজ করুন ধারণ।
তবে ভীম আরো তুষ্ট হয় মনে মন॥
মহাভারতের কথা কাশী বিরচিল।
এইত ঐষিকপর্ব সমাপ্ত হইল॥

মহাভারত

স্ত্রীপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

বৈশম্পায়নের প্রতি জন্মেজয়ের প্রশ্ন।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ মহাশয়।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুনি ঘুচিল সংশয়॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সমরে পড়িল।
তিন জন মাত্র তাহে রক্ষা যে পাইল॥
পরে কি হইল মুনি বলহ আমারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা জিজ্ঞাসি তোমারে॥
কি করিল শুনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে।
সান্ত্বনা করিল কহ কোন্ কোন্ লোকে॥
দুর্য্যোধন হেন পুত্র মরিল যাহার।
কেমনে শোকেতে প্রাণ রহিল তাহার॥
গান্ধারী কেমনে বাঁচিলেক পুত্রশোকে।
বিবরিয়া সেই সব বলহ আমাকে॥
মৃত-তনু কোন্মতে হইল সৎকার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার॥
শুনিয়া আমার চিত্তে পরম আনন্দ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মম ধন্দ॥
মুনি বলে শুন রাজা সে সব কথন।
যে কর্ম করিল শোক কৌরব-নন্দন॥
কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র আর নারীগণ।
যেরূপে করিল সব শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
সঞ্জয় কহিল ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে।
সেই সব বিবরণ কহিব তোমারে॥

শতপুত্রনাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও তাহার সান্ত্বনা।

দুর্য্যোধন-মৃত্যুকথা, সঞ্জয় কহিল তথা,
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে।
যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল ঘাতে॥
সকল পৃথিবীপতি, দুর্য্যোধন মহামতি,
বলে ইন্দ্র না হয় সোসর।
হেন পুত্র যার মরে, সে কেমনে প্রাণ ধরে,
শোকেতে হইল জরজর॥
পুত্রশোকে নরপতি, বিহ্বল পড়িল ক্ষিতি,
নয়নে বরষে জলধার।
বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোকে হৈল অতি গুরু,
পড়িয়া করয়ে হাহাকার॥
একশত পুত্র আর, মারিলেক পরিবার,
সঞ্জয় কহিল নৃপবরে।
হা পুত্র হা পুত্র করি, পড়ি কুরু অধিকারী,
বজ্রাঘাত পড়ে যেন শিরে॥
বিধি কৈল হেন দশা, মনে ছিল যত আশা,
দূর হৈল দৈবের ঘটন।
শত পুত্র বিনাশিল, একজন না রাখিল,
শ্রাদ্ধ-শান্তি করিতে তর্পণ॥
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেলে দুঃশাসন,
শোকে মোর না রহে শরীর।
আমারে সঞ্জয় কহ, কোথা তার পিতামহ,
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর॥

কোথা কর্ণ মহাশূর, রিপু দর্প করি দূর,
কোথা গেল শকুনি দুর্মতি।
কুমন্ত্রণা দিল মোরে, সেকারণে পুত্র মরে,
না শুনিল হৃদয় ভারতী॥
দুর্যোধন বধ ধ্বনি, দুঃশাসন মৃত্যুবাণী,
কর্ণ বধ কর্ণে নাহি সয়।
হৈল দ্রোণ বিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয়॥
পূর্বে করিয়াছি পাপ, সেকারণে এই তাপ,
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম ভোগ, সুত বন্ধু বিপ্রয়োগ,
কর্মবন্ধে ভোগ সবে করে॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি, স্বপনে না জানি আমি,
কখন ভীষ্মের পরাজয়।
সেজন অর্জুন মারে, একথা কহিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময়॥
যাঁর সনে ভৃগুরাম, করি রণ অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেল ঘরে।
তাঁহার হইল নাশ, শুনি মনে পাই ত্রাস,
সঞ্জয় কহিল আসি মোরে॥
দ্রোণ মহাবলবান্, পৃথিবী না ধরে টান,
তাহাকে মারিল ধনঞ্জয়।
এ বড় আশ্চর্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জুন করিল কুলক্ষয়॥
আমা হেন দুঃখীজন, নাহি দেখি ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে লহ রণে, দেখাহ পাণ্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত॥
যুড়িয়া ধনুকে বাণ, ভীমের বধিব প্রাণ,
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনোব্যথা,
ধর্মে দিব হস্তিনা-নগরী॥
রাজার বচন শুনি, সঞ্জয় মনেতে গণি,
যোড়হাতে করে নিবেদন।
শুন শুন মহারাজ, সকলি বিধির কাজ,
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ॥

বেদশাস্ত্রে মহাজ্ঞান, আগমেতে অবধান,
আর যত পুরাণ আছয়ে।
সকল জানহ তুমি, কি নীতি বুঝাব আমি,
বিচারহ আপন হৃদয়ে॥
তোমার সমান গুণী, পৃথিবীতে নাহি শুনি,
সংগ্রামেতে তোমার বাখান।
বৃদ্ধ হ'তে বৃদ্ধোত্তম, নাহি কেহ তোমা সম,
শোকে কেন হও হতজ্ঞান॥
সহজে দুর্মতি জন, রাজা হয় দুর্যোধন,
সাধুজন বচন না শুনে।
দুঃশাসন মহাবীর, শকুনি পাপেতে ধীর,
বুদ্ধি দিল কৌরব-নন্দনে॥
কর্ণ বলিলেক যত, তাহে মাত্র অতিরত,
কার বোল না শুনিল কাণে।
ভীষ্মদেব বুঝাইল, কর্ণে তাহা না শুনিল,
গান্ধারীর বাক্য নাহি শুনে॥
গুরুজন বলে যত, উপহাস করে তত,
এ জনের কেমনে কল্যাণ।
দ্রোণ কৃপ বিধিমত, বুঝাল বিদুর কত,
ভৃগুরাম দিলা প্রবোধন॥
পাণ্ডবে মাগিল গ্রাম, আসিলেন ভগবান্,
নীতি বুঝাইল নারায়ণ।
অসম্মত দুর্যোধন, কেবল মাগয়ে রণ,
কেন নাহি ত্যজিবে জীবন॥
পুত্র তব মহাবলী, সুহৃদ্-বচন ঠেলি,
রাজ্য-ভোগ করিল দুর্জয়।
পূর্বাপর না ভাবিল, অগ্নিতে পতঙ্গ হৈল,
তাহাতে হইল বংশক্ষয়॥
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হ'য়ে নৃপমণি,
অতি দীর্ঘ ছাড়িল নিঃশ্বাস।
বিদুর পণ্ডিত-গুরু, উপদেশে কল্পতরু,
নৃপতিরে করিল আশ্বাস॥
উঠ উঠ মহারাজ, সকলি বিধির কাজ,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়তি যার, সেই দিন মৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি॥

মহা মহা বীর মরে, নিত্য যায় যম-ঘরে,
মৃত্যুবশ সব চরাচরে।
সব সংহারয়ে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ না কর অন্তরে॥
ক্ষত্রিয় নিধন করি, সম্মুখ সংগ্রামে মরি,
সবে গেল বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।
এখন ধরহ ধৈর্য, না কর এমন কার্য,
দুঃখ ভাব কিসের কারণে॥
জীর্ণ বস্ত্র পরিহরে, যেন নববস্ত্র পরে,
তেমতি শরীর পরিবর্ত।
কেহ মরে গর্ভবাসে, কেহ মরে দশমাসে,
পৃথিবী পরশ করি মাত্র॥
কেহ মরে বাল্যকালে, সকলি কর্মের ফলে,
কেহ কারে মারিতে না পারে।
আমার বচন শুনি, শান্ত হও নৃপমণি,
শোক আর না কর অন্তরে॥
বিদুরের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হৈল নৃপমণি,
কিন্তু শোকে দহয়ে শরীর।
না শুনে বচন হিত, ধরিতে না পারে চিত,
সম্বিত হারায় কুরুবীর॥
তবে আসি ব্যাস মুনি, বিদুর সঞ্জয় গুণী,
আর যত সুহৃদ সকলে।
শীতল সলিল সেঁচি, তালের বিউনি বিঁচি,
চেতন করায় মহীপালে॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
পুত্রশোক সহিতে না পারে।
ভাবয়ে বান্ধবশোক, ক্ষণে ভাবে পরলোক,
নির্ণয় করিতে কিছু নারে॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
গোবিন্দ-চরণে মন, নিবেদিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ।

বিষাদ করয়ে নরপতি পুত্রশোকে।
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত পুরলোকে॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুন নৃপবর।
গত জীব হেতু তুমি শোকেতে কাতর॥
আর শোক নাহি কর শুনহ রাজন।
মন দিয়া শুন দুর্যোধনের কথন॥
একদা গেলাম আমি ব্রহ্মার সভায়।
নারদাদি মুনিগণ আছিল তথায়॥
হেনকালে ধরা দেবী করে নিবেদন।
পরিত্রাণ কর মোরে ওহে পদ্মাসন॥
হরি করিলেন যত দানব সংহার।
ক্ষত্রকুলে জন্ম তারা নিল পুনর্বার॥
অনীতি করয়ে যত কত কব আর।
সহিতে না পারি ভার তাহা সবাকার॥
গিরি আদি যত দেখ হয় মহাভার।
না পারি সহিতে বেদ-নিন্দুকের ভার॥
পাপ-অত্যাচার-ভার না পারি সহিতে।
এই নিবেদন প্রভু করিনু তোমাতে॥
পৃথিবী কহিল যদি এতেক ভারতী।
আশ্বাস করিয়া তারে কহে প্রজাপতি॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির পুত্র দুর্যোধন।
কুরুবংশে জন্মিবে সে বড়ই দুর্জন॥
সে তোমার খণ্ডাইবে ভার গুরুতর।
শুন বসুমতী তুমি আমার উত্তর॥
শুনিয়া কাশ্যপী স্তোত্র অনেক করিল।
যোড়হাত করি পুনঃ বলিতে লাগিল॥
কেমন প্রকারে মোর ঘুচিবেক ভার।
কহ পিতামহ তাহা করিয়া বিস্তার॥
ব্রহ্মা কন কুরু পাণ্ডু ভাই দুইজন।
চন্দ্রবংশে সমুৎপন্ন হবে বিচক্ষণ॥
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চজন তুল্য দেব।
ধর্ম ভীম অর্জুন নকুল সহদেব॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির হইবে নন্দন।
দুর্যোধন দুঃশাসন আদি শত জন॥
বিবাদ হইবে রাজ্য হেতু দুইজনে।
পাণ্ডুর নন্দনে আর ধৃতরাষ্ট্র সনে॥
পাণ্ডব সহায় হবে বৈকুণ্ঠ-বিহারী।
কুরুক্ষেত্রে হইবেক ঘোর মারামারি॥

কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র যত সংহার হইবে।
শুন বসুমতী তব ভার না থাকিবে॥
যাহ যাহ বসুমতী আপনার স্থান।
দুর্যোধন হেতু তব হবে পরিত্রাণ॥
এত বলি পৃথিবীরে করিল বিদায়।
এই সব বিবরণ জানিনু তথায়॥
সেই দুর্যোধন হৈল তোমার তনয়।
কলি প্রবেশের অগ্রে শুন মহাশয়॥
মহা-মহীপাল হৈল মহাক্রোধশালী।
গান্ধারী উদরে জন্মে মূর্ত্তিমান্ কলি॥
সবে হৈল দুর্নিবার শত সহোদর।
কর্ণ হৈল সখা মন্ত্রী শকুনি বর্বর॥
ক্ষত্রিয় বিনাশ হেতু অনর্থ অঙ্কুর।
শুন মহারাজ সব শোক কর দূর॥
কৌরবে পাণ্ডবে হৈল ঘোরতর রণ।
কুরুক্ষেত্রে সব জন হৈল নিধন॥
এই পূর্ব কথা আমি জানাই তোমারে।
এত বলি ব্যাস বুঝাইলেন তাহারে॥

ধৃতরাষ্ট্রাদির কুরুক্ষেত্রে যাত্রা।

সঞ্জয় কহিল তবে যোড় করি হাত।
এক নিবেদন করি শুন নরনাথ॥
নানা দেশ হৈতে বহুসংখ্য নরপতি।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেক তোমার সন্ততি॥
সবান্ধবে কুরুক্ষেত্রে হইল নিধন।
তা'সবার প্রেতকর্ম করহ রাজন॥
সঞ্জয়ের বাক্যে রাজা নিঃশ্বাস ছাড়িল।
মৃতবৎ হ'য়ে ভূমিতলেতে পড়িল॥
বিস্তর প্রবোধ তারে দেয় বারবার।
রথ সজ্জা করে কুরুক্ষেত্রে যাইবার॥
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন পরে বিদুরেরে।
স্ত্রীগণে আনহ শীঘ্র গিয়া অন্তঃপুরে॥
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র রথেতে চড়িল।
স্ত্রীগণে আনিতে তবে বিদুর চলিল॥
বিদুর বলিল শুন গান্ধার-নন্দিনী।
কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন নৃপমণি॥
শত ভাই দুর্যোধন ত্যজিল জীবন।
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য আর কর্ণ মহাজন॥
একাদশ অক্ষৌহিণী ত্যজিল পরাণ।
প্রেতকর্ম হেতু রাজা করিল প্রস্থান॥
রাজার আদেশে আসি তোমা সবা নিতে।
কুরুক্ষেত্রে চল বধূগণ ল'য়ে সাথে॥
পুত্রশোক স্মরি দেবী হইল বিমনা।
অন্তঃপুরে কান্দি উঠে ছিল যত জনা॥
অন্দরে উঠিল ক্রন্দনের কোলাহল।
হার ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে লোটায় ভূতল॥
কপালে কঙ্কণাঘাত শুনি গণ্ডগোল।
প্রলয় কালেতে যেন জলের কল্লোল॥
বিদুর বলেন ইহা উচিত না হয়।
কুরুক্ষেত্রে চল সবে রাজার আজ্ঞায়॥
বিদুরের বাক্য শুনি গান্ধারী তখন।
বধূগণ সঙ্গে রথে করে আরোহণ॥
ঘরে ঘরে মহাশব্দ উঠিল ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ যুবা আদি কান্দে সর্বজন॥
দেবগণ নাহি দেখে যে সব সুন্দরী।
রণস্থলে যায় তারা এক বস্ত্র পরি॥
শত শত দাসীগণ যার সেবা করে।
সেজন পড়িয়া কান্দে ভূমির উপরে॥
গলাগলি করি কান্দে যতেক সতিনী।
আহা মরি কোথা গেল কুরু-নৃপমণি॥
ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখেতে কান্দে সর্বজন।
শোকেতে কাতর হ'য়ে ফেলে আভরণ॥
চারিভিতে বেড়ি কান্দে যত সব নারী।
নগর বাহির হৈল কুরু-অধিকারী॥
গান্ধারী চলিল রথে যত বধূ সঙ্গে।
শোকাকুল সবে কারো বস্ত্র নাহি অঙ্গে॥
বিচার নাহিক আর শোকে অচেতনা।
হত-পতি নারীগণ হইল উন্মনা॥
হস্তিনা হইল শূন্য কেহ না রহিল।
রাজার সঙ্গেতে রাজবধূরা চলিল॥
প্রথম বয়স কেহ দেখিতে উত্তমা।
মুক্তকেশে যায় যেন সোনার প্রতিমা॥

হেনমতে কুরুক্ষেত্রে যায় নরপতি ।
সঙ্গেতে নাহিক রথ সৈন্য ঘোড়া হাতী ॥
যুবতী সমূহ সঙ্গে চলিল রাজন্ ।
শূন্য হ'তে কৌতুকাদি দেখে দেবগণ ॥
শোকাকুল হ'য়ে পথে যায় নরপতি ।
হেনকালে অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি ॥
কৃতবর্মা সহ পথে হৈল দরশন ।
নিরখি রাজাকে তারা আসে তিনজন ॥
পরিচয় নৃপতিকে দিল আপনার ।
ধৃতরাষ্ট্র বলে তবে কহ সমাচার ॥
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বলে সেই তিনজন ।
অবধানে শুন রাজা সব বিবরণ ॥
মুখে না আসিছে বাক্য কহিতে ডরাই ।
কহিবার যোগ্য নহে মনে দুঃখ পাই ॥
শুন মহারাজ কহি সব সমাচার ।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সকলি মরিল ।
অশ্বত্থামা কৃতবর্মা কৃপ এড়াইল ॥
দৈবে না হইল তিনজনের মরণ ।
শত ভাই সহ রণে পড়ে দুর্যোধন ॥
করিল দুষ্কর কর্ম ভীম দুরাচার ।
একাকী মারিল তব শতেক কুমার ॥
শুনহ গান্ধারী দেবী করি নিবেদন ।
ভীম করিলেক কুরুবংশের নিধন ॥
শত পুত্র তোমার করিল যত কর্ম ।
যেমন আছিল মাতা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ॥
পরাক্রম করি প্রাণ ত্যজিলেক রণে ।
সুরপুরী গেল সবে চড়িয়া বিমানে ॥
শোক পরিহর দেবী না কর বিলাপ ।
দুর্যোধন প্রাণপণে করিল প্রতাপ ॥
অন্যায় করিল ভীম ভাঙ্গিলেক উরু ।
সেই ক্রোধে করিলাম মোরা কর্ম গুরু ॥
সবান্ধবে পাঞ্চালের করিনু সংহার ।
বধিলাম দ্রৌপদীর পাঁচটি কুমার ॥
পাণ্ডবের রণে অবশেষ সাতজন ।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
শুনহ সকল কথা না করিহ ভয় ।
অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে চল মহাশয় ॥
আজ্ঞা দেহ মোরা নিজ নিজ স্থানে যাই ।
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেরা আছে পঞ্চ ভাই ॥
এত বলি নৃপতির নিল অনুমতি ।
প্রদক্ষিণ করি সবে চলে শীঘ্রগতি ॥
হস্তিনাপুরেতে গেল কৃপ মহাশয় ।
কৃতবর্মা চলি গেল আপন আলয় ॥
ব্যাসের আশ্রমে গেল দ্রোণের নন্দন ।
কুরুক্ষেত্রে গেল তথা অন্ধক রাজন্ ॥
ধৃতরাষ্ট্র আগমন শুনি পঞ্চ ভাই ।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তি করেন সবাই ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন যদুনাথ ।
কুরুক্ষেত্রে আসিলেন দেখ জ্যেষ্ঠতাত ॥
কেমনে তাঁহারে আমি মুখ দেখাইব ।
জিজ্ঞাসিলে সমাচার কি কথা কহিব ॥
গান্ধারীর ক্রোধে আজি নাহিক নিস্তার ।
কি উপায় করি কৃষ্ণ বল এইবার ॥
শত পুত্র মরিলেক ভীমের প্রহারে ।
এ শোক কেমনে সহে মায়ের অন্তরে ॥
সতীর অব্যর্থ বাক্য শুন নারায়ণ ।
আজি প্রাণ হারাইব ভাই পঞ্চজন ॥
শুন কৃষ্ণ তব পাশে করি নিবেদন ।
প্রাণ ল'য়ে যাক্ চলি ভাই চারিজন ॥
ভীমার্জুন সহদেব নকুল-কুমার ।
পলাইয়া প্রাণরক্ষা করুন এবার ॥
আমি যাব ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী গোচরে ।
শাপ দিয়া ভস্মরাশি করুন আমারে ॥
আমার জীবনে কৃষ্ণ নাহি প্রয়োজন ।
লোকের সাক্ষাতে নাহি দেখাব বদন ॥
ধর্মের বচন শুনি দেব চক্রপাণি ।
বলিলেন তাঁরে সুধা সম মধু বাণী ॥
সবে মেলি চল যাব নৃপতির স্থানে ।
দূর কর ভয় তুমি আমার বচনে ॥
গান্ধারী না দিবে শাপ আমি ইহা জানি ।
হরষিত চিত্তে তুমি চল নৃপমণি ॥

কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
হাসিয়া বলেন তবে শুন যদুবীর॥
তোমার আজ্ঞাতে তবে সবে চলি যাব।
দ্রুতগতি চল নাহি বিলম্ব করিব॥
অনুমতি দেন কৃষ্ণ রাজার বচনে।
হরষিতে চলে সবে রাজ-সম্ভাষণে॥
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ সহ যান শীঘ্রগতি।
রাজার চরণে সবে করিল প্রণতি॥
আমি যুধিষ্ঠির বলি পরিচয় দিতে।
রথ হৈতে ধৃতরাষ্ট্র নামিল ভূমিতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবপারে তরি॥

——

ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক লৌহ-ভীম চূর্ণ করণ।

সঞ্জয় রাজারে ধরি বসায় আসনে।
বসিলেন পঞ্চভাই রাজ-বিদ্যমানে॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বসেন আপনি।
হেনকালে বলে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি॥
কোথা ভীষ্ম দ্রোণাচার্য কহ নারায়ণ।
কোথা কর্ণ মহাবীর পুত্র দুর্যোধন॥
গান্ধার-তনয় কোথা দুরাত্মা শকুনি।
কোথা শল্য রাজা আদি কহ চক্রপাণি॥
এইত অদ্ভুত কথা বড়ই বিস্ময়।
তোমার সাক্ষাতে কেন অবিচার হয়॥
ধর্মের সপক্ষ তুমি আপদ ভঞ্জন।
অন্যায় করিল তবে কেন পঞ্চজন॥
গুরু লঘু নাহি মানে পাণ্ডুর নন্দন।
এমত অন্যায় কর্ম করে কোন্‌জন॥
বলিবে ক্ষত্রিয়ধর্ম আছয়ে সংসারে।
তথাপি চাহিবে লোক ধর্ম পালিবারে॥
ধর্মবান্ পাণ্ডুপুত্র বলে সর্বজনে।
রাজ্যলোভে জ্ঞাতি-বধ করিলে কেমনে॥
কহ দেখি হেন কর্ম করে কোন্‌জন।
একটি না রাখে মোর করিতে তর্পণ॥
এতেক কহিল যদি অম্বিকা-নন্দন।
শুনিয়া লজ্জিত হন কমললোচন॥

গোবিন্দ বলেন শুন কুরু নৃপমণি।
মর্যাদা সাগর তুমি জ্ঞানে মহাজ্ঞানী॥
বেদশাস্ত্র কহি কিছু তাহে দেহ মন।
আমি কি কহিব ইহা বিধির ঘটন॥
কালেতে জনমে প্রাণী কালেতে বিহরে।
কালপ্রাপ্তে মরে প্রাণী কে রাখিতে পারে॥
অবশ্য আছয়ে পাপ পুণ্যের উদয়।
আপনি জানহ তাহা ওহে মহাশয়॥
শকুনির বাক্যে দুর্যোধন নরপতি।
নানামতে হিংসিলেক পাণ্ডুর সন্ততি॥
আপনি নিষেধ কৈলে তাহা না শুনিল।
পাণ্ডুর নন্দনে নানামতে কষ্ট দিল॥
আমি মাগিলাম গিয়া পঞ্চখানি গ্রাম।
নাহি দিয়া নিরূপণ করিল সংগ্রাম॥
ক্ষাত্রধর্ম পালিলেন পাণ্ডুর কুমার।
সংগ্রামে মারিল শত তনয় তোমার॥
এই কহিলাম রাজা যত বিবরণ।
সম্মুখে আছয়ে তব পাণ্ডুর নন্দন॥
এত যদি কহিলেন দেব চক্রপাণি।
আশ্বাসিয়া কহে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি॥
কোথা ভীম আইসহ দিব আলিঙ্গন।
তুমি মোর ঘুচাইলে পিণ্ড-প্রয়োজন॥
উরু ভাঙ্গি দুর্যোধনে করিলে নিধন।
একে একে সংহারিলে শতেক নন্দন॥
শুনিয়া আমার হৈল হরিষ-বিষাদ।
এস আলিঙ্গন দিয়া করিব প্রসাদ॥
এতেক বলিয়া রাজা বাড়াইল হাত।
নৃপতির অভিপ্রায় জানি রমানাথ॥
আছিল লোহার ভীম দিলেন গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি সানন্দ অন্তরে॥
ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেতে।
অযুত হস্তীর বল রাজার দেহেতে॥
ভাঙ্গিল লোহার ভীম শব্দমাত্র শুনি।
চূর্ণ হ'য়ে পৃথিবীতে পড়িল তখনি॥
শোকেতে নিঃশ্বাস ছাড়ি পাইলেক সুখ।
পড়িল ভূমিতে রাজা মনে পেয়ে দুঃখ॥

কপটে কান্দয়ে রাজা হৃদয়ে উল্লাস।
মনেতে জানিল ভীম হইল বিনাশ॥
পুত্রশোকে নরপতি নাহি শুনে কাণে।
ভীম মারিলেক বলি হরষিত মনে॥
নৃপতির দশা তবে দেখি নারায়ণ।
হাসিয়া বলেন সুধা-মধুর বচন॥
শুন বৃদ্ধ নরপতি না কান্দিহ আর।
কুশলে আছেন ভীম পাণ্ডুর কুমার॥
তোমার জন্মিবে ক্রোধ ইহা অনুমানি।
গঠিত লোহার ভীম দিনু নৃপমণি॥
বিষাদ না কর তুমি শান্ত কর মন।
ভীমেরে মারিলে নাহি পাবে দুর্যোধন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি অন্ধ নরপতি।
দুঃখিত অন্তরে কহে শুন মহামতি॥
ভাগ্যে রক্ষা হৈল ভীম তোমার কারণে।
আর না করিব ক্রোধ পাণ্ডুর নন্দনে॥
এত বলি অন্ধরাজ হাত বাড়াইল।
একে একে আলিঙ্গিয়া আশীর্বাদ কৈল॥
তবে কৃষ্ণ আদি সহ পাণ্ডুর নন্দন।
গান্ধারীর কাছে গেল ভয়ার্ত মনন॥
গান্ধারীর মন আছে শাপিব পাণ্ডবে।
হেনকালে বলিলেন ব্যাসদেব তবে॥
শুন বধূ কেন পাসরিলে পূর্বকথা।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা॥
যাত্রাকালে তোমা জিজ্ঞাসিল দুর্যোধন।
জিনিবেক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোন্‌জন॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে।
জয় পরাজয় কার বলহ আমারে॥
তবে তুমি সত্যকথা কহিলে তখন।
যথা ধর্ম তথা জয় শুন দুর্যোধন্॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য আকাশে রহিবে॥
সে সব বচন সত্য মম মনে লয়।
এ হেতু যুদ্ধেতে জিনে পাণ্ডুর তনয়॥
ত্যজহ সকল ক্রোধ আমার বচনে।
পুত্রভাবে ভাব পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে॥
এত যদি ব্যাসদেব কহিলেন বাণী।
যোড়হাতে বলে তবে অন্ধরাজ-রাণী॥
যত কিছু মহাশয় বলিলে বচন।
বেদের সমান তাহা করিনু গ্রহণ॥
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি।
একশত পুত্র মোর গেল যমপুরী॥
ত্যাজলাম সব ক্রোধ তোমার বচনে।
পুত্রসম স্নেহ হৈল পাণ্ডুর নন্দনে॥
ভারতে কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে।
কাশী কহে কৃষ্ণপদ চিন্তহ অন্তরে॥

গান্ধারী ও পাণ্ডবদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

বসিলেন পঞ্চ ভাই গোবিন্দে লইয়া।
তবে ত গান্ধারী বলে করুণা করিয়া॥
মনোযোগ কর ভীম আমার বচনে।
মারিলে অন্যায় করি পুত্র দুর্যোধনে॥
নাভি নিম্নে অনুচিত কারতে প্রহার।
কি হেতু করিলে তবে হেন অবিচার॥
ভয়ে কম্পে ভীমসেন শুনিয়া বচন।
আগে থাকি যোড়হস্তে করে নিবেদন॥
প্রতিজ্ঞা আমার ছিল শুন গো জননী।
সেকারণে হেন কর্ম করিয়াছি আমি॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু।
সেকারণে ক্রোধ মম উপজিল গুরু॥
এই হেতু তুই উরু ভাঙ্গিয়া গদায়।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম রাখিলাম তায়॥
অনেক দিনের দুঃখ ছিল মম মনে।
সেকারণে আমি মারিলাম দুর্যোধনে॥
তোমার চরণে মাতা করিয়া গোচর।
আজি সে হইল মম হরিষ অন্তর॥
গান্ধারী এতেক শুনি নিঃশ্বাস ছাড়িল।
মহাসতী পতিব্রতা ভীমেরে কহিল॥
যতেক কহিলে বাপু সব কথা সার।
আপনার দোষে হৈল মরণ তাহার॥
সকলে মারিলে বাপু করি মহারণ।
কি দোষে করিলে দুঃশাসনের নিধন॥

মারিয়া করিলে তুমি তার রক্তপান।
বিশেষ কনিষ্ঠ ভাই জ্ঞাতি বিদ্যমান॥
ভীম বলে শুন মাতা করি নিবেদন।
যতেক তোমার গর্ভে সব অভাজন॥
দ্রৌপদীর চুলে সেই ধরিল যখন।
সভাতে প্রতিজ্ঞা করিলাম সেইক্ষণ॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে হয় বড় দোষ।
তেঁই দুঃশাসনে মারি পরিহর রোষ॥
ভার্যার শরীর হয় আপন শরীর।
শুন মাতা সেই দুঃখে পিলাম রুধির॥
অমৃত সমান রক্ত করিয়াছি পান।
অপরাধ ক্ষমা মাগি তব বিদ্যমান॥
সভাতে প্রতিজ্ঞা পূর্বে আছিল আমার।
সেকারণে মারি তব শতেক কুমার॥
ভীমের বচন শুনি পুনঃ বলে দেবী।
বিষম পুত্রের শোক মনে মনে ভাবি॥
শুন ভীমসেন তুমি আমার বচন।
পুত্রশোকে আর মোর না রহে জীবন॥
কুপুত্র সুপুত্র হৌক্ মায়ের সমান।
পাসরিতে নাহি পারে মায়ের পরাণ॥
গান্ধারীর এত বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির।
কহেন পুনশ্চ তাঁরে ধার্মিক সুধীর॥
পুত্র সব তব মাতঃ হৈল দুরাচার।
আপনার পাপে তারা হইল সংহার॥
আপনার দোষে সবে মরিল আপনি।
নিমিত্তের ভাগী মাত্র হইলাম আমি॥
সেইমত অপযশ হইল আমার।
নিজদোষে শত পুত্র মরিল তোমার॥
শিশুকালে মরে পিতা হইলাম ছণ্ড।
কৃপা করি জ্যেষ্ঠতাত দিয়া রাজ্যখণ্ড॥
সুশিক্ষা দিলেন রাজ্যখণ্ড পালিবার।
শুন গো জননী সব গোচর তোমার॥
যদি লোক বিষবৃক্ষ করয়ে রোপণ।
আপনি কাটিলে দোষ কহে মুনিগণ॥
এ সব শাস্ত্রের কথা না শুনিলে কাণে।
দুর্যোধন মোর হিংসা কৈল প্রাণপণে॥
অবশ্য সে সব কথা শুনিয়াছ তুমি।
কৌরবে কুযুক্তি যত দিলেক শকুনি॥
পাশা খেলাইয়া মম নিল দেশ ধন।
তথাপি সে সব কথা না করি মনন॥
এই কহিলাম আমি আদ্যন্ত কথন।
দোষ নাহি করি কিছু মোরা পঞ্চজন॥
তবে যদি এত দুঃখ হইল অন্তরে।
শুন গো জননী অভিশাপ দেহ মোরে॥
আমি অভিশাপ-যোগ্য করেছি অকর্ম।
স্বগোত্র বিনাশ করি হইল অধর্ম॥
ভাই মারি রাজ্যসুখ চিন্তিলাম মনে।
অভিশাপ দেহ মোরে কি কাজ জীবনে॥
এত যদি বলিলেন ধর্ম যুধিষ্ঠির।
তাহা শুনি গান্ধারীর পুলক শরীর॥
কিছু নাহি বলে দেবী ছাড়িল নিঃশ্বাস।
হৃদয়ে রাখিল দেবী না করি প্রকাশ॥
পলাইয়া যান পার্থ গোবিন্দের পাশে।
মাদ্রীর তনয় দুই পলাইল ত্রাসে॥
গান্ধারী ত্যজিয়া ক্রোধ বলিল বচন।
আপন তনয় যেন পাণ্ডুর নন্দন॥
আর ভয় নাহি শুন পাণ্ডুর কুমার।
সে কর্ম করহ হবে যে যুক্তি তোমার॥

—

কুন্তীর পুত্রমুখ দর্শন।

এত সব কথা যদি গান্ধারী কহিল।
গুরুশাপ হ'তে সবে উদ্ধার পাইল॥
আজ্ঞা দিল গান্ধারী কুন্তীরে দেখিবারে।
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই যান তথাকারে॥
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি সঙ্গে করেন গমন।
আসিয়া বন্দেন সবে মায়ের চরণ॥
আশীর্বাদ দিয়া কুন্তী করিলেন কোলে।
পঞ্চভাই তিতিলেক নয়নের জলে॥
চিরদিনে কুন্তীদেবী দেখি পুত্রমুখ।
বদনে চুম্বন দিয়া পাসরিলে দুঃখ॥
হেনকালে বাসুদেব দেন দরশন।
আশীর্বাদ দিয়া রাণী মুছিল বদন॥

হরিষে বহিছে দুই নয়নের নীর।
ফুকারি ফুকারি কান্দে না হয় সুস্থির॥
সতত বহিছে তাঁর নয়নের জল।
বস্ত্রেতে মুছিল তাহা ভকতবৎসল॥
কুন্তীরে প্রবোধ দিয়া কহেন আপনি।
কি লাগি ক্রন্দন কর ওগো ঠাকুরাণী॥
রাজা হবে যুধিষ্ঠির হস্তিনানগরে।
কৌরব-নন্দন সব গেল যমঘরে॥
পাণ্ডবের শত্রু আর নাহি কোনজন।
হৃষ্টচিত্তে থাক তুমি না কর ক্রন্দন॥
আমি যত কহিলাম হইল প্রমাণ।
এই দেখ ধৃতরাষ্ট্র শোকেতে অজ্ঞান॥
ঐ দেখ গান্ধারী দেবী কান্দে পুত্রশোকে।
দুর্যোধন-নারী দেখ কান্দে অধোমুখে॥
বিধবা যুবতী দেখ কান্দে শোকানলে।
পড়িয়া লোটায় এই দেখ ভূমিতলে॥
কৌরব-বনিতা যত গণিতে না পারি।
আসিয়াছে কুরুক্ষেত্রে নানা বেশ ধরি॥
ঘরের বাহিরে যারা না যায় কখন।
কুরুক্ষেত্রে দেখ তারা করয়ে ক্রন্দন॥
নানা আভরণ অঙ্গে আম্রশাখা হাতে।
কাঁখে স্বর্ণকুম্ভ আসে অনুমৃতা হৈতে॥
আর না করিহ ভয় শুনগো জননি।
হস্তিনাতে যুধিষ্ঠির হবে নৃপমণি॥
এত বলি তুষিলেন শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে।
কিন্তু তাঁর মুখ ম্লান কর্ণ পুত্রশোকে॥
প্রবোধ পাইয়া কুন্তী কিছু নাহি বলে।
দ্রৌপদী প্রণাম আসি করে হেনকালে॥
উত্তরা প্রণাম করে কৃষ্ণের চরণে।
অভিমন্যু শোকে সেই কান্দে রাত্রিদিনে॥
দ্রৌপদী বলিল দুঃখ শুন ঠাকুরাণী।
দ্রৌণি বধিলেক মম পুত্রের পরাণী॥
শয়নে আছিল পুত্র শিবির ভিতরে।
নিশাকালে অশ্বত্থামা মারিল সবারে॥
পরম সুন্দর মম পুত্র পঞ্চজন।
দ্রোণের নন্দন সবে করিল নিধন॥
গুরুপুত্র বলি তাঁরে করিলাম ক্ষমা।
পুত্রশোকে জরজর করিলেক আমা॥
সম্ভাষণ করিয়া হেথায় সর্বজনে।
গান্ধারী চলেন রণভূমে দুঃখীমনে॥
বধূগণ সঙ্গে দেবী লাগিল কান্দিতে।
কৃষ্ণসহ পঞ্চভাই চলিল পশ্চাতে॥
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ করিল গমন।
সঞ্জয় রাজারে ধরি লইল তখন॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন রাজার পশ্চাতে।
উপনীত হৈল গিয়া সমর ভূমিতে॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে পিয়ে সাধু নর॥

যুদ্ধস্থলে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের গমন
এবং স্ব স্ব পতি পুত্রের মৃতদেহ
দর্শনে খেদ।

মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
শকুনি গৃধিনী শিবা করে কোলাহল॥
হাতে মুণ্ড করি নাচে যত ভূতগণ।
কুক্কুর করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ॥
রক্তের কর্দমে শীঘ্র চলিতে না পারে।
শোকাকুল নারীগণ যায় ধীরে ধীরে॥
কেহ কেহ নাহি পেয়ে পতি দরশন।
ভূতলে পড়িয়া তারা করয়ে ক্রন্দন॥
আভরণ ফেলে কেহ শোকাকুল হ'য়ে।
পতি অন্বেষণে কেহ ভ্রময়ে ধাইয়ে॥
ভ্রময়ে সমর-স্থলে যত কুরুনারী।
শিবা শ্বান পক্ষিগণে ভয় নাহি করি॥
অনেক যতনে কেহ নিজ পতি পায়।
স্কন্ধে মুণ্ড যোড়া দিতে মহাব্যগ্র হয়॥
দুই হস্তে কেহ ধরে পতির চরণ।
বিলাপয়ে মুখে মুখ করিয়া মিলন॥
হেনমতে পতি ল'য়ে যতেক সুন্দরী।
বিলাপ করয়ে সব নানামত করি॥
তা দেখি গান্ধারী প্রাণ ধরিতে না পারে।
পতিশোকে বধূগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥

রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর।
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দিল বিস্তর॥
হেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ অর্পিতে।
সবে শোকে অচেতন পড়িয়া ভূমিতে॥
কে কোথা পড়িয়া আছে নাহিক উদ্দেশ।
রণভূমি দেখি দেবে লাগে ভয়াবেশ॥
শবের উপরে শব লেখা নাহি তার।
গান্ধারী দেখিয়া চিত্তে ভাবে চমৎকার॥
গজ বাজী পড়িয়াছে রথ বহুতর।
নানা অলঙ্কার বস্ত্র অস্ত্র মনোহর॥
মাথার মুকুট পড়িয়াছে রণভূমে।
মকরকুণ্ডল পড়িয়াছে নানাক্রমে॥
স্বামী পুত্র পৌত্র আর বন্ধু সহোদর।
পড়িয়া আছয়ে যত মৃত কলেবর॥
দুর্যোধন অন্বেষণে ভ্রময়ে গান্ধারী।
কত দূরে দেখে হত কুরু-অধিকারী॥
ধূলায় পড়িয়া আছে রাজা দুর্যোধন।
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে ল'য়ে বধূগণ॥
পুত্র দরশনে দেবী অজ্ঞানা হইল।
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল॥
পঞ্চ-পাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল॥
গান্ধার তনয়া তবে সম্বিত পাইয়ে।
চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হ'য়ে॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্যোধন।
সঙ্গেতে নাহিক কেহ কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনিরে সঙ্গে কেন না দেখি রাজার।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনু-কুমার॥
কোথা দ্রোণাচার্য কোথা কৃপ মহাশয়।
একাকী পড়িয়া কেন আমার তনয়॥
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণিমুক্তাস্রজ।
কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা রথধ্বজ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
হেন দুর্যোধন রাজা ধূলায় লোটায়॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন।
হেন তনু ধূলি'পরে কেন নারায়ণ॥
জাতী যুথী পুষ্প আর চাঁপা নাগেশ্বর।
বকুল মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥
এ সকল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া।
হেন তনু লোটে ভূমে দেখ না চাহিয়া॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তুরী।
লেপন করিত সদা অঙ্গের উপরি॥
শোণিতে সে তনু আজি হইল শোভন।
আহা মরি কোথা গেল বাছা দুর্যোধন॥
ত্যজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর।
যুদ্ধ হেতু দেখ তোমা ডাকে বৃকোদর॥
উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে।
গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে॥
কৃষ্ণার্জুন ডাকে তোমা যুদ্ধের কারণ।
প্রত্যুত্তর কেন নাহি দেহ দুর্যোধন॥
গান্ধারী এতেক বলি হৈল অচেতনা।
প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বনা॥
শোক না করিহ আর শুন কুরুমণি।
সকল দৈবের ক্রিয়া জানহ আপনি॥
দৈবের অধীন দেখ সকল সংসার।
অন্যের নাহিক তাহে কোন অধিকার॥
কালে আসি জন্মে প্রাণী কালেতেই মরে।
কালবশ এই সব জানাই তোমারে॥
বিচার করিয়া দেখ শুন নৃপ-নারী।
অজ্ঞলোক বৃথা শোক করে না বিচারি॥
না কর বেদনা তুমি শুন নৃপ-জায়া।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধাতার মায়া॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি রচে মহাভারত কথন॥

মৃত পতি-পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন মহামুনি।
গান্ধারী কি কর্ম করিলেক কহ শুনি॥
কেমনে ধরিল প্রাণ শত পুত্র শোকে।
ক্রোধ করি কোন্ কথা কহিল কৃষ্ণকে॥

পূর্ণব্রহ্ম অবতার দেব নারায়ণ।
জানিয়া শাপিল দেবী কিসের কারণ॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন্।
একচিত্ত হ'য়ে শুন ভারত কথন॥
কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতনা পাইয়া॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্যের বধূ রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ একশত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য-চাঁদে॥
হেন সব বধূগণ দেখ কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্ন কেশ মত্ত বেশ দেখ তুমি নেত্রে॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্যোধন॥
ওহে কৃষ্ণ দেখ মোর পুত্রের অবস্থা।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা॥
মহারাজ দুর্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতি-মণ্ডলে
ময়ূরের পাখা যারে করিত ব্যজন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ॥
গান্ধারী এতেক বলি হৈল অচেতনা।
করুণাসাগর কৃষ্ণ করেন সান্ত্বনা॥
কৌরব-বনিতা কান্দে পতি পুত্রশোকে।
তা দেখি পাণ্ডবগণ রহে অধোমুখে॥
এমন সময়ে আসি দ্রৌপদী সুন্দরী।
পুত্রশোকে কান্দে শিরে করাঘাত করি॥
বিরাট-নন্দিনী কান্দে শোকে অচেতনা।
তাহা দেখি হইলেন অর্জুন বিমনা॥
উত্তরা ধরিয়া অভিমন্যুর চরণ।
লাজ ভয় ত্যাগ করি যুড়িল ক্রন্দন॥
উত্তরা বলিল মোরে বিধি প্রতিকূল।
হেন জন মরে যার গোবিন্দ মাতুল॥
ধনঞ্জয় যার পিতা হেন জন মরে।
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে॥

মোহেতে আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির।
বিলাপিয়া ভূমিতলে পড়ে ভীম বীর॥
শোকেতে অর্জুন বীর করেন রোদন।
বিলাপিয়া কান্দে দুই মাদ্রীর নন্দন॥
কুন্তী যাজ্ঞসেনী দোঁহে শোকে অচেতনা।
মহাশোকসিন্ধু মাঝে পড়ে সর্বজনা॥
অস্থির পাণ্ডবগণে দেখি নারায়ণ।
শান্ত করিলেন কহি মধুর বচন॥
কুরুক্ষেত্রে উঠে ক্রন্দনের কোলাহল।
অশ্রুতে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থল॥
না হয় শোকেতে অন্ত পুনঃপুনঃ বাড়ে।
হা নাথ বলিয়া পতিহীনা ডাক ছাড়ে॥
পড়িয়া গান্ধারী আছে নিদারুণ শোকে।
দুর্যোধন বিনা অন্য শব্দ নাহি মুখে॥
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ মুকুন্দ-মুরারি।
আজি হৈতে শূন্য হৈল হস্তিনানগরী॥
সকল শুনেছি আমি সঞ্জয়ের মুখে।
আর কত অনুযোগ কহিব তোমাকে॥
প্রবোধিলে তুমি হরি কর্মভোগ বলি।
ইহার সিদ্ধান্ত নাই শুন বনমালী॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল অতিশয়।
পুনরপি শোক ত্যজি গোবিন্দেরে কয়॥
ওহে কৃষ্ণ জনার্দন দৈবকী-কুমার।
তোমা হ'তে হৈল মোর বংশের সংহার॥
অনর্থের মূল তুমি দেব নারায়ণ।
কর্মভোগ বলি কর দোষ প্রক্ষালন॥
তোমায় সংহার হয় মিলয় তোমাতে।
জীবের কারণ আর নাহি তোমা হ'তে॥
সকল তোমার মায়া তুমিই প্রধান।
গুণ দোষ ধর্মাধর্ম তুমি ভগবান্॥
থাকিয়া প্রাণীর ঘটে যা বলাও যারে।
প্রাণী করে সেই কর্ম দোষ কেন তারে॥
ধর্ম আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম তোমার বচনে॥
হিংসার নাহিক লেশ ধর্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলে তুমি কহিয়া তাঁহারে॥

যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুইজনে।
তোমার কর্তব্য ছিল নাহি থাকা রণে ॥
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডু সনে ॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
অনর্থের মূল তুমি জানাই তোমাকে ॥
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখ।
উচিত কহিতে পাছে মনে ভাব দুঃখ ॥
আর কিছু কহি তাহা শুন ভগবান্।
সবাকার মূল তুমি পুরুষ প্রধান ॥
সহজে অবলা আমি কি কব এক্ষণে।
কর্ণের আছিল শক্তি অর্জুন নিধনে ॥
ভীম-সুত ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ কৈল।
ক্রোধে কর্ণ সেই অস্ত্র ভীমেরে মারিল ॥
ওহে কৃষ্ণ এ সকল তোমার মন্ত্রণা।
কর্ম সর্বমূল বলি প্রবোধিলা আমা ॥
আপনি করিলে তুমি কুরুকুল ক্ষয়।
ত্রিভুবনে নৈলে কেবা করে পরাজয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুইজন মহাধনুর্ধর।
শমন সভয়ে যারে মানে নিরন্তর ॥
কি করিবে পাণ্ডুপুত্র অগ্রেতে তাহার।
আপনি করিলে নষ্ট দৈবকী-কুমার ॥
একশত পুত্র মম বলে মহাবলী।
কপটে সবাকে নাশ কৈলে বনমালী ॥
বুঝেছি তোমার মন লোহাতে গঠিল।
তিল-আধ তব হৃদে দয়া না জন্মিল ॥
কুরুকুল বিনাশিতে বাসুদেব-সুত।
কহিতে অনল উঠে কি কব অচ্যুত ॥
পুত্রশোকে কলেবর জ্বলিছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হ'য়েছে কাহার ॥
শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিব হে তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে ॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইবে নিধন ॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
এরূপ যন্ত্রণা পাবে দিনু অভিশাপ ॥
মোর বধূ যেইমত করিছে ক্রন্দন।
এইমত কান্দিবেক তব বধূগণ ॥
তুমি যেন ভেদ কৈলে কুরু পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ তেন হবে আমার শাপেতে ॥
কৌরবের বংশ হৈল যেমন সংহার।
শুন কৃষ্ণ এইমত হইবে তোমার ॥
গোবিন্দেরে শাপ দিলা কুপিয়া গান্ধারী।
শুনি কম্পমান হন ধর্ম অধিকারী ॥
অন্তর্যামী হরি জানিলেন এ কারণ।
সতীর অলঙ্ঘ্য বাক্য না হবে লঙ্ঘন ॥
আমি জন্মিলাম ভূমিভার নিবারণে।
পৃথিবীর ভার ঘুচি গেল এতদিনে ॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
মম জ্ঞাতি মারিবারে পারে কোন্‌জন ॥
উঠহ গান্ধারী নাহি করহ ক্রন্দন।
শাপ দিলে তথাপি না কর সম্বরণ ॥
দুর্যোধন দোষে হৈল বংশের নিধন।
না শুনি আমারে শাপ দিলে অকারণ ॥
আমি যদি দোষে থাকি ফলিবেক শাপ।
আপনার দোষে আমি পাব মনস্তাপ ॥
এতেক বলিয়া মায়া করি নারায়ণ।
পুত্রশোক গান্ধারীর করেন মোচন ॥
ভারতে হরির লীলা বুঝা বড় ভার।
কাশী কহে হরিপদ সার হৈতে সার ॥

যুধিষ্ঠিরাদি কর্তৃক মৃত স্বজনগণের শরীর সৎকার।

কৃষ্ণের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া বলে মহামতি ॥
মন দিয়া শুন পুত্র আমার বচন।
কুরুক্ষেত্র-রণে মরিয়াছে যত জন ॥
রাজরাজেশ্বর রাজা কুমার রাজার।
গণনা করিতে নারি কতেক হাজার ॥
অগ্নিকার্য সবাকার করহ এখন।
নিমন্ত্রি আনিল যাহাদিগে দুর্যোধন ॥

তব আমন্ত্রণে আসিলেক যত রাজ।
না করিলে প্রেতকার্য হইবেক লাজ॥
শ্রীধৌম্য সঞ্জয় আর বিদুর সুমতি।
ইন্দ্রসেন জয়সেন যুযুৎসু প্রভৃতি॥
ইহারা সকলে যাক্ তোমার সহিত।
করুক অন্ত্যেষ্টি কর্ম যে যার উচিত॥
কেকয় প্রভৃতি যোদ্ধা ঘটোৎকচ বীর।
অলম্বুষ রাক্ষসের পোড়াও শরীর॥
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যত এসেছিল প্রাণী।
সবারে সৎকার কর ধর্ম নৃপমণি॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা পেয়ে ধর্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার করিল গগন॥
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজার আজ্ঞায়।
ভীমার্জুন যুধিষ্ঠির আছেন সহায়॥
জ্ঞাতিগণে অগ্নি দিল ধর্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার হইল গগন॥
অপর যতেক রাজা মৃত কুরুক্ষেত্রে।
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজ-আজ্ঞামাত্রে॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইল দাহন।
অনুমৃতা হৈল তাহে কত নারীগণ॥
উত্তরা পড়িতে চাহে অভিমন্যু সনে।
তাহারে বুঝান কৃষ্ণ বিবিধ বিধানে॥
শুন বধূ না মরিহ অভিমন্যু সাথে।
উত্তম পুরুষ আছে তোমার গর্ভেতে॥
পরীক্ষিৎ নামে হবে মহা তেজীয়ান্।
মহা-ধর্মশীল হবে পুরুষ প্রধান॥
এত বলি শান্ত তারে করিল শ্রীহরি।
কুন্তী আসি উত্তরারে নিল হাতে ধরি॥
বিষাদ পাইয়া ধর্ম করেন রোদন।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন॥
চারি ভাই সঙ্গে ল'য়ে পাণ্ডুর কুমার।
গেলেন তর্পণ স্নান হেতু যত আর॥
গঙ্গায় চলিল সবে গোবিন্দ সংহতি।
পঞ্চ পাণ্ডবাদি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি॥
গান্ধারী প্রভৃতি কুন্তী দ্রুপদ-নন্দিনী।
উত্তরা প্রভৃতি আর যতেক রমণী॥
স্নান আদি কৈল সবে জাহ্নবীর জলে।
ধৌম্য পুরোহিত বাক্য বলায় সকলে॥
দুর্যোধন আদি করি শত সহোদর।
সবার তর্পণ করিলেন নৃপবর॥
আর যত রাজগণ সংগ্রামে মরিল।
একে একে সবাকার তর্পণ করিল॥
নর নারী কৈল যত পারত্রিক কর্ম।
যেমন বিধান ছিল শাস্ত্রমত ধর্ম॥
হেনকালে কুন্তীদেবী গিয়া সেইখানে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচনে॥
কর্ণ মহাবীর হয় আমার নন্দন।
সূত-পুত্র বলি যারে বলিলে বচন॥
কন্যাকালে জন্ম হৈল আমার উদরে।
সূর্যের ঔরসে জন্ম জানাই তোমারে॥
অসময়ে জাত বলি করি বিসর্জন।
মঞ্জুষা করিয়া ভাসাইলাম তখন॥
তবে সূত পেয়ে তারে করিল পালন।
প্রসিদ্ধ হইল সেই রাধার নন্দন॥
বলবান বলি দুর্যোধন নিল তারে।
পূর্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমারে॥
জ্যেষ্ঠ সহোদর তব কর্ণ অঙ্গপতি।
তাহার তর্পণ কর ধর্ম মহামতি॥
মায়ের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
বরিষয়ে দুই ধারে নয়নের নীর॥
বিষাদ করিয়া ধর্ম করেন রোদন।
প্রবোধ অর্পেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কুন্তীরে তখন।
পুনশ্চ কহিল কর্ণ-জন্ম বিবরণ॥
দুর্বাসার মন্ত্র পায় যেমন প্রকারে।
কহিল সকল কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
এতেক শুনিয়া ধর্ম মায়ের বচন।
মলিন বদনে পুনঃ করেন রোদন॥
এতদিনে হেন কথা কহিলে জননী।
কর্ণ মোর সহোদর এতদিনে শুনি॥
ভ্রাতৃ-বধ করি আমি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
কর্ণ মোর সহোদর বিক্রমে বিশাল॥

হাহাকার ধ্বনি করি কান্দে সর্বজন।
সবাকারে প্রবোধেন দৈবকী-নন্দন॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা শোকেতে জর্জর।
যোড়হাত করি কহে জননী গোচর॥
শুন গো জননী আমি করি নিবেদন।
জানিলে না হ'ত কভু কর্ণের নিধন॥
গুপ্ত করি রাখিলে না কহিলে আমারে।
তেকারণে বধিলাম জ্যেষ্ঠ সহোদরে॥
এ সকল কথা যদি কহিতে জননী।
তবে কেন বিনাশিব কর্ণ মহাজ্ঞানী॥
নিজ ভাই বধিলাম রাজ্যের লাগিয়া।
ধিক্ ধিক্ প্রাণ মম যাক্ বাহিরিয়া॥
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃতুল্য সর্বশাস্ত্রে বলে।
এ কলঙ্ক রাখিলাম আপনার কুলে॥
এ বড় দারুণ শেল রহিল অন্তরে।
এতদিনে হেন কথা কহিলে আমারে॥
মা হইয়া পুত্র প্রতি এমত বিচার।
শুন গো জননী তাপ বাড়িল আমার॥
শাপ দিব আমি দুঃখ বড় পাই মনে।
গুপ্ত কথা না থাকিবে নারীর বদনে॥
নারীর উদরে আর কথা না রহিবে।
অতি গুপ্ত কথা হৈলে প্রকাশ হইবে॥
এত বলি যুধিষ্ঠির অতি শোকাকুল।
পুনঃ প্রবোধেন কৃষ্ণ হ'য়ে অনুকূল॥
কৃষ্ণ-বাক্যে প্রীতি পেয়ে পাণ্ডুর নন্দন।
শাস্ত্রমত করিলেন কর্ণের তর্পণ॥
ঘটোৎকচ রাক্ষসের করেন তর্পণ।
পুনঃ স্নান করি কূলে উঠেন তখন॥
কূলে রহিলেন ধর্ম হইয়া অসুখী।
ভীমার্জুন সহদেব কেহ নহে সুখী॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে বিস্তর কান্দিল।
পতিহীনা নারী সব যত সঙ্গে ছিল॥
শান্ত করি যুধিষ্ঠির আনেন শিবিরে।
ধৃতরাষ্ট্র আদি সবে রহে অনাহারে॥
শিবিরে রহিল সবে বিষাদিত মনে।
গান্ধারী পুত্রের শোকে কান্দে রাত্রিদিনে॥
অনাহারে তিন রাত্রি করিল যাপন।
নিশিযোগে ফলাহার কৈল সর্বজন॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে করেন রোদন।
আহা মরি কোথা গেল পুত্র দুর্যোধন॥
আজি তিন দিন হৈল পুত্র নাহি দেখি।
কোথা দুর্যোধন কোথা দুর্মুখ ধানুকী॥
গান্ধারী কৃষ্ণেরে কন করিয়া রোদন।
আজি শূন্য হৈল মম সকল ভুবন॥
কোথা গেল দুর্যোধন কহ যদুমণি।
অকারণে প্রাণ ধরি আমি অভাগিনী॥
গান্ধারী এতেক বলি পড়ে ভূমিতলে।
যুধিষ্ঠির ধরি তুলিলেন সেই কালে॥
সান্ত্বনা করেন কৃষ্ণ বিবিধ প্রকারে।
নানাবিধ শাস্ত্রবাক্য বুঝালেন তারে॥
দুর্যোধন লাগি শোক কেন কর বৃথা।
অনিত্য সংসার এই আমি আছি কোথা॥
আদ্য বা শতান্তে যবে অবশ্য মরণ।
শুন গো গান্ধারী শোক কর অকারণ॥
বিজয় পাণ্ডব-কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥

হস্তিনায় রাজত্ব গ্রহণার্থ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ।

বলিলেন জন্মেজয় শুন মুনিবর।
গান্ধারীর শোক জানিলাম বহুতর॥
পতিহীনা নারী যত পাইল যাতনা।
কৃষ্ণ তাহে করিলেন কিরূপে সান্ত্বনা॥
সে সব বৃত্তান্ত মুনি বলহ আমায়।
যুধিষ্ঠির কিরূপেতে আসে হস্তিনায়॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
প্রত্যেক কহিব আমি সে সব ভারতী॥
পুনঃপুনঃ বাড়ে শোক নহে নিবারণ।
তাহা দেখি মৃদু হাসে দেব নারায়ণ॥
বিচারিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির স্থানে।
হস্তিনানগরে তুমি চলহ এক্ষণে॥

সিংহাসনে বসি কর প্রজার পালন।
অনুকূল তোমা প্রতি যত প্রজাগণ॥
হস্তিনার লোক দুঃখী তোমা অদর্শনে।
অযোধ্যার লোক যেন রাম গেলে বনে॥
রাবণ মারিয়া রাম আসিলেন দেশে।
প্রজার পালন করিলেন যে বিশেষে॥
সেইমত কর তুমি হস্তিনানগরে।
পালহ সকল প্রজা প্রসন্ন অন্তরে॥
এত যদি কহিলেন দেব নারায়ণ।
খেদেতে কহেন পুনঃ ধর্মের নন্দন॥
শুন কৃষ্ণ আর আমি হস্তিনা না যাব।
মরণ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রেতে রহিব॥
রাজ্য ধনে আর মম নাহি প্রয়োজন।
সহিতে না পারি আমি নারীর ক্রন্দন॥
পতিহীনা যুবতীর শোক নিরন্তর।
শুন কৃষ্ণ গালি মোরে দিলেক বিস্তর॥
শুনিতে না পারি আমি নিন্দিবেক লোকে।
অতএব ক্ষমা কর যাইতে আমাকে॥
এই সব পাপে আমি না পাব নিস্তার।
হস্তিনা যাইতে কভু না বলিহ আর॥
বড়ই নিন্দিত কর্ম করিয়াছি আমি।
হস্তিনা যাইতে কৃষ্ণ না বলিহ তুমি॥
আমা সম পাপী নাহি শুন গদাধর।
রাজ্য লাগি বধিলাম জ্ঞাতি সহোদর॥
ভীমার্জুন ল'য়ে তুমি যাও হস্তিনায়।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে ল'য়ে সাথে তায়॥
কুন্তীদেবী ল'য়ে আর দ্রুপদ-নন্দিনী।
বিরাট তনয়া ল'য়ে যাহ চক্রপাণি॥
হস্তিনাতে যাহ তুমি সবারে লইয়া।
কুরুক্ষেত্র-তীর্থে আমি থাকিব বসিয়া॥
এত যদি কহিলেন ধর্মের নন্দন।
বুঝায়ে পুনশ্চ তাঁরে কন নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার
পূর্বাপর ইতিহাস বর্ণন।

ধর্মের বচন শুনি, বিচারিয়া চক্রপাণি,
পূর্বকথা কহেন রাজারে।
ভ্রাতৃবধ বলি তুমি, ভয় কর নৃপমণি,
যুদ্ধ নিত্য হয় দেবাসুরে॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির, নিজ মন কর স্থির,
শুন কহি পূর্বের কথন।
পরাশর-সুত ব্যাস, করিলেন যে প্রকাশ,
শ্রবণে কলুষ বিনাশন॥
দিতির হইল সুত, কশ্যপ-ঔরসে জাত,
স্বর্গে ইন্দ্র দেবতার রাজা।
অমরাবতীর নাথ, পুষ্প যার পারিজাত,
রমণী যাহার পুলোমজা॥
দৈত্যগণ মহীতলে, রাজ্য করে বাহুবলে,
নাম কত লইব তাহার।
কোটি কোটি সৈন্য সঙ্গে, সুরপুরে যায় রঙ্গে,
লইতে ইন্দ্রের অধিকার॥
কুলিশ করিয়া হাতে, আরোহিয়া ঐরাবতে,
শচীপতি করেন সংগ্রাম।
যুদ্ধ হৈল দুইজনে, বিবিধ দুঃসহ রণে,
কতদিন না করে বিশ্রাম॥
যুদ্ধ হয় দিবানিশি, নাহি উদে রবি শশী,
কোটি কোটি মরে রণস্থলে।
সে কথা কহিব কত, শুন ওহে ধর্মসুত,
পুরাণ শাস্ত্রেতে হেন বলে॥
নমুচি সম্বর নাম, দৈত্য ছিল বলবান্,
বৃষপর্বা দৈত্যের ঈশ্বর।
যার যশ পৃথিবীতে, লোকে গায় হরষিতে,
যুদ্ধ কৈল সহস্র বৎসর॥
অগ্নি মন্দানল হৈল, শাস্ত্রে হেন বুঝাইল,
সে কথা কহিব কত আমি।
ভ্রাতৃ মারি কতজন, নিল রাজ্য সিংহাসন,
মুনি-মুখে শুনিয়াছ তুমি॥
হিরণ্যকশিপু নাম, দৈত্য ছিল বলবান,
হিরণ্যাক্ষ তার সহোদর।

উদ্যম করিল কত, বিনাশিল শত শত,
যুদ্ধ পাঁচ হাজার বৎসর ॥
ইন্দ্র বজ্র ধরি করে, বিনাশিল দামোদরে,
ইহা বলি না দিলেক ক্ষমা।
নীতি আছে পূর্বাপর, আচরহ নৃপবর,
ইথে কেহ না নিন্দিবে তোমা ॥
গরুড় কশ্যপ-সুত, বিনতা উদরজাত,
কদ্রুর তনয় নাগগণ।
সর্প গরুড়েরে দেখে, দায়াদ করিয়া নখে,
নাগ খগেশ্বরের ভক্ষণ ॥
তুমি কর মনে ভয়, শুন ধর্ম মহাশয়,
কিন্তু হইয়াছে পূর্বাপরে।
আমার বচন শুনি, শোক ত্যজ নৃপমণি,
হস্তিনাতে চলহ সত্বরে ॥
এ সকল বিষ্ণু অংশ, ভ্রাতৃগণে করি ধ্বংস,
নানা ভোগ করিল কৌতুকে।
তুমি মিথ্যা কর ভয়, যুধিষ্ঠির মহাশয়,
শীঘ্র তুমি লও হস্তিনাকে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচিবে ব্যথা,
ভবজন্য হ'য়ে থাকে যত।
কাশীদাস দেব বলে, সুগন্ধি পাইবে কালে,
ভজ কৃষ্ণ-চরণ সতত ॥

শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদের নানা উপদেশে
যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন্।
যুধিষ্ঠিরে বহুবিধ কহেন নারায়ণ ॥
অঙ্গীকার তথাপি না করেন রাজন্।
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন ॥
শুন ওহে ধর্মরাজ ধৈর্য ধর মনে।
হস্তিনানগরে চল আমার বচনে ॥
পৃথিবী পালহ রাজা সিংহাসনে বসি।
ধর্মের নন্দন তুমি হবে রাজ্যবাসী ॥
যে দুঃখ পাইলে তুমি ভ্রমি বনে বনে।
সে সকল কথা কিছু নাহি কর মনে ॥
এত যদি কহিলেন দৈবকী-নন্দন।
দিলেন পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ উত্তর বচন ॥
যত কহিলেন কথা কৃষ্ণ মহাশয়।
কিন্তু মম মনে তাহা কিছুই না লয় ॥
দুর্যোধন লভিলেন নিজ কর্মফল।
তথাপি কাঁদয়ে প্রাণ ভকতবৎসল ॥
রাজ্যভোগে কভু আর নাহি মম মন।
নিরবধি পড়ে মনে ভাই দুর্যোধন ॥
বলিতে বলিতে ধর্ম হইলা মূর্ছিত।
কৃষ্ণার্জুন সহদেব দেখি হন ভীত ॥
তুলিয়া রাজাকে বসাইলেন শ্রীহরি।
বসিয়া কহেন রাজা কৃতাঞ্জলি করি ॥
কি আর প্রবোধ দেহ ওহে দেব হরি।
জ্যেষ্ঠতাত শোক আর সহিতে না পারি ॥
কেমনে এ সব কথা শুনিব শ্রবণে।
শুন কৃষ্ণ কার্য নাহি মম রাজ্য ধনে ॥
দ্রৌপদী মরিবে পঞ্চ পুত্র বিবর্জিতা।
অভিমন্যু-শোকে কান্দে বিরাট-দুহিতা ॥
ভাই বন্ধু গেল আমি ক্ষত্রিয়-নাশক।
বলিতে না পারি যত আমার পাতক ॥
প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয় ইহার।
আর কিছু না বলিহ দৈবকী-কুমার ॥
তবে ব্যাসদেব প্রবোধেন যুধিষ্ঠিরে।
শুন ধর্ম শোক কেন ভাবহ অন্তরে ॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন মন করি।
গতজীবে শোক বৃথা মিছা মায়া ধরি ॥
যথায় সংযোগ তথা বিয়োগ অবশ্য।
সলিলের বিম্ব যেন সংসার-রহস্য ॥
জন্মিলে মরণ আছে জানে সব লোক।
জন্ম মৃত্যু দেহ ধরি না করিহ শোক ॥
এ সব ঈশ্বর লীলা শুন নরপতি।
সেই সে বুঝিতে পারে কৃষ্ণে যার মতি ॥
চিরজীবী কেহ নহে শুন যুধিষ্ঠির।
কালেতে বিনাশ পায় ভৌতিক শরীর ॥
ইহাতে বিষাদ কেন শুনহ রাজন্।
পুনঃপুনঃ কহিলেন নিজে নারায়ণ ॥

এত বলি কহিলেন বহু ইতিহাস।
প্রবোধ দিলেন যুধিষ্ঠিরে মুনি ব্যাস॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম নৃপবর।
মৌনেতে রহেন কিছু না দেন উত্তর॥
কৃষ্ণেরে কহেন তবে বীর ধনঞ্জয়।
কত ক্লেশ পান রাজা কহিতে সংশয়॥
জ্ঞাতি-বধ পাপে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির।
বিশেষ আকুল বড় ভীম মহাবীর॥
কেমনে পাইবে রাজ্য কহ ভগবান্।
বৃথা করিলাম তবে এতেক সংগ্রাম॥
আপনি নিশ্চয় কহ রাজা যুধিষ্ঠিরে।
তবে রাজ্য পাই প্রভু জানাই তোমারে॥
রাজ্যধন নাহি চান ধর্ম নৃপমণি।
আমাকে চাহিয়া নৃপে বুঝাহ আপনি॥
অর্জুনের বাক্য শুনি উঠেন গোবিন্দ।
নয়ন প্রসন্ন যেন ফুল্ল অরবিন্দ॥
ভক্তি করি কাছে গিয়া গোবিন্দ আপনি।
যুধিষ্ঠির হাতে ধরি কহেন তখনি॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
কেন নাহি শুন রাজা ব্যাসের বচন॥
সামান্য লোকের প্রায় নাহি শুন কথা।
অজ্ঞান নহেতো তুমি সর্বশাস্ত্রজ্ঞাতা॥
সে সব মরিল রণে জ্ঞাতি বন্ধুজন।
শোক কৈলে পাপে হেন না হয় রাজন্॥
বৃথা শোকে আপনার বুদ্ধি হয় ক্ষয়।
শাস্ত্রকথা কেন নাহি শুন মহাশয়॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
কিছু না কহেন তবে ধর্মের নন্দন॥
পুনঃ ব্যাস মুনি তাঁরে বুঝান বিস্তর।
মৌনভাবে রহে তবু না দেন উত্তর॥
কহিল নারদ মুনি নানা উপদেশ।
না করিহ শোক রাজা কহিনু বিশেষ॥
জ্ঞাতিবধ বলি ভয় নাহি কর চিতে।
শোক নিবর্তিয়া রাজা চল হস্তিনাতে॥
বুঝায়ে নারদ কহে আর দামোদর।
ব্যাসের বচন রাখ শুন নৃপবর॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
হস্তিনাতে কর গিয়া প্রজার পালন॥
অনাথ ব্রাহ্মণ সব চাহেন তোমাকে।
তোমার কারণে নিত্য কান্দে প্রজালোকে॥
অবশেষে যত আছে পৃথিবীর পতি।
উপাসনা হেতু আছে শুন নরপতি॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্মতি।
হস্তিনা যাইতে তবে দেন অনুমতি॥
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির যান হস্তিনায়।
তাহা দেখি ভীমার্জুন আনন্দিত কায়॥
দিব্য রথে চড়িলেন পাণ্ডবের পতি।
তাহাতে সারথি হৈল ভীম মহামতি॥
কৃষ্ণার্জুন দিব্য রথে চড়ে দুইজন।
মাদ্রীসুত দোঁহে করে রথে আরোহণ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি চড়িল বিমানে।
সঞ্জয় যুযুৎসু আদি চলে সর্বজনে॥
গান্ধারী সহিতে যত ল'য়ে নারীগণ।
করিলেন কুন্তীদেবী রথে আরোহণ॥
শোকেতে গান্ধারীদেবী নেউটিয়া চায়।
দুর্যোধন বলি দেবী কান্দে উভরায়॥
থাক কুরুক্ষেত্রে মম শতেক নন্দন।
আমি অভাগিনী যাই আপন ভবন॥
দারুণ বিধাতা এত করিল আমাকে।
কোথায় ত্যজিয়া আমি যাইরে সবাকে॥
এত বলি মহাদেবী বিলাপ করিল।
সারথি সুজন রথ শীঘ্র চালাইল॥
সাত্যকি চলিল রথে হরষিত চিতে।
কোলাহল করি সবে চলে হস্তিনাতে॥
ভীম করে সিংহনাদ পেয়ে মনে প্রীত।
তাহা শুনি গান্ধারীর হৃদয় দুঃখিত॥
শীঘ্রগতি দ্বারী গেল হস্তিনানগরে।
ধর্ম-আগমন জানাইল সবাকারে॥
দূতমুখে সুসংবাদ পেয়ে পাত্রগণ।
সবে মিলি করে তবে নগর সাজন॥
বান্ধিল তোরণ সব বড় উচ্চ করি।
কদলী রোপণ করিলেক সারি সারি॥

রাজমার্গ সুসংস্কার করিল যতনে।
সুবাসিত কৈল পথ অগুরু চন্দনে ॥
হস্তিনানগরে যত আছয়ে ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্ম আগমন শুনি আনন্দিত মন ॥
আগুসরি দ্বিজগণ আশীর্বাদ দিল।
শুভক্ষণে ধর্ম্মরাজ পুরে প্রবেশিল ॥
গান্ধারী বলেন তবে যত মুনিগণে।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর হস্তিনাভুবনে ॥
এত বলি চাহিলেন ধর্ম্মরাজ পানে।
বসি আছে যুধিষ্ঠির বিরস বদনে ॥
গান্ধারী কহেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমা হ'তে বসুমতী হইবে শোভন ॥
নিজ দোষে হত হৈল মোর পুত্রগণ।
ক্রন্দন করি যে আমি মায়ার কারণ ॥
তোমারে কি নীতি আর বুঝাইব আমি।
সকলের মূল কৃষ্ণ আছেন আপনি ॥
সকলের কর্ত্তা আছে দেব যদুবীর।
ধর্ম্মপুত্র হও তুমি ধার্ম্মিক সুধীর ॥
নিবেদন করি শুন প্রভু চক্রপাণি।
হস্তিনাতে যুধিষ্ঠিরে রাজা কর তুমি ॥
এত যদি কহিলেন গান্ধার-নন্দিনী।
অধিবাসে মুনিগণ কৈল বেদধ্বনি ॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য বাজে সপ্তস্বরা বীণা।
অতঃপর যুধিষ্ঠির পাইল হস্তিনা ॥
হস্তিনা নগরে রাজা হৈল হরষিত।
এতদূরে নারীপর্ব হৈল সমাপিত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

স্ত্রীপর্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

শান্তিপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল পিতামহগণ ॥
কিরূপে বৈভব ভোগ কৈল পঞ্চজন।
কিবা ধর্ম উপার্জিল পালি প্রজাগণ ॥
শর-শয্যাগত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
কি হেতু উত্তরায়ণে ত্যজেন জীবন ॥
কিবা যোগধর্ম কহিলেন যুধিষ্ঠিরে।
বিস্তার করিয়া মুনি বলহ আমারে ॥
মুনি বলে অবধান করহ রাজন্।
হস্তিনানগর মাঝে ধর্মের নন্দন ॥
মহা-ধর্মশীল রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ ॥
সর্বত্র সমান ভাব গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন পূর্বে ছিল রাম ॥
জ্ঞাতি বন্ধুজনে সবে সতত সানন্দ।
মহারাজ বিদ্যাশীল সকলি স্বচ্ছন্দ ॥
রাজার প্রসাদে রাজ্যে সর্বলোকে সুখী।
মৌন হ'য়ে মহারাজ রহে অধোমুখী ॥
নাহি রুচে অন্ন জল কান্দিয়া ব্যাকুল।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃ আদি ভাবিয়া আকুল ॥
নৃপতির শোকে শোকাতুর সর্বজন।
একদিন ভীম পার্থ মাদ্রীর নন্দন ॥
পাত্র মিত্র বন্ধু আর ধৌম্য তপোধন।
নানামতে নৃপে করে প্রবোধ অর্পণ ॥
অনেক প্রকারে সবে বুঝায় রাজারে।
যোগমার্গ কথা কহি অনেক প্রকারে ॥
না শুনেন কারো বাক্য রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীষ্ম পিতামহ-শোকে আপনি অস্থির ॥
সূর্যের অভাবে যেন কমলের দল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিনে তেন নৃপতি সকল ॥
নিরবধি এই চিত্তে চিন্তেন রাজন্।
চাহেন আপন দেহ করিতে নিধন ॥
অনাহারে বিষাদিত ক্ষীণ কলেবর।
জানিয়া রাজার কষ্ট ব্যাস মুনিবর ॥
অতি শীঘ্র আসিলেন রাজার সদন।
উচিত বিধানে পূজা করেন রাজন্ ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দেন বসিবারে সিংহাসন।
সুবাসিত জলে করি পদ প্রক্ষালন ॥
সুস্থ হয়ে আসনেতে বসি মহামুনি।
রাজারে বিমনা দেখি জিজ্ঞাসে কাহিনী ॥
কি হেতু চিন্তিত রাজা নেহারি তোমারে।
কোন সুখে হীন তুমি এই চরাচরে ॥
ইন্দ্রের সমান তব চারি সহোদর।
সর্বগুণান্বিত রণে মহাধনুর্ধর ॥
বাহুবলে শত্রুগণে করিয়া সংহার।
হস্তিনাতে অভিষেক করিল তোমার ॥
সবে অনুগত তব ভ্রাতৃ-বন্ধুগণ।
কিঙ্কর সদৃশ সবে করয়ে সেবন ॥
সংসারের হর্তা কর্তা দেব জগৎপতি।
আজ্ঞাকারী তব সদা খ্যাত বসুমতী ॥

তেজে যশে বলে ধর্মে প্রজা পালনেতে।
তোমার সদৃশ রাজা নাহি পৃথিবীতে ॥
এত শুনি প্রণমিয়া কহেন ভূপতি।
আমার দুঃখের কথা শুন মহামতি ॥
জগতে না জন্মে পাপী সদৃশ আমার।
রাজ্যলোভে জ্ঞাতি বন্ধু ক'রেছি সংহার ॥
কল্পতরু পিতামহ ভীষ্ম কুরুনাথ।
রাজ্যভোগ হেতু তারে করেছি নিপাত ॥
দ্রোণ গুরু আদি যত সুহৃদ সুজন।
সংহার করিনু আমি রাজ্যের কারণ ॥
এ তনু রাখিয়া আর কিবা প্রয়োজন।
মহাপাপ করিলাম ভোগের কারণ ॥
এই হেতু অনাহারে আপনার কায়।
করিব নিপাত আমি আছি এ আশায় ॥
মুনি বলে অবধান কর জন্মেজয়।
এত শুনি হাসি কহে ব্যাস মহাশয় ॥
ধর্মশাস্ত্র-জ্ঞাত তুমি ধর্মের নন্দন।
জ্ঞানবান্ হয়ে হেন কহ কি কারণ ॥
অনন্ত প্রকার জ্ঞান বেদের বচন।
তাহা পাসরিলে কেন না বুঝি কারণ ॥
জ্ঞান হ'তে লভে ধর্ম জ্ঞানে পাপ খণ্ডে।
জ্ঞানের প্রতাপে সবে তরে যমদণ্ডে ॥
অনন্ত লোচন জ্ঞান শুন মহাজন।
তোমাতে সে দিব্য জ্ঞান আছে হে রাজন্ ॥
কহিলে যে মহাপাপ কৈলে উপার্জন।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ কহে সর্বজন ॥
তার হেতু কহি রাজা শুন দিয়া মন।
ধার্মিক জনের পাপ নাহি কদাচন্ ॥
তুলারাশি সম পাপ শুনহ রাজন্।
ধর্মের প্রতাপে ভস্ম হয় সেইক্ষণ ॥
সংসারের হর্তা কর্তা দেব দামোদর।
যাঁর নাম লৈলে পাপহীন হয় নর ॥
যাঁর নাম কীর্তন শ্রবণ দরশনে।
অশেষ পাপীর পাপ খণ্ডে সেইক্ষণে ॥
সদাকাল সঙ্গে রাজা যেই নারায়ণ।
কান্ যুদ্ধে পাপ ভয় চিন্তহ রাজন্ ॥
কি হেতু আপন প্রাণ চাহ ছাড়িবারে।
আত্মহত্যা সম পাপ নাহিক সংসারে ॥
ব্রহ্মবধ নারীবধ গোহত্যা করণ।
ইহাতে নিষ্কৃতি আছে বেদের বচন ॥
আত্মহত্যা পাপে রাজা নাহিক নিষ্কৃতি।
আগম পুরাণ মত বেদের ভারতী ॥
জানিয়া শুনিয়া হেন চিন্তহ রাজন্।
যদি না আছয়ে রাজা ভ্রান্ত তব মন ॥
মন দিয়া শুন তবে আমার বচন।
ঘুচিবেক ভ্রম শুনি ভীষ্মের কথন ॥
শীঘ্রগতি ভীষ্ম স্থানে করহ গমন।
এত বলি নিজ স্থানে যান তপোধন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥

ভীষ্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের গমন।

মুনি বলে অবধানে, শুন রাজা একমনে,
যোগমার্গ পুরাণ কথন।
ব্যাসের বচন শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
হস্তিনার যত পুরজন ॥
ভ্রাতৃ মন্ত্রী অনুচর, সহ ধর্ম নরবর,
দিব্য রথে করি আরোহণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র, কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র,
হস্তিনার যত প্রজাগণ ॥
চলিল রাজার সঙ্গে, বাদ্য কোলাহল রঙ্গে,
দেখিবারে গঙ্গার নন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদি, চলে গান্ধারী দ্রৌপদী,
কুন্তী আদি যত নারীগণে ॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন আর, সঙ্গে ল'য়ে পরিবার,
বাদ্য-কোলাহলে যদুপতি।
গেলেন ভীষ্মের স্থান, দেখি ভীষ্ম মতিমান্,
আদর করেন সবা প্রতি ॥
যার যেই যোগ্যাসন, বসিলেন ক্ষত্রগণ,
প্রণমিয়া ভীষ্মের চরণে।
একভিতে দ্বিজগণ, পাতি দিব্য কুশাসন,
আনন্দে বসিল সেইস্থানে ॥

যুধিষ্ঠির নরপতি, চিত্তে দুঃখী হ'য়ে অতি,
ভ্রাতৃগণ সহ শোকমনে।
লোটায় ধরণী'পরে, মুখে নাহি বাক্য সরে,
বসিলেন বিষণ্ণ বদনে॥
যথাযোগ্য সম্ভাষণ, করে ভীষ্ম মহাজন,
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য সর্বজনে।
দেখিয়া অমরগণ, প্রশংসিল সর্বজন,
সাধুবাদে গঙ্গার নন্দনে॥
ভারতের পুণ্যকথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
পুণ্য বৃদ্ধি পাপের বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

যুধিষ্ঠিরের নিকট ভীষ্মের যোগ কথন।

ভীষ্মেরে কহেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমার বিয়োগে চিত্ত নহে মোর স্থির॥
আমা সম পাপ-আত্মা নাহিক সংসারে।
রাজ্য হেতু পিতামহ নাশিনু তোমারে॥
পাপী আমি নরাধম অতি দুরাচার।
জ্ঞাতি-বধ করি পাপ করিলাম সার॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতি বন্ধু সবারে বধিয়া।
করিলাম বেদশাস্ত্র বহির্ভূত ক্রিয়া॥
কল্পতরু পিতামহ তোমার বিনাশ।
করিলাম মনে করি ধন অভিলাষ॥
দ্রোণাচার্য গুরু আদি সুহৃদ্ সুজন।
জ্ঞাতি বন্ধু পরিবার বহু রাজগণ॥
কর্ণ সোমদত্ত আদি বাহ্লীক নৃপতি।
দ্রুপদ সুশর্মা আর বিরাট প্রভৃতি॥
কর্ণ হেন ভাই মম দ্রোণ হেন গুরু।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ আদি পুত্র চারু॥
আমার কারণে সবে পড়িল সমরে।
আমা সম পাপী নাহি এ ঘোর সংসারে॥
কিবা ছার রাজ্যলোভে করি হেন পাপ।
তোমাকে মারিয়া আমি পাই বড় তাপ॥
রাজ্যপদ ছাড়ি আমি যাব দেশান্তর।
অনশনে রহি তেয়াগিব কলেবর॥
রাজ্য পদে আর মম নাহি প্রয়োজন।
ভীমে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিব বন॥
তপস্যা করিয়া কায় করিব শোধন।
যোগবলে আত্মা আমি করিব নিধন॥
এত বলি অধোমুখে কান্দেন রাজন্।
প্রবোধ বচনে ভীষ্ম বলেন তখন॥
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন।
ইতিহাস কহি এক করহ শ্রবণ॥
সহস্রেক ফল শান্তিপর্বের কথন।
শান্তিকথা কহি শান্ত হইবে রাজন্॥
জ্ঞাতিবধ পাপ আদি সব হবে ক্ষয়।
মহাযোগ ফল পাবে নাহিক সংশয়॥
সর্বত্র মঙ্গল হবে সর্বত্র বিজয়।
হৃদয় সুস্থির হবে শুন মহাশয়॥
সংসারের হর্তা কর্তা দেব নিরঞ্জন।
সৃজন পালন তিনি করেন নিধন॥
কে কারে মারিতে পারে কার কি শকতি।
কর্মবন্ধে ভোগ যত করে কর্মগতি॥
কর্ম বন্ধে যাতায়াত করে সংসারেতে।
পুনঃপুনঃ মরে জন্মে পাপ পুণ্য হ'তে॥
পাপেতে পাপীর পাপ নিত্য বৃদ্ধি হয়।
যত পাপ তত ভোগ দুর্গতি নিশ্চয়॥
মিথ্যা বলি চুরি করি কলুষ অর্জয়।
কালদণ্ডে যমরাজ তাহারে পীড়য়॥
সহস্র শতেক আছে যমের যাতনা।
তাহাতে মরয়ে লোক না বুঝি আপনা॥
অনিত্য শরীর রাজা অনিত্য ভাবনা।
নিত্য বস্তু না জানিয়া পাসরে আপনা॥
ধন হ'তে অতিশয় বাড়ে অহঙ্কার।
আত্মস্তুতি পরনিন্দা পাপী দুরাচার॥
ধনমদে মত্ত হয়ে বস্তু নাহি মানে।
নিকটে অন্তকপুর দুর্জনে না জানে॥
পাপ করি ধন অর্জে চুরি হিংসা বাদ।
না জানে দুর্জন জন আপন প্রমাদ॥
সর্বত্র সমান মৃত্যু না জানে দুর্মতি।
ধর্মশাস্ত্র মানে যার আছে ধর্মে মতি॥

অন্তকালে পাপ ভোগ না হয় এড়ান।
যাহা করে তাহা ভুঞ্জে পাপিষ্ঠ অজ্ঞান॥
অপার সংসার এই শুনহ রাজন।
অনিত্য শরীর নিত্য নহে ধন জন॥
আছয়ে ইহাতে এক বেদের বচন।
অসার সংসার এই শুন বিবরণ॥
নিত্যবস্তু নারায়ণ এক সনাতন।
তাঁহার ভক্তিতে হয় পাপ বিমোচন॥
যখন জনম হয় মরণ অবশ্য।
ইন্দ্র আদি দেবতার এইত রহস্য॥
জন্মিলে মরণ পায় অবশ্যই লোক।
মহাজন তাহাতে না করে কোন শোক॥
অসার সংসার দেখ রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক পরিহরি রাজা মন কর স্থির॥
এত শুনি সবিস্ময় ধর্মের তনয়।
করযোড়ে জিজ্ঞাসেন কহ মহাশয়॥
মৃত্যু হেন বস্তু কেবা করিল সৃজন।
পূর্বাপর আছে কিবা ব্যাপিত ভুবন॥
মৃত্যু বলি কোনজন এ তিন ভুবনে।
ছোট বড় সর্বজীবে ফেলয়ে নিধনে॥
কে সৃষ্টি করিল মৃত্যু হৈল কি কারণে।
মৃত্যুতে সংহার হয় বড় বড় জনে॥
যম বলে কারে তার হয় কোন বশে।
কিবা ব্যবসায় করে থাকে কোন্ দেশে॥
ভীষ্ম বলিলেন বলি শুনহ রাজন্।
মৃত্যুর বৃত্তান্ত কথা অদ্ভুত কথন॥
যবে করিলেন ব্রহ্মা সৃষ্টির পত্তন।
মৃত্যু হেন বস্তু নাহি হইল সৃজন॥
সংসার ব্যাপিল জীবে কেহ নাহি মরে।
পৃথ্বী যায় রসাতলে অতি গুরুভারে॥
শুনিয়া সকল তত্ত্ব চিন্তে প্রজাপতি।
মহা ভারাক্রান্ত হন মাতা বসুমতী॥
চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা যথা ভগবতী।
ললাট হইতে ঘর্ম উপজিল অতি॥
সেই ঘর্ম মৃত্যু নামে লভিল জনম।
মহাভয়ঙ্কর মূর্তি বড়ই বিষম॥
ব্রহ্মারে চাহিয়া মৃত্যু বলিল বচন।
আজি সর্বজীবে আমি করিব নিধন॥
একজন না রাখিব পৃথিবীতে আর।
ছোট বড় সর্বজীবে করিব সংহার॥
এতেক বলিয়া মৃত্যু কাঁপে থর থর।
হাসিয়া মৃত্যুকে কহিলেন সৃষ্টিধর॥
ক্রোধ সম্বরহ মৃত্যু শুনহ বচন।
জম্বুদ্বীপে শীঘ্রগতি করহ গমন॥
ধর্মাধর্ম বুঝি দণ্ড কর সর্বজনে।
ব্যাধিরূপে বধ কর যত জীবগণে॥
সর্বত্র ব্যাপক হও বরেতে আমার।
চতুর্দশ ভুবনেতে কর অধিকার॥
চতুঃষষ্টি ব্যাধি সৃষ্টি দেন তার সনে।
প্রেতপুরে যমরাজ চলিল তখনে॥
পুরী চতুর্দিকে তার অপূর্ব রচন।
সেই কথা কহি শুন ধর্মের নন্দন॥
দেব ঋষি সন্ন্যাসীরা মরিলে রাজন্।
উত্তর দুয়ারে ধায় যমের সদন॥
পশ্চিম দুয়ারখানি অতি রম্যস্থল।
নানা দ্রব্য ভোগ্য আছে অমৃত সকল॥
সম্মুখ-যুদ্ধেতে পড়ে যেই যোদ্ধাগণ।
পশ্চিম দুয়ারে যায় যমের সদন॥
পূর্বদ্বারখানি দেখি পরম সুন্দর।
দধি দুগ্ধ ভক্ষ্য দ্রব্য রম্য সরোবর॥
স্বামীর সহিত মরে যত নারীগণ।
স্বামী ল'য়ে পূর্বদ্বারে করয়ে গমন॥
দক্ষিণ দ্বারের কথা কহা নাহি যায়।
শুনিলে রোমাঞ্চ হয় সকলের কায়॥
দক্ষিণ দুয়ারে বহে বৈতরণী নদী।
পাপীর শরীর দহে পরশয়ে যদি॥
মস্তকে করয়ে দূত মুষল প্রহার।
সাঁতারিয়া পাপী সব তাহে হয় পার॥
পার হ'তে আছে যত শুনহ কাহিনী।
কৃমিতে মাথার খুলি খায় ইহা জানি॥
ঠাঁই ঠাঁই একেশ্বর হ'তে হয় পার।
শৃগাল কুক্কুরে খায় ঘোর অন্ধকার॥

চৌরাশী নরককুণ্ড তাহার দক্ষিণে।
তাহার সকল কথা শুন অবধানে॥
বজ্রকীট পোকা আছে তাহার ভিতর।
গ্রাসে গ্রাসে পাপী বেড়ি খায় নিরন্তর॥
স্বামী-বাক্য নাহি মানে স্থাপিত হরণ।
দেবতারে নিন্দে আর নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ॥
তাহারে ফেলয়ে ঘোর নরক ভিতরে।
ধর্মাধর্ম বিবেচনা চিত্রগুপ্ত করে॥
মহাকুণ্ড নাম ধরে পূরিত শোণিত।
শতেক যোজন তাহা কণ্টকে পূরিত॥
সে নরকে গোবধ স্ত্রীবধকারী যায়।
সর্বাঙ্গ পোড়ায় তারে নরক-পীড়ায়॥
কুম্ভীপাক নরকের শুনহ কথন।
শুনি পরিমাণ সেই সপ্তক যোজন॥
তাহে ভাজা হয় পাপী আপনার তৈলে।
ব্রহ্মবধ করে কিম্বা সুবর্ণ হরিলে॥
মিথ্যা কথা কহে যেবা করয়ে শাসন।
কুম্ভীপাক নরকেতে তাহার গমন॥
যে মহারৌরব নাম নরক বিশেষ।
শুনহ তাহার কথা বলিব অশেষ॥
তনয়া বিক্রয় যেবা করে মূঢ়জন।
সে মহারৌরবে হয় তাহার গমন॥
আর যেবা মহাপাপ করে মহীতলে।
নরক ভুঞ্জয়ে যত ক্রমে বহুকালে॥
সংক্ষেপে কহিনু যমপুরীর কথন।
কহিব ধর্মের ফল শুনহ রাজন॥
যোগধর্ম সাধি যেবা ভজে নারায়ণ।
বিধিমতে ভক্তিভাবে করয়ে পূজন॥
চম্পক রথেতে সেই করি আরোহণ।
বিষ্ণুরাজ ধর্মরাজে করে নিরীক্ষণ॥
সেইক্ষণে ধর্মরাজ বিবিধ প্রকারে।
বিষ্ণুতুল্য ভাবি পূজা করয়ে তাহারে॥
বৈকুণ্ঠ হইতে তবে দেব নারায়ণ।
দিব্যরথ পাঠাইয়া দেন সেইক্ষণ॥
যমেরে প্রণমি রথে করি আরোহণ।
দেবতুল্য হ'য়ে করে বৈকুণ্ঠে গমন॥
জলদান অন্নদান করে যেইজন।
আত্মতুল্য অতিথিরে করে আরাধন॥
রথে চড়ি যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন।
কোনকালে তাহার না হইবে পতন॥
ধর্মাধর্ম ফলাফল করিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহি যে কিছু শুন সারোদ্ধার॥
ভুঞ্জায়ে ধরমাধর্ম নিজে যমরাজে।
ধর্মাধর্ম বিবেচনা তাঁহার সমাজে॥
যে যেমন ধর্ম করে সে তেমন পায়।
সর্বসুখে পূর্ণ হ'য়ে যমপুরে যায়॥
ধর্মাধর্ম বিচারের কর্তা ধর্মরাজ।
অন্তকালে যায় জীব যমের সমাজ॥
সংসারের হর্তা কর্তা দেব দামোদর।
যাঁর নামে নাশে যত পাতক-নিকর॥
শ্রবণ কীর্তন নাম স্মরণ বন্দন।
সখ্যভাব দাস্যভাব আত্মনিবেদন॥
বিবিধ বিষ্ণুর ভক্তি বেদের বচন।
কি কারণে তাহে নর না করে সাধন॥
জয় জয় নাম রূপ জয় জগদীশ।
অপার মহিমা জয় জয় অজ ঈশ॥
নমো নমঃ সুপ্রকাশ সর্ব কামদায়।
নমো নারায়ণ জন্ম বন্ধন খণ্ডায়॥

——

পাপবিশেষে নরক বিশেষ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
সংক্ষেপে যমের পুর করহ বাখান॥
কি পাপ করিলে জীব পায় কিবা ফল।
বিস্তার করিয়া কহ শুনি সে সকল॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি দিয়া হরে যেইজন॥
অন্তে তারে ল'য়ে যায় যমের কিঙ্কর।
ঊর্ধ্ব বাহু করি বান্ধে স্তম্ভের উপর॥
তলেতে তুষের ধূম দেয় ভয়ঙ্কর।
ধূম পান করে এক শতেক বৎসর॥
তার পরে জন্মে পুনঃ সেই নরাধম।
কীট-পতঙ্গাদি হয় চৌরাশী জনম॥

অনন্তর নরজন্ম পায় দুরাচার।
পুনঃপুনঃ তাহা ভোগ করয়ে অপার॥
কোপদৃষ্টে ব্রাহ্মণেরে চাহে যেইজন।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন॥
সহস্র সহস্র সূচী করিয়া দহন।
তাহার নয়ন দুই বিন্ধে দূতগণ॥
মহতের নিন্দা শুনি হাসে যেইজন।
তপ্ততৈল তার কর্ণে করয়ে সেচন॥
বল করি অনর্থের ধন যেবা হরে।
অন্তকালে পড়ে সেই নরক ভিতরে॥
পরেতে সহস্র জন্ম হয় পক্ষীজাতি।
অশেষ যাতনা ভোগ করে নিতি নিতি॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেইজন।
কিছুমাত্র নিবেদিয়া করয়ে ভক্ষণ॥
অসিপত্র মধ্যে তার অন্তিমে গমন।
অনন্তর হয় তার রাক্ষস জনম॥
বিপ্রে দান দিতে বিঘ্ন করে যেইজন।
তার পাপভোগ কহি শুন দিয়া মন॥
অন্তকালে যমদূত ল'য়ে সেইজনে।
অধোমুখ করি ফেলে নরক দারুণে॥
তদন্তরে কালানল মহাভয়ঙ্কর।
হাতে পায়ে বান্ধি ফেলে তাহার ভিতর॥
তদন্তরে অগ্নি হ'তে তুলিয়া যতনে।
তপ্তক্ষার তার অঙ্গে করয়ে সেচনে॥
তদন্তরে ফেলে ক্রিমিহ্রদের ভিতর।
মাথার উপর মারে লোহার মুদ্গর॥
এইরূপে শত শত বিষম যাতনা।
ভুঞ্জায়েন যম তারে না হয় বর্ণনা॥
পরনারী হরে যেবা বল ছল করি।
তার পাপ কহি শুন ধর্ম অধিকারী॥
লৌহময় দিব্যনারী করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ॥
স্বামী ছাড়ি যেই নারী ভজে অন্যপতি।
যতেক তাহার শাস্তি শুন মহীপতি॥
লোহার পুরুষ এক করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ॥
কটাক্ষমাত্রেতে তারে রতি করাইয়া।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে বন্ধন করিয়া॥
দেবতা প্রমাণে শত সহস্র বৎসর।
তাবৎ থাকয়ে কুম্ভীপাকের ভিতর॥
তদন্তরে মর্তলোকে হয় পশুযোনি।
পুনঃপুনঃ পাপভোগ করয়ে পাপিনী॥
স্বহস্তে ব্রাহ্মণ বধ করে যেইজন।
অসংখ্য যাতনা তারে ভুঞ্জায় শমন॥
যাহার যেমন পাপ ভোগে সে তেমন।
সংক্ষেপে জানাই পাপভোগের কথন॥

ধর্মফল কথন।

বৃত্তিদান দিয়া যেবা স্থাপয়ে ব্রাহ্মণে।
তার পুণ্যফল কত কহিব বদনে॥
বরঞ্চ ভূমির রেণু গণিবারে পারি।
বরং সমুদ্র জল কলসীতে ভরি॥
তথাপি তাহার পুণ্য না হয় বর্ণন।
ইতিহাস কহি এক শুনহ রাজন্॥
সুঘোষ নামেতে এক বিপ্রের নন্দন।
কুণ্ডিন নগরে বাস মহা তপোধন॥
অষ্ট ভার্যা শত পুত্র কন্যা শত জন।
সম্পদ বিহীন দ্বিজ অদৃষ্ট কারণ॥
নানা দুঃখ ক্লেশ দ্বিজ করে অনিবার।
তথাপি ভরণ নাহি হয় সুত-দার॥
অন্ন বিনা শিশুপুত্র শিশু কন্যাগণ।
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে তারা করিয়া ক্রন্দন॥
দুঃখীর সন্তান জানি যত পুরজন।
ঘৃণা বোধে ক্রোধে সবে করয়ে তাড়ন॥
যার স্থানে ভিক্ষা কিছু মাগে দ্বিজবর।
নাহি দেয় দুঃখী জানি বলে কটূত্তর॥
বহুদুঃখে দ্বিজবর অনেক চিন্তিল।
সেস্থান ছাড়িয়া শীঘ্র গমন করিল॥
কোশল নগরে রাজা কৌশল নামেতে।
পরিবার সহ দ্বিজ চলিল তথাতে॥
বৃত্তিদান মাগিলেন নৃপতির স্থান।
নৃপতি করেন যথাযোগ্য বৃত্তিদান॥

আনন্দে রহিল দ্বিজ কোশলনগরে।
পরিবার সহ থাকি সুখভোগ করে॥
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণেরে স্থাপে নরবর।
সেই পুণ্যে হৈল স্থিতি স্বর্গের উপর॥
বিপ্রের মহিমা সদা দেব অগোচর।
ব্রাহ্মণ হইতে তরে পতিত পামর॥
বিষ্ণুর শরীর দ্বিজ বিষ্ণু-অবতার।
যাহারে গোবিন্দ করিলেন পরিহার॥
পদাঘাত খেয়ে স্তুতি করেন সে কালে।
অদ্যাপিহ পদচিহ্ন আছে বক্ষঃস্থলে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্মের নন্দন।
স্বয়ং বিষ্ণু সর্বকর্তা জানি সনাতন॥
তারে পদাঘাত কেন করিল ব্রাহ্মণ।
কহ পিতামহ শুনি সব বিবরণ॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার নন্দন।
অবধানে শুন রাজা হ'য়ে একমন॥
পূর্বে ভৃগু মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মসত্র কৈল ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ॥
পৌলস্ত্য পুলহ ক্রতু আদি তপোধন।
বশিষ্ঠ নারদ বিষ্ণু যত মুনিগণ॥
একত্র হইয়া সবে যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে ভৃগু চিত্তে বিতর্ক উঠিল॥
দেখি সবে মুনিগণে বিস্ময় জন্মিল।
কেবা সে ঈশ্বর বলি জানিতে নারিল॥
অতি শীঘ্র মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
জানিবার তরে গেল হরের সদন॥
মহাদেবে কপটে না করিল প্রণতি।
দেখি মহাক্রোধ করিলেন পশুপতি॥
ক্রোধ সম্বরিয়া হর কহেন বচন।
কি হেতু আসিলে হেথা ভৃগু তপোধন॥
চিত্তেতে আক্রোশ কেন সক্রোধবদন।
কি হেতু তোমাকে আমি দেখি যে বিমন॥
শুনিয়া উত্তর কিছু না দিল তাঁহারে।
মহাক্রোধে মহেশ্বর বলে আরবারে॥
অহঙ্কার করি তুমি না মান আমারে।
অবহেলা কর কেন জিজ্ঞাসি তোমারে॥
অহঙ্কারে উত্তর না দেহ দুরাচার।
এ হেতু তোমারে আজি করিব সংহার॥
এত বলি শূল কুলি নিল নিজ হাতে।
ভৃগুরে মারিতে ক্রোধে যান ভূতনাথে॥
হাতে ধরি মহেশ্বরে রাখে ত্রিলোচনা।
তথা হৈতে গেল ভৃগু হইয়া বিমনা॥
শীঘ্রগতি ব্রহ্মলোকে উত্তরিল গিয়া।
ব্রহ্মারে না বলে কিছু চিত্তে দুঃখী হৈয়া॥
কপটে সম্ভাষা নাহি কৈল জনকেরে।
দেখি ক্রোধ করিলেন বিরিঞ্চি অন্তরে॥
পুত্র বলি করিলেন ক্রোধ সম্বরণ।
তথা হৈতে বৈকুণ্ঠেতে গেল তপোধন॥
তথায় দেখেন হরি খট্টার উপরে।
শয়নে আছেন লক্ষ্মী পদসেবা করে॥
দেখি ভৃগু মুনিবর না ভাবি অন্তরে।
দ্রুত তাঁর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে॥
ক্রুদ্ধ হইলেন দেখি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নিদ্রাভঙ্গে উঠিলেন দেব চক্রপাণি॥
ভৃগুমণি দেখি প্রভু উঠিয়া সত্বরে।
তাঁর পদসেবা করে নিজ পদ্মকরে॥
আমার কঠিন দেহ বজ্রের তুলনা।
চরণকমলে তব হইল বেদনা॥
শুনি মহামুনি ভৃগু লজ্জিত বদন।
নানাবিধ প্রকারেতে করিল স্তবন॥
নমঃ প্রভু ভগবান্ অখিলের পতি।
নমস্তে ব্রহ্মণ্যদেব নমো বিশ্বপতি॥
তুমি হে জানহ প্রভু ব্রাহ্মণ মর্যাদা।
সবার ঈশ্বর তুমি ভক্ত পরিত্রাতা॥
করিলাম এই দোষ হইয়া অজ্ঞান।
অপরাধ মম ক্ষমা কর ভগবান্॥
অপকর্ম করিয়াছি ক্ষম দামোদর।
এত বলি নানা স্তুতি করে মুনিবর॥
যোড়হাত করি তাঁরে কহে দামোদর।
কদাচিৎ চিন্তান্তর নহ দ্বিজবর॥
পদাঘাত নহে মম হইল ভূষণ।
এত শুনি আনন্দিত হৈল তপোধন॥

নানামতে স্তুতি করি প্রভু নারায়ণে।
গমন করিল পুনঃ নিজ যজ্ঞস্থানে॥

একাদশীর মাহাত্ম্য।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
পৃথিবীতে জন্মি পুণ্য আচরে যে জন॥
সর্বপাপে মুক্ত হয় নিষ্পাপ শরীর।
অন্তে মোক্ষগতি লভে শুন যুধিষ্ঠির॥
অষ্টমীর উপবাস করে যেইজন।
শুদ্ধচিত্তে শিব-দুর্গা করে আরাধন॥
ভূমিদান রত্নদান করিয়া ব্রাহ্মণে।
অতিথি অথর্বে পূজা করে অন্নদানে॥
দিব্য অন্ন উপচার করিয়া রন্ধন।
কুটুম্বেরে দিয়া পাছে করয়ে পারণ॥
এইমতে মাসে মাসে অষ্টমীর ক্ষণে।
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করে সাবধানে॥
সর্বপাপে মুক্ত হ'য়ে শিবলোকে যায়।
যমের তাড়না নাহি কদাচিৎ পায়॥
নারায়ণ নামে ব্রত বিখ্যাত জগতে।
নারায়ণ-ব্রত যেই করে শুদ্ধচিতে॥
তাহার পুণ্যের কথা না যায় বাখান।
সংক্ষেপে কহিব কিছু কর অবধান॥
গৃহকর্মে থাকি ইহা করিবে যে জন।
সর্বভূতে দয়া করি করিবে পূজন॥
যেমন বৈভব তথা করিবেক ব্যয়।
ব্রাহ্মণেরে দিবে দান হ'য়ে শুদ্ধাশয়॥
চন্দনাদি নানাবিধ বহু উপহার।
নিবেদিবে গোবিন্দেরে করি উপচার॥
মূলমন্ত্র তিনবার করিবে চিন্তন।
উপচার বৈভব করিবে নিবেদন॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়িবে ধরণী।
ভক্তিভাবে কহিবেক নানা স্তুতিবাণী॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ জয় জগত-জীবন।
নমস্তে গোবিন্দ জয় জয় নারায়ণ॥
এইরূপে ভক্তি করি লক্ষ্মী নারায়ণে।
অবশেষে করি আবাহন বিসর্জনে॥
ভূমিদান দিবে আর অন্নদান আদি।
অতিথি ব্রাহ্মণ পূজা আছে যথাবিধি॥
পুত্র পরিবার আর যত পরিজন।
বিধিমতে সবাকারে করাবে ভোজন॥
দ্বিজ গুরু আজ্ঞা তবে মস্তকে ধরিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিবে সুখ নিয়ম করিয়া॥
এইমত নারায়ণ-ব্রত যে আচরে।
কুটুম্বের সহ যায় বৈকুণ্ঠনগরে॥
একাদশী মহাব্রত বাখানে পুরাণে।
তার কথা কহি রাজা শুন একমনে॥
গালব নামেতে মুনি মহাতপোধন।
ভদ্রশীল নাম ধরে তাহার নন্দন॥
সর্ব ধর্ম তেয়াগিয়া সবে নারায়ণ।
তাহার পুণ্যের কথা করিব বর্ণন॥
স্বয়ম্ভু-নন্দন যেন ধ্রুব মহাশয়।
শিশুকাল হ'তে সে নারায়ণ সেবয়॥
সেইরূপ ভদ্রশীল গালব-নন্দন।
সর্ব ধর্ম তেয়াগিয়া সেবে নারায়ণ॥
বেদপাঠ তপ জপ শাস্ত্র অধ্যয়ন।
সর্ব ত্যজি করে হরিমন্দির মার্জন॥
মাসে মাসে কৃষ্ণা শুক্লা দুই একাদশী।
শুদ্ধচিত্তে আরাধয়ে পরম তপস্বী॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত ইহার কারণ॥
নানামত বিষ্ণুভক্তি আছে শাস্ত্রমতে।
তপ জপ পূজা ধর্ম বিখ্যাত জগতে॥
ব্রাহ্মণের তপ জপ ধর্ম আচরণ।
ইহার কি ফল কহ শুনি হে নন্দন॥
এত শুনি ভদ্রশীল বলেন বচন।
এই যে ব্রতের ফল না যায় কথন॥
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার।
সোমবংশে পূর্বে জন্ম আছিল আমার॥
ধর্মকীর্তি নাম ছিল বিখ্যাত জগতে।
দুষ্টমার্গে রত বড় ছিলাম মর্তেতে॥
একচ্ছত্র নরপতি ছিনু জম্বুদ্বীপে।
অধর্মে ছিলাম রত ধর্মের বিরূপে॥

প্রজাগণে পীড়িতাম আর শান্তজন।
এইরূপে বহু পাপ কৈনু আচরণ॥
একদিন দৈবযোগে সৈন্যের সহিতে।
মৃগয়া করিতে গেনু চড়িয়া রথেতে॥
বিপিনে যাইয়া এক ঘেরিনু হরিণে।
ডাক দিয়া বলিলাম যত সৈন্যগণে॥
যার দিক দিয়া এই হরিণী যাইবে।
কদাচিত তারে যদি মারিতে নারিবে॥
বংশের সহিত তারে করিব সংহার।
এই বাক্য সকলেরে বলি বারে বার॥
শুনিয়া সজাগ হৈল সব সৈন্যগণ।
সশঙ্কিত হ'য়ে মৃগ ভাবে মনে মন॥
যদ্যপি পলাই আমি সৈন্য-দিক্ দিয়া।
সবংশে তাহারে রাজা ফেলিবে কাটিয়া॥
এক প্রাণী হেতু শেষে মরিবে অনেক।
শুভদিন আজি একাদশী অতিরেক॥
যদ্যপি আমার মৃত্যু ইতিমধ্যে হয়।
পশুত্ব খণ্ডিবে মোক্ষ লভিব নিশ্চয়॥
যে হোক্ সে হোক্ মম যাউক্ পরাণ।
নৃপতির দিক দিয়া করিব প্রয়াণ॥
যদি বা আমারে রাজা করিবে নিধন।
মোক্ষগতি হবে পাপ পশুত্ব খণ্ডন॥
যদি কদাচিৎ প্রাণ রহিবে আমার।
নৃপতি পাইবে লজ্জা সৈন্যের নিস্তার॥
এতেক ভাবিয়া মৃগ সেইরূপ করে।
মোর দিক্ দিয়া মৃগ চলিল সত্বরে॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারি শীঘ্রগতি।
না বাজিল মৃগে বাণ এমনি নিয়তি॥
লজ্জাভয়ে আর ক্রোধে চড়িয়া অশ্বেতে।
ঘোরবনে গেনু মৃগ না পাই দেখিতে॥
দণ্ডক-অরণ্যে বহু করিয়া ভ্রমণ।
নাহি পাইলাম মৃগ দৈব-নির্বন্ধন॥
অশ্ব হত হৈল শ্রম হইল বহুল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিত্ত হইল আকুল॥
সৈন্যগণ সবে মোরে করি অন্বেষণ।
না পাইয়া গৃহে গেল হ'য়ে দুঃখী মন॥
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুত আমি হইয়া বিশেষ।
বৃক্ষতলে রহিলাম দিবা অবশেষ॥
রাত্রি শেষে হৈল মোর দৈবে লোকান্তর।
দুই যমদূত আসে মহাভয়ঙ্কর॥
মহাপাশ দিয়া মোরে করিল বন্ধন।
সত্বরে লইয়া গেল যমের সদন॥
দেখি ধর্মরাজ বড় গর্জিল দূতেরে।
অকারণে কেন হেথা আনিলি ইহারে॥
সর্বপাপে মুক্ত আছে এই নরবর।
একাদশী উপবাসে হৈল লোকান্তর॥
শুন কহি দূতগণ আমার বচন।
একাদশী ব্রত আচরিবে যেইজন॥
দাস্যভাবে করে হরি-মন্দির মার্জন।
তারে হেথা তোরা নাহি আনিবি কখন॥
গোবিন্দের নাম যেই করয়ে স্মরণ।
সর্বভূতে সমভাবে ভজে নারায়ণ॥
কদাচ তাহারে তোরা হেথা না আনিবি।
সাবধান বিস্মরণ কভু নাহি হবি॥
পিতামাতা দেব-জ্ঞানে যে করে সেবন।
অতিথি সেবয়ে আর তীর্থ পর্যটন॥
ভূমিদান গো-দানাদি করে দ্বিজগণে।
দুঃখী দরিদ্রকে তৃপ্ত করে অন্ন ধনে॥
দাস্যভাবে দ্বিজসেবা করে যেইজন।
যথোচিত বৃত্তি দিয়া স্থাপয়ে ব্রাহ্মণ॥
সাবহিত হয়ে করে পুরাণ শ্রবণ।
পুরাণ পড়য়ে যেই হ'য়ে শুদ্ধমন॥
ধর্ম কথা কহি লওয়ায় অধর্মীরে।
কদাচিৎ তাহারে না আন হেথাকারে॥
ব্রাহ্মণেরে নিন্দা যেই করে অনুক্ষণ।
পিতৃ-মাতৃ নিন্দে সদা বেশ্যা পরায়ণ॥
পরনারী হরে যেবা হইয়া অজ্ঞান।
সভামধ্যে গুরুজনে করে অপমান॥
গুরু লঘু নাহি মানে যৌবনের মদে।
মিথ্যা বলি সর্বজনে ফেলয়ে বিপদে॥
তাহারে আনিবি তোরা আমার সদন।
হাতে গলে মহাপাশে করিয়া বন্ধন॥

দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেইজন।
দেবতারে নাহি দিয়া করয়ে ভক্ষণ॥
লৌহপাশে বান্ধি তারে আনিবি হেথায়।
লোহার মুদ্গর তার মারিয়া মাথায়॥
ধর্মবিঘ্ন করে আর বিদ্বেষী যে জন।
উপহাস করে দ্বিজে হ'য়ে হৃষ্টমন॥
হেথায় বান্ধিয়া তোরা আনিবি তাহারে।
পরবৃত্তি হরে যারা জন্মিয়া সংসারে॥
এইরূপে পাপ আচরিবে যেইজন।
তাহারে আনিবি তোরা করিয়া বন্ধন॥
এত শুনি সবিস্ময় মনে দূতগণ।
করযোড়ে ধর্মরাজে করয়ে স্তবন॥
এ সকল কথা পিতা করিয়া শ্রবণ।
অবশেষে পাপ মোর হইল খণ্ডন॥
বিধিমতে যম মোরে করিল পূজন।
স্বর্গ হৈতে দিব্য রথ আসিল তখন॥
অজ্ঞানে হইল একাদশী আচরণ।
সেই পুণ্য হৈতে মোর স্বর্গ আরোহণ॥
কোটি যুগ ব্রহ্মলোকে করিয়া বঞ্চন।
তোমার ঔরসে আসি লভিনু জনম॥

প্রয়াগমাহাত্ম্যে ব্যাধ ও সুমতির উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন ওহে পাণ্ডুর নন্দন।
পূর্ব ইতিহাস কথা শুন দিয়া মন॥
ধনপতি নামে বৈশ্য অযোধ্যায় ধাম।
সর্বধনে ধনী বৈশ্য গুণে অনুপম॥
সুমতী নামেতে তার ভার্যা গুণবতী।
পরমা সুন্দরী সেই যেন কামরতি॥
সর্বসুখে পূর্ণ বৈশ্য মহাধনবান।
পুত্রহীন হয়ে দুঃখী সদা মতিমান্॥
নানামতে নানা যজ্ঞ করে বহুতর।
ভার্যা সহ ব্রত আচরিল বৈশ্যবর॥
অদৃষ্টের বশে তার না হৈল নন্দন।
এই হেতু সদা বৈশ্য রহে দুঃখী মন॥
একদিন নিরজনে বসি বৈশ্যবর।
আপনারে তিরস্কার করিল বিস্তর॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম সংসার ভিতরে।
পুত্র বিনা নাহি পার নরক দুস্তরে॥
এইরূপে বৈশ্য বহু করিল চিন্তন।
দূরদেশে গেলে চলি বাণিজ্য কারণ॥
একদিন বৈশ্যপত্নী দাসীগণ সঙ্গে।
সরোবরে স্নান হেতু চলিলেন রঙ্গে॥
উপবন মধ্যে আছে রাম সরোবর।
স্নানে পুণ্যফল তাহে লভয়ে বিস্তর॥
সেই সরোবরে গেল স্নান করিবারে।
হেনকালে এক ব্যাধ আসে তথাকারে॥
লুব্ধক তাহার নাম বিখ্যাত ভুবন।
দেখিয়া কন্যার রূপ হৈল অচেতন॥
ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে বলয়ে বচন।
শুন আজি সুবদনী মম নিবেদন॥
তোমা সম রূপবতী নাহি ত্রিভুবনে।
এ রূপ-যৌবন ব্যর্থ কর অকারণে॥
দয়া করি রামা মোরে করহ বরণ।
নহে এইক্ষণে আমি ত্যজিব জীবন॥
নরহত্যা মহাপাপ জানহ আপনি।
এত শুনি ক্রোধচিত্তে বলে নিতম্বিনী॥
অধর্মী পাপিষ্ঠ মহা তুই হীনজাতি।
কোন্ লাজে হেন কথা বল রে দুর্মতি॥
শুনিয়া হইল ব্যাধ দুঃখিত অন্তরে।
স্নান করি বৈশ্যপত্নী যায় নিজ ঘরে॥
মনে মনে ব্যাধ তবে অনেক ভাবিয়া।
নিবেদিল দাসীগণে বিনয় করিয়া॥
কিরূপে এ কন্যা লাভ হইবে আমার।
বিচার করিয়া তোরা কহ সারোদ্ধার॥
মালিনী নামেতে দাসী বলে হাসি হাসি।
প্রয়াগে করহ তপ হইয়া সন্ন্যাসী॥
তথা বাস করি মনে স্মরি নারায়ণ।
তিন দিন তিন রাত্র করিবে বঞ্চন॥
তবে সে এ কন্যা তুমি পাইবে নিশ্চয়।
এত বলি দাসীগণ গেল নিজালয়॥
শুনিয়া আনন্দে ব্যাধ চলিল ত্বরিত।
প্রয়াগের তীরে গিয়া হৈল উপনীত॥

একাসন করি তিন দিবস রজনী।
এক চিত্তে স্মরে হৃদে দেব চক্রপাণি ॥
ভকতবৎসল হরি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
ব্যাধে ডাকি বলিলেন শূন্যরূপ হইয়া ॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ব্যাধ হইবে তোমার।
এই ত প্রয়াগে স্নান কর পুনর্বার ॥
এতেক শুনিয়া ব্যাধ আনন্দিত মন।
প্রয়াগে করিয়া স্নান করেন তর্পণ ॥
পাপ তনু খণ্ডি তার হৈল দিব্য গতি।
রূপে গুণে হৈল সেই বৈশ্যের আকৃতি ॥
শীঘ্রগতি অযোধ্যায় করিল গমন।
উপনীত হৈল গিয়া বৈশ্যের ভবন ॥
নিজপতি প্রায় ব্যাধে বৈশ্যপত্নী দেখি।
নিরখিয়া প্রণমিল আসি শশিমুখী ॥
পাদ্য অর্ঘ দিয়া বসাইল সিংহাসনে।
ঈষৎ হাসিয়া কহে মধুর বচনে ॥
যতদিন প্রাণনাথ নাহি ছিলে ঘরে।
ততদিন অসন্তোষ আছিল অন্তরে ॥
সুখলেশ নাহি চিত্তে আমি বিরহিণী।
চন্দ্রের অভাবে যেন ম্লান কুমুদিনী ॥
এইরূপে আছে দোঁহে কথোপকথনে।
হেনকালে আসে বৈশ্য আপন ভবনে ॥
দেখিয়া সুমতি তবে ভাবে মনে মনে।
দুই স্বামী একরূপ দেখি কি কারণে ॥
পাপ বস্তু বলি হেন মনে নাহি জানি।
বুঝি করিলেন মোরে মায়া চক্রপাণি ॥
এতেক ভাবিয়া দেবী বিস্ময় অন্তরে।
পুটাঞ্জলি করি স্তুতি করে দামোদরে ॥
বৈকুণ্ঠের পতি তবে বৈকুণ্ঠ হইতে।
যথা বৈশ্যপত্নী তথা আসেন ত্বরিতে ॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
অঙ্গের দু'কূল ভাসে আনন্দ অশ্রুতে।
দণ্ডবৎ হ'য়ে কন্যা পড়িল ভূমিতে ॥
হাতে ধরি শীঘ্রগতি তুলিলেন তারে।
দামোদর দিব্যজ্ঞান দিলেন দোঁহারে ॥
দিব্য জ্ঞান দিব্য মূর্তি হৈল তিন জন।
বৈশ্যপত্নী বৈশ্য আর ব্যাধের নন্দন ॥
তিনজনে নানা স্তুতি করে নারায়ণে।
করযোড়ে বৈশ্যপত্নী কহে সেইক্ষণে ॥
দুই স্বামী একরূপ চিন্তা বড় মনে।
আজ্ঞা কর মহাপ্রভু চিনিব কেমনে ॥
কৃপা কর পদ ধরি ওহে জগৎপতি।
যেই স্বামী সেই হোক এই যে মিনতি ॥
এত শুনি হাসি হাসি বলে নারায়ণ।
দৈবের নির্বন্ধ কন্যে না হয় খণ্ডন ॥
দুই স্বামী এই তব অদৃষ্টে লিখিত।
আমার শকতি ইহা না হয় খণ্ডিত ॥
এত শুনি বৈশ্য-পত্নী করে নিবেদন।
যদি মোরে আজ্ঞা প্রভু হইল এখন ॥
কৃপা যদি কৈলে প্রভু আমা তিনজনে।
সশরীরে লহ প্রভু বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
ভকতবৎসল হরি ঠেকিলেন দায়।
বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আনেন ত্বরায় ॥
এক রথে আরোহিয়া চলে চারিজন।
শূন্যে ভর করি রথ চলে সেইক্ষণ ॥
হেনকালে দুইজন হরির কিঙ্কর।
চতুর্ভুজ রূপ দোঁহে শ্যাম কলেবর ॥
সেই রথে আর দুই স্ত্রীপুরুষ জন।
চারিজন এক রথে হরষিত মন ॥
দেখিয়া সুমতি অতি কুতূহল মনে।
করযোড়ে নিবেদন করে জনার্দনে ॥
কহ দেব কেবা হয় এই দুইজন।
তোমার সদৃশ রূপ দেখি কি কারণ ॥
আর দুইজন দোঁহাকার বাম পাশে।
এক রথে চারিজন কৌতুক বিশেষে ॥
কৃষ্ণ কন জিজ্ঞাসহ উহা সবাকারে।
আপনার পরিচয় কহিব তোমারে ॥
শুনিয়া সুমতি জিজ্ঞাসিল সেইক্ষণ।
কহ শুনি তোমরা কে হও দুইজন ॥
বামপাশে কেবা আর দেখি দুইজন।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ ॥

এত শুনি হাসি দোঁহে বলয়ে বচন।
হরির কিঙ্কর মোরা হই দুইজন॥
এই দুইজন কেবা জিজ্ঞাসিলে মোরে।
এ দোঁহার কথা শুন কহিব তোমারে॥
এই ত পুরুষ নামে কলিক আছিল।
ক্ষত্রকুলে জন্মি বড় কুক্রিয়া করিল॥
এই ত রমণী বড় আছিল পাপিনী।
নামেতে কলিঙ্গা বেশ্যা বড় দ্বিচারিণী॥
কিন্তু অজ্ঞানেতে এক করিল সাধন।
শুকপক্ষী এক এই করিল পালন॥
শুকমুখে হরিনাম করিল শ্রবণ।
অসংখ্য পুরুষ সহ করিল রমণ॥
সুমালী গন্ধর্ব ছিল অতি ভয়ঙ্কর।
তার সনে রতি শেষে করে বহুতর॥
একদিন বেশ হেতু পুষ্প তুলিবারে।
একাকিনী গেল এক কানন ভিতরে॥
কলিক ক্ষত্রিয় সেই মৃগয়া কারণে।
রথে চড়ি গিয়াছিল গহন কাননে॥
বেশ্যার রূপেতে মগ্ন হইল দুর্মতি।
হরিয়া রথেতে ল'য়ে চলিল ঝটিতি॥
শীঘ্র রথ চালাইয়া দিল দুরাচার।
গন্ধর্ব সহসা আসি করে আগুসার॥
ক্রোধেতে কলিক বড় কৈল মহামার।
প্রাণপণে বাণ বিন্ধে দোঁহে দোঁহাকার॥
গন্ধর্ব এড়িল বায়ু অস্ত্র ক্রোধভরে।
ফাঁফর কলিক নিবারিতে নাহি পারে॥
মহা বায়ুবেগে রথ উড়ায়ে সত্বরে।
প্রয়াগের জলে ফেলাইল দুরাচারে॥
প্রয়াগে ডুবিয়া মরে এই দুইজন।
জন্মজন্মান্তর পাপ হইল মোচন॥
বৈকুণ্ঠেতে ল'য়ে যাই এই সেকারণ।
এত শুনি হৈল কন্যা সবিস্ময় মন॥
এইরূপে মনে মনে করিল চিন্তন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারী হয়ে রহে তিনজন॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা শুনিলে রাজন্।
শোক দূর করি এবে স্থির কর মন॥

গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্মের নন্দন।
অসুর-সৃজিত ক্ষেত্র পুণ্য কি কারণ॥
তমোগুণে জন্ম হৈল অসুরকুমার।
ত্রিপুর নামেতে দৈত্য বিখ্যাত সংসার॥
দেব দ্বিজে হিংসা দুষ্ট করে নিরন্তর।
তার ভয়ে পলাইল যতেক অমর॥
শিবের নিকটে গিয়া করিলেক স্তুতি।
প্রকারেতে ত্রিপুরেরে মারে পশুপতি॥
ত্রিপুরে মারিয়া নাম হৈল ত্রিপুরারি।
ত্রিপুরের ভার্যা শুক-দৈত্যের কুমারী॥
সতী গুণবতী কন্যা রূপে অনুপম।
ত্রিপুরের প্রিয়ভার্যা প্রভাবতী নাম॥
গর্ভবতী সেইকালে আছিল সুন্দরী।
নারদ কহিল আসি দৈত্য বরাবরি॥
এই তব ভার্যা গর্ভে আছে তব সুত।
তার কর্ম ভবিষ্যতে হইবে অদ্ভুত॥
একচ্ছত্র ত্রিভুবনে হইবে রাজন্।
মহাপুণ্য ক্ষেত্রবর করিবে সৃজন॥
শীঘ্রগতি রাখ ল'য়ে জনকের ঘরে।
তবে শিব সহ তুমি প্রবেশ সমরে॥
এত বলি অন্তর্ধান হৈল তপোধন।
পিতৃগৃহে ল'য়ে তারে রাখে সেইক্ষণ॥
তারপর শিব সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল।
শিবের বাণেতে দৈত্য পরাণ ত্যজিল॥
পিতৃগৃহে কন্যা প্রসবিল যে নন্দন।
গয়াসুর নাম হৈল বিখ্যাত ভুবন॥
সর্বশাস্ত্র বিশারদ হৈল মহাবীর।
তাহার সমরে দেবগণ নহে স্থির॥
দৈত্যগুরু শুক্র স্থানেতে অস্ত্র শিখিল।
যত অস্ত্র শস্ত্র গুরু যত্নে শিখাইল॥
ত্রিভুবনে যত বিদ্যা নাহি কিছু শেষ।
গুরু প্রণমিয়া দৈত্য আসে নিজ দেশ॥
আসিয়া মায়ের পায়ে দণ্ডবৎ কৈল।
জননী বিস্তর তারে আশীর্বাদ দিল॥

অবশেষে যত দৈত্য ত্রিভুবনে ছিল।
গয়াসুরে আসি তবে সত্বর মিলিল ॥
তবে গয়াসুর বীর মহাকোপ ভরে।
বহু সৈন্যে সাজি গেল সুমেরু শিখরে ॥
ইন্দ্র আদি দেব যত অদিতি-তনয়।
বাহুবলে সবাকারে কৈল পরাজয় ॥
তদন্তরে শিব সহ কৈল মহারণ।
একে একে পরাভূত হৈল দেবগণ ॥
একচ্ছত্রে দৈত্য রাজা হৈল ত্রিভুবনে।
উদাসীন হ'য়ে ফিরে যত দেবগণে ॥
ইন্দ্র সহ যুক্তি করি যত দেবগণ।
ক্ষীরোদ উত্তরদিকে করিল গমন ॥
করযোড় করি সবে করিল স্তবন।
সেক্ষণে প্রত্যক্ষ হইলেন নারায়ণ ॥
নবঘনশ্যাম তনু গরুড়-বাহন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীট ভূষণ ॥
চারু চতুর্ভুজ পীতবাস পরিধান।
ডাকিয়া বলেন দেবগণে ভগবান্ ॥
আজি আমি গয়াসুরে করিব সংহার।
রহিবে অদ্ভুত কীর্তি পৃথিবী মাঝার ॥
এত শুনি আনন্দিত যত দেবগণ।
প্রণমিয়া গেল সবে যে যার ভবন ॥
সত্বরে গেলেন প্রভু যথা গয়াসুর।
সাজিল মহেশ যেন মারিতে ত্রিপুর ॥
নানাবিধ দিব্য অস্ত্র লইল প্রচুর।
সংগ্রাম চাহিল গিয়া যথা গয়াসুর ॥
শুনি গয়াসুর ক্রোধে হইল বাহির।
গোবিন্দেরে সম্বোধিয়া বলে মহাবীর ॥
জগতের নাথ তুমি ঘোষে সুরাসুর।
দেবতার বিষাদেতে মজিল ত্রিপুর ॥
ত্রিপুরের পুত্র আমি বিখ্যাত জগতে।
সহজে বাপের বৈরী দেবতা বধিতে ॥
সমতায় মোর সহ যুঝিবে আপনি।
মোর কীর্তি রহে যেন যাবৎ ধরণী ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র করিল বাছনী।
হাসিয়া নিলেন অস্ত্র দেব চক্রপাণি ॥
দুই জনে অস্ত্রে অস্ত্রে হৈল মহারণ।
দোঁহাকার অস্ত্রবৃষ্টি না হয় বর্ণন ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গর।
পরশু ভূষণ্ডী গদা আদি অস্ত্রবর ॥
নিরন্তর ফেলে দোঁহে দোঁহার উপর।
এইরূপে হৈল যুদ্ধ শতেক বৎসর ॥
কেহ পরাজয় নহে সম দুইজনে।
ভাবিয়া ডাকিয়া দৈত্য বলে নারায়ণে ॥
তোমার সংগ্রামে তুষ্ট হইলাম আমি।
বর ইচ্ছা আছে যদি মাগি লহ তুমি ॥
হাসিয়া বলেন হরি শুন দৈত্যেশ্বর।
যদি ইচ্ছা কৈলে তুমি মোরে দিতে বর ॥
এই বর দেহ মোরে দৈত্যের ঈশ্বর।
কভু হিংসা না করিবে দেব আর নর ॥
পাষাণ শরীর হ'য়ে থাকহ শুইয়া।
অঙ্গীকার কৈল দৈত্য প্রাক্তন স্মরিয়া ॥
শুনি আনন্দিত হইলেন নারায়ণ।
মোরে বর দিলে তুমি দৈত্যের নন্দন ॥
মোক্ষবর মাগিয়া লহতো মোর স্থানে।
তব কীর্তি রহে যেন এ তিন ভুবনে ॥
এত শুনি হৃদিমাঝে ভাবি দৈত্যবর।
প্রণমিয়া গোবিন্দেরে করিল উত্তর ॥
যদি কৃপা আমা প্রতি কৈলে চক্রপাণি।
ভক্তজন-বাক্য তুমি পালিবে আপনি ॥
আমার মস্তকে পদ দেহ নারায়ণ।
মোর নামে ক্ষেত্র এই হউক সৃজন ॥
গয়াক্ষেত্র নাম খ্যাত হউক ইহার।
সুখে ত্রিভুবন লোক করুক বিহার ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি জগতের জন।
আমার উপরে যেবা করিবে তর্পণ ॥
পিতৃলোকে পিণ্ডদান করিবে যে জন।
সর্বপাপে মুক্ত হবে তার পিতৃগণ ॥
চিরকাল রহে যেন অমর নগর।
এই বর আজ্ঞা মোরে দেহ দামোদর ॥
পিণ্ডদানে মুক্ত নাহি হবে যেই দিন।
সংসার নাশিব আমি উঠি সেই দিন ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া বর দিয়া নারায়ণ।
দৈত্যের মস্তকে পদ করেন স্থাপন॥
অসুরের প্রাণত্যাগ হৈল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে নিজ স্থানে যান নারায়ণ॥
শিলারূপ হ'য়ে দৈত্য আছে চিরকাল।
গয়ার মাহাত্ম্য কথা শুন মহীপাল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে অবহেলে ভবসিন্ধু তরি॥

শিবচতুর্দশী মাহাত্ম্য।

যুধিষ্ঠির বলে দেব কর অবধান।
ব্রতের মাহাত্ম্য কিছু করহ বাখান॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা কে কহিতে পারে।
সংক্ষেপেতে কিছু রাজা কহিব তোমারে॥
ইক্ষ্বাকুবংশেতে রাজা চিত্রভানু নাম।
সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ রণে অনুপাম॥
জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র হৈল নরপতি।
কুবের সদৃশ তার ঐশ্বর্য বিভূতি॥
শীতলায় চন্দ্র যেন তেজে দিবাকর।
প্রজার পালনে যেন রাম রঘুবর॥
দ্বিজসেবা বিনে রাজা অন্যে নাহি মতি।
যেই যাহা মাগে তাহা দেয় শীঘ্রগতি॥
শিবব্রতে রত সদা শিবপরায়ণ।
শিবচতুর্দশী ব্রত করে আচরণ॥
ভার্যার সহিত রাজা উপবাস করি।
দান ধ্যান করি বসিয়াছে অন্তঃপুরী॥
হেনকালে অষ্টাবক্র সঙ্গে শিষ্যগণ।
সত্বরে চলিয়া গেল রাজার সদন॥
দেখি শশব্যস্তে উঠিলেন নরপতি।
দণ্ডবৎ নমস্কার করে শীঘ্রগতি॥
বসিবার আনি দিল দিব্য কুশাসন।
একে একে বসে তাহে যত মুনিগণ॥
সূপকারগণে আজ্ঞা কৈল নরবর।
নানা উপহার দ্রব্য আনিল সত্বর॥
যথাযোগ্য সবাকারে করান ভোজন।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ কৈল আচমন॥
তাম্বুল কর্পূর আদি করিয়া ভক্ষণ।
নৃপে চাহি অষ্টাবক্র বলিল বচন॥
ভ্রাতৃ মিত্র আদি সবে করিল ভোজন।
ভার্যা সহ উপবাস কর কি কারণ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা সুদৃশ্য ভাস্কর।
কোন্ হেতু উপবাসী আছ নরবর॥
কিবা চিত্তে দুঃখ রাজা না জানি কারণ।
আত্মাকে দিতেছ দুঃখ কোন প্রয়োজন॥
এক আত্মা জগতের হন নারায়ণ।
আত্মা তুষ্ট হলে তুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন॥
রাজা বলে মুনিবর কহিলে প্রমাণ।
মম পূর্বজন্ম-কথা কর অবধান॥
চতুর্দশী-মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
তাহার পুণ্যের কথা কে বলিতে পারে॥
পূর্বে ব্যাধকুলে জন্ম আছিল আমার।
সুস্বর আছিল নাম মহাদুরাচার॥
পরদ্রব্য পরবৃত্তি করি অপহার।
অধর্মেতে রত ছিনু বিখ্যাত সংসার॥
মৃগ ব্যাঘ্র আদি পশু নানা পক্ষিগণ।
যতেক করিনু বধ না যায় লিখন॥
সেইরূপে নির্বাহিনু কতেক দিবস।
একদা গেলাম বনমাঝে দৈববশ॥
কুজ্ঝটিতে অন্ধকার দেখিতে না পাই।
একেশ্বর ঘোর বনে ভ্রমিয়া বেড়াই॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হৈল দিবা অবসান।
আসিতে না পারি গৃহে হইনু অজ্ঞান॥
ঘোর অন্ধকার নিশি চতুর্দশী দিনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুত হ'য়ে ভ্রমি একা বনে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা হৈল ঘোর নিশি।
বিল্ববৃক্ষে আরোহিনু মনে ভয় বাসি॥
প্রত্যহ মৃগয়া করি ফিরি যাই ঘরে।
নগরে বেচিয়া আমি দেই পরিবারে॥
তবে ত ভক্ষণ করে ভার্যা-পুত্রগণ।
উপবাসী রহি আজি দৈবের কারণ॥
মোর মুখ চাহি আছে ভার্যা পুত্রগণ।
ধনহীন নর জন্ম হয় অকারণ॥

এইরূপ হৃদয়েতে করিয়া চিন্তন।
আকুল হৈয়া বড় করিনু ক্রন্দন॥
অশ্রুজল পড়ি মোর ভাসে কলেবর।
পঙ্কপত্র ছিল এক বৃক্ষের উপর॥
পত্র পড়ে মোর অশ্রুজলের সহিত।
বৃক্ষতলে শিব-মাথে পড়িল ত্বরিত॥
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল দেব পঞ্চানন।
নিরাহারে সেই রাত্রি করিনু বঞ্চন॥
প্রাতঃকালে মৃগ মারি লইয়া ত্বরিত।
নিজ গৃহে গিয়া আমি হৈনু উপনীত॥
আমার বিহনে সবে দুঃখিত আছিল।
মোরে দেখি সবে ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল॥
নগরেতে মৃগমাংস শীঘ্রগতি ল'য়ে।
বেচিয়া ভক্ষণ দ্রব্য আনিনু কিনিয়ে॥
শীঘ্রগতি ভার্যা গিয়া করিল রন্ধন।
সহসা অতিথি এক করে আগমন॥
সেই অতিথিরে আমি করানু ভোজন।
পারণার মহাফল পাই সে কারণ॥
এইরূপে কতদিন দুঃখে মোর গেল।
আয়ুশেষ মৃত্যু আসি উপস্থিত হৈল॥
মহাভয়ঙ্কর দুই যমের কিঙ্কর।
মহাপাশে আসি মোরে বান্ধিল সত্বর॥
যমের এ সব কর্ম জানি পঞ্চানন।
শীঘ্রগতি পাঠাইল দূত দুই জন॥
রজত পর্বত জিনি অতি মনোহর।
ঊর্ধ্বপথে এল দুই শিবের কিঙ্কর॥
শিবের আকৃতি দোঁহে পরম সুন্দর।
অকপটে মোর পাশ খুলিল সত্বর॥
দেখিয়া বিস্মিত যমদূত দুইজন।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা কহ বিবরণ॥
এতেক শুনিয়া তারা করিল উত্তর।
শিবের নিকটে থাকি শিবের কিঙ্কর॥
শিবের আজ্ঞায় পাশ করিনু মোচন।
কহ শুনি কে তোমরা হও দুই জন॥
বিকৃত আকার মূর্তি লোহিত-নয়ন।
কোথায় নিবাস কহ কাহার নন্দন॥
কি হেতু এ ব্যাধপুত্রে করিলে বন্ধন।
এত শুনি যমদূত বলয়ে বচন॥
মোরা দুইজন ধর্মরাজ-অনুচর।
তাঁর আজ্ঞা বহি ফিরি যত চরাচর॥
গন্ধর্ব চারণ যক্ষ রক্ষ নরগণ।
সংসারের মধ্যে মরে যত যত জন॥
তাহারে লইয়া যাই যমের সদন।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড করেন শমন॥
এই ব্যাধ মহাপাপী অধম দুর্জন।
ইহার পাপের কথা না যায় কথন॥
যমপুরে গেলে পাপ হইবে খণ্ডন।
কি কারণে এই দুষ্টে করিলে মোচন॥
অলঙ্ঘ্য ধর্মের বাক্য করিলে লঙ্ঘন।
না কর মোচন ছাড় এইত দুর্জন॥
এত শুনি পুনঃ কহে শিবের কিঙ্কর।
তোমার ঈশ্বরে গিয়া কহ রে বর্বর॥
শিবের যে আজ্ঞা মোরা লঙ্ঘিতে না পারি।
এই ব্যাধপুত্রে ল'য়ে যাব শিবপুরী॥
সর্বপাপে এই ব্যাধ হইল মোচন।
শিবচতুর্দশী ব্রত কৈল আচরণ॥
তোর অধিকার কিছু নাহিক ইহাতে।
এত বলি মোরে নিল শিবের সভাতে॥
সেই পুণ্যে হেন গতি হইল আমার।
ইক্ষ্বাকুবংশের জন্ম বৈভব অপার॥
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করি আচরণ।
সেকারণে উপবাসী আছি তপোধন॥
রাজা বলে মুনিবর কর অবধান।
বিস্ময় হইয়া দূত পেয়ে অপমান॥
যমের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত।
ধর্মরাজে সব কথা কহে বিস্তারিত॥
সব শুনি হাসি যম বলেন বচন।
হেন কর্ম আর না করিও কদাচন॥
শিব নামে রত যেই বিষ্ণুপরায়ণ।
বিষ্ণু শিব সমরূপে ভাবে যেইজন॥
ব্রত আচরিয়া যেবা পূজে পঞ্চানন।
চতুর্দশী মহাব্রত যে করে সাধন॥

অনন্ত নামেতে ব্রত গোবিন্দ উদ্দেশে।
উপবাস করি পূজে দেব হৃষিকেশে॥
ভূমিদান অন্নদান করে যেইজন।
বিষ্ণুজ্ঞান করি যেবা পূজয়ে ব্রাহ্মণ॥
একাদশী চান্দ্রায়ণ পূর্ণিমাদি ব্রত।
সংসারের মধ্যে নর ইহাতে যে রত॥
তীর্থ পর্যটন করি পূজে দেবরাজে।
বারাণসীক্ষেত্রে গিয়া যেবা প্রাণ ত্যজে॥
নানা অধিকার মোর তাদের উপরে।
কদাচ না যাবি তোরা তারে আনিবারে॥
এত শুনি অষ্টাবক্র হৈল হৃষ্টমন।
আশীষ করিয়া নৃপে গেল তপোধন॥
সেই হৈতে হৈল ঋষি শিবপরায়ণ।
শিবব্রতে রত হৈল অচ্যুত-নন্দন॥
বসন্ত প্রথমে ঋতু চতুর্দশী দিনে।
এই উপবাস যেবা করে একমনে॥
সর্বপুণ্য-ফল লভে নাহিক সংশয়।
শিবচতুর্দশী ব্রতে মহাফল হয়॥

——

চন্দ্র-কর্তৃক গুরুপত্নী-হরণ ও বুধের জন্ম বৃত্তান্ত।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
আর কিছু ব্রতকথা কহিব এখন।
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
শ্রদ্ধা ভক্তি করি ব্রত যে জন আচরে॥
সর্বকাম-ফল লভে নাহিক সংশয়।
পূর্বে করিয়াছি আমি এ সব নির্ণয়॥
ইতিহাস কহি এক শুন দিয়া মন।
চন্দ্রকেতু রাজা ছিল ইক্ষ্বাকুনন্দন॥
চন্দ্রের নন্দিনী সেই পতিব্রতা সতী।
চন্দ্রাবতী নামে কন্যা তাহার যুবতী॥
শাপ হেতু জন্ম নিল নীলধ্বজ ঘরে।
চন্দ্রাবতী নাম হৈল বিখ্যাত সংসারে॥
অতঃপর কহি রাজা কর অবধান।
পড়িবারে যায় চন্দ্র বৃহস্পতি স্থান॥
সর্বশাস্ত্রে সিদ্ধ দ্বিজ অঙ্গিরা-তনয়।
নানা শাস্ত্র চন্দ্রেরে পড়ান অতিশয়॥

ব্যাকরণ শ্রুতি স্মৃতি আদি শাস্ত্রগণ।
কতদিন জীবস্থানে করিল পঠন॥
জীবের রমণী সেই তারকা নামেতে।
মোহিত হইল চন্দ্র তাহার রূপেতে॥
কামে বশ হ'য়ে গুরুপত্নী না মানিল।
প্রবন্ধ মায়ায় তারে হরিয়া লইল॥
সত্যলোকে গিয়াছিল গুরু বৃহস্পতি।
যজ্ঞ সাঙ্গ করি গৃহে আসে মহামতি॥
পুরলোক স্থানে শুনি এসব কথন।
গুরুপত্নী সুধাকর করিল হরণ॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে গেল গুরু চন্দ্রের সদন।
বলিল পাপিষ্ঠ তুই বড়ই দুর্জন॥
বৃথা শাস্ত্র মম স্থানে করিলি পঠন।
গুরুপত্নী হরি পাপ করিলি অর্জন॥
কলঙ্কিত হও আজি হৈতে অমরায়।
কলঙ্কী চন্দ্রমা বলি কহুক্ তোমায়॥
আর এক বাক্য মম শুন রে অধম।
মম শাপে মর্তলোকে হইবে জনম॥
কুরুবংশে ধনঞ্জয় পাণ্ডুর কুমার।
তাহার ঔরসে জন্ম হইবে তোমার॥
কৃষ্ণের ভাগিনা হবে সুভদ্রা-গর্ভেতে।
অল্পদিনে শাপমুক্ত হইবে তাহাতে॥
এত শুনি চন্দ্র তবে হৈল ক্রুদ্ধমন।
গুরুরে শাপিল মহাক্রোধে সেইক্ষণ॥
নিজ-বশ না হয় আত্মা পরবশ হয়।
জানিয়া আমারে শাপ দিলে মহাশয়॥
তোমারে ত' আমি শাপ দিব সে কারণ।
হীন পক্ষীযোনি-মধ্যে লভিবে জনম॥
গৃধ্র নামে পক্ষী তুমি অবশ্য হইবে।
চিরদিন ভোগ ভুঞ্জি শাপে মুক্ত হবে॥
গাঙ্গেয় বলেন ভূপ করহ শ্রবণ।
চন্দ্রের বচন কভু না হয় খণ্ডন॥
গৃধ্র-পতঙ্গেতে জন্ম হৈল বৃহস্পতি।
বৃন্দারক গিরি-তটে করিল বসতি॥
পরম কৌতুকে রহে ভার্যার সংহতি।
কতদিনে বিহঙ্গিনী হৈল গর্ভবতী॥

চারিগুটি ডিম্ব কতদিনে প্রসবিল।
ডিম্ব ফুটি চারি শিশু তাহাতে জন্মিল॥
দুইগুটি পুত্র হৈল দুইগুটি সুতা।
স্বামীসহ বিহঙ্গিনী হৈল আনন্দিতা॥
একদিন দৈববশে আহার কারণে।
একেশ্বর পক্ষী যায় দণ্ডক কাননে॥
হেনকালে এক ব্যাধ আসিল সে স্থান।
পক্ষীরে দেখিয়া অস্ত্র করিল সন্ধান॥
অল্পমাত্র অস্ত্রক্ষত হইল শরীরে।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী রেবানদী নীরে॥
শূন্য এক দেবালয় ছিল এই স্থলে।
তাহার ভিতরে গেল ক্ষতে অঙ্গ জ্বলে॥
পশ্চাতে দেখিল ব্যাধ আসিল সত্বর।
শীঘ্রগতি পশে দেবালয়ের ভিতর॥
বাণেতে পীড়িত পক্ষী উড়িবারে নারে।
ফিরি ফিরি ভ্রমে পক্ষী ধরিতে না পারে॥
সাতবার প্রদক্ষিণ করি দেবালয়।
তবে মহাক্রুদ্ধ ব্যাধ হৈল অতিশয়॥
পুনরপি দিব্য অস্ত্র করিল প্রহার।
বাণাঘাতে তনু ত্যাগ হইল তাহার॥
পক্ষী ল'য়ে গৃহে ব্যাধ গেল হৃষ্টচিত্তে।
বিষ্ণু-প্রদক্ষিণ ফল লভিল তাহাতে॥
সেই পুণ্যে শাপে মুক্ত হৈল সেইক্ষণ।
দিব্যমূর্তি ধরি চলে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে।
গুরুশিষ্যে দোঁহে শাপ দিলেন দোঁহারে॥
গর্ভবতী ভার্যা তবে দেখি বৃহস্পতি।
ক্রুদ্ধচিত্তে তার প্রতি বলে মহামতি॥
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি কি বলিব আর।
মম বাক্যে এই গর্ভ করহ সংহার॥
তবে সে লইব তোমা আপন ভবনে।
শীঘ্রগতি গর্ভ ত্যাগ কর এইক্ষণে॥
ভয়েতে আকুল প্রসবিল সেইক্ষণ।
এক গুটি সুতা হৈল একটি নন্দন॥
দেখি হরষিত তবে কহেন তখন।
মম কন্যা পুত্র এই বিধির সৃজন॥
চন্দ্র বলে মম পুত্র কন্যা এ হইল।
আমার ঔরসে জন্ম জানয়ে সকল॥
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করে দুইজন।
জানিয়া সকল তত্ত্ব দেব পদ্মাসন॥
শীঘ্রগতি সেই স্থলে করিয়া গমন।
দ্বন্দ্ব নিবারণ হেতু কহেন বচন॥
আমার বচনে দ্বন্দ্ব কর নিবারণ।
কন্যা পুত্রদ্বয়ে জিজ্ঞাসহ বিবরণ॥
যাহার ঔরসে জন্ম কহিবে আপনি।
এত শুনি জিজ্ঞাসা করেন নিশামণি॥
কাহার ঔরসে জন্ম নিলে দুইজন।
মিথ্যা না কহিবে সত্য কহিবে বচন॥
নন্দিনী কহিল দেব কর অবধান।
যার ক্ষেত্র তার পুত্র শাস্ত্রের বিধান॥
এত শুনি ক্রোধ করি বলে শশধর।
মম শাপে নরলোকে হও লোকান্তর॥
নরলোকে জন্ম গিয়া লভহ আপনি।
নীলধ্বজ ঔরসেতে জন্মিবে নন্দিনী॥
সেইক্ষণে লোকান্তর হইল তাহার।
তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসিল চাহিয়া কুমার॥
কহ সত্য জন্ম তব কাহার ঔরসে।
মিথ্যা না কহিবে সত্য কহিবে বিশেষে॥
করযোড়ে শিশু তবে বলয়ে বচন।
তোমার ঔরসে জন্ম তোমার নন্দন॥
এত শুনি পুত্রে চন্দ্র করিল চুম্বন।
কোলে করি নিজ গৃহে লইল নন্দন॥
বুধ বলি নাম তার ঘোষয়ে জগতে।
তাহারে লইয়া চন্দ্র গেল সুস্থচিত্তে॥
সত্যলোকে প্রজাপতি করিল গমন।
খণ্ডন না যায় কভু চন্দ্রের বচন॥
নীলধ্বজ গৃহে আসি কন্যা জন্ম নিল।
চন্দ্রাবতী নাম তার নৃপতি রাখিল॥

চান্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু
রাজার উপাখ্যান।

ভীষ্মদেব বলে শুন ওহে নরপতি।
যুবতী হইল ক্রমে চন্দ্রাবতী সতী॥

ভুবনে বিখ্যাত নীলধ্বজ নরবর।
কন্যার যৌবন দেখি দিল স্বয়ম্বর॥
পৃথিবীর রাজগণে বরিয়া আনিল।
ইন্দ্রের সদৃশ সভা শোভিত হইল॥
একে একে কন্যা নিরখিল রাজগণে।
চন্দ্রকেতু ভূপে দেখি পীড়িল মদনে॥
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ।
কন্যা ল'য়ে গেল রাজা আপন ভবন॥
গুণে মহাজ্ঞানী রাজা প্রতাপে তপন।
শীতলায় চন্দ্র যেন ত্যজে বৈশ্রবণ॥
এক ভার্যা বিনা রাজা অন্য নাহি জানে।
উর্বশী সহিত যেন বুধের নন্দনে॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত আচরে নৃপতি।
নিরাহারে একমাস ভার্যার সংহতি॥
যেইদিনে হবে ব্রত সাঙ্গ সমাধান।
সেইদিনে চন্দ্রাবতী করে ঋতুস্নান॥
চন্দ্রাবতী-রূপে দীপ্ত করে ত্রিভুবন।
দেখিয়া নৃপতি মন পীড়িল মদন॥
ব্রতভঙ্গ করি রাজা করিল রমণ।
বহুমতে চন্দ্রাবতী করিল বারণ॥
কামে বশ হ'য়ে রাজা না শুনিল বাণী।
পঞ্চত্ব পাইল সেই পাপে নৃপমণি॥
স্বামীর চরণে কন্যা কান্দিল অপার।
ধর্মকেতু নামে তার হইল কুমার॥
পাত্র মিত্রগণ যত করিয়া যুকতি।
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্মের নন্দন।
চন্দ্রকেতু রাজা যদি ত্যজিল জীবন॥
দুই যমদূত আসি করিল বন্ধন।
চন্দ্রকেতু নৃপে নিল যমের ভবন॥
কপট করিয়া যত জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা সম নাহি কেহ ধার্মিক সংসারে॥
কিছুমাত্র অল্প পাপ আছয়ে তোমার।
ব্রত সাঙ্গ দিনে তুমি করিলে শৃঙ্গার॥
আগে পাপ ভোগ তুমি করিবে আপন।
কিম্বা আগে পুণ্যভোগ করিবে রাজন্॥

এত শুনি কহে রাজা ভাবি নিজ চিতে।
অল্প পাপ থাকে যদি ভুঞ্জিব অগ্রেতে॥
ধর্মরাজ বলে জন্ম গৃধ্রের যোনিতে।
হীনপক্ষী হ'য়ে থাক কৌণ্ডিন্য-পুরেতে॥
গৃধ্রপক্ষী হয়ে জন্ম লভিল রাজন্।
চন্দ্রাবতী শুনিলেন এ সব কথন॥
বাপের বাড়ীতে কন্যা গেল দুঃখ মন।
জনকেরে নিবেদিল সর্ব বিবরণ॥
শুনি নীলধ্বজ রাজা হইল চিন্তিত।
যুক্তি কৈল রাজ-পুরোহিতের সহিত॥
যুক্তি করি চাহি তবে বলিল কন্যারে।
স্বয়ম্বর করি পুনঃ বর অন্য বরে॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না বলিহ আর।
আপনার দেহ আমি করিব সংহার॥
কৌণ্ডিন্য নগরে যদি না পাঠাও মোরে।
নারীহত্যা দিব তবে তোমার উপরে॥
শুনি রাজা ভৃত্যগণে দিলেন সংহতি।
কৌণ্ডিন্য নগরে পুনঃ গেল চন্দ্রাবতী॥
গৃধ্ররূপ দেখি কন্যা আপন স্বামীরে।
বিলাপ করিয়া কান্দে অনেক প্রকারে॥
ক্রন্দন নিবর্তি তবে বলয়ে বচন।
কি কারণে ব্রতভঙ্গ করিলে রাজন্॥
তার ফল ভুঞ্জ তুমি নাহিক এড়ান।
কেমনে তোমারে আমি পাব মতিমান্॥
ধর্মরাজ তবে কেন করিলেক গতি।
আজি আমি শাপ দিব ধর্মরাজ প্রতি॥
এতেক বলিয়া জল লইলেক হাতে।
শাপভয়ে ধর্ম তথা আসিল সাক্ষাতে॥
করজোড়ে কন্যা প্রতি বলয়ে বচন।
আমারে শাপিতে মাতা চাহ কি কারণ॥
তব স্বামী চন্দ্রকেতু হেন হৈল মন।
ব্রতসাঙ্গ দিনে তোমা করিল রমণ॥
সে কারণ পাপ তার হৈল অতিশয়।
যাহা করি তাহা ভুঞ্জে নাহিক সংশয়॥
আমার বচনে কোপ কর নিবারণ।
পাপে মুক্ত তব স্বামী হইবে এখন॥

এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
গৃধ্ররূপ ত্যজি রাজা দিব্যমূর্তি হৈল॥
দেবীর আকৃতি হৈল কন্যা চন্দ্রাবতী।
দেবরথ পাঠাইল দেব শচীপতি॥
রথে চড়ি স্বর্গে দোঁহে করিল গমন।
কহিনু পুরাণ কথা ধর্মের নন্দন॥
চন্দ্রকেতু উপাখ্যান শুনে যেইজন।
সর্বপাপে মুক্ত হয় হয় ব্যাসের বচন॥

অষ্টমী ব্রত মাহাত্ম্যে সুবাহু রাজার উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
আর কিছু ব্রতকথা শুন দিয়া মন॥
সুবাহু নামেতে রাজা ধর্মে কর্মে রত।
ব্রাহ্মণেরে নানাদান দেয় অবিরত॥
ভূমিদান রত্নদান গোধন কাঞ্চন।
যেই যাহা মাগে তাহা দেয় অনুক্ষণ॥
এইমত বহুদিন পূজিল ব্রাহ্মণে।
দৈববশে কতকাল পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে॥
কোটি কোটি বিপ্রগণে করি নিমন্ত্রণ।
দিব্যভোগে সবাকারে করিল তোষণ॥
দক্ষিণা দিলেন যথোচিত দ্বিজগণে।
আশীর্বাদ করি সবে গেল নিজ স্থানে॥
অন্তঃপুরে যান রাজা ভোজন কারণ।
হেনকালে দেখে এক দৈবের ঘটন॥
সেইকালে এক দ্বিজ সুদেব নামেতে।
প্রার্থনা করিল আসি রাজার সাক্ষাতে॥
যথোচিত দান মোরে দেহ নরবর।
কালবশে হৈল রাজা ক্রোধিত অন্তর॥
কালে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
অন্নবস্ত্র আদি দান দিল ব্রাহ্মণেরে॥
তাহা পেয়ে তুষ্ট হয়ে চলে দ্বিজ ঘরে।
ক্রোধচিত্তে নরপতি গেল অন্তঃপুরে॥
এই হেতু মহাপাপ ফলিল রাজনে।
কতদিনে নরপতি দেখে পুষ্পবনে॥
প্রত্যহ গন্ধর্ব আসি পুষ্প লয়ে যায়।
ক্রোধচিত্তে নরপতি পুষ্প নাহি পায়॥
ভাবিয়া নৃপতি তবে রক্ষক রাখিল।
কোন্ জন পুষ্প তোলে রক্ষিতে নারিল॥
মনুষ্যের শক্তি নহে জানিল কারণে।
আপনি রহিল রাজা পুষ্পের রক্ষণে॥
পুষ্প তুলিবারে আসে গন্ধর্বের পতি।
পুষ্পবনে অন্নবৃষ্টি বরিষয়ে অতি॥
অন্নবৃষ্টি দেখি হৈল সচিন্তিত মন।
সেই রাত্রি রহে তথা জানিতে কারণ॥
প্রাতঃকালে নরপতি দেখে গন্ধর্বেরে।
নিকটে আসিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল তারে॥
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি।
কোন্ হেতু পুষ্প তুমি হর নিতি নিতি॥
আমাকে সম্ভ্রম তুমি নাহি কর মনে।
আজি সে উচিত শাস্তি পাবে মম স্থানে॥
গন্ধর্ব বলিল মম স্বর্গেতে বসতি।
পুষ্পধর নাম মোর বিদ্যাধর জাতি॥
সুবেশ করিব যত বিদ্যাধরীগণ।
এই হেতু পুষ্প আমি করি যে হরণ॥
আজি হৈতে মিত্র তুমি হইলে আমার।
কোন্ কার্য সাধি দিব কহত তোমার॥
বিস্ময় জাগিল এক আজি মোর মনে।
নিত্য নিত্য পুষ্প হরি আমি এ কাননে॥
এক অপরূপ আমি দেখি হে রাজন্।
কালি হতে অন্ন কেন হয় বরিষণ॥
এখনহ অন্নবৃষ্টি হয় ঘনে ঘন।
রাত্রি জাগিলাম আমি জানিতে কারণ॥
হেতু যদি জান রাজা বলহ আমারে।
এত শুনি নরপতি কহিছে তাহারে॥
এককালে দৈবে আমি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে।
অন্ন বস্ত্র আদি দান দিলাম ব্রাহ্মণে॥
সেই হতে অন্নবৃষ্টি হয় ত কাননে।
যাহা দেই তাহা পাই এ নহে এড়ানে॥
তারপর বিদ্যাধর শুনহ এক্ষণে।
যে কালেতে অন্নদান দিলাম ব্রাহ্মণে॥
ক্রোধ মনে ব্রাহ্মণেরে দিনু অন্নদান।
এ পাপে নরক হ'তে নাহিক এড়ান॥

এক নিবেদন করি শুনহ আমার।
এ পাপে যেমতে তরি করিবে প্রকার ॥
এত শুনি বিদ্যাধর গেল সুরপুরে।
কহিল রাজার বার্তা ইন্দ্রের গোচরে ॥
ইন্দ্র বলে শুন বলি পূর্বের কাহিনী।
মহাপাপ অর্জিত সুবাহু নৃপমণি ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণে।
অন্নদান করিলেক অত্যন্ত যতনে ॥
কিন্তু আর এক কথা শুন বিদ্যাধর।
যখন ব্রাহ্মণে দান দিল নৃপবর ॥
ক্রোধ করি অন্নদান দিলেন ব্রাহ্মণে।
সে পাপ ভুঞ্জিতে হবে যমের সদনে ॥
এত শুনি সবিস্ময় হৈল বিদ্যাধর।
করযোড়ে কহে পুনঃ ইন্দ্রের গোচর ॥
সুবাহুর সঙ্গে মম মিত্রতা হইল।
বিনয় করিয়া রাজা আমারে কহিল ॥
এই পাপভোগ তুমি খণ্ডাবে আমার।
তাহার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার ॥
হেন পাপভোগ সখা ভুঞ্জিবে আপনে।
সাক্ষাতে কেমনে আমি দেখিব নয়নে ॥
ইহার প্রকার মোরে কহ মহাশয়।
ইথে মুক্ত নরপতি কোনমতে হয় ॥
ইন্দ্র বলে তার এক আছয়ে উপায়।
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি কহিবে রাজায় ॥
অষ্টমীর উপবাস পার্বতী সেবনে।
রাজার নগরে করি থাকে যেই জনে ॥
তার অঙ্গ যেই দিন পরশ করিবে।
স্নান করি ব্রতী হয়ে তপ আরম্ভিবে ॥
বৎসর হইলে পূর্ণ ব্রত সাঙ্গ করি।
দেববিজ্ঞ দ্বিজগণে আনিবে আদরি ॥
অন্নদান ভূমিদান করিবে দ্বিজগণে।
আজ্ঞা লয়ে পশ্চাতে সে বসিবে ভোজনে ॥
তবে ত তাহার পাপ হইবে খণ্ডন।
গন্ধর্ব এতেক শুনি হৈল হৃষ্টমন ॥
কহিল এ সব গিয়া রাজার গোচরে।
শুনি নরপতি তবে ভ্রমিল নগরে ॥

অষ্টমীর উপবাসী কারে না দেখিল।
অনেক ভ্রমিয়া রাজা চিন্তিত হইল ॥
নগর বাহিরে এক বেশ্যার আগারে।
স্ত্রী পুরুষে কোন্দল করিছে বহুতরে ॥
নিরাহার আছে তারা অষ্টমী দিবস।
তার অঙ্গ গিয়া রাজা করিল পরশ ॥
ব্রতী হয়ে সম্বৎসর পার্বতী পূজিল।
মহাপাপ ভোগ হৈতে নৃপতি তরিল ॥
দান ধ্যান বহুতর করিল রাজন্।
অন্তে তনু ত্যজি গেল বৈকুণ্ঠভুবন ॥
অষ্টমীর উপবাস পুণ্যব্রত গণি।
কহিনু পুরাণ কথা শুন নৃপমণি ॥
শোক দূর করি রাজা স্থির কর মন।
স্বধর্মেতে রাজকার্য করহ পালন ॥

একাদশীর ব্রতোপলক্ষে যজ্ঞমালীর উপাখ্যান।

কহেন গঙ্গার পুত্র কুন্তীর পুত্রেরে।
আর কিছু ব্রতকথা কহিব তোমারে ॥
একাদশী ব্রতকথা সর্বব্রত সার।
অবধান কর তাহা ধর্মের কুমার ॥
শুদ্ধচিত্তে এ ব্রত যে করে আচরণ।
সর্বদুঃখ তরে সেই পাপ বিমোচন ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি একাদশী দিনে।
ধৌত বস্ত্র পরি তৈল গ্রহণ বর্জনে ॥
সেইরূপে জনার্দন করিয়া স্থাপন।
ত্রিকোণ করিয়া করি আসন রচন ॥
পূর্বমুখ হয়ে ব্রতী বসিবে আসনে।
শুদ্ধচিত্তে আরাধিয়া দেব নারায়ণে ॥
ন্যাস মন্ত্র পড়ি স্নান জপ নমস্কার।
মূলমন্ত্র জপি ধ্যান করি আরবার ॥
তদন্তরে নানাপুষ্পে পূজিবে বিধানে।
হৃদয়-কমলোপরি রাখি নারায়ণে ॥
অনন্তর নৈবেদ্যাদি নানা উপহারে।
তাহা দিয়া পুনরপি পূজিবে আচারে ॥
নৈবেদ্য তুলসী দিয়া করি নিবেদন।
পূজা অনুসারে তবে করি বিসর্জন ॥

বাঁটিয়া দিবেক অবশেষে ভক্তগণে।
শিরে কর ধরি করি পূজা সমাধানে॥
পরদিন প্রাতঃকালে স্নান দান করি।
নানাবিধ উপহারে পূজিবে শ্রীহরি॥
পূজা সমাধান করি দিয়া বিসর্জন।
তদন্তরে দ্বিজগণে করাবে ভোজন॥
এইরূপে পূজা করি যে সেবে শ্রীহরি।
সর্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় বিষ্ণুপুরী॥
মুনি বলে অবধানে শুন জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া কথা ধর্মের তনয়॥
চিত্তগত ভ্রান্তি গেল শান্ত হৈল তনু।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন কুন্তী-অঙ্গজনু॥
কোন্ প্রকারেতে ভক্তি সাধি দামোদরে।
কিবা ভক্তি সাধিলে কি ফল পায় নরে॥
শ্রবণ কীর্তন পূজা আত্ম-নিবেদন।
দাস্যভাব সখ্যভাব চরণ-বন্দন॥
বিষ্ণুর মন্দির যেবা করয়ে মার্জন।
দাস্যভাব করিয়া যে ভজে নারায়ণ॥
তাহার কি ফল হয় কহ মহাশয়।
নিতান্ত উদ্বেগ চিত্তে খণ্ডাহ সংশয়॥
ভীষ্ম কন ভাল জিজ্ঞাসিলে নৃপমণি।
অবধান কর কহি পূর্বের কাহিনী॥
দেবমালী নামে বিপ্র ছিল শান্তিপুরে।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ বিদিত সংসারে॥
যজন যাজন কৃষি বাণিজ্য ব্যাপারে।
করিল সঞ্চয় ধন বিবিধ প্রকারে॥
এইরূপে নানাসুখে বঞ্চে তপোধন।
অপত্য-বিহীন দ্বিজ সদা দুঃখীমন॥
একদিন ভার্যাসহ বসি তপোধন।
পুত্রাভাবে নানাবিধ করয়ে শোচন॥
ভাবিতে ভাবিতে তার যুবাকাল গেল।
তথাপি তাহার ভাগ্যে অপত্য না হৈল॥
চিন্তায় আকুল পুত্রহীন তপোধন।
নারদ জানিয়া দেখা দিলেন তখন॥
নারদে দেখিয়া মুনি কৈল আবাহন।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া করে চরণ বন্দন॥
দেবমালী দ্বিজবরে পুছে তপোধন।
কহ মুনিবর কেন বিরস বদন॥
করযোড় করি তবে করে নিবেদন।
সর্বতত্ত্ব জ্ঞান তুমি মহাতপোধন॥
চরাচরে হইয়াছে যেবা হইবেক।
ভূত ভাবি বর্তমান জানহ প্রত্যেক॥
নারদ কহেন মন বুঝিয়া তাহার।
সন্দেহ না কর দ্বিজ হইবে কুমার॥
অচিরে হইবে তব দুইটি নন্দন।
এত বলি নিজ স্থানে যান তপোধন॥
দেবমালী মহাযজ্ঞ কৈল আরম্ভন।
যজ্ঞভেদী উঠে তবে দুইটি নন্দন॥
পরম সুন্দর শিশু অতি সুলক্ষণ।
দেখি আনন্দিত হয় ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥
যজ্ঞে জন্ম হেতু নাম যজ্ঞমালী হৈল।
সুমালী বলিয়া নাম কনিষ্ঠে রাখিল॥
যজ্ঞমালী জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্মশীল হৈল।
সুমালী কনিষ্ঠ পুত্র পাপিষ্ঠ জন্মিল॥
কত দিনে যোগ্য হৈল দুইটি নন্দন।
তদন্তরে দেবমালী দৃঢ় করি মন॥
সংসার বাসনা সুখ ছাড়িতে ইচ্ছিল।
আপন অর্জিত ধন যতেক আছিল॥
সমান করিয়া ভাগ দিল দুই সুতে।
অরণ্যে প্রবেশ করি ভার্যার সহিতে॥
জটাচীর পরিধান হইয়া তপস্বী।
নর্মদার তীরে গিয়া উত্তরিল ঋষি॥
একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণে আরাধিল।
যোগে তনু ছাড়ি বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল॥
চিতা করি তার ভার্যা জ্বালিল আগুনি।
পতি সঙ্গে বিষ্ণুলোকে গেল সুবদনী॥
যজ্ঞমালী সুমালী যে পুত্রদ্বয় তার।
মহামতি যজ্ঞমালী ধর্ম অবতার॥
পিতার যতেক ধন সঞ্চিত আছিল।
নানাবিধ দান দিয়া পুণ্যকর্ম কৈল॥
তড়াগ পুষ্করণী কূপ দিল স্থানে স্থানে।
বিচিত্র মন্দির ঘর দিল নারায়ণে॥

নানাবিধ ধ্যানযোগে দেব আরাধিল।
দাস্যভাব ধরি কৃষ্ণ চরণ সেবিল॥
দেখিয়া সকল জীব সমান আপন।
নিজ হস্তে কৈল হরি মন্দির মার্জন॥
এইরূপে যজ্ঞমালী পুণ্য উপার্জিল।
পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি হয়ে আনন্দে রহিল॥
সুমালী পাপিষ্ঠ বড় কৈল অনাচার।
পিতার সঞ্চিত ধন যত ছিল তার॥
অসৎপাত্রে মজাইল সতে নাহি দিল।
বৃষলীর বশ হ'য়ে সব নষ্ট কৈল॥
অবশেষে চুরি হিংসা পরিবাদ কৈল।
যত ধন ছিল এইরূপে হারাইল॥
তার দুষ্ট কর্ম দেখি বিষণ্ণ বদন।
জ্যেষ্ঠ ভাই যজ্ঞমালী সহ জ্ঞাতিগণ॥
একদিন যজ্ঞমালী নিভৃতে বসিয়া।
বিধিমতে বুঝাইল অনেক কহিয়া॥
না শুনিল তার বাক্য ক্রুর হৈল মনে।
চুলে ধরি সহোদরে মারিল সঘনে॥
হাহাকার শব্দ হৈল পুরীর ভিতরে।
যতেক নগরবাসী আসিল সত্বরে॥
তার দুষ্ট কর্ম দেখি সবে ক্রুদ্ধ হৈল।
মহাপাশে সুমালীরে বান্ধিয়া ফেলিল॥
তর্জন গর্জন বহু করিল তাড়ন।
অনেক প্রকার কৈল নগরের জন॥
দয়াশীল যজ্ঞমালী দয়া উপজিল।
ভ্রাতৃস্নেহ হেতু তারে মুক্ত করি দিল॥
দুঃখিত দেখিয়া তারে ক্ষমা দিল চিত্তে।
কুলের বাহির তবে করিল দুর্বৃত্তে॥
এইরূপে কতকাল করিল যাপন।
হেনকালে দোঁহাকার হইল নিধন॥
ধর্ম-আত্মা যজ্ঞমালী ধর্মপরায়ণ।
বিমান দিলেন পাঠাইয়া নারায়ণ॥
দুই দূত আসিলেক দেখিতে সুন্দর।
বিমান লইয়া তারা আসিল সত্বর॥
রথে তুলি যজ্ঞমালী নিল সেইক্ষণ।
গন্ধর্বেতে গীত করে নর্তকে নর্তন॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন।
পথে সুমালীর সঙ্গে হৈল দরশন॥
ভয়ঙ্কর যমদূত বিকৃতি আকার।
পাশে বান্ধি ল'য়ে যায় করিয়া প্রহার॥
পূর্বজন্মে যত পাপ করিল অর্জন।
সে সব স্মরিয়া যায় করিয়া ক্রন্দন॥
দেখি সবিস্ময় চিত্ত যজ্ঞমালী হয়ে।
দূতগণে নিবেদিল বিনয় করিয়ে॥
কহ দূত দোঁহে এরা কাহার কিঙ্কর।
কাহারে প্রহার করে কেবা এই নর॥
কোথাকারে ল'য়ে যায় কিসের কারণে।
বান্ধিয়া লইয়া যায় কোন্ প্রয়োজনে॥
যদি দূত জান তবে কহিবে আমারে।
এত শুনি বিষ্ণুদূত কহিছে তাহারে॥
এই দুইজন হয় যমের কিঙ্কর।
এই দুষ্ট পাপী দেখ তব সহোদর॥
যতেক করিল পাপ না হয় এড়ান।
বান্ধিয়া লইয়া যায় যম বিদ্যমান॥
এত শুনি যজ্ঞমালী মানিল বিস্ময়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
যদি জান দূতগণ কহ বিবরণ।
কিরূপে ইহার হয় দুর্গতি মোচন॥
দূতগণ বলে এই পাপী দুরাচার।
আছয়ে উপায় এক মুক্ত করিবার॥
তোমার সদনে আছে যদি কর দান।
পূর্বের কাহিনী কহি কর অবধান॥
কোশলনগরে পূর্বে কালিনা নামেতে।
বৈশ্যকুলে জন্ম এক ছিল দুষ্টচিত্তে॥
গো-ব্রাহ্মণ বিনাশিল সেই দুরাচার।
তাহার পাপের কথা নাহি কহিবার॥
চুরি হিংসা করে হয় বেশ্যাপরায়ণ।
জন্মে জন্মে কুকর্মেতে রত সেইজন॥
তার দুষ্ট কর্ম দেখি যত বন্ধুগণ।
নগর বাহির করি দিল সেইক্ষণ॥
বন্ধুগণ তাড়নাতে ভয় পেয়ে মনে।
ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হ'য়ে প্রবেশিল বনে॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে শ্রান্ত হইল শরীর।
দৈবেতে পাইল এক কেশব-মন্দির ॥
মন্দির সমীপে এক সরোবর ছিল।
স্নান দান নিত্যকর্ম তাহাতে করিল ॥
শ্রম দূর গেল শ্রান্ত হৈল কলেবর।
আশ্রয় করিল সেই মন্দির ভিতর ॥
বৃষ্টিজলে কর্দম আছিল ভাঙ্গা ঘরে।
হস্ত দিয়া তাহা সব পরিষ্কার করে ॥
শ্রমযুক্ত হ'য়ে তাতে শয়ন করিল।
আয়ুশেষে আসি কাল উপনীত হৈল ॥
গৃহের ভিতরে মহা-কালসর্প ছিল।
দংশিয়া বৈশ্যেরে সেই বনান্তরে গেল ॥
দৈবের নির্বন্ধ খণ্ডে শকতি কাহার।
সর্পের দংশনে মৃত্যু হইল তাহার ॥
দুই দূত সেইখানে আসি সেইক্ষণ।
মহাপাশে বৈশ্যপুত্রে করিল বন্ধন ॥
জানিয়া যমের দুষ্ট কর্ম গদাধর।
আমা দোঁহে পাঠাইয়া দিলেন সত্বর ॥
সেইক্ষণে করিলাম মোচন তাহার।
যমদূতে করিলাম বহু তিরস্কার ॥
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি পায়।
পূর্বের কাহিনী এই জানাই তোমায় ॥
গোচর্ম প্রমাণ বিষ্ণু মন্দির মার্জনে।
উদ্ধারহ নিজ ভ্রাতা দিয়া পুণ্য দানে ॥
এত শুনি যজ্ঞমালী আনন্দিত মনে।
সুমালীর পুণ্য দান দিল সেইক্ষণে ॥
দয়া করি পুণ্য তারে যজ্ঞমালী দিল।
পুণ্যের প্রভাবে সব পাপ নষ্ট হৈল ॥
সুমালী হইল পুণ্যবন্ত মহাশয়।
বিষ্ণুদূত এই কথা যমদূতে কয় ॥
ভ্রাতৃ-পুণ্যফলে এই পাইল নিস্তার।
ছাড়হ ইহারে তোরা ওরে দুরাচার ॥
ইহার উপরে তোর নাহিক শাসন।
এত বলি মুক্ত করি দিল সেইক্ষণ ॥
যজ্ঞমালী শুনে তবে স্তব্ধচিত্ত হয়ে।
উভয়ে বৈকুণ্ঠে গেল বিমানে চড়িয়ে ॥

সুমালীর কথা দূত যমে নিবেদিল।
শুনিয়া দূতেরে যম প্রবোধ করিল ॥
সেইক্ষণে যজ্ঞমালী নির্বাণ পাইল।
বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি সুমালী লভিল ॥
সেই পুণ্যফলে সেই গেল স্বর্গবাস।
ধর্মপাশে গঙ্গাপুত্র কন ইতিহাস ॥
ভক্তিযুত হ'য়ে যেই দাস্যভাব করি।
মন্দির মার্জনা করে ভজয়ে শ্রীহরি ॥
একচিত্তে একমনে শুনে যেইজন।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় কথন ॥

———

সাধুসঙ্গ প্রশংসা উপলক্ষে উতঙ্কের উপাখ্যান।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া তবে ধর্মের তনয় ॥
মায়া মোহ তেয়াগিয়া হলেন সুস্থির।
পুনরপি ভীষ্মে জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির ॥
কিরূপে এ ঘোর মায়া ত্যজে জ্ঞানীজন।
কিরূপে জনম সেই করয়ে খণ্ডন ॥
কিরূপেতে সাধুসঙ্গ করে জীবগণ।
সংসারের মায়াজাল করয়ে খণ্ডন ॥
সাধুসঙ্গ করি কিবা ভক্তি পায় নর।
ইহার বৃত্তান্ত কহ ওহে কুরুবর ॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাস রাজন্।
ঈশ্বরের মায়া খণ্ডে আছে কোন্‌জন ॥
গৃহধর্মে থাকি করিবেক সাধুসঙ্গ।
হরিনাম হরিগুণ কীর্তন প্রসঙ্গ ॥
সাধুমুখে কৃষ্ণজ্ঞান অস্ত্র করে ধরি।
মায়াজালের বন্ধন কাট ত্বরা করি ॥
জ্ঞানে কি অজ্ঞানে করে সাধু দরশন।
ঈশ্বরের মায়া তরে সেই মহাজন ॥
অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কর অমৃত ভক্ষণ।
তথাপি অমর হয় বেদের লিখন ॥
সংসার-সাগর অবহেলে হয় পার।
সাধুসঙ্গ হ'লে পুনর্জন্ম নাহি আর ॥
পূর্ব ইতিহাস কথা কহিব ইহাতে।
সাবধান হ'য়ে রাজা শুন একচিতে ॥

কলিক নামেতে ব্যাধ ছিল শান্তিপুরে।
বহু পাপ দুরাচার করিল সংসারে ॥
চুরি হিংসা পরদ্রোহী বেশ্যাপরায়ণ।
তাহার পাপের কথা না যায় কথন ॥
অনুক্ষণ পরদ্রব্য অপহার করে।
একদিন গেল ব্যাধ সৌভরি-নগরে ॥
নগর ভিতর গিয়া পশিল সত্বর।
বিচিত্র কাননে দেখে রম্য সরোবর ॥
তথা গিয়া ব্যাধ ক্রমে হৈল উপনীত।
দেবালয় তথা গিয়া দেখে আচম্বিত ॥
নানা ধাতু বিরচিত বিচিত্র গঠন।
উপরেতে সুশোভন কলস কাঞ্চন ॥
দেখিয়া হইল ব্যাধ আনন্দিত মন।
মন্দির নিকটে তবে করিল গমন ॥
দেখিল ব্রাহ্মণ এক আছয়ে বসিয়া।
জিজ্ঞাসিল কহ দ্বিজ আছ কি লাগিয়া ॥
উতঙ্ক নামেতে দ্বিজ সর্বগুণান্বিত।
বেদশাস্ত্রে বিজ্ঞ সাধু সর্বত্র বিদিত ॥
নানাবিধ অলঙ্কার স্বর্ণ-পাত্রাসন।
শিলারূপী মূর্তি তথা দেব জনার্দন ॥
পূজার সামগ্রী নানাবিধ স্বর্ণ পাত্রে।
দেখি আনন্দিত ব্যাধ ভাবে নিজ চিত্তে ॥
ভাবিলেক নিশাযোগে এই ব্রাহ্মণেরে।
মারিয়া লইয়া যাব দ্রব্য নিজ ঘরে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে নিশ্চয় কহিল।
মন্দির সমীপে বনে লুকায়ে রহিল ॥
দিন অবসান নিশা হইল তথাতে।
হাতে খড়্গ আসে ব্যাধ মুনিরে মারিতে ॥
বুকে জানু দিয়া তবে ধরে সেইক্ষণ।
খড়্গ ঊর্ধ্ব করি হানিবারে কৈল মন ॥
খড়্গ হস্তে দেখি মুনি বলয়ে ব্যাধেরে।
কি হেতু আমারে তুমি চাহ মারিবারে ॥
কিছু অপরাধ নাহি করি তব স্থানে।
নির্বিরোধী আমি মোরে মার কি কারণে ॥
অহিংসা পরম ধর্ম বেদেতে বাখানে।
সাধু নাহি হিংসা করে অহিংসক জনে ॥

অখিল-পতির মায়া অখিল মোহয়।
ঈশ্বরের মায়াজাল কেহ না বুঝয় ॥
মায়াতে করিয়া বদ্ধ যত জীবগণে।
কালরূপী জনার্দন ভ্রমেন ভুবনে ॥
কলত্র বান্ধব পুত্র মিত্র পরিজন।
ভৃত্য আদি জন ধন এ সব কারণ ॥
ব্যস্ত হয়ে লোক করে নানা পর্যটন।
নানা দুঃখ পেয়ে করে বিত্ত উপার্জন ॥
নানা ভোগ দুঃখ পেয়ে পোষে পরিবারে।
মোর ঘর দ্বার বলি অকারণ মরে ॥
মরিলে সম্বন্ধ নাহি না বুঝে পামর।
একা হয়ে জন্মে জীব যায় একেশ্বর ॥
পুত্র মিত্র পরিবার না যায় সঙ্গেতে।
আপনা না ভাবে জীব ঈশ্বর মায়াতে ॥
পরলোকে কি হইবে চিত্তে নাহি ধরে।
ঈশ্বরের নাম গুণ স্মরণ না করে ॥
অন্তকালে হয় তার নরকে বসতি।
আপনাকে নাহি জানে ঘোর মহামতি ॥
মোহমদে মাতি করে কত অহঙ্কার।
সাধুজন নিন্দা করে দুষ্ট ব্যবহার ॥
গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে হিংসে সাধুজন।
অধোগতি হয় তার নরকে গমন ॥
এইরূপে শাস্ত্রকথা অনেক কহিল।
শুনিয়া কলিক মনে বিস্ময় মানিল ॥
সাধু পরশন মাত্র পাপ দূরে গেল।
করযোড় করি তবে উতঙ্কে কহিল ॥
অপরাধ কৈনু মুনি ক্ষম মহাশয়।
তোমার পরশে মম পাপ হৈল ক্ষয় ॥
নমো নমঃ তব পদে করি নমস্কার।
যাহার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার ॥
পূর্বজন্মে যত পাপ কৈনু উপার্জন।
এইজন্মে যত পাপ না যায় গণন ॥
সব দূরে গেল মোর তোমার পরশে।
জন্মিল যে নিত্যানন্দ ভক্তি হৃষীকেশে ॥
তুমি হে পরম গুরু হইলে আমার।
তোমার প্রসাদে হইলাম ভব পার ॥

মোহজ্ঞান দূরে গেল শুদ্ধ হৈল চিত্ত।
তোমার চরণে অর্পিলাম চিত্ত-বিত্ত॥
এইরূপে বহু স্তুতি কৈল নারায়ণে।
হৃদয়ে ভাবিয়া যুক্তি করিলেন মনে॥
এ দেহ রাখিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
পুনরপি পাছে পাছে ধায় মম মন॥
আমার সমান নাহি পাপী দুরাচার।
কেমনে পৃথিবী ভার সহিবে আমার॥
আমার সমান পাপ আছে বল কার।
এইক্ষণে আয়ুক্ষয় হউক আমার॥
অন্তরে ভাবিতে অগ্নি উঠিল নয়নে।
অতি শীঘ্র দেহত্যাগ হৈল সেইখানে॥
উতঙ্ক উঠিল ব্যস্ত হয়ে সেইক্ষণ।
বিষ্ণু-পাদোদক অঙ্গে করেন সেচন॥
বিষ্ণু-পাদোদক স্পর্শে সাধুসমাগমে।
সর্বপাপ দেহ হতে গেল অনুক্রমে॥
প্রদক্ষিণ করিয়া উতঙ্কে করে স্তুতি।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন জগৎপতি॥
চতুর্ভুজ দেব মূর্তি হৈল সেইক্ষণে।
প্রভু অনুক্রমে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
দেখিয়া উতঙ্ক হৈল সবিস্ময় মতি।
নানাবিধ রূপে কৃষ্ণে করিলেন স্তুতি॥
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ দেন দরশন।
বর দিয়া যান কৃষ্ণ আপন ভবন॥
এত বলি গঙ্গাপুত্র নিঃশব্দ হইল।
ধ্যানযোগে কৃষ্ণ মনে করিয়া রহিল॥

ভীষ্ম কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

সূত বলে অবধান কর মুনিগণ।
এতেক শুনিয়া পরীক্ষিতের নন্দন॥
যোগমার্গ কথা শুনি আনন্দ-হৃদয়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
সে যোগমার্গের কথা ভীষ্মমুখে শুনি।
কোন্ ধর্ম করিলেন ধর্ম নৃপমণি॥
কিরূপে করেন ভীষ্ম স্বর্গে আরোহণ।
মুনি বলে অবধান কর হে রাজন্॥

তদন্তরে ধর্মে কন গঙ্গার কুমার।
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার॥
পুনশ্চ বলেন শুন ধর্মের নন্দন।
রাজা হয়ে রাজ্য কর হস্তিনা ভুবন॥
মহাযজ্ঞ করি ভজ হরি দয়াময়।
জ্ঞাতিবধ পাপ আদি সব হবে ক্ষয়॥
মাঘমাসে সিতাষ্টমী আজি শুভদিনে।
শরীর ছাড়িব আমি ভজি নারায়ণে॥
শুন কৃষ্ণ তব হস্তে করি সমর্পন।
পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীরে করিবে পালন॥
ইন্দ্রের ভবনে আমি করিব প্রস্থান।
এত বলি নিঃশব্দ হইল মতিমান্॥
নিগূঢ় করিয়া ধ্যান যোগ চিত্তে ধরি।
করেন কৃষ্ণের স্তব ভীষ্ম ভক্তি করি॥
নমো নমঃ নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন।
সংসারের হেতু তুমি দেব নারায়ণ॥
তুমি আদি তুমি মধ্য তুমি অন্তরূপ।
সকল জগত এই তব লোমকূপ॥
নমো নমঃ আদি অবতার মৎস্যকায়।
নমো নরসিংহ হিরণ্যাক্ষ বিদারয়॥
নমো কূর্ম অবতার নমস্তে বামন।
নমো ভৃগুপতি ক্ষত্রকুল বিনাশন॥
নমো রাম অবতার রাবণনাশক।
নমো রাম অবতার রেবতীনায়ক॥
নমো হরি অবতার গজেন্দ্র মোক্ষণ।
নমো বুদ্ধ অবতার ভুবনপালন॥
নমস্তে ঋষভ যোগমার্গে বিচারণ।
নমো পৃথু কলেবর পৃথিবীধারণ॥
নমো ধন্বন্তরি-কায় অমৃতহরণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥
নমঃ কৃষ্ণ অবতার গোকুল বিহার।
নমো নমঃ সঙ্কর্ষণ দিব্য অবতার॥
নমো কল্কি অবতার ম্লেচ্ছবিনাশন।
নমো নমো জয় জয় আদি নারায়ণ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি দিবাকর।
আকাশ পাতাল তুমি দীর্ঘ কলেবর॥

আত্মারূপে চরাচর জীব তব স্থিতি।
তব তত্ত্ব জানিবারে কাহার শকতি ॥
এ ভব সংসার পার কর নারায়ণ।
এত স্তুতি করি ভীষ্ম ধ্যানে দেন মন ॥

ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ।

ধ্যানযোগে সম্মুখেতে দেখে নারায়ণ।
নবজলধর তনু অরুণ-লোচন ॥
পীতবাস পরিধান বনমালাধারী।
নানা অলঙ্কারে রূপ ভূষিত মুরারি ॥
চারু চতুর্ভুজরূপ মোহন মূরতি।
দেখি ভীষ্ম মনে মনে করিলেন স্তুতি ॥
সাক্ষাতে পদারবিন্দ দেখিয়া নয়নে।
শরীর ত্যজেন ভীষ্ম দেখে দেবগণে ॥
জয় জয় শব্দ হৈল ইন্দ্রের নগরে।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেব ভীষ্মের উপরে ॥
দিব্য রথ পাঠাইয়া দিল সুরপতি।
পবনের গতি রথ মাতলি সারথি ॥
রথেতে তুলিয়া স্বর্গে করিল গমন।
বসুগণ সহ গিয়া হইল মিলন ॥
মাঘমাস শুক্লাষ্টমী তিথি শুভদিনে।
ত্যজিলেন ভীষ্ম তনু চিন্তি নারায়ণে ॥
শরীর ছাড়েন ভীষ্ম দেখি যুধিষ্ঠির।
রোদন করেন ভূমে লোটায়ে শরীর ॥
ভীমার্জুন সহ কান্দে মাদ্রীর নন্দন।
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাদি যত বন্ধুগণ ॥
দ্বিজ ক্ষত্র আদি যত নগরের প্রজা।
রণ অবশেষে আর যত ছিল রাজা ॥
ভীষ্মের মরণে সবে অনেক কান্দিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল ॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
ভীষ্মের উদ্দেশে কান্দে করি হাহাকার ॥
কোথা গেলে পিতামহ ছাড়িয়া আমারে।
তোমার বিচ্ছেদে আত্মা ধরি কি প্রকারে ॥
এত বলি কান্দে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
তথা আসিলেন ব্যাস জানি সমাচার ॥
ব্যাস দেখি সসম্ভ্রমে উঠি পঞ্চজন।
সম্ভ্রমে করেন তাঁর চরণ বন্দন ॥
ধূলাতে ধূসর তনু নেত্রে ঝরে বারি।
সান্ত্বনা করেন ব্যাস সবারে নিবারি ॥
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার।
তবু ভ্রম না ঘুচিল তোমা সবাকার ॥
ভ্রম দূর কর রাজা তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে কর শোক ভীষ্মের কারণ ॥
পুণ্য আত্মা ভীষ্ম বীর বসু অবতার।
শাপে ভ্রষ্ট হ'য়ে কুরুবংশে জন্ম তাঁর ॥
শাপে মুক্ত হ'য়ে ভীষ্ম গেলেন স্বস্থানে।
তাঁর হেতু শোক রাজা কর অকারণে ॥
ব্রহ্মার মানস পূর্ণ পৃথিবীর হিতে।
হত হৈল যত ক্ষত্র ভারত যুদ্ধেতে ॥
ব্রহ্মার কথায় কৃষ্ণ হ'য়ে অবতার।
পৃথিবীর ভার সব করেন সংহার ॥
কিছুমাত্র অবশেষ আছে বিষ্ণু অংশ।
অল্পদিনে কৃষ্ণ তাহা করিবেন ধ্বংস ॥
ততদিন রাজ্যভোগ কর নৃপমণি।
শোক ত্যাগ কর রাজা শুন মম বাণী ॥
অগনি সংস্কার কর গঙ্গার নন্দনে।
অদাহন ভূমণ্ডল দেখ যেইখানে ॥
অ-পোড়া পৃথিবী যদি তুমি কোথা পাহ।
আমার বচন তুমি নিশ্চয় জানিহ ॥
কত কত রাজা জনমিল এ সংসারে।
কেহ নাহি গেল সবে শমনের দ্বারে ॥
চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে পৃথিবীতে।
অ-পোড়া না পাই স্থান কোথাও দেখিতে ॥
এত বলি নিজ স্থানে যান ব্যাসমুনি।
বিস্ময় মানেন রাজা ব্যাস-বাক্য শুনি ॥
অর্জুনেরে করিলেন আদেশ রাজন্।
ভ্রমিয়া দেখহ সব এ চৌদ্দ ভুবন ॥
অ-দাহন ভূমণ্ডল আছে যেই স্থানে।
তথা ল'য়ে দাহ কর গঙ্গার নন্দনে ॥
জানিয়া আইস ভাই অতি শীঘ্রতর।
এত শুনি ধনঞ্জয় চলেন সত্বর ॥

কপিধ্বজ রথে আরোহিয়া সেইক্ষণে।
আগে উপনীত হন ইন্দ্রের ভুবনে॥
কোনখানে স্বর্গেতে নাহিক অ-দাহন।
একে একে বিচরেন ইন্দ্রের নন্দন॥
সপ্তস্বর্গে পুনরপি করেন ভ্রমণ।
পাতালে গেলেন তবে ইন্দ্রের নন্দন॥
সপ্ত পাতালেতে সব দেখেন বিচরি।
অ-দাহন পাতালে কোথাও নাহি হেরি॥
অনন্তর মর্তে আসিলেন ধনঞ্জয়।
সপ্তদ্বীপ বিচারিয়া করেন নির্ণয়॥
অ-দাহন পৃথিবী না দেখি কোনখানে।
সবিস্ময় হৈয়া আসি কহেন রাজনে॥
শুনিয়া ধর্মের পুত্র মানেন বিস্ময়।
ব্যাসের বচনে পূর্ব ভ্রম দূর হয়॥
শোক ত্যাগ করি রাজা কার্যে দেয় মন।
ভীমার্জুনে আজ্ঞা তবে করেন রাজন্॥
নানা কাষ্ঠ চন্দনাদি আনহ সত্বরে।
এক লক্ষ ঘৃত কুম্ভ সম্ভার বিস্তারে॥
কুরুক্ষেত্র মধ্যে শীঘ্র করহ সঞ্চয়।
চতুর্দোলে করি আন গঙ্গার তনয়॥
আজ্ঞা মাত্র ধনঞ্জয় মাদ্রীর কুমার।
অগ্নি সংস্কারের দ্রব্য আনেন সত্বর॥
শত শত ঘৃতকুম্ভ কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আনিল ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবী নিবাসী॥
চতুর্দোলে তুলি নিল ভীষ্মের শরীর।
বিধিমতে অগ্নি দেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভীষ্মের শরীর দহি ভাই পঞ্চজন।
গঙ্গাতে নিমজ্জি দেহ করেন তর্পণ॥
শ্রাদ্ধ শান্তি করিলেন ক্ষত্রিয়-বিধানে।
নানা রত্ন অলঙ্কার দিলেন ব্রাহ্মণে॥
অন্নদান ভূমিদান অনেক করিল।
লিখনে না যায় যত দরিদ্রে তুষিল॥
শোকচিত্তে রহে রাজা হস্তিনাভুবনে।
ভীষ্মের ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে॥
মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান।
এত দূরে শান্তিপর্ব হৈল সমাধান॥

শান্তিপর্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

অশ্বমেধপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও ব্যাসের উপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
কি কি কর্ম করিলেন পিতামহগণ ॥
মুনি বলে শুন তবে শ্রীজনমেজয়।
রাজ্যে রাজা হইলেন ধর্মের তনয় ॥
কিন্তু উপরোধে রাজ্য ল'য়ে যুধিষ্ঠির।
প্রজার পালন করে ধার্মিক শরীর ॥
ভীমার্জুন সহদেব নকুল সুমতি।
লইয়া করেন যুক্তি ধর্ম নরপতি ॥
শুন ভাইগণ সবে আমার বচন।
স্থির নহে চিত্ত মম কিসের কারণ ॥
না হেরি নয়নে মোর কৃষ্ণ কালাচাঁদে।
চঞ্চল চকোর চিত্ত প্রাণ সদা কাঁদে ॥
দ্বারকানগরে তিনি গেলেন সম্প্রতি।
আর কে করিবে দয়া পাণ্ডবের প্রতি ॥
অর্জুন বলেন চিন্তা না কর রাজন্।
আসিবেন কৃষ্ণ তুমি করিলে স্মরণ ॥
যুধিষ্ঠির স্থির হন তাঁর সেই বোলে।
মহামুনি ব্যাসদেব এল হেনকালে ॥
ব্যাস দেখি উঠিলেন ধর্মের নন্দন।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁর বন্দেন চরণ ॥
আশীর্বাদ কৈল মুনি রাজা যুধিষ্ঠিরে।
জানিয়া সকল তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন তাঁরে ॥
কহ রাজা কি কারণে বিরস বদন।
তোমারে দেখিয়া মোর বিচলিত মন ॥
অকৌরবা পৃথিবী করিলে বাহুবলে।
তোমা হেন রাজা নাহি এ মহীমণ্ডলে ॥
অনুজ অর্জুন তব ভীম মহাবলী।
আর তাহে সহায় আপনি মহাবলী ॥
তোমা বিষাদিত দেখি মোর দুঃখ মন।
কহ দেখি মনস্তাপ কিসের কারণ ॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
সবিনয়ে কহে তবে ধর্মের নন্দন ॥
লোভের কারণে ধর্মপথ পরিহরি।
করিনু অন্যায় যত কহিতে না পারি ॥
পিতামহ ভীষ্মদেবে করিনু সংহার।
আমার সমান কেবা পাপী আছে আর ॥
শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য হয়েন ব্রাহ্মণ।
বিনাশ করিনু তাঁরে শুন তপোধন ॥
সহোদর কর্ণবীরে অর্পিনু শমনে।
বধিলাম শত ভ্রাতৃ সহ দুর্যোধনে ॥
আর যত সুহৃদ বান্ধবগণ ছিল।
রাজ্যলোভে আমা হ'তে যমাগারে গেল ॥
অভিমন্যু দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রগণ।
রাজ্য হেতু বিনাশিনু শুন তপোধন ॥
এমত নিন্দিত কর্ম কেহ নাহি করে।
কি বলিয়া মহামুনি প্রশংস আমারে ॥
ব্যাস বলিলেন রাজা দুঃখ ভাব কেনে।
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম বিদিত পুরাণে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাশয়।
পুণ্যকর্ম ব্যতিরেকে পাপ নহে ক্ষয় ॥

জ্ঞাতিবধে পাপ ভয় মম নিরন্তর।
কি উপায় করি বল ওহে মুনিবর ॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুনহ রাজন্।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ধর্মের নন্দন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে হয় পাপের বিনাশ।
মন দিয়া শুন রাজা কহি ইতিহাস ॥
মহাবীর ছিল জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্র করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
পিতার আজ্ঞায় তেঁহ বধিল জননী।
বনপর্বে সেই কথা শুনিয়াছ তুমি ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে তার পাপ গেল দূরে।
এ সব শাস্ত্রের কথা কহি যে তোমারে ॥
আর অশ্বমেধ কৈল দেব পুরন্দর।
ব্রহ্মবধ-পাপে মুক্ত তাঁর কলেবর ॥
তুমিও করহ রাজা অশ্বমেধ ক্রতু।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ এড়াবার হেতু ॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
যোড়হস্তে বলিছেন ধর্মের নন্দন ॥
অশ্বমেধ পাপ দূর করিলে আপনি।
যজ্ঞ কৈল যত জন শুনিলাম আমি ॥
তা' সবার সম নহে আমার ক্ষমতা।
শুন মহামুনি ইহা না হয় সর্বথা ॥
নির্ধন পুরুষ আমি নাহি এত ধন।
কি মতে হইবে মুনি যজ্ঞ সমাপন ॥
দুর্যোধন বিবাদেতে অর্থ হৈল ক্ষয়।
কি মতে হইবে যজ্ঞ মুনি মহাশয় ॥
ব্যাস বলে শুন রাজা ধর্মের নন্দন।
কার্য কর্মে বদ্ধ হলে ধন প্রয়োজন ॥
তবে ধনে কর্ম হয় ইথে নাহি আন।
শুন রাজা কহি আমি ধর্মের সন্ধান ॥
মরুত নামেতে এক ছিল নরবর।
তাঁর যজ্ঞকথা কহি তোমার গোচর ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল মরুত নৃপতি।
অদ্যাপি তাঁহার যশ ঘোষে বসুমতী ॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্ঞেতে বরিল।
সুবর্ণ আসনে সব দ্বিজে বসাইল ॥
স্বর্ণ-বাটি স্বর্ণ-থাল স্বর্ণময় ঝারি।
কাঞ্চনে নির্মিত পাত্রে দেন অন্ন বারি ॥
হেনমতে মরুত ব্রাহ্মণ সেবা করে।
প্রত্যহ নূতন পাত্র দেন দ্বিজবরে ॥
হেনমতে যজ্ঞ কৈল শতেক বৎসর।
মরুত সমান ধনা নাহি নৃপবর ॥
বহু ধন লইতে না পারি দ্বিজগণ।
হিমালয় পার্শ্বদেশে রাখে সর্বধন ॥
তথা হতে সেই ধন আনহ সত্বর।
অশ্বমেধ হইবেক শুন নরবর ॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্মের নন্দন।
যোড়হাত করি করে এই নিবেদন ॥
শুন মহাশয় আমি যজ্ঞ না করিব।
সে ধন ব্রহ্মস্ব আমি কেমনে আনিব ॥
পাপ বিনাশিতে চাহি যজ্ঞ করিবারে।
আনিতে বিপ্রের ধন বল কি প্রকারে ॥
হাসিয়া বলেন ব্যাস শুনহ রাজন্।
দোষ নাহি নৃপতি আনিতে সেই ধন ॥
সে ধন ব্রাহ্মণগণ করিলেন ত্যাগ।
ইথে দোষ না পরশে শুন মহাভাগ ॥
ভয় না করিহ তুমি ধর্মের তনয়।
অগ্নি জল পৃথিবী এ ধন কারো নয় ॥
শত শত রাজা পূর্বে পৃথিবীতে ছিল।
তদন্তরে কত কত আরো রাজা হৈল ॥
বাহুবলে পৃথিবীর করিল পালন।
নানা যজ্ঞ করিলেক পেয়ে নানা ধন ॥
সেই ধন জল অগ্নি হ্রাস নাহি হয়।
শুন যুধিষ্ঠির রাজা শাস্ত্রে হেন কয় ॥
সে ধন আনিয়া রাজা যজ্ঞ কর সুখে।
ইথে দোষ নাহি আমি কহিনু তোমাকে ॥
আনন্দ পাইল রাজা ব্যাসের বচনে।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন আনন্দিত মনে ॥
হইল ধনের তত্ত্ব শুন মহামুনি।
যজ্ঞ হেতু হয়বর কোথা পাব শুনি ॥
মুনি কন আছে অশ্ব যুবনাশ্বপুরে।
আনিতে করহ যত্ন সেই অশ্ববরে ॥

যজ্ঞ হেতু অশ্ব পালিতেছে নরপতি।
শতকোটি সেনা আছে তাঁহার সংহতি॥
যতনে পালয়ে হয় যজ্ঞ নাহি করে।
সেই ঘোড়া আন রাজা জানাই তোমারে॥
পরাজিয়া যুবনাশ্বে হয় আন তুমি।
তবে যজ্ঞ সিদ্ধ হবে কহিলাম আমি॥
যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান।
হয় হেতু নৃপ সহ হইবে সংগ্রাম॥
কে আর করিবে যুদ্ধ নৃপতির সাথে।
মহারাজ যুবনাশ্ব খ্যাত পৃথিবীতে॥
ব্যাস বলিলেন রাজা চিন্তা কর কেনে।
হয় আনিবারে আজ্ঞা কর ভীমসেনে॥
ভীমের অসাধ্য নাহি জানি কোন কর্ম।
চিন্তা না করিহ তুমি হয় হেতু ধর্ম॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন কর অবধান।
বড় শ্রান্ত আছে ভীম করিয়া সংগ্রাম॥
জর্জর ভীমের অঙ্গ কৌরবের বাণে।
তুরঙ্গ আনিতে তারে কহিব কেমনে॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ দুইত বালক।
বিশেষ বাপের শোকে দহিছে পাবক॥
কি মতে বলিব তারে তুরঙ্গ আনিতে।
শুন মহামুনি বড় ভয় পাই চিতে॥
এত যদি বলিলেন ধর্ম নৃপবর।
তাহা শুনি আনন্দিত বীর বৃকোদর॥
ভীম বলে মহারাজ করহ শ্রবণ।
তুরঙ্গ আনিতে কহিলেন তপোধন॥
আনিব তুরঙ্গ আমি এ নহে আশ্চর্য।
পরাজিব যুবনাশ্বে কত বড় কার্য॥
ধন আনিবারে তুমি পাঠাও অর্জুনে।
আমি আনি অশ্ববরে জিনিয়া রাজনে॥
একেশ্বর যাব আমি ভদ্রাবতীপুরে।
আনিব যজ্ঞের হয় জিনিয়া রাজারে॥
সবান্ধবে রাজারে পাঠাব যমঘরে।
অবশ্য আনিব ঘোড়া কারে ভীম ডরে॥
ইহা ভিন্ন নাহি আর আমার বিশ্রাম।
শতেক বৎসর পারি করিতে সংগ্রাম॥

কহিলেন যুধিষ্ঠির ভীমের বচনে।
একাকী দুর্গমে তুমি যাইবে কেমনে॥
বৃষকেতু মুখপানে চান যুধিষ্ঠির।
রাজার ইঙ্গিতে তার পুলক-শরীর॥
যোড়হাতে কহে বীর ধর্মের গোচরে।
ভীম সঙ্গে যাব আমি আজ্ঞা দেহ মোরে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন প্রিয়বর।
আছিল তোমার পিতা মহাধনুর্দ্ধর॥
অর্জুন বধিল তবে করিয়া বিক্রম।
তার বধে আমি পাইয়াছি মনোভ্রম॥
বৃষকেতু বলে শুন পাণ্ডব-ঈশ্বর।
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম করিতে সমর॥
বিপক্ষ হইল পিতা ত্যজি সহোদর।
কৌরব সহিত কৈল মন্ত্রণা বিস্তর॥
দ্রৌপদীরে উপহাসি হিংসিল তোমারে।
সেই পাপে মম পিতা গেল যমঘরে॥
আজ্ঞা দেহ যাই আমি খুড়ার সংহতি।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া শুন নরপতি॥
বৃষকেতু কথা শুনি ভীম পুলকিত।
আলিঙ্গন দিল তারে হয়ে অতি প্রীত॥
তবে ঘটোৎকচ-সুত মেঘবর্ণ নাম।
যুধিষ্ঠির আগে কহে করিয়া প্রণাম॥
যদি আজ্ঞা কর তুমি ধর্ম নরপতি।
পিতামহ সঙ্গে যাব পুরী ভদ্রাবতী॥
আনিব তুরঙ্গে আমি শুনহ রাজন্।
অন্তরীক্ষে গতি মম ধর্মের নন্দন॥
বুঝিতে আমার মায়া অমর না পারে।
আনিব তুরঙ্গ আমি হস্তিনা-নগরে॥
বৃষকেতু পিতামহে করিবে সমর।
তুরঙ্গ আনিব আমি শুন নৃপবর॥
এত যদি মেঘবর্ণ বলিল বচন।
অনুমতি করিলেন ধর্মের নন্দন॥
যাহ পুত্র আনহ তুরঙ্গ বাহুবলে।
মম আশীর্বাদে ঘোড়া আনিবে কুশলে॥
সাজিলেন তিন বীর তুরঙ্গ আনিতে।
ব্যাস কহিলেন কথা রাজার সাক্ষাতে॥

অর্জুনে পাঠাও রাজা আনিবারে ধন।
তবে সে কহিব আমি যজ্ঞ বিবরণ॥
মুনিবাক্যে ধনঞ্জয়ে কন নরপতি।
কিরীটী চাপিয়া রথে যান শীঘ্রগতি॥
হিমালয় পার্শ্বে যান পাণ্ডুর নন্দন।
রথেতে তুলিয়া আনিলেন সব ধন॥
ধন দেখি যুধিষ্ঠির সানন্দ অন্তর।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ মুনির গোচর॥
আদ্যোপান্ত যজ্ঞ-কথা জানাও আমারে।
স্থির নহে চিত্ত মম কহিনু তোমারে॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্মের নন্দন।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ কৈলে স্থির হবে মন॥
যজ্ঞ-বিবরণ কথা কহি যে তোমারে।
আদ্যোপান্ত অন্ন জল দিবে সবাকারে॥
বিংশতি সহস্র বিপ্র যজ্ঞেতে বরিবে।
নানা আভরণ দিয়া সবারে তুষিবে॥
আসন ভূষণ দিবে কনক রচিত।
আদরে পূজিবে সবে হয়ে হরষিত॥
লক্ষ কুম্ভ ঘৃত নিত্য ঢালিবে আগুনে।
করিবে দেবতা পূজা কুসুম চন্দনে॥
পাঁচ কুম্ভ ঘৃত এক ব্রাহ্মণে ঢালিবে।
হেনমতে লক্ষ কুম্ভ প্রতিদিন দিবে॥
যথাযোগ্য আহারাদি দিবসে দিবসে।
যজ্ঞ আরম্ভন কর মধু-চৈত্র মাসে॥
ঘোড়ার লক্ষণ শুন ধর্ম নরপতি।
চন্দ্রমা জিনিয়া ঘোড়া দেহের মূরতি॥
পীত পুচ্ছ শ্যামবর্ণ অশ্ব মনোহর।
সর্ব সুলক্ষণ যুক্ত হয় নরবর॥
ভূষিত করিবে ঘোড়া দিয়া আভরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ঘোড়া করিবে পূজন॥
জয়পত্র অশ্বভালে করিয়া বন্ধন।
আপনার নাম তাহে করিবে লিখন॥
তাহাতে লিখিবে পত্র যেই ঘোড়া ধরে।
নিজ বাহুবলে আমি জিনিব তাহারে॥
তুরঙ্গ ছাড়িবে মধু-পূর্ণিমা দিবসে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া মনের হরিষে॥
আপনি থাকিবে রাজা যজ্ঞে হয়ে ব্রতী।
অসিপত্র-ব্রত আচরিবে মহামতি॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করি নিবেদন।
অসিপত্র-ব্রত কথা কহ তপোধন॥
অসিপত্র ব্রত সেই কেমন প্রকারে।
কি নিয়মে থাকে তাহা বলহ আমারে॥
ব্যাস বলিলেন রাজা কর অবগতি।
অসিপত্র ব্রতকথা শুন নরপতি॥
যাবৎ না আসে ঘোড়া নিবৃত্ত হইয়া।
থাকিবে যে একাসনে দ্রৌপদী লইয়া॥
তার মাঝে খড়্গ এক থোবে নরপতি।
কদাচিত অন্যমত না করিবে তথি॥
মদন-আবেশে যদি মজে তব মন।
সেই খড়্গে কাটিয়া ফেলিবে সেইক্ষণ॥
সেই ব্রত কর রাজা আমার বচনে।
তোমা বিনা করিতে নারিবে অন্যজনে॥
শুনিয়া বলেন রাজা ধর্মের নন্দন।
আচরিতে না পারিল সহস্রলোচন॥
হেন ব্রত আচরিব আমি কোনমতে।
শুন মহামুনি বড় ভয় পাই চিতে॥
ব্যাস কন তোমার সহায় নারায়ণ।
তোমার অসাধ্য ইহা নহে ত রাজন্॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিকেতনে।
কৃষ্ণেরে করেন স্তব রাজা দৃঢ়মনে॥

— —

যুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

হা কৃষ্ণ দ্বারকানাথ যাদবনন্দন।
মথুরেশ হৃষীকেশ ত্রাতা জনার্দন॥
এই নামে যুধিষ্ঠির স্মরণ করিতে।
করুণাসাগর তথা আসিল ত্বরিতে॥
একেশ্বর আসিলেন কমললোচন।
যুধিষ্ঠির দ্বারে আসি দিল দরশন॥
হের দেখ ভক্তের অধীন যদুরায়।
শিব ব্রহ্মা ধ্যানে যাঁরে দেখিতে না পায়॥
অনাহারে অহর্নিশি যত যোগিগণ।
সমাধি যোগেতে ভাবে যেই নারায়ণ॥

দেখিতে না পায় যাঁরে নানা ক্লেশ করি।
যুধিষ্ঠির স্মরণেতে এল সেই হরি॥
দ্বারী গিয়া জানাইল ধর্মের গোচরে।
শুন রাজা হৃষীকেশ আসিলেন দ্বারে॥
শুনি হরষিত হয়ে পাণ্ডুর নন্দন।
আগুসরি আনিবারে করেন গমন॥
দ্রৌপদী সহিত রাজা ভ্রাতৃগণ লয়ে।
ত্বরিতে গেলেন রাজা আনন্দিত হয়ে॥
যুধিষ্ঠির প্রণমেন দেব নারায়ণ।
হরষিত হয়ে রাজা দেন আলিঙ্গন॥
সবা সনে সম্ভাষণ করি যত্নপতি।
সভাতে বসেন আসি কৃষ্ণ মহামতি॥
ভীমার্জুন সহদেব নকুল কুমার।
বৃষকেতু আদি যত আসিল অপার॥
সভা সুশোভিত করিলেন নারায়ণ।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে কৃষ্ণ আগমন॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহি যে তোমারে।
পাণ্ডব সমান কেহ নাহিক সংসারে॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে আসিলেন হরি।
পাণ্ডবের কত ভাগ্য বলিতে না পারি॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির হয়ে যোড়হাত।
নিবেদন কৈল শুন দেব জগন্নাথ॥
অভিষেক করি মোরে দিলে সিংহাসন।
তোমার আজ্ঞায় করি প্রজার পালন॥
কিন্তু মম চিত্ত স্থির না হয় শ্রীহরি।
অন্তরে উদ্বেগ উঠে বলিতে না পারি॥
গুরু জ্ঞাতি নাশিলাম সংগ্রাম ভিতরে।
সেকারণে সুখ মোর নাহিক অন্তরে॥
বিষাদিত হয়ে আমি মনে মনে গণি।
হেনকালে আসিলেন ব্যাস মহামুনি॥
যত দুঃখ নিবেদন করিলাম আমি।
কহিলেন অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর তুমি॥
বলিলাম নিঃস্ব আমি করিব কেমনে।
ধনের সন্ধান মুনি কহিল যতনে॥
অর্জুন আনিবে ধন হিমালয় হতে।
উপদেশ করিলেন তুরঙ্গ আনিতে॥
যুবনাশ্বপুরে আছে অশ্ব মনোহর।
ভীম আনিবেক ঘোড়া করিয়া সমর॥
প্রতিজ্ঞা করিল তবে সভা বিদ্যমানে।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ আর ভীমসেনে॥
তবে যজ্ঞ বিবরণ কহিলেন মুনি।
অসিপত্র-ব্রত শুনি ভয় মনে গণি॥
সেকারণে স্তুতি আমি করিনু তোমারে।
ত্বরায় আসিলে কৃষ্ণ আমার গোচরে॥
পাণ্ডবে আছয়ে কৃপা শুন যত্নরায়।
যজ্ঞসিদ্ধ হেতু আমি জিজ্ঞাসি তোমায়॥
পারি কি না পারি আমি যজ্ঞ করিবারে।
বিচারিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলহ আমারে॥
শুনিয়া বলেন হাসি দেব নারায়ণ।
জলদগম্ভীর স্বরে মধুর বচন॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির আমার ভারতী।
ঘোটক আনিবে ভীম হেন-নহে কৃতী॥
যুবনাশ্ব মহারাজ মহাবলবান্।
তার সঙ্গে যুদ্ধ করা সঙ্কটের স্থান॥
সংগ্রামে না জিনিতে পারিবে বৃকোদর।
ভীম হতে কর্ম সিদ্ধি নহে নৃপবর॥
অকর্মান্বিত ভীম সর্বলোকে জানে।
কামাতুর হয়ে মজে রাক্ষসীর সনে॥
রাক্ষস আকার তার রাক্ষস-আচার।
মনুষ্যের রক্ত খায় রাক্ষস-আহার॥
কোন গুণ নাহি দেখি ভীমের শরীরে।
হেন জনে বল তুমি অশ্ব আনিবারে॥
ভীম হ'তে না হইবে সিদ্ধ প্রয়োজন।
নিশ্চয় জানিহ ইহা ধর্মের নন্দন॥
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিলেন রঘুনাথ।
ব্রহ্মবধ করিলেন পূর্বে তাঁর তাত॥
নিয়োজিল লক্ষ্মণেরে অশ্ব রাখিবারে।
আনন্দে ভ্রময়ে ঘোড়া পৃথিবী ভিতরে॥
অক্ষৌহিণী সঙ্গে করি সুমিত্রানন্দন।
অশ্ব লয়ে পৃথিবী করিলেক ভ্রমণ॥
দৈবযোগে গেল ঘোড়া বিষ্ণুপদীপুরে।
লব কুশ দুই ভাই ধরিল ঘোড়ারে॥

আনিতে নারিল ঘোড়া সুমিত্রানন্দন।
আপনি গেলেন তথা কমললোচন॥
শ্রীরাম আনেন অশ্ব যজ্ঞ সাঙ্গ হয়।
এই সব কথা রাজা জানিহ নিশ্চয়॥
এত যদি কহিলেন দেব গদাধর।
তাহা শুনি কহিতে লাগিল বৃকোদর॥
নিবেদন করি শুন দেব নারায়ণ।
কহিলে আমারে তুমি গর্বিত বচন॥
তুমি যদি বল আমি কি করিতে পারি।
কিন্তু আপনার ছিদ্র নাহি জান হরি॥
ডাগর উদর মম দেখ নারায়ণ।
তোমার উদরে কৃষ্ণ এ তিন ভুবন॥
আমা সম কামাতুর না দেখ আপনি।
ষোল শত অষ্ট হয় তোমার রমণী॥
তাহা লয়ে ক্রীড়া কর দিবস রজনী।
আমি কিসে কামাতুর বল গুণমণি॥
নিন্দিলে আমার কাছে রাক্ষস-বনিতা।
তোমার গৃহেতে আছে ভল্লুক-দুহিতা॥
আপনি না জান কৃষ্ণ নিন্দহ অন্যেরে।
কত কীর্তি রাখিয়াছ গোকুল নগরে॥
পাসরিলে সেই কথা রাধার জীবন।
আমায় নিন্দিয়া কহ কুৎসিত বচন॥
ভয় নাহি করি আমি যুবনাশ্ব বীরে।
তুরঙ্গ আনিব আমি জিনিয়া তাহারে॥
তুমি যারে প্রসন্ন আছহ যদুরায়।
ইন্দ্রে পরাজিতে পারি এবা কোন্ দায়॥
আমা সবাকার নাথ তুমি নারায়ণ।
সত্য বলি এই কথা জানে সর্বজন॥
আমার অসাধ্য নাহি এই চরাচরে।
শুন কৃষ্ণ কহিলাম তোমার গোচরে॥
ভীমের বচনে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচন॥
অশ্বমেধ যজ্ঞসিদ্ধ হইবে তোমার।
অসিপত্র আচরিবে ধর্মের কুমার॥
অন্যমত না হইবে বলিলাম আমি।
তুরঙ্গ আনিবে ভীম স্থির জেনো তুমি॥

কৃষ্ণের বচনে হরষিত যুধিষ্ঠির।
পুনরপি কহিতে লাগিল ভীম বীর॥
শুনহ অর্জুন বীর আমার বচন।
সতত করিবে তুমি রাজার রক্ষণ॥
পালিহ হস্তিনাপুরী প্রজার সহিতে।
তিন জন যাই মোরা তুরঙ্গ আনিতে॥
এতেক কহিল যদি পবন-কুমার।
শুনিয়া অর্জুন তাহা করেন স্বীকার॥
যুধিষ্ঠির পদে ভীম করিল প্রণাম।
আশীর্বাদ দেন তারে ধর্ম গুণধাম॥
যাহ ভীম অশ্ব তুমি আনহ ত্বরিতে।
বিলম্ব না কর ভাই ইহা রাখ চিতে॥
এত শুনি ভীমবীর চলিল সত্বরে।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ লইয়া দোঁহারে॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

অশ্ব আনিতে ভীম, বৃষকেতু ও মেঘবর্ণের যাত্রা।

শ্রীজন্মেজয় বলে কহ মহামুনি।
অপূর্ব প্রস্তাব আমি তোমা হতে শুনি॥
কেমনে আনিল অশ্ব বীর বৃকোদর।
বিবরিয়া সেই কথা কহ মুনিবর॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
ভীম আনিবারে গেল পাণ্ডবের হয়॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ করিয়া সংহতি।
গোবর্ধন গিরিবরে গেল শীঘ্রগতি॥
সেই গোবর্ধন গিরি সহস্র শিখর।
তাহে আরোহণ কৈল তিন বীরবর॥
পর্বতে বসিল বীর হরষিত হয়ে।
দেখিল রাজার পুরী দূরেতে থাকিয়ে॥
সুবর্ণ-রচিত পুরী মণি-মুক্তাময়।
পুরী-দরশনে ভীম মানিল বিস্ময়॥
ভীম বলে বৃষকেতু শুনহ বচন।
জিনিয়া কনক-লঙ্কা পুরীর গঠন॥
মনোহর রাজপুরী অতি অনুপম।
কতেক বসতি করে নাহিক নিয়ম॥

অমরনগর জিনি যুবনাশ্বপুরী।
প্রবেশিব কোন্ পথে মনে ভয় করি ॥
গড়ের প্রাচীর দুই যোজন বিস্তার।
ভয় লাগে দেখিয়া রাজার সিংহদ্বার ॥
রক্ষক সকল দেখ নানা অস্ত্র হাতে।
অগম্য রাজার পুরী যাইব কিমতে ॥
পুরীর ভিতরে আছে অশ্ব মনোহর।
কেমনে আনিব ঘোড়া বড়ই দুষ্কর ॥
ভীমের বচন শুনি কর্ণের নন্দন।
যোড়হাত হয়ে ভীমে করে নিবেদন ॥
রাজপুরী মনোহর অতি অনুপাম।
অমর নগর জিনি পুরী যে সুঠাম ॥
প্রবেশিতে না পারিব যুবনাশ্বপুরে।
আসিবে যজ্ঞের ঘোড়া এই সরোবরে ॥
আসিবে অনেক সৈন্য ঘোড়ার সংহতি।
ধরিয়া লইব ঘোড়া করিয়া শকতি ॥
তবে মেঘবর্ণ বলে শুন পিতামহ।
ধরিয়া আনিব ঘোড়া যদি আজ্ঞা দেহ ॥
অশ্ব লয়ে থাকিব যে পর্বত উপরে।
তোমরা প্রবৃত্ত দোঁহে হইবে সমরে ॥
মেঘবর্ণ বাক্য শুনি ভীম হৈল প্রীত।
পর্বতে রহিল সবে হয়ে হরষিত ॥
হেনকালে বাজে বাদ্য মহাকলরোলে।
তাহা শুনি পুলকেতে বৃষকেতু বলে ॥
রাজার গমনে যেন বাজে বাদ্যচয়।
শুন খুড়া জলপানে আসে সেই হয় ॥
একদৃষ্টি কর তুমি চাহ হয় পানে।
শব্দ কোলাহলে কিছু নাহি শুনি কাণে ॥
আগে পাছে গজ বাজী কত শোভা করে।
সর্ব সুলক্ষণ ঘোড়া দেখহ মাঝারে ॥
চামর চাঁদোয়া দেখ ঘোড়ার দু-পাশে।
পদধূলি উঠিল যে দেখহ আকাশে ॥
অশ্ব দেখি ভীম বীর আনন্দিত মনে।
ঘটোৎকচ-সুতে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণে ॥
মেঘবর্ণ বলে তুমি দেখ না আসিয়া।
সৈন্যগণ মাঝে ঘোড়া আনিব ধরিয়া ॥
এত বলি মেঘবর্ণ হইল বিদায়।
চন্দ্রকে ধরিতে যেন রাহুগণ ধায় ॥

মেঘবর্ণ কর্তৃক যুবনাশ্ব রাজার অশ্ব হরণ।

মেঘবর্ণ মহাবলী, হয়ে মহাকুতূহলী,
প্রণমিল ভীমের চরণে।
ভীম বড় কুতূহলে, তাহারে করিয়া কোলে,
আশীর্বাদ হরষিত মনে ॥
প্রণমিয়া কর্ণসুতে, মেঘবর্ণ আনন্দেতে,
অন্তরীক্ষে করিল গমন।
প্রকাশি রাক্ষস মায়া, দূর কৈল রবি ছায়া,
অন্ধকারে না চলে নয়ন ॥
আকাশে খেচর সব, করে মহা কলরব,
বরিষে মুষলধারে জল।
প্রচণ্ড মারুতি বয়, ঘন শিলাবৃষ্টি হয়,
কম্পিত হইল রসাতল ॥
বাত হৈল অতি গুরু, ভাঙ্গিল অনেক তরু,
পত্র পুষ্প পড়িল ভূতলে।
তাহা দেখি নৃপসেনা, হইলেক উন্মনা,
অশ্ব নিতে না পারিল শালে ॥
মনে উপজিল ভয়, এ কর্ম অন্যের নয়,
ঘোড়া নিতে আসে পুরন্দর।
শ্যামবর্ণ পীতপুচ্ছে, হেন ঘোড়া কোথা আছে,
শিলাঘাতে শরীর জর্জর ॥
নৃপসেনা হেনমতে, বিষাদ করয়ে চিতে,
অন্ধকারে না দেখি নয়নে।
চান্দোয়া চামর কোথা, খণ্ড খণ্ড হইল ছাতা,
হাত হ'তে দণ্ড পড়ে ভূমে ॥
মেঘবর্ণ হেনকালে, ঘোটক লইয়া কোলে,
ল'য়ে গেল পর্বত উপরে।
বৃষকেতু বৃকোদর, আনন্দিত বহুতর,
আলিঙ্গন করিল তাহারে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ বিনাশন।
সেবি কৃষ্ণ পদাম্বুজ, কহে কৃষ্ণ দাসানুজ,
কৃষ্ণপদে সদা রহে মন ॥

বৃষকেতু ও যুবনাশ্বের যুদ্ধ।

রাক্ষসের মায়া যত সব দূর হৈল।
শিলাবৃষ্টি বরিষণ ঝড় কোথা গেল॥
দূর হৈল অন্ধকার সুপ্রকাশ ভানু।
পরস্পর নিরীক্ষয়ে নিজ নিজ তনু॥
কেহ বলে আরে ভাই অনর্থ হইল।
রাজার যজ্ঞের ঘোড়া কেবা লয়ে গেল॥
কেহ বলে অশ্বকে ধরিয়া একজন।
দেখিনু আকাশ পথে করিল গমন॥
কি বলিয়া যাব মোরা নৃপ সন্নিধানে।
ঘোড়া না দেখিয়া রাজা বধিবেক প্রাণে॥
আকাশ পথেতে কেহ করে নিরীক্ষণ।
কেহ বলে ঘোড়া নিল সহস্রলোচন॥
কোলাহল করি সৈন্য ধাইল পর্বতে।
আগু হৈতে ভীমসেন ধনুর্বাণ হাতে॥
মেঘবর্ণ বলে শুন বীর বৃকোদর।
ঘোড়া লয়ে যাই চল হস্তিনানগর॥
ভীম বলে মেঘবর্ণ কি কর বিচার।
শুনিলে হাসিবে কৃষ্ণ সংসারের সার॥
উপহাস করিবেন মোরে ধনঞ্জয়।
চুরি করি বৃকোদর আনিলেক হয়॥
এ সব নিন্দিত কর্ম আমি না করিব।
বাহুবলে নৃপসৈন্য সব পরাজিব॥
এত যদি বলিলেন বীর বৃকোদর।
মেঘবর্ণ বলে তবে যুড়ি দুই কর॥
ঘোড়া লয়ে তোমরা থাকহ দুইজন।
আজ্ঞা কর যাই আমি করিবারে রণ॥
এত বলি ভীমসেনে করিয়া প্রণাম।
মেঘবর্ণ বীর যায় করিতে সংগ্রাম॥
উপাড়ি পাথরখণ্ড নিল ভীম হাতে।
সিংহনাদ করি যায় সংগ্রাম করিতে॥
এড়িল পাথরখান দিয়া হুহুঙ্কার।
পাথর চাপনে হৈল সৈন্যের সংহার॥
চারিশত সেনাপতি গেল যমঘরে।
দুই শত হস্তী মৈল শিলার প্রহারে॥
গাছ শিলা আঘাতে পড়িল সেনাচয়।
একেলা করিছে যুদ্ধ রাক্ষস দুর্জয়॥
পরস্পর নৃপসেনা মনে বিচারিল।
সঙ্কট সংগ্রাম দেখি রণে ভঙ্গ দিল॥
উর্দ্ধশ্বাসে ধেয়ে গেল পুরীর ভিতরে।
যোড়হাতে বার্তা কহে নৃপতি-গোচরে॥
শুন রাজা ঘোড়া নিল সহস্রলোচন।
শিলাবৃষ্টি ঘোরতর কৈল বরিষণ॥
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আত্মপর।
ধরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া নিল পুরন্দর॥
ঘোড়া লয়ে পর্বতে গেলেন সুরপতি।
কুবের বরুণ যম আছেন সংহতি॥
তাঁর সহ যুদ্ধ করিলাম প্রাণপণে।
শরীর জর্জর হৈল দেবতার বাণে॥
শুনিয়া কুপিত যুবনাশ্ব নৃপবর।
সাজ সাজ বলি ঘন ডাকে নরেশ্বর॥
নৃপ-আজ্ঞা পাইয়া যতেক সেনাগণ।
হরষিতে গেল সবে করিবারে রণ॥
আপনি নৃপতি এল যুদ্ধ করিবারে।
বৃষকেতু কহে কথা ভীমের গোচরে॥
আজ্ঞা কর খুড়া আমি করি গিয়া রণ।
আজি যুবনাশ্বে আমি করিব নিধন॥
অনুমতি দিল ভীম বৃষকেতু বীরে।
কর্ণের নন্দন যায় হাতে ধনু ধরে॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর টঙ্কারিল ধনু।
সিংহনাদে কম্পমান নৃপতির তনু॥
সিংহনাদে নৃপতির মন উচাটন।
ডাক দিয়া বলে রাজা শুন সেনাগণ॥
একেশ্বর আসে মোর সৈন্যের ভিতরে।
অসীম সাহসী বীর শঙ্কা নাহি করে॥
কিবা ইন্দ্রদেব কিবা শমন পবন।
মানুষের রূপে এল করিবারে রণ॥
সাহস করিয়া গিয়া সবে করে রণ।
নৃপাদেশে সাহস করিল সেনাগণ॥
মার মার শব্দে সবে আরম্ভিল রণ।
নানা অস্ত্র বরিষয়ে না হয় গণন॥

রাজপুত্র সুবেগ সে বড় বীরবর।
করী পৃষ্ঠে আসে সেই করিতে সমর॥
হংসব্যূহ করি সেই আরম্ভিল রণ।
ব্যূহ ভেদি বৃষকেতু মারে সেনাগণ॥
একত্র হইয়া যত নৃপতির সেনা।
বাণবৃষ্টি করে সবে নাহিক গণনা॥
বৃষকেতু শিরে পড়ে লক্ষ লক্ষ বাণ।
তথাপি সে নহে ভীত হেন বলবান্॥
কাতর হইল বীর বাণের প্রহারে।
তাহা দেখি ভীম বীর কুপিত অন্তরে॥
ভীম বলে মেঘবর্ণ শুনহ বচন।
একা গেল বৃষকেতু করিবারে রণ॥
পর্বতে থাকহ তুমি ঘোটক লইয়া।
যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব সাজিয়া॥
এত বলি ভীমসেন করিল গমন।
বৃষকেতু সম্মুখে আইল সেইক্ষণ॥
ভীমে দেখি বৃষকেতু হরিষ অন্তরে।
যোড়হাত করি বীর নিবেদন করে॥
আপনি আসিলে কেন সংগ্রাম ভিতর।
আমি যুদ্ধ জিনিতে পারিব একেশ্বর॥
ভীম বলে নৃপতির বহুতর সেনা।
দরশনে আমি বড় হইনু উন্মনা॥
একেলা করিছ যুদ্ধ ভয় করি মনে।
বিনাশিব নৃপসেনা মোরা দুইজনে॥
এত বলি দুইজনে করেন সন্ধান।
ঈষৎ হাসিয়া এড়ে শত শত বাণ॥
বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর।
কাহার তনয় তুমি মহাধনুর্ধর॥
কি নাম তোমার হে আসিলে কি কারণ।
পরিচয় দেহ আগে তোমরা দু'জন॥
যুবনাশ্ব বচনেতে বৃষকেতু বীর।
পরিচয় দিল নৃপে প্রফুল্ল শরীর॥
রবির তনয় কর্ণ জানে এ জগতে।
জনম হৈল তাঁর কুন্তীর গর্ভেতে॥
কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু।
তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ হেতু॥

তাহা শুনি যুবনাশ্ব আনন্দিত মন।
ধন্য ধন্য মহাবীর কর্ণের নন্দন॥
এ নহে উচিত শুন কর্ণের নন্দন।
আমার বচনে রথে কর আরোহণ॥
তবে সে করিব দুইজনে ঘোর রণ।
এত শুনি ডাকি বলি কর্ণের নন্দন॥
শুন রাজা মম রথে নাহি কোন কাজ।
তুমি রথে যুদ্ধ কর শুন মহারাজ॥
বৃষকেতু বাক্যে রাজা দুঃখিত অন্তরে।
রথ ত্যজি নামিলেন ধরণী উপরে॥
দোঁহে যুদ্ধে বিশারদ কেহ নহে উন।
দোঁহে দোঁহাকার কাটি পাড়ে ধনুর্গুণ॥
পুনরপি ধনুক লইল দুইজন।
বাণ বরিষয়ে দোঁহে ছাইল গগন॥
মহাকোপে ভীমসেন গদা নিল হাতে।
গজ বাজী রথ মারিলেক যূথে যূথে॥
ভীম গদাঘাতে সেনা হইল চঞ্চল।
রণে ভঙ্গ দেয় সবে করি কোলাহল॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখি সুবেগ বীর আইল।
ভীমের সহিত আসি যুদ্ধ আরম্ভিল॥
সুবেগ মারিল গদা ভীমের উপরে।
গদাঘাতে ভীমসেন সিংহনাদ করে॥
সুবেগ উপরে গদা ভীম করে ঘাত।
হাহাকার করে সৈন্য সুবেগ নিপাত॥
চৈতন্য পাইল নৃপসুত কতক্ষণে।
পুনঃ গদাযুদ্ধ করে বৃকোদর সনে॥
যুবনাশ্ব সনে যুঝে কর্ণের নন্দন।
দোঁহে মহাধনুর্ধর করে মহারণ॥
এড়িল পঞ্চাশ বাণ বীর বৃষকেতু।
যুবনাশ্ব নৃপতির বিনাশের হেতু॥
অচেতন মহারাজ পড়িল ভূমিতে।
তাহা দেখি বৃষকেতু দুঃখ পায় চিতে॥
ধনুর্বাণ ভূমে রাখি কর্ণের নন্দন।
যোড়হাতে নারায়ণে করেন স্তবন॥
পাণ্ডবে প্রসন্ন যদি হও চক্রপাণি।
তবে যুবনাশ্ব রাজা বাঁচিবে এখনি॥

যদি কিছু কর্ণের থাকয়ে পুণ্যবল।
নৃপতিরে তবে রক্ষ ভকতবৎসল॥
এত বলি বৃষকেতু মাগিলেক বর।
চৈতন্য পাইল রাজা উঠিল সত্বর॥
নৃপতি চৈতন্য পায় হরষিত সেনা।
মহাকোলাহল করি বাজায় বাজনা॥
যুবনাশ্ব বলে শুন কর্ণের তনয়।
তুমি মোর পিতা সম আমি ত তনয়॥
বাপের সমান তুমি হও মহামতি।
বৃকোদর সনে মোর করাহ পীরিতি॥
আর যুদ্ধে কাজ নাহি কর্ণের নন্দন।
আমি লইলাম এবে পাণ্ডব-শরণ॥
মারিয়া জীবন দিলে কি আশ্চর্য কথা।
মহাধর্মবন্ত ছিল কর্ণ তব পিতা॥
তেমতি দেখিনু ধর্ম তোমার শরীরে।
আমা লৈয়া চল তুমি ভীমের গোচরে॥
ভীম সুবেগের যুদ্ধ অপূর্ব কথন।
গদাযুদ্ধে বিশারদ রাজার নন্দন॥
বাহুবলে ভীম তারে তুলিল উপরে।
আছাড়িয়া ফেলিলেক নৃপতি কুমারে॥
নৃপতি-নন্দন তাহে ভয় না পাইল।
সিংহনাদ করি পুনঃ গদা হাতে নিল॥
পুত্রের বিক্রম দেখি সুখী নরপতি।
ডাক দিয়া কহে রাজা আনন্দিত মতি॥
শুন পুত্র যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
প্রাণপণে লইলাম পাণ্ডব-শরণ॥
সংগ্রাম ত্যজহ পুত্র আমার বচনে।
যুদ্ধ যোগ্য নহ তুমি ভীমসেন সনে॥
ভীমের বিক্রম আমি করেছি শ্রবণ।
পাণ্ডবের সহায় আপনি নারায়ণ॥
বাপের বচন শুনি সুবেগ কুমার।
আনন্দিত হইয়া ত্যজিল মহামার॥
তবে বৃষকেতু বলে ভীমের সাক্ষাতে।
যুবনাশ্ব পরিবার ভজিল তোমাতে॥
এই দেখ নৃপতি মাগিল পরাজয়।
অভয় প্রসাদ হেতু পাণ্ডুর তনয়॥
বৃষকেতু বচনেতে ভীম মহাবলী।
ত্যজিলেন সংগ্রাম হইয়া কুতূহলী॥
তবে রাজা যুবনাশ্ব আনন্দ পাইয়া।
ভীমেরে বলেন তবে যোড়হাত হৈয়া॥
আমার পুরেতে তুমি চল এইক্ষণে।
ঘোড়া ল'য়ে যাব আমি ধর্ম বিদ্যমানে॥
অনুমতি দিল ভীম রাজার বচনে।
প্রীতি পেয়ে যুবনাশ্ব গেল নিকেতনে॥

যুবনাশ্ব গৃহে ভীমের গমন।

নৃপ হরষিত, অমাত্য সহিত,
করিলেক বিবেচনা।
আমার বৈভব, আর কত কব,
বিধি করিল ঘটনা॥
পাণ্ডুর তনয়, ভীম মহাশয়,
আসিবে আমার পুরে।
নগর শোভন, কর প্রজাগণ,
আনন্দ করি অন্তরে॥
পেয়ে নৃপাদেশ, ঘুচে সর্ব ক্লেশ,
করে পুরী সংস্কার।
ছড়াইল জল, করি সমস্থল,
ঘটে শোভে আম্রসার॥
কুসুম চন্দন, ল'য়ে দ্বিজগণ,
দাণ্ডাইল রাজপথে।
শঙ্খ বীণা বেণী, কাঁসী বাজে সানী,
আনন্দিত নগরেতে॥
হাতে হেমথালা, নৃপতি মহিলা,
শুভসজ্জা তদুপরি।
পুরনারী যত, চৌদিকে বেষ্টিত,
ত্যজি যায় অন্তঃপুরী॥
রহি সিংহদ্বারে, শুভসজ্জা করে,
হেথা আসে বৃকোদর।
প্রবেশি পুরেতে, আনন্দিত চিতে,
দেখে পুরী মনোহর॥
আগে দ্বিজগণ, অগুরু চন্দন,
দিল ভীম মহাবীরে।

চামর ব্যজন, করে সখীগণ,
ভীমসেন-কলেবরে॥
কর্ণের নন্দনে, বসায় আসনে,
নির্ম্মঞ্ছ করিল সুখে।
ঘটোৎকচ-সুতে, ল'য়ে হরষিতে,
বসায় ভীম সম্মুখে॥
পূজিল পাণ্ডবে, পরম গৌরবে,
যুবনাশ্ব নৃপবর।
কহে কাশীদাস, কৃষ্ণপদে আশ,
উক্ত কথা মনোহর॥

যুবনাশ্ব রাজার হস্তিনা গমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ নৃপতি।
এই বিবরণ কহিলাম তোমা প্রতি॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া।
ভীমের সম্মুখে কহে যোড়হাত হৈয়া॥
অবধানে শুন রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
না বুঝিয়া করিলাম তোমা সহ রণ॥
এই অপরাধ তুমি ক্ষমা দেহ মোরে।
আমা ল'য়ে চল তুমি হস্তিনানগরে॥
তোমার প্রসাদে দেখি গোবিন্দ চরণ।
যুধিষ্ঠির দরশনে পাপ বিমোচন॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিব নারায়ণ।
শুন ভীমসেন এই মম নিবেদন॥
ভীম বলে চল রাজা আমার সংহতি।
যুধিষ্ঠির সহিত দেখিবে যদুপতি॥
অপরাধ কিছু তোমা নাহিক রাজন্।
ক্ষত্রের প্রধান কর্ম করিলে পালন॥
ভীমের বচনে হরষিত নৃপমণি।
মহানন্দে যুবনাশ্ব বঞ্চিল রজনী॥
প্রভাতে নগরে রাজা দিলেন ঘোষণা।
কৃষ্ণ দরশনে সবে যাইব হস্তিনা॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা হরষিত হৈয়া।
চলিল হস্তিনাপুরী গোবিন্দ ভাবিয়া॥
গজ বাজী ত্যজি আর অপূর্ব বিমান।
পদব্রজে যুবনাশ্ব করিল প্রয়াণ॥

দেখিয়া রাজার ভক্তি বীর বৃকোদর।
ধন্য ধন্য প্রশংসা করিল বহুতর॥
সেই অশ্ব ল'য়ে রাজা চলিল আপনি।
অগ্রে অগ্রে চলে ভীম বড় অভিমানী॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ নৃপতির সাথে।
প্রবেশ করিল গিয়া হস্তিনাপুরেতে॥
ধর্ম দরশনে যায় বীর বৃকোদর।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির হরিষ অন্তর॥
একা ভীম দেখি কহে ধর্ম নরপতি।
কোথা বৃষকেতু কহ ভীম মহামতি॥
কোথা মেঘবর্ণ বীর কহ সমাচার।
কোথা সে যজ্ঞের ঘোড়া না দেখি আমার॥
ভীম বলে মহারাজ কর অবধান।
অশ্ব হেতু নৃপ সহ হৈল মহারণ॥
পরাভব পেয়ে রাজা লইল শরণ।
আমারে লইল পুরে করিয়া যতন॥
ঘোড়া ল'য়ে যুবনাশ্ব আসিছে আপনি।
কৃষ্ণ দরশন হেতু শুন নৃপমণি॥
পরিবার সহ আসে সেই নরপতি।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ লইয়া সংহতি॥
ভীমের বচনে আনন্দিত যুধিষ্ঠির।
কোল দেন ভীমসেনে চিত্তে হ'য়ে স্থির॥
তবে যুধিষ্ঠির কহিলেন ভীমসেনে।
কহ গিয়া এই কথা দ্রৌপদীর স্থানে॥
যুবনাশ্বে পূজা করি আনহ মন্দিরে।
শুন ভীম এই ভার দিলাম তোমারে॥
আজ্ঞা পেয়ে চলে ত্বরা বীর বৃকোদর।
কহিল সকল কথা দ্রৌপদী গোচর॥
কুন্তী ও দ্রৌপদী আদি যত নারীগণ।
স্বর্ণথালে করিল মঙ্গল আয়োজন॥
নৃপতির অভিলাষ বুঝি নারায়ণ।
দিব্যাসনে বসিলেন প্রফুল্ল বদন॥
নানামত বাদ্য বাজে হস্তিনানগরে।
ভীমসেন গেল তবে নৃপে আনিবারে॥
হেনকালে যুবনাশ্ব আইল নগরে।
ভীম তারে আনিলেক বহু সমাদরে॥

আগু হৈল দ্রৌপদী করিতে নির্ম্মঞ্ছন।
কুসুম চন্দন নিল নানা আয়োজন॥
পরিবার সহ প্রবেশিয়া নরপতি।
যুধিষ্ঠির চরণেতে করিল প্রণতি॥
যোড়হাত হ'য়ে রাজা করেন স্তবন।
দেখিলাম তোমা হ'তে দেব নারায়ণ॥
নানা দান যজ্ঞ করে যাঁর দরশনে।
দেখিনু সে নারায়ণ তোমার মিলনে॥
ধন্য ধন্য যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন।
তোমা হতে দেখিলাম গোবিন্দ চরণ॥
এত বলি যুবনাশ্ব গলে বস্ত্র দিয়া।
পড়িল গোবিন্দপদে ভূমে লুটাইয়া॥
লক্ষ দণ্ডবৎ কৈল গোবিন্দ-চরণে।
আনন্দেতে অশ্রু বহে রাজার লোচনে॥
সুবেগ রাজার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া।
কৃষ্ণপদ পরশিল দুই হস্ত দিয়া॥
পরে নৃপনারী আসি করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ সবারে দিলেন ভগবান॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীত পাইয়া।
কৃষ্ণকে করেন স্তব যোড়হাত হৈয়া॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন।
তুমি ইন্দ্র তুমি যম কুবের বরুণ॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্য তুমি সে পাতাল।
তুমি জল তুমি স্থল দশ দিক্‌পাল॥
তোমার সকল সৃষ্টি সর্ব স্রষ্ট তুমি।
ব্রহ্মাদি না পায় তত্ত্ব কি বলিব আমি॥
এত বলি অশ্বরজ্জু ধরি নৃপবর।
আনিল যজ্ঞের ঘোড়া কৃষ্ণের গোচর॥
ঘোড়া লৈয়া বৃষকেতু রাখিল যতনে।
যুবনাশ্ব রাজারে তুষিল আয়োজনে॥
পরিবার সহ রাজা হস্তিনানগরে।
রহিল পাণ্ডবপাশে যজ্ঞ দেখিবারে॥
অশ্ব দেখি বড় সুখী পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ হবে বলি ঘোষে সর্বজন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
অশ্বমেধ শ্রবণেতে পাপক্ষয় হয়॥
ব্যাস বলিলেন তবে ধর্মরাজ প্রতি।
মুনি ঋষি আমন্ত্রিয়া আন শীঘ্রগতি॥
আরম্ভ করহ যজ্ঞ মধু-পূর্ণিমাতে।
যজ্ঞের সামগ্রী তুমি আনহ ত্বরিতে॥
ব্যাসের বচনে রাজা ভীমে পাঠাইল।
ঋষি মুনি ব্রাহ্মণেরে নিমন্ত্রণ দিল॥
পাণ্ডবের আমন্ত্রণ পেয়ে মুনিগণ।
হস্তিনানগরে আসি দিল দরশন॥
পাদ্য অর্ঘ্যে যুধিষ্ঠির করিয়া পূজন।
প্রণাম করিয়া সবে দিলেন আসন॥
বেদের বিধানে কুণ্ড করিল নির্মাণ।
আশী হাত গর্ভ সেই দেখিতে সুঠাম॥
শাস্ত্রমত কুণ্ড শত হস্ত পরিসর।
নির্মাইল যজ্ঞবেদী পরম সুন্দর॥
সুবর্ণ রচিত ঘট আরোপিল তাতে।
পুষ্পঝারা বান্ধিল চান্দোয়া চারিভিতে॥
দ্রৌপদী সহিত ধর্মরাজ করি স্নান।
বসিলেন দোঁহে শুক্লবস্ত্র পরিধান॥
সর্ব সুলক্ষণ ঘোড়া আনিয়া সত্বর।
প্রক্ষালেন দুই পদ ধর্ম নৃপবর॥
কুসুম চন্দনে ঘোড়া করিয়া ভূষণ।
বান্ধিলেন অশ্বভালে সোণার দর্পণ॥
যুধিষ্ঠির নিজ নাম লিখেন দর্পণে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া আপনার মনে॥
যদি কেহ বীর থাকে পৃথিবী ভিতরে।
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়া জিনিব তাহারে॥
নিজবলে ছাড়াইয়া তুরগ আনিব।
তবে অশ্বমেধ যজ্ঞ সঙ্কল্প করিব॥
অশ্বভালে দর্পণেতে এ সব লিখিল।
ঘোটক অঙ্গেতে নানা অলঙ্কার দিল॥
ধনঞ্জয়ে ডাকিয়া বলেন নরবর।
অশ্বরক্ষা হেতু ভাই সাজহ সত্বর॥

আমি ব্রতী হইয়া রহিব যজ্ঞস্থানে।
দিবানিশি দ্রৌপদী সহিত একাসনে॥
অসিপত্র ব্রত আচরণে দিব মন।
যতেক করহ ভাই ঘোটক রক্ষণ॥
অশ্ব চুরি হ'লে যজ্ঞ সাঙ্গ না হইবে।
ব্রত নষ্ট হবে আর কলঙ্ক রটিবে॥
অর্জুন বলেন রাজা চিন্ত অকারণে।
আমারে জিনিতে বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
পৃথিবী ভ্রমিয়া আমি তুরঙ্গ আনিব।
যদি কেহ ঘোড়া ধরে তারে নিপাতিব॥
এত বলি ধনঞ্জয় হ'লেন বিদায়।
ঋষি মুনিগণ সব জয় জয় দেয়॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ভীম মহাবীরে।
অর্জুন সঙ্গেতে যাহ অশ্ব রাখিবারে॥
প্রদ্যুম্নে ডাকিয়া বলিলেন নারায়ণ।
অশ্ব রাখিবারে পুত্র করহ গমন॥
কৃতবর্মা সাত্যকি যতেক ধনুর্ধর।
গদ শাম্ব সঙ্গে ল'য়ে চলহ সত্বর॥
রাখহ তুরঙ্গ সবে মন্ত্রণা করিয়া।
যুঝিবে সমর মধ্যে সাবধান হৈয়া॥
এত বলি প্রত্যেকেরে করেন বিদায়।
প্রণমিয়া নারায়ণে সর্ব সৈন্য যায়॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ কুমার।
অর্জুনের সঙ্গে যায় অশ্ব রাখিবার॥
বৃষকেতু বীর চলে কর্ণের নন্দন।
অশ্ব সঙ্গে চলে সৈন্য না যায় গণন॥
দৈবযোগে তুরঙ্গ চলিল শুভক্ষণে।
প্রথমে যজ্ঞের ঘোড়া চলিল দক্ষিণে॥

—— •

নীলধ্বজ রাজার সহিত যুদ্ধ।

কহেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
দক্ষিণ দিকেতে গেল পাণ্ডবের হয়॥
পশ্চাতে চলিল সৈন্য নানা অস্ত্র ধরি।
প্রবেশ করিল গিয়া মাহেশ্বরী পুরী॥
ধর্মেতে পৃথিবী পালে নীলধ্বজ রায়।
নানা সুখে আছে প্রজা ক্লেশ নাহি পায়॥
প্রবীর নামেতে তার প্রধান তনয়।
যৌবনে হইয়া মত্ত নাহি ধর্মভয়॥
যুবতী লইয়া সেই কেলী করে জলে।
নানা রঙ্গ ভঙ্গ ক্রীড়া করে কুতূহলে॥
হেনকালে সেই অশ্ব যায় সেই পথে।
প্রবীর বনিতা তাহা পাইল দেখিতে॥
মদনমঞ্জরী নামে প্রধান বনিতা।
যোড়হাত হ'য়ে স্বামী আগে কহে কথা॥
হের দেখ অশ্ব আসে সর্ব সুলক্ষণ।
ঘোড়ার অঙ্গেতে কত মুকুতা রতন॥
সোনার নূপুর বাজে অশ্বের চরণে।
ভুলিল আমার মন অশ্ব দরশনে॥
অশ্ব ধরি দেহ মোরে প্রাণের ঈশ্বর।
নহিলে মরিব আজি তোমার গোচর॥
বনিতার বাক্য শুনি রাজার নন্দন।
ধাইয়া ধরিল ঘোড়া সর্ব সুলক্ষণ॥
অশ্বভালে লিখন পড়িল নৃপসুত।
পত্র পড়ি অহঙ্কার বাড়িল বহুত॥
অশ্ব ধরি কুমার কহিল নারীগণে।
ঘোড়া ল'য়ে তোমরা চলহ নিকেতনে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির।
তুরঙ্গ রাখিতে এল ধনঞ্জয় বীর॥
অহঙ্কারে অশ্বভালে করেছে লিখন।
ধরিতে আমার ঘোড়া আছে কোন্‌জন॥
যদি কেহ অশ্ব ধরে বিনাশিব তারে।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া হস্তিনানগরে॥
অশ্বভালে এই পত্র আছয়ে লিখন।
অবশ্য সংগ্রাম হবে তাহার কারণ॥
কদাচিত অশ্ব আমি না দিব পাণ্ডবে।
ঘোড়া না পাইলে আসি সংগ্রাম করিবে॥
অতএব তোমা সবে যাহ অন্তঃপুরে।
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া ল'য়ে পাক ঘরে॥
এত বলি অনুচরে সেই অশ্ব দিল।
প্রবীর-বনিতাগণ পুরে প্রবেশিল॥
হেথা অশ্ব না দেখিয়া পাণ্ডবেয়গণ।
নানা অস্ত্র ল'য়ে ধায় করিবারে রণ॥

আগে আসে পার্থবীর ধনুঃশর হাতে।
সাক্ষাৎ হইল তাঁর প্রবীরের সাথে ॥
বহু সৈন্য সঙ্গে আসে রাজার তনয়।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে বীর ধনঞ্জয় ॥
পরিচয় দেহ তুমি কাহার নন্দন।
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়া কিসের কারণ ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির।
ঘোড়া ধরে পৃথিবীতে আছে কোন্ বীর ॥
প্রবীর বলিল না করিহ অহঙ্কার।
ঘোড়া ধরি আমি নীলধ্বজের কুমার ॥
বুঝিব তোমার বল পাণ্ডুর নন্দন।
কেমনে লইবে অশ্ব করি তুমি রণ ॥
অর্জুন বলেন যুদ্ধ নহে তোর সনে।
এ কথা শুনিলে হাসিবেক ক্ষত্রগণে ॥
বিবাদ করিব আমি বালক সংহতি।
যুঝিবে তোমার সঙ্গে যত সেনাপতি ॥
অর্জুনের বাক্যে রোষে রাজার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ॥
অকস্মাৎ অগ্নিদেব প্রবেশিল রণে।
অর্জুন কটক সব দহিল আগুনে ॥
দেখিয়া অর্জুন কহিছেন বৈশ্বানরে।
ক্ষমা কর অগ্নি হও সদয় অন্তরে ॥
খাণ্ডব দহিয়া আমি তুষিনু তোমারে।
অক্ষয় গাণ্ডীব তুমি দিয়াছ আমারে ॥
এখন অকৃপা কর কিসের লাগিয়া।
যোড়হাত হ'য়ে বলি যাহ নিবর্তিয়া ॥
অশ্বমেধ করিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
তাহাতে করিবে তুমি আহুতি ভক্ষণ ॥
অর্জুন-বচনে অগ্নি সম্প্রীত পাইল।
তেজ নিবারণ হেতু অর্জুনে কহিল ॥
অগ্নির পাইয়া আজ্ঞা বীর ধনঞ্জয়।
এড়িলেন বরুণাস্ত্র হইয়া নির্ভয় ॥
নির্বাণ হইল অগ্নি সলিল পরশে।
মন্দানল হ'য়ে গেল নৃপতির পাশে ॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল যত নৃপ-সেনাগণ।
আপনি পলায় রাজা পরিহরি রণ ॥
প্রবীর রাজার পুত্র আছিল পশ্চাতে।
দেখিয়া অর্জুন সেই আইল ত্বরিতে ॥
অর্ধচন্দ্র বাণে তার মুণ্ড কাটা গেল।
প্রবীর রাজার পুত্র ভূমিতে পড়িল ॥
পুত্রশোকে নীলধ্বজ বিরস বদন।
ভঙ্গ দিল মনোদুঃখ পাইয়া রাজন্ ॥
নীলধ্বজে কহে অগ্নি মধুর ভারতী।
অর্জুনে জিনিতে নাহি তোমার শকতি ॥
আমার বচনে তুমি পরিহর রণ।
মনুষ্য না হয় পার্থ নর-নারায়ণ ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি পাণ্ডবের পক্ষ।
পাণ্ডবের সখ্য সব নাহিক অসখ্য ॥
তুরগ অর্পিয়া তুমি দ্রুত কর প্রীতি।
রাজ্য রক্ষা হেতু তুমি শুন নরপতি ॥
নহে ত' অসাধ্য বড় হইবে দুষ্কর।
রাখিতে নারিব আমি শুন নৃপবর ॥
জামাতার বাক্য শুনি নীলধ্বজ রায়।
অশ্ব আনিবার তরে অন্তঃপুরে যায় ॥
পুত্রশোকে নৃপতির অন্তর জর্জর।
নয়নে সলিল ধারা বহে নিরন্তর ॥
বিরস বদনে রাজা গেল অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা প্রিয়ার গোচরে ॥
সংগ্রামে পড়িল পুত্র সমাচার পেয়ে।
ক্রন্দন করেন রাণী অচেতন হ'য়ে ॥
কোথা সে প্রবীর বলি কান্দে নরপতি।
পুত্রশোকে অচেতন জনা গুণবতী ॥
নৃপতি বলেন তুমি না কান্দহ আর।
অশ্ব দিয়া রাজ্য এবে রাখি আপনার ॥
ছিলাম পুরুষ এবে হইলাম নারী।
এ সব ঈশ্বরলীলা বুঝিতে না পারি ॥
সম্প্রীতি করিব আমি অর্জুনের সনে।
সংগ্রামে পড়িল পুত্র কার্য নাহি রণে ॥
জনা বলে কি কথা কহিলে নরপতি।
শত্রু সনে কেমনেতে করিব পীরিতি ॥
প্রবীরে মারিয়া সে হইল মোর অরি।
তার সঙ্গে প্রীতি কর কহিতে না পারি ॥

সাহস করিয়া তুমি কর গিয়া রণ।
অর্জুন নিধনে মোর শোক নিবারণ॥
নীলধ্বজ রাজা বলে শুন রূপবতী।
জামাতা হারিল রণে অর্জুন সংহতি॥
যার বাহুবলে আমি জিনি সবাকারে।
স্থির হ'তে নারে সেই অর্জুনের শরে॥
তুমি কি বুঝিবে নীতি সব আমি জানি।
পাণ্ডবের সহায় আপনি চক্রপাণি॥
প্রীতি করি তারে দিব অশ্ব সমর্পিয়া।
অশ্ব রক্ষা হেতু প্রিয়ে যাব গোড়াইয়া॥
এত শুনি জনা বলে ধিক্ বীরপণা।
রহিল ঘুষিতে অপযশের ঘোষণা॥
ক্ষত্রকুলে জনমিয়া ত্যজিলে সংগ্রাম।
শত্রুর আশ্রয় লবে বৃথা ধর নাম॥
তোমা বিদ্যমানে মৈল কোলের কোঙর।
পুত্রশোকে মরি এই তোমার গোচর॥
এত বলি রাজরাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
অশ্ব লয়ে নরপতি আইল বাহিরে॥
অর্জুনেরে অশ্ব দিল নীলধ্বজ রায়।
যোড়হাতে বলে ক্ষমা করহ আমায়॥
না জানিয়া মোর পুত্র তুরঙ্গ ধরিল।
বিধাতা তাহার ফল হাতে হাতে দিল॥
এত বলি নীলধ্বজ অর্জুনের সঙ্গে।
তুরঙ্গ রাখিতে রাজা গেল অতি রঙ্গে॥
তাহা শুনি রাণী অতি ক্রুদ্ধা হয়ে মনে।
অন্তঃপুর ত্যজি গেল ভ্রাতার সদনে॥

পুত্রশোকে জনার ভ্রাতৃগৃহে গমন।

তবে জনাবতী নারী, অন্তরেতে ক্রোধ করি,
ত্যজিয়া আলয় ধন জন।
পথে যেতে যুক্তি করে, বিনাশিব অর্জুনেরে,
সহোদরে লইয়া শরণ॥
বিনাশিলে অর্জুনেরে, তবে মোর আশা পূরে,
নহে মম ত্যজিব শরীর।
কাতর হইল রাজ, দুঃখেতে নাহিক লাজ,
কোথা গেল সে পুত্র প্রবীর॥
লাজে অধোমুখ হৈয়া, মনে যুক্তি বিচারিয়া,
ভ্রাতার ভবনে গেল চলি।
উলুকের বিদ্যমানে, জনা কান্দে সকরুণে,
পুনঃ পুনঃ লোটাইয়া ধূলি॥
ভগিনীর দশা দেখি, উলুক হইল দুঃখী,
হাতে ধরি তুলিল তাহারে।
না কহিয়া বিবরণ, কান্দ কেন অকারণ,
কোন্ জন দুঃখ দিল তোরে॥
জনা বলে ওহে ভাই, কহিবারে চাহি তাই,
প্রবীর বিনাশ হৈল রণে।
অর্জুন আইল পুরে, অশ্ব রাখিবার তরে,
যে হেতু সংগ্রাম তার সনে॥
যুদ্ধ করে ধনঞ্জয়, জামাতা পাইল ভয়,
পরাজয় পাইল নৃপতি।
পুত্রশোক না ভাবিয়া, তুরগ গেলেন লৈয়া,
পার্থ সহ করিলেন প্রীতি॥
শুনিয়া পাইনু তাপ, না ঘুচিল মনস্তাপ,
স্বামী নিল শত্রুর শরণ।
বিনাশিয়া অর্জুনেরে, যদি রাজ্য দেহ মোরে,
তবে শোক হয় নিবারণ॥
এ বড় অধিক লাজ, নীলধ্বজ মহারাজ,
পুত্রশোক না করিল মনে।
জনমিয়া ক্ষত্রকুলে, অশ্ব রাখিবার ছলে,
ভয়ে গেল অর্জুনের সনে॥
ধরিনু চরণ তোর, প্রতিজ্ঞা রাখহ মোর,
অর্জুনের বধিয়া জীবন।
আমি সে অবলা জাতি, কলঙ্ক আছয়ে ভীতি,
নহে আমি করিতাম রণ॥
ভাই যে উলুক নাম, ধর্মবুদ্ধি অনুপম,
লজ্জাতে করিল হেঁটমাথা।
অবলা-প্রবলা হয়ে, নিজপুরী তেয়াগিয়ে,
কি কারণে আসিয়াছে হেথা॥
পার্থ নর-নারায়ণ, কহে যত মুনিগণ,
রণে কেহ জিনিতে না পারে।
পাণ্ডবের যথা গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
কেবা তাঁর কি করিতে পারে॥

আপনার ভাল চাহ, নিজালয়ে চলি যাহ,
তবে সে আমার ক্রোধ নাই।
কিকর্ম করিলে তুমি, কভু নাহি শুনি আমি,
প্রতিফল পাবে মোর ঠাঁই॥
রহিবেক দুষ্টভাষা, নহে কাটিতাম মাথা,
অবলার এত অহঙ্কার।
ভ্রাতৃমুখে কথা শুনি, জনা অপমান গণি,
নাহি গেল পুরে আপনার॥

জনার দেহত্যাগ ও অর্জ্জুনের প্রতি
গঙ্গার শাপ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
দুর্বাক্য খাইল বহু জনা গুণবতী॥
ভ্রাতার নিকটে বড় পেয়ে অপমান।
মনেতে করিল যুক্তি ত্যজিব পরাণ॥
ভাগীরথী তীরে জনা গেল শীঘ্রগতি।
যোড়হাত হয়ে বলে আপন ভারতী॥
শুন গঙ্গাদেবী আমি করি নিবেদন।
তোমার সলিলে আমি ত্যজিব জীবন॥
বধিলেক অর্জ্জুন আমার পুত্র প্রাণ।
আপনি করিবা মাতা ইহার বিধান॥
সেই হেতু চিত্তে বড় হৈল অপমান।
কাতর হইয়া বলি তোমা বিদ্যমান॥
এত বলি গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল।
পুত্রশোক পেয়ে জনা শরীর ত্যজিল॥
জনার মরণে শোক পেয়ে ভাগীরথী।
ক্রোধে অভিশাপ দিল অর্জ্জুনের প্রতি॥
সতী কন্যা মরে পার্থ তোমার কারণে।
সে সকল ভয় তোর নাহি হয় মনে॥
ভীষ্মে নিপাতিলে তুমি কপট করিয়া।
ভয় না করিলে পিতামহ যে বলিয়া॥
কৃষ্ণসখা বলি তোর বাড়ে অহঙ্কার।
না বুঝি দেবের মায়া পাণ্ডুর কুমার॥
পৌত্র-হস্তে ভীষ্মবীর ত্যজিল পরাণ।
তুমিহ পুত্রের হস্তে হারাইবে প্রাণ॥
শাপিলেন গঙ্গাদেবী অর্জ্জুনের তরে।
তাহা শুনি নারায়ণ চিন্তিত অন্তরে॥
ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ পাণ্ডব-সভায়।
ব্যাসদেব বুঝিলেন তাঁর অভিপ্রায়॥
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির দেব নারায়ণে।
কহ কৃষ্ণচন্দ্র তুমি হাস্য কৈলে কেনে॥
গোবিন্দ বলেন শুন ধর্ম নৃপবরে।
অভিশাপ হৈল যে পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
গঙ্গা অভিশাপ দেন দুঃখ পেয়ে মনে।
তার মৃত্যু হবে বভ্রুবাহনের রণে॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান।
মাহেশ্বরী রাজা সেই নীলধ্বজ নাম॥
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া তাহার নন্দন।
অশ্ব হেতু অর্জ্জুনের সঙ্গে হৈল রণ॥
প্রবীর তাহার পুত্র হত হৈল রণে।
রাজরাণী তনুত্যাগ কৈল অভিমানে॥
গঙ্গাতে মরিল সেই পুত্রশোক পেয়ে।
গঙ্গা অভিশাপ দেন দুঃখিত হইয়ে॥
নীলধ্বজ অশ্ব দিল ধনঞ্জয় বীরে।
আপনি চলিল বীর অশ্ব রাখিবারে॥
অর্জ্জুন কারণে ভয় না করিহ তুমি।
সন্তুষ্ট হইলে রক্ষা করিব সে আমি॥

নীলধ্বজ জামাতা অগ্নির বিবরণ।

শ্রীজন্মেজয় বলে শুন তপোধন।
রাজার জামাতা অগ্নি হইল কেমন॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
এবে কহি নীলধ্বজ রাজার ভারতী॥
জনা নাম ধরে নীলধ্বজের মহিষী।
রতি জিনি রূপ তার পরম রূপসী॥
জনা সঙ্গে নীলধ্বজ নানা কেলি করে।
দৈবযোগে গর্ভ তার হইল উদরে॥
লক্ষ্মী শাপে সেই গর্ভে এল বসুমতী।
স্বাহা নাম হৈল তার শুন নরপতি॥
পরমা সুন্দরী কন্যা বাড়ে দিনে দিনে।
চন্দ্রমার শোভা যেন পৌর্ণমাসী দিনে॥

কন্যা দেখি নৃপতির আনন্দ অপার।
স্বাহা বলি নাম রাজা রাখিল তাহার ॥
হইল বিবাহ কাল ভাবে মনে মনে।
অনুক্ষণ যুক্তি করে পাত্র মিত্র সনে ॥
কারে কন্যা দান দিব কোথা পাব বর।
কালাতীত হ'লে হবে অতি মন্দতর ॥
কন্যা বলে শুন পিতা আমার বচন।
মনুষ্য-লোকেতে মম নাহি লয় মন ॥
দেবপত্নী হব আমি ইথে নাহি আন।
সত্য কহিলাম পিতা তব বিদ্যমান ॥
স্বাহাবাক্যে পুছে রাজা হরিষ অন্তরে।
কাহারে বরিবা তুমি বলহ আমারে ॥
স্বাহা বলে শুন পিতা আমার বচন।
জীবনে মরণে অগ্নি বলে সর্বজন ॥
শিশুকাল হ'তে মোর অনলে ভকতি।
শুন পিতা অগ্নি পূজা করি নিতি নিতি ॥
অনল আমার স্বামী কহিনু তোমারে।
তাঁহাকে আনিয়া দেহ বিবাহ আমারে ॥
রাজা বলে কোথা পাব তাঁর দরশন।
স্বাহা বলে আসিবেন করিলে স্মরণ ॥
এত বলি রাজকন্যা পূজে বৈশ্বানরে।
স্তুতি করে স্বাহা দেবী যুড়ি দুই করে ॥
স্বাহার স্তবেতে বশ হৈল বৈশ্বানর।
রহিতে না পারি আসি কহেন সত্বর ॥
নিজ অভিলাষ মোরে কহ গুণবতী।
কিসের কারণে মোরে পূজ নিতি নিতি ॥
স্বাহা বলে তুমি মোরে করহ গ্রহণ।
তব পত্নী হব আমি এই নিবেদন ॥
এবমস্তু বলি অগ্নি সেই বর দিল।
বর পেয়ে স্বাহা মনে সম্প্রীতি হইল ॥
জানাইল পিতৃদেবে অগ্নি আগমন।
শুনিয়া হইল রাজা আনন্দিত মন ॥
যোড়হাতে বিনয় করেন নরপতি।
কন্যাদান অগ্নিদেবে করে শীঘ্রগতি ॥
যোড়হাত হ'য়ে রাজা বলিল অগ্নিরে।
স্বাহা নামে কন্যা আমি দিলাম তোমারে ॥
আপনি করিবে তুমি আমার রক্ষণ।
ধন জন রাজ্য তোমা করিনু অর্পণ ॥
বিপক্ষ না আসে যেন আমার নগরে।
সতত থাকিবে তুমি আমার মন্দিরে ॥
তথাস্তু বলিয়া অগ্নি সেই বর দিল।
স্বাহার সহিত তার বিবাহ হইল ॥
বিপক্ষ না যায় কেহ নীলধ্বজ পুরে।
ওহে রাজা কহি শুন অনলের ডরে ॥
কন্যা দিয়া অগ্নিদেবে রাখে নরপতি।
কহিনু তোমারে আমি পূর্বের ভারতী ॥

পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্মীর শাপ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন মহামুনি।
পূর্ব বিবরণ কথা কোথা হ'তে শুনি ॥
লক্ষ্মী কেন পৃথিবীকে অভিশাপ দিল।
কহ দেখি পৃথিবীর কি পাপ আছিল ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন্।
সংক্ষেপে তোমারে কহি সে সব কথন ॥
লক্ষ্মী সঙ্গে নারায়ণ থাকেন সতত।
নানা কেলি কলারস করেন বহুত ॥
অপার মহিমা তাঁর কে বুঝিতে পারে।
অবিরত কমলা থকেন বক্ষোপরে ॥
তাহা দেখি বসুমতী কহেন লক্ষ্মীরে।
তোমার সমান তপ কেহ নাহি করে ॥
না দেখি এমন তপ না শুনি শ্রবণে।
নারায়ণ সঙ্গে তুমি থাক রাত্রি দিনে ॥
বক্ষঃস্থলে তোমারে ধরেন যদুপতি।
তোমার সমান কেহ নহে ভাগ্যবতী ॥
কিন্তু কৃষ্ণ সঙ্গে তোমা বিচ্ছেদ করাব।
নারায়ণ সঙ্গে আমি সতত থাকিব ॥
মহীবাক্য শুনি দেবী ক্রোধ উপজিল।
মনোদুঃখ পেয়ে তারে অভিশাপ দিল ॥
জন্মিবে জনার গর্ভে হবে স্বাহা নাম।
অনল তোমার স্বামি ইথে নাহি আন ॥
পৃথিবী বলেন তুমি শাপ দিলে মোরে।
নারায়ণ সহ দেখা নহিবে তোমারে ॥

পৃথিবী পালিতে জন্মিবেন নারায়ণ।
সতত পাইব আমি তাঁর দরশন॥
অনুক্ষণ থাকিবেন গোবিন্দ আমাতে।
এত বলি বসুমতী গেলেন ত্বরিতে॥
শাপে বর পেয়ে তুষ্টা হইল ধরণী।
স্বাহা নাম হৈল নীলধ্বজের নন্দিনী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

পাষাণ হইতে অশ্ব উদ্ধার।

যোড়হাতে জিজ্ঞাসেন শ্রীজনমেজয়।
তারপর কোথা গেল পাণ্ডবের হয়॥
মুনি বলে অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে।
দক্ষিণ মুখেতে যায় আনন্দিত মনে॥
সম্মুখে দেখিলা শিলা বনের ভিতর।
নিজাঙ্গ ঘর্ষিল ঘোড়া পাষাণ উপর॥
অপরূপ কথা শুন রাজা জন্মেজয়।
পাষাণে ধরিয়া রাখিলেক সেই হয়॥
যাইতে না পারে ঘোড়া লঙ্ঘিয়া পাষাণ।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর করে অনুমান॥
কি বুদ্ধি করিব আমি কার ঠাঁই যাব।
কহ দেখি কেমনেতে অশ্ব উদ্ধারিব॥
প্রদ্যুম্ন বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
হের দেখ সম্মুখে অপূর্ব তপোবন॥
তপোবনে মুনি স্থানে করহ প্রস্থান।
দুঃখ না ভাবিহ তুমি শুন মতিমান॥
প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুন আর যত রথীগণে।
মুনি সম্ভাষিতে সবে গেল তপোবনে॥
সৌরভি বসিয়া আছে আপন আশ্রমে।
শিষ্যগণ বসিয়াছে তাঁর বিদ্যমানে॥
অর্জ্জুন আমার নাম শুন তপোধন।
পাষাণে ধরিল ঘোড়া না জানি কারণ॥
ভয় পেয়ে নিবেদি চরণে তোমার।
কহ কহ মহামুনি কি হবে আমার॥
জ্ঞাতি-বধ পাপে রাজা উৎকণ্ঠিত মন।
না হইল যজ্ঞ সাঙ্গ শুন তপোধন॥
অর্জ্জুন কহেন যদি এতেক উত্তর।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে মুনিবর॥
শুন শুন মোর বাক্য অর্জ্জুন সুধীর।
জ্ঞাতি বধ পাপ কেন ভাবে যুধিষ্ঠির॥
সতত সম্মুখে যেই দেখে নারায়ণ।
পাপ না থাকয়ে তার পাণ্ডুর নন্দন॥
তবে যদি অশ্বমেধে করিয়াছ মতি।
পাইবে যজ্ঞের হয় না করহ ভীতি॥
ব্রহ্মশাপে শিলাতনু হইল ব্রাহ্মণী।
চণ্ডী নামে উদ্দালক মুনির রমণী॥
তুমি পরশিলে তার হইবে মুকতি।
পাইবে পূর্বের তনু শুন মহামতি॥
অশ্বপাশে আসে বীর আনন্দ অন্তর।
শিলা পরশিয়া উদ্ধারেন অশ্ববর॥
মুক্ত হ'য়ে নিজালয়ে গেলেন ব্রাহ্মণী।
পাণ্ডবের সৈন্য দিল জয় জয়ধ্বনি॥

ব্রাহ্মণীর পাষাণ হওনের বৃত্তান্ত।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
ব্রাহ্মণী পাষাণ হৈল কিসের কারণ॥
বলেন বৈশম্পায়ন ওহে নরপতি।
মন দিয়া শুন কহি ব্যাসের ভারতী॥
উদ্দালক নামে মুনি ছিল তপোধন।
চণ্ডী নামে ভার্যা তাঁর বিদিত ভুবন॥
চণ্ডী নামে কন্যা সেই মুনি ঘরে ছিল।
বাল্যকালে উদ্দালক তারে বিভা কৈল॥
হেনমতে কতকাল বঞ্চিলেক মুনি।
চণ্ডী সে না শুনে কিছু উদ্দালক বাণী॥
তীর্থ হেতু আসিল কৌণ্ডিন্য মুনিবর।
উদ্দালক আশ্রমেতে হইল তৎপর॥
সমাদর করি মুনি কৌণ্ডিন্যে আনিল।
পাদ্য অর্ঘ যথাযোগ্য কুশাসন দিল॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শুন উদ্দালক মুনি।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা তোমা হতে শুনি॥
উদ্দালক বলে মোর ভার্যা দুষ্টমতি।
আশ্রমে রহিতে আমি না পাই পীরিতি॥

পিতৃশ্রাদ্ধ আসি এবে হৈল উপনীত।
বাক্য নাহি শুনে চণ্ডী মনে পাই ভীত॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শ্রাদ্ধ করিবে প্রভাতে।
দেখি চণ্ডী বাক্য নাহি শুনয়ে কিমতে॥
রজনী বঞ্চিয়া মুনি প্রত্যুষ বিহানে।
জিজ্ঞাসিল চণ্ডীরে মুনির বিদ্যমানে॥
আজি মম পিতৃশ্রাদ্ধ শুনহ বচন।
চণ্ডীকা বলিল শ্রাদ্ধে নাহি প্রয়োজন॥
তাহা শুনি কৌণ্ডিন্যের ক্রোধ উপজিল।
আরক্ত লোচন করি চণ্ডীরে কহিল॥
স্বামীর বচন পাপী নাহি শুন কাণে।
শিলারূপা হও গিয়া আমার বচনে॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য হৃদয়ে ভাবিয়া।
যোড়হাতে বলে চণ্ডী বিনয় করিয়া॥
অব্যর্থ তোমার বাক্য শুন তপোধন।
কতকালে হবে মম শাপ বিমোচন॥
কৌণ্ডিন্য বলেন তুমি থাক গিয়া বনে।
অভিশাপ হবে মুক্ত অর্জুন মিলনে॥
এত বলি নিজালয়ে গেল তপোধন।
চণ্ডীকা পাষাণরূপা হৈল সেইক্ষণ॥
চিরকাল শিলা হ'য়ে আছিল কাননে।
শাপমুক্ত হৈল তার অর্জুন মিলনে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কথা শুন জন্মেজয়।
ভদ্রাবতী পুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥

হংসধ্বজ রাজার নগরে অশ্বের গমন ও
তদুপলক্ষে নানা সংবাদ।

সেই দেশে হংসধ্বজ নামে নৃপবর।
বড়ই ধার্মিক রাজা ধর্মেতে তৎপর॥
সুরথ সুধন্বা তাঁর দুইটি নন্দন।
বিষ্ণুভক্ত দুই ভাই বিষ্ণু পরায়ণ॥
হংসধ্বজ মহারাজ ধার্মিক বৈষ্ণব।
অতিথির সেবা করে করিয়া গৌরব॥
ঘোড়া উপনীত হৈল তাঁহার নগরে।
দূত গিয়া সমাচার কহিল রাজারে॥
দূতমুখে কথা শুনি রাজা আনন্দিত।
দূতে আলিঙ্গন দিল মনে পেয়ে প্রীত॥
আজ সে আমার জন্ম হইল সফল।
অর্জুন আগত পুরে বড়ই মঙ্গল॥
যেখানে অর্জুন তথা দেব নারায়ণ।
অতি সত্য কথা এই কহে সর্বজন॥
দেখিব মাধবে আমি পাণ্ডব মিলনে।
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে॥
ধরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া আনহ সত্বরে।
এত বলি নরপতি ডাকে অনুচরে॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা অনুচরগণ।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া যতন॥
হংসধ্বজ বলে শুন ওহে বীরগণ।
সাজহ আমার যত আছে সেনাগণ॥
হংসধ্বজ রাজা বলে শুন পুরোহিত।
আপনি জানহ তুমি মোর যত নীত॥
আজি সে জানিনু মোর সফল জীবন।
আসিবেন মম পুরে দেব নারায়ণ॥
অর্জুনে ধরিলে তবে আসিবেন হরি।
অন্যথা নাহিক ইথে কহি সত্য করি॥
বহু পুণ্যফলে তাঁর দরশন পাই।
পুণ্যবন্তে দেখা দেন গোবিন্দ গোঁসাই॥
না আসিবে যেই আজি পার্থের সমরে।
তাহাকে ফেলিব তপ্ত তৈলের উপরে॥
আত্ম পর ইথে কিছু নাহিক বিচার।
শুন প্রভু নিবেদন চরণে তোমার॥
উত্তপ্ত করহ তৈল তাম্রের কুণ্ডেতে।
শীঘ্র রণে না আসিলে ফেলিব তাহাতে॥
এত বলি রাজা দিল দামামা ঘোষণ।
পরস্পর এই কথা শুনে সর্বজন॥
রাজার আদেশ পেয়ে রাজপুরোহিত।
তাম্রের কুণ্ডেতে তৈল করিল পূর্ণিত॥
সত্বরে আইল সবে নানা অস্ত্র ধরি।
বিমানে চড়িয়া কেহ তুরগ উপরি॥
নৃপতি-তনয় সে সুধন্বা ধনুর্ধর।
শীঘ্রগতি আসে সেই করিতে সমর॥

হেনই সময়ে তবে সুধন্বার নারী।
যোড়হাত করি বলে লজ্জা পরিহরি॥
শুন প্রাণনাথ তবে কোথায় গমন।
নানা অস্ত্র বান্ধিয়াছ কিসের কারণ॥
সুধন্বা বলেন তত্ত্ব নাহি জান তুমি।
যুদ্ধ হেতু আদেশ করেন নৃপমণি॥
যুদ্ধ করি পূরাব পিতার অভিলাষ।
আনিয়া দেখাব তাঁরে দেব শ্রীনিবাস॥
যাত্রা করি যাই আমি করিবারে রণ।
জয়ধ্বনি দিয়া গৃহে করহ গমন॥
প্রভাবতী বলে নাথ শুন সাবধানে।
আজি রতিভোগ তুমি কর মম সনে॥
ঋতুস্নান করিয়াছি নিবেদি তোমারে।
পুত্রদান দিয়া যাহ যুদ্ধ করিবারে॥
সংসার অসার দেখ সার নারায়ণ।
পুত্রদান দিয়া মোরে করহ গমন॥
ঋতুভঙ্গ কৈলে নাথ যত পাপ হয়।
আপনি জানহ তাহা শুন মহাশয়॥
ভার্য্যার বচন বীর নারিল লঙ্ঘিতে।
হাসিয়া যুদ্ধের সাজ রাখিল ভূমিতে॥
সুধন্বা শয়ন কৈল খট্টার উপরে।
ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার তুষ্ট করিল ভার্য্যারে॥
প্রভাবতী গর্ভ ধরে বীর কৈল স্নান।
সুধন্বা গমন করে পিতৃ সন্নিধান॥
হেথা দেখি সর্ব্বসৈন্য সাজিয়া আইল।
হংসধ্বজ মহারাজ সবারে দেখিল॥
সুধন্বারে না দেখিয়া বলে নরপতি।
কেন দিল নারায়ণ এমন সন্ততি॥
পুরোহিত সঙ্গে রাজা এ কথা কহিতে।
সুধন্বা আইল তথা পিতার সাক্ষাতে॥
সুধন্বাকে দেখি রাজা বলে কুবচন।
বচন বাহির দুষ্ট হৈলি কি কারণ॥
সুধন্বা বলেন পিতা কর অবধান।
অশ্ব ল'য়ে আসি আমি করিতে সংগ্রাম॥
হেনকালে প্রভাবতী সম্মুখে আইল।
ঋতুর রক্ষণ হেতু আমারে কহিল॥
মহাপাপ হয় ঋতু না কৈলে রক্ষণ।
অতএব বিলম্ব যে হইল রাজন্॥
ইহা শুনি বলে হংসধ্বজ নরপতি।
জন্মিলে আমার কুলে তুমি পাপমতি॥
যুদ্ধের সময় তোর নারীতে যতন।
আরে দুষ্ট দেখিব কেমনে নারায়ণ॥
অতঃপর ক্রোধে রাজা বলে পুরোহিতে।
সুধন্বা আমার পুত্র আসিল পশ্চাতে॥
ক্রুদ্ধ হৈল পুরোহিত রাজার বচন।
পুত্রস্নেহে ধর্ম্মপথ করহ হেলন॥
এত বলি সভা হ'তে যায় পুরোহিত।
মহাক্রোধভরে চলে অধর কম্পিত॥
হংসধ্বজ রাজা তবে কহিল পাত্রেরে।
আমি যাই পুরোহিত আনিবার তরে॥
তপ্ত তৈলে সুধন্বারে ফেলাইবে তুমি।
সুধন্বারে পুনঃ যেন নাহি দেখি আমি॥
এত বলি হংসধ্বজ চলিল সত্বরে।
সুমতি পাত্রের পুত্র বলে সুধন্বারে॥
আপনি শুনিলে তব পিতার বচন।
তৈলপাশে শীঘ্র যাহ রাজার নন্দন॥
সুধন্বা বলেন তৈলে ত্যজিব জীবন।
বড় দুঃখ না দেখিনু কমললোচন॥

——

সুধন্বাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ।

এত বলি সুধন্বা আইল তৈল পাশে।
ভয় পেয়ে লোক সব দেখিতে না আসে॥
জয় জয় নারায়ণ পরম কারণ।
আমি মূঢ় না দেখিনু তোমার চরণ॥
এ বড় অধিক দুঃখ রহিল অন্তরে।
অর্জুন সহিত কৃষ্ণ না দেখি সমরে॥
ওহে কৃষ্ণ রক্ষা কর অকাল মরণ।
তপ্ত তৈলে আমা রক্ষা কর নারায়ণ॥
সুমতি পাত্রের পুত্র ধরি সুধন্বারে।
ফেলিয়া দিলেক তপ্ত তৈলের ভিতরে॥
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ত তৈল হ'তে তার নহিল মরণ॥

সুধন্বা বসিয়া আছে তৈলের ভিতরে।
তৈলে বসি কৃষ্ণনাম ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥

তপ্ত তৈল হৈতে সুধন্বার উদ্ধার ও
পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ।

সুমতি পাত্রের মুখে শুনিয়া বচন।
পুত্রেরে দেখিতে রাজা করিল গমন॥
বসিয়া সুধন্বা আছে তৈলের উপরে।
কাঞ্চন প্রতিমা হেন দেখে মহাবীরে॥
হরসিত হংসধ্বজ পুত্র দরশনে।
সুধন্বা প্রণাম কৈল বাপের চরণে॥
হেনকালে রাজরাণী কহে পুত্রবরে।
শুভক্ষণে আমি তোমা ধরিনু উদরে॥
শুন পুত্র শীঘ্র যাহ করিবারে রণ।
আনিয়া দেখাও মোরে কমললোচন॥
এত বলি রাজরাণী গেল নিজ ঘরে।
হরিষে সুধন্বা যায় যুদ্ধ করিবারে॥
দুই দলে দেখাদেখি বাধিল সমর।
সিংহনাদ ছাড়ি ঘন বরিষয়ে শর॥
সুধন্বা সংগ্রাম করে হাতে ধনুর্বাণ।
চঞ্চল পাণ্ডব-সৈন্য নাহি ধরে টান॥
অর্জুনের রথ বীর করে নিরীক্ষণ।
সারথি চালায় অশ্ব নাহি নারায়ণ॥
নৃপতি-তনয় তবে বিচারিল মনে।
অর্জুনের সারথিরে কাটি আগে বাণে॥
তবে আসিবেন কৃষ্ণ অর্জুনের রথে।
এত বলি দশ বাণ যুড়িল ত্বরিতে॥
সুধন্বা এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান।
সারথির মাথা কাটি করে খান খান॥
সারথি পড়িল রথ বাহে ধনঞ্জয়।
সুধন্বা বিন্ধিছে বাণ হইয়া নির্ভয়॥
জর্জর অর্জুন-তনু সুধন্বার বাণে।
রথ নাহি চলে বীর যুঝিবে কেমনে॥
ফাঁফর হইল বীর পাণ্ডুর নন্দন।
স্মরণ করিতে এল দেব নারায়ণ॥
সুধন্বা দেখিল হরি রথের উপরে।
যোড়হাত করি বীর নানা স্তুতি করে॥
আজি সে সফল হৈল আমার জনম।
একত্র দেখিনু আমি নর নারায়ণ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যারে না পায় দেখিতে।
হেন কৃষ্ণে দেখিলাম অর্জুনের রথে॥
ধন্য হে অর্জুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
স্মরণে আনিলে তুমি দেব নারায়ণ॥
এখনি যুঝিব আমি তোমার সংহতি।
প্রতিজ্ঞা করহ তুমি পার্থ মহামতি॥
অর্জুন বলেন তোরে পরাজিব রণে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমা বিদ্যমানে॥
এই তিন বাণ দেখ যম অবতার।
ইহাতে করিব আমি তোমার সংহার॥
সুধন্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
আমি তব তিন বাণ কাটিব নিশ্চয়॥
কাটিয়া তোমার বাণ ফেলাব ভূমিতে।
সত্য করি কহিলাম কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
সুধন্বার বাক্য শুনি দেব নারায়ণ।
প্রবোধ করিয়া পার্থে কহেন বচন॥
এমত প্রতিজ্ঞা তুমি কর কি কারণ।
এমত প্রতিজ্ঞা কভু না হয় শোভন॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় শুন ধনঞ্জয়।
কাটিবে তোমার অস্ত্র কহিনু নিশ্চয়॥
অর্জুন বলেন কৃষ্ণ তুমি যার নাথ।
কখন না হয় তার প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত॥
ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ অর্জুনের বোলে।
সুধন্বা ধনুক হাতে নিল সেই কালে॥
অর্জুন গাণ্ডীব ধরিলেন হৃষ্টমনে।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করে দুইজনে॥
হুহুঙ্কার দিয়া অস্ত্র ছাড়েন অর্জুন।
সুধন্বা সে তিন বাণ কাটে সেইক্ষণ॥
তাহা দেখি পার্থ হইলেন অপমান।
হেঁটমাথা করিলেন ব্যর্থ দেখি বাণ॥
মনোহর কৃষ্ণলীলা কে বুঝিতে পারে।
ভূমিতে পড়িয়া বাণ উঠিল সত্বরে॥

মহাবেগে অর্ধশর শীঘ্রগতি যায়।
ভগ্নবাণ সুধন্বাকে কাটিয়া ফেলায়॥
মহাশব্দে হাহাকার করে সেনাগণে।
পড়িল সুধন্বা বীর অর্জুনের বাণে॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
সুধন্বা নিপাত হৈল অর্জুনের শরে॥
হংসধ্বজ শুনিল এ সব বিবরণ।
কোথায় সুধন্বা বলি করিল রোদন॥

হংসধ্বজ রাজার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

পুত্রশোকে হংসধ্বজ করেন রোদন।
প্রবোধ করয়ে নৃপে পাত্রমিত্রগণ॥
রাজা বলে পুত্রশোকে না করি ক্রন্দন।
দেখিতে না পেনু আমি শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
সুধন্বা আনিয়া কৃষ্ণ দেখাইবে মোরে।
আছিল এ বড় সাধ মনের ভিতরে॥
কেমনে দেখিব কৃষ্ণ বল না আমারে।
পাত্র বলে মহারাজ চলহ সমরে॥
আপনি যজ্ঞের ঘোড়া লহ নরপতি।
কৃষ্ণের সম্মুখে রাখি করিবে প্রণতি॥
পাত্রের বচনে সুখী হইল রাজন্।
যজ্ঞ অশ্ব ল'য়ে রাজা করিল গমন॥
নৃপতির অভিপ্রায় বুঝি কৃষ্ণবর।
বারণ করেন পার্থে করিতে সমর॥
হেনকালে হংসধ্বজ আইল ত্বরিতে।
দেখিলেন নারায়ণ অর্জুনের রথে॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ লীলা।
মকরকুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি পড়িল ভূমিতে।
গোবিন্দ চরণে রাজা লাগিল লুটিতে॥
কৃষ্ণের প্রসাদ পেয়ে সুখী নরপতি।
অর্জুন চরণে রাজা করিল প্রণতি॥
আলিঙ্গনে নৃপবরে তুষি ধনঞ্জয়।
হেনকালে অনুচরে আনিলেক হয়॥
হংসধ্বজ বলে শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ঘোড়া ধরিলাম দেখিবারে নারায়ণ॥
পূর্ণ হৈল অভিলাষ কৃষ্ণকে দেখিয়া।
শুনহ অর্জুন তুমি যাও অশ্ব লৈয়া॥
কিন্তু এক ভিক্ষা আমি মাগি যে তোমারে।
আজি তুমি বিশ্রাম করহ মম পুরে॥
সম্মত হইল পার্থ রাজার বচনে।
কৃষ্ণ সঙ্গে চলে সবে রাজ-নিকেতনে॥
যথাযোগ্য আহারে তুষিল সবারে।
রজনী বঞ্চেন কৃষ্ণ হংসধ্বজ পুরে॥
প্রভাতে লইয়া ঘোড়া পাণ্ডুর নন্দন।
হংসধ্বজ নৃপ সঙ্গে করেন গমন॥
নিজপুরে যথাযোগ্য বন্ধু নিয়োজিয়া।
অর্জুনের সঙ্গে রাজা চলিল সাজিয়া॥

প্রমীলার দেশে অর্জুনের গমন ও প্রমীলার কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
প্রমীলার দেশে গেলে পাণ্ডবের হয়॥
মহাবনে আছয়ে প্রমীলা নামে নারী।
পদ্মিনী তাহার সঙ্গে আছে লক্ষ চারি॥
আর কত রমণী বিরাজে তার পাশে।
পুরুষ নাহিক তাহে কহিনু বিশেষে॥
মহাবলবতী তারা শুন নরপতি।
ধরিল যুদ্ধের ঘোড়া করিয়া শকতি॥
প্রমীলার বাক্যে ঘোড়া রাখিল বান্ধিয়া।
প্রবেশ করেন পুরে পার্থ পিছু গিয়া॥
পুরে প্রবেশিয়া দেখে বহু কন্যাগণ।
বিমান দেখেন কত তুরগ বারণ॥
অর্জুন প্রভৃতি মনে ভাবেন বিষাদ।
এমন না দেখি কভু হইল প্রমাদ॥
প্রদ্যুম্ন বলেন ঘোড়া আইল সঙ্কটে।
যুদ্ধে কাজ নাই চল প্রমীলা নিকটে॥
অবলা সহিত রণ এ বড় নিন্দিত।
লইব যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সম্প্রীত॥
প্রদ্যুম্নের বচন শুনিয়া ধনঞ্জয়।
প্রবেশ করেন পুনঃ মনে পেয়ে ভয়॥

বৃষকেতু বীর দিল ধনুকে টঙ্কার।
তাহা শুনি নারীগণ আনন্দ অপার॥
নানা বাদ্য বাজাইয়া চলিল রূপসী।
নানা অস্ত্র হাতে নিল যুদ্ধ অভিলাষী॥
ইহা শুনি অর্জুনের ভয় উপজিল।
যুদ্ধ না করিয়া বীর ডাকিয়া কহিল॥
প্রয়োজন আছে মম প্রমীলার সনে।
তাহা শুনি নিবৃত্ত হইল নারীগণে॥
ধাইয়া প্রমীলা আগে কহিল বচন।
অর্জুন আইল হেথা অশ্বের কারণ॥
প্রমীলা উন্মত্ত হৈল দাসীর বচনে।
আপনি জিজ্ঞাসে আসি অর্জুনের স্থানে॥
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ লইয়া সুন্দরী।
অর্জুন সম্মুখে এল নানা বেশ ধরি॥
পদ্মিনী সমান রূপ দেখি ধনঞ্জয়।
বসিতে বলেন তারে মনে পেয়ে ভয়॥
ধনঞ্জয় কন আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
পুরুষ না দেখি কেন তোমার নগরে॥
সকল সুন্দরী দেখি ভয় পাই মনে।
তোমারে জিজ্ঞাসি আমি এই সে কারণে॥
প্রমীলা বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ভাগ্যে আমি পাইলাম তোমা দরশন॥
প্রসন্ন আমার চিত্ত তব দরশনে।
দূর হবে মনস্তাপ তোমার মিলনে॥
এ দেশে পুরুষ নাই সবাই রমণী।
মন দিয়া শুন কহি তাহার কাহিনী॥
দিলীপ নামেতে রাজা সর্ব ভূমিপতি।
শুনহ অর্জুন আমি তাঁহার সন্ততি॥
মৃগয়া করিতে পিতা প্রবেশিল বনে।
গজ বাজী পদাতিক আইল তাঁর সনে॥
দৈবেতে আইনু আমি মৃগয়া করিতে।
এই বনে উপনীত জনকের সাথে॥
পার্বতী সহিত শিব ছিলেন এ বনে।
বিহার করেন দোঁহে আনন্দিত মনে॥
হেনকালে পিতারে যে দেখিলেন গৌরী।
কোপেতে দিলেন শাপ লজ্জা মনে ধরি॥
সসৈন্যে যুবতী হও আমার বচনে।
বনিতা হইয়া সবে থাক এই বনে॥
অব্যর্থ দেবীর বাক্য না হয় লঙ্ঘন।
সসৈন্যে বনিতা রূপ হইনু রাজন্॥
এই পূর্ব কথা আমি কহিনু তোমারে।
পুরুষের নাহি রক্ষা আমার নগরে॥
গর্ভেতে পুরুষ যদি জন্মে কোন পাকে।
দ্বাদশ বৎসর পর যায় যমলোকে॥
শুনহ অর্জুন আমি কহিনু সকল।
অবশেষে কহি আমি আপনার বল॥
আমাকে জিনিতে নাহি পারে ত্রিভুবনে।
মোর ভয়ে কাঁপয়ে যতেক দেবগণে॥
যতেক অবলা দেখ বিক্রমে বিশাল।
আমার ভয়েতে কাঁপে অষ্টলোক পাল॥
আইল তোমার ঘোড়া আমার নগরে।
বনিতা সকল মেলি দেখিল তাহারে॥
বান্ধিয়া রাখিল ঘোড়া করিয়া যতন।
না রহ এ দেশে আর পাণ্ডুর নন্দন॥
কৃষ্ণসখা হেতু যে সবার পূজ্য তুমি।
বিবাহ করহ মোরে বলিলাম আমি॥
অর্জুন বলেন শুন প্রমীলা সুন্দরী।
এখন বিবাহ তোমা করিতে না পারি॥
যজ্ঞ হেতু যুধিষ্ঠির হ'য়েছেন ব্রতী।
অশ্ব সঙ্গে আমি যে বেড়াব বসুমতী॥
হস্তিনানগরে যাহ সকল সুন্দরী।
পূরাব তোমার আশা যজ্ঞ সাঙ্গ করি॥
অর্জুনের বচনে প্রমীলা প্রীতি পায়।
সকল সুন্দরী মিলি গেল হস্তিনায়॥
মুক্ত হ'য়ে যজ্ঞ-ঘোড়া যায় বনে বনে।
সর্বসৈন্য ল'য়ে পার্থ চলে অশ্বসনে॥

মণিপুরে বভ্রুবাহনের সহিত অর্জুনের পরিচয়।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
মণিপুরে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয়॥
মণিপুরে বভ্রুবাহন নামে নরপতি।
তিন বৃন্দ সেনা আর নব লক্ষ হাতী॥

চিত্রাঙ্গদা-সুত সেই অর্জুন নন্দন।
নব লক্ষ রথ যার আছে সুশোভন॥
যাটি কোটি অশ্ব আছে রণেতে যাহার।
মহাবল বভ্রুবাহন বীর অবতার॥
তীর্থযাত্রা যেইকালে কৈল ধনঞ্জয়।
সেকালে গন্ধর্বকন্যা করে পরিণয়॥
তার গর্ভে উপজিল এ বভ্রুবাহন।
অর্জুন সমান তারে বলে সর্বজন॥
নাগকন্যা উলূপী আছেন তার ঘরে।
ইলাবন্ত তার পুত্র পড়িল সমরে॥
কুরুক্ষেত্র রণে ইলাবন্ত হৈল ক্ষয়।
শুনিয়াছ সেই কথা শ্রীজনমেজয়॥
লব কুশ রামে রণ হইল যেমন।
শুন রাজা জন্মেজয় হইবে তেমন॥
মণিপুরে অশ্ব গিয়া প্রবেশ করিল।
ধেয়ে অনুচরগণ রাজারে কহিল॥
দূত বাক্য শুনি তবে কহে নরপতি।
ধরিয়া আনহ ঘোড়া করিয়া শকতি॥
আজ্ঞা পেয়ে অনুচর চলিল সত্বরে।
দশ কোটি বীর গিয়া বেড়িল ঘোড়ারে॥
তুরগ আনিয়া দিল বভ্রুবাহনেরে।
ঘোড়া দেখি নরপতি আনন্দ অন্তরে॥
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া তত্ত্ব পাইল।
মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিল॥
অর্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
পত্র পড়ি বভ্রুবাহন হরিষ অন্তরে॥
ঘোড়া ল'য়ে অন্তঃপুরে করিল গমন।
কহিল মায়ের আগে যত বিবরণ॥
প্রণাম করিয়া বলে শুন গো জননী।
যজ্ঞ আরম্ভিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি॥
অর্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
দৈবে আসি অশ্ব প্রবেশিল মণিপুরে॥
তত্ত্ব না পাইনু আমি তুরঙ্গ ধরিনু।
অবশেষে অশ্বভালে লিখন পড়িনু॥
তুমি বল পিতা মোর পাণ্ডুর নন্দন।
মণিপুরে আসে তিনি দৈবের ঘটন॥
জন্মদাতা সঙ্গে মোর নাহি পরিচয়।
চরণ পূজিব তাঁর কহিনু নিশ্চয়॥
না জানিয়া যজ্ঞ অশ্ব ধরিলাম আমি।
কি করি উপায় এবে কহ গো জননী॥
চিত্রাঙ্গদা বলে যাহ জনকের স্থানে।
অপরাধ মাগি লও তাঁহার চরণে॥
নানা রত্ন আগে থুয়ে করিবে প্রণতি।
পশ্চাতে কহিবে পুত্র আপন ভারতী॥
চিত্রাঙ্গদা গর্ভে জন্ম কহিবে তাঁহারে।
তনয় বলিয়া তিনি তুষিবেন তোরে॥
বভ্রুবাহন বলে শুন গো জননী।
যুদ্ধ করি পরিচয় তাঁরে দিব আমি॥
পদানত হৈলে ঘৃণা করিবে আমারে।
শুন গো জননী আগে না জানাব তাঁরে॥
চিত্রাঙ্গদা বলে পুত্র এ নহে যুকতি।
কেমনে যুঝিবে তুমি পিতার সংহতি॥
অশ্ব ল'য়ে যাহ তুমি পাণ্ডব গোচরে।
লোক-ধর্ম-কথা আমি কহিনু তোমারে॥
জননীর বাক্যে বভ্রুবাহন নরপতি।
নানা রত্ন নিল সঙ্গে সুশোভন অতি॥
অগুরু চন্দন গন্ধ লইল কস্তুরী।
পুষ্পমালা স্বর্ণথালে নিল যত্ন করি॥
অশ্ব ল'য়ে আগে চলে পার্থের নন্দন।
অর্জুনে ভেটিতে যায় আনন্দিত মন॥
দূত গিয়া কহিলেন ধনঞ্জয় বীরে।
বভ্রুবাহন রাজা আসে তোমা ভেটিবারে॥
পদাতিক সঙ্গে আসে পাত্রমিত্রগণ।
অভিপ্রায় বুঝি তব লইবে শরণ॥
তাহা শুনি সম্মতি দিলেন ধনঞ্জয়।
দিব্যাসনে বসিলেন সানন্দ হৃদয়॥
হেনকালে বভ্রুবাহন পাত্র মিত্র সনে।
গলে বস্ত্র দিয়া এল অর্জুনের স্থানে॥
কুসুম চন্দন অর্জুনের পদে দিয়া।
প্রণাম করিল রাজা ভূমিষ্ঠ হইয়া॥
পঞ্চ রত্ন সম্মুখে রাখিয়া নরপতি।
অর্জুন চরণে কহে করিয়া প্রণতি॥

তোমার তনয় আমি শুন মহাশয়।
চিত্রাঙ্গদার গর্ভেতে মম জন্ম হয়॥
যখন করিলে তুমি তীর্থ পর্যটন।
করিলে গন্ধর্বসুতা বিবাহ তখন॥
না জানি ধরিনু ঘোড়া ক্ষমা দেহ মোরে।
বভ্রুবাহন বলি নাম জানহ অন্তরে॥
এত বলি পুনরপি ধরিল চরণে।
শুনিয়া জন্মিল ক্রোধ অর্জুনের মনে॥
কাহারে বলিস্ পিতা নটীর তনয়।
অভিপ্রায় বুঝি তোর নাহি লজ্জা ভয়॥
নটী চিত্রাঙ্গদা সেই গন্ধর্ব-দুহিতা।
তুমি যার পুত্র তার শুনিয়াছি কথা॥
এত বলি করিলেন চরণ প্রহার।
ভূমিতে পড়িল চিত্রাঙ্গদার কুমার॥
পাত্র মিত্র ধরি সবে তুলে নৃপবরে।
তথাপি দাণ্ডায়ে আছে করি যোড়করে॥
না করিহ তিরস্কার পাণ্ডুর তনয়।
আমি ত তোমার পুত্র কহিনু নিশ্চয়॥
তবে হংসধ্বজ আর নীলধ্বজ রায়।
অর্জুনে কহিল যুক্তি না হয় তোমায়॥
চরণ প্রহার করা না হয় উচিত।
তোমার তনয় হয় এ কথা নিশ্চিত॥
ইহা শুনি ধনঞ্জয় বলেন বচন।
অভিমন্যু বীর ছিল আমার নন্দন॥
সুভদ্রা-তনয় বীর বিদিত ভুবনে।
চক্রব্যূহ ভেদি যুঝিলেক দ্রোণ সনে॥
দ্রোণ দ্রৌণি কৃপ কর্ণে সংগ্রামে জিনিয়া।
স্বর্গে গেল মহাবীর শরীর ত্যজিয়া॥
সেই পুত্র হয় মম কুলের ভূষণ।
এ বভ্রুবাহন দেখ নটীর নন্দন॥
এই যদি হইত মম ঔরস নন্দন।
যুদ্ধ বিনা ঘোড়া না করিত সমর্পণ॥
পিতা হৈতে পুত্র শ্রেষ্ঠ সর্বলোকে জানে।
শাস্ত্রের এ সব কথা কহে মুনিগণে॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
বভ্রুবাহন রাজা তবে অধোমুখে রয়॥

মহাকোপ উপজিল বভ্রুবাহন-চিতে।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে বীর কহে যোড়হাতে॥
ভয় নাহি পাই আমি তোমারে দেখিয়া।
জননীর বাক্যে অশ্ব দিলাম আনিয়া॥
সেকারণে অপমান করিলে আমারে।
আজি নিজ পরাক্রম দেখাব তোমারে॥
এত বলি অনুচরে কহিল নৃপতি।
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া করিয়া শকতি॥
এত বলি অশ্ব দিল অনুচরগণে।
ঘোড়া লয়ে গেল তারা পরম যতনে॥
নৃপাদেশে সৈন্যগণ করিল সাজন।
আনন্দেতে দেয় কেহ দামামা নিঃস্বন॥

জননীর স্থানে বভ্রুবাহনের নিবেদন।

শুন গো জননী, সত্য কহি বাণী,
পাইনু যে অপমান।
কহিতে সে কথা, মনে পাই ব্যথা,
সাক্ষী তার ভগবান্॥
ল'য়ে অশ্ববর, গেলাম সত্বর,
প্রণমিনু তাঁর পদে।
করিয়া স্তবনে, অনেক যতনে,
কহিলাম যোড়হাতে॥
তোমার তনয়, শুন মহাশয়,
বভ্রুবাহন মোর নাম।
গন্ধর্ব-দুহিতা, নাম চিত্রাঙ্গদা,
তাঁর গর্ভে মোর ধাম॥
তোমার ঔরসে, জন্মিনু বিশেষে,
পরিচয় দিনু আমি।
না জানিয়া হয়, ধরিনু নিশ্চয়,
সে দোষ ক্ষমিবে তুমি॥
শুনিয়া বচন, পাণ্ডুর নন্দন,
জারজ বলিল মোরে।
নটী চিত্রাঙ্গদা, তার যত কথা,
না শুনাও তুমি মোরে॥
কোপে কাঁপে কায়, কি বলিব তায়,
পদাঘাত মোরে করে।

হংসধ্বজ আদি, যত নরপতি,
সবে দোষ দিল তারে ॥
শুন শুন মাতা, জানাব বারতা,
অর্জুন নিন্দিল তোমা।
শুনিয়া শ্রবণে, রহিব কেমনে,
সবাই নিন্দিবে আমা ॥
পুত্রের বচন, শুনিয়া তখন,
চিত্রাঙ্গদা বলে তারে।
অপমান পেয়ে, বাতুল হইয়ে,
যাহ চন্দ্র ধরিবারে ॥
যুদ্ধে নাহি কাজ, থাকিবেক লাজ,
অর্জুন দুর্জয় রণে।
করিয়া সমর, তুষিল শঙ্কর,
অগ্নি তুষ্ট যাঁর বাণে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ সনে, কুরুক্ষেত্র রণে,
একেলা জিনিল রণ।
হেনজন সাথে, যুঝিবে কি মতে,
সখা যাঁর নারায়ণ ॥
বলে বভ্রুবাহ, তুমি ঘরে যাহ,
ভয় না করিহ মনে।
তোমার আশীষে, চক্ষুর নিমিষে,
পরাজিব সর্বজনে ॥

বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জুনের মৃত্যু।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
বভ্রুবাহন অর্জুনে কেমন হইল রণ ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
যুদ্ধ কথা কহি আমি কর অবগতি ॥
দৈবের নির্বন্ধ সেই হইবারে চায়।
এই হেতু ধনঞ্জয় নিন্দিলেক তায় ॥
শাপ দিয়াছেন গঙ্গা অর্জুন-নিধনে।
এ সব ঈশ্বর লীলা কেহ নাহি জানে ॥
হয় গজ বিমানেতে সাজন করিয়া।
বভ্রুবাহন রাজা রণে প্রবেশিল গিয়া ॥
সিংহনাদ বাদ্যরব শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডবের সেনা যত প্রবেশিল রণে ॥
ধনুর্বাণ হাতে করি বীর বৃষকেতু।
অগ্রে রথ চালাইল যুঝিবার হেতু ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে দুইজনে করেন সমর।
বাণবৃষ্টি করে দুইজনে ধনুর্ধর ॥
বৃষকেতু বাণ তবে পূরিল সন্ধান।
অর্জুন-তনয় তাহা করে খান খান ॥
হেনমতে দুইজন অনেক যুঝিল।
গগনমণ্ডল দোঁহে বাণে আচ্ছাদিল ॥
অন্ধকার হৈল সব না দেখি নয়নে।
পরিচয় নাহি যুদ্ধ করে কার সনে ॥
তবে বভ্রুবাহন কৈল বাণ অবতার।
রবিকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার ॥
দুই বাণ বিন্ধে বভ্রুবাহন নরপতি।
বৃষকেতু রথধ্বজ কাটে শীঘ্রগতি ॥
পঞ্চবাণ দিয়া কাটে সারথির মুণ্ড।
বাণগুণ ধনু কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
ফাঁফর হইল তবে কর্ণের নন্দন।
বভ্রুবাহনের রণে হৈল অচেতন ॥
ভীম আর সাত্যকি সাহস যে করিল।
বভ্রুবাহনের সনে অনেক যুঝিল ॥
রুধিরে কর্দম ভূমি দেখিয়া নয়নে।
ভীম আদি মহাবীর ভয় পায় মনে ॥
তবে বভ্রুবাহন করে বাণের সন্ধান।
পলায় পাণ্ডব-সৈন্য লইয়া পরাণ ॥
অন্যের থাকুক্ কার্য ভীম ভঙ্গ দিল।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সবে পলাইল ॥
নীলধ্বজ হংসধ্বজ পরাভব পেয়ে।
অর্জুন সম্মুখে সবে উত্তরিল গিয়ে ॥
অপমান পেয়ে সব বভ্রুবাহন রণে।
তা দেখি অর্জুন বীর কুপিলেন মনে ॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিতে গেলেন বীর অত্যন্ত নির্ভয় ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের দত্ত বাণ।
কোপান্বিত ধনঞ্জয় করেন সন্ধান ॥
বভ্রুবাহন রাজা সব নিবারিল শরে।
দেখিয়া অর্জুন বীর ক্রোধিত অন্তরে ॥

পিতাপুত্র উভয়ে যে সংগ্রাম হইল।
বাহুল্য কারণ সব লেখা নাহি গেল ॥
অক্ষয় গাণ্ডীব তূণ রণে হৈল ক্ষয়।
তাহা দেখি চিন্তিত হইলেন ধনঞ্জয় ॥
বভ্রুবাহন বলে শুন ইন্দ্রের নন্দন।
পাণ্ডুর তনয় তোমা বলে সর্বজন ॥
সম্মুখ-সংগ্রামে আমি পাইনু তোমারে।
স্মরণ করহ তুমি দেব গদাধরে ॥
আজি কৃষ্ণসহ তোমা পরাজয় করি।
প্রবেশ করিব আমি আপনার পুরী ॥
বভ্রুবাহন বাক্য শুনি কহে ধনঞ্জয়।
অহঙ্কার না করিহ বেশ্যার তনয় ॥
তাহা শুনি বভ্রুবাহন ক্রোধ কৈল মনে।
বাণেতে জর্জর বীর করিল অর্জুনে ॥
চঞ্চল হইল রণে বীর ধনঞ্জয়।
নর-নারায়ণ রণে পাইলেন ভয় ॥
মঙ্গল না দেখিলেন সংগ্রাম ভিতরে।
উর্দ্ধমুখ হ'য়ে শিবা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
মুণ্ডহীন ছায়া বীর দেখি আপনার।
চিন্তান্বিত হইলেন পাণ্ডুর কুমার ॥
বৃষকেতু সম্বোধিয়া বলে ধনঞ্জয়।
হস্তিনানগরে যাহ কর্ণের তনয় ॥
তোমা বিনা বংশে আর নাহিক সন্তান।
তুমি জীলে পিতৃলোকে দিবে পিণ্ডদান ॥
অর্জুনের বাক্য শুনি কর্ণের কুমার।
কহিতে লাগিল বীর করি অহঙ্কার ॥
অমঙ্গল কথা তুমি কহ কি কারণে।
বভ্রুবাহনেরে আমি পরাজিব রণে ॥
এত বলি ধনুর্বাণ লইয়া সত্বরে।
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণে বভ্রুবাহনেরে ॥
বভ্রুবাহন বলে শুন কর্ণের নন্দন।
পুনঃপুনঃ এস তুমি করিবারে রণ ॥
বুঝিনু মরিবে তুমি আমার সমরে।
রাখে হেন বীর নাহি এ তিন সংসারে ॥
এত বলি বভ্রুবাহন হাতে নিল বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া তাহা করিল সন্ধান ॥

অর্ধচন্দ্র বাণ তবে সত্বরে এড়িল।
বৃষকেতু মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল ॥
তাহা দেখি প্রদ্যুম্নাদি যত বীরগণ।
সাহসে আইল সবে করিবারে রণ ॥
অর্জুন-তনয় পরাজিল সবাকারে।
পড়িয়া রহিল সবে ভূমির উপরে ॥
কান্দেন বিষাদ করি ইন্দ্রের নন্দন।
তাহা দেখি হাসি কহে সে বভ্রুবাহন ॥
হাসিবে নৃপতিগণ দেখিয়া তোমারে।
ক্রন্দন উচিত নহে সমর ভিতরে ॥
অকারণ বিলাপ করহ তুমি শোকে।
স্মরণ করিয়া শীঘ্র আনহ কৃষ্ণকে ॥
চিন্তহ গোবিন্দ পদ ওহে ধনঞ্জয়।
নহিলে আমার বাণে যাবে যমালয় ॥
এত যদি বভ্রুবাহন বলে ডাক দিয়া।
অর্জুন চিন্তেন হরি সঙ্কটে পড়িয়া ॥
গঙ্গার বচন সত্য করিতে মুরারী।
অর্জুনে রাখিতে না গেলেন ত্বরা করি ॥
আপনার রথপানে চাহে ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে না দেখিয়া পার্থ মনে পান ভয় ॥
বভ্রুবাহন বলে তুমি কি ভাবহ মনে।
না পাবে নিস্তার তুমি আমার এ রণে ॥
এত বলি করে বীর বাণ বরিষণ।
নিবারিতে না পারেন নর-নারায়ণ ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র পাশুপত আদি যত বাণ।
ভয়েতে অর্জুন সব করেন সন্ধান ॥
বভ্রুবাহন রাজা তাহা শরে নিবারেণ।
প্রাণপণে অর্জুন জিনিতে না পারেন ॥
বাণবেশে গঙ্গাদেবী আসিয়া সেখানে।
কহেন সকল কথা বভ্রুবাহন-কাণে ॥
তাহা শুনি আনন্দিত হৈল নরপতি।
রাখিলেন গঙ্গা অস্ত্র করিয়া শকতি ॥
তবে সেই অস্ত্র রাজা যুড়িলেন চাপে।
বাণ দেখি ইন্দ্র আদি দেবগণ কাঁপে ॥
মহাবেগে গঙ্গাবাণ আকাশে উঠিল।
অর্জুনের মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল ॥

পড়িল অর্জুন বীর দেখিল রাজন্।
জয় জয় শব্দে দিল দুন্দুভি ঘোষণ॥
পাণ্ডবের দলে যত শেষ সৈন্য ছিল।
অর্জুন নিধন হেতু আতঙ্ক পাইল॥
নানা বাদ্য নৃত্য গীত হরিষ ঘোষণ।
মায়ের সম্মুখে গেল সে বভ্রুবাহন॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া মায়ে করিল প্রণাম।
হাসিয়া বলিল আমি জিনিনু সংগ্রাম॥
নাশিলাম ধনঞ্জয়ে সংগ্রামের স্থলে।
যতেক পাণ্ডব-সৈন্য জিনিলাম হেলে॥
পুত্রের মুখেতে কথা শুনিয়া এমন।
ভয় পেয়ে চিত্রাঙ্গদা করয়ে রোদন॥
ওরে পুত্র কি কহিলি অমঙ্গল কথা।
কেমনে কাটিলি তুই জনকের মাথা॥
পিতৃহত্যা কৈলি তুই মহাপাপকারী।
এত বলি অচেতন হইল সুন্দরী॥
ভূমিতে পড়িয়া চিত্রাঙ্গদা মহাশোকে।
কোথা গেলে প্রাণনাথ ঘন ঘন ডাকে॥
অনেক বিলাপ করি কান্দিল বিস্তর।
শুনিয়া উলুপী ধেয়ে আইল সত্বর॥
মুখে জল দিয়া তারে তোলে হাত ধরি।
না জানি বিষাদ কেন করহ সুন্দরী॥
কৃষ্ণ-সখা অর্জুনের নাহিক মরণ।
বভ্রুবাহনের রণে হৈল অচেতন॥
পূর্ব কথা কহি আমি তোমার গোচরে।
আপন মরণ তেঁই কহিল আমারে॥
রোপিল দাড়িম্ব বৃক্ষ করিয়া যতন।
আমারে কহিল কথা পাণ্ডুর নন্দন॥
দাড়িম্ব নিধনে মম জানিহ মরণ।
এত বলি নিজ দেশে করিল গমন॥
ক্রন্দন ত্যজহ তুমি আমার বচনে।
দাড়িম্বের বৃক্ষ গিয়া দেখি দুইজনে॥
উলুপীর বোলে চিত্রাঙ্গদা হরষিত।
দাড়িম্ব বৃক্ষের তলে গেলেন ত্বরিত॥
মৃত তরু দেখি দোঁহে হৈল অচেতন।
হা হা প্রাণনাথ বলি করয়ে ক্রন্দন॥
পতি দরশনে দোঁহে করিল গমন।
আগে পাছে কান্দিয়া চলিল দাসীগণ॥
উলুপী বলেন ওগো শুন চিত্রাঙ্গদা।
আচম্বিতে স্মরণ হইল এক কথা॥
অনন্ত-দুহিতা আমি শুন গো সুন্দরী।
আমা বিভা করি পার্থ গেল যমপুরী॥
অর্জুনেরে ভক্তি করি অনন্ত পূজিল।
নানা ধন দিয়া মোরে অর্জুনেরে দিল॥
অর্জুনে দিলেন আমা হইয়া কৌতুকে।
অমৃত নামেতে মণি দিলেন যৌতুকে॥
পুণ্ডরীক নাগ দিল আমার সেবনে।
তাহাকে আনিব আমি করিয়া যতনে॥
মণির কারণে তারে পাতালে পাঠাব।
আনিয়া অমৃত-মণি পার্থে জীয়াইব॥
এত যদি নাগকন্যা বলিল বচন।
চিত্রাঙ্গদা বলে মণি আনহ এখন॥
অর্জুনের শোকে তনু না পারি ধরিতে।
শুন গো ভগিনি মণি আনহ ত্বরিতে॥
উলুপী বলেন তুমি স্থির কর মতি।
এখনি পরাণ পাবে পাণ্ডবের পতি॥

অর্জুনের জীবনার্থ মণি আনিবার কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
একে একে কহি শুন সকল ভারতী॥
উলুপী শরণ কৈল নাগ পুণ্ডরীকে।
ত্বরায় আইল নাগ উলুপী সম্মুখে॥
পুণ্ডরীক নাগে তবে কহিল সুন্দরী।
মণি হেতু নাগ গেল রসাতল পুরী॥
অনন্তের স্থানে গিয়া কহিল সকল।
তাহা শুনি নাগ রাজা হইল বিকল॥
সর্পগণ আগে কহে নাগ অধিপতি।
উলুপী মাগিল মণি অর্জুনের প্রতি॥
বভ্রুবাহন সমরেতে মরে ধনঞ্জয়।
মণি নিয়া গেলে জীয়ে পাণ্ডুর তনয়॥
অনন্তের কথা শুনি ধৃতরাষ্ট্র কহে।
এ সব অগ্রাহ্য কথা মোর নাহি সহে॥

ভাল হৈল বভ্রুবাহন মারিল অর্জুনে।
আমার আনন্দ বড় উপজিল মনে॥
মিত্র মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরবের পতি।
অর্জুন মারিল তার শতেক সন্ততি॥
না দিব অমৃত মণি কহিনু তোমারে।
বভ্রুবাহনের শক্তি কি করিতে পারে॥
নাগমন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র নাহি দিল মণি।
পুণ্ডরীক-মুখে তাহা বভ্রুবাহন শুনি॥
উলুপী বলেন পুত্র কি হবে উপায়।
মণি আনিবারে তুমি চলহ তথায়॥
বভ্রুবাহন বলে মণি সম্প্রীতে না পাব।
বিক্রম করিয়া মণি শেষেতে আনিব॥
এত বলি বভ্রুবাহন সাজন করিল।
রথে আরোহিয়া বীর পাতালে চলিল॥
প্রবেশিল পাতালেতে যুদ্ধের কারণে।
তাহা দেখি দূত কহে রাজ-বিদ্যমানে॥
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিল নরপতি।
বভ্রুবাহন হেথা এল কি করি যুকতি॥
মণি নাহি দিলে তুমি আমার বচনে।
পাতালে আইল সেই যুদ্ধের কারণে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মোর কি ভয় মানুষে।
বিনাশিব নৃপতিরে আঁখির নিমিষে॥
এত বলি বাসুকিরে দিল সমাচার।
যুদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইল তাহার॥
স্মরণে আনিল যত ছিল নাগগণ।
বভ্রুবাহনের সঙ্গে আরম্ভিল রণ॥
রণে প্রবেশিল বভ্রুবাহন নরপতি।
গজ বাজী পদাতিক করিয়া সংহতি॥
অনল সমান বাণ বরিষে রাজন্।
আগু হইতে নাহি পারে যত নাগগণ॥
বিষদন্তে নাগগণ দংশয়ে যাহারে।
চক্ষুর নিমিষে সেই যায় যমঘরে॥
ঘোড়া হাতী পদাতিক অনেক পড়িল।
তাহা দেখি বভ্রুবাহনের ক্রোধ হৈল॥
ধনুক ধরিয়া করে বাণ বরিষণ।
অগ্নিবাণে পুড়িয়া মরয়ে নাগগণ॥
সর্প মানুষেতে রণ অপূর্ব কথন।
বড় বড় নাগগণ হারায় জীবন॥
বাসুকি সংগ্রামে এল ক্রোধ করি চিতে।
অনেক যুঝিল বভ্রুবাহনের সাথে॥
নিবারিতে না পারিল অর্জুন-নন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্র গর্জিলেন দুঃখ পেয়ে মনে॥
দুঃখে পুত্র ল'য়ে ধৃতরাষ্ট্র করে রণ।
বিংশতি সহস্র সৈন্য করিল নিধন॥
মহাক্রোধ উপজিল অর্জুন নন্দনে।
যুড়িল গরুড় বাণ ধনুকের গুণে॥
প্রমাদ পড়িল নাগ না দেখি নয়নে।
ভয়েতে গেলেন নাগ অনন্ত-সদনে॥
অনন্ত বলেন কেন পলাহ এখন।
শুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি কর গিয়া রণ॥
মণি নাহি দিলে তুমি আমার বচনে।
এখন করহ যুদ্ধ বভ্রুবাহন সনে॥
বিনাশ হইবে নাগ তোমার বিচারে।
অর্জুন-নন্দনে কেবা জিনিবারে পারে॥
অনন্তের বাক্য শুনি বলে নাগগণ।
আর যুদ্ধে কাজ নাই মণির কারণ॥
এত বলি মন্ত্রী দিল অনন্তেরে মণি।
মণি লয়ে নাগরাজ চলিল আপনি॥
অনন্ত বলেন শুন হে বভ্রুবাহন।
মণি লহ যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি বভ্রুবাহনেরে মণি দিল।
অর্জুন-নন্দন তবে বাণ সম্বরিল॥
মণি পেয়ে চিত্রাঙ্গদা-সুত তুষ্ট হৈল।
মণির প্রভাবে মৃতসৈন্য জিয়াইল॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র নাগ মনে বিচারিল।
আপনার দুই পুত্রে ডাকিয়া কহিল॥
শুন পুত্র আমি বড় পেনু অপমান।
মণি ল'য়ে বভ্রুবাহন করিল প্রয়াণ॥
বৃষকেতু অর্জুনের আন গিয়া মাথা।
তবে মোর দূর হয় যত মনোব্যথা॥
বাপের বচনে দুই ভাই কুতুহলে।
মণিপুরে গেল তবে সংগ্রামের স্থলে॥

বৃষকেতু অর্জুনের মস্তক লৈয়া।
প্রবেশিল পাতালেতে হরষিত হৈয়া॥

মণিপুরে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

শুন রাজা জন্মেজয় অপূর্ব ভারতী।
কদাচিত খল জন নহে শুদ্ধমতি॥
মণি ল'য়ে বভ্রুবাহন গেল নিজপুরে।
উপনীত হৈল গিয়া মায়ের গোচরে॥
বভ্রুবাহন রাজা বলে আনিলাম মণি।
কিন্তু অর্জুনের মাথা না দেখি জননী॥
বৃষকেতু মুণ্ড নাহি কেবা ল'য়ে গেল।
তাহা শুনি চিত্রাঙ্গদা কান্দিতে লাগিল॥
কুণ্ডলে মণ্ডিত মুণ্ড নিল কোন্‌জন।
বিলাপিয়া ভূমে পড়ে অর্জুন-নন্দন॥
চিত্রাঙ্গদা উলূপী কান্দেন দুইজনে।
তা দেখিয়া পাত্র মিত্র দুঃখ পায় মনে॥
অন্বেষন করি মুণ্ড কোথা না পাইল।
ভূমে পড়ি সর্বজন কান্দিতে লাগিল॥
অধোমুখে বিলাপ করয়ে নরপতি।
পিতৃহত্যা কৈনু আমি হৈয়া সন্ততি॥
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি।
আত্মঘাতী হব আমি শুন গো জননী॥
বুঝিনু আমার সম পাপী নাহি আর।
বিনা দোষে বিনাশিনু পিতা আপনার॥
নাগগণ জিনি আমি আনিলাম মণি।
কেবা ল'য়ে গেল মুণ্ড কি হবে জননী॥
উলূপী বলিল তুমি না কর ক্রন্দন।
প্রতিকার ইহার করিবে নারায়ণ॥
এ কর্ম অন্যের সাধ্য নহে কদাচন।
কৃষ্ণ বিনা আনিতে নারিবে কোনজন॥
এত বলি প্রবোধিয়া সে বভ্রুবাহনে।
চৌদিকে বেড়িয়া সবে রহিল অর্জুনে॥
অধোমুখে চিত্রাঙ্গদা উলূপী সুন্দরী।
বিষাদে রহিল সবে সুখ পরিহরি॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহি যে তোমারে।
কুন্তীদেবী দেখে স্বপ্ন হস্তিনানগরে॥
বৃষকেতু অর্জুন হইল ক্ষয় রণে।
স্বপ্নেতে দেখিল বভ্রুবাহনের বাণে॥
ভয়ে কুন্তীদেবী শীঘ্র গোবিন্দে ডাকিল।
শুন নারায়ণ মম অমঙ্গল হৈল॥
উচাটন চিত্ত মম শুন নারায়ণ।
বৃষকেতু অর্জুনের হইল নিধন॥
মণিপুরে বভ্রুবাহন নামে নরপতি।
মহাবলবান্ সেই অর্জুন সন্ততি॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ গেল তার পুরে।
বভ্রুবাহন সে অশ্ব ধরিল অহঙ্কারে॥
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া নরপতি।
অর্জুনে ভেটিতে সে আইল শীঘ্রগতি॥
নানা রত্ন অগ্রে রাখি প্রণাম করিল।
ক্রোধ করি পার্থ তার পূজা না লইল॥
চরণ-প্রহার কৈল মস্তক উপরে।
জারজ বলিয়া গালি দিলেক তাহারে॥
বভ্রুবাহন রাজা তবে পেয়ে অপমান।
করিল অর্জুন সনে অনেক সংগ্রাম॥
ভীম আদি যুবনাশ্ব যত সেনাগণ।
বভ্রুবাহনের হাতে হৈল অচেতন॥
বৃষকেতু অর্জুনের কাটিলেক মাথা।
তোমারে জানাই কৃষ্ণ বিপদের কথা॥
স্বপ্নেতে দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কুন্তীর বচন॥
কুন্তীরে প্রবোধ করি মুকুন্দমুরারি।
গরুড়ে স্মরণ করিলেন দেব হরি॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়েতে করি আরোহণ।
অতি শীঘ্র যান প্রভু অর্জুন কারণ॥
উপনীত হইলেন হরি মণিপুরে।
যেইখানে চিত্রাঙ্গদা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
উলূপী কান্দয়ে আর সে বভ্রুবাহন।
উপনীত সেইখানে হন নারায়ণ॥
কৃষ্ণ দরশনে সবে চেতন পাইল।
বভ্রুবাহন রাজা তবে উঠি দাণ্ডাইল॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বভ্রুবাহনের বিনয়।

বভ্রুবাহন নরনাথ, যোড় করি দুই হাত,
নিবেদয়ে কৃষ্ণের চরণে।
আমি অতি দুরাশয়, শুন কৃষ্ণ মহাশয়,
জানিয়া প্রবৃত্ত হই রণে॥
অশ্ব এল মণিপুরে, কহিলেন অনুচরে,
অহঙ্কারে ধরিলাম আমি।
অশ্বভালে লেখা যত, পড়িয়া হইনু জ্ঞাত,
শুন শুন দেব চক্রপাণি॥
নানা রত্ন স্বর্ণথালে, দিয়া পার্থ পদতলে,
যথাযোগ্য করিনু প্রণাম।
জারজ বলিয়া মোরে, লাথি মারিলেন শিরে,
সভাতে পাইনু অপমান॥
তবু দুঃখ নাহি ধরি, আমি কৃতাঞ্জলি করি,
কহিলাম অনেক বিনয়।
শুন শুন চক্রপাণি, নটীর তনয় আমি,
কহিলেন পার্থ মহাশয়॥
এ পঞ্চভৌতিক দেহ, কামক্রোধ লোভমোহ,
সম্বরিতে না পারিনু আমি।
অবশেষে যুদ্ধকার্য, করিলাম শুন আর্য,
বুঝিয়া করহ দণ্ড তুমি॥
অহঙ্কারে হ'য়ে মত্ত, না বুঝিনু ধর্মতত্ত্ব,
বিনাশ করিনু জন্মদাতা।
প্রবেশিয়া রসাতলে, নাগ জিনিলাম বলে,
মণি আনি না দেখিনু মাথা॥
আদি অন্ত বিবরণ, করিলাম নিবেদন,
কে লইল হরি পার্থ-শির।
আমি আপনার প্রাণ, না রাখিব ভগবান্,
ভাল হইল এলে যদুবীর॥
এত বলি বভ্রুবাহ, ত্যজিয়া সকল মোহ,
দিব্য অস্ত্র লইল তখন।
নৃপতির হাতে ধরি, বারণ করে হরি,
না মরিহ অর্জুন-নন্দন॥

মণিস্পর্শে অর্জুনাদির জীবন প্রাপ্তি।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন্।
করিলেন আশ্বাস তাহারে নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন মুণ্ড লইল যে জন।
তাহার মস্তক খসি পড়ুক এখন॥
অর্জুনের মুণ্ড আসি স্কন্ধেতে লাগুক।
ইহা কহিলেন কৃষ্ণ হ'য়ে সকৌতুক॥
তবে সেই দু'নাগের মস্তক খসিল।
বভ্রুবাহন রাজা তাহা নয়নে দেখিল॥
বৃষকেতু অর্জুনের মস্তক লইয়া।
অনন্ত আপনি এল সানন্দ হইয়া॥
দোঁহাকার স্কন্ধে মুণ্ড করিল যোড়ন।
অমৃত আপনি ছড়ায়েন নারায়ণ॥
প্রাণদান পায় সবে মণির পরশে।
রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র আপনার পাশে॥
হস্তী ঘোড়া আদি আর যত মৃতলোক।
মণি হ'তে প্রাণ পায় দূর হৈল শোক॥
আশ্বাসিয়া সবাকারে দেব নারায়ণ।
ধনঞ্জয়ে কহিলেন সকল কথন॥
যদুমণি মণি দেন অনন্তের স্থানে।
মণি লয়ে গেল নাগ আপন ভবনে॥
গোবিন্দ বলেন শুন অর্জুন-তনয়।
ক্ষত্রধর্ম আচরিলে নাহি ধর্মভয়॥
অপরাধ বলি তুমি না ভাবিহ মনে।
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম সম্মুখ সংগ্রামে॥
অর্জুনেরে বুঝাইয়া কহিলেন হরি।
বভ্রুবাহনেরে তোষ আলিঙ্গন করি॥
কৃষ্ণবাক্যে ধনঞ্জয় সম্প্রীত পাইয়া।
বভ্রুবাহে তুষিলেক আলিঙ্গন দিয়া॥
আমার নন্দন তুমি বড় বলবান্।
ত্রিভুবনে বীর নাই তোমার সমান॥
সম্প্রীতি পাইয়া সবে দিল আলিঙ্গন।
সবে বলে যোদ্ধা বড় শ্রীবভ্রুবাহন॥
প্রণমিয়া বভ্রুবাহ রহে যোড়হাতে।
একদৃষ্টে নিরীক্ষন পাণ্ডবের নাথে॥

চিত্রাঙ্গদা উলূপী গেলেন অন্তঃপুরে।
কৃষ্ণ হেথা কহিলেন বভ্রুবাহনেরে॥
তুরগ রাখিতে যাহ অর্জুন সংহতি।
সেনাগণ সঙ্গে লহ ঘোড়া আর হাতী॥
বভ্রুবাহন রাজা তবে হরষিত চিতে।
তুরঙ্গ রাখিতে গেল অর্জুনের সাথে॥

তাম্রধ্বজের সহিত অর্জুনাদির যুদ্ধ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
রত্নাবতী-পুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
রত্নাবতীপুরে রাজা ময়ূরধ্বজ নাম।
বড়ই ধার্মিক রাজা সর্বগুণধাম॥
সংগ্রামে নাহিক কেহ তাহার সমান।
তার নামে বীরগণ হয় কম্পমান॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন নরপতি।
অশ্বরক্ষা করে তাম্রধ্বজ মহামতি॥
অশ্ব ল'য়ে আছে সেই নর্মদার তীরে।
দৈবে অর্জুনের ঘোড়া গেল সেই পুরে॥
অশ্ব দেখি তাম্রধ্বজ আনন্দিত মন।
অশ্বকে ধরিয়া বীর করিয়া যতন॥
লিখন পড়িয়া তাঁর হৈল অহঙ্কার।
পাণ্ডব সমান বীর কেহ নাহি আর॥
বীরবেশে অহঙ্কারে কাঁপে কলেবরে।
ডাক দিয়া বলিল যতেক অনুচরে॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া করিয়া যতন।
দেখি কি করিতে পারে পাণ্ডুর নন্দন॥
নৃপাদেশে অনুচর অশ্ব ল'য়ে গেল।
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ হেতু সসজ্জ হইল॥
ময়ূরধ্বজ-সুত অশ্ব ধরিলেক বলে।
অর্জুন শুনিয়া আজ্ঞা করেন সকলে॥
আগে হৈল বৃষকেতু ল'য়ে ধনুর্বাণ।
তাম্রধ্বজ সহ তার বাধিল সংগ্রাম॥
বৃষকেতু বলে শুন নৃপতি নন্দন।
বৃথা অহঙ্কার কর মরিবে এখন॥
বৃষকেতু বাক্যে বীর ক্রুদ্ধ হইল মনে।
যুড়িল পঞ্চাশ বাণ ধনুকের গুণে॥
কর্ণের নন্দন নিবারিতে না পারিল।
তাম্রধ্বজ বাণে বীর জর্জর হইল॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সুবেগ সহিত।
করে বহু যুদ্ধ তাম্রধ্বজের সহিত॥
পিতা পুত্রে মূর্ছিত হইলে দুইজনে।
তবে অনুশাল্ব আসি প্রবেশিল রণে॥
তাম্রধ্বজ সহ কৈল অনেক সংগ্রাম।
ভূমিতে পড়িল দৈত্য হইয়া অজ্ঞান॥
তবে হংসধ্বজ আর সে বভ্রুবাহন।
প্রাণপণে দুইজনে কৈল বহু রণ॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
জিনিতে নারিল কেহ তাম্রধ্বজ বীরে॥
আইল সাত্যকি ভীম করিতে সমর।
ছাইল গগন তবে এড়ি নানা শর॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
কাটিল ভীমের গদা দিব্য পাঁচ শরে॥
ধনুর্বাণ হাতে ল'য়ে বীর বৃকোদর।
তাম্রধ্বজ সহ কৈল অনেক সমর॥
সাত্যকি সাহস করি এড়ে নানা বাণ।
নৃপতি-তনয় তাহা করে খান খান॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর আশী বাণ দিয়া।
বিন্ধিলেন ভীমসেনে জর্জর করিয়া॥
অচেতন হ'য়ে বীর পড়িলেক রথে।
সারথি পলায়ে গেল ভয় পেয়ে চিতে॥
সাত্যকি সহিত তবে বাধে মহারণ।
তারে পরাজিল ময়ূরধ্বজের নন্দন॥
এ সব ঈশ্বর লীলা কেহ নাহি জানে।
যতেক পাণ্ডব-সৈন্য পরাজিল রণে॥
তাহা দেখি অর্জুনের ক্রোধ হৈল মনে।
গাণ্ডীব লইয়া বীর প্রবেশেন রণে॥
অর্জুনে দেখিয়া তবে তাম্রধ্বজ বীর।
তীক্ষ্ণ বাণ দিয়া তার বিন্ধিল শরীর॥
অর্জুন যতেক বাণ যুড়েন ধনুকে।
তাম্রধ্বজ নিবারিল বাণ দিয়া তাকে॥
নিবারিতে না পারিয়া তাম্রধ্বজ শরে।
অর্জুন জর্জর অঙ্গ রক্ত বহে ধারে॥

মহাকোপ উপজিল পাণ্ডুর নন্দনে।
ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসেন তবে নারায়ণে॥
ওহে কৃষ্ণচন্দ্র আমি না পারি যুঝিতে।
সংগ্রামে সমর্থ নহি তাম্রধ্বজ সাথে॥
গোবিন্দ বলেন সখা ত্যজহ সমর।
মহাবলবান্ ময়ুরধ্বজের কোঙর॥
জিনিতে নারিবে তুমি তাম্রধ্বজ বীরে।
বৈষ্ণব উহার পিতা বিদিত সংসারে॥
গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান।
তুমি কিংবা আমি মরি একই সমান॥
তোমাতে আমাতে সখা কিছু ভেদ নাই।
ভক্তের মর্যাদা আমি রাখিবারে চাই॥
রাজার সাহস আমি দেখাব তোমারে।
চল দুইজন যাই পুরীর ভিতরে॥
ময়ুরধ্বজ সম দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
সংগ্রাম ত্যজহ তুমি আমার বচনে॥
দ্বিজবেশে যাব আমি শিষ্য করি তোমা।
সাক্ষাতে দেখাব ময়ুরধ্বজের মহিমা॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কৃষ্ণের উত্তর।
ঈষৎ হাসিয়া বীর ত্যজেন সমর॥
রণ ত্যজি তাম্রধ্বজ ছাড়ে সিংহনাদ।
চলিল বাপের ঠাঁই লইতে প্রসাদ॥

ব্রাহ্মণবেশে কৃষ্ণার্জুনের ময়ুরধ্বজ
রাজার সভায় গমন।

পুত্রের বচন শুনি আনন্দ পাইল।
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্রেরে তুষিল॥
শুভ সমাচার পুত্র কহিলে আমারে।
আইলেন নারায়ণ রত্নাবতী-পুরে॥
সার্থক তপস্যা মম হৈল এতদিনে।
দেখিব পরমানন্দে অর্জুন মিলনে॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া মিলাইল বিধি।
সবান্ধবে পরশিব কৃষ্ণ গুণনিধি॥
শিব-ব্রহ্মা ধ্যানে যাঁরে দেখিতে না পায়।
হেন প্রভু আসিবেন আমার সভায়॥

তুমি পুত্র আমার জন্মিলে শুভক্ষণে।
কৃষ্ণ দরশন পাব অর্জুন মিলনে॥
পরাজিলে পাণ্ডবেরে আশ্চর্য কথন।
অর্জুন তোমার বাণে হৈল অচেতন॥
পাণ্ডব-বান্ধব করিলেন আগমন।
অশ্বহেতু গোবিন্দের দেখিব চরণ॥
হেথা জনার্দন যুক্তি বিচারিয়া মনে।
দ্বিজরূপ হইলেন অর্জুনের সনে॥
বৃদ্ধ বিপ্ররূপ হইলেন নারায়ণ।
রাজারে করিতে কৃপা করেন গমন॥
খুঙ্গি পুঁথি কাঁখে শিষ্যরূপে ধনঞ্জয়।
নৃপতির স্থানে যান হইয়া নির্ভয়॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা উঠিল সত্বরে।
প্রণমিয়া পাদ্য অর্ঘ দিল দ্বিজবরে॥
যোড়হাত হ'য়ে রাজা বলেন বচন।
কি হেতু আইলা তুমি কহ বিবরণ॥
রাজার বচন শুনি দেব নারায়ণ।
কপট করিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন॥
কৃষ্ণশর্মা নামে দ্বিজ তোমার নগরে।
পুত্রের সম্বন্ধ আমি কৈনু তার ঘরে॥
বর ল'য়ে আসিতেছিলাম হরষিতে।
দৈবে এক সিংহ আসি আগুলিল পথে॥
মম পুত্রে খাইবারে চলিল কেশরী।
ভয়ে আমি জিজ্ঞাসিনু যোড়হাত করি॥
আমারে ভক্ষণ কর ছাড়িয়া পুত্রেরে।
এক পুত্র বিনা আর নাহিক সংসারে॥
পুত্রশোক সহিবারে না পারিব আমি।
শুন সিংহ আমারে ভক্ষণ কর তুমি॥
সিংহ বলে তোমা খেয়ে প্রীত না পাইব।
নবীন মাংসেতে আমি উদর পূরিব॥
তপস্যায় শুষ্ক মাংস তোমার শরীরে।
খাইতে নারিব আমি কহিনু তোমারে॥
পুত্রের নিমিত্ত বড় হৈল মম মায়া।
পুনঃ সিংহে কহিলাম যোড়হাত হৈয়া॥
কি বস্তু পাইলে ছাড় আমার কুমারে।
আজ্ঞা কর সেই দ্রব্য দিব যে তোমারে॥

তবে সিংহ কহিলেন নিদারুণ বাণী।
সে কথা কহিতে মম বড় ভয় গণি॥
রাজা বলে কহ দ্বিজ সেই ত কথন।
কি কহিল কেশরী শুনিব বিবরণ॥
বিপ্র বলে সেই কথা কহিতে না পারি।
যে নিষ্ঠুর বাক্য মোরে কহিল কেশরী॥
শুন বিপ্র পুত্রের বাঞ্ছহ যদি প্রাণ।
ময়ূরধ্বজের অঙ্গ শীঘ্র কাটি আন॥
নানা ভোগযুক্ত সেই রাজ কলেবর।
খাইতে আমার বাঞ্ছা আছয়ে বিস্তর॥
তবে সে ছাড়িব আমি তোমার নন্দনে।
এত বলি আজ্ঞা দিল পরম যতনে॥
নির্বন্ধ করিয়া আইলাম তব স্থান।
তুমি অঙ্গ দিলে রহে তনয়ের প্রাণ॥
দ্বিজের শুনিয়া কথা হরিষ রাজন্।
দিব বলি অঙ্গীকার করিল তখন॥
তাহা শুনি পাত্রমিত্র করে হাহাকার।
যোড়হাত করি বলে রাজার কুমার॥
তাম্রধ্বজ বলে পিতা শুন নিবেদন।
তুমি গেলে শূন্য হবে রাজসিংহাসন॥
আমি যাই দ্বিজ সঙ্গে সিংহের সম্মুখে।
পরম হরিষে সিংহ খাইবে আমাকে॥
রাজা বলে তোমা যদি লয়ত ব্রাহ্মণ।
তবে সত্য হয় পুত্র আমার বচন॥
তবে তাম্রধ্বজ বড় সম্প্রীতি পাইয়া।
দ্বিজ কাছে কহে কথা যোড়হাত হৈয়া॥
শুন দ্বিজ আপনাকে করি নিবেদন।
যেই পিতা সেই পুত্র শাস্ত্রের কথন॥
আমার নবীন মাংসে তুষ্ট হবে অরি।
পুত্র ল'য়ে যাবে তুমি আপনার পুরী॥
সিংহাসন শূন্য হবে রাজার বিহনে।
আমি শিশুমতি প্রজা পালিব কেমনে॥
অনুমতি দেহ আমি যাই সিংহ পাশে।
নিজপুত্র ল'য়ে তুমি যাহ গৃহবাসে॥
এত যদি কহিলেন নৃপতি-নন্দন।
তাহা শুনি হাসি বলে কপট ব্রাহ্মণ॥

যেই পুত্র সেই পিতা কহিলে প্রমাণ।
সমান শরীর ইথে কিছু নাহি আন॥
কিন্তু যে সিংহের কথা কহি যে তোমারে।
নৃপতির অর্ধ অঙ্গ মাগিল আমারে॥
শুনহ ময়ূরধ্বজ আমার বচন।
সমস্ত শরীর মম নাহি প্রয়োজন॥
অর্ধ অঙ্গ দিবে যদি বলহ আমারে।
পুত্র হেতু ভিক্ষা আমি মাগিনু তোমারে॥
রাজা বলে অর্ধ অঙ্গ দিব আপনার।
ইহাতে তিলেক দুঃখ নাহিক আমার॥
অর্ধ অঙ্গ ব্রাহ্মণে দিবেন নরপতি।
সমাচার পায় পুরে রাণী কুমুদ্বতী॥
দুই চারি দাসী সঙ্গে আইল সেখানে।
যোড়হাত করি বলে দ্বিজ সন্নিধানে॥
নৃপতির অর্ধ অঙ্গ গণি যে আমাকে।
মোরে সিংহ দিয়া রাখ আপন বালকে॥
কেন সিংহাসন শূন্য কর দ্বিজবর।
আজ্ঞা দেহ যাই আমি সিংহের গোচর॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ রাজন্।
নারী বাম অঙ্গ মোর নাহি প্রয়োজন॥
দক্ষিণাঙ্গ হেতু সিংহ কহিল আমারে।
যাচিঞা করিনু আমি তোমার গোচরে॥
দক্ষিণাঙ্গ দেহ মোরে শুন নরপতি।
মন দিয়া শুন তুমি সিংহের ভারতী॥
স্ত্রীপুত্রে করাত ধরি তোমারে চিরিবে।
তবে তব অর্ধ অঙ্গ কেশরী লইবে॥
কেশরী কহিল এই নিষ্ঠুর বচন।
তবে সে পাইব আমি আপন নন্দন॥
ময়ূরধ্বজ বলে অর্ধ অঙ্গ দিব আমি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দ্বিজবর তুমি॥
রাজা বলে তাম্রধ্বজ আর রহ কেনে।
করাতে চিরহ আমা সভা বিদ্যমানে॥
এত বলি স্নানদান করিয়া নৃপতি।
সভাতে বসিল রাজা দিব্যাসন পাতি॥
বসিল ময়ূরধ্বজ পূর্বমুখ হ'য়ে।
নবীন তুলসী মালা গলায় পরিয়ে॥

স্নান করি তাম্রধ্বজ জননীর সনে।
হাতেতে করাত নিল আনন্দিত মনে॥
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পুনঃ ল'য়ে যোড়হাতে।
করাত দিলেন তবে জনকের মাথে॥
অর্ধ অঙ্গ দেয় রাজা উঠিল ঘোষণা।
দেখিতে আইল যত নগরের জনা॥
বলেন ময়ূরধ্বজ শুন কুমুদ্বতি।
আমাকে চিরিতে নাহি হবে দুঃখমতি॥
করাত ধরহ আমি ভয় নাহি করি।
চিরহ মস্তক মম শুদ্ধ চিত্ত করি॥
মাতা পুত্রে আনন্দিত রাজার বচনে।
চিরিছে মস্তক তার কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥
নৃপতির পুরেতে উঠিল হাহাকার।
বাম চক্ষে রাজার পড়িল জলধার॥
অন্তর্যামী ভগবান্ জানেন সকল।
বলেন ঈষৎ হাসি ভকতবৎসল॥
আর অর্ধ অঙ্গ মম নাহি প্রয়োজন।
অশ্রদ্ধার দান আমি না করি গ্রহণ॥
কান্দিয়া অর্ধেক অঙ্গ দিলে তুমি মোরে।
এ দান লইয়া আমি নারি তরিবারে॥
না চিরিহ নৃপতিরে শুন রাজরাণী।
কাতর হইলে দান নাহি লই আমি॥
এত বলি নারায়ণ ধনঞ্জয় সাথে।
সভা ত্যজি উঠিলেন আপনি ত্বরিতে॥
দেখিয়া ময়ূরধ্বজ গিয়া ছিন্ন শিরে।
যোড়হাত হ'য়ে বলে কপট দ্বিজেরে॥
তোমার সাক্ষাতে সত্য কথা কহি আমি।
করাতের ব্যথা নয় শুন দ্বিজমণি॥
যে কারণে অশ্রুপাত বাম নয়নেতে।
তাহার কারণ আমি কহি যে তোমাতে॥
দক্ষিণাঙ্গ তুমি মম করিলে গ্রহণ।
অভিমানে বাম চক্ষু করয়ে ক্রন্দন॥
এই আপনার দোষ কহি যে তোমারে।
দক্ষিণাঙ্গ ল'য়ে তুমি যাহ ত সত্বরে॥
এই বাক্য যদি বলে কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
তাহা শুনি শ্রীহরির দয়া হৈল মনে॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন নরপতি।
আমি তোমা পরীক্ষিনু অর্জুনসংহতি॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধে বড় সম্প্রীত পাইয়া।
আইলাম পার্থ সঙ্গে কপট করিয়া॥
তোমার সাহস যত দেখিলাম আমি।
ঘুষিতে রাখিলে যশ ধন্য রাজা তুমি॥
এত বলি বিপ্ররূপ ত্যজিয়া মুরারি।
সেইক্ষণে হইলেন শঙ্খচক্রধারী॥
গদাপদ্ম চতুর্ভুজ বনমালা গলে।
মকরকুণ্ডল কর্ণে ঝলমল দোলে॥
তবে ত ময়ূরধ্বজ হরষিত হ'য়ে।
প্রণমিল কৃষ্ণপদে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে॥
পরশিল নৃপ-শির দেব জগৎপতি।
হইল ময়ূরধ্বজ সুন্দর মূরতি॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন নৃপবর।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞে যাবে হস্তিনানগর॥
ময়ূরধ্বজ বলে আমি অর্জুনের সাথে।
আজ্ঞা দেহ যাই নাথ তুরগ রাখিতে॥
অর্জুনের সঙ্গে রাজা চলিল আপনি।
সঙ্গেতে যতেক সৈন্য লেখা নাহি জানি॥
মূর্ছাগত সৈন্য যত আছিল সমরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পেয়ে সবে উঠিল সত্বরে॥
কোলাহলে চলে পাণ্ডবের সেনাগণ।
অর্জুনাদির অশ্ব পিছে করিল গমন॥

——

মণিভদ্র রাজার দেশে অর্জুনাদির গমন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সিন্ধুপুরে গেল তবে পাণ্ডবের হয়॥
তার অধিকারী মণিভদ্র অধিপতি।
দুঃশলার পুত্র জয়দ্রথের সন্ততি॥
দূতমুখে শুনে রাজ্যে আইল অর্জুন।
সসৈন্যে পাণ্ডব আসে করিবারে রণ॥
ভয়ে পলাইয়া গেল রাজ্য পরিহরি।
অর্জুন দেখেন তবে অরাজক পুরী॥
অর্জুন বলেন এই কাহার নগর।
প্রজাগণ কহিলেক সকল উত্তর॥

হাসিলেন ধনঞ্জয় এ কথা শ্রবণে।
সাত্যকিরে পাঠালেন আশ্বাস কারণে॥
সাত্যকি সন্ধান করি করিল গমন।
দুঃশলারে কহিলেন মধুর বচন॥
প্রবোধ করিয়া তবে সাত্যকি আনিল।
পুত্রসহ দুঃশলা অর্জুন কাছে গেল॥
অর্জুন বলেন ভগ্নী কিসের কারণ।
তুমি কেন ভয় পেয়ে করিলে গমন॥
পূর্ব বিবরণ তুমি মনেতে করিয়া।
ভয়ে পলাইলে রাজ্য ধন তেয়াগিয়া॥
সে ভয় নাহিক আর কহিলাম আমি।
হস্তিনানগরে মম সঙ্গে চল তুমি॥
তবে মণিভদ্র আসি বন্দিল অর্জুনে।
অনেক প্রণাম করি লোটায়ে চরণে॥
পার্থ কন শুন ওগো দুঃশলা ভগিনী।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ধর্ম নৃপমণি॥
তুরগ রাখিতে আমি আইলাম হেথা।
শুন স্বসা পুত্র সঙ্গে চল তুমি তথা॥
এত যদি পার্থবীর আশ্বাস করিল।
জননী সহিত মণিভদ্র যাত্রা কৈল॥

হস্তিনায় অর্জুনাদির পুনঃ প্রবেশ ও
অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
পৃথিবী ভ্রমণ কৈল পাণ্ডবের হয়॥
পুনশ্চ আইল ঘোড়া হস্তিনানগরে।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে॥
এবে শুন যজ্ঞ সাঙ্গ হইল যেমনে।
নিবৃত্ত হইল সবে হরষিত মনে॥
তুরগ ধরিয়া ভীম নিজ বাহুবলে।
হস্তিনা প্রবেশ সব করে কুতূহলে॥
দূত গিয়া সমাচার কহে যুধিষ্ঠিরে।
অশ্ব ল'য়ে ধনঞ্জয় আইলেন পুরে॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মতি।
বলিলেন অর্জুনেরে আন শীঘ্রগতি॥

নৃপাদেশে অর্জুন সহিত নারায়ণ।
যুধিষ্ঠির সম্মুখেতে করে আগমন॥
অসিপত্রব্রত পালি পেয়ে বড় দুঃখ।
কৌতুকে চাহেন রাজা অর্জুনের মুখ॥
প্রণাম করেন দোঁহে রাজার চরণে।
আশীর্বাদ দেন রাজা আনন্দিত মনে॥
মুনিগণে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
বসিলেন ধর্মপাশে হইয়া নির্ভয়॥
অর্জুন কহেন কথা করিয়া বিনয়।
যথা তথা ভ্রমণ করিল যজ্ঞ হয়॥
যত রাজগণ সহ সংগ্রাম বাধিল।
অর্জুনের মুখে সব প্রকাশ হইল॥
শুনিয়া পুলক হৈল রাজার শরীরে।
যুধিষ্ঠির কহিলেন আন সবাকারে॥
তবে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় করিয়া গমন।
যজ্ঞস্থানে আনিলেন যত রাজগণ॥
নিজ পরিচয় দিল যতেক নৃপতি।
সমাজে বসিল ধর্মে করিয়া প্রণতি॥
হস্তিনানগরে বড় আনন্দ হইল।
নানামত আয়োজনে সবারে তুষিল॥
রজনী বঞ্চিল সবে অতি কুতূহলে।
সমাজ করেন কৃষ্ণ অতি ঊষাকালে॥
অর্জুন বিদুর ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠির পাশে সব বসিলেন তথি॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ ময়ূরধ্বজ রায়।
যুবনাশ্ব বীরব্রহ্মা বসিল সভায়॥
অনুশাল্ব বভ্রুবাহন চন্দ্রহংস আদি।
আর কত নাম লব যতেক নৃপতি॥
বসিলেন যজ্ঞস্থানে দিব্যাসন লৈয়া।
যন্ত্রিগণ গান করে যন্ত্র বাজাইয়া॥
ত্রিকোটী পদ্মিনী সঙ্গে প্রমীলা সুন্দরী।
সভাতে বসিল সবে নানা বেশ করি॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাণী আর যে রমণী।
বসিল উত্তমস্থানে সঙ্গেতে রুক্মিণী॥
হস্তিনানগর মধ্যে যত রাজা ছিল।
যজ্ঞ দেখিবারে সবে সত্বরে চলিল॥

ব্যাসে জিজ্ঞাসেন তবে ধর্মের নন্দন।
যজ্ঞ শেষ হ'তে বিলম্ব কি তপোধন॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম নৃপমণি।
ভীমে স্নান করিবারে আজ্ঞা দেহ তুমি॥
অশ্বহন্তারক ভীম বিনা কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির আমি কহিনু নিশ্চয়॥
ব্যাসের বচনে রাজা ভীমেরে কহিল।
আজ্ঞা পেয়ে ভীমসেন স্নান আচরিল॥
প্রস্তুত হইয়া ভীম রহিল সেখানে।
অশ্ব আনিলেন পার্থ পরম যতনে॥
নানা তীর্থ-জলে ঘোড়া স্নান করাইল।
শাস্ত্রমত ক্রিয়া যত মুনিরা করিল॥
চারিদিকে জয়ধ্বনি মঙ্গল ঘোষণা।
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি আর বিশেষ বাজনা॥
মুনি সব ঘৃত ঢালে অগ্নির উপর।
অশ্ব গলে মালা দেন ধর্ম নৃপবর॥
ব্যাস বলে নিষ্পাপী হইল অশ্ববর।
অতঃপর খড়্গ লহ বীর বৃকোদর॥
হাতে খড়্গ নিল ভীম মুনির বচনে।
কাটিল অশ্বের মুণ্ড সবা বিদ্যমানে॥
অশ্বমুণ্ড মহাবেগে উঠিল আকাশে।
জয়ধ্বনি সভামধ্যে হইল হরিষে॥
অশ্ববর স্কন্ধ হ'তে দুগ্ধ নিঃসরিল।
রক্ত না পড়িল সবে নয়নে দেখিল॥
সুবাসিত কর্পূর তাম্বুল পুষ্প দিয়া।
যজ্ঞপূর্ণ করে ধৌম্য বেদ উচ্চারিয়া॥
ইন্দ্র যম বরুণেরে দিলেন আহুতি।
নৈঋর্ত কুবের আদি যত দিক্‌পতি॥
ত্রিভুবনে দেবাসুর যত চরাচর।
সবারে আহুতি দেন ধর্ম নৃপবর॥
অগ্নি বিসর্জিয়া ধৌম্য দক্ষিণা চাহিল।
রজত কাঞ্চন ধন বিবিধ পাইল॥
ময়ূরধ্বজ রাজা তবে নিজ অশ্ব ল'য়ে।
যজ্ঞ করিলেন যুধিষ্ঠির আজ্ঞা পেয়ে॥
ঋষি মুনিগণ সব যজ্ঞ সমাপিয়ে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মনে প্রীতি পেয়ে॥
না হইল না হইবে সংসার ভিতর।
কৃষ্ণ সখা হেতু তব মহিমা বিস্তর॥
যজ্ঞেতে কি কার্য তব শুন নৃপবর।
শত শত যজ্ঞফল কৃষ্ণের গোচর॥
নারায়ণ উদ্দেশেতে নানা যজ্ঞ করে।
হেন কৃষ্ণ অবিরত তোমার গোচরে॥
এত বলি মুনিগণ প্রশংসা করিয়া।
সবে গেল তপোবন বিদায় হইয়া॥
বিদায় দিলেন যুধিষ্ঠির সবাকারে।
তবে নৃপগণ গেল নিজ নিজ পুরে॥
আপনার দেশে সবে করিল প্রয়াণ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন দেব ভগবান্॥
চিরদিন আছি আমি হস্তিনানগরে।
অনুমতি দেহ আমি আই দ্বারাপুরে॥
যুধিষ্ঠির কন আমি কহিব কেমনে।
দ্বারকায় যাহ বাক্য না আসে বদনে॥
ভীম বলে অনুমতি দেহ নৃপবর।
সম্প্রীতে যাউক কৃষ্ণ দ্বারকানগর॥
অনুজ্ঞা দিলেন রাজা ভীমের বচনে।
ত্বরান্বিত নারায়ণ দ্বারকা গমনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বিদায় হন সবাকার স্থানে।
প্রণাম করেন কৃষ্ণ কুন্তীর চরণে॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করেন মহামতি।
আলিঙ্গন ভীমার্জুন নকুল সংহতি॥
সহদেবে আলিঙ্গন দিয়া অকপটে।
হ'লেন বিদায় দেব দ্রৌপদী নিকটে॥
দারুক আনিয়া রথ যোগায় সত্বরে।
আরোহণ করিলেন কৃষ্ণ রথোপরে॥
রহিলেন পঞ্চ ভাই হস্তিনানগরে।
রাজ্যসুখ ভোগ করে পঞ্চ সহোদরে॥
কাশীদাস রচিলেন পাঁচালীর কথা।
হইল সমাপ্ত অশ্বমেধপর্ব গাথা॥

অশ্বমেধপর্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

আশ্রমিকপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিদুরের সহিত কথোপকথন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মহামুনি।
তদন্তরে কি কর্ম্ম হইল কহ শুনি ॥
মুনি বলে নরপতি কর অবধান।
অতঃপর শুন পিতামহ উপাখ্যান ॥
যজ্ঞ কর্ম্ম সমাপিয়া ভাই পঞ্চজন।
দিলেন ব্রাহ্মণগণে বহুবিধ ধন ॥
ভ্রাতৃগণ সহ তথা ধর্ম্মের নন্দন।
ইন্দ্রতুল্য ধৃতরাষ্ট্রে করেন সেবন ॥
ভীমার্জ্জুন সহ দুই মাদ্রীর নন্দন।
সতত রহেন ধৃতরাষ্ট্রের সদন ॥
যখন যা কহে বৃদ্ধ পালে সেইক্ষণে।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞামত সদা সাবধানে ॥
ভীমসেন মহাবীর পবন-নন্দন।
পূর্ব্ব দুঃখ অন্তরে না হয় পাসরণ ॥
স্মরিয়া সে সব দুঃখ ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
ক্রোধ করি অন্ধরাজে কহে কটুভাষ ॥
কোন্ কর্ম্ম হেতু ভীমে কহে অন্ধরায়।
কর্ম্ম না করিয়া ভীম কটু কহে তায় ॥
ভীম-বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদা অস্থির।
অন্তরে অনল দহে কুরু মহাবীর ॥
অর্জ্জুন সহিত দুই মাদ্রীর নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাতে চলেন অনুক্ষণ ॥
ভীম-বাক্যজালে দহে নৃপ-কলেবর।
দ্বিগুণ পূর্ব্বের শোক দহয়ে অন্তর ॥
পুত্রগণ স্মরি রাজা করয়ে রোদন।
হায় বিধি হেন গতি করিলে এখন ॥
কোথা পুত্র দুর্য্যোধন বীর চূড়ামণি।
তোমার বিরহে রহে এ পাপ পরাণী ॥
এক পুত্র হ'লে লোকে আনন্দ অপার।
তোমা হেন শত পুত্র মরিল আমার ॥
হেলায় করিলে বশ পৃথিবীর রাজা।
ভৃত্যবৎ তোমার চরণে কৈল পূজা ॥
ইন্দ্রের বৈভব কৈলে পৃথিবী ভিতর।
তোমার জনক হেন হইল কাতর ॥
এইরূপে অনুতাপ করে অনুক্ষণ।
দুই একদিন রাজা না করে ভোজন ॥
গান্ধারী প্রবোধ বহু করেন রাজারে।
সত্য ধর্ম্ম বিচারিয়া বিবিধ প্রকারে ॥
এইরূপে অন্ধ রহে গান্ধারী সহিত।
হেনকালে বিদুর হইল উপনীত ॥
প্রণমিয়া অন্ধেরে বিদুর মহামতি।
জিজ্ঞাসিল উচাটন কেন নরপতি ॥
কোন্ দুঃখে দুঃখী তুমি কহ ত আমারে।
ইষ্টদেব তুল্য তোমা সেবে যুধিষ্ঠিরে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহিলে প্রমাণ।
দেবতুল্য তব বাক্য কভু নহে আন ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্ব গুণাধার।
কোন দোষে দোষী নহে ধর্ম্মের কুমার ॥
পুত্রের অধিক মম করয়ে সেবন।
তার গুণে হৈল মোর শোক নিবারণ ॥

কোন দোষে দোষী নহে রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীম দুরাচার মম দহয়ে শরীর॥
অবধান কর ভাই বচন আমার।
যে বিধান চিত্তে আমি করেছি বিচার॥
রাজ্যসুখ নানা ভোগ করিনু বিস্তর।
মোর সম সুখ নাহি ভুঞ্জে কোন নর॥
অতঃপর চিত্তে সে সকল ক্ষমা দিব।
বনেতে পশিয়া আমি যোগ আচরিব॥
রাজনীতি ধর্ম হেন আছে পূর্বাপর।
শেষকালে প্রবেশিব অরণ্য ভিতর॥
যোগ আচরিয়া মম হইবে সদ্গতি।
বেদের সম্মত আর ক্ষত্রিয়ের নীতি॥
সত্য সত্য বনে যাব নাহিক সংশয়।
যোগ আচরিব গিয়া কহিনু নিশ্চয়॥
বিদুর বলেন রাজা কর অবধান।
যতেক কহিলে সত্য কভু নহে আন॥
রাজা হ'য়ে শেষকালে যাবে বনবাস।
যোগ আচরিবে গিয়া করিয়া সন্ন্যাস॥
বেদের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহাশয়॥
আপনি তো বৃদ্ধ অতি শরীর দুর্বল।
শোকাতুরা আত্মা অন্ধ নয়নযুগল॥
অপমৃত্যু হয় পাছে এই বড় ভয়।
এই হেতু ইথে মোর নাহি মন লয়॥
সে কারণে কহি আমি শুন মহারাজ।
গৃহাশ্রমে থাকি রাজা চিন্ত যোগ কাজ॥
যাহা ইচ্ছা দান কর আপনার মনে।
অভয় কৃষ্ণের পদ ভাব একমনে॥
সর্বকার্য সিদ্ধি তব হবে এইমতে।
পাইবে উত্তম গতি শুন নরপতে॥
ধর্মের নন্দন দেখ রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী বন্ধুশোকে আকুল শরীর॥
তোমার সেবন হেতু করে গৃহবাস।
তোমার এ মতি শুনি হইবে নিরাশ॥
এই হেতু রাজা আমি কহি যে তোমায়।
গৃহাশ্রমে রহি যোগ চিন্তা কর রায়॥
সকল যোগের মূল গোবিন্দের নাম।
সাবধান-চিত্ত হ'য়ে চিন্ত অবিরাম॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার বচন খ্যাত বেদের বিহিত॥
যতেক কহিলে কিছু নাহি করি আন।
কিন্তু এক কথা কহি কর অবধান॥
করুনানিদান সেই নন্দের কুমার।
একমনে ভজিলে সে করেন উদ্ধার॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ করি নিবারণ।
কায়মনোবাক্যেতে চিন্তিবে নারায়ণ॥
গৃহাশ্রমে হেন শক্তি নহিবে আমার।
সেকারণে বনে যেতে করেছি বিচার॥
ধৃতরাষ্ট্র-মন বুঝি বিদুর সুমতি।
আশ্বাসিয়া বলে পুনঃ শুন নরপতি॥
তুমি যদি বনবাসে যাইবে নিশ্চয়।
আমিহ সংহতি তব যাব মহাশয়॥
আমি তব ভৃত্য তুমি আমার ঈশ্বর।
ঈশ্বর বিহনে কিবা করিবে কিঙ্কর॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ করিব বিধিমতে।
তাঁর অনুমতি বিনা না পারি যাইতে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহ যুধিষ্ঠিরে।
ধর্মের সম্মতি লহ বিবিধ প্রকারে॥
তুমি আমি গান্ধারী সঞ্জয় আদি করি।
নানামতে প্রবোধিব ধর্ম অধিকারী॥
তাতে যদি যুধিষ্ঠির সম্মত না হয়।
গুপ্তভাবে যাব তবে কহিনু নিশ্চয়॥
এত বলি বিদুর চলিল ধর্মস্থানে।
বসিয়া আছেন ধর্ম রত্ন-সিংহাসনে॥
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণ-চৌদিকে বেষ্টিত।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত॥
সর্বজীবে সমভাবে দয়ার শরীর।
ধর্ম অবতার ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির॥
যুধিষ্ঠির গুণে বশ হৈল সর্বজন।
শোক দুঃখ সকল হৈল বিস্মরণ॥
প্রাতঃকালে উঠি রাজা করি স্নানদান।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণে করেন সম্মান॥

তদন্তরে দ্বিজগণে করিয়া সম্মান।
বিবিধ রতন দেন নাহি পরিমাণ॥
অশ্ব বৃষ গবী বৎস আর নানা ধন।
বিতরেন ভূমি অন্ন অশন বসন॥
হেনমতে দান কর্ম্ম করি সমাপন।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে করি সম্ভাষণ॥
সেবায় নিযুক্ত করি ভ্রাতৃ-বন্ধুগণে।
আজ্ঞা মাগি রাজকার্যে যান সেইক্ষণে॥
সিংহাসনে বসিয়া করেন রাজ-কাজ।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃ বন্ধু সহিত সমাজ॥
যথোচিত তৃপ্ত করি বন্ধু নরবরে।
সেইমত গান্ধারীকে পূজেন সাদরে॥
দোঁহে অনুমতি ল'য়ে বিদায় হইয়া।
ভোজন করেন রাজা বন্ধুগণ লৈয়া॥
ভারতে আশ্রমপর্ব অপূর্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

ধৃতরাষ্ট্রের বন গমনেচ্ছা শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের খেদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
কহ শুনি কি কর্ম হইল তারপর॥
মুনি বলে শুন কুরুকুল-অধিকারী।
বিদুর আইল যুধিষ্ঠির বরাবরি॥
রাজার নিকটে বসি বলয়ে বচন।
অবধানে শুন রাজা ধর্মের নন্দন॥
পরম ভাজন তুমি সাধু সুপণ্ডিত।
তব গুণে বসুমতী হইল পূর্ণিত॥
তোমা হ'তে কুরুকুল পবিত্র হইল।
তোমার সমান রাজা না হবে নহিল॥
ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল তোমার সদনে।
এই ভিক্ষা দেহ মোরে প্রসন্নবদনে॥
রাজার নিয়ম এই আছে পূর্বাপর।
ক্ষত্রধর্ম বিধি নীতি বেদের উত্তর॥
রাজা হ'য়ে করিবেন প্রজার পালন।
দান যজ্ঞ ব্রত নানা ধর্ম উপার্জন॥
শেষকালে তনয়েরে রাজ্যভার দিয়া।
বনবাস করিবেক যোগ আচরিয়া॥
সেকারণে ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল মোরে।
সান্ত্বনা পূর্বক তোমা কহিবার তরে॥
অবশেষ-কাল দেখি হইল আমার।
কুলধর্মমত আমি করিব আচার॥
যথাশক্তি কিছুমাত্র যোগ আচরিব।
তব অনুমতি হ'লে কাননে পশিব॥
বিদুর-বচন শুনি যেন বজ্রাঘাত।
পড়েন অস্থির হ'য়ে পাণ্ডুবংশনাথ॥
কি বলিলে খুল্লতাত নিষ্ঠুর বচন।
কোন্ দোষে জ্যেষ্ঠতাত করেন বর্জন॥
জ্যেষ্ঠতাত মোরে যদি ত্যজেন নিশ্চয়।
তবে আর কিসের আমার গৃহাশ্রয়॥
এত বলি যুধিষ্ঠির আকুল-হৃদয়।
বিদুর সহিত যান অন্ধের আলয়॥
অন্ধের চরণ ধরি কান্দে ধর্মরায়।
কোন্ দোষে তাত তুমি ত্যজহ আমায়॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকলি তোমার।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর॥
আমি রাজা হ'তে যদি দুঃখ তব মনে।
আজি অভিষেক করি তোমার নন্দনে॥
যুযুৎসুরে অভিষেক করিব এখনি।
হস্তিনার পাট তারে দিব রাজধানী॥
তোমার কিঙ্কর আমি তুমি মম প্রভু।
তোমার আদেশ লঙ্ঘি নাই আর কভু॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিবারে নারি॥
ক্ষমা কর অপরাধ হ'য়ে সুপ্রসন্ন।
নহে আমি এইক্ষণে হই অবসন্ন॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
লোটাইয়া ধরিলেন অন্ধের চরণ॥
তুষ্ট হ'য়ে ধৃতরাষ্ট্র কহে যুধিষ্ঠিরে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর উত্তরে॥
কোন দোষে দোষী তুমি নহ মম স্থানে।
পরম সন্তুষ্ট আমি হই তব গুণে॥
সর্বসুখ ভুঞ্জিলাম তোমার কল্যাণে।
অবশেষ কাল আসি হৈল এইক্ষণে॥

পরকাল চিন্তিবারে হয় ত উচিত।
ইহাতে সম্মতি দান হয় ত বিহিত॥
রাজধর্ম-নীতি যাহা বেদের উত্তর।
শেষকালে পশিবেক অরণ্য ভিতর॥
যথাশক্তি যোগ করিবেক আচরণ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করি নিবারণ॥
যত যত হৈল রাজা এ মহীমণ্ডলে।
এই অনুসারে কর্ম করিল সকলে॥
আমিহ সাধিব যোগ শক্তি অনুসারে।
প্রসন্ন হইয়া তাত বলহ আমারে॥
তুমি সাধু শুদ্ধমতি তুমি গুণবান্।
পৃথিবীর মধ্যে তাত তোমার বাখান॥
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জহ রাজ্যে আমার পীরিতি।
নানা ধন উপার্জন কর রাজনীতি॥
বন্ধুগণ পালহ পালহ প্রজাগণ।
উদ্বেগ ছাড়িয়া রাজকার্যে দেহ মন॥
এই ভিক্ষা মাগি আমি শুন ধর্মরায়।
মায়া মোহ ছাড়ি মোরে করহ বিদায়॥
এত বলি করিলেন মস্তক চুম্বন।
বহু আশীর্বাদ কৈল অম্বিকানন্দন॥

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কথোপকথন।

এইরূপে অন্ধরাজ ভাবিতে ভাবিতে।
কাটালেন পঞ্চদশ বর্ষ হস্তিনাতে॥
ভোজনে না রুচে অন্ন নিদ্রা নাহি হয়।
নিরন্তর অন্ধরাজ চিন্তিত হৃদয়॥
কিরূপেতে পরলোকে পাইব সদ্গতি।
কিরূপেতে ধর্মপথে মজিবেক মতি॥
এই অনুশোচ করে দিবস রজনী।
গান্ধারীরে চাহি বলে কুরু নৃপমণি॥
অবধান কর দেবী বচন আমার।
গৃহবাস হৈল মোর মহা-কারাগার॥
মহাপাশে বান্ধিয়া রাখয়ে যেন লোকে।
তেমতি বন্ধনে আছি দৈবের বিপাকে॥
পরবশবর্তী হ'য়ে আজন্ম বঞ্চিনু।
আপনার বংশ আমি আপনি নাশিনু॥

পাপ চেষ্টা করি জন্ম গেল মিছা কাজে।
কিরূপে পাইব ত্রাণ ভবসিন্ধু মাঝে॥
এখন না চিন্তি যদি ইহার উপায়।
নিশ্চয় ঠেকিব ঘোর শমনের দায়॥
সে ভয়ে তারণকর্তা প্রভু নারায়ণ।
ভক্তি বিনা বশ প্রভু নহে কদাচন॥
হেন প্রভু ভক্তি আমি করিব কেমনে।
উপায় নাহিক মম এ ছার জীবনে॥
গান্ধারী বলয়ে রাজা কহি সারোদ্ধার।
নিজ কর্ম সাধিবারে হয় ত বিচার॥
ব্রহ্মচর্য আচরণ হয় ত বিধান।
হরিভক্তি বিনা রাজা কর্ম নাহি আন॥
যুধিষ্ঠির ছাড়িয়া না দিবে কদাচিত।
না মানিব উপরোধ যাইব নিশ্চিত॥
তপোবনে প্রবেশিয়া তপ আচরিব।
যোগ আচরিয়া ভবসিন্ধু পার হব॥
এইরূপে বিচার করয়ে দুইজন।
নিশ্চয় যাইব বনে নাহি নিবারণ॥

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের অরণ্যযাত্রা
শ্রবণে কুন্তীর আগমন।

রজনী প্রভাত, উঠি নরনাথ,
বিদুরে ডাকিয়া আনি।
গদ গদ স্বরে, কহেন বিদুরে,
ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি॥
তোমার কল্যাণে, পশিব কাননে,
সাধিব আপন কাজ।
সাধি যোগ ভক্তি, পাব অব্যাহতি,
এ ভবসংসার মাঝ॥
ঘোর তপোবনে, পশিব কেমনে,
যুক্তি দেহ তুমি মোরে।
এত শুনি কথা, নোয়াইয়া মাথা,
ক্ষত্তা কহে যোড়করে॥
আমি তব ভৃত্য, আজন্ম পালিত,
আমার ঈশ্বর তুমি।

তুমি যদি বন, করিবে গমন,
কি আর করিব আমি ॥
সংহতি যাইব, বনে প্রবেশিব,
তথায় করিব সেবা।
যে গতি তোমার, সে গতি আমার,
স্বামী পরিহারে কেবা ॥
বিহুর বচন, শুনিয়া রাজন্,
প্রশংসিল বহুতর।
ত্যজিয়া বসন, বাকল পিন্ধন,
করিলেন নৃপবর ॥
গান্ধারী সুন্দরী, পতি অনুসরি,
বাকল কৈল পিন্ধন।
জটা করি কেশে, তপস্বীর বেশে,
বসিয়াছে তিন জন ॥
হেনই সময়, আইল সঞ্জয়,
ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষণে।
করি প্রণিপাত, যুড়ি ছুই হাত,
নিবেদয়ে সকরুণে ॥
হেন নরপতি, কর অবগতি,
তোমার কিঙ্কর আমি।
তোমার বিহনে, কি কাজ জীবনে,
সঙ্গে লহ মোরে তুমি ॥
বিহুর সঞ্জয়, অম্বিকা তনয়,
সুবল-নন্দিনী আর।
শুভক্ষণ করি, গৃহ পরিহরি,
বনে কৈল আগুসার ॥
হেনকালে তথা, ভোজের ছুহিতা,
পাইয়া সে সমাচার।
ত্যজিয়া মন্দির, হইল বাহির,
ত্যজি পুত্র পরিবার ॥
তপস্বিনী বেশে, আসি অন্ধ-পাশে,
প্রণমিয়া কহে বাণী।
ওহে কুরুপতি, তোমার সংহতি,
কাননে যাইব আমি ॥
শুনিয়া রাজন্, আশ্বাস বচন,
দিলেন কুন্তীর তরে।
শুনি ভোজসুতা, হৈল হরষিতা,
গান্ধারী হৃষ্ট অন্তরে ॥

———

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিছুর ও
সঞ্জয়ের অরণ্যযাত্রা।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা যায় গহন কানন।
শুনিয়া ব্যাকুলচিত্ত ধর্মের নন্দন ॥
ভ্রাতৃগণ কৃষ্ণা সহ আসি দৌড়াদৌড়ি।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তীর পায়ে পড়ি ॥
ধূলায় ধূসর হ'য়ে করয়ে ক্রন্দন।
আজি যে অনাথ হৈল পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
কোন্ অপরাধে পিতা ত্যজহ আমারে।
আর মোর কেবা আছে সংসার ভিতরে ॥
এত কহি যুধিষ্ঠির করেন ক্রন্দন।
আশীর্বাদ করি কুন্তী করিল চুম্বন ॥
শোকেতে কাতর তাত হও কি কারণে।
সর্ব ধর্মাধর্ম তাত জানহ আপনে ॥
ভবার্ণবে কর্ণধার দেব ভগবান্।
তাঁহারে ভজিলে ইথে পাই পরিত্রাণ ॥
মায়া মোহ ত্যজ তাত তত্ত্বে দেহ মন।
ধর্মপথে বিচলিত নহ কদাচন ॥
পুত্রবৎ প্রজাগণ করহ পালন।
ব্রাহ্মণ সেবন তুমি কর অনুক্ষণ ॥
প্রাণতুল্য ভ্রাতাগণে দেখিবে সবায়।
পাত্রমিত্র দাস দাসী আর সমুদায় ॥
এত কহি সহদেব নকুলে লইয়া।
দ্রৌপদীর হাতে হাত দিল সমর্পিয়া ॥
সবারে বিদায় করে ভোজের কুমারী।
দাঁড়াইল গিয়া ধৃতরাষ্ট্র বরাবরি ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই কান্দে উভরায়।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিল গান্ধারীর পায় ॥
আশীর্বাদ কৈল দেবী প্রসন্ন বদনে।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া ভাই পঞ্চজনে ॥
একে একে সবাকারে করিয়া বিদায়।
বনবাসে যাত্রা করিলেন কুরুরায় ॥

গান্ধারীর স্কন্ধে আরোপিয়া যাম্য হাত।
ধীরে ধীরে চলিলেন কুরুকুলনাথ॥
গান্ধারীর যাম্যভাগে চলিল সঞ্জয়।
আগে আগে চলিলেন ক্ষত্তা মহাশয়॥
হেনমতে অন্ধরাজ চলিল কানন।
দেখিবারে আইল সকল প্রজাগণ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় কুলবধূগণে।
ধৃতরাষ্ট্র বেশ দেখি কান্দে সর্বজনে॥
পথ দেখাইয়া ক্ষত্তা আগে আগে ধায়।
কুরুক্ষেত্র সন্নিকটে এল কুরুরায়॥
তথা হ'তে চলি গেল জাহ্নবীর কূলে।
স্নান দান করিলেন নামি গঙ্গাজলে॥
বসিয়া গঙ্গার তীরে কথোপকথনে।
সেই নিশা বঞ্চিল জাহ্নবী জলপানে॥
রজনী প্রভাত হৈল সূর্যের উদয়।
প্রভাতে উঠিয়া তবে বিদুর সঞ্জয়॥
গঙ্গার পশ্চিম বন নাম দ্বৈপায়ন।
নানাবিধ বৃক্ষলতা শোভিত কানন॥
বন দেখি আনন্দিত বিদুর সঞ্জয়।
হেথায় বঞ্চিব হেন চিন্তিত হৃদয়॥
দুইখানি কুটীর রচিল সেইখানে।
মুনিগণে নিবসয়ে তার সন্নিধানে॥
সম্ভাষিয়া মুনিগণ করিয়া বিনয়।
অন্ধের নিকটে গেল বিদুর সঞ্জয়॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহিত ভোজসুতা।
সবে ল'য়ে কুটীরে আইল পুনঃ ক্ষত্তা॥
এক গৃহে কুন্তী সঙ্গে সুবল-নন্দিনী।
আর গৃহে বিদুর সঞ্জয় নৃপমণি॥
কানন নিবাসী যত ঋষি-মুনিগণ।
আইলেন করিতে ধৃতরাষ্ট্রে সম্ভাষণ॥
যথাবিধি সবাকারে পূজিয়া সাদরে।
হরষেতে জিজ্ঞাসিল অন্ধ নৃপবরে॥
মহামুনি ঋষিগণ ধৃতরাষ্ট্র প্রীতে।
আশ্রম করিয়া রহিলেন চারিভিতে॥
দেখিয়া পাইল প্রীতি অন্ধ নৃপবর।
ব্রহ্মচর্য আচরিল শুদ্ধ কলেবর॥
নিকটে জাহ্নবী নীরে স্নান দান করি।
হোমকর্ম সমাপিল কুরু-অধিকারী॥
গৃহমধ্যে কুশাসন করিয়া স্থাপন।
পূর্বমুখে বসে রাজা করি যোগাসন॥
হৃদয়ে পরম পদ চিন্তিয়া সাদরে।
মন্ত্র জপ করে অন্ধ ভক্তি পুরঃসরে॥
নিকটে বিদুর আর সঞ্জয় সুমতি।
যোগাসন করি দোঁহে করিলেন স্থিতি॥
এইরূপে সকলে বসিল যোগাসনে।
মন্ত্র ধ্যান করিয়া জপেন সুলক্ষণে॥
দিনশেষে বিদুর সঞ্জয় দুইজন।
ফল মূল আনি সবে করিল ভক্ষণ॥
পুণ্যকথা আলাপনে বসিয়া রজনী।
হেনমতে কাননে রহিল নৃপমণি॥

ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে যুধিষ্ঠিরাদির আগমন।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরপতি।
গৃহে যান্ ধর্মরাজ শোকাকুল মতি॥
ভীমার্জুন মাদ্রীসুত পাঞ্চাল-কুমারী।
ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী॥
শোকাকুল হ'য়ে সবে কান্দে সর্বজন।
রজনী দিবস শোক নহে নিবারণ॥
ধর্ম আগে কান্দি কহে মাদ্রীর তনয়।
এতদিনে মৃত্যুকাল হইল নিশ্চয়॥
ধরিতে না পারি প্রাণ জননী বিহনে।
দশদিক্ অন্ধকার লাগে রাত্রি দিনে॥
ভোজনে না রুচে অন্ন শুন মহাশয়।
রজনী দিবস চক্ষে নিদ্রা নাহি হয়॥
দেখিয়া আকুল চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
প্রবোধিতে না পারিয়া হ'লেন অস্থির॥
ভীমসেন অর্জুন কান্দেন দুইজন।
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা কান্দে অনুক্ষণ॥
ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ করে হাহাকার।
রাত্রি দিন শোক বিনা অন্য নাহি আর॥
অন্যমতে নহে এই শোক নিবারণ।
জ্যেষ্ঠতাত নিকটেতে যাইব কানন॥

সবারে কাতর দেখি হবেন সদয়।
বাহুড়িয়া আসিবেন হেন মনে লয়॥
এই অনুমান করি ধর্মের নন্দন।
সবারে আশ্বাস করি প্রবোধিয়া মন॥
শোক দুঃখ ছাড়ি সবে স্থির কর মন।
সেই বনে সবে মোরা করিব গমন॥
রাজার বচনে সবে হৃষ্ট হৈয়া মনে।
সেইক্ষণে বহির্গত হৈল সর্বজনে॥
পূর্বেতে ভারত-যুদ্ধে সৈন্যের সাজনী।
তেমনি সাজিল অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী॥
হেনমতে ধর্মরাজ চলেন ত্বরিত।
দ্বৈপায়ন বনে আসি হন উপনীত॥
গঙ্গাজলে স্নান করি প্রবেশি কাননে।
চলিলেন পঞ্চভাই সহ নারীগণে॥
বসিয়াছে ধৃতরাষ্ট্র কুটীর ভিতর।
মৌনভাবে একাসনে যুড়ি দুই কর॥
প্রণমিয়া পঞ্চভাই অন্ধের চরণে।
জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া ডাকেন পঞ্চজনে॥
সমাধি ভাঙ্গিয়া অন্ধ শুনিবারে পায়।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসিল কুরুরায়॥
শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন সবিনয়।
তব ভৃত্য যুধিষ্ঠির শুন মহাশয়॥
এত শুনি অন্ধ যুধিষ্ঠিরে কোলে নিল।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া শুভ জিজ্ঞাসিল॥
কহ তাত পুরের কুশল সমাচার।
কুশলে আছে ত সব বন্ধু পরিবার॥
যুধিষ্ঠির কহে তাত কি কহিব আর।
তোমার সাক্ষাতে এই সব পরিবার॥
আপনি রহিলে আসি কানন ভিতরে।
তোমা না দেখিয়া সবা হৃদয় বিদরে॥
কত তাত কোথা মম গান্ধারী জননী।
কোথা কুন্তী মাতা মম ভোজের নন্দিনী॥
খুল্লতাত কোথা সে বিদুর মহাশয়।
তা সবারে না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায়॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি।
ও কুটীরে তব মাতা গান্ধারী সংহতি॥
বিদুরের সমাচার নিশ্চয় না জানি।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই ক্ষত্তা গুণমণি॥
অনশনব্রত করি ত্যজিয়া আহার।
একেশ্বর গেল ক্ষত্তা নিকটে গঙ্গার॥
শুনিয়া আকুল ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
চলিলেন গঙ্গাতীরে অন্তর অস্থির॥
গঙ্গাতীরে বটমূলে দেখি একেশ্বর।
দীর্ঘ জটাভার পড়িয়াছে পৃষ্ঠোপর॥
করপুটে বসিয়া আছেন মহাশয়।
প্রণাম করেন গিয়া ধর্মের তনয়॥
আছে কি না আছে প্রাণ না জানি নিশ্চয়।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
ওহে মহাশয় পাণ্ডবের প্রাণদাতা।
ভৃত্যগণ ডাকে তোমা উঠি কহ কথা॥
তোমা বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর।
সদয় হইয়া তাত চাহ একবার॥
ওহে খুল্লতাত কেন না শুন শ্রবণে।
কোন্ অপরাধে এত কোপ কৈলে মনে॥
এইরূপে পঞ্চভাই করেন রোদন।
আকাশে বিমানে থাকি দেখে দেবগণ॥
দুই আঁখি নিয়োজিল যুধিষ্ঠির পানে।
বিদুরের তেজ নিঃসরিল সেইক্ষণে॥
দ্বিতীয় দেখয়ে যেন রবির কিরণ।
যুধিষ্ঠির অঙ্গে লিপ্ত হইল তখন॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
জয় জয় শব্দ হৈল অমর নগরে॥
ভ্রাতৃগণে কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
দ্বিগুণ হইল তেজ আমার শরীর॥
পূর্বের যতেক তেজ অঙ্গে মম ছিল।
অকস্মাৎ এখন দ্বিগুণ তেজ হৈল॥

বিদুরের দেহত্যাগে সকলের বিলাপ ও ব্যাসের সান্ত্বনা।

বিদুর লইয়া কান্দে ভাই পঞ্চজন।
হেনকালে আইল তথা মুনি দ্বৈপায়ন॥

মুনি দেখি প্রণমিল পঞ্চ সহোদর।
খুল্লতাত বলি কান্দে অতি উচ্চৈঃস্বর॥
প্রবোধিয়া মুনিবর কহেন বচন।
অকারণে শোক কর ধর্মের নন্দন॥
আপন না জান তুমি রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমায় বিদুরে হয় একই শরীর॥
মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম মহাশয়।
বিদুর রূপেতে তাঁর ক্ষিতিতে উদয়॥
তুমিহ আপনি ধর্ম জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম অংশে হও তুমি ধর্মের তনয়॥
বিদুরের তেজ যেই হইল বাহির।
সেইক্ষণে প্রবেশিল তোমার শরীর॥
ব্যাসের বচনে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
বিধিমতে বিদুরের করেন সৎকার॥
ধৃতরাষ্ট্রে আসিয়া কহেন সমাচার।
মূর্ছিত হইয়া পড়ে অম্বিকাকুমার॥
আপনি ধরেন তাঁরে ব্যাস মহামুনি।
নানারূপে প্রবোধিয়া কন তত্ত্ববাণী॥
অন্ধ বলে বিদুর ছাড়িয়া গেল মোরে।
তথাপি রহিল প্রাণ পাপ কলেবরে॥
বহুমতে অন্ধরাজে কন মুনিবর।
মায়ের নিকটে যান পঞ্চ সহোদর॥
গান্ধারীরে প্রণাম করেন পঞ্চজনে।
আশীর্বাদ কৈল দেবী প্রসন্নবদনে॥
কুন্তীরে প্রণাম কৈল পঞ্চ সহোদর।
বসেন কুন্তীর কোলে মাদ্রীর কোঙর॥
পুত্র কোলে করি কুন্তী করেন চুম্বন।
প্রণাম করিল আসি যত বধূগণ॥
এইমতে সর্বজনে পূরিল কানন।
হেনকালে কহিলেন মুনি দ্বৈপায়ন॥
দ্বারকানগরে আমি যাব শীঘ্রগতি।
বরে কার্য থাকে যদি মাগ নরপতি॥
গান্ধারী সুবলসুতা শুনি হেন কথা।
করযোড় করি বলে সতী পতিব্রতা॥
পুত্রশোক সম আর নাহি ত্রিভুবনে।
শত পুত্র আমার সংহার হৈল রণে॥
সেই শোকে দহে মোর সকল শরীর।
তিলেক নাহিক ছাড়ে নয়নের নীর॥
বারেক তা' সবা যদি পাই দরশন।
এ শোক সাগর তবে হইবে মোচন॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম এই মনোনীত।
কৃপা কর মুনিরাজ কহিনু নিশ্চিত॥
তবে কুন্তীদেবী বলে যুড়ি দুই কর।
মম মনস্কাম সিদ্ধি কর মুনিবর॥
কর্ণপুত্রে নয়নে দেখিব একবার।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পৌত্র আদি আর॥
কৃপা করি দেখাও যদ্যপি মহাশয়।
হৃদয়ের শেল মোর তবে দূর হয়॥
অনন্তরে পাঞ্চালী পাঞ্চাল-রাজসুতা।
প্রণাম করিয়া কহে মনোদুঃখযুতা॥
মোর সম ভাগ্যহীনা নাহি তিনলোকে।
পিতৃকুল ক্ষয় হেতু সৃজিল আমাকে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ।
সবংশে মজিল পিতা পাঞ্চাল রাজন্॥
মোর পঞ্চপুত্র ম'ল দৈবের বিপাকে।
শোকসিন্ধু মধ্যে বিধি ডুবাইল মোকে॥
যদি পুনঃ তা'সবার করি দরশন।
এ শোক সাগরে তবে হইবে মোচন॥
কান্দিয়া সুভদ্রা কহে যুড়ি দুই কর।
মোর নিবেদন শুন ওহে মুনিবর॥
আমা হেন অভাগিনী নাহি ত্রিভুবনে।
অভিমন্যু হেন পুত্র হত হৈল রণে॥
কৃপার সাগর মুনি কর প্রতিকার।
অভিমন্যু আমারে দেখাও একবার॥
ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী।
প্রণমিয়া কহে তথা মুনি বরাবরি॥
আমা সবাকার তাপ কর বিমোচন।
স্বামী পুত্র সহিত করাও দরশন॥
যুধিষ্ঠির বলে শুন মুনি মহাশয়।
কৃপায় খণ্ডাহ মম মনের বিস্ময়॥
ইষ্ট বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব মিত্রগণ।
ভারত-যুদ্ধেতে হত হৈল যত জন॥

যদি পুনঃ তা'সবারে দেখি এ নয়নে।
শোকসিন্ধু হ'তে পার হইব আপনে॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
আশ্বাসিয়া সবাকারে বলেন বচন॥
যে বাসনা করিলে আমার কাছে সবে।
আজি নিশাযোগে পূর্ণ সে বাসনা হবে॥
তবে সত্যবতীসুত ব্যাস মহামুনি।
অদ্ভুত যাঁহার কর্ম কি দিব নিছনি॥
ঊর্ধ্বদৃষ্টি করি ডাকি কহে মুনিরাজ।
দুই হস্ত তুলি ডাকে যতেক সমাজ॥
সত্বরে আইস সবে আমার বচনে।
বিলম্ব না করি এস আমার এখানে॥
ধ্যান করি মুনিবর ডাকে ঘন ঘন।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ব্যাসের বচন॥
ইন্দ্রপুরে নিবাস করয়ে যত বীর।
দেব সঙ্গে বৈসে সবে দেবতা শরীর॥
ব্যাসমুনি স্মরে সবে জানিয়া কারণ।
সত্বরে মুনির আগে চলে সর্বজন॥
কৌরব পাণ্ডবে যত ছিল বীরগণ।
ব্যাসমুনির আগেতে চলিল সর্বজন॥

ব্যাসের আজ্ঞায় স্বর্গ হইতে দুর্যোধনাদির আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত সাক্ষাৎ।

মুনি বলে অবধান করহ রাজন্।
মুনিস্থানে স্বর্গ হৈতে এল সর্বজন॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিয়া।
মুনির সদনে সবে মিলিল আসিয়া॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত হ'য়ে মুনিবর।
সবাকারে কহিলেন ডাকিয়া সত্বর॥
মনের বাসনা পূর্ণ হৈল সবাকার।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু সবে দেখ আপনার॥
মুনির বচনে সবে একদৃষ্টে চায়।
দেখিল অদ্ভুত কর্ম লিখন না যায়॥
দিব্য রথে আরোহিয়া সারথি সহিত।
গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম সংগ্রামে পণ্ডিত॥
দিব্য ধনুর্বাণ করে দ্রোণ মহাশয়।
দিব্যরথ-সজ্জা রক্তবর্ণ চারি হয়॥
দিব্যরথে আরোহিয়া কর্ণ মহাবল।
অক্ষয় কবচ অঙ্গে মকর কুণ্ডল॥
ভগদত্ত জয়সেন জয়দ্রথ রাজা।
দুঃশাসন দুর্মুখ বিকর্ণ মহাতেজা॥
শত ভাই সহিত আইল দুর্যোধন।
শকুনি মাতুল সঙ্গে তনয় লক্ষ্মণ॥
মহাবীর অভিমন্যু সুভদ্রা-নন্দন।
দিব্যরথে আরোহিয়া হাতে শরাসন॥
দ্রুপদ নৃপতি পুত্রগণ সম্বলিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্রাজিত॥
সপুত্র বিরাট রাজা সহ দুই ভাই।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দেখে এক ঠাঁই॥
জরাসন্ধ-সুত সহদেব ধনুর্ধর।
শিশুপাল তনয় চেদির নৃপবর॥
পূর্বে কুরুক্ষেত্রে সবে ভারত-সমরে।
মহাযুদ্ধ করিলেন যেমন প্রকারে॥
সেই ধনুর্বাণ সেই রথ আরোহণ।
সেই সব সারথি মাতঙ্গ অশ্বগণ॥
নিজ নিজ বান্ধব পাইয়া দরশন।
আনন্দসাগরে ভাসিলেন সর্বজন॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিব্যচক্ষু দিল মুনিবর।
আত্মীয় সকলে দেখে অন্ধ নৃপবর॥
আনন্দসাগরে ভাসে কুরু নরপতি।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতে বসুমতী॥
দুর্যোধন আদি একশত সহোদর।
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল অন্ধের গোচর॥
পুত্রগণে কোলে করি অম্বিকা-নন্দন।
অনিমেষ নয়নে করিল নিরীক্ষণ॥
দূরে গেল শোক দুঃখ আনন্দ অপার।
কোলে করি ধৃতরাষ্ট্র শতেক কুমার॥
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ বদন চুম্বন।
মনের মানসে করে কথোপকথন॥
ব্যস্ত হ'য়ে গান্ধারী ধরিল পুত্রগণে।
প্রণমিল শত পুত্র মায়ের চরণে॥

শত পুত্র কোলে করি সুবল-নন্দিনী।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী॥
ঘন ঘন চুম্ব দেন পুত্রগণ মুখে।
অনিমেষ নয়নে পুত্রের মুখ দেখে॥
কর্ণেরে প্রণাম করে পঞ্চ সহোদর।
আনন্দে চক্ষুর জল বহে খরতর॥
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে কর্ণ করি আলিঙ্গন।
কুন্তীর নিকটে যান ভাই ছয়জন॥
প্রণাম করিল কর্ণ কুন্তী পদতলে।
আনন্দে ভাসিল কুন্তী পুত্র নিল কোলে॥
ঘন ঘন চুম্ব দেন বদন-কমলে।
বার বার অনিমেষ নয়নে নেহালে॥
খণ্ডিল সকল তাপ আনন্দিত মনে।
কোলে করি বসি কুন্তী পুত্র ছয়জনে॥
অভিমন্যু কোলে করি বীর ধনঞ্জয়।
আসিয়া সুভদ্রাদেবী পুত্র কোলে লয়॥
মাতা পিতা সম্ভাষিয়া অভিমন্যু রথী।
পরীক্ষিৎ পুত্রে কোলে নিল শীঘ্রগতি॥
বসিল উত্তরাদেবী অভিমন্যু পাশে।
নানা কথা আলাপন করি পরিতোষে॥
দুর্যোধন আদি করি ভাই শতজন।
পঞ্চভাই পাণ্ডবে করিল সম্ভাষণ॥
পূর্বমত শত্রুভাব নাহিক এখন।
অন্যে অন্যে সম্ভাষা করয়ে হৃষ্টমন॥
নিজ নিজ পতি দেখি যত নারীগণ।
সম্ভ্রমে পতির পাশে আইল তখন॥
হরষিত হয়ে স্বামী বসাইল পাশে।
ইষ্টকথা আলাপনে সবারে সম্ভাষে॥
দুর্যোধন পাশে বসে ভানুমতী নারী।
তনয় লক্ষ্মণে কোলে করিল সুন্দরী॥
দুঃশাসন সহ ঊনশত ভাই আর।
নিজ নিজ পত্নী ল'য়ে বসে যে যাহার॥
এইরূপে হৈল সব তাপ বিমোচন।
সাধু সাধু মুনিবরে কহে সর্বজন॥
মনোগত নারীগণে ভাবয়ে হৃদয়।
এমত রজনী যেন প্রভাত না হয়॥

পাছে পুনঃ স্বামী সঙ্গে হয় ত' বিচ্ছেদ।
এই হেতু সবার হৃদয়ে বড় খেদ॥
চাপিয়া চরণে ধরে নিজ নিজ পতি।
দেখিয়া ব্যথিত হৈল ব্যাস মহামতি॥
ডাকিয়া বলেন মুনি শুন বধূগণ।
সতী পতিব্রতা ইথে হও যেইজন॥
স্বামীর সহিত এবে করহ প্রয়াণ।
সর্ব শোক দুঃখ তার হবে সমাধান॥
মুনি-বাক্য শুনি সবে আনন্দ অপার।
দৃঢ় করি স্বামী পদ ধরে আপনার॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র পাশে আসে সর্বজনে।
বিদায় মাগিল সবে অন্ধের চরণে॥
শোক করি কান্দে অন্ধ গান্ধারী সহিত।
বিচ্ছেদ করিতে আর না হয় উচিত॥
দেখিয়া সকলে অন্ধে প্রবোধিয়া কয়।
অকারণে শোক কেন কর মহাশয়॥
কতদিনে বনে যোগ করি আচরণ।
অচিরে পাইব আমা সবার দর্শন॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় ভোজসুতা।
পঞ্চভাই পাণ্ডুপুত্র দ্রুপদ-দুহিতা॥
সবারে প্রবোধ করি মাগিল বিদায়।
নিজ নিজ পত্নীগণ ল'য়ে সবে যায়॥
উত্তরাসুন্দরী যায় অভিমন্যু সাথে।
দেখি যুধিষ্ঠির হন চিন্তিত চিত্তেতে॥
ব্যাসের চরণে কন করিয়া প্রণতি।
উত্তরা চলিল অভিমন্যুর সংহতি॥
মাতৃহীন হইবেক রাজা পরীক্ষিৎ।
উত্তরার যাইবার নহে ত' উচিত॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি চিন্তিত হৃদয়।
উত্তরারে রাখিলেন মুনি মহাশয়॥
অপর সকল নারী স্বামীর সংহতি।
স্বর্গপুরে চলে সবে পতিব্রতা সতী॥
হেনমতে অবশেষ হইল রজনী।
দশদিক্ প্রকাশে প্রসন্ন দিনমণি॥
বিচিত্র ভারত কথা ব্যাসের রচন।
সকল আপদ তরে শুনে যেইজন॥

যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় প্রত্যাগমন ও তপোবনে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয়ের যজ্ঞাগ্নিতে দাহ।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরনাথ।
এইরূপে হৈল সব রজনী প্রভাত॥
যুধিষ্ঠির প্রতি কন ব্যাস তপোধন।
হস্তিনানগরে রাজা করহ গমন॥
না ভাবিহ শোক দুঃখ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
ভ্রাতৃসঙ্গে রাজ্যের পালন কর গিয়া॥
ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী আর গান্ধারী সঞ্জয়।
সবারে বিদায় করে মুনি মহাশয়॥
প্রদক্ষিণ করি সবে মুনিরে বন্দিল।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি নিজ স্থানে গেল॥
তবে ধর্ম নরপতি সঙ্গে ভ্রাতৃগণ।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর বন্দেন চরণ॥
আশীর্বাদ কৈল দোঁহে প্রসন্নবদন।
যাহ তাত নিজ রাজ্যে করহ গমন॥
কুরুকুলে তোমা বিনা কেহ নাহি আর।
তুমি পিণ্ড দিবে আশা আছে সবাকার॥
ভুবনে অপূর্ব তাত তোমার চরিত্র।
তোমা হ'তে কুরুকুল হইবে পবিত্র॥
পঞ্চ ভাই বন্দিলেন মায়ের চরণ।
ছাড়িয়া যাইতে চাহে নাহি লয় মন॥
আশীর্বাদ করি কুন্তী তনয় সকলে।
সহদেব নকুলেরে লইলেন কোলে॥
দ্রৌপদীরে চাহি কুন্তী বলেন বচন।
এই দুই পুত্রে তুমি করিবে যতন॥
লক্ষ্মী অবতার তুমি সতী পতিব্রতা।
মহিমাতে তুমি হবে অলোক-পূজিতা॥
তব কীর্তি ঘুষিবেক যাবৎধরণী।
এত বলি আশীর্বাদ কৈল সুবদনী॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই পাঞ্চালী সহিত।
সুভদ্রা উত্তরা আর রাজা পরীক্ষিৎ॥
সকলে মেলানী করি আরোহিয়া রথে।
মলিন বদনে চলিলেন হস্তিনাতে॥
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণে করে রাজকাজ।
পুত্রবৎ প্রজাগণে পালে ধর্মরাজ॥
অনুক্ষণ ধর্ম বিনা অন্যে নাহি মন।
সর্বদা করেন রাজা অন্ধের ভাবন॥
এইমত ভাবে ধর্ম দিবস রজনী।
দৈবযোগে আইল নারদ মহামুনি॥
প্রণমিয়া পঞ্চভাই পাঞ্চালী সহিত।
সুভদ্রা উত্তরা আর রাজা পরীক্ষিৎ॥
পাদ্য অর্ঘ দিয়া প্রদানিলেন আসন।
করযোড়ে দাণ্ডাইল বিষণ্ণ বদন॥
মুনি বলে কহ রাজা ভদ্র আপনার।
অসন্তুষ্ট চিত্ত কেন দেখি যে তোমার॥
করযোড়ে কন রাজা শুন মুনিবর।
জনক জননী মম অরণ্য ভিতর॥
অনাথের প্রায় নিবসয়ে ঘোর বনে।
এই গতি হল আমা পুত্র বিদ্যমানে॥
মুনি বলে নৃপতি শুনহ সাবধানে।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা যজ্ঞ কৈল একদিনে॥
অগ্নির নির্বাহ নাহি করিল রাজন্।
সেই অগ্নি লাগিয়া দহিল তপোবন॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় তব মাতা।
চারি জনে যোগাসনে আছিলেন তথা॥
অগ্নি দেখি অন্তর না হইল চারিজন।
সেই সে অগ্নিতে সবে হইল দাহন॥
নিজ কৃত অগ্নিতে পুড়িল অন্ধরাজ।
শ্রাদ্ধ আদি কর রাজা না করিহ ব্যাজ॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই লোটান ধরণী।
হাহাকার করি কান্দে ধর্ম নৃপমণি॥
দ্রৌপদী সহিত পুরে কান্দে সর্বজন।
বহু অনুতাপ করি করেন রোদন॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি দ্বিজগণে।
শ্রাদ্ধ কর্ম সমাপিয়া তুষিলেন ধনে॥
কাশীদাস রচিলেক পাঁচালীর মত।
আশ্রমিকপর্ব কথা হইল সমাপ্ত॥

আশ্রমিকপর্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

মুষলপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যদু বালকদিগের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং শাম্বের মুষল প্রসব।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ তপোধন।
কি কি কর্ম করিলেন রুক্মিণীরমণ ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুপতি।
দ্বারকায় বিহরয়ে কমলার পতি ॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া কৃষ্ণ অবনীমণ্ডলে।
নীলাম্বর সহিত লীলায় কুতূহলে ॥
একদিন বেদী'পরে বসি নারায়ণ।
রুক্মিণী প্রভৃতি নারী সেবয়ে চরণ ॥
সত্যভামা ভদ্রা লগ্নজিতা জাম্ববতী।
মিত্রবিন্দা মাদ্রী আর কালিন্দী শ্রীমতী ॥
এই অষ্ট পাটরাণী শ্রীকৃষ্ণমোহিনী।
ষোড়শ সহস্র আর কৃষ্ণের রমণী ॥
নিজ মনোমত সবে সেবয়ে শ্রীহরি।
চামর ব্যজন করে নিজ হস্তে করি ॥
তাম্বুল যোগায় কেহ মনের হরিষে।
রাতুল চরণ কেহ চাপে পরিতোষে ॥
হেনমতে সবে সেবে প্রভুর চরণ।
বিবিধ শোকেতে লিপ্ত কমললোচন ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ একত্র হইয়া।
একদিন সবে যুক্তি করিল বসিয়া ॥
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ-বসতি।
পৃথিবীতে রহিলেন না করেন স্মৃতি ॥
বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠিত অতি বৈকুণ্ঠ-বিহনে।
সলিল বিহনে যেন জলচরগণে ॥
হেনমতে দেবগণ করয়ে ভাবন।
অন্তর্যামী সব জানিলেন নারায়ণ ॥
বেদী'পরে বসি কৃষ্ণ তুলিয়া নয়ন।
দ্বারকায় বসতি করেন নিরীক্ষণ ॥
স্থানে স্থানে বসতি লোকেতে পূর্ণ সব।
নগর ভিতরে সব লোক-কলরব ॥
দেখিয়া চিন্তিত যত দেব নারায়ণ।
কি উপায় করিবেন ভাবেন তখন ॥
পৃথিবীর ভার আমি করিব সংহার।
আমা হ'তে হৈল আরো চতুর্গুণ ভার ॥
অদ্ভুত হইল বৃদ্ধি যদুবংশগণ।
আমা হ'তে এ সব হইবে নিবারণ ॥
মম বংশ ক্ষয় করে কাহার ক্ষমতা।
কিরূপে হইবে ক্ষয় এ মহাজনতা ॥
গান্ধারীর শাপ তবে হইল স্মরণ।
যদুবংশ শেষ না রহিবে একজন ॥
এত চিন্তি নারায়ণ করিল উপায়।
মাতা পিতা স্থানে যান্ হইতে বিদায় ॥
প্রণমিয়া করপুটে কহেন বচন।
অবধান কর পিতা করি নিবেদন ॥
ধন জন অতুল বিপুল পরাক্রম।
তিন লোক মধ্যে কেবা আছে তব সম ॥
দান যজ্ঞ ধর্ম তাত কর আচরণ।
দান দিয়া পরিতোষ কর দ্বিজগণ ॥
যজ্ঞারম্ভ কর তাত আমার বচনে।
ধর্ম বিনা ধন জন ব্যর্থ ভাবি মনে ॥

কৃষ্ণ-বাক্যে বসুদেব করিয়া স্বীকার।
যজ্ঞারম্ভ করিলেন করিয়া বিস্তার॥
অনেক অনেক মুনি শিষ্যের সহিত।
দ্বারকানগরে আসি হন উপনীত॥
প্রণমিয়া বসুদেব পাদ্য অর্ঘ দিয়া।
পূজা করিলেন সবে আদর করিয়া॥
মুনিগণ নৃপগণ আইল সকল।
বহুদেশ হৈতে আসে কুটুম্বমণ্ডল॥
নানা ধনে বসুদেব পূজেন সবারে।
ধন রত্ন বসন বিবিধ পুরস্কারে॥
সর্ব রাজগণ গেল যে যাহার দেশ।
মুনিগণ গেল যথা দেব হৃষীকেশ॥
মুনিগণে দেখি উঠি দেব নারায়ণ।
কহেন মধুর বাক্যে শুন মুনিগণ॥
আমার বালকগণ খেলে যেই ভিতে।
তোমরা গমন কর সবে সেই পথে॥
এত বলি মুনিগণে করেন মেলানি।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পাইয়া চলিল সব মুনি॥
কামদেব শাম্ব আদি কুমার সকল।
নানা ক্রীড়ারসে ভাসে করে কুতূহল॥
মুনিগণে দেখি যত যদুশিশুগণ।
অন্যে অন্যে বিচার করয়ে সর্বজন॥
শুন শুন ওরে ভাই অপূর্ব কথন।
সবে বলে জ্ঞানী বড় যত মুনিগণ॥
ভূত ভাবি বর্তমান জানে সর্বজন।
ইহার পরীক্ষা লহ করিয়া বিধান॥
এত বলি শিশু সব একত্র হইয়া।
জাম্ববতী-সুত শাম্বে আনিল ডাকিয়া॥
অনুপম রূপ জাম্ববতীর নন্দন।
শাম্ব সম রূপবন্ত নাহি কোনজন॥
তাহারে লইয়া যত যাদব-কুমার।
স্ত্রীবেশ করিয়া সাজাইল চমৎকার॥
লৌহ নিয়োজিয়া কৈল গর্ভের আকার।
দেখি মুনিগণ সব হৈল চমৎকার॥
করযোড়ে কহে যত কৃষ্ণের নন্দন।
হের অবধান কর যত মুনিগণ॥
চিরদিন গর্ভবতী এই ত' অঙ্গনা।
না হয় প্রসব বড় পাইছে যন্ত্রণা॥
কতদিনে প্রসবিবে কি হবে অপত্য।
আপনারা মহাজ্ঞানী কহিবেন সত্য॥
এত শুনি মুনিগণ কুমারের বাণী।
ধ্যানস্থ হইয়া সব বোঝেন তখনি॥
জানিলাম শুন ওহে কৃষ্ণের কুমার।
লৌহপাত্রে করিয়াছ গর্ভের আকার॥
অবজ্ঞা জানিয়া ক্রোধ হৈল মুনিগণে।
ক্রোধমুখে কহিতে লাগিল ততক্ষণে॥
কৃষ্ণের নন্দন তোরা যদুকুলোদ্ভব।
ব্রাহ্মণেরে উপহাস কর তোমা সব॥
যেই লৌহপাত্রে কৈলে গর্ভের আকৃতি।
এখনি উত্তম বংশ হইবে উৎপত্তি॥
তাহা হ'তে তোমা সবা হবে বড় ভয়।
যদুকুল ধ্বংস হবে কহিনু নিশ্চয়॥
এত বলি ক্রোধ করি মুনিগণ যায়।
শুনিয়া কুমারগণ কম্পান্বিত কায়॥
হেনই সময়ে সেই জাম্ববতীসুত।
মুষল প্রসব এক কৈল আচম্বিত॥
চিন্তিত হইল দেখি যতেক কুমার।
কি করিব কি হইবে করেন বিচার॥
মুষল দেখিয়া সবে বিষাদিত মন।
সকল কুমার হৈল মলিন বদন॥
আপনার দোষে হৈল কুলের নিধন।
কুল অন্ত হবে যেন বুঝায় কারণ॥
অজ্ঞান হইয়া কৈনু দ্বিজে উপহাস।
রক্ষা নাহি নিশ্চয় হইবে সর্বনাশ॥
এত অনুতাপ করে যত শিশুগণ।
অন্তর্যামী জানিলেন সব নারায়ণ॥
পুত্রগণ সন্নিকটে আসি গদাধর।
কহেন সবার প্রতি মধুর উত্তর॥
কি কারণে মৌনভাব দেখি পুত্রগণ।
কোন্ দুঃখে দুঃখী হৈলে কহত কারণ॥
কৃষ্ণের বচনে কহে যতেক কুমার।
দৈবেতে কুবুদ্ধি তাত হৈল মো'সবার॥

কুকর্ম হইল আজি বুদ্ধি হৈল হ্রাস।
মুনিগণে দেখি মোরা কৈনু উপহাস॥
তার প্রতিফল এই হইল মুষল।
কোপে শাপ দিয়া গেল ব্রাহ্মণ সকল॥
ইহা হৈতে যদুবংশ হইবেক ক্ষয়।
এই হৈতে মো'সবার হৈল বড় ভয়॥
কুমারগণের কথা শুনিয়া শ্রীহরি।
শিশুগণে আশ্বাসিয়া কহেন চাতুরি॥
এই হেতু চিন্তা কেন কর সর্বজন।
যাহা কহি তাহা শুন যদি লয় মন॥
মুষল লইয়া যাহ প্রভাসের তীরে।
ঘষিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ উপরে॥
ঘর্ষণে করিলে ক্ষয় ভয় কিবা আর।
সত্বর গমনে যাহ যতেক কুমার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা সানন্দ হইয়া।
চলিল বালক সব মুষল লইয়া॥
আসিয়া প্রভাস-জলে করি স্নান দান।
পাষাণে ঘর্ষয়ে সবে আনন্দ বিধান॥
ঘর্ষণে করয়ে ক্ষয় কুমার সকল।
ঘষিতে ঘষিতে ক্ষয় হইল মুষল॥
অবশেষ অল্পমাত্র রহিল কিঞ্চিত।
দেখিয়া কুমার সব হইল বিস্মিত॥
হাতে ধরি ঘষিতে আয়ত্ত নাহি হয়।
কেমনে করিব ইহা পাষাণেতে ক্ষয়॥
খণ্ডিল মনের ত্রাস কৃষ্ণ উপদেশ।
কি আর করিব ভয় অল্প অবশেষ॥
এতেক বালক সবে মনে অনুমানি।
শেষ লৌহ প্রভাস-সলিলে ফেলে টানি॥
হরষেতে স্নান করি প্রভাসের জলে।
দ্বারাবতী চলি গেল বালক সকলে॥
গোবিন্দের আগে আসি কহিল কাহিনী।
শিশুগণে আশ্বাসেন দেব চক্রপাণি॥
ভারতে মুষলপর্ব অপূর্ব আখ্যান।
কাশীদাস দেব কহে শুনে পুণ্যবান্॥

———

যদুকুল ক্ষয়ার্থ কৃষ্ণ বলরামের যুক্তি।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মুষলের হেতু কহি শুনহ কারণ॥
মুষল ঘষিয়া ক্ষয় কৈল শিশুগণ।
সেই হ্রদে হৈল নল-খাগ্ড়ার বন॥
শেষ লৌহ জলে যেই টানিয়া ফেলিল।
জলে ছিল মৎস্যরাজ তাহারে গিলিল॥
ধীবর আইল মৎস্য করিতে ধারণ।
জালে বদ্ধ হৈল মৎস্য দৈবের কারণ॥
লৌহ-শেষ পায় মৎস্য কাটিবার কালে।
জরা নামে আখেটিক এল সেই স্থলে॥
মাগিয়া লইল লৌহ ধীবরের স্থান।
কর্মিগৃহে ফলা গড়াইয়া দিল বাণ॥
এখানে দ্বারকাপুরে দেব নরহরি।
যদুবংশ বিনাশিতে হৃদয়ে বিচারি॥
বলভদ্রে ডাকি আনি বসি নিজ ভিতে।
বিশেষ বৃত্তান্ত সব লাগিল কহিতে॥
অবধান কর দেব রেবতীরমণ।
ভারাবতরণে আইলাম এ ভুবন॥
দুষ্ট দৈত্য মারিয়া খণ্ডিনু পৃথ্বীভার।
ততোধিক যদুকুল হইল আমার॥
ইহা সবা বিদ্যমানে নহে ভার শেষ।
অধিক যাতনা ক্ষিতি পায় ত বিশেষ॥
ইহার উপায় দেব চিন্তিয়াছি আমি।
যদুকুল ক্ষয় করি হব স্বর্গগামী॥
মোর বংশ ক্ষয় করে আছে কোন্‌জন।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি করিব নিধন॥
প্রভাসে যাইব বল স্নান করিবারে।
যদুবংশ সঙ্গে করি লহ সবাকারে॥
এইমতে দুই ভাই উঠিয়া ত্বরায়।
মাতা পিতা আগে যান লইতে বিদায়॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
ভূমিকম্প উল্কাপাত দেখি বিপরীত॥
সঘনে নির্ঘাত শব্দ দশদিকে হয়।
দিবসেতে ধূমকেতু হইল উদয়॥

এইরূপে উৎপাত হইল সুবিস্তর।
দেবগণ সংহতি আইল সৃষ্টিধর॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া যতেক দেবগণ।
বিবিধ প্রকারে করে প্রভুরে স্তবন॥
অপার তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে।
আপনি করিলা লীলা দানব-সংহারে॥
ক্ষিতিভার হেতু পূর্বে করিলা গোহারি।
সেই হেতু পৃথিবীতে আইলা ত্বরা করি॥
অসুর বধিয়া খণ্ডাইলে পৃথ্বিভার।
ধর্ম সংস্থাপন আর অসুর সংহার॥
চিরদিন শূন্য আছে বৈকুণ্ঠ-ভুবন।
সবাই প্রার্থনা করে তব আগমন॥
কৃপায় করিলা পার কত পাপীগণে।
পতিত-পাবন নাম এই সে কারণে॥
এইরূপে বিধাতা কহিলা স্তববাণী।
হাসিয়া উত্তর দেন দেব চক্রপাণি॥
অচিরে বৈকুণ্ঠে যাব শুন বিধিবর।
আপন আলয় যাহ যতেক অমর॥
ভার নিবারিতে আমি আইনু ক্ষিতিতে।
ততোধিক ভার ক্ষিতি হৈল আমা হ'তে॥
যদুবংশ বৃদ্ধি হৈল আমার কারণ।
অন্যরূপে নাহি হয় সব নিবারণ॥
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি সংহারিব ভার।
অচিরে যাইব আমি স্থানে আপনার॥
শুনিয়া সানন্দ ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
প্রদক্ষিণ করি বন্দে কৃষ্ণের চরণ॥
তবে যত দেবগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন বিদায় হ'য়ে দেব প্রজাপতি॥
বলভদ্র সহ কৃষ্ণ করিয়া বিধান।
পুত্রগণে ডাকি করিলেন আজ্ঞা দান॥
বিবিধ উৎপাত দেখ হৈল বারে বার।
সবে মিলি করহ ইহার প্রতিকার॥
প্রভাস-তীর্থেতে সবে করহ পয়ান।
আপদ খণ্ডিবে তাহে কৈলে স্নানদান॥
শীঘ্রগতি সজ্জা কর সব পুত্রগণ।
সঙ্গে চল যদুবংশে আছে যত জন॥
স্ত্রীগণ কেবল মাত্র রহিবেক ঘরে।
কৃষ্ণের আদেশে সবে চলিল সত্বরে॥
পুত্রগণে আদেশ করিয়া দুই ভাই।
শীঘ্রগতি আইলেন মাতা পিতা ঠাঁই॥
তত্ত্বকথা নিভৃতে কহেন দুইজন।
মায়াজাল ছাড়ি দেহ শুনহ বচন॥
হেন মায়াজাল ছাড়ি তত্ত্বে দেহ মন
সংসারের মায়া মোহ ত্যজ দুইজন॥
ইহা জানি ব্রহ্মজ্ঞান কর আচরণ।
পাইবে উত্তম গতি শুন দুইজন॥
এত বলি প্রবোধিয়া জনক জননী।
প্রভাসেতে যাত্রা কৈল দেব চক্রপাণি॥

সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস-তীর্থে গমন।

কৃষ্ণ সঙ্গে চলিল যতেক যদুগণ।
বলভদ্র কৃতবর্মা সাত্যকি সারণ॥
অষ্ট মহিষীর পুত্র করিল গমন।
সবার প্রধান এই কৃষ্ণের নন্দন॥
গোবিন্দের নারী ষোল সহস্রেক আর।
জনে জনে দশ পুত্র হৈল সবাকার॥
এক লক্ষ আটাইশ সহস্র নন্দন।
অষ্ট মহিষীর পুত্র আর আশীজন॥
কৃষ্ণের নন্দন এই কহিনু লিখন।
তা সবার পুত্র পৌত্র কে করে গণন॥
অপর যাদববংশ গণিতে অপার।
বলিয়া ছাপ্পান্ন কোটি করয়ে বিচার॥
সুসজ্জা করিয়া রথে কৈল আরোহণ।
নানা অস্ত্র ধনুর্বাণ করিল ধারণ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধনুক নির্ঘোষ।
চলিল যাদবকুল পরম সন্তোষ॥
অপূর্ব কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
নগর বাহির হইলেন হরি পরে॥
দ্বারকা ত্যজিয়া হৈল কৃষ্ণের গমন।
দিবসে আঁধার হৈল দ্বারকাভুবন॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে সব নারী।
মৌনভাবে নিস্পন্দে নিঃশব্দে নেত্রবারি॥

হেনমতে দ্বারকা ত্যজিয়া নারায়ণ।
করেন প্রভাস-তীরে সত্বরে গমন॥

যদুবালকগণের জলক্রীড়া।

আসিয়া প্রভাস-তীরে যাদবমণ্ডলী।
জলে নামি স্নানদান করে কুতূহলী॥
পরম আনন্দে জলে করেন বিহার।
সলিলেতে কেলি করে যতেক কুমার॥
স্বর্গে থাকি কৌতুক দেখেন দেবগণ।
বিধি শিব ইন্দ্র যম সূর্য হুতাশন॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনী-কুমার।
কুবের বরুণ যম যত দেব আর॥
জয় জয় শব্দেতে অমরগণ ডাকে।
সকল যাদব মিলি খেলায় কৌতুকে॥
টান মারি গেড়ু কেহ ফেলে বহু দূরে।
সাঁতারিয়া গিয়া কেহ আনয়ে সত্বরে॥
দেখিয়া অপূর্ব ক্রীড়া সবে পায় প্রীতি।
রাম কৃষ্ণ সাত্যকি দেখিয়া হৃষ্টমতি॥
হেনমতে বহুক্ষণ বিহারিয়া জলে।
স্নান কর্ম সমাপিয়া যাদব সকলে॥
একত্র বসিল সব যাদব-মণ্ডলী।
নানা উপহার দ্রব্য ভুঞ্জে কুতূহলী॥
অন্যের অন্যের মুখে দেয় জনে জন।
পরম হরিষে সবে করেন ভোজন॥
ষড়রস ভুঞ্জিয়া মনের পরিতোষে।
যার যাহা অভিলাষ ভুঞ্জিলেক শেষে॥
বারুণী মদিরা ভাণ্ড ল'য়ে হলধর।
হরষিতে তুলে ধরে তুণ্ডের উপর॥
পরম সানন্দ হ'য়ে বারুণীর পানে।
শত শত কলসী ভুঞ্জয়ে হৃষ্টমনে॥
কৃতবর্মা সাত্যকি প্রভৃতি যদুবীর।
আনন্দে বসিয়া সবে প্রভাসের তীর॥
কৃষ্ণ বেড়ি আসিলেক যাদব সকল।
ইন্দ্রেরে বেষ্টিল সবে অমর-মণ্ডল॥
দেখিয়া অপূর্ব সভা ধরণীমণ্ডলে।
বিস্ময় মানিয়া চাহে অমর সকলে॥
বসিয়া যাদবগণ নিজ মনোরথে।
যাহার যেমন বীর্য কহে সেই মতে॥
পরস্পর সমর হইল যথা তথা।
কুরুক্ষেত্রে আদি যত সমরের কথা॥
এই সব আলাপেতে আছে সর্বজন।
হেনকালে শুন. যথা দৈবের ঘটন॥
অপূর্ব প্রভুর মায়া বুঝিতে না পারি।
সাত্যকি সম্বোধি কিছু কহেন শ্রীহরি॥
কহ কহ সাত্যকি সবার বরাবর।
কোন্‌মতে কুরুক্ষেত্রে করিলে সমর॥
বহু বিদ্যা জান তুমি বলে মহাবল।
তোমার প্রশংসা করে যাদব সকল॥
তোমার বীরত্ব গুণ জানিয়া বিশেষে।
পাণ্ডব বরিল তোমা যুদ্ধ অভিলাষে॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কর্ণ দুর্যোধন।
কৌরবের দলে যত মহারথিগণ॥
অপর যতেক রাজা সসৈন্য সহিত।
পাণ্ডবের পক্ষে রণ কৈল অপ্রমিত॥
যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাণ্ডব কারণে।
কহ তুমি কবে যুদ্ধ কৈলে কার সনে॥
কৃষ্ণের বচনে শিনি-পুত্র বলে বাণী।
আমার যুদ্ধের কথা শুন চক্রপাণি॥
পাণ্ডবের কার্য আমি কৈনু প্রাণপণে।
শক্তিমত করিলাম সমর যতনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি সব প্রহারিল মোরে।
যথাশক্তি প্রাণপণে নিবারি সবারে॥
বহু সৈন্য ক্ষয় হৈল কৌরবের দলে।
ভুরিশ্রবা নৃপতিরে আনিলাম বলে॥
আর আর কত বীরে করিনু সংহার।
যা পারিনু করিনু পাণ্ডব উপকার॥

সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ।

সাত্যকির বচনে হাসেন নারায়ণ।
পুনরপি সাত্যকিরে বলেন বচন॥
জানি আমি সাত্যকি তোমার বীরপণা।
কুরুপাণ্ডবের দলে জানে সর্বজনা॥

কর্ণের সহিত রণ কৈলে একবার।
প্রাণ ল'য়ে পলাইলে করি পরিহার॥
দ্রোণ সঙ্গে যুঝিয়া পাইলে পরাভব।
কেহ কেহ না যুঝিল করিয়া গৌরব॥
সিংহনাদ করিয়া যুঝিলে রণস্থলে।
হীনশক্তি জনে পেয়ে সংহার করিলে॥
সোমদত্তসুত ভুরিশ্রবা নরপতি।
যুঝিতে আসিয়াছিল তোমার সংহতি॥
নিজশক্তি না জানিয়া যুদ্ধে দিল মন।
যে গতি করিল তব হয় কি স্মরণ॥
অস্ত্রহীন কৈল তোমা সংগ্রাম ভিতরে।
কেশে ধরি উদ্যম করিল কাটিবারে॥
হেনকালে কহিলাম অর্জ্জুন নিকটে।
হের দেখ শিনি-পুত্র পড়িল সঙ্কটে॥
ভুরিশ্রবা কাটে দেখ সাত্যকির শির।
ত্বরিতে করহ রক্ষা ধনঞ্জয় বীর॥
আমার বচনে তবে কুন্তীর কুমার।
খড়্গসহ হস্ত কাটি পাড়িলেক তার॥
হস্ত কাটা গেল তার অর্জ্জুনের বাণে।
ভূমে লোটাইয়া বীর পড়ে সেইক্ষণে॥
ভূমেতে পড়িল প্রায় ত্যজিল জীবন।
খড়্গ ল'য়ে তুমি তারে কাটিলে তখন॥
এই বীরপণা তুমি করিলে সমরে।
দর্প করি কথা কহ সভার ভিতরে॥
কোন্ পরাক্রমে দর্প কর লোকমাঝে।
ইহার অধিক পাপ আর কিবা আছে॥
পাপীর সংসর্গে পাপ বাড়ে নিতি নিতি।
এখানে উচিত নহে তোমার বসতি॥
মর্যাদা থাকিতে উঠি করহ গমন।
অন্য ঠাঁই বৈস তুমি যথা লয় মন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত যদুগণ॥
এতদিনে সাত্যকি বিচ্ছেদ হৈল প্রায়।
নহে কটূত্তর এত কহে যদুরায়॥
কৃষ্ণের উত্তর শুনি শিনির নন্দন।
মহাকোপে গর্জ্জিয়া উঠিল সেইক্ষণ॥

বারুণী মদিরা পানে ঘূর্ণিত লোচন।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বীর মহাকোপ মন॥
গর্জ্জন করিয়া বলে গোবিন্দের প্রতি।
আমারে এমন বাক্য কহ রে দুর্ম্মতি॥
তোমার দুষ্কর্ম যত কেবা নাহি জানে।
কপটে নাশিল পাণ্ডবের বন্ধুগণে॥
অবোধ পাণ্ডব সব তোমার উত্তরে।
রণজয় করিয়া রহিল স্থানান্তরে॥
যদি সবে এক ঠাঁই বঞ্চিল রজনী।
তবে কেন সর্বনাশ করিবেক দ্রৌণি॥
তুমি আমি পঞ্চভাই পাণ্ডুর নন্দন।
তব বাক্যে স্থানান্তরে রহি সর্বক্ষণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি পঞ্চ দ্রৌপদী-কুমার।
রহিল শিবিরে গিয়া অনাথ আকার॥
নিশাযোগে ছিল সবে নিদ্রায় বিহ্বলে।
চোররূপে তিনজন গেল সেইকালে॥
কৃপ কৃতবর্মা আর দ্রৌণি দুষ্টমতি।
নিদ্রিত জনেরে মারে দুর্জ্জয় প্রকৃতি॥
যদি আমি থাকিতাম কিম্বা পাণ্ডুসুতে।
কার শক্তি দ্রৌপদীর পুত্র বিনাশিতে॥
তোমার কপটে হৈল পাণ্ডুবংশ ক্ষয়।
তোমা সম কপটী কে আছে দুরাশয়॥
জরাসন্ধ ভয়েতে ত্যজিয়া মধুপুরী।
সমুদ্র ভিতরে বৈসে দ্বারকানগরী॥
ক্ষুদ্রজন বড় জন কেবা নাহি জানে।
নন্দের নন্দন তুমি বাস বৃন্দাবনে॥
গোপ-অন্ন খাইয়া বঞ্চিলে গোপ-গৃহে।
গোপাল বলিয়া নাম তেঁই লোকে কহে॥
জন্মের নির্ণয় তব কেহ নাহি জানে।
বসুদেব দৈবকীরে পড়িলা স্মরণে॥
পিতা বসুদেব হৈল দৈবকী জননী।
বসুদেব তনয় বলিয়া সবে জানি॥
বাসুদেব নাম দিল করিয়া আদর।
সভামধ্যে কৈল তোমা যাদব-ঈশ্বর॥
বসুদেব-পুত্র বলি মান্য করে সবে।
দোষাদোষ নাহি লই তাঁহারি গৌরবে॥

এই হৈতে হৈল তব বড় অহঙ্কার।
আমারে করহ নিন্দা আরে দুরাচার॥
পৃথিবীতে যত মহারাজগণ ছিল।
ক্ষত্র-সভা মধ্যে তোরে বসিতে না দিল॥
যুধিষ্ঠির রাজা যবে রাজসূয় কৈল।
এক লক্ষ নৃপতিরে বরিয়া আনিল॥
গৌরব করিয়া ভীষ্ম কহিল তাহাতে।
রাজগণ মধ্যে আগে তোমারে পূজিতে॥
ভীষ্মের বচনে ধর্ম পূজিল তোমারে।
সেই হেতু রুষিল যতেক নৃপবরে॥
বলিল সকল রাজা যত কুবচন।
সে সকল কথা তব হয় কি স্মরণ॥
দৈবেতে কহিলে তুমি বাক্য কটুময়।
তোমার সভায় কি বসিতে যোগ্য হয়॥
দুষ্ট রাজগণ সঙ্গে বাহ্লীক-নন্দন।
বসুর উপর করে অস্ত্র বরিষণ॥
দেখিয়া কুপিল শিনি'জনক আমার।
সোমদত্ত সনে রণ করিল অপার॥
কোপেতে জনক মম ধরে তার চুল।
চড় মারি দন্ত ভাঙ্গি করিল নির্মূল॥
সকল নৃপতিগণ কৈল উপরোধ।
সোমদত্ত ছাড়ি পিতা সম্বরেণ ক্রোধ॥
পিতৃ-স্থানে সোমদত্ত অপমান পেয়ে।
শিব আরাধনা করে ঘোর বনে গিয়ে॥
স্তবে তুষ্ট বর দিতে চাহে পশুপতি।
বর মাগে সোমদত্ত হরে করি স্তুতি॥
শিনির প্রহারে মম দহে কলেবর।
বড় অপমান কৈল সভার ভিতর॥
তেমতি আমার পুত্র হোক্ বলবান্।
শিনি-পুত্রে মম পুত্র করে অপমান॥
সোমদত্ত বচনে শঙ্কর দিল বর।
সেই হেতু ভুরিশ্রবা হৈল বলধর॥
কত শক্তি ধরে সেই সোমদত্ত-সুত।
দৈববলে এই কর্ম করিল অদ্ভুত॥
যেইজন করিলেক এতেক অপমান।
ছলে বলে প্রকারে লইব তার প্রাণ॥
আমার সাহায্যে হস্ত কাটিল অর্জুন।
আমি তার মুণ্ড কাটিলাম সেইক্ষণ॥
ইহাতে পাতকী বড় হইলাম আমি।
বড় ধার্মিকেরে ল'য়ে বসিয়াছ তুমি॥
পাণ্ডব তোমারে প্রিয়বন্ধু বলি জানে।
তার সর্বনাশ করিলেক যেইজনে॥
পুত্র মিত্র বন্ধু নাশিলেক যেইজন।
নিদ্রিত জনেরে গিয়া করিল নিধন॥
হেনজন হৈল তব পরম বান্ধব।
জানিনু তোমার প্রিয় যেমন পাণ্ডব॥

যদুবংশ ধ্বংস ও বলরামের দেহত্যাগ।

এইরূপে বলাবলি হইল বিস্তর।
গর্জিয়া উঠিল কৃতবর্মা ধনুর্ধর॥
আরে দুরাচার পাপী শিনির নন্দন।
এতেক তোমার গর্ব না বুঝি কারণ॥
গোবিন্দের নিন্দা কর দুষ্ট অধোগামী।
ইহার উচিত ফল দিব তোরে আমি॥
আমারে নিন্দহ দুষ্ট না বুঝি কারণ।
পাণ্ডবের সর্বনাশ কৈল কোন্‌জন॥
দ্রোণপুত্র প্রবেশিল শিবির ভিতর।
সকল করিল ক্ষয় দ্রৌণী একেশ্বর॥
আমা দোঁহে আছিলাম দাণ্ডাইয়া দ্বারে।
রে দুষ্ট আমারে গালি দেহ অহঙ্কারে॥
এত বলি খড়্গ ল'য়ে কাটিবারে যায়।
গর্জিয়া সাত্যকি বলে জ্বলদগ্নি প্রায়॥
উচিত কহিতে ক্রোধ হইল তোমার।
আমারে মারিতে এস আরে দুরাচার॥
তোর দর্প ঘুচাইব কাটি তোর শির।
এত বলি খড়্গ ল'য়ে ধায় মহাবীর॥
খড়্গের প্রহারে বীর কাটে তার শির।
ভূমিতে লোটায় কৃতবর্মার শরীর॥
হাহাকার শব্দে ডাকে যতেক যাদব।
মার মার বলিয়া ধাইল যত সব॥
কৃতবর্মা বধ হৈল দেখিয়া নয়নে।
সাত্যকিরে মারিবারে যায় যদুগণে॥

নানা অ[illegible] ফেলি মারে সাত্যকি উপর।
মুষলধারায় যেন বর্ষে জলধর ॥
স্নেহ করি কেহ কৈল সাত্যকির ভিত।
অস্ত্রবৃষ্টি করে কেহ অতি ক্রোধচিত ॥
সহোদর সহোদরে হইল দ্বন্দ্ব।
মার মার শব্দেতে হইল কোলাহল ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারণ করে জনে জনে।
সর্ব অস্ত্র ক্ষয় হৈল অস্ত্র নাহি তূণে ॥
ক্রোধমনে যুদ্ধ করে নাহি অবসান।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখেন ভগবান্ ॥
অদ্ভুত দেখিয়া রাম বিষণ্ণ-বদন।
বৃত্তান্ত জানিয়া স্থির হ'লেন তখন ॥
যুঝেন যাদব সব আপনা আপনি।
খড়্গ লয়ে কেহ কেহ করে হানাহানি ॥
ধনুকে ধনুকে যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন ভীষণ দর্শন ॥
আপনা পাসরি সবে কোপে অচেতন।
পাথর তুলিয়া মারে ঘোর দরশন ॥
মুদ্গর তুলিয়া কেহ মারে কার মাথে।
রথ অশ্ব সারথি মারয়ে এক ঘাতে ॥
আঁকড়ি করয়ে কেহ ধরে রথখান।
সিংহনাদ ছাড়ি ফেলে দিয়া এক টান ॥
ধনুক ধরিয়া মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
একজন হাত হ'তে অন্যে লয় কাড়ি ॥
হেনমতে যুঝে যত যাদব-কুমার।
শূন্য কর হৈল কার অস্ত্র নাহি আর ॥
যতেক বিক্রম কৈল কিছু না হইল।
যাদবগণের অঙ্গে তিল না ভেদিল ॥
উপায় করেন তবে দেব ভগবান্।
নিকটে খাগ্‌ড়ার বন দেখি বিদ্যমান ॥
মুষল ঘর্ষণে পূর্বে সলিল যে হৈল।
তাহাতে খাগ্‌ড়া নল বন উপজিল ॥
যদুগণে দেখাইয়া কন দামোদর।
নল বৃক্ষ ফেলি মার সবে পরস্পর ॥
এই উপদেশ যদি যদুগণে পায়।
ধাওয়াধাই নল উপাড়িতে সবে যায় ॥

নল খাগ্‌ড়ার গাছ ধরি যত যদুগণ।
একে অন্যে প্রহার করয়ে জনে জন ॥
অস্ত্রেতে না ভেদে যেই যাদব শরীর।
নল খাগড়ার ঘায়েতে পড়িল সব বীর ॥
অঙ্গে পরশিবা মাত্র পড়ে সেইক্ষণ।
ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হয় যত যদুগণ ॥
হেনমতে যদুগণে হয় মহারণ।
দারুকে ডাকিয়া কন শ্রীমধুসূদন ॥
সত্বরে দারুক যাহ মথুরানগরে।
মম রথে করি লহ বজ্র মহাবীরে ॥
মথুরায় যাহ ল'য়ে প্রপৌত্রে আমার।
অস্ত গেল যদুকুল কিবা দেখ আর ॥
সেকারণে বজ্রে ল'য়ে চল মথুরায়।
স্ত্রীগণ লইয়া পিছে যাইব তথায় ॥
আমিহ পৃথিবী ছাড়ি যাব নিজস্থানে।
আজি হতে সপ্তম দিবস পরিমাণে ॥
কার্তিকী পূর্ণিমা হবে কৃত্তিকা নক্ষত্র।
সেইদিন দ্বারাবতী গ্রাসিবে সমুদ্র ॥
এই সব বিবরণ কহিবে সবারে।
ব্রহ্মশাস্ত্র বুঝাইবে শোক নাশিবারে ॥
তথা হ'তে হেথায় আসিবে শীঘ্রগতি।
পুনরপি যেতে হবে হস্তিনা বসতি ॥
এত বলি দারুকেরে দিলেন বিদায়।
বজ্র লয়ে দারুক গেলেন মথুরায় ॥
প্রদ্যুম্নের পৌত্র অনিরুদ্ধের তনয়।
ঊষার উদরে জন্ম বজ্র মহাশয় ॥
মধুপুরে রাখে তারে প্রভুর আদেশে।
সবাকারে সমাচার দিলেক বিশেষে ॥
দারুক বচনে সবে পায় চমৎকার।
আকাশ ভাঙ্গিয়া শিরে পড়ে সবাকার ॥
অস্থির হইয়া সবে ভূমিতলে পড়ি।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় যায় গড়াগড়ি ॥
সচেতন করিয়া দারুক সবাকারে।
ব্রহ্মশাস্ত্র বুঝাইল বিবিধ প্রকারে ॥
ব্রহ্মে মন নিযুক্ত করিয়া সবাকার।
প্রভুর নিকটে চলি গেল পুনর্বার ॥

আসিয়া দেখিল সেই প্রভাসের তীর।
ভূমিতলে পড়িয়াছে যত যদুবীর ॥
একজন নাহি কেহ বৃষ্ণি যদুকুলে।
অন্যে অন্যে মারি সবে হইল নির্মূলে ॥
ধূলায় ধূসর তনু অবনী লোটাই।
কেবল আছয়ে রামকৃষ্ণ দুই ভাই ॥
শোকেতে আকুল হৈল দারুক সারথি।
মূর্ছিত হইয়া সেই পড়ে গেল ক্ষিতি ॥
প্রবোধিয়া গোবিন্দ কহেন দারুকেরে।
সত্বরে দারুক যাহ হস্তিনানগরে ॥
আমার পরম বন্ধু পাণ্ডুর নন্দন।
অর্জ্জুনে আনিতে শীঘ্র করহ গমন ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পেয়ে পুনঃ দারুক সারথি।
হস্তিনানগরে গেল বিষাদিত মতি ॥
বলভদ্রে কহিলেন দেব নারায়ণ।
অবধান কর দেব করি নিবেদন ॥
মাতা পিতা পুরজন না পায় বারতা।
সবে সম্বোধিতে আমি শীঘ্র যাই তথা ॥
যাবৎ না আসি আমি দ্বারকা হইতে।
তাবৎ আপনি হেথা থাক এইমতে ॥
কৃষ্ণ-বাক্যে বলভদ্র করেন স্বীকার।
তোমা বিনা গতি ভাই কি আছে আমার ॥
রামেরে রাখিয়া কৃষ্ণ করেন গমন।
দ্বারকা-নগরে আসি দেন দরশন ॥
জনক জননী পুরনারীগণ যত।
সবাকারে প্রবোধ করেন সমুচিত ॥
পূর্বে যত অমঙ্গল হইল অপার।
প্রভাসে গেলাম করিবারে প্রতিকার ॥
স্নান করি একত্রে বসিল সর্বজন।
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করিল সৃজন ॥
সেই দ্বন্দ্বে মহাকোপ হৈল সবাকার।
আত্ম আত্ম যুদ্ধ করি হইল সংহার ॥
একজন যদুকুলে আর কেহ নাই।
কেবল আছি যে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই ॥
শোকেতে আকুল রাম না আইসে ঘরে।
তপ আচরেন তিনি প্রভাসের তীরে ॥
আমিহ শোকেতে প্রাণ ধরিতে না পারি।
গৃহবাস ছাড়িয়া হইব তপশ্চারী ॥
সংসার অসার মাত্র সব মায়াজাল।
ইহাতে মোহিত হলে বৃথা যায় কাল ॥
বিষাদ ত্যজিয়া সবে ধর্মে দেহ মন।
এত বলি মেলানি মাগেন নারায়ণ ॥
সবার জীবন হরি নিল নারায়ণ।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহে সর্বজন ॥
শ্বাসমাত্র শরীরে আছয়ে সবাকার।
অবনী লোটায় লোক শবের আকার ॥
রামের নিকটে আসি শ্রীমধুসূদন।
দুই ভাই মিলিয়া করেন আলিঙ্গন ॥
প্রভাসের তীরে রাম যোগাসন করি।
হৃদয়ে পরমব্রহ্ম জপে মন করি ॥
যুগল নয়নে হেরি কৃষ্ণের বদন।
যোগে তনু ত্যজিলেন রোহিণী-নন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

——

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ।

জয় যদুনন্দন, অখিল জীবনধন,
কৌতুকেতে অবনীবিহারী।
যাঁহার কটাক্ষে হয়, সৃজন পালন লয়,
ভকতবৎসল চক্রধারী ॥
যাঁর নাম গুণ গাই, সর্বপাপে ত্রাণ পাই,
নাহি রহে শমনের ভয়।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ করি, ক্ষিতিভার ত্রাণ করি,
নিজ বংশ সব করি ক্ষয় ॥
একজন নাহি শেষ, হৃদে চিন্তে হৃষীকেশ,
নিজ দেহ ত্যজিবে বিচারি।
প্রভাস-তীর্থের তীরে, উঠিলেন শাখি'পরে,
বসিলেন শাখায় শ্রীহরি ॥
আরোহিয়া বৃক্ষোপরি, চিন্তিলেন দেবহরি,
নিজ দেহ ত্যাগের কারণ।
একপদ তরু'পর, আরোপিয়া গদাধর,
নম্র করি দ্বিতীয় চরণ ॥

আপন চিন্তিয়া মনে, বসি বৃক্ষ-শাখাসনে,
মৌনেতে আছেন গদাধর।
হেনকালে দৈবগতি, ব্যাধ এক ছিল তথি,
মৃগয়ার ছলে একেশ্বর ॥
জরাব্যাধ ধরে নাম, ধনুর্ব্বেদে অনুপম,
হাতে ধরি দিব্য শরাসন।
মৃগ মারিবার ছলে, ব্যাধ এল সেই স্থলে,
দেখিলেক কৃষ্ণের চরণ ॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ পদ, রবিবিম্ব কোকনদ,
শতপদ্ম হেন সুশোভন।
রাতুল চরণ দেখি, ব্যাধসুত হৈল সুখী,
মৃগকর্ণ হেন নিল মন ॥
মুষলের শেষ পাই, যেই বাণ নিরমাই,
দৈবে সেই বাণ নিল হাতে।
টানিয়া ধনুকখান, সন্ধানিয়া মারে বাণ,
চরণ ভেদিল জগন্নাথে ॥
বাণ মারি ব্যাধসুত, বৃক্ষতলে এল দ্রুত,
অপূর্ব্ব দেখিয়া হৈল ভীত।
কিরীট কুণ্ডল হার, নানা রত্ন অলঙ্কার,
হৃদয়ে কৌস্তুভ সুশোভিত ॥
পাঞ্চজন্য সুদর্শন, পাদপদ্ম সুশোভন,
চতুর্ভুজ গলে বনমালা।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেহে, মণি বিভূষণ তাহে,
নবমেঘে যেমন চপলা ॥
আজানু তুলসী মাল, আকর্ণ লোচন ভাল,
অলকা তিলকা ভালে সাজে।
পরিধান পীতবাস, মুখচন্দ্র সুপ্রকাশ,
কত শোভা কত দ্বিজ রাজে ॥
ভয়ার্ত হইয়া ব্যাধ, মাগে নিজ অপরাধ,
প্রণমিয়া প্রভুর চরণে।
কৃপাময় অবতরি, অনাদি পুরুষ হরি,
তুমি সার এ তিন ভুবনে ॥
শুনিয়া ব্যাধের বাণী, আশ্বাসেন চক্রপাণি,
শুন ব্যাধ না করহ ভয়।
মম দেহ ত্যাগকালে, নয়নেতে নিরখিলে,
স্বর্গে যাবে কহিনু নিশ্চয় ॥
রামচন্দ্র অবতারে, পিতৃসত্য পালিবারে,
প্রবেশিনু অরণ্য ভিতর।
সীতা নামে মম নারী, রাবণ লইল হরি,
অন্বেষিতে তুই সহোদর ॥
সাক্ষাৎ হইল বনে, আর চারি কপি সনে,
সখ্য হইল সহিত আমার।
বধ করি বালি রাজা, সুগ্রীবে করিনু রাজা,
ছিলে তুমি বালির কুমার ॥
মারিয়া লঙ্কার পতি, উদ্ধারিনু সীতা সতী,
দিতে বর যাচিনু তোমারে।
পিতৃ-বৈরী মারিবারে, বর মাগিলেক মোরে,
আমিহ করিনু অঙ্গীকারে ॥
সেই প্রয়োজন-ফলে, জন্ম হৈল ব্যাধকুলে,
মুক্ত হ'য়ে যাহ স্বর্গপুরে।
হেনকালে আচম্বিত, পুষ্পবৃষ্টি অপ্রমিত,
রথ এল ব্যাধের গোচরে ॥
চাহিয়া গোবিন্দপদ, রথ আরোহিয়া ব্যাধ,
স্বর্গপুরে করিল গমন।
শ্রীমধুসূদন হরি, হৃদয়ে ভাবনা করি,
নিজদেহ ত্যজেন তখন ॥
জ্যোতির্ম্ময় নিজ অঙ্গে, প্রবেশি পরম রঙ্গে,
দেবগণে করি স্তুতিবাণী।
স্বরগে দুন্দুভি বাজে, অপ্সরী কিন্নরী নাচে,
সুরবালা করে শঙ্খধ্বনি ॥
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে, পারিষদগণ সেবে,
স্তুতি করে সুর মুনিগণ।
চতুর্ম্মুখে বিধিবর, পঞ্চমুখে মহেশ্বর,
পঞ্চমুখে করয়ে স্তবন ॥
ভক্ত-বশ গুণনিধি, ভক্তবাঞ্ছা করে সিদ্ধি,
নাহি আর ভক্তির সমান।
কাশীদাস বলে যদি, তরিবে এ ভবনদী,
ভজ ভাই দেব ভগবান্ ॥

অর্জুনের দ্বারকায় আগমন এবং প্রভাসে রামকৃষ্ণের মৃতশরীর দর্শন।

হস্তিনানগরে এল দারুক সারথি।
করযোড়ে কহে কথা ধর্মরাজ প্রতি॥
অবধান কর রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
শ্রীকৃষ্ণ পাঠান মোরে তোমার সদন॥
বহুদিন তাঁর সহ নাহি দরশন।
সেই হেতু পার্থে নিতে কন নারায়ণ॥
কৃষ্ণের বারতা শুনি পঞ্চ সহোদর।
দারুকেরে বসায়েন করিয়া আদর॥
বসিয়া সুস্থির চিত্ত না হয় দারুক।
হৃদয় দহিছে শোকে বৈসে হেঁটমুখ॥
সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসেন ধর্মের নন্দন।
কি হেতু দারুক তব চিত্ত উচাটন॥
কৃষ্ণের কুশল কহ দারুক সারথি।
কেমনে আছেন প্রিয় বন্ধু যদুপতি॥
শুনিয়া দারুক কহে শুন নরনাথ।
সে সকল অবগত হইবে পশ্চাৎ॥
ত্বরিতে অর্জুনে রাজা করহ বিদায়।
বন্ধুজন দেখিতে চাহেন যদুরায়॥
শুনি অনুমতি দেন পাণ্ডুবংশপতি।
সুসজ্জা হইয়া পার্থ যান্ শীঘ্রগতি॥
ত্বরিত গমনে আসি দ্বারকানগরী।
বিস্ময় হয়েন পার্থ দ্বারাবতী হেরি॥
পূর্বরূপ শোভা কিছু না দেখেন আর।
শূন্যাকার পুরীখণ্ড দিবসে আঁধার॥
পুরীতে পুরুষ নাহি কেবল রমণী।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় সবে অনাথিনী॥
মনুষ্যের শব্দ নাহি দ্বারকানগরে।
কপোত পেচক শিবা চৌদিকে বিহারে॥
এত সব দেখি পার্থ হ'লেন চিন্তিত।
চক্ষুতে পড়য়ে জল প্রাণ বিচলিত॥
বসুদেব দৈবকী রোহিণী তিন জন।
প্রাণহীন জন যেন ভূমিতে শয়ন॥
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসেন অর্জুন বারতা।
শুষ্ক তনু সবার বদনে নাহি কথা॥
পুনঃপুনঃ পার্থবীর করেন জিজ্ঞাসা।
হরি বলে কান্দে সবে নাহি অন্য ভাষা॥
দারুক বলেন পার্থ কি কর ভাবনা।
প্রভুরে দেখিবে যদি চল সর্বজনা॥
পথ বিহরণে সবে যায় ধীরে ধীরে।
আসিয়া মিলিল সবে প্রভাসের তীরে॥
তথায় দেখিল যদুকুলের সংহার।
ভূমে গড়াগড়ি যায় অঙ্গ সবাকার॥
রামের শরীর দেখি প্রভাসের তীরে।
বিলাপ করেন পার্থ লুণ্ঠিত শরীরে॥
হায় যদুকুলপতি বীর হলধর।
মুষল লাঙ্গল কেন ভূমির উপর॥
ভারাবতরণ হেতু আসি ক্ষিতিতলে।
পৃথিবীর ভার হরি' যোগ আচরিলে॥
তবে ধনঞ্জয় যান বৃক্ষের তলায়।
প্রাণধন কৃষ্ণ-দেহ দেখেন তথায়॥
কৃষ্ণ-দেহ কোলে করি কান্দিছেন বীর।
পৃথিবী পূরিল তার নয়নের নীর॥

অর্জুনের বিলাপ।

হায় কৃষ্ণ প্রাণধন, বন্ধুরূপে নারায়ণ,
করুণা-সাগর অবতার।
পাণ্ডবের প্রাণধন, সব হৈল অকারণ,
তোমা বিনা দিবসে আঁধার॥
ধরণীর ভার হরি, ধর্মের স্থাপন করি,
বসুমতী করিলে তোষণ।
অনাথ পাণ্ডবগণে, কৃপা কৈলে নিজগুণে,
বন্ধুগণে করিলে পালন॥
আমি সখা প্রিয়তম, সারথ্য করিলে মম,
নাম হৈল অর্জুন-সারথি।
ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
দ্বারকানিবাসী যদুপতি॥
পূর্বে যে কহিলে তুমি, একআত্মা তুমি আমি,
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় নাহি ভেদ।
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজনে, ভেদ নাহি মম সনে,
অজ শিব জানে চারিবেদ॥

নিজ চন্দ্রানন বাণী, বিস্মরিলে যদুমণি,
ভ্রাতৃগণে না কর স্মরণ।
চারিবেদে গায় তোমা, গুণের নাহিক সীমা,
কৃপাসিন্ধু ভক্তের জীবন॥
অনাথ দুর্বল জনে, তুমি নাথ অনুক্ষণে,
বিষম সঙ্কটে কর পার।
যেই ভক্তজন হয়, চরণে শরণ লয়,
তিন লোক সম নয় তার॥
কৃপায় আপন গুণে, আমা ভাই পঞ্চজনে,
সঙ্কটে রাখিলে বারে বার।
অনাথ পাণ্ডবগণে, কি করিবে তোমা বিনে,
বন্ধুরূপে কে রাখিবে আর॥
রাজ্যধন বন্ধুজায়া, ত্যজিয়া সকল মায়া,
নিজস্থানে করিলে গমন।
এমত করিবে যদি, মো'সবার গুণনিধি,
না কহিলে কিসের কারণ॥

অর্জুনকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণাদির ঔর্দ্ধ্বদৈহিক কার্য সম্পাদন।

কৃষ্ণের শরীর পার্থ কোলেতে করিয়া।
বিলাপ করেন বহু কান্দিয়া কান্দিয়া॥
এতদিনে পাণ্ডবেরে বঞ্চিলেন বিধি।
কোন্ দোষে হারাইনু কৃষ্ণ গুণনিধি॥
এই দ্বারাবতী আমি পূর্বে আসিতাম।
আমারে পাইলে কত পাইতে বিশ্রাম॥
সখা সখা বলি মোরে করি সম্বোধন।
ভুজ প্রসারিয়া আসি দিতে আলিঙ্গন॥
ওহে প্রভু যদুনাথ নাহি শুন কেনে।
কোন্ দোষে দোষী হৈনু তোমার চরণে॥
তব প্রিয়সখা আমি সেই ধনঞ্জয়।
সখারে বিমুখ কেন হৈলে দয়াময়॥
একবার চাহ প্রভু মেলিয়া নয়ন।
সখা বলি করহ বারেক সম্বোধন॥
রত্ন-সিংহাসন ত্যজি ভূমিতে শয়নে।
চাঁদমুখ শুকাইল রবির কিরণে॥
কোন্ মুখে যাব আমি হস্তিনানগরে।
কি বলিব গিয়া আমি রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
হায় বিধি এতদিনে করিলে নিরাশ।
কোন্ দোষে হারাইনু বন্ধু শ্রীনিবাস॥
বিস্মরিলে সব কথা স্বীকার করিয়া।
সঙ্গে নিলে নিজ জনে পাণ্ডবে ত্যজিয়া॥
ভাগ্যবন্ত যদুকুল পুণ্য নাহি সীমা।
ইহলোকে পরলোকে পাইলেন তোমা॥
আমা সম হতভাগ্য পাপিষ্ঠ দুর্মতি।
কোন্ গুণে পাব সেই কৃষ্ণপদে মতি॥
শিরেতে হানিয়া ঘাত কান্দিয়া অধীর।
ভূমে গড়াগড়ি যান পার্থ মহাবীর॥
দারুক সারথি বোধ করায় অর্জুনে।
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক ত্যজ মনে॥
বিধি নীতি আছে যেই ক্ষত্রিয়ের কর্ম।
আপনি সবারে তুমি কর প্রেতকর্ম॥
পূর্বেতে আমারে কহিলেন গদাধর।
সবা হৈতে বড় প্রিয় পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
যোগ আচরিয়া পাছে পাইবে আমারে।
এই কথা দারুক কহিবে পাণ্ডবেরে॥
সেকারণে এই কর্ম হয়ত বিহিত।
সবার সৎকার কর্ম করিতে উচিত॥
এমত সান্ত্বনা করে দারুক অর্জুনে।
সৎকার করিতে পার্থ করিলেন মনে॥
চন্দনের কাষ্ঠ তথা আনি রাশি রাশি।
জ্বালিলেন চিতা অগ্নি গগন পরশি॥
দৈবকী রোহিণী বাসুদেবের সহিত।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিল হরষিত॥
রেবতী রামের সঙ্গে পশি হুতাশন।
অগ্নিকার্য সবাকার করেন অর্জুন॥
সবাকার অগ্নিকার্য করি সমাপন।
বিধিমতে করিলেন শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥

দস্যুগণ কর্তৃক যদু-স্ত্রীদের হরণ।

দারুক পুনশ্চ কহে অর্জুনের প্রতি।
অর্জুন বন্ধুর কর্ম করহ সম্প্রতি॥

স্ত্রীগণ লইয়া যাও হস্তিনানগরে।
প্রভুর রমণীগণ বিদিত সংসারে॥
তোমা বিনা কার শক্তি রক্ষিবারে পারে।
সমুদ্র গ্রাসিবে এই দ্বারকানগরে॥
আজ্ঞা কর আমি বনে যাই মহাশয়।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ধনঞ্জয়॥
কৃষ্ণের রমণীগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন হস্তিনাপথে পার্থ মহামতি॥
দ্বারকা গ্রাসিল আসি সমুদ্রের জল।
প্রভুর মন্দির মাত্র জাগয়ে কেবল॥
একশত পঞ্চ বর্ষ শ্রীমধুসূদন।
মর্ত্যপুরে নিবসেন দ্বারকা-ভুবন॥
স্ত্রীগণ লইয়া পার্থ করেন গমন।
হাতে ধরি গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন॥
হেনকালে দস্যুগণ আছিল কোথায়।
কৃষ্ণের রমণীগণে দেখিবারে পায়॥
একত্র হইয়া যুক্তি করে সর্বজন।
কৃষ্ণের রমণীগণে হরিব এখন॥
পার্থে আগুলিল আর যতেক রমণী।
হাতে ধরি স্ত্রীগণেরে করে টানাটানি॥
দেখিয়া কুপিত অতি বীর ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব ধরেন বীর ক্রোধে অতিশয়॥
মহাভার হৈল ধনু তুলিতে না পারি।
কত কষ্টে গুণ দেন বহু শক্তি করি॥
টানিতে না পারি ধনু আকর্ণ পূরিয়া।
কিছু অল্প টানি বাণ দিলেন ছাড়িয়া॥
মহাকোপে এড়িল সে বজ্র সম বাণ।
দস্যু অঙ্গে ঠেকি পড়ে তৃণের সমান॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বিন্ধে প্রাণপণে।
ছাট দিয়া অস্ত্র ব্যর্থ করে দস্যুগণে॥
যত বিদ্যা পাইলেক দ্রোণ-গুরুস্থানে।
যত বিদ্যা পাইলেক অমর ভুবনে॥
এ তিন ভুবনে যারে মানে পরাজয়।
দস্যুসহ রণে সর্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয়॥
ব্রহ্ম অস্ত্র অর্জুনের হ'ল পাসরণ।
বিস্ময় মানিয়া চিন্তিলেন মনে মন॥

গাণ্ডীব ধনুক বীর ধরি দুই করে।
প্রহার করেন দস্যুগণের উপরে॥
ইতর মনুষ্য হেন করে ধরি বাড়ি।
দস্যুগণে অর্জুনে করেন তাড়াতাড়ি॥
দস্যুগণ অর্জুনেরে পরাজিয়া রণে।
স্ত্রীগণে লইতে যায় স্বচ্ছন্দগমনে॥
দস্যুগণ পরশে প্রভুর নারীগণ।
পাষাণ পুত্তলী হৈল ত্যজিয়া জীবন॥
পরাজয় পেয়ে পার্থ পরম চিন্তিত।
কান্দিতে কান্দিতে যান্ পরম দুঃখিত॥
বদরিকাশ্রমে গিয়া ব্যাসের নিকটে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করেন করপুটে॥
অর্জুনেরে মলিন দেখিয়া অতিশয়।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে ব্যাস মহাশয়॥
কি হেতু হইলে দুঃখী কুন্তীর নন্দন।
আজি কেন দেখি তব মলিন বদন॥
কান্দিয়া কহেন পার্থ মহাধনুর্ধর।
কি কহিব মুনি সব তোমাতে গোচর॥
এতদিনে পাণ্ডবের বিধি হৈল বাম।
গোলোকনিবাসী হইলেন কৃষ্ণরাম॥
যাঁর অনুগ্রহে আমি বিজয়ী সংসারে।
হেলায় গাণ্ডীব ধনু ধরি বাম করে॥
যম সম বৈরী হ'লে না করিনু ভয়।
পরাক্রমে করিলাম তিনলোক জয়॥
সেই তূণ সেই ধনু সেই ধনঞ্জয়।
সকলি নিষ্ফল হৈল শুন মহাশয়॥
দস্যুগণ আসি মোরে পরাজিল রণে।
কৃষ্ণের স্ত্রীগণে কাড়ি নিল মম স্থানে॥
প্রভু বিনা এই গতি হইল এখন।
এ পাপ জীবনে মম কোন্ প্রয়োজন॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন সঘনে বহে শ্বাস।
অর্জুনেরে আশ্বাসিয়া কহেন শ্রীব্যাস॥
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক পরিহর।
আমি যাহা কহি তাহা শুন বীরবর॥
যা কহিলে ধনঞ্জয় সব আমি জানি।
বল বুদ্ধি পরাক্রম সব চক্রপাণি॥

অনাদি পুরুষ তিনি ব্রহ্ম সনাতন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি সেই নারায়ণ॥
নির্লেপ নির্গুণ নিরঞ্জন সবাকার।
অক্ষয় অব্যয় তিনি অনন্ত আকার॥
জল স্থল শূন্য তিনি সকল সংসার।
সর্বভূতে আত্মারূপে নিবাস তাঁহার॥
আত্মপর নাহি তাঁর সর্ব সম জ্ঞান।
কীট পক্ষী মনুষ্যাদি সকলি সমান॥
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি পঞ্চানন।
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য তিনি পবন শমন॥
চরাচর সর্বভূতে বিশ্বে সেইজন।
পরমাত্মারূপে সেই ব্রহ্ম সনাতন॥
কে জানিতে পারে সেই প্রভুর মহিমা।
চারিবেদে কিঞ্চিৎ না পান যাঁর সীমা॥
শতকোটি কল্প যোগী নাহি পায় ধ্যানে।
তবু নাহি পায় সেই প্রভু দরশনে॥
কত পুণ্যফলে পেলে সে হেন বান্ধব।
কৃষ্ণ বিনা অন্য নাহি জান তুমি সব॥
ভক্তের অধীন সেই প্রভু নারায়ণ।
ভক্তিযোগে পাই সেই প্রভু দরশন॥
ত্যজিয়া মনের ধন্ধ ভজ গিয়া তাঁহে।
ভক্তিবশে ভকতের দূর হরি নহে॥
অচিরে অর্জুন সেই কৃষ্ণকে পাইবে।
প্রিয় মনে স্মরণেতে সতত চিন্তিবে॥
নিকটে থাকিলে তাঁরে যত ভক্তি ধরে।
দশ কোটি ভক্তি হয় থাকিলে অন্তরে॥
জানিয়া অর্জুন তুমি স্থির কর মন।
চলহ আপন গৃহে জানিয়া কারণ॥
না ভাবিহ চিত্তে দুঃখ যাহ নিজ ঘরে।
ভোগ অভিলাষ ত্যজি ভজহ কৃষ্ণেরে॥
এত বলি অর্জুনেরে দিলেন বিদায়।
প্রণমিয়া ধনঞ্জয় যান হস্তিনায়॥

অর্জুন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট যদুবংশ ধ্বংস কীর্তন।

শ্রীজনমেজয় কহে শুন তপোধন।
অতঃপর কি হইল কহ বিবরণ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভাই কৃষ্ণের বিয়োগে।
কিমতে ধরিল প্রাণ এত বড় শোকে॥
মুনি বলে শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
অনন্তরে কহি পিতামহের কাহিনী॥
বসিলেন ধর্মরাজ রত্ন-সিংহাসনে।
শিরেতে ধরিল ছত্র পবন-নন্দনে॥
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয়।
পাত্র মিত্র যতেক চৌদিকে বেড়ি রয়॥
সভায় বসিয়া রাজা ধর্ম অবতার।
পুলকে সবারে ল'য়ে করেন বিচার॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি বিপরীত।
দিবসেতে শিবাগণ ডাকে চারিভিত॥
অন্তরীক্ষে গৃধ্রপক্ষী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
বিপরীত শব্দ করি ঘন ডাকে কাকে॥
বিনা মেঘে ঘোর ডাকে ভীষণ গর্জন।
বিপরীত বাত বহে ভস্ম বরিষণ॥
প্রলয় প্রবল যেন অগ্নি বরিষণ।
ঘোরতর শব্দে ডাকে পশুপক্ষীগণ॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত ধর্মের নন্দন।
চিন্তাযুক্ত হ'য়ে মনে করেন ভাবন॥
না জানি কি হেতু হয় এত অমঙ্গল।
মন স্থির নহে মম হৃদয় বিকল॥
দ্বারকানগরে গেল পার্থ মহারথা।
তার ভদ্রাভদ্র কিছু না পাই বারতা॥
কি কারণে আজি মম আকুল পরাণ।
বাম আঁখি নাচে এই বড় অকল্যাণ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির করেন ভাবন।
বিষাদ ভাবেন রাজা চিন্তাকুল মন॥
হেথায় অর্জুন হ'য়ে আচ্ছন্ন শোকেতে।
হস্তিনায় চলিলেন দ্বারকা হইতে॥
গাণ্ডীব ধরিতে নাহি হইলেন ক্ষম।
কৃষ্ণের সহিত গেল বীরত্ব বিক্রম॥

রথেতে গাণ্ডীব রাখি বীর ধনঞ্জয়।
পদব্রজে চলিলেন অতি দীন প্রায়॥
দূরে দেখি ধর্ম জিজ্ঞাসেন বৃকোদরে।
হের দেখ পার্থ বুঝি আসিছেন দূরে॥
কি হেতু এতেক ধীরে চলে রথবর।
বিষাদ গমন হেন বুঝি যে অন্তর॥
অর্জুনেরে দেখি আজ বড়ই মলিন।
কৃষ্ণবর্ণ শুষ্কমুখ যেন অতি দীন॥
কতবার যায় পার্থ দ্বারকাভুবন।
আনন্দসাগরে ভাসি আসে নিকেতন॥
আজি কেন অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
কলহ করিল বুঝি কাহার সহিত॥
কিম্বা কোন অপরাধ কৈল প্রভু স্থানে।
সেই দোষে কৃষ্ণ কি করিল ভর্ৎসনে॥
তাঁহার বর্জিত হলে কে ধরিবে দেহ।
কি করিব রাজ্য ধন কি করিব গেহ॥
এইমতে যুধিষ্ঠির করেন চিন্তন।
নিকটে আইল পার্থ ইন্দ্রের নন্দন॥
চিত্র-পুত্তলিকা প্রায় মুখে নাহি বোল।
ধরণীতে পড়িয়া হইলেন বিহ্বল॥
হা কৃষ্ণ বলিয়া বীর লোটায় ধরণী।
অর্জুনের নেত্রজলে ভাসিছে অবনী॥
রাজা জিজ্ঞাসেন কহ কুশল সংবাদ।
পাণ্ডবের তরে কিবা হইল প্রমাদ॥
কি দোষ করিলে তুমি কৃষ্ণের চরণে।
গোবিন্দ বর্জিত কি হইলে এতদিনে॥
জগতের হর্তা কর্তা দেব নারায়ণ।
এক লোমকূপে তাঁর বৈসে কতজন॥
কত শিব ইন্দ্র যাঁর এক লোমকূপ।
তাঁহার সম্ভাষা তুমি করিলে কিরূপ॥
চারিভিতে চারিভাই মলিন বদন।
ধূলায় লোটায় বীর ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জুন কহেন রাজা কি কহিব আর।
এতদিনে কৃষ্ণহীন হইল সংসার॥
পাণ্ডবের বন্ধুরূপী সেই নারায়ণ।
তাহাতে বর্জিত হলে শুনহ রাজন্॥
ব্রহ্মশাপে যদুবংশ সব হৈল ক্ষয়।
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করি সবে করিল প্রলয়॥
পরস্পর যুদ্ধ করি হইল সংহার।
একজন যদুকুলে কেহ নাহি আর॥
যোগে তনু ত্যজিলেন রেবতীরমণ।
নিম্ব-বৃক্ষে আরূঢ় ছিলেন নারায়ণ॥
এক ব্যাধ আসি বাণে বিন্ধিল চরণ।
তাহে তনু ত্যজিলেন শ্রীমধুসূদন॥
কি করিব রাজ্য ধন কি কাজ জীবনে।
সকলে নিরাশ হৈল গোবিন্দ বিহনে॥
গাণ্ডীব ধরিতে মম শক্তি নাহি আর।
দশদিক্ শূন্য দেখি সকলি আঁধার॥
মুষলপর্বের কথা অপূর্ব ঘটন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

অর্জুনের বাক্য শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
পড়িলেন ধরণী উপর।
ভীমসেন মাদ্রীসুত, ভদ্রা কৃষ্ণা পরীক্ষিত,
লোটাইয়া ধূলায় ধূসর॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
পার্থরূপ পক্ষীর জীবন।
বিবিধ সঙ্কট ঘোরে, রক্ষা কৈলে বারে বারে,
কুরুক্ষেত্র আদি মহারণ॥
পূর্বেতে পাশায় জিনি, সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী,
ধরিয়া আনিল দুর্যোধন।
বিবস্ত্রা করিতে তারে, দুষ্ট দুঃশাসন ধরে,
বস্ত্র ধরি টানে ঘন ঘন॥
পঞ্চস্বামী বিদ্যমান, কিছু না দেখিয়া ত্রাণ,
ডাকিল তোমার নাম ধরি।
অনাথের নাথ তুমি, তখনি জানিনু আমি,
রক্ষা কৈলে দ্রুপদ-কুমারী॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, আইল দুর্বাসা ঋষি,
ঘোরতর অরণ্য ভিতর।
সে সমুদ্র পাণ্ডুসুতে, ফেলাইল কুরুনাথে,
তাহাতে রাখিল দামোদর॥

কৃপাসিন্ধু অবতার, সঙ্কটে করিলে পার
বন্ধুরূপে পাণ্ডুর নন্দনে।
পুনঃ আমি শোকান্তরে, অরণ্যে যাবার তরে,
সত্য চিন্তিলাম নিজমনে॥
প্রবোধিয়া বিধিমতে, আমারে রাখিলে তাতে,
বুঝাইয়া অশেষ প্রকার।
হায় দুঃখ বিমোচন, পাণ্ডবের প্রাণধন,
তোমা বিনা কে আছে আমার॥
যুধিষ্ঠির নৃপবর, ধনঞ্জয় বৃকোদর,
সহ দুই মাদ্রীর নন্দন।
শোকসিন্ধু মধ্যে পড়ি, ধরণীতে গড়াগড়ি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে ঘনে ঘন॥

দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান।

রাজা কন ভাই সব কি ভাবহ আর।
ব্রাহ্মণে আনিয়া দেহ সকল ভাণ্ডার॥
কৃষ্ণ বিনা গৃহবাসে নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণের উদ্দেশে যাব নিশ্চয় বচন॥
সকল সম্পদ মম সেই জগৎপতি।
তাঁহা বিনা তিলেক উচিত নহে স্থিতি॥
যথায় পাইব দেখা শ্রীনন্দ-নন্দনে।
কৃষ্ণ অনুসারে আমি যাইব আপনে॥
বুঝিয়া রাজার মন ভাই চারিজন।
করপুট হইয়া করেন নিবেদন॥
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি।
তুমি যেই পথে যাবে সেই পথে পথি॥
তোমা বিনে কে আর করিবে কোন কাজ।
কৃপায় সংহতি করি লহ ধর্মরাজ॥
আজন্ম তোমার পায়ে নহে বিচলিত।
আমা সবা ত্যজিবারে নহেত উচিত॥
এত শুনি আশ্বাসেন ধর্ম নরপতি।
প্রণমিয়া করপুটে কহেন পার্ষতী॥
আমি ধর্মপত্নী তব ভাই পঞ্চজনে।
আমারে ছাড়িয়া সবে যাইবে কেমনে॥
তোমা সবা সঙ্গে আমি যাইব নিশ্চয়।
অনুগত জনেরে না ত্যজে কৃপাময়॥
শুনি আশ্বাসেন তবে ধর্মের নন্দন।
দ্রুপদনন্দিনী হৈল হরষিত মন॥
নানা রত্ন সবারে বিলান অপ্রমিত।
মথুরানগরে দূত পাঠান ত্বরিত॥
উষা অনিরুদ্ধ-সুত বজ্র নাম ধর।
যদুবংশ শেষ মাত্র তিনি একেশ্বর॥
সত্বরে এলেন তিনি হস্তিনানগরে।
ধর্মের সংবাদ জানি ছিল বজ্রবীরে॥
যুধিষ্ঠির আশয় বুঝিয়া বজ্রবীর।
সত্বরে আইল যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
বজ্রবীরে পেয়ে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
আলিঙ্গন করি হৈল আনন্দ অপার॥
ইন্দ্রপ্রস্থপাটে তারে অভিষেক করি।
ছত্রদণ্ড অর্পিলেন ধর্ম অধিকারী॥
তাহারে কহেন তবে ধর্ম নৃপবর।
কৃষ্ণের প্রপৌত্র তুমি বৃষ্ণিবংশধর॥
এই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি কর অধিকার।
হস্তিনাতে পরীক্ষিত পাবে রাজ্যভার॥
তোমার প্রপিতামহ শ্রীমধুসূদন।
করিলেন বন্ধুরূপে আমার পালন॥
এত কহি যুধিষ্ঠির সত্বর হইয়া।
বজ্র-হস্তে ইন্দ্রপ্রস্থ দেন সমর্পিয়া॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হস্তিনাভুবনে।
পরীক্ষিতে বসায়েন রাজ-সিংহাসনে॥
পঞ্চ তীর্থ জল আনি করি অভিষেক।
সমর্পিল পাত্র মিত্র অমাত্য যতেক॥
চতুর্দিকে ঘন ঘন হয় হরিধ্বনি।
হস্তিনায় পরীক্ষিত হৈল নৃপমণি॥
শুভক্ষণ করিয়া পাণ্ডব পঞ্চবীর।
পাঞ্চালনন্দিনী সঙ্গে হলেন বাহির॥
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
বিদায় দিলেন যত বন্ধু বান্ধবেরে॥
কৃপাচার্য গুরুপদে প্রণাম করিয়া।
ধৌম্য পুরোহিত স্থানে বিদায় হইয়া॥
চলিল পাণ্ডব সহ দ্রুপদনন্দিনী।
হৃদয়ে ভাবিয়া সেই দেবচক্রপাণি॥

চতুর্দিকে লোক সব করে হাহাকার।
নাগরিক পুরবাসী যত পরিবার॥
হাহাকার করিয়া ডাকয়ে ঘনে ঘন।
কোথা যাও পঞ্চভাই পাণ্ডুর নন্দন॥
রমণী পুরুষ সব ধায় রড়ারড়ি।
চতুর্দিকে কান্দে লোকে পাণ্ডবেরে বেড়ি॥
ধর্ম বলিলেন শুন আমার বচন।
শোক না করহ সবে যাহ নিকেতন॥
এই পরীক্ষিত হৈল রাজ্যেতে রাজন্।
আমা সম তোমা সবে করিবে পালন॥
মোর বাক্য অন্যথা না কর সর্বজন।
নিজ নিজালয়ে সবে করহ গমন॥
সংসার অসার সার নন্দের নন্দন।
মনেতে চিন্তহ সেই কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ কর সার।
ভেবে দেখ কৃষ্ণ বিনা গতি নাহি আর॥
কি বলিব কৃষ্ণগুণ কি দিব মহিমা।
চতুর্বেদে ব্যাস মুনি দিতে নারে সীমা॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ নাম বলে যেইজন।
অক্লেশে বৈকুণ্ঠে যায় ব্যাসের বচন॥
পরকালে বন্ধু তেঁই নন্দের নন্দন।
তেঁই বিনা বন্ধু আর নাহি কোনজন॥
সদা কৃষ্ণপদে মতি রাখে যেইজন।
অনায়াসে তরি যায় এ ভব বন্ধন॥
এইরূপে প্রবোধ করিয়া বহুতর।
দ্রৌপদী সহিত চলে পঞ্চ সহোদর॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।
এতদূরে মুষলপর্ব হৈল সমাধান॥

মুষলপর্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

স্বর্গারোহণপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পাণ্ডবগণের মেঘনাদ পর্বতারোহণ।

জন্মেজয় বলে মোরে কহ তপোধন।
কোন পথে স্বর্গে গেল পিতামহগণ॥
কোন্ কোন্ পর্বতে পড়িল কোন্ বীর।
কিরূপে সকায় স্বর্গে গেল যুধিষ্ঠির॥
মুনি বলে শুন রাজা শ্রীজনমেজয়।
ধৌম্যেরে বিদায় দিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
পুণ্য ভাগীরথী-জলে করি স্নানদান।
সূর্য অর্ঘ দিলেন হইয়া সাবধান॥
গঙ্গা-মৃত্তিকায় অঙ্গ করিয়া ভূষিত।
শুক্লবস্ত্র পরিধান উত্তরী সহিত॥
হরি স্মরি করিলেন গঙ্গাজল পান।
শুচি হ'য়ে স্বর্গপথে করেন প্রয়াণ॥
বহু বন পার হ'য়ে অনেক পর্বত।
দিবানিশি যান হরি চিন্তি অবিরত॥
কত শত মুনি ঋষি দেখি নানা স্থানে।
মেঘনাদ পর্বতে গেলেন কতদিনে॥
পরম সুন্দর গিরি সুরপুরী সম।
অনেক তপস্বী ঋষি মুনির আশ্রম॥
পর্বতে উঠিয়া রাজা দেখে জম্বুদ্বীপ।
ভয়ঙ্কর নদ নদী দেখেন সমীপ॥
অনেক তপস্বী ঋষি আছে গিরিবরে।
পর্বত গহ্বরে কেহ বৃক্ষের কোটরে॥
কেহ তরঙ্গিণী তীরে কেহ গঙ্গাতারে।
নিরাহার ফলাহার পবন আহারে॥
তাম্রজটা গলে পাটা তেজে গ্রহরাজ।
তপ জপ সাধে নিত্য আপনার কাজ॥
মেঘবর্ণ মেঘনাদ গিরি মনোহর।
দ্বিতীয় সুমেরু সম সুন্দর শিখর॥
অতিশয় উজ্জ্বল পর্বত সুশোভন।
দানব ঈশ্বর নাম বৈসে পঞ্চানন॥
দানব নৃপতি দেখে দানব রক্ষক।
পঞ্চজনে দেখে যেন জ্বলন্ত পাবক॥
মনুষ্য আইল দেশে এ সব দেখিয়া।
রাজার সাক্ষাতে সবে জানাইল গিয়া॥
পঞ্চজন নর আসে একজন নারী।
তব যোগ্য হয় রাজা পরম সুন্দরী॥
আইসে লইতে রাজ্য হেন লয় চিতে।
শুনি মেঘনাদ দৈত্য সাজিল ত্বরিতে॥
সৈন্যের সহিত সাজি আইল বাহির।
তিন লক্ষ কিরাত ধনুকে যুড়ি তীর॥
কেহ গদা ধরে কেহ মুষল মুদ্গর।
বাম হাতে ধনুক দক্ষিণ হাতে শর॥
যেই পথে পঞ্চ ভাই আইসে পাণ্ডব।
সেই পথ আগুলিয়া রহিল দানব॥
অন্ধকার করিলেক বাণ বরিষণে।
দেবতা বরিষে যেন আষাঢ় শ্রাবণে॥
নানা বাণবৃষ্টি করে প্রচণ্ড কিরাত।
পবন রুধিল নাহি দেখি দিননাথ॥
মহা সিংহনাদ করে শব্দ বিপরীত।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ হলেন বিস্মিত॥

মেঘনাদ দৈত্য জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে।
কে তোমরা পঞ্চজন যাবে কোথাকারে॥
যুধিষ্ঠির বলে শুন দানব প্রধান।
চন্দ্রবংশে সমুদ্ভব পাণ্ডুর নন্দন॥
ভ্রাতৃভেদে বংশ মম হইল সংহার।
অতএব স্বর্গপথে করি আগুসার॥
আশীর্বাদ কর রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমার প্রসাদে দেখি প্রভু ভগবান॥
তবে মেঘনাদ বলে শুন যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ কর পঞ্চ ভাই না হও অস্থির॥
যুদ্ধ নাহি দিয়া যদি করিবে গমন।
যাইতে নারিবে স্বর্গে শুনহ রাজন্॥
আমার সহিত যুদ্ধে যদি পাও প্রাণ।
তবে স্বর্গপুরে তুমি করিবে প্রয়াণ॥
পৃথিবীতে শুনিয়াছি সোমবংশ হ'তে।
নিক্ষত্রা হইল পৃথ্বী ভীমার্জুন হাতে॥
তিন কোটি কিরাত দানব তিন কোটি।
ভীমার্জুন কর দেখি যুদ্ধে পরিপাটি॥
দানবের বচনেতে হৈল মনে দুঃখ।
পঞ্চ ভাই যান করি উত্তরেতে মুখ॥
দেখিয়া পাণ্ডবগণ করিল প্রয়াণ।
কুপিয়া দানব হৈল অগ্নির সমান॥
হাতে অস্ত্র করি বেড়ে সবে চতুর্ভিত।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী হ'ল চমকিত॥
মেঘনাদ দৈত্য বলে যাক্ পঞ্চ ভাই।
ইহা সবাকার ভার্যা আন মোর ঠাঁই॥
এত শুনি ধর্মরাজ কিছু না বলিল।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ ধরিয়া লইল॥
দেখি বৃকোদর ধর্মে বলে ডাক দিয়া।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ লইল ধরিয়া॥
শুনিয়া চাহেন রাজা পাঞ্চালীর ভিতে।
ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর নারিল সহিতে॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃতযোগে বাড়ে।
অশেষ প্রকারে দৈত্যগণে গালি পাড়ে॥
গদা নাহি শালবৃক্ষ দেখি বিদ্যমান।
উপাড়িল বৃক্ষবর দিয়া এক টান॥
নাড়া দিয়া পাতা ঝাড়ি হাতে নিল ডাল।
ক্রোধ করি যায় বীর যেন মহাকাল॥
প্রহার করিয়া বৃক্ষ ডালে হান্ হান্।
দেখি মেঘনাদ দৈত্য হৈল কম্পমান॥
ভীম বলে শুনরে কিরাত দৈত্যগণ।
দ্রৌপদীরে ছাড় যদি পাইবে জীবন॥
ইহা বলি প্রহারিল দৈত্যের উপর।
অসংখ্য কিরাত দৈত্য গেল যমঘর॥
অবশেষে পলাইল লইয়া জীবন।
মস্তক ভাঙ্গিল কার ভাঙ্গিল দশন॥
খেদাড়িয়া যায় বীর দানব কিঙ্করে।
মুণ্ডে মুণ্ডে ঢুসাইয়া মারে কত বীরে॥
দেখি মেঘনাদ বলে মনে ভয় পেয়ে।
তুমি রাজ্য কর ইথে নরপতি হ'য়ে॥
প্রাণরক্ষা কর হের লহ তব নারী।
এত বলি দৈত্যপতি পরিহার করি॥
দেখি চিত্তে ক্ষমা দিল বীর বৃকোদর।
দ্রৌপদীরে ল'য়ে গেল ধর্মের গোচর॥
তুষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠির ভীমে দেন কোল।
স্বর্গপথে যান্ রাজা মুখে হরিবোল॥

পাণ্ডবগণের কেদার পর্বতারোহণ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলেন উত্তর মুখে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
দানব ঈশ্বর শিব রচিত স্ববর্ণে।
নানা ধাতু বিদ্যমান শোভে প্রতিবর্ণে॥
মস্তকে শোভিত মণি মুকুতার পাঁতি।
অন্ধকারে দীপ্ত করে যেন দিনপতি॥
দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল।
হংস চক্রবাক শোভে প্রফুল্ল কমল॥
তাহা দেখি পঞ্চভাই জলেতে নামিয়া।
করেন তর্পণ স্নান পিতৃ উদ্দেশিয়া॥
স্নান করি কুণ্ড হ'তে উঠে ছয় জন।
দানব ঈশ্বরে আসি করিল পূজন॥
ভোলানাথে প্রণমিয়া করি জলপান।
উত্তরমুখেতে পুনঃ করেন প্রয়াণ॥

পর্বত কেদার তবে করি আরোহণ।
বড় সুখ পাইলেন দেখি উপবন॥
কেদার পর্বত সেই অতি সুশোভন।
যাহাতে শুনেন কর্ণে স্বর্গের বাজন॥
পর্বতে উঠিয়া ভাবিছেন হৃষীকেশ।
পৃথিবী চাহিয়া রাজা না পান উদ্দেশ॥
অতিশয় উচ্চ গিরি বড় ভয়ঙ্কর।
লক্ষ গজ পরিমাণ বিস্তার উপর॥
পর্বতের চারিপাশে শোভে নানা বৃক্ষ।
কিন্নর গন্ধর্ব কন্যা আছে লক্ষ লক্ষ॥
জিনিয়া সাবিত্রী সতী সুন্দরী কামিনী।
ভ্রমর গুঞ্জরে যেন প্রফুল্ল পদ্মিনী॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি মোহে নারীগণ।
কহিতে লাগিল সবে মধুর বচন॥
কোথা হ'তে আগমন যাবে কোথাকারে।
কিবা নাম কোন বর্ণ কহিবে আমারে॥
ধর্ম বলিলেন চন্দ্রবংশেতে উৎপত্তি।
যুধিষ্ঠির নাম মম পাণ্ডুর সন্ততি॥
জ্ঞাতিবধ পাতকে অস্থির মম মন।
স্বর্গে যাব কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন যেমন॥
এত শুনি পুনরপি বলে কন্যাগণ।
পৃথিবী ছাড়িয়া যদি আইলে রাজন্॥
কি হেতু পাইয়া দুঃখ যাহ সুরপুর।
এই দেশে থাক হ'য়ে রাজ্যের ঠাকুর॥
দেখহ আমার পুরী পরম সুন্দর।
শোক রোগ জরা ব্যাধি নাহি নৃপবর॥
চন্দ্র সূর্য জিনি শোভা আবাস উদ্যান।
কিন্নর নগরে রাজা হও মতিমান॥
তিন লক্ষ কন্যা মোরা হব তব দাসী।
করিব চামর সেবা চারি পাশে বসি॥
কত কাল এই দেশে স্বর্গভোগ কর।
আমরা ভেটাব ল'য়ে প্রভু গদাধর॥
এত শুনি ধর্মরাজ বলেন তখন।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় যাই অমরভুবন॥
বান্ধব কুটুম্ব জ্ঞাতি বধিনু বিস্তর।
সে পাপ নাশিতে যাই বিষ্ণুর গোচর॥
তাঁর দরশন বিনা রহিতে না পারি।
অতএব স্বর্গে যাই দেখিতে মুরারি॥
করিলাম সঙ্কল্প যাবৎ প্রাণ থাকে।
না করিব রাজ্যভোগ যাব স্বর্গলোকে॥
শুনি কন্যাগণ পুনঃ কহে যুধিষ্ঠিরে।
কেমনে যাইবে স্বর্গে মানব শরীরে॥
মনুষ্য-দুর্গম স্বর্গ শুন নরপতি।
শরীর ত্যজিয়া সে গেলেন যদুপতি॥
এই দেশে গঙ্গাতীরে থাকি কত কাল।
দেবদেহ পেয়ে স্বর্গে যাবে মহীপাল॥
আমা সবাকার সঙ্গে হাস্য-রঙ্গরসে।
কতক দিবস কাল কাট অনায়াসে॥
রাজা বলিলেন যে তোমরা মাতৃসম।
তোমা সবাকার মায়া বুঝি বা অগম্য॥
কুন্তী মাদ্রী হ'তে তোমা সবে গুরুতর।
আশীর্বাদ দেহ মাতা পাই গদাধর॥
নিষ্ঠুর শুনিয়া নিবর্তিল কন্যাগণ।
চলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন॥
পর্বতে দেখেন বীর অতি মনোহর।
বিরাজিত অর্ধ অঙ্গ শঙ্করী শঙ্কর॥
নানা রত্ন বিভূষিতা আসন গম্ভীরা।
অন্ধকার আলো করে যেন চন্দ্র তারা॥
তাহে বিরচিত রথ ত্রিভুবন সার।
স্ফটিক সমান শুভ্র চন্দ্রের আকার॥
কুণ্ডে নামি স্নানদান করি ছয়জন।
দুই কুল কৌরবের করেন তর্পণ॥
স্নান করি তিনবার প্রদক্ষিণ কৈল।
মণিময় মহেশে দেখিয়া তুষ্ট হৈল॥
বিমল ঈশ্বর শিব সাক্ষাতে দেখিয়া।
প্রণাম করেন সবে অঙ্গ লোটাইয়া॥
অর্ধচন্দ্র শোভা করে শিবের মস্তকে।
তবে রাজা বিধিমতে পূজেন তাঁহাকে॥
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর।
ভূতনাথ ভূতাধীশ তুমি ভূতেশ্বর॥
কৃত্তিবাস কালীকান্ত দেহ এই বর।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর॥

বর মাগি ছয়জন চলে তথা হতে।
পর্বত কেদার পার হৈল মহা শীতে ॥
যাইতে উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন।
দুই জলাশয় দেখিলেন সুশোভন ॥
ধর্মের নির্মাণ তাতে প্রফুল্ল কমল।
হংস চক্রবাক ক্রীড়া করয়ে সকল ॥
অপ্সরী কিন্নরীগণ নৃত্যগীত করে।
মুনিগণ তপ করে তার চারি তীরে ॥
ভ্রমর ঝঙ্কার আর কোকিলের গান।
দেখি আনন্দিত সবে মনোহর স্থান ॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তার তীরে।
জল হেতু ভীমেরে পাঠান সরোবরে ॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
তাঁহার আজ্ঞায় রচে কাশীরাম দাস ॥

ধর্ম কর্তৃক ছলনা।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
উত্তরমুখেতে যান পাণ্ডুর তনয় ॥
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আইসে স্বর্গপথে।
সমাচার জানি ধর্ম আসিল ছলিতে ॥
জলচর পক্ষী হয়ে রহে সরোবরে।
বসিলেন যুধিষ্ঠির পর্বত উপরে ॥
পথশ্রমে তৃষ্ণাযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
জল হেতু চলিলেন বৃকোদর বীর ॥
আজ্ঞা পেয়ে সরোবরে গেল বৃকোদর।
তারে দেখি বলে তবে পক্ষী জলচর ॥
কি বার্তা কি আশ্চর্য কিবা সার বর্ত্ম।
কেবা সদা সুখে থাকে কহ চারি তত্ত্ব ॥
পক্ষীর বচন ভীম না শুনিল কাণে।
শিলারূপ হৈল ভীম সলিল স্পর্শনে ॥
এইরূপ অর্জুন নকুল সহদেবে।
প্রশ্ন না কহিতে পারি শিলা হয় সবে ॥
তদন্তরে যাজ্ঞসেনী দেবী যদি গেল।
জলের পরশমাত্র শিলারূপ হৈল ॥
অবশেষে আপনি চলেন ধর্মভূপ।
তারে ধর্ম জিজ্ঞাসেন মায়া পক্ষীরূপ ॥
কি বার্তা আশ্চর্য পথ কেবা সদা সুখী।
জল খাবে পাছে আগে তত্ত্ব কহ দেখি ॥
ধর্ম বলিলেন বার্তা এই আমি জানি।
মাস বর্ষ রূপে কাল পাক করে প্রাণী ॥
দিনে দিনে যমালয় যায় জীবগণ।
শেষের জীবন আশা আশ্চর্য লক্ষণ ॥
শ্রুতি স্মৃতি আগম অশেষ ধর্মপথ।
সেই পথ সার যেই সজ্জনের মত ॥
ফল মূল শাক যেবা খায় দিবা শেষে।
অপ্রবাসী অঋণী সে সদা সুখে বৈসে ॥
এই চারি তত্ত্ব আমি জানি মহাশয়।
শুনিয়া সন্তুষ্ট ধর্ম দেন পরিচয় ॥
চমৎকার হ'য়ে রাজা পড়িলেন পায়।
ভাইগণে উদ্ধারিয়া আনন্দিত কায় ॥
আশীর্বাদ করি ধর্ম বলিলেন তবে।
সর্ব ধর্ম শ্রেষ্ঠ তুমি একা স্বর্গে যাবে ॥
আর সব জন পথে পড়িবে নিশ্চয়।
এত বলি অন্তর্ধান ধর্ম মহাশয় ॥

মেঘবর্ণ পর্বতে পাণ্ডবগণের গমন।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
গেলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুর তনয় ॥
মেঘবর্ণ নামে গিরি অতি ভয়ঙ্কর।
আরোহিল পাণ্ডুপুত্র তাহার উপর ॥
ছত্রিশ যোজন যেই পর্বত প্রসর।
অতি অনুপম সেই সুমেরু শিখর ॥
তথায় থাকিয়া মেঘ বর্ষে চারিমাস।
নানা শব্দে কোলাহল শুনিতে তরাস ॥
সেই ত পর্বত রক্ষা করে দেবগণ।
পূর্ণচন্দ্র সদা তথা করে সুশোভন ॥
মেঘগণ আছে তথা অতি ভয়ঙ্কর।
দিবা রাত্রি নাহি জানি পর্বত উপর ॥
গুবাক কাঁঠাল তাল তমাল পিয়াল।
করঙ্গা জম্বীর টাবা নারঙ্গ রসাল ॥
ছোলঙ্গ চন্দন গিলা জাতী জায়ফল।
হরিতকী রম্ভা আম্র কদম্ব শ্রীফল ॥

পাকড়ি সেহড়া বট বহেড়া গাম্ভারী।
শিউলি শিরীষ চাঁপা কামরাঙ্গা গিরি ॥
নাগেশ্বর নারঙ্গ কেশব সুশোভন।
কুসুম কুঞ্চিত আর পাটলি কাঞ্চন ॥
বৃক্ষ মূল লতা গুল্ম অতি ভীম ডাল।
ভ্রমর গুঞ্জরে ডাকে কোকিল রসাল ॥
মেঘবর্ণ গিরিবর মেঘের আকার।
বৃক্ষচ্ছায়া বিরাজিত দিবসে আঁধার ॥
পঞ্চনারী বৈসে তথা সুবর্ণের পুরে।
কিন্নরী জিনিয়া শোভা করে অহঙ্কারে ॥
যুধিষ্ঠিরে দেখি বলে নারী পঞ্চজন।
কোথা হতে আসিয়াছ তুমি বিচক্ষণ ॥
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ তুমি বুঝিনু কারণে।
বহু দুঃখ পাইয়াছ যেন লয় মনে ॥
নব কোটি কন্যা ল'য়ে থাক এই ভূমি।
আপন ইচ্ছায় স্বামী করিলাম আমি ॥
আমার নগর দেখ অতি রম্যপুরী।
তুমি স্বামী হইলে সেবিবে কোটি নারী ॥
দ্বিতীয় স্বর্গের সুখ পাইবে হেথায়।
রাজ্য কর যতদিন চন্দ্র সূর্য রয় ॥
কন্যার বচন শুনি ধর্মের তনয়।
যোড়হাতে কহিছেন অতি সবিনয় ॥
সঙ্কল্প করিনু আমি সবার সাক্ষাতে।
স্বর্গপুরী যাইব দেখিব জগন্নাথে ॥
কলি আগমন হয় ইহার কারণ।
স্বর্গে যাই অনুজ্ঞা দিলেন নারায়ণ ॥
দয়া করি দেহ বর মোরে কন্যাগণ।
স্বর্গে গিয়া দেখি যেন বিষ্ণুর চরণ ॥
এত বলি তথা হ'তে করিয়া গমন।
উত্তরমুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন ॥

—

ভদ্রকালী পর্বতে পাণ্ডবদের গমন ও
হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলেন উত্তরমুখে ভাই পঞ্চজন ॥
দেখেন অপূর্ব এক পর্বত উপর।
অতি অপরূপ শিবলিঙ্গ মনোহর ॥
চন্দ্র সূর্য ফটিক জিনিয়া শুভ্রকায়।
স্তব করিলেন রাজা মহেশের পায় ॥
তোমার প্রসাদে করি স্বর্গে আরোহণ।
এত বলি প্রণমিয়া করেন গমন ॥
বহুকষ্টে বহুপথ ভ্রমণ করিয়া।
ভদ্রকালী নামে গিরি আরোহেণ গিয়া ॥
দেখেন পর্বতে উঠি পাণ্ডুর নন্দন।
সপ্ত রথে সূর্য আদি গ্রহ দেবগণ ॥
তাহা দেখি ছয় জন হরিষ অন্তরে।
ভদ্রকালী দেবী দেখিলেন গিরি'পরে ॥
বিচিত্র রচিত ঘর কাঞ্চনে রচিত।
সুচারু চন্দনকাষ্ঠে পাটী চারিভিত ॥
নানা পুষ্প কানন উদ্যান জল স্থল।
ভদ্রকালী পূজে তথা দেবতা সকল ॥
করালবদনা কালী গলে মুণ্ডমালা।
পদক পাশুলী শঙ্খ কুণ্ডল মেখলা ॥
চাঁচর চিকুর যেন জলধর ঘটা।
জবামালা গলে দোলে রক্তবর্ণ ফোঁটা ॥
উজ্জ্বল দশন জিহ্বা করে লহ লহ।
খর খাণ্ডা করে ধরে পেট শুষ্কদেহ ॥
সরস্বতী গীত গান সুযন্ত্র সুস্বর।
দেখিয়া আনন্দ বড় পঞ্চ সহোদর ॥
প্রণাম করিয়া বর মাগেন যতনে।
এই বর দেহ মাতা মাগি তব স্থানে ॥
যুধিষ্ঠির কন দেবী কর মোরে দয়া।
কলিকালে জাগ্রতী থাকিবে মহামায়া ॥
রাজা প্রজা অন্যায় যে করে অবিচারে।
খণ্ড খণ্ড হবে তারা তোমার খর্পরে ॥
এই বর মাগি ধর্মরাজ মনোসুখে।
পঞ্চ ভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখে ॥
কতদূরে দেখিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
ভদ্রেশ্বর নামে লিঙ্গ অতি সুশোভন ॥
ত্রৈলোক্য বিখ্যাত শিব অতি মনোহর।
নানা রত্নে বিরচিত প্রবাল পাথর ॥

তাহা দেখি পাণ্ডবের হরষিত মন।
পঞ্চভাই করিলেন প্রণাম স্তবন॥
স্নানদান করি সবে ফল পুষ্প ল'য়ে।
পূজা করি স্তব করে চৌদিকে বেড়িয়ে॥
বর মাগিলেন অতি মনের কৌতুকে।
যাত্রা করিলেন তবে উত্তরাভিমুখে॥
হরি নামে পর্বতে করেন আরোহণ।
দেখেন পর্বতে মণি মাণিক্য রতন॥
নানা বৃক্ষ লতা শোভে বন উপবন
লক্ষ্মীর সমান রূপ যত নারীগণ॥
দেবের দুর্লভ স্থান নাহি মৃত্যু জরা।
বীণা বংশী বাজে গায় নাচয়ে অপ্সরা॥
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গায় গীত।
দেখিয়া বনের শোভা পাণ্ডব বিস্মিত॥
পৃথিবীর মধ্যে আর নাহি দেখি পুরী।
স্বর্গের অধিক এই অপূর্ব নগরী॥
বহুবিধ প্রশংসিয়া যান্ পঞ্চজন।
পর্বতের শোভা দেখি আনন্দিত মন॥
ঐরাবত নামে হস্তী ফিরে পালে পালে।
দেব যক্ষ মরে অঙ্গ হিমেতে ভেদিলে॥
মহাহিমে শীত ভেদি যায় কতদূর।
পাছে পড়ি দ্রৌপদীর অঙ্গ হৈল চুর॥
বিষম দারুণ হিমে শীর্ণ কলেবর।
মূর্ছিত হইয়া পড়ে পর্বত উপর॥
অন্তকালে জানি দেবী চিন্তে নারায়ণ।
স্বামীগণ মুখ চাহি ত্যজিল জীবন॥
পাঞ্চালীর পতন পর্বত হরিনামে।
অগ্রগামী রাজা না জানেন কোনক্রমে॥
পাছে বৃকোদর পার্থ দেখে বিপরীত।
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠিরে বলেন ত্বরিত॥
পাঞ্চালী পড়িয়া পথে ত্যজিল শরীর।
শুনিয়া আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির॥

দ্রৌপদীর শোকে পাণ্ডবদিগের বিলাপ।

দ্রৌপদীর মুখ চেয়ে, কান্দে সবে বিলাপিয়ে,
কোথা গেল দ্রুপদনন্দিনী।
আজ্ঞাতে তোমার তরে, বধিনু কীচক বীরে,
তুমি পাণ্ডবের ধনমণি॥
তব স্বয়ম্বর কালে, জিনি লক্ষ মহীপালে,
পঞ্চজনে করিলাম বিভা।
তোমার সহায় হেতু, হৈল রাজসূয় ক্রতু,
তুমি লক্ষ্মী পাণ্ডবের শোভা॥
যেকালে দ্রুপদরাজে, পণ কৈল সভামাঝে,
রাধাচক্র বিন্ধিতে যে পারে।
অযোনিসম্ভবা কন্যা, ত্রিভুবনে সেই ধন্যা,
সম্প্রদান করিব তাহারে॥
তোমা জিনি পঞ্চভাই, গেলাম জননী ঠাঁই,
ভিক্ষা বলি মায়ে বলা গেল।
না দেখিয়া না শুনিয়া, জননী হরিষ হৈয়া,
বাঁটি খাও পঞ্চজনে কৈল॥
আজ্ঞা দিল মুনিগণে, বিভা কৈনু পঞ্চজনে,
লক্ষ্মীরূপা সুন্দরী পাঞ্চালী।
দ্বাদশ বৎসর বনে, তুষিলা ব্রাহ্মণগণে,
পর্বতে পড়িলা অঙ্গ ঢালি॥
মর্ত্যে করিলাম পাপ, তেঁই এত পাই তাপ,
কেন তুমি পড়িলে পর্বতে।
কেমনে যাইব পথে, কান্দেন ভূপতি চিতে,
নাহি কেহ প্রবোধ করিতে॥
কান্দে ভীম ধনঞ্জয়, যমজ সোদরদ্বয়,
শোকাকুল করে হাহাকার।
বিস্তর বিলাপ করি, বলে পুনঃ পরিহরি,
আগে হৈল মরণ তোমার॥
এই হেতু দেশে পূর্বে, রহিতে বলিনু সর্বে,
দৃঢ় করি না ছাড়িলে সঙ্গ।
তোমা হেন নারীবিনে, শূন্য দেখি রাত্রিদিনে,
বিধাতা করিল সুখভঙ্গ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের প্রশ্ন।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
তবে শোকে ক্ষমা দিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
দ্রৌপদীরে বেড়িয়া বসেন পঞ্চজন।
ধর্মরাজ বলিছেন গদগদ বচন॥

মো'সবার সঙ্গে এলে ছাড়ি মর্ত্যালোক।
এখন পাণ্ডবগণে দিলে বহু শোক॥
তোমার বিচ্ছেদ প্রাণে সহিতে না পারি।
হায় প্রিয়ে মোরে ছাড়ি গেলে কোন্ পুরী॥
পড়িয়া রহিলে কেন পর্বত উপরে।
তোমার শয়নে মম পরাণ বিদরে॥
উত্তর না দেহ কেন স্বামী পঞ্চজনে।
সঙ্গ ছাড়ি কেন বা রহিলে মহাবনে॥
কপট পাশায় আমি করিলাম পণ।
তব অপমান কৈল দুষ্ট দুঃশাসন॥
তোমার কারণে ভীম প্রতিজ্ঞা করিল।
দুঃশাসন-বক্ষ চিরি রক্তপান কৈল॥
উরু ভাঙ্গি মারিল নৃপতি দুর্যোধনে।
নিঃক্ষত্রা হইল ক্ষিতি তোমার কারণে॥
তোমা হেতু জয়দ্রথ পায় অপমান।
গোবিন্দের প্রিয়া তুমি পাণ্ডবের প্রাণ॥
তোমার বিহনে দিনে দেখি অন্ধকার।
এত বলি কান্দে রাজা চক্ষে জলধার॥
বৃকোদর কহে শুন ধর্ম নৃপমণি।
কোন্ পাপে পর্বতে পড়িল যাজ্ঞসেনী॥
পতিব্রতা হ'য়ে স্বর্গে নাহি গেল কেনে।
এত শুনি শ্রীধর্ম বলেন ভীমসেনে॥
দ্রৌপদীর পাপ শুন কহি যে তোমারে।
সবা হ'তে বড় স্নেহ ছিল পার্থবীরে॥
এই পাপে দ্রৌপদী রহিল এক ঠাঁই।
জানাই বৃত্তান্ত শুন বৃকোদর ভাই॥
এত বলি ক্ষমা দিয়া যত দুঃখ শোকে।
পঞ্চভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখে॥
জ্ঞাতিবধ পাপে সদা জ্বলিছে আগুনি।
ঘৃতের আহুতি তাহে হৈল যাজ্ঞসেনী॥
মহাভারতের কথা সুধা হ'তে সুধা।
কর্ণপথে পান কৈলে খণ্ডে ভবক্ষুধা॥

পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রমে গমন ও সহদেবের মৃত্যু।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
দ্রৌপদীরে তেয়াগিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
শোক মোহ কাম ক্রোধ লোভ মদ ছাড়ি।
পঞ্চভাই গঙ্গাতীরে যান স্বর্গপুরী॥
যাইতে উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন।
তাম্রচূড় গিরি করিলেন আরোহণ॥
পর্বত দেখিয়া সুখী পাণ্ডুর তনয়।
শঙ্খনাদে পূরিল সর্বত্র জয় জয়॥
আকাশ পরশে চূড়া অতি ভয়ঙ্কর।
সপ্ত অশ্ব রথে যায় দেবতা ভাস্কর॥
কালচক্র ফিরে সদা আপনার কাজে।
বৃক্ষ লতা নাহি তথা ভাস্করের তেজে॥
জীবজন্তু পশু পক্ষী নাহি একজনা।
সদাই বিচারে দ্বন্দ্ব শুক কতজনা॥
পাপিষ্ঠ পরাণী যদি যায় তথাকারে।
আরোহণ মাত্র সেই জ্বলি পুড়ি মরে॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ভাই পঞ্চজন।
কালাগ্নি রুদ্রের পুরী ভয়ঙ্কর বন॥
অতিশয় প্রচণ্ড প্রতাপ তেজ তাঁর।
নিকটে যাইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
আছেন ঈশ্বর তথা দশ মূর্তি ধরি।
দ্বারে থাকি পঞ্চভাই নমস্কার করি॥
স্তব করি বর পেয়ে করেন গমন।
ক্রৌঞ্চ নামে পর্বতে করেন আরোহণ॥
ক্রৌঞ্চের নির্মাণ পুরী অতিশয় শোভা।
ইন্দ্রের খাণ্ডব জিনি কাননের প্রভা॥
স্বর্গ হ'তে নামে তাতে গঙ্গা সরস্বতী।
হংস চক্রবাক জলে চরে হৃষ্টমতি॥
সুবর্ণের পাখা পক্ষী আছে বহুতর।
জল স্থল আবাস উদ্যান মনোহর॥
নির্মল উজ্জ্বল জল স্ফটিক আকার।
তীরে তপ করে মুনি জ্ঞান অনুসার॥
দেখিয়া হরিষ বড় পাণ্ডু-পুত্রগণ।
স্বর্গের মণ্ডপ তথা দেখি বিচক্ষণ॥

অতি অপরূপ পুরী প্রাসাদ মন্দির।
অন্ধকার আলো করে জিনিয়া মিহির ॥
পুষ্করাক্ষ নামে শিব মণ্ডপ ভিতর।
তাঁর পূজা করে দেব দানব ঈশ্বর ॥
কিন্নরের রাজ্য পুরী অতি অনুপম।
স্থাপিয়াছে দেব দেব মহাদেব নাম ॥
বীণা বংশী বাজে কেহ গায় শিবগীত।
গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ সবে আনন্দিত ॥
নিরবধি সবে সেবে শিবের চরণ।
অন্তরীক্ষে আছে কেহ যোগ-পরায়ণ ॥
হেঁটমুণ্ডে ঊর্ধ্ব পদে কেহ আছে তথা।
এইরূপে বামদেবে সেবয়ে দেবতা ॥
দেখি পঞ্চভাই করিলেন স্নান দান।
লোভ মোহ ছাড়ি পাইলেন দিব্যজ্ঞান ॥
স্নান করি পাণ্ডব হইল কুতূহলী।
পিতৃলোকে উদ্দেশিয়া দেন জলাঞ্জলি ॥
প্রবেশ করেন সবে মণ্ডপ ভিতরে।
বিধিমতে পঞ্চভাই পূজেন শঙ্করে ॥
করযোড়ে প্রভু রুদ্রে মাগিলেন বর।
পুনর্জন্ম নাহি হয় মর্তের ভিতর ॥
এত বলি প্রণমিয়া যান তথা হতে।
দেব-পুষ্প পড়ে আসি নৃপতির মাথে ॥
দেখিয়া তপস্বীগণ প্রফুল্ল অন্তরে।
আদর করিল বড় রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
পাণ্ডবে ডাকিয়া বলে ক্রৌঞ্চ মুনিবর।
পৃথিবীতে রাজা নাহি তোমার সোসর ॥
সকল ত্যজিয়া যাহ স্বর্গের বসতি।
দেখিবে গোবিন্দ পদ পাবে দিব্য গতি ॥
তাঁরে নমস্কার করি ধর্মের নন্দন।
উত্তর মুখেতে যাত্রা করেন তখন ॥
বদরিকাশ্রমে দেখি জাহ্নবীর কূলে।
বদরীক-বৃক্ষ তথা শোভে ফলফুলে ॥
অমৃত জিনিয়া স্বাদু পিক্ নাদে ডালে।
জরা মৃত্যু ভয় নাহি তথায় থাকিলে ॥
দুর্বাসার বরে বৃক্ষ অক্ষয় অব্যয়।
নানা বর্ণে নানা স্থানে দিব্য দেবালয় ॥
করয়ে তপস্যা তীরে শত শত মুনি।
তরঙ্গ নির্মল বহে গঙ্গা মন্দাকিনী ॥
দুর্বাসা গৌতম ভরদ্বাজ পরাশর।
অশ্বত্থামা আঙ্গিরস আর সোমেশ্বর ॥
বিশ্বামিত্র মাণ্ডব্য মার্কণ্ড মুনিবর।
জপ তপে রত সবে আছে নিরন্তর ॥
ঋষিগণ বলে তবে রাজাকে দেখিয়া।
হেথায় থাকহ রাজা আমা সবা লৈয়া ॥
দেবতা গন্ধর্ব হেথা আছে শত শত।
পঞ্চভাই থাক সুখে সবার সহিত ॥
অশ্বত্থামা আসিয়া মিলিল পঞ্চজনে।
পূর্বশোক স্মরিয়া কান্দয়ে দুঃখমনে ॥
অশ্বত্থামা বলে থাক বদরিকাশ্রমে।
পাপমুক্ত হবে হরি পাবে পরিণামে ॥
এতেক শুনিয়া বলিলেন যুধিষ্ঠির।
না করিব স্থিতি মোরা থাকিতে শরীর ॥
সঙ্কল্প করিনু আমি কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
যাইব অমরপুরী সুমেরু পর্বতে ॥
সঙ্কল্প-লঙ্ঘিলে হয় ব্রহ্মবধ ভয়।
অতএব কহি শুন তপস্বী তনয় ॥
যে হ'ক সে হোক থাকে যার বা জীবন।
যাইব বৈকুণ্ঠপুরী যথা নারায়ণ ॥
অশ্বত্থামা বলে কোথা দ্রুপদনন্দিনী।
যুধিষ্ঠির কন পথে ত্যজিল পরাণী ॥
শুনি হাহাকার করি কান্দে দ্রোণসুত।
হাহা কৃষ্ণা সুবদনী রূপ-গুণ-যুত ॥
তবে গুরুপুত্রে বন্দিলেন সর্বজন।
উত্তরমুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন ॥
কত দূরে গঙ্গাতীরে দেখি নৃপবর।
পর্বত রৈবত নামে অতি মনোহর ॥
স্বর্গ মর্ত দুর্লভ বিচিত্র উপবন।
সেই সে পর্বতে আরোহেন পঞ্চজন ॥
রেবা নামে পুণ্যনদী পর্বত উপর।
অতি সুনির্মল জল শোভে মনোহর ॥
তীরে রেবানাথ বিষ্ণুমূর্তি চতুর্ভুজ।
প্রণমেন যুধিষ্ঠির সহিত অনুজ ॥

মণি মরকতে পুরী অতি শোভা করে।
চৌরাশী যোজন তার উপর বিস্তারে ॥
যাইতে পর্বতমধ্যে দেখেন রাজন্।
করয়ে শিবের সেবা কিরাত ব্রাহ্মণ ॥
অপূর্ব দেখিয়া ভাবিলেন মনে মন।
বর মাগি নিলেন শঙ্করে পঞ্চজন ॥
মহা শীতে হিমে ভেদি যান্ কতদূর।
সহদেব বীর পড়ি হাড় হৈল চুর ॥
অন্তকাল জানিয়া চিন্তিল নারায়ণ।
অবাক হইয়া পড়ি ছাড়িল জীবন ॥
যুধিষ্ঠিরে জানাইল বৃকোদর বীর।
পর্বতে ত্যজিল প্রাণ সহদেব ধীর ॥
পড়িল কনিষ্ঠ ভাই শুনহ রাজন্।
দেখি শোকে কান্দিছেন ধর্মের নন্দন ॥
কোথাকারে গেল ভাই পরাণ আমার।
জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গুরু বুদ্ধির আধার ॥
মো'সবারে ছাড়ি ভাই গেলে কোথাকারে।
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি জিজ্ঞাসিব কারে ॥
পরম পণ্ডিত পাই মন্ত্রীচূড়ামণি।
যার বুদ্ধে রাজ্য পাই কুরুগণে জিনি ॥
হেন ভাই ত্যজি গেল ত্যজিয়া আমারে।
স্বর্গে না যাইব প্রাণ ছাড়ি শোকভরে ॥
এত বলি পড়ে রাজা আছাড় খাইয়া।
হায় সহদেব বলি ভূমে লোটাইয়া ॥
জননী কুন্তীর বড় তুমি প্রিয়তর।
হেন ভাই পর্বতে রহিল একেশ্বর ॥
দশদিক্ অন্ধকার দেখেন নয়নে।
স্থিরচিত্ত নৃপতি হলেন কতক্ষণে ॥
বৃকোদর বলে রাজা কহিবে আমাতে।
কোন্ পাপে সহদেব পড়িল পর্বতে ॥
যুধিষ্ঠির বলে যে শুনহ সাবধান।
সহদেব জ্ঞাত ভূত ভাবী বর্তমান ॥
পাশাতে আমারে আবাহিল দুর্যোধন।
বিদ্যমান ছিল ভাই মাদ্রীর নন্দন ॥
হারিব জিনিব কিবা ভাই তাহা জানে।
জানিয়া আমারে না করিলে নিবারণে ॥
বারণাবতেতে যবে দিল পাঠাইয়া।
মো'সবারে কপটে মারিতে পোড়াইয়া ॥
জানি না বলিল ভাই কুলের বিনাশ।
অধর্ম হইল ভাই পাপের প্রকাশ ॥
এই পাপে যাইতে নারিল স্বর্গপুরে।
শুন বৃকোদর ভাই জানাই তোমারে ॥
এত বলি যান রাজা করিয়া ক্রন্দন।
ভীমার্জুন নকুল পশ্চাতে তিন জন ॥
পথ মধ্যে সরোবর দেখি বিদ্যমান।
যুধিষ্ঠির তাহাতে করিল স্নান দান ॥
দেব ঋষি পিতৃলোকে করিয়া তর্পণ।
শুচি হ'য়ে করিলেন স্বর্গ-আরোহণ ॥
সহদেব দ্রৌপদী চলিল স্বর্গপুরে।
ভেটিল গোবিন্দপদ সানন্দ অন্তরে ॥
জ্ঞাতি গোত্রগণ সঙ্গে হইল মিলন।
যুধিষ্ঠির পথ চাহি আছে সর্বজন ॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

চন্দ্রকালী পর্বতে নকুলের এবং নন্দিঘোষ পর্বতে অর্জুনের দেহত্যাগ।

মুনি বলে শুন নরপতি জন্মেজয়।
চলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুর তনয় ॥
যাইতে উত্তরমুখে দেখেন রাজন্।
সরোবর তীরে লিঙ্গ অতি সুশোভন ॥
গঙ্গার সদৃশ দেখি সুনির্মল জল।
কোকনদ প্রফুল্ল সহস্র শতদল ॥
সরোবর আছে শত যোজন বিস্তার।
জল দেখি নৃপতির আনন্দ অপার ॥
মৃগ পক্ষী হংস চক্র বিরহে বিস্তর।
ভ্রমর ঝঙ্কারে বনে জলে জলচর ॥
অপরূপ দেবের দুর্লভ সেই স্থান।
বসন্ত পবন মত্ত কোকিলের গান ॥
পদ্মে আচ্ছাদিত সব নাহি দেখি নীর।
নিত্য স্নান হয় যাতে সদা ইন্দ্রাণীর ॥

সেই সরোবরে স্নান করি চারি জন।
শোক দুঃখ ছাড়ি কিছু স্থির হৈল মন॥
তাহার পশ্চিমে গিরি চন্দ্রকালী নাম।
স্ফটিক জিনিয়া দীপ্ত চন্দ্রের সমান॥
ভুবনের সার সে পর্বত সুশোভন।
তাহাতে পাণ্ডব করিলেন আরোহণ॥
হিমে অঙ্গ জরজর গিয়া হিমালয়।
তাহে উঠি চারি ভাই দিল জয় জয়॥
ধীরে ধীরে হিমে যান পদ নাহি চলে।
ঋষি মুনি তপস্বী দেখেন গঙ্গাকুলে॥
ষোড়শ সহস্র লিঙ্গ দেখি পঞ্চানন।
ভক্তিভাবে প্রণাম করেন চারিজন॥
কতদূরে দেখিলেন গিরি মনোহর।
নানা ধাতু বিরচিত প্রবাল পাথর॥
পশ্চাৎ করিয়া গিরি চলেন উত্তরে।
হিমেতে মন্থর পদ চলিতে না পারে॥
নকুলের অঙ্গে পড়ে শোণিত বহিয়া।
পর্বতে পড়িল বীর আছাড় খাইয়া॥
গোবিন্দ চিন্তিয়া চিত্তে ত্যজিল পরাণ।
স্বর্গপুরে প্রবেশিল কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
ধর্মেরে কহিল তবে ভীম মহামতি।
পড়িল নকুল বীর শুন নরপতি॥
পাছে দেখি ধর্মরাজ ভাবিলেন চিতে।
ছয়জন মধ্যে তিন রহিল পর্বতে॥
তিন লোক দুর্জয় নকুল মহাবীর।
যাহার সংগ্রামে দেবাসুর নহে স্থির॥
হেন ভাই পড়ে মম পর্বত উপরে।
কোন্ সুখে কি বলিয়া যাব স্বর্গপুরে॥
কৌরব সহিত যুদ্ধ করিল অপার।
হেন ভাই ছাড়ি গেল না দেখিব আর॥
তাপের উপরে তাপ শোকে মহাশোক।
কাহারে কহিব দুঃখ হরি পরলোক॥
যাম্যদিক্ যেই ভাই জিনিয়া সকলে।
যজ্ঞ করিবার কালে ধন আনি দিলে॥
স্বর্গে নাহি গেলে ভাই পড়িলে পর্বতে।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিব কিমতে॥
কান্দিয়া জিজ্ঞাসে ভীম নৃপতির স্থানে।
কোন্ পাপে নকুল পড়িল এইখানে॥
যুধিষ্ঠির কন শুন ভাই বৃকোদর।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যবে ভারত-সমর॥
কর্ণের সমর হৈল আমার সহিতে।
সেইকালে নকুল আছিল মম ভিতে॥
কর্ণের সংগ্রামে যবে মোর বল টুটে।
সহায় না হইল সে বিষম সঙ্কটে॥
যুদ্ধ না করিল ভাই আমার রক্ষণে।
এই পাপে পর্বতে পড়িল পরিণামে॥
এত বলি যুধিষ্ঠির কান্দিতে কান্দিতে।
চলেন উত্তরমুখে ভাবিতে ভাবিতে॥
কতদূরে মহা হিমে যান তিন জন।
নন্দিঘোষ গিরি করিলেন আরোহণ॥
পদ্মরাগে বিরাজিত গিরি মনোহর।
নানাজাতি নরনারী পরম সুন্দর॥
মণি বিভূষিত যত দেবের বসতি।
সেবা কৈলে অক্ষয় অব্যয় হয় গতি॥
তিন ভাই করি তথা গোবিন্দ পূজন।
যোড়হাতে করিলেন কৃষ্ণেরে স্তবন॥
ভক্তিভাবে স্তুতি করে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।
জলপান করি যান হ'য়ে কুতূহলি॥
ভয়ঙ্কর নন্দিঘোষ পর্বত বিশাল।
হিমাগমে মহাশীত বহে সর্বকাল॥
পশু পক্ষী গাছ লতা নাহি সেই দেশে।
হিমের প্রতাপে নাশ হ'য়েছে বিশেষে॥
হিম ভেদি অর্জুনের হরিল যে জ্ঞান।
গোবিন্দ ভাবিয়া চিত্তে ত্যজিল পরাণ॥
দেবাসুরে দুর্জয় যে পার্থ মহাবীর।
পতনে পর্বত কম্প পৃথিবী অস্থির॥
উল্কাপাত ঘোর বহে প্রলয়ের ঝড়।
ভল্লুক বরাহ গণ্ডা যত হস্তী ঘোড়॥
ভীমসেন বলে শুন ধর্মের নন্দন।
পর্বতে পড়িয়া পার্থ ত্যজিল জীবন॥
যার পরাক্রমে যক্ষ রক্ষ নহে স্থির।
হেন ভাই পড়ে শুন রাজা যুধিষ্ঠির॥

প্রাণ দিয়া নন্দিঘোষ পর্বত উপরে।
এত বলি বৃকোদর কান্দে হাহাকারে ॥
চমৎকার চিত্ত হ'য়ে যান ধর্মরাজ।
না চলে চরণ চক্ষে নাহি দেখে কাজ ॥

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

ভীমের বচন শুনি, শোকে ধর্ম নৃপমণি,
কান্দিছেন বিলাপ করিয়া।
হাহাকার ঘন মুখে, চাপড় মারয়ে বুকে,
পর্বতে পড়েন লোটাইয়া ॥
হায় পার্থ মহাবল, পাণ্ডবের বুদ্ধিবল,
পর্বতে পড়িলে কি কারণে।
স্বর্গপুরে আরোহণ, না হইল বিচক্ষণ,
প্রাণ দিব তোমার বিহনে ॥
ত্রিভুবন কৈলে জয়, মহাবীর ধনঞ্জয়,
নররূপে বিষ্ণু অবতার।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, কৌরববাহিনী জিনি,
মোরে দিলে রাজ্য অধিকার ॥
রাজসূয় যজ্ঞকালে, জিনি নিজ বাহুবলে,
করিলে উত্তরদিক্ জয়।
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা নিয়া, সুরাসুরপুরী গিয়া,
নিমন্ত্রিয়া আনিলে সভায় ॥
স্বর্গে যত দেবগণ, লইয়া সাদর মন,
দিল অস্ত্র মন্ত্রের সহিতে।
তাহাতে সর্বত্র জয়, করিলে শত্রুর ক্ষয়,
তব তুল্য নাহি পৃথিবীতে ॥

(লঘু ত্রিপদী)

প্রবেশি কাননে, দেব পঞ্চাননে,
তুষিতে বাহু-যুদ্ধেতে।
মারিলে অজস্র, কিরাত সহস্র,
একা তুমি কাননেতে ॥
অমর সোসর, জিনিলে শঙ্কর,
ম্লেচ্ছ কিরাতের দেশ।
হ'য়ে হৃষ্টচিত্ত, অস্ত্র পাশুপত,
দিল প্রভু ব্যোমকেশ ॥
কালকের আদি, যত সুরবাদী,
হেলায় করিলে নাশ।
যত দেবচয়, করিলে অভয়,
পূরাইয়া অভিলাষ ॥
তাহে দেব-অস্ত্র, পাইলে সমস্ত,
তোমার অজেয় নাই।
আর শনুঃশর, দিল বৈশ্বানর,
খাণ্ডব দহিলে ভাই ॥
জিনি দেবগণ, দৈত্য অগণন,
অগ্নিরে সন্তোষ কৈলে।
ছাড়ি যাও তুমি, কিসে জীব আমি,
প্রাণ দিব শোকজালে ॥
প্রাণাধিক বীর, ত্যজিলে শরীর,
নন্দিঘোষ গিরিবরে।
আমি পুনর্বার, না দেখিব আর,
পড়িনু শোকসাগরে ॥
ভারত-সমরে, কর্ণ মহাবীরে,
বিনাশিলে ভীষ্ম দ্রোণে।
যাহার সহায়, যার ভরসায়,
প্রবল কৌরবগণে ॥
তুমি মম প্রাণ, বীরের প্রধান,
সব শূন্য তোমা বিনে।
মহাবীর তুমি, ঘন ডাকি আমি,
উত্তর না দেহ কেনে ॥
নিদ্রা যাহ সুখে, আমি মরি শোকে,
উঠিয়া উত্তর দেহ।
কুরুগণে জিনি, লহ রাজধানী,
তাহার যুকতি কহ ॥
রাজা ভূমে পড়ি, যান গড়াগড়ি,
না বান্ধেন কেশপাশ।
ভারত সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
বিরচিল কাশীদাস ॥

সোমেশ্বর পর্বতে ভীমের তনুত্যাগ ও
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবীর।
অর্জুনের শোকে কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির॥
বৃকোদর বলে শুন ধর্ম অধিপতি।
কোন্ পাপে পড়িল অর্জুন মহামতি॥
ভূপতি বলেন শুন পবন-তনয়।
আমা হ'তে দ্রৌপদীর বশ ধনঞ্জয়॥
সবে হেয় জ্ঞান তার ছিল মনোগতে।
এই হেতু পার্থবীর পড়িল পর্বতে॥
এত বলি দুইজন বিষণ্ণ বদন।
চলেন উত্তরমুখে চিন্তি নারায়ণ॥
বৃকোদর বলে তবে করিয়া ক্রন্দন।
সুরপুরে চল যাই মোরা দুইজন॥
এত বলি গঙ্গাতীরে যান দুইজন।
তথা হ'তে শুনা যায় স্বর্গের বাজন॥
উঠেন পর্বতে দুই পাণ্ডুর নন্দন।
ছয়জন মধ্যেতে আছেন দুইজন॥
শতেক যোজন সেই প্রমাণে উত্থিত।
বিবিধ বৃক্ষের মূল রতনে মণ্ডিত॥
হিমাগম সুশীতল অতীব সুশ্যাম।
তার তলে দুই ভাই করেন বিশ্রাম॥
কতক্ষণ বসি পুনঃ করেন গমন।
যাইতে দেখেন রাজা নদী সুশোভন॥
রেবা নামে নদী সেই পাপ-বিনাশিনী।
স্বর্গ হ'তে নামে তাহে ত্রিপথগামিনী॥
নানারত্নে বিরচিত দুই কূল তার।
দেখিতে সুন্দর নদী মহিমা অপার॥
স্নান দান করিলেন ধর্ম মহাবল।
দুই ভাই উদ্দেশে দিলেন কুশ জল॥
স্বর্গপথ গমনে দুর্গমে হৈয়া পার।
সোমেশ্বর নামে গিরি উত্তরে তাহার॥
নানা রত্নময় গিরি দেখিতে সুন্দর।
সুবর্ণের শৃঙ্গ মণি মাণিক্য পাথর॥
অতিশয় উচ্চ গিরি অতি সুশোভন।
চন্দ্র সূর্য সমাগত গ্রহ তারাগণ॥

সঙ্কল্প করিয়া রাজা যান একচিতে।
না জানেন ভূমণ্ডল আছে কোন্ ভিতে॥
তার জলে নরপতি করেন তর্পণ।
তুষ্ট মনে পঞ্চানন পূজেন রাজন্॥
পুণ্য হেতু চলিলেন স্বর্গের উপর।
দর্শন করেন রাজা শিব সোমেশ্বর॥
কীট পক্ষী কৃমি আদি তথা যদি মরে।
রুদ্ররূপ হ'য়ে তারা যায় স্বর্গপুরে॥
কিন্নর গন্ধর্ব তথা গান করে নিত্য।
সহস্রেক সোমকন্যা করে বাদ্য নৃত্য॥
সোমেশ্বর পূজি রাজা কৈল নমস্কার।
বর মাগে মর্তে জন্ম না হোক্ আমার॥
এত বলি স্তুতি করি আর প্রণিপাত।
শিবের প্রসাদে মাল্য পান পারিজাত॥
সোমেশ্বর বন্দি রাজা চলেন উত্তরে।
মহা হিম্ বেড়িলেক বীর বৃকোদরে॥
সোমেশ্বর পার হ'তে নারে প্রাণপণে।
ভেদিল শরীর বীর পড়িল অজ্ঞানে॥
পর্বত পড়িল যেন পর্বত উপর।
ভীমসেন পড়ে কম্প হয় ধরাধর॥
সমুদ্রে সুমেরু গিরি যেন দিল ঝম্প।
কূর্মপৃষ্ঠে থাকিয়া বাসুকি হৈল কম্প॥
পড়িলেন বৃকোদর পর্বত বিশালে।
চলাচল কম্পমান সাগর উথলে॥
বাসুকি এড়িল বিষ যোদ্ধা এড়ে বাণ।
চমকিত পশুপক্ষী ছাড়িল পরাণ॥
স্বর্গ মর্ত পাতালে হইল চমৎকার।
চারিদিকে সাট লাগে লঙ্কার দুয়ার॥
ইন্দ্র শঙ্কা পান স্বর্গে বিষম আস্ফালে।
ভূমিকম্প উল্কাপাত গগনমণ্ডলে॥
প্রচণ্ড পবন বহে নির্ঘাত দুর্বার।
শব্দে সেতুবন্ধে হৈল তরঙ্গ গঙ্গার॥
ঋষি মুনি তপস্বীর ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
বন এড়ি ধায় পশু লইয়া পরাণ॥
স্বর্গ মর্ত পাতালে লাগিল চমৎকার।
বৃকোদর পড়ে খণ্ডাইয়া ক্ষিতিভার॥

যুধিষ্ঠির দেখিল পড়িল ভীম ভাই।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল তথাই ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া নৃপবর।
হাহাকার করিয়া ডাকেন বৃকোদর ॥
মরিবারে কৈলে ভাই স্বর্গ আরোহণ।
প্রাণের অধিক ভাই অতুল বিক্রম ॥
সংসার হইল শূন্য তোমার বিহনে।
শুনি বড় ভয় পায় গিরিবাসীগণে ॥
যার পরাক্রমে তিনলক্ষ হাতী মরে।
হেন ভাই পড়ে মম পর্বত উপরে ॥
কারে ল'য়ে যাব স্বর্গে দেখিতে মুরারী।
কেবা জিজ্ঞাসিবে বনে বচন চাতুরী ॥
কে আর তরিবে বনে দুষ্ট দৈত্য-হাতে।
কে আর করিবে গর্ব কৌরব মারিতে ॥
কিবা ল'য়ে যাব স্বর্গে দেখিতে মুরারী।
ভাই সব মরে মম বৃথা প্রাণ ধরি ॥
কেন ভাই ত্যজি মোরে পড়িলে পর্বতে।
উত্তর না দেহ কেন ডাকি স্নেহমতে ॥
পর্বতে পড়িয়া ভাই ছাড়িলে আমারে।
কে পথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিবে বারে বারে ॥
আমরা নিদ্রিত হ'লে থাকিতে জাগিয়া।
আমারে ত্যজিয়া কেন রহিলে শুইয়া ॥
আমার অন্তরে বড় দুঃখ দিয়া গেলে।
উঠহ প্রাণের ভাই এস করি কোলে ॥
মম বাক্য বশ ভাই মম বাক্যে স্থিত।
তোমা সবা বিনে ভাই জীতে মৃত্যুবৎ ॥
যে কালে আইনু ধৃতরাষ্ট্র ভেটিবারে।
অন্ধের আছিল ক্রোধ তোমা মারিবারে ॥
গোবিন্দ রাখেন তোমা লৌহ-ভীম দিয়া।
হেন ভাই নিদ্রা যায় পর্বতে পড়িয়া ॥
এত বলি ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
চারি ভাই ভার্যা ভাবি আকুল অন্তরে ॥
লক্ষ্মণ পড়িল যবে রাবণের শেলে।
ক্রন্দন করেন রাম ভাই ল'য়ে কোলে ॥
সেইমত কান্দিছেন ভীমে ল'য়ে কোলে।
হিমে তনু কাঁপে কান্দিছেন উতরোলে ॥
প্রবোধ করিবে আর নাহি হেনজন।
ধর্মরাজ করিলেন অরণ্যে রোদন ॥
জননীরে স্মরিয়া কহেন শোক পাই।
এ হেন দুঃখীরে কেন গর্ভে দিলে ঠাঁই ॥
শৈশবে মরিল পিতা না পড়ি সে শোকে।
পিতামহ ভীষ্মদেব পালিল সবাকে ॥
হিংসা হেতু বিষ-লাড়ু ভীমে খাওয়াইল।
পাপ দুর্যোধন যারে ভাসাইয়া দিল ॥
উদ্দেশ না পেয়ে কান্দে জননী আমার।
সাতদিন মাতা মোর না কৈল আহার ॥
অনন্ত করিয়া কৃপা দিল প্রাণদান।
তাহে না মরিলে ভাই পেলে প্রাণদান ॥
দেখিবারে গোবিন্দে আইলে স্বর্গপুরী।
না পাইলে দেখিতে সে প্রসন্ন মুরারি ॥
হায় বীর পার্থ কৃষ্ণা সুন্দর নকুল।
হায় সহদেব বীর বিক্রমে অতুল ॥
তোমা সবা বিনা প্রাণ না রহে আমার।
তোমা সবাকারে চক্ষে না দেখিব আর ॥
হায় বিধি মম ভাগ্যে কি আছে না জানি।
মম কর্মে এত দুঃখ লিখিলে আপনি ॥
কোন্ জন্মে আছিল আমার কোন্ পাপ।
সেকারণে দহে তনু শোকেতে সন্তাপ ॥
কি করিনু কি হইল আর কিবা হয়।
এত বলি কান্দিলেন ধর্মের তনয় ॥
কতক্ষণে স্থির হ'য়ে ধর্মের তনয়।
ক্রন্দন সম্বরি রাজা ভাবেন হৃদয় ॥
কোন্ পাপে বৃকোদর স্বর্গে নাহি গেল।
এই কথা যুধিষ্ঠির মনেতে ভাবিল ॥
বৃকোদর ভাই মোর লুব্ধ ছিল মতি।
ভক্ষণে আছিল তার বড়ই পীরিতি ॥
ভক্ষ্যদ্রব্য দেখিলে না স্থির থাকে মন।
দৃষ্টিমাত্র ইচ্ছা হয় করিতে ভোজন ॥
এই হেতু পাপ হৈল বীর বৃকোদরে।
নারিল স্বকায় যেতে স্বর্গের উপরে ॥
এই চিন্তা করি রাজা দুঃখিত অন্তরে।
একান্তে গোবিন্দ চিন্তি চলেন উত্তরে ॥

ভীমের প্রয়াণ যেবা শুনে শুদ্ধভাবে।
কৃষ্ণের পরমপদ সেইজন পাবে॥

যুধিষ্ঠিরের সহিত বিপ্ররূপী ইন্দ্রের ও
কুক্কুররূপী ধর্মের ছলনা।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
উত্তরাস্থে চলিলেন ধর্মের তনয়॥
কতদূরে দেখি গন্ধমাদন পর্বত।
যাহার সৌরভ যায় যোজনের পথ॥
তাহে উঠি শুনিলেন স্বর্গের বাজনা।
ভূপতি করেন মনে পূরিল কামনা॥
স্বর্গের দুর্লভ ভোগ সেই গিরিবরে।
আরোহণ করিলেন হরিষ অন্তরে॥
পর্বত দেখেন তবে ধর্মের তনয়।
অপূর্ব মহেশলিঙ্গ মরকতময়॥
অত্যন্ত নির্জন স্থান লোক মনোহর।
কোটি চন্দ্র জিনিয়া উজ্জ্বল মহেশ্বর॥
হীরা মণি মাণিক্যে মন্দির অনুপম।
দেখি রাজা ভক্তিভাবে করেন প্রণাম॥
ভ্রাতৃ ভার্যা জ্ঞাতি পুত্র সকলের শোকে।
করযোড়ে স্তব স্তোত্র করেন সম্মুখে॥
হরিহর এক তনু ভিন্ন কভু নয়।
হরিভক্ত মোরে হর হবেন সদয়॥
এত বলি বর মাগি যান ধীরে ধীরে।
কতকালে পার হব দুঃখের সাগরে॥
বিষাদ ভাবেন মনে ধর্মের নন্দন।
কারে লয়ে যাব আমি ত্রিদিব-ভুবন॥
কে মোরে করাবে দেখা কৃষ্ণের সহিতে।
হিমে যদি যায় তনু তরি দুঃখ হতে॥
বংশক্ষয় করিলাম স্বর্গে আরোহিয়া।
চারি ভাই ভার্যা পথে রহিল পড়িয়া॥
পৃথিবীতে আমি কত করিলাম পাপ।
কোন্ মুনি দেব ঋষি দিল মোরে শাপ॥
কান্দেন ভূপতি স্মরি দ্রৌপদী সুন্দরী।
হেনকালে এল যত গন্ধর্বের নারী॥

কন্যাগণ বলে রাজা কান্দ কি কারণ।
দ্বিতীয় স্বর্গের সম এ গন্ধমাদন॥
স্বর্গে আসি কেন কান্দ কহ বিবরণ।
এ স্থানে না হয় কেহ দুঃখের ভাজন॥
কন্যাগণ-বাক্য শুনি কন নৃপবর।
চারি ভাই ভার্যা ম'ল পর্বত উপর॥
ছয়জন মধ্যে আমি আছি একজন।
মহাহিমে স্বর্গপথে ম'ল পঞ্চজন॥
মহাবীর ভাই ভার্যা না দেখিব আর।
এই হেতু কান্দি কর্ণে শুন সমাচার॥
রাজার বচন শুনি কন্যাগণ হাসে।
প্রবোধ বচন কিছু কহে মৃদুভাষে॥
ভাবিত না হও রাজা ভার্যা ভ্রাতৃশোকে।
তব অগ্রে তারা সব গেছে স্বর্গলোকে॥
কি কারণে কান্দ রাজা হ'য়ে বিচক্ষণ।
স্বর্গেতে সবার সঙ্গে হইবে মিলন॥
স্বর্গপথে আসিতে পড়িল যারা সব।
তারা সব আগে গেল শুনহ পাণ্ডব॥
উপেন্দ্র জলেন্দ্র ইন্দ্র যোগেন্দ্রের প্রায়।
তুমি মহারাজ তেঁই আইলে হেথায়॥
আর এক বাক্য রাজা শুন সাবধানে।
এতদূরে এলে তুমি পুণ্যের কারণে॥
মনুষ্যের শক্তি নাই এতদূরে আসে।
অতএব এক বাক্য বলি হে বিশেষে॥
রাজা হ'য়ে থাক গন্ধমাদন পর্বতে।
স্বর্গের অধিক সুখ ভুঞ্জ আনন্দেতে॥
যুধিষ্ঠির বলিছেন শুন কন্যাগণ।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় করি স্বর্গ আরোহণ॥
সঙ্কল্প করিনু আমি অবনী ভিতর।
রাজ্য না করিব যাব অমর নগর॥
প্রাণতুল্য ভাই ভার্যা পড়িল বিষাদে।
কি কার্য রাজ্যেতে মম বিপুল সম্পদে॥
এত শুনি নিবৃত্ত হইল কন্যাগণ।
যুধিষ্ঠির করিলেন স্বর্গে আরোহণ॥
কতদূরে দেখিলেন কিন্নরের পুরী।
পদ্মিনী রমণীগণ আর বিদ্যাধরী॥

যুধিষ্ঠিরে বলে তুমি কোন্ পুণ্যবান্।
আলিঙ্গন দিয়া রাখ মো' সবার প্রাণ॥
আমা সবাকার স্বামী হও মহামতি।
যাচক হইয়া বলে যতেক যুবতী॥
পুরুষ নাহিক রাজা রাজ্যতে আমার।
তুমি রাজা হও দাসী হইব তোমার॥
অকাল-মরণ নাহি জরা মৃত্যু ভয়।
নানা সুখ পাবে রাজা জানিহ নিশ্চয়॥
অবশেষে মহামন্ত্র শিখাব তোমারে।
শীত ভেদি অনায়াসে যাবে সুরপুরে॥
শুনি কন্যাগণ বাক্য বলেন রাজন্।
সুখ অভিলাষ নাহি করে মম মন॥
আশীর্বাদ কর মোরে দেবকন্যাগণ।
স্বর্গপুরে গিয়া যেন দেখি নারায়ণ॥
দ্বাপরের শেষ হৈল কলি অবতার।
সত্য ধর্ম বিবর্জিত অতি অনাচার॥
সেকারণে যাই স্বর্গে ইন্দ্রের ভুবন।
করিলেন শ্রীমুখে অনুজ্ঞা নারায়ণ॥
করিয়াছি সঙ্কল্প যাইব স্বর্গপুরে।
এত বলি নরপতি চলেন উত্তরে॥
হিমালয় গিরি পাইলেন মনোহর।
নারীগণ আসে তথা পূজিতে শঙ্কর॥
ত্রিভুবন-সার বিশ্বকর্মা-বিরচিত।
চতুর্দশ সহস্র শিবের লিঙ্গ স্থিত॥
পরম সুন্দর গিরি কি কহিতে পারি।
সুমেরু কৈলাস জিনি মহেশ্বর পুরী॥
বিচিত্র নগর ঘর অতি মনোরম।
কন্যাগণ আসে নিত্য শিবের আশ্রম॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান চন্দ্রসম কান্তি।
রূপ দেখি মুনির মানসে হয় ভ্রান্তি॥
নানা অলঙ্কার শোভা ত্রৈলোক্য-মোহিনী।
মুখপদ্ম করপদ্ম সকল পদ্মিনী॥
বিচিত্র চম্পক মালা শোভিত গলায়।
কেহ কেহ নৃত্য করে কেহ গীত গায়॥
যুধিষ্ঠির নরপতি আসে সেই পথে।
পাদ্য অর্ঘ ল'য়ে এল তাঁহার সাক্ষাতে॥

ঋষি মুনিগণ শুনি ধর্মের প্রয়াণ।
দেখিবারে এল সবে আনন্দ বিধান॥
পৃথিবীর রাজা হেথা এল পুণ্যভাগে।
ঝটিতি আইল সবে যুধিষ্ঠির আগে॥
দেব ঋষিগণ আসি করিল সম্ভাষ।
অন্ধকার ঘুচিল হইল সুপ্রকাশ॥
প্রণাম করেন রাজা ঋষি মুনিগণে।
নৃপতিরে আশীর্বাদ কৈল সর্বজনে॥
শোভা পায় পর্বতে বৈতরণী সরিত।
অতি অপরূপ তীর নীর সুললিত॥
পর্বত বেষ্টিত জল অতি সুশোভন।
অষ্টাশী তপস্বী তপ করে অনুক্ষণ॥
ক্রীড়া করে জলেতে বিবিধ জলচর।
সুন্দর কনকপদ্ম ফুটে নিরন্তর॥
অষ্টাশী সহস্র ঋষি দেখি অনুপম।
যোড়হাতে নরপতি করেন প্রণাম॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া প্রশংসে মুনিগণ।
ধন্য ধন্য মুনি তুমি হরিপরায়ণ॥
তোমা সম পুণ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে।
স্বকায় চলিয়া এলে অমরভুবনে॥
এই বৈতরণী নদী পরম নির্মল।
উত্তর হইতে বহে দক্ষিণ মণ্ডল॥
দক্ষিণ শমনপুরে বড়ই তরঙ্গ।
পাপী পার হ'তে নারে দেখি দেয় ভঙ্গ॥
মর্তেতে গো-দান করে যেই পুণ্যজনে।
সুখে পার হ'য়ে যায় নৌকা আরোহণে॥
ভূপতি বলেন আমি পাপী নরাধম।
মুনিগণ বলে তুমি মহাপুণ্যতম॥
এত বলি মুনিগণ কৈবর্ত ডাকিয়া।
নৃপতিরে পার কৈল নৌকা আরোহিয়া॥
ঋষিগণে বন্দি রাজা হ'য়ে নদীপার।
পুণ্য হেতু চলিলেন স্বর্গের দুয়ার॥
চন্দ্রসূর্য দেবগণ দেখেন প্রত্যেকে।
স্বর্গে আরোহণ হ'তে আছে যোজনেকে॥
পার হ'য়ে বৃক্ষতলে বসে নরেশ্বর।
স্বর্গ দেখি হইলেন চিন্তিত অন্তর॥

অদ্ভুত স্বর্গের দ্বার দেখি বিদ্যমান।
নানা ঋতু বিরাজিত প্রবাল পাষাণ॥
হাতে অস্ত্র দ্বারপাল চৌদিকে বেষ্টিত।
কত লক্ষ পুণ্যবান্ হ'য়েছি বারিত॥
ইন্দ্র আজ্ঞা বিনা দ্বারী দ্বার নাহি ছাড়ে।
বুকে বুকে দাণ্ডাইয়া আছে করযোড়ে॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া লইল আগুসরি।
দ্বারপালগণ কহে করযোড় করি॥
তোমার জনক পূর্বে পাণ্ডু-নরপতি।
মৃগঋষি শাপে তার না হয় সন্ততি॥
বিমুখ হইয়া রাজা সংসারের সুখে।
কুন্তী মাদ্রী ভার্যা সহ আইল হেথাকে॥
অপুত্রক হেতু ইন্দ্র আজ্ঞা নাহি দিল।
হেথা হ'তে পুনঃ তেঁই মর্তপুরে গেল॥
দেব হ'তে জন্ম হ'ল তোমা পঞ্চভাই।
পুত্রবান্ হইয়া বৈকুণ্ঠে পাইল ঠাঁই॥
তার ক্ষেত্রে জন্ম তব ধর্মের ঔরসে।
তুমি মহাধর্মশীল জানি সবিশেষে॥
মুহূর্তেক বৈস রাজা শূন্য সিংহাসনে।
ইন্দ্রে জানাইয়া রাজা লব এইক্ষণে॥
দ্বারপাল গিয়া বার্তা দিল পুরন্দরে।
যুধিষ্ঠির আইলেন স্বর্গের দুয়ারে॥
শুনিয়া দেবতা সবে কহে ইন্দ্র প্রতি।
রথে করি যুধিষ্ঠিরে আন শীঘ্রগতি॥
এত শুনি দেবরাজ বিপ্ররূপ ধরি।
যুধিষ্ঠিরে ছলিবারে এল শীঘ্র করি॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করেন প্রণতি।
আশীর্বাদ করিলেন কপট দ্বিজাতি॥
জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে কপট ব্রাহ্মণ।
বড় পুণ্যবান্ তুমি এলে কোন্‌জন॥
কোন্ দ্বীপে রাজা ছিলে কৈলে কত দান।
কোন্ পুণ্যে স্বদেহে আইলে দেবস্থান॥
এত শুনি নৃপতি কহেন যোড়হাতে।
পরিচয় মহাশয় কহিব তোমাতে॥
জম্বুদ্বীপ নামে এক আছে পৃথিবীতে।
যাহে জন্মিলেন ব্রহ্মা ভার নিবারিতে॥
চন্দ্রবংশে দেব অংশে হস্তিনায় ধাম।
পাণ্ডুপুত্র ঋষিগোত্র যুধিষ্ঠির নাম॥
রাজ্যলোভে সবান্ধবে মারিলাম রণে।
লোভে পাপ পাছে তাপ হৈল মম মনে॥
জ্যেষ্ঠতাত সহ মাদ্রী গেল তপোবনে।
পঞ্চভাই দুঃখ পাই ভ্রমি নানাস্থানে॥
আমার বিষাদ দেখি দেব নারায়ণ।
আজ্ঞা দেন কর রাজা স্বর্গ-আরোহণ॥
কলি অবতার হবে দ্বাপরের শেষ।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন হৃষীকেশ॥
যদুবংশ করি ধ্বংস ব্রহ্মশাপ ছলে।
আপনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু গেলেন কৌশলে॥
তবে মোরা পঞ্চভাই করিয়া বিচার।
পৌত্রে সমর্পণ করি রাজ্য-অধিকার॥
পঞ্চভাই ভার্যাসহ আসি স্বর্গপথে।
হিমশীতে পঞ্চজন পড়িল পর্বতে॥
শোক দুঃখ সন্তাপে তাপিত মম মন।
এই নিজ তত্ত্ব দ্বিজ করি নিবেদন॥
একেশ্বর দ্বিজবর যাব স্বর্গপুরী।
সুমেরু পর্বতে গিয়া দেখিব মুরারী॥
কিবা প্রাণ যাক্ কিম্বা যাই স্বর্গপুরে।
করিয়া সঙ্কল্প এই আসি এতদূরে॥
কতদূর আছে স্বর্গ কহ দ্বিজবর।
যাইতে পারিব কিম্বা যাবে কলেবর॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন ধর্ম নৃপবর।
এখনি দেখিবে রাজা পঞ্চ সহোদর॥
কুরুক্ষেত্রে যে ছিল আঠার অক্ষৌহিণী।
সবাকারে ক্ষণেকে দেখিবে নৃপমণি॥
এড়াইয়া এলে দুঃখ আর চিন্তা নাই।
আমি ল'য়ে যাব তোমা ঈশ্বরের ঠাঁই॥
নিকট হইলে স্বর্গ যাব মুহূর্তেকে।
শোক দুঃখে ক্ষমা দেহ জানাই তোমাকে॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরে কথা হয় এইমতে।
তথা ধর্ম আইলেন কুক্কুর রূপেতে॥
শব্দ করি ব্রাহ্মণে খাইতে শ্বান যায়।
দণ্ড ল'য়ে ব্রাহ্মণ প্রহারে তার গায়॥

নির্ঘাত প্রহার করে কুক্কুরের দেহে।
পরিত্রাণ ডাকি শ্বান যুধিষ্ঠিরে কহে॥
ওহে পৃথিবীর রাজা মহা পুণ্যবান্।
নির্দয় ব্রাহ্মণ বধে কর পরিত্রাণ॥
দণ্ডের প্রহারে মোর কম্পমান তনু।
উদ্ধার করিতে কেহ নাহি তোমা বিনু॥
কুক্কুরের বাক্যে রাজা উঠি যোড়হাতে।
বলেন বিনয় করি বিপ্রের সাক্ষাতে॥
নাহি মার কুক্কুরেরে শুন দ্বিজবর।
শুনিয়া বিপ্রের ক্রোধ বাড়িল বিস্তর॥
হাতে দণ্ড করি বলে নৃপতির প্রতি।
মোর হাতে কুক্কুরের নাহি অব্যাহতি॥
পুণ্যহীন কুক্কুরের নাহি পরিত্রাণ।
পুণ্য বিনা স্বর্গে বাস নাহি মতিমান্॥
ভূপতি বলেন রাখ কুক্কুরের প্রাণ।
মর্তের অর্ধেক পুণ্য আমি দিব দান॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ধর্ম হাসি মনে।
ধরিলেন নিজমূর্তি রাজ বিদ্যমানে॥
তদন্তর দেবরাজ নিজমূর্তি হৈয়া।
পরিচয় করিলেন হাসিয়া হাসিয়া॥
ধর্মে ইন্দ্রে রাজা দেখি আপন নয়নে।
লোটাইয়া অষ্ট অঙ্গ পড়েন চরণে॥
কোলে করি ধর্ম সাধু বলেন তাঁহাকে।
তুমি পুত্র যুধিষ্ঠির না চিন আমাকে॥
ধর্ম বলি মর্তলোকে বলয়ে তোমারে।
তোমা জন্মাইনু আমি কুন্তীর উদরে॥
ইনি ইন্দ্র দেবরাজ স্বর্গ অধিপতি।
এস পুত্র কোলে করি কেন দুঃখমতি॥
তোমার চরিত্র প্রচারিলে ত্রিভুবনে।
স্বর্গপুরে চল চড়ি পুষ্পক বিমানে॥
পদব্রজে পর্বতে পেয়েছ বহু পীড়া।
একে সুকোমল তনু শোক চিন্তা বেড়া॥
সর্ব দুঃখ হৈল দূর চল স্বর্গপুরে।
মাতা পিতা দেখিবে সকল সহোদরে॥
এতেক কহিল যদি ধর্ম মহাশয়।
আনন্দিত হইলেন ধর্মের তনয়॥

যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরী দর্শন।

ধর্ম আদি দেবচয়, দেখি রাজা সবিস্ময়,
প্রণাম করেন সবাকারে।
মাতলি ইঙ্গিত পেয়ে, দিব্য পুষ্পরথ ল'য়ে,
যোগাইল রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
ধর্ম ইন্দ্র দুইজনে, গন্ধমাল্য আভরণে,
যুধিষ্ঠিরে করেন ভূষিত।
বিবিধ বন্ধন ছান্দে, মস্তকে মুকুট বান্ধে,
কিন্নর গন্ধর্ব গায় গীত॥
পারিজাত পুষ্পমালা, শোভিত রাজার গলা,
বাজে শঙ্খ মৃদঙ্গ কাহাল।
উর্বশী প্রভৃতি নাচে, কেহ আগে কেহ পাছে,
জয় শব্দ কাংস্য করতাল॥
মাতলি সারথি রথে, ধর্ম ইন্দ্র আদি সাথে,
বায়ু চন্দ্র বরুণ হুতাশ।
কেহ ছত্র শিরে ধরে, হুলাহুলি জয় স্বরে,
কেহ করে চামর বাতাস॥
কেহ আগে যায় ধেয়ে, পঞ্চবাদ্য বাজাইয়ে,
পুষ্পবৃষ্টি আনন্দ প্রচুর।
মুনিগণ বেদ গান, ধর্মপুত্র স্বর্গে যান,
মুহূর্তে গেলেন স্বর্গপুর॥
প্রথমে দেখেন চারু, পারিজাত পুষ্পতরু,
নানাবর্ণে দেবের নগর।
চারি পাশে সারি সারি, অতি মনোহর পুরী,
হাট বাট নাহি পাঠান্তর॥
দেখি রাজা পুণ্যকারী, সকল সুবর্ণপুরী,
সর্ব গৃহে কিন্নরের গান।
সদা মহানন্দময়, নাহি জরা মৃত্যুভয়,
কৌতুকে বিহরে পুণ্যবান্॥
স্বর্গগত নরবর, তারে দেখি পুরন্দর,
বসাইল স্বর্ণ-সিংহাসনে।
পদ প্রক্ষালিতে বারি, পূরিয়া সুবর্ণ ঝারি,
যোগাইল যত দাসগণে॥
ইন্দ্র আজ্ঞা পেয়ে পরে, নানাদ্রব্য উপহারে,
ভোজন করায় নরনাথে।

কর্পূর তাম্বুল দিয়া, পালঙ্কেতে বসাইয়া,
ইন্দ্র আশ্বাসিল ধর্মসুতে ॥
বিদ্যাধরী শত শত, স্বর্গে বসে যত যত,
নৃত্য করে রাজার সমীপে।
তুম্বুর গন্ধর্ব আদি, গায় গীত স্বর সাধি,
সুরপুরী মোহিত আলাপে ॥
ইন্দ্র বলে যুধিষ্ঠির, তুমি পুণ্য আত্মা ধীর,
নরদেহ এলে স্বর্গপুরে।
এ পুরী অমরাবতী, হও তুমি শচীপতি,
যুক্তি আসে আমার বিচারে ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
বলিলেন বিনয় বচন।
তব বাক্যে পাই ত্রাস, কেন কর উপহাস,
আমি মূঢ়মতি আকিঞ্চন ॥
সত্য কৈনু মর্তপুরী, বৈকুণ্ঠে দেখিব হরি,
তুমি মোর সব দুঃখ জান।
তুমি পিতা দেব আর্য, কর মম এই কার্য,
স্বর্গসুখে নাহি মম মন ॥
শুনি ইন্দ্র বলে বাণী, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী,
পঞ্চভাই শতেক কৌরবে।
পিতা জ্যেঠা খুল্লতাত, জ্ঞাতি গোত্রভ্রাতৃমাত,
সবা সঙ্গে বৈকুণ্ঠে মিলিবে ॥
এত বলি সেইক্ষণে, পুষ্পরথ আরোহণে,
পাঠাইল স্বর্গ পরকাশ।
ভারত-সঙ্গীত গীত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

——

যুধিষ্ঠিরের বৈকুণ্ঠে গমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
নিজ পুণ্যে স্বর্গে যান ধর্মের তনয় ॥
পুষ্পরথে আরোহিয়া যান বিষ্ণুপুরে।
আগে পাছে মুনিগণ জয় শব্দ করে ॥
রম্ভাবতী তিলোত্তমা আদি বিদ্যাধরী।
কেহ গীত গায় কেহ নাচে তাল ধরি ॥
কেহ ছত্র ধরে কেহ চামর বাতাস।
দুইদিকে সারি সারি দেবের আবাস ॥
ব্রহ্মলোকে দেখি রাজা ব্রহ্মা চতুর্মুখে।
প্রণমিয়া সম্ভাষ করিলেন কৌতুকে ॥
সমাদর করি ব্রহ্মা করি আলিঙ্গন।
চারি মুখে প্রশংসেন ধর্মের নন্দন ॥
তথা হ'তে নরপতি নানা স্বর্গ দেখি।
অপূর্ব কৈলাসপুরী দেখিয়া কৌতুকী ॥
ইন্দুখণ্ড জিনি পুরী পরম উজ্জ্বল।
দিবা রাত্র জ্ঞান নাহি সদা ঝলমল ॥
গণেশ কার্তিক নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল।
সবা দেখি আনন্দিত ধর্ম মহীপাল ॥
হরগৌরী দোঁহা দেখি অজিন আসনে।
ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ করেন চরণে ॥
আইসহ নৃপতি বলেন শূলপাণি।
ভাল হ'ল স্বর্গে এলে ত্যজিয়া অবনী ॥
তোমা হেন পুণ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে।
স্বকায় চলিয়া এলে অমর-ভুবনে ॥
এত বলি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন।
প্রণাম করিয়া যান পাণ্ডুর নন্দন ॥
কতক্ষণে বৈকুণ্ঠে হইয়া উপনীত।
পুরী দেখি নরপতি হ'লেন চিন্তিত ॥
কিরূপে নির্মাণ করিলেন নারায়ণ।
ত্রিভুবনে নাহি পুরী ইহার তুলন ॥
রত্নের মন্দির ঘর শত সূর্য তেজে।
কলস পতাকা নেত চামর বিরাজে ॥
সকল আলয় মণি মরকতময়।
চারুচক্র বিরাজিত পরম সদয় ॥
প্রবেশ করেন পুরী জয় জয় দিয়া।
রত্নাসনে নারায়ণ দেখিলেন গিয়া ॥
রথ হ'তে নামি পুরে যান পদব্রজে।
প্রণাম করেন গিয়া বিষ্ণু চতুর্ভুজে ॥
বিদ্যমানে নারায়ণ দেখিয়া নৃপতি।
চমৎকার হৈল দেখি অঙ্গের বিভূতি ॥
হস্ত পদ সুশোভিত কর্ণে শতদল।
মকরকুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল ॥
শ্যাম অঙ্গে পীতাম্বর হাটক নিছনি।
নবজলধর মাঝে যেন সৌদামিনী ॥

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি হাতে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি শোভে মকরেতে॥
বামদিকে কমলা দক্ষিণে সরস্বতী।
এই বেশে হৃষীকেশে দেখেন নৃপতি॥
অষ্টাঙ্গে লোটায়ে রাজা পড়েন চরণে।
বলিছেন নারায়ণ আনন্দিত মনে॥
আইসহ নরপতি ধর্মপুত্র ধর্ম।
কতকাল না দেখিয়া পাই ব্যথা মর্ম॥
আগুসরি উঠিয়া করেন আলিঙ্গন।
বসিবারে দেন দিব্য কনক আসন॥
পদ প্রক্ষালিতে বারি যোগায় দেবতা।
চামর বাতাস করে ইন্দ্র চন্দ্র ধাতা॥
কেহ পদ প্রক্ষালয়ে কেহ পদ মুছে।
কিন্নরী গন্ধর্ব গায় বিদ্যাধরী নাচে॥
সুখাসনে দুইজনে বসিয়া কৌতুকে।
গোবিন্দ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসেন হাস্যমুখে॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন সব সমাচার।
পরীক্ষিতে সমর্পণ করি রাজ্যভার॥
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ আসি স্বর্গপথে।
মহাহিমে পঞ্চজনে পড়িল পর্বতে॥
শোকে দুঃখে একাকী আইনু স্বর্গলোকে।
নয়ন সার্থক হৈল দেখিয়া তোমাকে॥
রাজার বচন শুনি কন নারায়ণ।
আগে আসিয়াছে তারা আমার সদন॥
শুনি করযোড়ে কন ধর্মের তনয়।
নয়নে দেখিলে তবে হয় সে প্রত্যয়॥
শুনি নারায়ণ তবে সঙ্গেতে লইয়া।
চলেন উত্তরমুখে দ্বার খসাইয়া॥
দক্ষিণেতে শমনের হয় অধিকার।
চর্মচক্ষে দেখে তথা সব অন্ধকার॥
সেই পুরে প্রবেশিয়া ধর্ম নরপতি।
দেখিতে না পান রাজা কেবা আছে কতি॥
যুধিষ্ঠিরে পেয়ে সব জ্ঞাতি গোত্রগণ।
চতুর্দিকে ডাকে সবে হরষিত মন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শত ভাই দুর্যোধন।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর শকুনি দুঃশাসন॥
ভীমার্জুন সহদেব নকুল সুন্দর।
ঘটোৎকচ জয়দ্রথ বিরাট উত্তর॥
অভিমন্যু বিকর্ণ পাঞ্চালী পুত্রগণে।
কুন্তী মাদ্রী দুই দেখি পাণ্ডুরাজ সনে॥
দ্রৌপদী গান্ধারী আদি যত কুরুনারী।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী আছে সেই পুরী॥
সবে বলে যুধিষ্ঠির তুমি পুণ্যবান্।
স্বকায়ে দেখিলে স্বর্গে দেব ভগবান্॥
অল্পপাপ হেতু মোরা পাই বড় ক্লেশ।
সবাকারে উদ্ধারিয়া লহ নিজ দেশ॥
তোমা দরশনে দুঃখ হইল বিনাশ।
চন্দ্রের সদৃশ যেন তোমার প্রকাশ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চান চারি পানে।
দেখিতে না পান মাত্র শুনেন শ্রবণে॥
নরক দেখিয়া রাজা মনে পেয়ে ভয়।
অনুমানে বুঝিলেন এই যমালয়॥
ভাবিত হইয়া রাজা জিজ্ঞাসে কৃষ্ণেরে।
কেন কৃষ্ণ নাহি দেখি জ্ঞাতি বান্ধবেরে॥
কেন বা হইল মম নরক দর্শন।
বিশেষ কহিয়া কৃষ্ণ শান্ত কর মন॥
গোবিন্দ বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
অল্প পাপ হেতু হৈল নরক দর্শন॥
জ্ঞাতি গোত্র নাহি দেখ তথির কারণ।
পাপক্ষয় হৈল এবে ভয় ত্যজ মন॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
কোন্ পাপ করিলেন ধর্ম নৃপবর॥
আজন্ম তপস্বী জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী।
দানধর্মে মতি সদা পাতক-বিবাদী॥
তাঁহার হইল পাপ কেমন প্রকারে।
মুনিবর বিস্তারিয়া কহিবে আমারে॥

—

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের হেতু ও শ্বেতদ্বীপে গিয়া স্বজনাদি দর্শন।

মুনি বলে জন্মেজয় শুন সাবধানে।
যুধিষ্ঠিরের পাপ হৈল যাহার কারণে॥

ভারত-সমরে যবে হৈল মহারণ।
পার্থের সারথি হইলেন নারায়ণ॥
মারিলেন বহু সৈন্য উপায় করিয়া।
ভীষ্ম বীরে মারিলেন শিখণ্ডী রাখিয়া॥
তবে সেনাপতি হৈল দ্রোণ মহাশয়।
অশ্বত্থামা তাঁর পুত্র সমরে দুর্জ্জয়॥
অনেক প্রকারে দ্রোণ না হয় বিনাশ।
দেখিয়া উপায় করিলেন শ্রীনিবাস॥
কপটে মারেন হস্তী অশ্বত্থামা নামে।
অশ্বত্থামা হত শব্দ হইল সংগ্রামে॥
শুনি চমৎকার লাগে দ্রোণের অন্তরে।
অশ্বত্থামা হত হরি কহেন সমরে॥
প্রত্যয় না যায় দ্রোণ কৃষ্ণের উত্তরে।
সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসিল রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
দ্রোণবাক্য শুনিয়া চিন্তিত নৃপমণি।
কিরূপে কহিব আমি এ অসত্য বাণী॥
কৃষ্ণ বলিলেন রাজা না বলিলে নয়।
মিথ্যা না কহিলে দ্রোণ নাহি হয় ক্ষয়॥
পুনঃপুনঃ দন্ত করি বলে বৃকোদর।
অশ্বত্থামা হত দ্রোণে কহ নৃপবর॥
মিথ্যা বাক্যে ভয় যদি কর নৃপবর।
অশ্বত্থামা হত ইতি বল লঘুস্বর॥
সঙ্কটে পড়িয়া রাজা না কহিলে নয়।
ডাকিয়া দ্রোণেরে বলিলেন মহাশয়॥
অশ্বত্থামা হত হৈল ইহা আমি জানি।
লঘুস্বরে গজ ইতি বলেন আপনি॥
অশ্বত্থামা হত শুনি ধর্মের বদনে।
দ্রোণাচার্য পুত্রশোকে প্রাণ দিল রণে॥
এই পাপ করিলেন ধর্মের নন্দন।
তোমারে জানাই এই অপূর্ব কথন॥
জন্মেজয় বলে তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে ল'য়ে কি করিলেন শ্রীধর॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের কুমার।
এইরূপে যুধিষ্ঠির দেখি অন্ধকার॥
শ্রীগোবিন্দে জিজ্ঞাসেন পাপের কারণ।
কপট করিয়া কহিলেন নারায়ণ॥
কৌরব সহিত যবে হইল সমর।
চক্রব্যূহ করি যুঝে দ্রোণ ধনুর্দ্ধর॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে জর্জরিত করিল তোমারে।
অভিমন্যু ডাকি তুমি কহিলে তাহারে॥
পিতার সমান তুমি মহা যোদ্ধাপতি।
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র দ্রোণ মহারথী॥
গুরুবধে আজ্ঞা দিল হ'য়ে ক্রোধমন।
দ্বিতীয় অবধ্য জাতি হয় সে ব্রাহ্মণ॥
গুরুবধ মহাপাপ শুন নরপতি।
সেই মহাপাপ তব হৈল মহামতি॥
পাপেতে নরক রাজা দেখ অন্ধকার।
রাজা বলিলেন কর সঙ্কটে উদ্ধার॥
তবে হরি অনুজ্ঞা দিলেন খগেশ্বরে।
লহ শ্বেতদ্বীপ সরোবরে নৃপবরে॥
পূর্বের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব আপনি।
দেখাইব ধর্মে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী॥
বিষ্ণুর বচন শুনি খগ মহাবীর।
যুধিষ্ঠিরে ল'য়ে গেল সরোবর তীর॥
পাখসাটে পর্বত উড়িয়া যায় দূরে।
মুহূর্তেকে সেই দ্বীপে গেল খগেশ্বরে॥
সরোবর দেখিলেন ধর্মের নন্দন।
দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ বিদ্যাধরগণ॥
জলে জলচরগণ জলক্রীড়া করে।
ঋষি মুনি মুনীন্দ্র যোগেন্দ্র চারি তীরে॥
বিচিত্র উদ্যান বন নগর চত্বর।
বৈকুণ্ঠ সমান পুরী অতি মনোহর॥
বিহরে দেবতা তথা দেবকন্যা লৈয়া।
কেহ হর হরি পূজে হরষিত হৈয়া॥
অনেক ঈশ্বর মূর্তি সর্বদেব স্থান।
ভ্রমর ঝঙ্কারে মত্ত কোকিলের গান॥
মনুষ্য হইয়া যদি তাহে স্নান করে।
দেবদেহ পেয়ে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
হেন সরোবর দেখি ধর্মের নন্দন।
মহাজলে স্নান করি করেন তর্পণ॥
মানব-শরীর ছাড়ি দেবদেহ পান।
দুঃখ শোক পাসরিয়া সর্বসিদ্ধ হন॥

নরদেহ ত্যজি রাজা দেবদেহ ধরে।
পৃষ্ঠে করি গরুড় উড়িল বায়ুভরে॥
মুহূর্তেকে গেল যথা দেব নারায়ণ।
চতুর্ভুজে ধর্মরাজে কৈল সমর্পণ॥
রাজারে দেখিয়া কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
নিমেষ নাহিক আর নাহি অন্য ছায়া॥
কিরূপে আছিলে রাজা হইলে কিরূপ।
বিচারিয়া মনে ভাব আপন স্বরূপ॥
ভূপতি বলেন শুন অনাদি গোসাঞি।
তোমার প্রসাদে মম পূর্ব রূপ নাই॥
দেবত্ব পাইনু মম হেন হয় জ্ঞান।
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ভগবান্॥
মর্ত্ত্যেতে রাখিলে হরি অশেষ সঙ্কটে।
নিজ পুরী ছাড়ি দিলে ভক্তের নিকটে॥
রাজসূয় করাইলে দিয়া বন্ধুবল।
শিশুপাল দন্তবক্রে দিলে প্রতিফল॥
রাখিলে দ্রৌপদী লজ্জা কৌরব সমাজে।
দ্বাদশ বৎসর রক্ষা কৈল বনমাঝে॥
দুর্বাসারে দুর্যোধন পাঠাইল যবে।
সেইদিন সমাধান করিতে পাণ্ডবে॥
নিশাকালে রক্ষা কৈলে কাননেতে গিয়া।
মোহিল মুনির মন বিষ্ণুমায়া দিয়া॥
তদন্তরে সন্দীপন মুনির আশ্রমে।
আম্র হেতু সঙ্কটে তারিলে পথশ্রমে॥
অজ্ঞাত বৎসর এক বিরাট ভবনে।
শক্র হস্তে রক্ষা কৈলে চক্র আচ্ছাদনে॥
তাহার অন্তরে মম রাজ্যের লাগিয়া।
আপনি হস্তিনাপুরে গেলে দূত হৈয়া॥
আমারে বিভাগ নাহি দিল দুর্যোধনে।
বান্ধিয়া রাখিতে তোমা বিচারিল মনে॥
আপন বিরাট মূর্তি দেখাইলে তারে।
সমূলে করিলে ক্ষয় ভারত-সমরে॥
জ্ঞাতিবধ পাপে মম শরীর বিকল।
অশ্বমেধ করাইলে হইয়া সবল॥
পুত্রহস্তে অর্জুন মরিল মণিপুরে।
প্রাণ দিয়া যজ্ঞ পূর্ণ কৈলে গদাধরে॥

তোমার অসাধ্য কর্ম নহিল গোসাঞি।
কত দৈত্য দানব নাশিলে কত ঠাঁই॥
কংস কেশী অঘ বক ধেনুক বারণ।
তৃণাবর্ত পুতনার হরিলে জীবন॥
নরকে মারিয়া খণ্ডাইলে ক্ষিতিভার।
অনন্ত তোমার নাম অনন্তাবতার॥
মৎস্য কূর্ম বরাহ হইয়া খর্বরূপে।
পাতালে রাখিলে তুমি ছলি বলি ভূপে॥
ভৃগুরাম রামচন্দ্র কামপাল রাম।
বৌদ্ধ কল্কী নারায়ণ নরসিংহ শ্যাম॥
বারে বারে জন্ম লও দুষ্ট বিনাশিতে।
যুগে যুগে অবতার দেবতার হিতে॥
তোমার চরিত্র চারি বেদে না নিরখি।
জ্ঞাতি গোত্র দেখাইয়া কর মোরে সুখী॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারায়ণ।
আশ্বাসিয়া কহিলেন মধুর বচন॥
সর্ব দুঃখ গেল রাজা না কর সন্তাপ।
সবন্ধু কুটুম্ব গোত্র দেখহ না বাপ॥
এত বলি যান হরি ভূপতিরে লৈয়া।
কুরুপুরে প্রবেশেন দ্বার ঘুচাইয়া॥
রাজারে কহেন হরি শুন ধর্মপুত্র।
অনুপম দেখহ দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পত্তি পরিকর।
একে একে প্রত্যক্ষ দেখেন নরেশ্বর॥
পিতা পাণ্ডু দেখ রাজা দেখহ কুন্তীকে।
শ্বেত ছত্র বিরাজিত রাজার মস্তকে॥
বামে মাদ্রী বসিয়াছে মদ্রের কুমারী।
ধৃতরাষ্ট্র বসিয়াছে সহিত গান্ধারী॥
দেখহ বিকর্ণ কর্ণ কৌরব কুমার।
দুর্যোধন শত ভাই সহ পরিবার॥
ভগদত্ত শল্য মদ্ররাজ জয়দ্রথ।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সুরথ ভরত॥
বিরাট দ্রুপদ দেখ স্বপুত্র সহিতে।
পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র দেখহ সাক্ষাতে॥
শিশুপাল সুশর্মা মগধ নৃপমণি।
একে একে দেখহ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী॥

শকুনি উত্তর পুণ্ড্র দ্রোণাচার্য গুরু।
ভগদত্ত শল্য রাজা সিন্ধু ভীম উরু॥
পঞ্চজন পড়িল আসিতে স্বর্গপথে।
চারি ভাই দেখ রাজা দ্রৌপদী সহিতে॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা কৃষ্ণের বচনে।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় চান তারি পানে॥
পাসরিয়া সকল মর্ত্যের শক্রকার্য।
যথাযোগ্য মিলন করেন হ'য়ে ধৈর্য॥
আনন্দ সাগরে মত্ত হৈল তনু মন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া সানন্দ জ্ঞাতিগণ॥
কেহ আশীর্বাদ করে কেহ প্রণিপাত।
পিতা মাতা জ্যেষ্ঠতাতে বন্দে নরনাথ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে কৈল দণ্ড নতি।
মহা আনন্দিত রাজা দেখি গোত্র জ্ঞাতি॥

দশ অবতার বর্ণন।

কৃষ্ণ পদে পড়ি রাজা করেন স্তবন।
তব মায়া কে বুঝিতে পারে নারায়ণ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি হর্তা কর্তা।
প্রধান পুরুষ তুমি ভুবনের ভর্তা॥
মীনরূপে বেদ উদ্ধারিলে তুমি জলে।
কূর্মরূপী ধরণী ধরিলে অবহেলে॥
ধরিয়া বরাহকায় দন্তে কৈলে ক্ষিতি।
হিরণ্যকশিপু হন্তা নৃসিংহ মূরতি॥
বামন আকারে বলি নিল রসাতলে।
তিন পদে ত্রিভুবন ব্যাপিল সকলে॥
নিঃক্ষত্রা করিলে ভৃগুরাম অবতারে।
রামরূপে রাবণের সবংশে সংহারে॥
বলরামরূপে সূর্যসুতা আকর্ষিলে।
বুদ্ধরূপে আপন কারুণ্য প্রকাশিলে॥
কল্কিরূপে বিনাশ করিলে ম্লেচ্ছভূপে।
প্রতি কল্পে অবতার হ'লে এইরূপে॥
ঋষি মুনি যোগী যার না পায় তদন্ত।
চারি বেদে যাঁহার ক্রিয়ার নাহি অন্ত॥
মোরে উদ্ধারিলে তাহা বিপদতারিণী।
রহিল অদ্ভুত কীর্তি যাবৎ ধরণী॥

এত স্তুতি নৃপতি করেন নারায়ণে।
সন্তুষ্ট হলেন হরি তারে আলিঙ্গনে॥
গোবিন্দ বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান্।
সশরীরে আইলে আমার বিদ্যমান॥
অভেদ্য শরীর আমা সহিতে তোমারে।
সঙ্কটে তরিয়া আনিলাম সুরপুরে॥
কৃষ্ণের আদেশে রাজা পরিজন ল'য়ে।
রহেন হরির পুরে হরষিত হ'য়ে॥
অশ্বমেধ সাঙ্গ হল স্বর্গ আরোহণ।
পাইল পরম পদ পাণ্ডুপুত্রগণ॥

মহাভারত শ্রবণে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে
রাজা জন্মেজয়ের মুক্তি।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
অষ্টাদশ পর্ব সাঙ্গ পাণ্ডব-বিজয়॥
ব্রহ্মবধ পাপে মুক্ত হ'ল অতঃপরে।
দান তপ দ্বিজ সেবা পূজে বৈশ্বানরে॥
শুক্লবর্ণ চান্দোয়া দেখহ বিদ্যমানে।
কৃষ্ণবর্ণ দূর হল ভারত শ্রবণে॥
দেখি সব সভাসদ্ হরিষ-বিস্ময়।
ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্ত হ'ল জন্মেজয়॥
সাধু শব্দ জয় শব্দ হ'ল দশদিকে।
আকাশে কুসুম বৃষ্টি করে দেবভাগে॥
সুগন্ধি পবন বহে ঝরে মকরন্দ।
ভারত সম্পূর্ণ হ'ল দেবের আনন্দ॥
জন্মেজয় প্রশংসিয়া গেল দেবগণে।
কিন্নর গন্ধর্ব গায় নাচে হৃষ্টমনে॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ কাংস্য করতাল।
ঝাঁঝরি মহুরি বাজে শুনিতে রসাল॥
পটহ ডিমক ঢক্কা শানি বীণা বেণু।
চন্দনের ছড়া দিয়া নিবারিল রেণু॥
তবে জন্মেজয় রাজা পাদ্য অর্ঘ দিয়া।
মুনির চরণে পড়ি কহে লোটাইয়া॥
নিস্তার করিলে মোরে মহাপাপ হ'তে।
বিখ্যাত তোমার কীর্তি রহিল জগতে॥

লক্ষ শ্লোক ভারত রাখিলে কলিযুগে।
কত পাপী পার হবে এই পাপ ভোগে ॥
এত বলি পদে পূজা কৈল কায়মনে।
বস্ত্র অলঙ্কার মালা কুঙ্কুম চন্দনে ॥
পাদোদক পান কৈল গোষ্ঠির সহিত।
সভাখণ্ড মুনিরে পূজিল যথোচিত ॥
বিদায় হইয়া গেল যত মুনিগণ।
তপবনে করিলেন শ্রীবৈশম্পায়ন ॥
মুক্ত হ'য়ে কৈল রাজা পঞ্চতীর্থে স্নান।
দ্বিজগণে দিল স্বর্ণ গাভী ভূমি দান ॥
অনলে ঢালিল ঘৃত সহস্র কলস।
মিষ্টান্ন ভোজনে বিপ্রগণ কৈল বশ ॥
দিলেন অপূর্ব বস্ত্র দিব্য আভরণ।
দক্ষিণা পাইয়া গৃহে গেল দ্বিজগণ ॥
করাইল জ্ঞাতি গোত্র সবারে ভোজন।
রাম নাম মহামন্ত্র করিল কীর্তন ॥
দুন্দুভি শব্দেতে নৃত্য করে বিদ্যাধরী।
ভারত সম্পূর্ণ হ'ল বল হরি হরি ॥
শ্লোকচ্ছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ ॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিদ্ধিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম ॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসাত্মজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥
সম্পূর্ণ হইল হরি বল সর্বজন।
এতদূরে সাঙ্গ হ'ল স্বর্গ আরোহণ ॥
কাশীদাস বিরচিল গোবিন্দ ভাবিয়া।
পাইবে পরমসুখ শুন মন দিয়া ॥

অষ্টাদশপর্ব মহাভারত সমাপ্ত।
